জ্ঞানাম্বুধি।

অর্থাৎ

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও বেদান্তাদি
নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হিন্দু-
ধর্ম্মোপদেশক ও ব্রহ্মনির্ণায়ক
সানুবাদ-শ্লোকাবলি
সংগ্রহ-গ্রন্থ।

প্রথম খণ্ড।
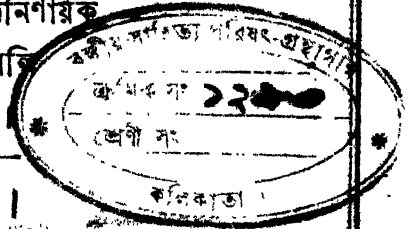
সংসার-তত্ত্ব

শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
সংগৃহীত ও প্রকাশিত।
সাং চাকুর, পং মণ্ডলঘাট, জেলা হাওড়া।
হাং সাং খুরুট, পং বোরো, জেলা হাওড়া।

দ্বিনেত্রাঃ প্রাণিনঃ সর্ব্বে বিদ্যাবেদবিলোচনাঃ।
ধর্ম্মিণঃ সপ্তনেত্রাঃস্যুর্জ্ঞানিনোঽনন্তচক্ষুষঃ॥

কবিবাক্যম্।

কলিকাতা,
৬৭ নং মসজীদ্‌বাড়ি ষ্ট্রীট্ নিউটন্ প্রেসে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬।
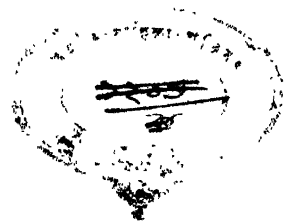
ভূমিকা।

এই সংসারে যাবতীয় পদার্থের মধ্যে একমাত্র জ্ঞানই পরমোৎকৃষ্ট। মনুষ্যগণ এই জ্ঞানপ্রভাবেই পশু পক্ষ্যাদি ইতর জীবগণ হইতে বিশেষ-রূপে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, এবং জ্ঞান-সাধনই মানব জন্মের প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ শাস্ত্রে উক্ত অছে যে, "আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ, সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং। জ্ঞানং নরাণামধিকং বিশেষো,জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥" অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন, এই সকল ব্যব-হার পশুদিগের যেরূপ,মনুষ্যদিগেরও সেইরূপ ; কিন্তু পশু ও মনুষ্যের মধ্যে বিশেষ এই যে, মনুষ্যের জ্ঞানই অধিক, অতএব জ্ঞানহীন মনুষ্য পশুর সমান।

প্রায় সার্দ্ধচারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, যৎকালে সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকা নগরীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, হস্তিনাপুরে মহারাজা যুধিষ্ঠির এবং নৈমিষারণ্যে বেদ-ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিদ্যমান্ থাকিয়া এই ভারতভূমি সমলঙ্কৃত করিয়া-ছিলেন, যৎকালে ভারত ভিন্ন পৃথিবীস্থ প্রায় সমুদায় দেশ অরণ্যে পরি-পূর্ণ ছিল, যৎকালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশীয় মনুষ্যগণ পশুর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করতঃ ফলমূল আহারপূর্ব্বক বৃক্ষমূল ও গিরিগুহা প্রভৃতি সমাশ্রয় করিয়া অবস্থান করিত এবং যৎকালে গ্রীস্ রোম্ প্রভৃতি ইদানী-ন্তন সুপ্রসিদ্ধ দেশ সকলের নাম কি চিহ্ন কিছুই ছিলনা, তৎকালে আমা-দিগের এই ভারতবর্ষ জ্ঞান ও বিজ্ঞানপ্রভাবে সমুদ্ভাসিত ও সভ্যতার চরম সীমায় উপনিত হইয়া তচ্চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশে জ্ঞানরূপ আলোক বিস্তার করিয়াছিল। বর্ত্তমান কালে অন্যান্য দেশ সকল যে জ্ঞানালোকে দীপ্তিমান হইতেছে, তাহা কেবল এই ভারতরূপ জ্ঞানপ্রভাকরের প্রতি-বিম্বিত কিরণাবলী মাত্র। কিন্তু এই জগতে চিরকাল কিছুই সমভাবে থাকিতে পারে না, যেহেতু স্বভাবের নিয়মই এই যে, "পতনান্তাঃ সমু-চ্ছ্রিতাঃ," অর্থাৎ উচ্চতার অন্ত পতন,—যাহার উন্নতি হয়, তাহার অবশ্যই

অবনতি হইয়া থাকে। এক সময়ে যে ভারতের জ্ঞানরূপ ভাস্করের আলোকে অন্যান্য দেশরূপ গ্রহাবলী উজ্জ্বল হইয়াছিল, এক্ষণে কালক্রমে সেই ভারত স্বকীয় জ্ঞান-ভাস্করের অস্তগমন হেতু প্রগাঢ় অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া অবশেষে সেই প্রতিবিম্বিত গ্রহাবলীর আলোকে যৎকিঞ্চিৎরূপে আলোকিত হইয়াই আপনাকে সমুজ্জ্বল ও কৃতার্থ বলিয়া বোধ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত না থাকা প্রযুক্তই ইহার এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। পূর্ব্বকালে এদেশে সংস্কৃত ভাষা বিশেষরূপে প্রচলিত থাকাতে তৎকালে তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ জ্ঞানের আধার স্বরূপ যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তাঁহারা ঐ ভাষাতেই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিগত সহস্র বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত এ দেশে সেই ভাষা প্রচলিত নাই। বিশেষতঃ গত ছয় সাত শত বৎসর পর্য্যন্ত যবন রাজাদিগের শাসন কালে এদেশীয় লোকেরা প্রায় সকলেই কেবল অর্থকরী রাজভাষা শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষরূপে যত্নবান্ থাকাতে ঐ অর্থকরী ভাষার আন্দোলনে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় শাস্ত্রীয় চর্চ্চা ও সত্য সনাতন ধর্ম্মের অনুশীলন অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িল; তখন অত্যল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত প্রায় সকলেই সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ থাকাপ্রযুক্ত এবং উপযুক্ত শিক্ষাগুরুর অভাব হেতু সাধারণ লোকদিগের পক্ষে সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সুদুষ্কর হইল। ইহার উপরে আবার সর্ব্বদা যবনদিগের সংস্রবে, যবনদিগের গ্রন্থপাঠে ও যাবনীক ধর্ম্মালোচনায় স্বদেশীয় আচার ব্যবহার, স্বদেশীয় জ্ঞান ও স্বদেশীয় ধর্ম্মের প্রতি লোক সকল একেবারে বিগতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল। অধিক কি, কেবল বিদেশীয় শিক্ষা প্রভাবে ক্রমে ক্রমে অনেক হিন্দুসন্তানের মন ও মস্তিষ্ক বিদেশীয় ভাব, বিদেশীয় সংস্কার, বিদেশীয় আচার ব্যবহার ও বিদেশীয় প্রকৃতিদ্বারা সংগঠিত হইয়া উঠিল। ফলতঃ পূর্ব্বকালে সর্ব্বার্থদর্শী পরম পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ পরমার্থতত্ত্ব নির্ণয় করণার্থ সংসার-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপোবনে একাগ্রচিত্তে উপবেশন করতঃ অনেক

চিন্তা, অনেক আলোচনা, অনেক উপাসনা ও অনেক তর্কবিতর্কের পর সত্য ধর্ম্মবিষয়ক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া যে সমস্ত অমূল্য রত্নস্বরূপ জ্ঞান-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তৎ সমুদায়ই বর্ত্তমানকালীন বৈদেশীক শাস্ত্র-জ্ঞানাভিমানী মহাত্মাগণের বিবেচনায় নিতান্ত অমূলক ও ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল।

কিন্তু এত দীর্ঘকালের পর বোধ হয় যেন সম্প্রতি ভারতের অজ্ঞানরূপা যামিনীর অবসান হইয়াছে। অধুনা উদার-স্বভাব পরম কারুণিক মহানুভব ইংরাজ-রাজের বিশেষ সাহায্যে ও প্রযত্নে ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থানেই সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং আর্য্য সন্তানগণের হৃদয়-ক্ষেত্রে স্বধর্ম্মানুরাগরূপ অরুণের পুনরুদয় হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ভারতের চতুর্দ্দিকস্থ সংস্কৃতভাষা-ভিজ্ঞ সুপণ্ডিত মহোদয়গণ বহুকালব্যাপী দীর্ঘনিদ্রা হইতে সমুত্থান করতঃ চক্ষুরুন্মীলনপূর্ব্বক যবন-কর-নির্ম্মুক্ত স্বদেশের প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া প্রাণপণে যত্নবান্ হইয়াছেন; ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? কারণ, এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারা নিতান্ত দয়াপরতন্ত্র হইয়া সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র দেশীয় প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া জনসমাজে প্রকাশ করি-তেছেন। তদ্দ্বারা সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ অথচ জ্ঞানলিপ্সু ধর্ম্মানুসন্ধানার্থী ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রকৃত জ্ঞান লাভের বিলক্ষণ উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ অসংখ্য; ইহাদিগের মধ্যে দুই এক খানি গ্রন্থ পাঠ করিলে লোকের ধর্ম্মবিষয়ক সকল প্রকার সন্দেহ ভঞ্জন হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; অথচ বহু অর্থব্যয় করিয়া বহু গ্রন্থ পাঠ করিতে পারে, এমন ধনবান্ লোকের ভাগও অতি অল্প। সুতরাং দুই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক নিগূঢ় তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া সাধারণ লোকদিগের পক্ষে একান্ত দুর্ঘট।

আমি অনেক দিনাবধি মনে মনে এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, এই সময়ে বঙ্গীয় জন-সমাজে এমন একখানি গ্রন্থের

দিগের আবশ্যক, যাহা পাঠ করিলে সঙ্ক্ষেপে হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান সকল বিষয়েরই মর্ম্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে। কিন্তু জন-সমাজের উক্তরূপ ত্রুটী পূরণে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করা মাদৃশ বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানাদি বিহীন ব্যক্তির পক্ষে কেবল দুঃসাহসমাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়া আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে নিবৃত্তই ছিলাম। অনন্তর কতিপয় মন্তাবাপন্ন বন্ধুর প্রদত্ত উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এই "জ্ঞানাম্বুধি" নামক নানা শাস্ত্রোদ্ধৃত সার-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পরমার্থদর্শী ঋষিদিগের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পূর্ব্বকালীন হিন্দুগণ কিরূপ ধর্ম্মাচরণ করিতেন, আর ইদানীন্তন প্রকৃত হিন্দুগণই বা কিরূপ ধর্ম্ম পরিপালন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ হিন্দু-সন্তান ও সন্ততিগণের জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কি কি নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য এবং পালন করিবার কারণই বা কি, তাহাই ব্যক্ত করা এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ জীব দুর্ল্লভ মানব দেহ ধারণ করিয়া যেরূপ আচার ব্যবহারপরায়ণ হইলে ইহলোকে আর্য্যত্ব ও মহত্ব লাভ করতঃ পরম সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পরলোকে স্বর্গ ও অপবর্গাদি ফল লাভে সমর্থ হইতে পারে, সেই সকল বিষয় এই গ্রন্থে যথাসাধ্য বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা যে জন-সমাজে আদরণীয় হইবে, এরূপ আশা আমার পক্ষে কেবল দুরাশা মাত্র। তবে এই মাত্র ভরসা যে, ইহার মধ্যে কোন স্থলেই আমার নিজের মনঃকল্পিত একটী মতও প্রকাশ নাই। ইহাতে যে সকল শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে এবং পাঠকগণের বোধ-বৃদ্ধির নিমিত্ত ঐ সকল শ্লোকের অনুকূল টীকা বা টিপ্পনীরূপে বঙ্গভাষায় যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তই অশেষ শাস্ত্র-পারদর্শী ও ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষিগণের বাক্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আমি তাঁহাদিগের সেই অমোঘ বাক্যগুলিকে কেবল আমার যৎসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি অনুসারে যথোপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি মাত্র। ফলিতার্থে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রাতিরিক্ত কোন কথাই ইহাতে উল্লিখিত নাই।

এই গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে "সংসার-তত্ত্ব" নামক প্রথমখণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি প্রকরণ কথনানন্তর মানবগণের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যেরূপ ধর্ম্মাচরণ করিলে ইহলোকে

সুখসচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পরলোকে স্বর্গাদি ফল লাভ করিতে পারা যায়, আর "ব্রহ্মতত্ত্ব" নামক দ্বিতীয়খণ্ডে আত্মতত্ত্ব নির্ণয় পূর্ব্বক সংসারের অনিত্যত্ব, জগৎ ও জীবের মিথ্যাত্ব এবং অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের নিত্যত্বাদি প্রতিপাদনদ্বারা শুদ্ধ-চিত্ত মানবগনের নির্ব্বাণমুক্তি, অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব লাভের অনায়াস-সাধ্য উপায়স্বরূপ জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ প্রভৃতি নানাবিধ যোগের বিষয় সবিস্তরে বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ আবালবৃদ্ধ স্ত্রী ও পুরুষ সকলেরই অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। যিনি কিঞ্চিন্মাত্র পদপদার্থ বোধে সমর্থ, তিনি ইহা স্বয়ংই বুঝিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং ইহার মর্ম্মবোধে অসমর্থ হইবেন, তাঁহার পক্ষে ইহা পণ্ডিতমুখে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে বহুবিধ শাস্ত্রের শুদ্ধ সারাংশমাত্র সঞ্চয় থাকা হেতু এতৎপাঠে পাঠকদিগের অল্পেতে যে অনেক দর্শন হইবে, তাহার কোন সংশয় নাই। ইহা শ্রবণ, মনন ও হৃদয়ঙ্গম করিলে, মনুষ্যের মোক্ষপ্রাপ্তির উপযোগী হইতে পারে। ফলতঃ ইহার পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ পর্য্যবেক্ষণদ্বারা চিত্তসংস্কার-সহকৃত অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য সমুদ্ভূত হইতে পারে। যে মনুষ্য স্থিরভাবে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য ইহা শ্রবণ কিংবা পাঠ করিবেন, তিনি পরম পুরুষ ভগবানে ভক্তিমান্ হইয়া কর্ম্মসকলের দ্বারা সংসারে বদ্ধ হইবেন না। অধিক কি, অঙ্গচালনা ব্যতিরেকে পুষ্পপত্রও ছেদ করিতে পারা যায় না, কিন্তু কোনরূপ শরীরচালনা না করিয়া সুখাসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রতিদিন ক্ষণকাল সুস্থিরঅন্তঃকরণে এইগ্রন্থের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিলে মুক্তিকামী ব্যক্তিদিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতুভূত অতিকষ্টসাধ্য প্রাণরোধরূপ যোগানুষ্ঠানেরও আবশ্যকতা থাকে না; তাঁহারা কেবল আত্মজ্ঞান প্রভাবে একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির অবরোধদ্বারাই পরমার্থপদ লাভ করিতে পারেন। এই গ্রন্থে সমালোচিত বিষয় সকলের মধ্যে আত্মজ্ঞানসম্বন্ধীয় বিষয়টী স্বভাবতঃ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অতি সুকঠিন ও দুরবগাহ হইলেও তাহাকে সরল ও সুগম করিবার নিমিত্ত আমি আপন সামর্থ্যানুসারে যত্ন করিতে ত্রুটী করি নাই। কিন্তু ইহাতে আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না, তাহা পাঠকগণই বিচার করিয়া

দেখিবেন। যাহা হউক, সাধারণ ধাম্মিক মহাত্মাগণ এই অকিঞ্চনের প্রতি কৃপা করিয়া এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত অন্ততঃ একবার পাঠ করিলেও আমার পরিশ্রম সফল হইল বলিয়া বোধ করিব।

এইক্ষণে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী করুণাময় বুধগণ ও সহৃদয় ভ্রাতৃগণের সমীপে আমার আন্তরিক সবিনয় প্রার্থনা এই যে,—মাদৃশ চপলমতি ব্যক্তির তাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধির অভাবপ্রযুক্ত আমার অবশ্যম্ভাবী ভ্রমপ্রমদাদি কোন প্রকার দোষ দৃষ্ট হইলে, তাহা আপনারা স্বীয় মহত্ত্বগুণের বশীভূত হইয়া মার্জ্জনা করতঃ এই গ্রন্থের অসারাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারাংশ গ্রহণ করিবেন; কারণ, শাস্ত্রে কথিত আছে যে, "শূর্পবদ্দোষমুৎসৃজ্য গুণং গৃহ্ণন্তি সাধবঃ। দোষগ্রাহী গুণত্যাগী স্বসাধুস্তিতউর্যথা" ॥ কিমধিকং নিবেদনমিদং ॥

শ্রীগঙ্গানারায়ণ দেবশর্ম্মা।

সতর্কতা।

সংসার-তত্ত্বের সূচীপত্র।

সংসার-তন্ত্রের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

———✻———

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

এই প্রথম খণ্ডে যে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রামাণিক শ্লোক সকল অনুবাদসম্বলিত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, প্রত্যেক শ্লোকের অনুবাদের শেষভাগে সেই সেই গ্রন্থের নাম ও অঙ্কদ্বারা ক্রমান্বয়ে গ্রন্থের অংশ, অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রাঙ্কণের নিরর্থক ব্যয় বৃদ্ধির আশঙ্কা প্রযুক্ত ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে কথকগুলি গ্রন্থের নাম কেবল সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। যথা,—"ভা-পু ৫।৭।১১৮," এই সাঙ্কেতিক চিহ্নটীতে ভাগবত পুরাণের ৫ম স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ের ১১৮শ শ্লোক বুঝিতে হইবে। এইরূপে "ম-সং ৬।১৩," ইহাতে মনুসংহিতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক এবং "যো-বা-রা ৬।১১৮।১০", ইহাতে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের ৬ষ্ঠ প্রকরণের ১১৮শ অধ্যায়ের ১০ম শ্লোক বুঝিতে হইবে, ইত্যাদি। এক্ষণে পাঠকগণের সুগোচরার্থ সেই সকল গ্রন্থের নামের সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি নিম্নে লিখিত হইল।

গ্রন্থের নাম।	সাঙ্কেতিক চিহ্ন।
অগ্নিপুরাণ	অ-পু।
অঙ্গিরা সংহিতা ...	অঙ্গিরা সং।
অত্রিসংহিতা	অত্রি সং।
অধ্যাত্ম-রামায়ণ ...	অ-রা।
অমৃতবিন্দু-উপনিষদ্ ...	অ-উ।
আত্মপুরাণ	আত্ম-পু।
আদিপুরাণ	আ-পু।
আপস্তম্ব-সংহিতা ...	আ-সং।
উত্তরগীতা	উ-গী।
কবিবাক্য	ক-বা।
কঠোপনিষদ্	ক-উ।
কালীতন্ত্র	কা-ত।
কাশীখণ্ড	কা-খ।
গরুড় পুরাণ	গ-পু।
ঘেরণ্ড-সংহিতা	ঘে-সং।
চক্রপাণি বা চক্রদত্ত সংগ্রহ ...	চ-সং।
জৈমিনিভারত	জৈ-ভা।
জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র ...	জ্ঞা-সং-ত।
তেজোবিন্দু উপনিষদ্ ...	তে-উ।
দক্ষ সংহিতা	দ-সং।
ধ্যানবিন্দু উপনিষদ্ ...	ধ্যা-উ।
নারদপঞ্চরাত্র	না-প।
পদ্মপুরাণ	প-পু।
পরাশর সংহিতা ...	প-সং।
পবনবিজয় স্বরোদয় ...	প-স্ব।
ব্যাসসংহিতা	ব্যা-সং।
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ	ব্র-বৈ-পু।
ভগবদ্গীতা	ভ-গী।
ভাগবত পুরাণ	ভা-পু।
মনুসংহিতা	ম-সং।
মহানির্ব্বাণতন্ত্র ...	ম-নি-ত।
মহাভারত	ম-ভা।
মার্কণ্ড পুরাণ	মা-পু।
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা	যা-সং।
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ...	যো-বা-রা।
যোগোপনিষদ্	যো-উ।
রত্নমালা	র-মা।
বামন পুরাণ	বা-পু।
বাল্মীকি-রামায়ণ	বা-রা।
বিষ্ণুপুরাণ	বি পু।
বিষ্ণুসংহিতা	বি-সং।
বৃহস্পতিসংহিতা	বৃ-স।
শঙ্খসংহিতা	শ-সং।
শিবগীতা	শি-গী
শিবসংহিতা	শি-সং।
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ...	শ্বে-উ।
ষট্চক্রনিরূপণ	ষ-নি।
সাংখ্যসার	সাং-সা।
হিতোপদেশ	হি-উ।

ওঁ হরিঃ ॥

জ্ঞানাম্বুধি ।

মঙ্গলাচরণ ।

কোন শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে দুরদৃষ্ট বশতঃ সেই কার্য্যসিদ্ধির প্রতিবন্ধক স্বরূপ বহুবিধ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে এবং অভিগত দেবতার নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণই বিঘ্ন সমূহ বিনাশের প্রকৃত উপায় ; কারণ ঈশ্বরের আরাধনা ভিন্ন অভিলষিত কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই । এই নিমিত্ত নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্তির কামনায় গ্রন্থারম্ভে বক্ষ্যমাণ কতিপয় শ্লোক দ্বারা সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ ও সর্ব্বাধারভূত ভগবানকে যথাশক্তি ভক্তি-সহকারে নমস্কার করা হইতেছে ।

জ্ঞানার্থ বাচকো গশ্চ ণশ্চ নির্ব্বাণবাচকঃ ।
তয়োরীশং পরংব্রহ্ম গণেশং প্রণমাম্যহং ॥

গকার জ্ঞানার্থ বাচক এবং ণকার নির্ব্বাণবাচক, অতএব সেই জ্ঞান ও নির্ব্বাণমুক্তির ঈশ্বর, পরব্রহ্ম স্বরূপ গণেশকে প্রণাম করি ।

ব্র-বৈ-পু- ৩।৪৪।৮৭ ।

দীনার্থ বাচকো হেশ্চ রম্বঃ পালক বাচকঃ ।
পরিপালক দীনানাং হেরম্বং প্রণমাম্যহং ॥

'হে' পদ দীনার্থ বাচক এবং 'রম্ব' পদ পালক বাচক ; অতএব যিনি দীনজনগণকে প্রতিপালন করেন, সেই হেরম্বকে প্রণাম করি । ঐ ৮৯ ।

বিপত্তি বাচকো বিঘ্নো নায়কঃ খণ্ডনার্থকঃ ।
বিপৎখণ্ডন কারকং নমামি বিঘ্ননায়কং ॥

'বিঘ্ন' পদ বিপদ্ বাচক এবং 'নায়ক' পদ খণ্ডন বাচক, অতএব যিনি জনগণের বিপদ খণ্ডন করেন, সেই বিপদ্ভঞ্জন বিঘ্ন-নায়ককে প্রণাম করি ।

ঐ ঐ ৯০ ।

অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে॥
নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ।
বাসুদেবায় তারায় সর্গস্থিত্যন্তকারিণে॥
একানেক স্বরূপায় স্থূলসূক্ষ্মাত্মনে নমঃ।
অব্যক্তব্যক্তভূতায় বিষ্ণবে মুক্তিহেতবে॥
সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগতোঽস্য জগন্ময়ঃ।
মূলভূতো নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পরমাত্মনে॥

যিনি নির্ব্বিকার, শুদ্ধ, নিত্য ও পরমাত্মা ; যিনি সর্ব্বদা একরূপ, বিষ্ণু ও সর্ব্বজয়শীল ; যিনি হিরণ্যগর্ভরূপে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণুরূপে পালনকর্ত্তা এবং শঙ্কররূপে সংহারকর্ত্তা, সেই ভক্তবৃন্দের ত্রাণকর্ত্তা বাসুদেবকে নমস্কার। যিনি কারণরূপে এক এবং কার্য্যরূপে অনেক স্বরূপ ; যিনি ভূতাদিরূপে স্থূল ও প্রকৃতিরূপে সূক্ষ্মস্বরূপ ; যিনি কারণরূপে অব্যক্ত ও কার্য্যরূপে ব্যক্ত, সেই মুক্তিপ্রদ বিষ্ণুকে নমস্কার। যিনি জগন্ময় ও জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের মূলীভূত, সেই পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার।

বি-পু-১।২।১—৪।

ওঁ হরিঃওঁ ॥

জ্ঞানাম্বুধি।

সংসার-তত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি প্রকরণ।

(প্রকৃতি, পুরুষ ও পরব্রহ্মের লক্ষণ বর্ণন)।

নাহো ন রাত্রির্ণ নভো ন ভূমি—
র্নাসীৎ তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।
শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যাহ্যুপলভ্যমেকং
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ ॥

অতীত মহাপ্রলয় কালে কি দিবা, কি রাত্রি, কি আকাশ, কি পৃথিবী কিছুই ছিল না; তখন রাত্রির অভাবে অন্ধকার, দিবার অভাবে জ্যোতিঃ, অথবা অন্য কোন পদার্থই ছিল না। তৎকালে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের অগম্য ও বুদ্ধির অগোচর প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন।

বি-পু- ১।২।২২

পরমাত্মস্বরূপঞ্চ পরংব্রহ্ম সনাতনং।
সর্ব্বদেহস্থিতং সাক্ষীস্বরূপং দেহিকর্ম্মণাং ॥

(ভগবান্ শিব কোন সময়ে মহর্ষি নারদকে কহিয়াছিলেন)—

সেই পরমব্রহ্ম সনাতন পরমাত্ম-স্বরূপ জানিবে। তিনি পরমাত্ম-রূপে দেহীদিগের দেহমধ্যে সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিতি করতঃ তাহাদিগের আচরিত কর্ম্ম সকল প্রত্যক্ষ করেন।

ব্র-বৈ-পু- ১।২৮।১২।

জীবস্তৎপ্রতিবিম্বশ্চ স চ ভোগী চ কর্ম্মণাং।
যথার্কচন্দ্রয়োর্বিম্বো জলপূর্ণঘটেষু চ ॥

যাদৃশ জলপূর্ণ ঘট সকলে, সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতিবিম্ব থাকে, তদ্রূপ সমুদায় জীবই তাঁহার প্রতি-বিম্ব মাত্র জানিবে। তিনিই জীব-ভাবে সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছেন। ঐ ১৫।

বিম্বো ঘটেষু ভগ্নেষু প্রলীনশ্চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
তথা স্বষ্টৌচ ভগ্নায়াং জীবোব্রহ্মণি লীয়তে ॥

যেরূপ সেই জলপূর্ণ ঘট সকল

ভয় হইলে চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রতিবিম্বও বিলীন অর্থাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেইরূপ সৃষ্টিক্রিয়ার নাশ হইলে পরমাত্মার প্রতিবিম্বস্বরূপ জীব সকলও সেই পরমাত্মাতে বিলীন অর্থাৎ একত্রিত হইয়া থাকে। ব্র-বৈ-পু- ১।২৮।১৬।

একমেব পরংব্রহ্ম শেষে বৎস ভবক্ষয়ে।
যস্মিন্ প্রলীনাস্তত্রৈব জগদেতচ্চরাচরং॥

হে বৎস! কেবল একমাত্র পরব্রহ্মই মূল। এই বিশ্বসংসারের বিনাশকাল উপস্থিত হইলে, কি আমরা এবং কি এই চরাচর জগৎসংসার সমস্তই তাঁহাতে প্রলীন হয়। ঐ ১৭।

ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপঞ্চ মণ্ডলাকারমেব চ।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড কোটি কোটি সমপ্রভং॥

সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম মণ্ডলাকার এবং জ্যোতিঃস্বরূপ। ঐ জ্যোতির প্রভা নিদাঘকালীন কোটি কোটি মধ্যাহ্ন সূর্য্য প্রভা সদৃশ সমুজ্জ্বল, অর্থাৎ একবারে কোটি কোটি সূর্য্যের উদয় হইলে যাদৃশ তেজঃপুঞ্জ নিঃসৃত হয়, পরব্রহ্ম তাদৃশ তেজোময়। ঐ ১৮।

আকাশমিব বিস্তীর্ণং সর্ব্বব্যাপকমব্যয়ং।
সুখদৃশ্যং যথা চন্দ্রবিম্বং যোগি ভিরেব চ॥

সেই জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। কোনকালেই তাঁহার ক্ষয় নাই। কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না, কেবল যোগিগণ স্বচ্ছন্দে চন্দ্রবিম্বের ন্যায় ঐ জ্যোতিঃ সন্দর্শন করিতে পারেন। ব্র-বৈ-পু- ১।২৮।১৯।

বদন্তি যোগিনস্তত্তু পরংব্রহ্ম সনাতনং।
দিবানিশঞ্চ ধ্যায়ন্তে সত্যং তৎ সর্ব্বমঙ্গলং॥

যোগিগণ ঐ জ্যোতিকেই সনাতন পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং উহা সত্যময় ও সর্ব্বমঙ্গলালয় বলিয়া নিরন্তর তাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন। ঐ ২০।

নিরীহঞ্চ নিরাকারং পরমাত্মানমীশ্বরং।
স্বেচ্ছাময়ং স্বতন্ত্রঞ্চ সর্ব্বকারণকারণং॥

ফলতঃ তিনিই নিরীহ, তিনিই নিরাকার, তিনিই পরমাত্মা এবং তিনিই ঈশ্বর। তিনিই স্বেচ্ছাময়, তিনিই স্বতন্ত্র অর্থাৎ তিনি কাহারও অধীন নহেন এবং তিনিই সকল কারণের কারণ, অর্থাৎ তিনিই এই জগৎ প্রপঞ্চের একমাত্র কারণ।

ঐ ২১।

পরমানন্দরূপঞ্চ পরমানন্দকারণং।
পরং প্রধানং পুরুষং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরং।
তত্রৈব লীনা প্রকৃতিঃ সর্ব্ববীজস্বরূপিণী॥

তিনি পরমানন্দস্বরূপ এবং পরমানন্দের কারণও তিনি। তিনি সর্ব্বপ্রধান পুরুষ, তিনি নির্গুণ এবং

তিনি প্রকৃতি হইতেও অতিরিক্ত। সেই সর্ব্ববীজস্বরূপিণী প্রকৃতিও তাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকেন।

ব্র-বৈ-পু- ১।২৮।২২।

যথাগ্নৌদাহিকা শক্তিঃ প্রভা সূর্য্যে যথা মুনে।
যথা দুগ্ধেচ ধাবল্যং জলে শৈত্যং তথৈব চ॥
যথা শব্দশ্চ গগনে যথা গন্ধ ক্ষিতৌ সদা।
তথাহি নির্গুণং ব্রহ্ম নির্গুণাপ্রকৃতিস্তথা॥

হে মুনে! যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি, সূর্য্যের প্রভা, দুগ্ধের ধবলতা, জলের শৈত্য, আকাশের শব্দ এবং পৃথিবীর গন্ধ স্বভাবসিদ্ধ গুণ, সেইরূপ নির্গুণা প্রকৃতি নির্গুণ ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ গুণ বলিয়া জানিবে। ঐ ২৩—২৪।

সৃষ্ট্যুন্মুখেন তদ্‌ব্রহ্ম চাংশেন পুরুষঃস্মৃতঃ।
সএব সগুণো বৎস প্রাকৃতো বিষয়ী স্মৃতঃ॥

হে বৎস নারদ! সেই পরমব্রহ্ম স্বয়ং নির্গুণ যথার্থ, কিন্তু যখনই তিনি সৃষ্টিবিষয়িনী ইচ্ছায় আবিষ্ট হয়েন, তখনই আবার তিনি অংশরূপে পুরুষ শব্দের বাচ্য হয়েন এবং গুণযুক্ত হইয়া যথার্থ বিষয়াসক্ত পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। ঐ ২৫।

সা চ তত্রৈব ত্রিগুণা পরাচ্ছায়াময়ী স্মৃতা॥

ঐ সময় প্রকৃতিও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা হইয়া ছায়ারূপে ঐ বিষয়ী পুরুষে আসক্ত হয়। ঐ ২৬।

যথা মৃদা কুলালশ্চ ঘটং কর্ত্তুং ক্ষমঃ সদা।
তথা প্রকৃত্যা তদ্‌ব্রহ্ম সৃষ্টিং স্রষ্টুং ক্ষমো মুনে।
স্বর্ণেন কুণ্ডলং কর্ত্তুং স্বর্ণকারঃ ক্ষমো যথা।
তথা ব্রহ্ম তয়াসার্দ্ধং সৃষ্টিংকর্ত্তুমিহেশ্বরঃ॥

হে মুনে! যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা সহকারে ঘট নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ সেই পরব্রহ্ম প্রকৃতির সহযোগে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং যেরূপ স্বর্ণকার সুবর্ণ সহকারে কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্ম প্রকৃতির সংযোগে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন।

ব্র-বৈ-পু- ১।২৮।২৭—২৮।

কুলালসৃষ্টা ন চ মৃৎ নিত্যাএব সনাতনী।
ন স্বর্ণকারসৃষ্টঃ তৎ স্বর্ণঞ্চ নিত্যমেব চ॥
নিত্যংতৎপরমংব্রহ্ম নিত্যা চ প্রকৃতিঃ স্মৃতা।
দ্বয়োঃ সমঞ্চ প্রাধান্যমিতি কেচিদ্বদন্তি হি॥

কিন্তু যাদৃশ মৃত্তিকা কুম্ভকারের সৃষ্ট পদার্থ নহে; উহা নিত্যপদার্থ, এবং যেরূপ স্বর্ণ স্বর্ণকারের সৃষ্ট পদার্থ নহে, উহা নিত্য পদার্থ, তদ্রূপ প্রকৃতিও পরমব্রহ্মের সৃষ্ট পদার্থ নহে, উহা নিত্য পদার্থ। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ঐ পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েরই তুল্য প্রাধান্য। ঐ ২৯—৩০।

মৃদং স্বর্ণং সমাহর্ত্তুং কুলালস্বর্ণকারকৌ।
ন সমর্থৌ চ মৃৎ স্বর্ণং তয়োর্ [illegible] ক্ষমং॥

বিলক্ষণ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ইহাই প্রতীত হইবে যে,

কুম্ভকার মৃত্তিকা আহরণ করিতে এবং স্বর্ণকার স্বর্ণ আহরণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু কি মৃত্তিকা কি স্বর্ণ এ উভয়ই উভয়কে অর্থাৎ মৃত্তিকা কুম্ভকারকে এবং স্বর্ণ স্বর্ণকারকে আহরণ করিতে কখনই সমর্থ নহে।

ব্র-বৈ-পু- ১।২৮।৩১।

কেচিদ্বদন্তি তদ্ব্রহ্ম প্রকৃতেঃ পরমেতি চ নারদ।
ইতি কেচিদ্বদন্ত্যেব দ্বয়োশ্চ নিত্যতাধ্রুবং॥
কেচিদ্বদন্তি তদ্ব্রহ্ম স্বয়ঞ্চ প্রকৃতিঃ পুমান্।
ব্রহ্মাতিরিক্তা প্রকৃতির্নাস্তীতি চ কেচন॥

অতএব হে নারদ! পরব্রহ্ম প্রকৃতি হইতে যে শ্রেষ্ঠ পদার্থ ইহার কোন সন্দেহ নাই। আবার কেহ কেহ বলেন যে, কি পরব্রহ্ম কি প্রকৃতি, এতদুভয়েরই নিত্যতা তুল্য। আবার কোন কোন মহাত্মা কহেন যে, ব্রহ্মই প্রকৃতি এবং ব্রহ্মই পুরুষ। কিন্তু বস্তুতঃ প্রকৃতিকে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া কেহই নির্দ্দেশ করেন না, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

ঐ ৩২—৩৩।

তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম সর্ব্বকারণকারণং।
তদ্ব্রহ্মলক্ষণং ব্রহ্মন্নিদং কিঞ্চিৎ শ্রুতৌশ্রুতং॥

বিশেষতঃ পরব্রহ্মই যে প্রধান ও সর্ব্বকারণের কারণ, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! বেদে পরব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণ বিষয়ে আমি যৎকিঞ্চিৎ যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহাই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

ব্র-বৈ-পু- ১।২৮।৩৪।

ব্রহ্মচাত্মা চ সর্ব্বেষাং নির্লিপ্তং সাক্ষিরূপিণং।
সর্ব্বব্যাপী চ সর্ব্বাদি লক্ষণঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতং॥

জীবসমূহের পরমাত্মাই ব্রহ্ম স্বরূপ। সেই পরমাত্মারূপী ব্রহ্ম সাক্ষীরূপে সর্ব্বদেহে নির্লিপ্তভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। সেই পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী এবং তিনিই যে সকলের আদি তাহাও আমি বেদে শ্রবণ করিয়াছি।

ঐ ৩৫।

তদ্ব্রহ্ম শক্তিঃ প্রকৃতিঃ সর্ব্ববীজস্বরূপিণী।
যতস্তচ্ছক্তিমদ্ব্রহ্ম চেদং প্রকৃতিলক্ষণং॥

সর্ব্ববীজস্বরূপিণী প্রকৃতিও সেই পরব্রহ্মের শক্তি (১) কারণ সেই শক্তি পরব্রহ্মে বিলীন রহিয়াছে, ইহাই প্রকৃতির প্রকৃত লক্ষণ।

ঐ ৩৬।

(১) এই জগতে পরমব্রহ্মের শক্তি তিন প্রকার,—ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি। ইচ্ছাশক্তি গৌরী, ক্রিয়াশক্তি ব্রাহ্মী এবং জ্ঞানশক্তি বৈষ্ণবী; জ্যোতিস্বরূপ পরমব্রহ্ম এই ত্রিবিধ শক্তি হইতেও অতীত পদার্থ। যথা,— "ইচ্ছাক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরীব্রাহ্মীতুবৈষ্ণবী। ত্রিধাশক্তিঃস্থিতা লোকে তৎপরং জ্যোতিরো-মিতি॥ গোরক্ষসংহিতা।

প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টৌপ্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সাপ্রকীর্ত্তিতা॥

"প্র" শব্দার্থে প্রকৃষ্ট এবং কৃতি শব্দার্থে সৃষ্টি বুঝায়; অতএব যে দেবী সৃষ্টি বিষয়ে প্রকৃষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধানা তিনিই প্রকৃতি (১) নামে বিখ্যাতা হয়েন।

ব্র-বৈ-পু ২।১।৪।

গুণে প্রকৃষ্টসত্ত্বে চ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতৌ।
মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তি শব্দস্তমসি স্মৃতঃ॥

বেদে "প্র" শব্দে আদি গুণ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণ, "কৃ" শব্দে মধ্যমগুণ অর্থাৎ রজোগুণ এবং "তি" শব্দে অন্তগুণ অর্থাৎ তমোগুণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। ঐ ৫।

ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা।
প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে।

অতএব যে শক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণস্বরূপিণী, যিনি সর্ব্বশক্তি-সম্পন্না অর্থাৎ যাঁহাতে কোন শক্তির অভাব নাই এবং যিনি সৃষ্টিকার্য্য বিষয়ে প্রধানা, তাঁহাকেই প্রকৃতি বলা যায়। (২)

ঐ—৬।

(পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে মহত্তাদি তত্ত্ব সমূহের উৎপত্তি কথন।

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ॥

সেই ভগবান্ সৃষ্টির অগ্রে একমাত্র ছিলেন। তিনিই আবার পরে জীবগণের আত্মা ও স্বামী স্বরূপ হইয়াছেন। মায়ার লয় হওয়াতে

---

(১) যিনি প্রকৃষ্টরূপে পদার্থ সকলের পরিণাম সাধন করেন, তিনিই প্রকৃতি। সুতরাং প্রকৃতি হইতে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয়, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

(২) সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ পরমব্রহ্মে

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সূক্ষ্মাবস্থা বা সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। যাহা প্রকৃতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সূক্ষ্ম, শান্ত ও উজ্জ্বল গুণ, তাহাই সত্ত্ব; যাহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, স্থূল ও মলিনগুণ, তাহাই তমঃ এবং যাহা উক্ত গুণদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী এবং চঞ্চল ধর্ম্মপ্রযুক্ত উভয় গুণের পরিচালক, তাহা রজঃ। সত্ত্বগুণ,— প্রকাশাত্মক; ইহা স্বচ্ছত্ব প্রযুক্ত ভাস্বর ও নিরুপদ্রব। রজোগুণ,—রাগাত্মক, ইহা অভিলাষ ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহাই কর্ম্মে নিবদ্ধ করে। এই রজোগুণই সৃষ্টির কারণস্বরূপ। ইহা প্রথমতঃ আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূত সমুদায় উৎপন্ন করিয়া তৎপরে তৎসমুদায় হইতে পৃথিব্যাদি স্থূল ভূত সকল উৎপাদন করে। রজোগুণ সকল ভূতেই অবস্থিত রহিয়াছে। দৃশ্য পদার্থ সমুদায় এই গুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তমোগুণ,—অপ্রকাশাত্মক ও অজ্ঞানমূলক, ইহা ভ্রান্তি ও মোহজনক। ঐ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি দুই প্রকার,—মায়া ও অবিদ্যা। সত্ত্বগুণের নির্ম্মলতাকে মায়া ও মলিনতাকে অবিদ্যা বলা যায়।

শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে, গুণত্রয়ের শক্তির বৈষম্যই সত্ত্বাদিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে সর্ব্বাগ্রে একমাত্র তমোগুণই উৎপন্ন হয়, পরে সেই তমোগুণ বৈষম্যতা প্রাপ্ত হইয়া রজোগুণরূপে পরিণত হয়, তদনন্তর সেই রজোগুণ বৈষম্য ভাব প্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বগুণরূপে পরিণত হয়। শ্রুতি যথা,—"তম এবেদমগ্র আস তৎপরেণে

তিনি যখন একাকী ছিলেন, তখন তিনি আপন ইচ্ছার অনুগত থাকিতেন, সুতরাং একাকীই দ্রষ্টা (সাক্ষী) স্বরূপে প্রকাশ পাইতেন ; দৃশ্য কোন বস্তুই দেখিতে পাইতেন না।

ভা-পু- ৩।৫।২৩

সর্ব্বা এষ তদাদ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্।
মেনে সন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্॥

সেই একরাট্ (একভাবে বিরাজমান) ব্রহ্ম অসুপ্তদৃক্ (ক্রিয়াপর) হইয়া যখন ভাবিলেন আমি দ্রষ্টা হইয়া কেন অপর দৃশ্য দেখিতেছি না, তখন আপনিই দেখিলেন যে, তাঁহাতেই তাঁহার শক্তি সকল সুপ্ত রহিয়াছে। ঐ—২৪।

সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তি সদসদাত্মিকা।
মায়ানাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ॥

হে মহাভাগ! দ্রষ্টাস্বরূপ বিভু (ঈশ্বর) আপনার যে কার্য্যকারণরূপা শক্তিদ্বারা এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহারই নাম মায়া।

ভা-পু ৩।৫।২৫

কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥

চিৎশক্তিসম্পন্ন (১) অধোক্ষজ ভগবান্ কালক্রমে (২) আপনার সেই গুণময়ী মায়াতে আত্মভূত পুরুষ (৩) সম্ভূত বীর্য্য (৪) রক্ষা করিলেন। ঐ—২৬।

ন্বিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ রজসোরূপং তত্রজঃ-খল্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ সত্ত্বস্য রূপমিতি॥" শাং সা ১।৩।৬।

(১) চৈতন্যশক্তি-সম্পন্ন।

(২) ঈশ্বরের প্রভাব অর্থাৎ বিক্রমই কাল নামে অভিহিত হয়। কালের কোন বিশেষ আকার নাই, সত্ত্বাদি "গুণত্রয়ের মিলনই কালের আকার। কাল স্বয়ং ভেদশূন্য ও আদ্যন্ত রহিত। আদি পুরুষ লীলাবশে এই কালকেই নিমিত্ত করিয়া আপনাকে বিশ্বরূপে সৃষ্টি করেন। এই বিশ্ব প্রলয়কালে বিষ্ণুর মায়া দ্বারা সংহৃত হইয়া ব্রহ্মময় হইয়া যায়, পরে সৃষ্টি কালে ঈশ্বর অব্যক্ত মূর্ত্তি কালকে নিমিত্ত করিয়া বিশ্বকে পৃথক প্রকাশিত করেন।" যথা,—

"গুণব্যতিকরাকারো নির্ব্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ।
পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়া সৃজৎ॥
বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্ত্তিনা॥"

ভা পু ৩।১০।১১-১২।

(৩) চৈতন্যস্বরূপ অনাদি আত্মারই নাম পুরুষ, তিনি প্রকৃতির সঙ্গশূন্য, নির্গুণ ও অপরিণামী ; তাঁহার জ্ঞাপক কিছুই নাই, তিনি একমাত্র অনুভব স্বরূপ। জড়স্বরূপ প্রকৃতি স্বয়ং কোন পদার্থ উৎপাদন করিতে পারে না, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের সংযোগ বা অধিষ্ঠানেই মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতির উৎপাদক হয়। ঐ প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারাদি যাবতীয় উৎপন্ন পদার্থকে ক্ষেত্র শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। পুরুষ ক্ষেত্রকে সবিশেষ অবগত আছেন বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন। ক্ষেত্রজ্ঞ, আদি মধ্যান্ত বিশিষ্ট অচেতন গুণ সমুদায়কে অনায়াসে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কিন্তু গুণ সমুদায় বারংবার সৃষ্ট হইয়াও ক্ষেত্রজ্ঞকে অবগত হইতে পারে না। তিনি প্রকৃতি প্রভৃতি সমুদয় তত্ত্ব হইতে অতীত। তাঁহাকে কেহই অবগত হইতে পারে না। তিনি কেবল আপনি আপনার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন।

(৪) ব্রহ্ম ঈশ্বররূপে প্রথমে আপনার

প্রধান তত্ত্বমুদ্ভূতং মহান্তং তৎ সমাবৃণোৎ।
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্।
প্রধান তত্ত্বেন সমংত্বচা বীজমিবাবৃতম্॥

(কালক্রমে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু) প্রধান তত্ত্ব (প্রকৃতি) হইতে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস, এই ত্রিগুণাত্মক মহত্তত্ত্ব সমুদ্ভূত হইয়া বীজ যেমন ত্বক দ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকে, তদ্রূপ ঐ প্রকৃতি দ্বারা সর্ব্বত্র সমভাবে সমাবৃত থাকে। (১) বি-পু ১।২।৩৩।

চৈতন্যের মধ্যে থাকিয়া ক্রিয়োম্মুখ হইলেন। পরে ক্রিয়ার সংকল্প তাহাতে সংযোগ করিয়া আপনার স্বভাব তাহাতে আধান করিবার জন্য পুরুষরূপী অর্থাৎ আত্মারূপী হইলেন। এই পুরুষরূপে অর্থাৎ কাল ও গুণময়ী প্রকৃতির মধ্যগত হইয়া আপনার জগৎপ্রকাশক স্বভাব ঐ প্রকৃতিতে প্রদান করিলেন। এই স্বভাবকে বীর্য্য কহে।

(১) মহৎ বা মহত্তত্ত্ব শব্দের অর্থ ঈশ্বরের সৃষ্টি সম্বন্ধীয় বুদ্ধি, ইহাকে বুদ্ধিতত্ত্ব বা বিজ্ঞানতত্ত্ব বলা যায়। জগৎ সৃষ্টির পুর্ব্বে বুদ্ধিরূপী মহত্তত্ত্ব ত্বগাবৃত বীজের ন্যায় প্রকৃতিদ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকে। তৎপরে সৃষ্টির প্রথমেই ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে জগতের অঙ্কুর স্বরূপ মহত্তত্ত্ব সমুৎপন্ন হয়। ইহারই নাম বুদ্ধি; ধর্ম্মাদি প্রকৃষ্ট গুণবশতই বুদ্ধির মহত্তত্ত্ব নাম হইয়াছে। মহান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি শব্দ মহত্তত্ত্বের বোধক। এই মহত্তত্ত্বকে সমুদায় সৃষ্টির আদি সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। অনুগীতায় লিখিত আছে যে, "মহানাত্মা মতির্ব্বিষ্ণুর্জ্জিষ্ণুঃ শম্ভুশ্চ বীর্য্যবান্। বুদ্ধিঃপ্রাজ্ঞোপলব্ধিশ্চ তথা ব্রহ্মা ধৃতিঃস্মৃতিঃ॥ পর্য্যায়বাচকৈরেতৈর্ম্মহানাত্মা নিগদ্যতে। সর্ব্বতঃ পাণিপাদশ্চ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ॥ সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাল্লোঁকে সর্ব্বংব্যাপ্য স তিষ্ঠতি। অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিরীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥ জ্ঞানবন্তশ্চ যে কেচিদলুব্ধা জিতমন্যবঃ। বিমুক্তাঃ সর্ব্ব এবৈতে মহত্ত্বমুপয়াস্ত্যত। বিষ্ণুরেবাদি সর্গেষু স্বয়ম্ভূর্ভবতি প্রভুঃ॥" অর্থাৎ মহান্, আত্মা, মতি, বিষ্ণু, জিষ্ণু, শম্ভু বীর্য্যবান্। বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, ব্রহ্মা, স্মৃতি ধৃতি; এই সকল মহত্তত্ত্ব পর্য্যায়বাচক শব্দে মহান আত্মাকে বোধ করে। যে ব্যক্তি ঐ মহত্তত্ত্বকে সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহাকে কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। ঐ মহত্তত্ত্বের হস্ত, পাদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ ও কর্ণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তিনি সমুদায় স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ঐ মহাপ্রভাবসম্পন্ন মহত্তত্ত্ব সকলের হৃদয়েই বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি অণিমা, লঘিমা প্রাপ্তি প্রভৃতি শক্তিমান, ঈশান, জ্যোতির্ম্ময় ও অব্যয়। যাঁহারা জ্ঞানবান্, লোভপরিশূন্য, ক্রোধবিহীন, প্রসন্নচিত্ত, ধীর প্রকৃতি এবং মমতা ও অহঙ্কার পরিশূন্য, তাঁহারাই ঐ মহত্তত্ত্বে বিলীন হইয়া থাকেন। যিনি মহান্ তিনিই বিষ্ণু, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, স্বয়ম্ভু এবং তিনিই প্রভু।

অপিচ, মাৎস্যে লিখিত আছে যে, "সবিকারাৎ প্রধানাত্তু মহত্তত্ত্বমজায়ত। মহানিতি যতঃ খ্যাতির্লোকানাং জায়তে সদা॥ গুণেভ্যঃ ক্ষোভ্যমাণেভ্যস্ত্রয়ো দেবা বিজজ্ঞিরে। একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ"॥ অর্থাৎ যিনি সেই প্রধান পুরুষ, তিনি সবিকার হইলেই তাঁহা হইতে মহত্তত্ত্বের জন্ম হয়। এই কারণেই তাঁহাকে লোকে "মহান্" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছে। সেই প্রধান পুরুষের গুণত্রয় হইতে দেবত্রয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, সত্ত্বগুণ হইতে বিষ্ণু, রজোগুণ হইতে ব্রহ্মা এবং তমোগুণ হইতে শিব উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই এক প্রধান পুরুষই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই মূর্ত্তিত্রয় ধারণ করিয়াছেন॥ ফলতঃ যিনি মহান্, তিনিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই উপাধিত্রয় স্বীকার করিয়াছেন। পরন্তু

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ।
ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারো মহত্তত্ত্বাদজায়ত ॥

ত্রিবিধ মহত্তত্ত্ব হইতে ক্রমান্বয়ে বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি তামস, এই তিনপ্রকার ক্রিয়াশক্তিশালী অহঙ্কার উৎপন্ন হয় (২)। বি-পু-১।২।৩৪

যাঁহারা এইরূপ পরমাত্মার উপাধি জানেন না, তাঁহারাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবতাত্রয় স্বীকার করিয়া থাকেন॥

অপরঞ্চ শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, "যৎতৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্। যদাহুর্ব্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্"। অর্থাৎ যে চিত্ত সত্ত্বগুণ সমন্বিত, স্বচ্ছ, রাগাদি বিরহিত ও ভগবানের উপলব্ধি-স্থানভূত, অতএব বাসুদেব নামে পরিজ্ঞাত, তাহাই মহত্তত্ত্বের স্বরূপ। বস্তুতঃ এক চিত্তই অধিভূতরূপে মহৎ, অধ্যাত্মরূপে চিত্ত, উপাস্যরূপে বাসুদেব এবং অধিষ্ঠাত্রীরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ নামে কথিত হইয়া থাকে।

এইরূপে প্রকৃতি হইতে মহান্, মহৎ হইতে অহঙ্কার ইত্যাদিরূপে ক্রমশঃ সৃষ্টি বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। সামান্যতঃ অনুমান দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে, কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য সম্ভব হয় না। অতএব মহত্তত্ত্বই সৃষ্টিবিষয়ে কারণ। ভূতাদি অথবা অন্তঃকরণাদি, ইহাদিগের একতর সৃষ্টির কারণ নহে, যেহেতু ঐ ভূতাদি ও অন্তঃকরণাদিতে স্পষ্টত সৃষ্টির কারণ বলিয়া প্রতীতি হয় না।

(২) যেমন অঙ্কুর হইতে ক্রমশঃ শাখাদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ঐ অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন প্রকারে পরিণত হইয়া থাকে। উহা চেতনাযুক্ত হইলেই প্রজাসৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি নামে অভিহিত হয়। উহা হইতেই ইন্দ্রিয়, মন ও ত্রিলোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে। "অহং" এই অভিমানকেই অহঙ্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" ইত্যাদি অভিমানই অহঙ্কারের বৃত্তি, এই কারণে অহঙ্কার নাম হইয়াছে। যেমন যাহারা কুম্ভ প্রস্তুত করে, তাহারা কুম্ভকার বলিয়া বিখ্যাত হয়, এইরূপ যাহা হইতে অহং ইত্যাকার অভিমান হয় তাহাকে অহঙ্কার বলা যায়, পরন্তু ইহাই অহঙ্কারের লক্ষণ। যেহেতু অহঙ্কার হইতে সর্ব্ব প্রকার প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়, এই নিমিত্ত ইহার অভিমানকর্ত্তা, অনুমন্তা সংস্মৃত, আত্মা ও জীব এই সকল নাম হইয়াছে। অহঙ্কার তিন প্রকার,—বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি অর্থাৎ তামস। এই ত্রিবিধ অহঙ্কারই পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হয়। সাত্ত্বিক মহত্তত্ত্ব হইতে বৈকারিক অহঙ্কার, রাজস মহত্তত্ত্ব হইতে তৈজস অহঙ্কার এবং তামস মহত্তত্ত্ব হইতে ভূতাদি নামক তামস অহঙ্কার উৎপন্ন হয়।

ভূতেন্দ্রিয়াণাং হেতুঃ স ত্রিগুণত্বান্মহামুনে।
যথা প্রধানেন মহান্ মহতা স তথাবৃতঃ ॥

হে মহামুনে! যেমন মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি দ্বারা সমাবৃত হয়, সেই প্রকারে ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের হেতু ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার-তত্ত্বও মহত্তত্ত্ব দ্বারা সমাবৃত হয়। বি-পু-১।২।৩৫।

ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দতন্মাত্রিকং ততঃ।
সসর্জ্জ শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণম্।
শব্দ মাত্রং তথাকাশং ভূতাদিঃ স সমাবৃণোৎ ॥

তদনন্তর ভূতাদি (অর্থাৎ তামস অহঙ্কার) বিকৃতি বা ক্ষুভিত হইলে, তাহা হইতে শব্দ তন্মাত্র উৎপন্ন হয় এবং শব্দ তন্মাত্র হইতে শব্দগুণসম্পন্ন আকাশ উদ্ভব হয়। তখন ঐ শব্দ ও আকাশ উক্ত তামস অহঙ্কার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়। ঐ ৩৬।

আকাশস্তু বিকুর্ব্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জ হ।
বলবানভবদ্বায়ুস্তস্য স্পর্শোগুণো মতঃ।
আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রং সমাবৃণোৎ।

কালক্রমে আকাশ বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইয়া স্পর্শতন্মাত্র উৎপাদন করে এবং স্পর্শতন্মাত্র হইতে বলবান্ বায়ু উদ্ভূত হয়। বায়ুর গুণ স্পর্শ। তখন শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশ স্পর্শগুণশালী বায়ুকে সমাবৃত করে। বি-পু- ১।২।৩৭।

ততো বায়ুর্ব্বিকুর্ব্বাণো রূপমাত্রং সসর্জ্জ হ।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে বায়োস্তদ্রূপগুণমুচ্যতে।
স্পর্শমাত্রন্তু বৈ বায়ু রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ॥

অনন্তর বায়ু বিকারিত হইলে তাহা হইতে রূপতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। ফলতঃ বায়ু হইতে রূপবিশিষ্ট জ্যোতিঃ পদার্থ উৎপন্ন হইয়া স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ু কর্ত্তৃক সমাবৃত হয়। ঐ ৩৮।

জ্যোতিশ্চাপি বিকুর্ব্বাণং রসমাত্রং সসর্জ্জ হ।
সম্ভবন্তি ততোহম্ভাংসি রসাধারাণি তানি চ।
রসমাত্রাণি চাম্ভাংসি রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ॥

জ্যোতিঃ অর্থাৎ তেজঃ পদার্থও বিকৃত হইয়া রসতন্মাত্র উৎপাদন করে এবং তাহা হইতে রসাধার জল উৎপন্ন হইয়া রূপসম্পন্ন তেজঃ কর্ত্তৃক সমাবৃত হয়।

ঐ—৩৯।

বিকুর্ব্বাণানি চাম্ভাংসি গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে।
সংঘাতো জায়তে তস্মাৎ তস্য গন্ধোগুণোমতঃ॥

জলও ক্ষুভ্যমান্ হইয়া গন্ধতন্মাত্র উৎপাদন করে এবং তাহা হইতে যে পার্থিব পদার্থ অর্থাৎ পৃথিবী উৎপন্ন হয়, তাহার গুণ গন্ধ। বি-পু-৪০।

তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রা তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা।
তন্মাত্রাণ্যবিশেষাণি অবিশেষাস্ততো হি তে।
ন শান্তা নাপি ঘোরাস্তে ন মূঢ়াশ্চাবিশেষণাঃ।

যে যে পদার্থের যে যে গুণ (১) সেই সেই পদার্থের সেই সেই গুণের চিহ্ন বা সুক্ষ্মাংশের নাম তন্মাত্রতা (২)। ঐ সকল তন্মাত্রের একটী বিশেষ নাম "অবিশেষ," যেহেতু তাহারা শান্ত (অর্থাৎ স্থির), ঘোর (অর্থাৎ চঞ্চল) এবং মূঢ় (অর্থাৎ জড়্) না হওয়া প্রযুক্ত তাহাদিগের পরস্পরের কোন বিশেষ (৩) নাই। ঐ ৪১।

১। শব্দ, আকাশের গুণ; স্পর্শ, বায়ুর গুণ রূপ, তেজের গুণ; রস, জলের গুণ এবং গন্ধ, পৃথিবীর গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

২। যাহাতে শব্দগুণ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করে তাহার নাম শব্দতন্মাত্র। স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র এবং গন্ধতন্মাত্রেরও অর্থ এইরূপ। জল হইতে গন্ধতন্মাত্রের উৎপত্তি হয় এবং জলীয় পরমাণুতে যে সময় গন্ধ সূক্ষ্মরূপে থাকে, তখন তাহার নাম গন্ধতন্মাত্র। পরে তাহা ক্রমশঃ কঠিন, বিকৃত ও রূপান্তর হইয়া পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

৩। যখন শব্দস্পর্শাদি পাঁচ গুণ আকাশাদি

ভূতভন্মাত্রসর্গোঽয়মহঙ্কারাৎ তু তামসাৎ।
তৈজসানীন্দ্রিয়ান্যাহুর্দ্দেবা বৈকারিকা দশ।
একাদশং মনশ্চাত্র দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ॥

এইরূপে তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তৈজস অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয় এবং বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে যথাক্রমে দশ ইন্দ্রিয়ের দশজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উৎপন্ন হয়। মনো-নামক একাদশ ইন্দ্রিয় এবং তদাধিষ্ঠাত্রী দেবতাও ঐ বৈকারিক অহঙ্কার হইতে সৃষ্ট হয়। (১)॥

বি-পু-১।২।৪২

ত্বক্ চক্ষুর্নাসিকা জিহ্বা শ্রোত্রমত্র চ পঞ্চমম্।
শব্দাদীনামবাপ্ত্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি বৈ দ্বিজ॥

হে দ্বিজ! ত্বক্, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও শ্রোত্র এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি পঞ্চ বিষয় উপলব্ধি হয়। বি-পু-৪৩।

পায়ূপস্থৌ করৌ পাদৌ বাক্ চ মৈত্রেয় পঞ্চমী।
বিসর্গশিল্পগত্যুক্তিঃ কর্ম্ম তেষাঞ্চ কথ্যতে॥

হে মৈত্রেয়! বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা ক্রমান্বয়ে উক্তি, শিল্প, গতি, মলত্যাগ ও মূত্রত্যাগ, এই পঞ্চ প্রকার কর্ম্ম সম্পাদন হয়॥

ঐ ৪৪।

পঞ্চভূত হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করে, তখন উহাদিগকে সাত্ত্বিক, রাজস অথবা তামস বলিয়া কোন বিশেষ নামে নির্দ্দেশ করা যায় না। কিন্তু যখন ঐ শব্দাদি পাঁচ গুণ, ক্রমে ক্রমে পঞ্চভূতের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন উহাদিগকে সাত্ত্বিক, রাজস অথবা তামস বলিয়া বিশেষ নামে কীর্ত্তন করা যায়।

১। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহাদিগের অধিষ্ঠাতা ক্রমান্বয়ে দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমার, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি এই দশজন দেবতা। একাদশ ইন্দ্রিয় মন, যাহাকে অন্তঃকরণ বলা যায়, তাহাকে জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, এবং তাহার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চাতুর্ব্বিধ বৃত্তি এবং তদাধিষ্ঠাতা ক্রমান্বয়ে চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই চারিজন দেবতা। এই সকল অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সাহায্যে ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় সকল গ্রহণ করে। আদিতে অহঙ্কার হইতে মনের উৎপত্তি হয় এবং মনোবৃত্তির অনুরাগই ইন্দ্রিয়াদি উৎপত্তির কারণ। মোক্ষ ধর্ম্মের প্রমাণদ্বারা জানা যায় যে "উৎপৎস্যমান ব্যক্তির মনোবৃত্তির শব্দানুরাগহেতু কর্ণ উৎপন্ন হয়, এইরূপে রূপের অনুরাগহেতু চক্ষুঃ ও গন্ধগ্রহণের ইচ্ছাহেতু নাসিকা জন্মে" ইত্যাদি। উক্ত দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর কার্য্যকারণ ভাব নাই। ইহারা কেহই কাহার কার্য্য বা কারণ নহে, এই হেতু ইহাদের উৎপত্তি বিষয়ে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম নাই এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যেও পরস্পর কার্য্যকারণ ভাব নাই। এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বা কারণ নহে; অতএব ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি বিষয়ে কোন্ ইন্দ্রিয় পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কোন্ ইন্দ্রিয় পরে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার কোন ব্যবস্থা নাই। কিন্তু পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি বিষয়ে যে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম আছে তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

আকাশবায়ুস্তেজাংসি সলিলং পৃথিবী তথা।
শব্দাদিভির্গুণৈব্রহ্মন্ সংযুক্তান্যুত্তরোত্তরৈঃ॥

হে ব্রহ্মন্! আকাশ, বায়ু, তেজ, সলিল ও পৃথিবী, এই পঞ্চভূত উত্তরোত্তর শব্দাদি কার্য্য ও কারণ গুণ বিশিষ্ট হয় (১)। বি-পু- ১।২।৪৫।

শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ।

উক্ত পঞ্চভূত শান্ত, ঘোর ও মূঢ় হেতু ইহাদিগের একটী বিশেষ নাম "বিশেষ॥" ঐ—৪৬।

নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহতিংবিনা।
নাশক্নুবন্প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ॥

ভূতগণ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন শক্তিসম্পন্ন (১) ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবাপন্ন হওয়াতে পরস্পরের সংযোগ ব্যতিরেকে তাহারা সর্ব্বতোভাবে প্রজা সৃষ্টি করিতে পারগ হয় না॥ বি-পু- ৪৭।

সমেত্যান্যোন্যসংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ।
একসংঘাতলক্ষাশ্চ সংপ্রাপৈ্যক্যমশেষতঃ॥

কালক্রমে পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান মাত্রেই তাহারা পরস্পরের সংযোগ অর্থাৎ পঞ্চীকরণ (২) দ্বারা পরস্পর ঐক্যতা ও আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া একটী পদার্থের ন্যায় লক্ষিত হয়॥ ঐ ৪৮।

১। তন্মাত্রের যে গুণ দ্বারা ভূতোৎপাদন হয় তাহাকে তাহার কার্য্যগুণ বলে, আর যাহা হইতে ঐ তন্মাত্র উৎপন্ন হয় তাহাকে তাহার কারণগুণ বলে। আকাশ প্রথম কারণ, তাহার অন্য কোন ভূত কারণ না থাকাতে শব্দ অর্থাৎ প্রতিধ্বনিই তাহার একমাত্র কার্য্যগুণ। বায়ু আকাশের কার্য্য ও বায়ুর নিজের গুণ স্পর্শ। অতএব বায়ুর কারণগুণ আকাশ বলিয়া বায়ুতে শব্দও উপলব্ধি হয়। ফলতঃ বায়ুর কারণগুণ শব্দ ও কার্য্যগুণ স্পর্শ। এইরূপ তেজের কারণ গুণ শব্দ ও স্পর্শ, আর তাহার নিজের কার্য্যগুণ রূপ। জলের কারণ গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এবং তাহার নিজের কার্য্যগুণ রস। পৃথিবীর কারণ গুণ শব্দ স্পর্শ, রূপ ও রস এবং তাহার নিজের কার্য্যগুণ গন্ধ। এমতে আকাশে শব্দ; বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণ উপলব্ধি হয়। সুতরাং কারণরূপী প্রত্যেক পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতাপেক্ষা কার্য্যরূপী প্রত্যেক উত্তরোত্তর ভূতগণের গুণের সংখ্যা ক্রমশই আধিক্য।

১। আকাশের আকাশ, বায়ুর শোধন, তেজের দহন, সলিলের ক্লেদন এবং পৃথিবীর ধারণ শক্তি।

২। আকাশাদি পঞ্চভূতকে পরস্পর মিশ্রিত করণের নাম পঞ্চীকরণ। ইহার নিয়ম এই যে, পঞ্চভূতের প্রত্যেককে সমান দুই অংশে বিভক্ত করিবে, পুনর্ব্বার সেই পঞ্চভূতের প্রত্যেক প্রথম অংশকে চারিভাগ করিয়া ইতর পঞ্চভূতের প্রত্যেক প্রথম অংশে প্রত্যেক চারি অংশ যোগ করিবে। যথা—সম্পূর্ণ ষোল আনা আকাশীয় পরমাণুকে দুই অংশ করতঃ একাংশ (আট আনা) আকাশে রাখিয়া অবশিষ্ট একাংশকে পুনর্ব্বার চারিভাগ করিয়া তাহার এক এক ভাগ অর্থাৎ দুই দুই আনা পরিমাণে বায়ু প্রভৃতি অপর চারি ভূতের প্রত্যেক ভূতকে দেওয়া হইল। এইরূপে বায়ুর পরমাণুকে দুই অংশ করিয়া একাংশ (আট আনা) বায়ুতে রাখিয়া অপর একাংশের চতুর্থাংশ (দুই আনা) আকাশ, তেজঃ প্রভৃতি চারি ভূতের প্রত্যেক ভূতকে দেওয়া গেল। এইরূপ প্রণালী অনুসারে তেজ, জল ও পৃথিবীর পরমাণুকে ভাগ ও বণ্টন করিলে

পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ প্রধানানুগ্রহেণ চ।
মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে।

তখন পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বরের অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতির অনুগ্রহে (সহযোগে) মহত্তত্ত্ব অবধি বিশেষ (মহাভুতগণ) পর্য্যন্ত ইহারা সকলে মিলিত হইয়া একটী অণ্ড উৎপাদন করে। বি-পু-১।২।৪৯।

তৎক্রমেণ বিবৃদ্ধন্তু জলবুদ্বুদবৎসমম্।
ভূতেভ্যোঽণ্ডং মহাবুদ্ধে বৃহৎতদুদকেশয়ম ॥

হে মহাবুদ্ধে! সেই অণ্ড অবিকল জলবুদ্বুদের ন্যায় জলস্থিত হইয়া মহাভূতগণ দ্বারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধতর হইতে থাকে এবং তাহাই প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিসম্ভূত ব্রহ্মারূপী বিষ্ণুর উত্তম সংস্থান অর্থাৎ আশ্রয় স্থান হয়। বি-পু- ১।।২।৫০।

তত্রাব্যক্তস্বরূপোঽসৌ ব্যক্তরূপী জগৎপতিঃ।
বিষ্ণুর্ব্রহ্মস্বরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ ॥

তখন অব্যক্ত (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর) জগৎপতি বিষ্ণু (নিজ মায়া দ্বারা) ব্যক্তরূপী হইয়া ব্রহ্মারূপে স্বয়ং ঐ অণ্ড মধ্যে অবস্থিতি করেন ॥ ঐ—৫১।

সাদ্রিদ্বীপ সমুদ্রাস্ত সজ্যোতির্লোক সংগ্রহঃ।
তস্মিন্নণ্ডেঽভবদ্ বিপ্র সদেবাসুরমানুষঃ ॥

হে বিপ্র! সেই অণ্ড মধ্যেই পর্ব্বত, দ্বীপ, সমুদ্র, জ্যোতিষ্কমণ্ডল, চতুর্দ্দশলোক, দেবতা, অসুর, মনুষ্য প্রভৃতি সমুদায় উৎপন্ন হয়। ঐ ৫৩।

জুষন্ রজোগুণং তত্র স্বয়ং বিশ্বেশ্বরো হরিঃ।
ব্রহ্মা ভূত্বাস্য জগতো বিসৃষ্টৌ সম্প্রবর্ত্ততে ॥

সেই অণ্ড মধ্যে বিশ্বেশ্বর হরি স্বয়ং রজোগুণ সহকারে ব্রহ্মারূপে এই জগতের আভ্যন্তরিক (স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি) সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। ঐ ৫৬।

যত্তৎকারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষোলোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥

যে পরমাত্মা সমুদায় সৃষ্ট পদা-

দৃষ্ট হইবে যে, প্রত্যেক ভূতে তাহার নিজের পরমাণু আট আনা ও অন্যান্য ভূতের পরমাণু দুই দুই আনা করিয়া আট আনা বর্ত্তে। যথা, আকাশে আকাশীয় পরমাণু আট আনা, বায়ুর পরমাণু দুই আনা, তেজের পরমাণু দুই আনা, জলের পরমাণু দুই আনা ও পৃথিবীর দুই আনা থাকে। বায়ুতে বায়ুর অংশ আট আনা, আকাশের দুই আনা, তেজের দুই আনা জলের দুই আনা ও পৃথিবীর দুই আনা থাকে ইত্যাদি। অপঞ্চীকৃত ভূত সকল এইরূপে পঞ্চীকৃত হয়। আকাশাদি পঞ্চভূতে স্ব স্ব অংশের আধিক্য হেতু ঐ সকল ভূতের আকাশাদি নাম হইয়াছে। পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ কালে আকাশে শব্দ গুণ; বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলেতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সকল পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উপর্য্যুপরি সপ্ত স্বর্গ এবং পর পর অধোদিকে সপ্ত পাতাল, এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপন্ন হইয়াছে ॥

র্ঘের কারণ, যিনি অব্যক্ত (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) ও নিত্য (উৎপত্তি বিনাশ রহিত) এবং সৎপদবাচ্য অথচ (প্রত্যক্ষের অগোচর বিধায়) অসৎ শব্দে অভিধেয়, তাঁহা হইতে স্বয়ং উৎপন্ন যে পুরুষ তিনি ব্রহ্মা (১) নামে খ্যাত হয়েন। ম-সং-১।১১।

(১) ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বলোকরক্ষ এবং গুণ দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রধান ব্রহ্মা সকলের আদিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সাধারণ প্রাণীগণ যেরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের বশীভূত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে, সেরূপে তাঁহার জন্ম হয় নাই। তিনি স্বয়ংই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশিত হইয়াছেন। উক্তরূপ মাহাত্ম্যশালী ব্রহ্মাই সর্ব্বপ্রথমে স্বয়ং শরীর ধারণ পূর্ব্বক পরিশেষে অন্যান্য শরীরীর শরীর কল্পনা করিয়া এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করেন। যথা,—"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা"। মুণ্ড-উ ১।১।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী চতুর্দ্দশ ভুবনের সংস্থান নির্ণয়।

(সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র সমন্বিতা পৃথিবী)

জম্বুপ্লক্ষাদয়োদ্বীপাঃ শাল্মলিশ্চাপরো দ্বিজ।
কুশঃক্রৌঞ্চস্তথাশাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ।।
এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দ্দধিদুগ্ধজলৈঃ সমম্।।
জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানাম্ এতেষাং মধ্যসংস্থিতঃ।
তস্যাপি মেরুর্মৈত্রেয়ঃ মধ্যে কনক পর্ব্বতঃ।।

হে দ্বিজ! জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর নামা সপ্তদ্বীপ ক্রমান্বয়ে লবণ, ইক্ষু, সুরা ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জল নামক সপ্ত সমুদ্র দ্বারা সমভাবে পরিবেষ্টিত। (২) হে মৈত্রেয়! ঐ সকল দ্বীপের মধ্যস্থলে জম্বুদ্বীপ ও জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থলে সুমেরু নামে একটী সুবর্ণময় পর্ব্বত আছে। বি-পু-২।২।৫-৭।

(২) জম্বু প্রভৃতি সপ্তদ্বীপ লবণাদি সপ্ত সমুদ্র কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। এক একটী দ্বীপ ও তৎপরবর্ত্তী সাগরের পরিমাণ পরস্পর তুল্য এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বীপ ও সাগর অপেক্ষা পরবর্ত্তী দ্বীপ ও সাগরের পরিমাণ দ্বিগুণ। সমুদায় সমুদ্রেরই জল সর্ব্বদা সমভাবে অবস্থিত থাকে, কখন স্বীয় স্বীয় সীমা অতিক্রম

(ভারতবর্ষ)

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥

লবণ সমুদ্রের উত্তরে ও হিমাদ্রির দক্ষিণে যে বর্ষ আছে, তাহার নাম ভারতবর্ষ, যথায় ভরতবংশীয়েরা বাস করে। বি-পু-২।৩।১।

(সপ্ত পাতাল)

অতলং বিতলশ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।
মহাখ্যং সুতলঞ্চাগ্র্যং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্॥

অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ মহাতল, সুতল ও পাতাল, এই সপ্ত পাতাল (১)। ঐ ২।৫।২।

(ভুবলোক)

ভূমিসূর্য্যান্তরং যত্ত সিদ্ধাদি মুনিসেবিতম্।
ভুবর্লোকস্তু সোঽপ্যুক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তম॥

হে মুনিসত্তম! ভূমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থান, যথায় সিদ্ধাদি মুনিগণ বাস করেন, তাহাকে ভুবলোক বলে এবং দ্বিতীয় লোকও বলে।

বি-পু-২।৭।১৭।

করে না। যেমন অগ্নি-সংযোগে স্থালীগত সলিল স্ফীত হইয়া উঠে, তদ্রূপ সমুদ্র জলও চন্দ্রের বৃদ্ধিতে প্রবৃদ্ধ হইয়া থাকে। অন্য কোন সময় সমুদ্রজলের ন্যূনাতিরেক দৃষ্ট হয় না; কিন্তু শুক্লপক্ষে ও কৃষ্ণপক্ষে যখন চন্দ্রের উদয় ও অস্ত হয়, সেই সময় সাগরজলের বিলক্ষণ হ্রাস বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। চন্দ্র-সংযোগে সমুদ্রের জল পাঁচ শত দশ অঙ্গুল-পরিমিত বৃদ্ধি ও ক্ষয় লক্ষিত হয়॥ বি-পু-২।৪।৮৮-৯২।

(১) এই সপ্তবিধ পাতাল বা ভূবিবরের প্রত্যেকেরই পরিমাণ দশ সহস্র যোজন। ঐ পরিমাণানুসারে সপ্ত পাতালের পরিমাণ সপ্ততি যোজন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সপ্ত—পাতালে যথাক্রমে শুক্ল, কৃষ্ণ, অরুণ, পীত, শর্করা, শৈল ও কাঞ্চনময় ভূমি বিরাজিত আছে। ঐ সমস্ত প্রদেশ অসংখ্য অট্টালিকায় পরিপূর্ণ। অসংখ্য দৈত্য, দানব, যক্ষ ও মহানাগগণ তথায় বাস করিয়া থাকে। পাতাললোক স্বর্গলোক অপেক্ষাও সমধিক রমণীয়। ঐ স্থানে কাহারও অপ্রীতির লেশমাত্রও নাই। এমন কি, তথায় বাস করিলে মুক্ত মহাশয়দিগকেও বিষয়-সুখে বিমোহিত হইতে হয়। ঐ পাতাল মধ্যে সূর্য্যের কিরণ-জাল প্রবেশ করিয়া প্রভামাত্র প্রকাশ করে। তথায় চন্দ্র-কিরণের শৈত্যগুণ বিদ্যমান নাই। কেবল সুধাকর শোভা-সম্পাদনের নিমিত্ত দিক্ সমুদায় আলোকময় করেন। তথাকার অধিবাসী দৈত্যদানব প্রভৃতিরা বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পেয় দ্রব্য সেবনে নিরন্তর প্রীত ও প্রমোদযুক্ত থাকে, সুতরাং সময় গত হইলেও তাহারা জানিতে পারে না। ঐ সমুদয় পাতাল মধ্যে অসংখ্য কানন, নদী ও কমলদল-সমন্বিত সরোবর সুশোভিত আছে। দৈত্য দানব ও নাগগণ সর্ব্বদা ঐ সকল বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। সমুদায় পাতালের অধোভাগে শেষ নামে ভগবান্ বিষ্ণুর একটী তামসীমূর্ত্তি বিরাজিত আছে। সিদ্ধগণ ঐ শেষকে অনন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেহই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। দেবতা ও দেবর্ষিগণ নিরন্তর তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহার সহস্র-শিরা ও স্বস্তি নামক নির্ম্মল ভূষণে বিভূষিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনি সহস্র ফণামণি দ্বারা দিক্ সমুদয় আলোকময় করিয়া জগতের হিতসাধনার্থ অসুরগণকে বলবীর্য্য-বিহীন করিতেছেন। তাঁহার বামহস্তে লাঙ্গল ও দক্ষিণ হস্তে মুষল বিরাজিত আছে। শ্রী ও বারুণী দেবী স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার

(স্বর্লোক)

ধ্রুবসূর্য্যান্তরং যচ্চ নিযুতানি চতুর্দ্দশ।
স্বর্লোকঃ সোঽপি গদিতো লোকসংস্থান-
চিন্তকৈঃ॥

সূর্য্যমণ্ডল হইতে ধ্রুব নক্ষত্র (১) পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নিযুত যোজন পরিমিত যে স্থান, তাহাকে লোক-সংস্থানজ্ঞগণ স্বর্লোক বা স্বর্গ বলেন। বি-পু-২।৭।১৮।

(মহর্লোক)

ধ্রুবাদূর্দ্ধং মহর্লোকো যত্র তে কল্পবাসিনঃ।
একযোজন কোটিস্থ যত্র তে কল্পবাসিনঃ॥

ধ্রুবলোক হইতে এক কোটি যোজন ঊর্দ্ধে মহর্লোক আছে, যথায় কল্পান্তজীবী লোকেরা বাস করেন। ঐ-২।৭।১২।

(জনলোক)

দ্বে কোট্যৌ তু জনোলোকো যত্র তে ব্রহ্মণঃ-
সুতাঃ।
সনন্দনাদ্যাঃ কথিতা মৈত্রেয়ামল চেতসঃ॥

হে মৈত্রেয়। ধ্রুব লোক হইতে দুই কোটী যোজন ঊর্দ্ধে জনলোক আছে, যথায় পূর্ব্বোক্ত নির্ম্মল চিত্ত সনন্দনাদি ব্রহ্মার পুত্রগণ বাস করেন। বি-পু-২।৭ ১৩।

(তপলোক)

চতুর্গুণান্তরে চোর্দ্ধং জনলোকাৎ তপঃস্মৃতম্।
বৈরাজা যত্র তে দেবাঃ স্থিতা দাহ বিবর্জ্জিতাঃ॥

জনলোক হইতে আট কোটি যোজন ঊর্দ্ধে তপলোক আছে, যথায় দাহ বিবর্জ্জিত বৈরাজ নামক দেবগণ অবস্থিতি করেন।

ঐ ১৪।

(সত্যলোক)

ষড়্গুণেন তপোলোকাৎসত্যলোকো বিরাজতে
অপুনর্ম্মারকা যত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ॥

তপলোক হইতে বার কোটি যোজন ঊর্দ্ধে সত্যলোক বিরাজিত আছে, যথায় মৃত্যুর অধিকার নাই ও যাহাকে ব্রহ্ম লোকও বলে॥

ঐ ১৫।

অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। প্রলয়-কালে তাঁহার মুখ-সমুদায় হইতে বিষানল-দীপ্ত সঙ্কর্ষণ নামক একাদশ রুদ্র নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমুদয় জগৎ সংহার করেন। তাঁহার এক মস্তকে সমস্ত ক্ষিতি-মণ্ডল অবস্থিত আছে। সর্ব্বদেব-পূজিত ভগবান্ অনন্ত এইরূপে পাতালের নিম্নভাগে অবস্থান করিতেছেন। বি-পু-২।৫।৩—২০।

(১) চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণজালে যতদূর আলোকময় হয়, সমুদ্র, নদী ও পর্ব্বতাদি সঙ্কলিত পৃথিবীর পরিমাণ ততদূর নির্দ্দিষ্ট আছে। ভূমণ্ডলের বিস্তার যেরূপ, ভুবলোক অর্থাৎ নভোমণ্ডলের বিস্তারও সেইরূপ। ভূমি হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডল, সূর্য্য-মণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে চন্দ্র-মণ্ডল, চন্দ্র-মণ্ডল হইতে লক্ষ-যোজন ঊর্দ্ধে নক্ষত্র-মণ্ডল, নক্ষত্র-মণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে বুধ, বুধ হইতে লক্ষ-যোজন ঊর্দ্ধে শুক্র, শুক্র হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে মঙ্গল, মঙ্গল হইতে দ্বিলক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে শনৈশ্চর, শনৈশ্চর হইতে দ্বিলক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে দেব-পুরোহিত বৃহস্পতি, বৃহস্পতি হইতে লক্ষ-যোজন ঊর্দ্ধে সপ্তর্ষি-মণ্ডল ও সপ্তর্ষি-মণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে জ্যোতিশ্চক্রের আধার-স্বরূপ ধ্রুবলোক বিদ্যমান আছে॥ বি-পু-২।৭।৩—১০।

ত্রৈলোক্যমেতৎ কৃতকং মৈত্রেয় পরিপঠ্যতে।
জনস্তপস্তথা সত্যমিতি চা কৃতকং ত্রয়ম ॥

(পূর্ব্বোক্ত) ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয় কৃতক শব্দে অভিহিত হয়, যেহেতু প্রতিকল্পে ইহার সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়। জন, তপ ও সত্য এই তিন লোককে অকৃতক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, যেহেতু কল্পান্তে এই লোকত্রয়ের ধ্বংস হয় না ॥

বি-পু-২।৭।১৯।

কৃতকাকৃতয়োর্ম্মধ্যে মহর্লোক ইতি স্মৃতঃ।
শূন্যো ভবতি কল্পান্তে যোঽত্যন্তং ন বিনশ্যতি ॥

ঐ কৃতক ও অকৃতক লোক সমুদায়ের মধ্যভাগে যে মহর্লোক বিদ্যমান আছে, কল্পান্তে তাহা বিনষ্ট না হইয়া সন্তাপিত হয়। তৎকালে তত্রত্য প্রাণীগণ সেই লোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য লোক আশ্রয় করিলে উহা শূন্যময় লক্ষিত হয় ॥ ঐ ২০।

(চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ)

এতদণ্ড কটাহেন তির্য্যক্ চোর্দ্ধমধস্তথা।
কপিত্থস্য যথা বীজং সর্ব্বতো বৈ সমাবৃতম্ ॥

প্রাগুক্ত চতুর্দ্দশ ভুবন, অধ, ঊর্দ্ধ, তির্য্যকাদি সর্ব্বতোভাবে কপিত্থের বীজ সমূহের ন্যায় অণ্ডকটাহ দ্বারা সমাবৃত। ঐ ২২।

দশোত্তরেণ পয়সা মৈত্রেয়াণ্ডঞ্চ তদ্‌বৃতম্।
সর্ব্বোঽম্বু পরিধানোঽসৌ বহ্নিনা বেষ্টিতো বহিঃ॥

হে মৈত্রেয়! অণ্ডকটাহ, তাহার দশগুণ জলদ্বারা এবং জলও তাহার দশগুণ অগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টিত ॥

বি-পু-২।৭। ২৩।

বহ্নিশ্চ বায়ুনা বায়ুর্মৈত্রেয় নভসাবৃতঃ।
ভূতাদিনা নভঃ সোঽপি মহতা পরিবেষ্টিতঃ ॥

এইরূপে অগ্নি বায়ু দ্বারা, বায়ু আকাশ দ্বারা, আকাশ অহঙ্কার-তত্ত্ব দ্বারা এবং অহঙ্কারও মহত্তত্ত্ব দ্বারা পরিবেষ্টিত ॥ ঐ ২৪।

দশোত্তরাণ্য শেষাণি মৈত্রেয়ৈতানি সপ্ত বৈ।
মহান্তঞ্চ সমাবৃত্য প্রধানং সমবস্থিম্ ॥

হে মৈত্রেয়। সপ্ত আবরণের পরিমাণ ক্রমশঃ দশ দশ গুণ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। পরিশেষে মহত্তত্ত্বও প্রকৃতি দ্বারা সমাবৃত (১) ॥

ঐ ২৫।

অনন্তস্য ন তস্যান্তঃ সংখ্যানঞ্চাপি বিদ্যতে।
তদনন্তমসংখ্যাত প্রমাণং ব্যাপি বৈ যতঃ ॥

ঐ প্রকৃতি অনন্ত, ইহার অন্ত নাই, এবং ইহার সংখ্যাও করা যায় না, এই কারণে ইহাকে অনন্ত, অসংখ্যাত, অপরিমিত ও সর্ব্বব্যাপী বলা যায় ॥

ঐ ২৬।

১। সাংখ্য মতে "ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতির কোন অংশ হইতে মহত্তত্ত্ব জন্মে। মহত্তত্ত্বের অংশ হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব; তাহার অংশ হইতে শব্দতন্মাত্র দ্বারা নভঃ; তাহার অংশে স্পর্শতন্মাত্র দ্বারা বায়ু; তাহার অংশ হইতে রূপতন্মাত্র দ্বারা তেজঃ; তাহার অংশে রসতন্মাত্র দ্বারা জল; তাহার অংশে গন্ধতন্মাত্র দ্বারা পৃথিবী উৎপন্ন হয়। সেই সকল মিলিত হইয়া

দারুণ্যগ্নির্যথা তৈলং তিলে তদ্বৎ পুমানপি।
প্রধানেঽবস্থিতো ব্যাপী চেতনাত্মাত্ম বেদনঃ॥

যেমন কাষ্ঠে অগ্নি ও তিলে তৈল নিহিত থাকে, তদ্রূপ স্বপ্রকাশক চেতনাত্মক ও সর্ব্বব্যাপী পুরুষও ঐ প্রকৃতিতে অবস্থিতি করিতেছেন॥ বি-পু-২।৭।২৮।

প্রধানঞ্চ পুমাংশ্চৈব সর্ব্বভূতাত্মভূতয়া।
বিষ্ণুশক্ত্যা মহাবুদ্ধে বৃতৌ সংশ্রয়ধর্ম্মিণৌ॥

হে মহাবুদ্ধে? উক্ত প্রকৃতি এবং পুরুষও সর্ব্বভূতাত্মক বিষ্ণু শক্তি (চিচ্ছক্তি) দ্বারা পরস্পর সংশ্রয় (আধার-আধেয়) ভাবে আবৃত রহিয়াছে॥ ঐ ২৯।

তয়োঃ সৈব পৃথগ্‌ভাব-কারণং সংশ্রয়স্য চ।
ক্ষোভকারণভূতাচ সর্গকালে মহামতে॥

হে মহামতে। ঐ বিষ্ণু শক্তিই প্রলয় কালে (২) উক্ত প্রকৃতি ও পুরুষের পৃথক্ ভাবের কারণ এবং সৃষ্টি কালে ক্ষোভের কারণ হয়॥

বি-পু-২।৭।৩০।

চতুর্দ্দশ ভুবনময় ঈশ্বরের বিরাট্ শরীর উৎপন্ন হয়। উহা পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তৃত। পৃথিবী তাহার প্রথম আবরণ। দ্বিতীয় আবরণ জল। তাহার পর তেজঃ প্রভৃতি উত্তরোত্তর তৃতীয়াদি আবরণ। প্রকৃতি অষ্টম আবরণ॥"

২। যেমন সৃষ্টিকালে প্রকৃতি হইতে ক্রমান্বয়ে মহত্তত্ত্বাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত সমুদায় উৎপন্ন হইয়া আইসে, সেইরূপ প্রাকৃতিক প্রলয়কালে পৃথিবী হইতে একএক করিয়া সমুদায় লয় পাইয়া অবশেষে পুনর্ব্বার সেই প্রকৃতিতেই বিলীন হইয়া থাকে। সাংখ্যমতে "সাম্যাবস্থোপলক্ষিত সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই প্রকৃতি, গুণত্রয়ের এই সাম্যাবস্থা সর্ব্বদা থাকে না, কখন কখন হইয়া থাকে। যখন এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হয়, তখন প্রকৃতির কোন কার্য্য থাকে না, সুতরাং তখনই প্রলয় উপস্থিত হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের মধ্যে কোনটি প্রবল, অথবা কোনটি হীন হইয়া প্রবলগুণ হীনগুণকে বিনাশ করিতে পারে না, ইহাই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হইলে তখন আর কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। মহত্তত্ত্বাদির কখনও অকার্য্যাবস্থা হয় না, তাহাদিগের সর্ব্বদা কার্য্যাবস্থা আছে, অতএব মহত্তত্ত্বাদিকে প্রকৃতি বলা যায় না। যখন গুণত্রয়ের বৈষম্যাবস্থা হয়, তখনই সেই গুণত্রয়কে প্রকৃতি বলা যায়। কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সাম্যাবস্থোপলক্ষিত গুণত্রয়ই প্রকৃতি; সুতরাং সর্ব্বদা সাম্যাবস্থা না থাকিলেও প্রকৃতিত্বের হানি হয় না। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাতে প্রকৃতি কোন কার্য্য করে না, ইহাই 'সাম্যাবস্থোপলক্ষিত গুণত্রয়' এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ। গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতির সাম্যাবস্থা হইলেই প্রলয় উপস্থিত হয়। যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হয়, তখন আর সৃষ্টি হয় না, সুতরাং প্রলয় হইয়া থাকে।" সাং সা।

তৃতীয় অধ্যায়।

বৈকৃত সৃষ্টি কথন।

ষড়িমে প্রাকৃতাঃ সর্গা বৈকৃতানপি মে শৃণু।
রজোভাজো ভগবতো লীলেয়ং হরিমেধসঃ ॥

এই যে ষড়্‌বিধ সৃষ্টির কথা কহিলাম ইহারা প্রাকৃত (১)। এক্ষণে বৈকৃত (২) সৃষ্টির কথা কহিতেছি, সুস্থির চিত্তে শ্রবণ কর। এই বৈকৃত অবস্থা হরি-স্মরণকারী রজোগুণাশ্রয়ী ভগবান্ ব্রহ্মার লীলা বলিয়া জানিবে ॥

ভা-পু-৩।১০।১৭।

---

(১) প্রাকৃত সৃষ্টির বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ইহার পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক হইলেও শুদ্ধ পাঠকগণের বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত এই স্থলে তাহা সংক্ষেপে কথিত হইতেছে। যথা—প্রাকৃত সৃষ্টি ছয় প্রকার। তন্মধ্যে মহত্তত্ত্বই সকলের আদি সৃষ্টি হইতেছে। আত্মারূপী হরি হইতে যে গুণবৈষম্য (সত্বাদি গুণত্রয়ের পরস্পর প্রভেদ) তাহাই মহতের লক্ষণ। ঈশ্বর কামনাময় হইয়া সৃষ্টির ইচ্ছায় সকল কর্ম্ম প্রকাশের জন্য প্রথমে ঐ তিনটি গুণশক্তিকে আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কর্ম্মে ব্যাপৃত করেন। ঐ তিনটী গুণের পরস্পর সক্রিয় অবস্থা দ্বারা সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে স্থূল পদার্থ প্রকাশ হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ও জীব উৎপন্ন হয়। এই কারণে ঐ গুণত্রয়ের মিশ্রণ ও কর্ম্মাবস্থাকে সর্ব্বাদি সৃষ্টি বা মহত্তত্ত্ব কহে।

অহঙ্কার দ্বিতীয় সৃষ্টি। যে অবস্থার দ্বারা দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার অনুভব হয়, তাহাকে অহঙ্কার কহে। দ্রব্য বলিতে সৎপদার্থ, যাহা ক্রমে স্থূলভূতরূপে পরিণত হয়। জ্ঞান বলিতে সদসৎকর্ম্মের উপলব্ধি শক্তি এবং ক্রিয়া বলিতে ইন্দ্রিয়ের কার্য্যবিধি। এই সমস্ত যে অবস্থার দ্বারা জগতে সক্রিয় অনুভূত হয় তাহাকে অহঙ্কার সৃষ্টি বলে।

পঞ্চতন্মাত্ররূপ ভূত সৃষ্টি, অর্থাৎ ভূত সূক্ষ্মসৃষ্টি; তৃতীয় উহাই পঞ্চমহাভূতের উৎপাদক। ইন্দ্রিয়বর্গ চতুর্থ সৃষ্টি। উহা জ্ঞান ও ক্রিয়ার অধীন হইয়া কার্য্য করে বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ ও মন পঞ্চম সৃষ্টি। সত্ত্বগুণ হইতে ক্রমে এক প্রকার শক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাকে মনোশক্তি কহে। যাহার দ্বারা অনুমান করা যায় তাহাকে মন কহে। এই বস্তু এই সত্ত্বা এবম্বিধ বিচারাত্মক স্মৃতিযুক্ত অবস্থাকে অনুমান বলে। ঐ মনোশক্তি সংযোগে ইন্দ্রিয় সকলের সত্ত্বা সমূহ সক্রিয় হইবার জন্য যে তেজের সৃষ্টি হয়, তাহাকে দেব সৃষ্টি বলা যায়।

অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানতা ষষ্ঠ সৃষ্টি। অবিদ্যা জীবগণের অবুদ্ধি জন্মাইয়া দেয়। জীবগণ সৃষ্ট হইলেও অবিদ্যা ব্যতিরেকে তাহাদের দেহে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি থাকে না, এজন্য সৃষ্টিকালে অবিদ্যার আবশ্যকতা হয়। ইহার দুই প্রকার শক্তি, আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি। যে অজ্ঞান দ্বারা প্রকৃত বস্তু আচ্ছন্ন থাকে তাহাকে আবরণ কহে। আর যদ্বারা এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম জন্মে তাহার নাম বিক্ষেপ। যেমন রজ্জুকে সর্পের ভ্রমস্থলে আবরণ জন্য উহাতে রজ্জু বলিয়া জ্ঞান হইল না এবং বিক্ষেপ নিবন্ধন উহাতে সর্পের ভ্রম হইল ॥

(২) প্রাকৃত সৃষ্টি সংযোগে আত্মা ও কাল মিশ্রণে যে ভাব বিকারিত হইয়া জীব ও জগৎ রূপে পরিণত হইয়া সংসার কার্য্য চলিতেছে, তাহাকে বৈকৃত সৃষ্টি কহে। স্বভাবতঃ যে শক্তি

সপ্তমো মুখ্যসর্গস্তু ষড়্‌বিধস্তস্থুষাঞ্চ যঃ।
বনস্পত্যোষধিলতা ত্বক্‌সারাবীরুধোদ্রুমাঃ।
উৎস্রোতসস্তমঃ প্রায়াঃ অন্তস্পর্শা বিশেষিণঃ।

স্থাবর সপ্তম সৃষ্টি। স্থাবর সকলের প্রথমে সৃষ্ট হয়, সুতরাং উহা সকল সৃষ্টির মুখ স্বরূপ। এই নিমিত্ত উহার নাম মুখ্য সৃষ্টি। স্থাবর ছয় প্রকার, বনস্পতি, (১) ওষধি, (২) লতা, (৩) ত্বকসার, (৪) বীরুধ, (৫) ও দ্রুম (৬)। ইহারা সকলেই উৎস্রোত (৭) ও তমঃপ্রায় (৮)। কিন্তু ইহারা অন্তরে স্পর্শ অনুভব করিতে পারে, কিন্তু সে ভাব বাহে প্রকাশ হয় না; ইহাদের ভেদও অনেক, অর্থাৎ ইহারা নানা জাতীয় বলিয়া পরিচিত হয়॥ ভা-পু-৩।১০।১৮।

তিরশ্চামষ্টমঃসর্গঃসোঽষ্টাবিংশদ্বিধোমতঃ।
অবিদোভূরিতমসো ঘ্রাণজ্ঞা হৃদ্যবেদিনঃ॥
গৌরজো মহিষঃ কৃষ্ণঃ শূকরোগরয়োরুরুঃ।
দ্বিশফাঃ পশবশ্চেমে অবিরুষ্ট্রশ্চ সত্তমঃ॥
খরোঽশ্বোঽশ্বতরোগৌরঃ শরভ শমরী তথা।
এতেচৈকশফাঃ ক্ষত্তঃ শৃণু পঞ্চ নখান্ পশূন্॥
শ্বা শৃগালো বৃকো ব্যাঘ্রো মার্জ্জারঃ শশশল্লকৌ।
সিংহঃ কপির্গজঃ কূর্ম্মো গোধা চ মকরাদয়ঃ॥
কঙ্ক গৃধ্রবকশ্যেনভাসভল্লকবর্হিণঃ।
হংস সারস চক্রাহ্ব কাকোলুকাদয়ঃ খগাঃ॥

তির্য্যক-জাতি অষ্টম সৃষ্টি। উহার ভেদ অষ্টাবিংশতি। উহারা সকলেই জ্ঞানশূন্য এবং কেবল আহারাদিতেই নিরত। ঘ্রাণ দ্বারা অভীষ্ট-পদার্থ জানিতে পারে, কিন্তু কেহই হৃদয়ে দীর্ঘকাল চিন্তা করিতে পারে না। (৯) গো,

---

দ্বারা কর্ম্ম প্রকাশ হয় তাহাকে রজোগুণ বলা যায়। যেহেতু আত্মা ঐ কর্ম্মাত্মক রজো নামক ঐশীশক্তি সমন্বিত হইয়া জীব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যেহেতু পুরাণে, সেই আত্মা ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত জীব সৃষ্টিকে বৈকৃত অর্থাৎ বিকৃতিভাবাপন্ন ব্রহ্মার সৃষ্টি কহে। এই বৈকৃত সৃষ্টি তিন প্রকার,—স্থাবর, তির্য্যক্ ও মনুষ্য॥

(১) যাহারা পুষ্প ব্যতীত ফলবান হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি বলে।

(২) যাহারা ফল প্রকাশ করিয়া সেই ফল পরিপাকানন্তর মৃত হয়, তাহাদিগকে ওষধি কহে।

(৩) যাহারা অপরের আশ্রয়ে আরোহণ করিয়া আত্মস্বভাব প্রকাশ করে, তাহাদিগকে লতা কহে।

(৪) বেণু প্রভৃতিকে ত্বকসার বলে।

(৫) যাহারা লতার ন্যায় বটে, কিন্তু শরীর কঠিন বলিয়া অন্যের আশ্রয় ব্যতীত থাকে, তাহাদিগকে বীরুধ কহে।

(৬) যাহারা পুষ্প হইতে ফল প্রসব করিয়া বর্ত্তমান থাকে, তাহাদিগকে দ্রুম কহে।

(৭) ঊর্দ্ধে যাহাদিগের আহার সঞ্চার হয়, অর্থাৎ উক্ত ছয় জাতীয়ের মধ্যে সকলেরই আহার বা রস গ্রহণ নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে আকর্ষিত হইয়া থাকে।

(৮) অর্থাৎ ইহাদিগের চৈতন্য ব্যক্ত নহে। ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে অবস্থাভেদে ইহারা অল্প বা বহু পরিমাণে শৈত্য বা উষ্ণত্ব বুঝিতে পারে, কিন্তু সেই বোধটী এত মৃদু যে বাহে প্রকাশ না হইয়া অন্তরে প্রকাশ হয়।

(৯) পশু পক্ষ্যাদি তির্য্যগজাতি, তির্য্যগ

অজ, মহিষ, কৃষ্ণসার, শূকর, গবয়, (১০) রুরু (১১) মেষ ও উষ্ট্র, ইহারা দ্বিশফ, অর্থাৎ ইহাদিগের খুর দুই ভাগে বিভক্ত। আর গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, গৌর, শরভ এবং চমরী, ইহারা একশফ, অর্থাৎ ইহাদিগের খুর অবিভক্ত। কুক্কুর, শৃগাল, বৃক, (১২) ব্যাঘ্র, মার্জ্জার, শশক, শল্লক, সিংহ, বানর, গজ, কূর্ম্ম, ও গোধা, (১৩) ইহারা পঞ্চনখ, অর্থাৎ উহাদিগের প্রত্যেক পদে পাঁচ পাঁচটী নখ আছে। মকরাদি জন্তু জলচর। আর কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্যেন ভাস, ভল্লক, ময়ুর, হংস, সারস, চক্রবাক্, কাক ও পেচক ইত্যাদি ইহারা খেচর এবং ইহারাও পঞ্চনখ॥ ভা-পু-৩।১০।১৯—২৩।

অর্ব্বাক্স্রোতস্ত নবমঃ ক্ষত্তরেকবিধো নৃণাম্।
রজোধিকাঃ কর্ম্মপরা দুঃখে চ সুখমানিনঃ॥

হে বিদুর! ব্রহ্মার নবম সৃষ্টি মনুষ্য; উহাদিগের আহার অধোভাগে সঞ্চারিত হয়। মনুষ্যে রজোগুণ অধিক পরিমাণে থাকা প্রযুক্ত তাহারা কর্ম্মে তৎপর এবং দুঃখকেও সুখ বলিয়া বোধ করে (১)॥ ভা-পু-৩।১৪।২৪।

বৈকৃতাস্ত্রয় এবৈতে দেবসর্গশ্চ সত্তমঃ।
বৈকারিকস্তু যঃ প্রোক্তঃ কৌমারস্তূভয়াত্মকঃ।

হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আমি যে বৈকৃত সৃষ্টির কথা কহিয়াছিলাম, তাহা এই তিন প্রকার (২) এবং দেবসৃষ্টিও সেই বৈকৃত সৃষ্টি বলিয়া জানিবে। কৌমার (৩) সৃষ্টি উভয়াত্মক, অর্থাৎ প্রাকৃত ও বৈকৃত (৪)॥ ঐ ২৫।

দেবসর্গশ্চাষ্টবিধো বিবুধাঃ পিতরোঽসুরাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাযক্ষরক্ষাংসি চারণাঃ॥

ভাবে অর্থাৎ বক্রভাবে আহারাদি গ্রহণ করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত উহাদিগকে তির্য্যকস্রোত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উহারা তমোগুণের আধিক্য নিবন্ধন জ্ঞানশূন্য, উন্মার্গগামী অর্থাৎ ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও গম্যাগম্য প্রভৃতি বিবেচনা বিহীন, এবং ভ্রান্তিপূর্ণ জ্ঞানে প্রকৃত জ্ঞানাভিমানী।

(১০) গো সদৃশ পশু, ইহাদিগের গলকম্বল নাই।

(১১) মৃগবিশেষ।

(১২) নেকড়িয়া ব্যাঘ্র।

(১৩) গোসাপ।

(১) মনুষ্যগণ অধঃ প্রবিষ্ট আহার দ্বারা জীবন ধারণ করে, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে অর্ব্বাক্-স্রোত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ইহারা বাহ্য ও আন্তরিক বিষয়ে বহুলাংশে প্রকাশবান্ ও সমধিক তমঃ ও রজোগুণসম্পন্ন। ইহারা তমোগুণাশ্রিত বলিয়া সাতিশয় দুঃখভাগী এবং সমধিক রজোগুণাবলম্বী হওয়াতে ভূয়োভূয় কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে।

(২) স্থাবর, তির্য্যক ও মনুষ্য।

(৩) সনৎকুমার প্রভৃতি।

(৪) অর্থাৎ তাঁহারা দেবতাও হয়েন এবং মনুষ্যও হয়েন।

ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ বিদ্যাধ্রাঃ কিন্নরাদয়ঃ।
দশৈতে বিদুরাখ্যাতাঃ সর্গাস্তে বিশ্বসৃক্‌কৃতাঃ।

পূর্ব্বোক্ত বৈকারিক দেবসৃষ্টি আবার আট প্রকার। যথা, দেব; পিতৃ; অসুর; গন্ধর্ব্ব ও অপ্সর; যক্ষ ও রক্ষ; ভূত, প্রেত ও পিশাচ; সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধর এবং কিন্নর ও কিম্পুরুষ। হে বিদুর! বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে যে দশ প্রকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট তাহা উল্লেখ করিলাম॥ ভা-পু-৩।১০।২৬—২৭।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি বংশান্মন্বন্তরাণি চ।
এবং রজঃ প্লুতঃ স্রষ্টা কল্পাদিষ্বাত্মভূ হরিঃ।
সৃজত্যমোঘসঙ্কল্প আত্মৈবাত্মানমাত্মনা॥

হে কৌরব! আত্মভূ হরি কল্পের প্রথমে স্রষ্টা হইয়া রজোগুণ অবলম্বন করতঃ এইরূপে আপনিই আপনাকে আপনা দ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি যাহা মনে করেন, তাহাই করিতে পারেন (৫)। ইহার পর মন্বন্তর ও মনুবংশ বর্ণন করিব॥ ঐ ২৮।

(প্রজাপতি দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতির উৎপত্তি)

অথাভিধ্যায়তঃ সর্গং দশপুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে।
ভগবচ্ছক্তিযুক্তস্য লোকসন্তান হেতবঃ॥
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্বশিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশম স্তত্র নারদঃ॥

অনন্তর স্বয়ম্ভূ (ব্রহ্মা) ভগবানের শক্তি-সমন্বিত হইয়া প্রজা সৃষ্টি করণার্থ চিন্তাযুক্ত হইবামাত্র লোক-বিস্তারের হেতুভূত মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ নামে তাঁহার দশ পুত্র উৎপন্ন হইলেন (১)। ভা-পু ৩।১২।২১ ২২।

---

(৫) ভগবান্ হরি যখন রজোগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার ইচ্ছামাত্রই দেবগণ, মনুষ্যগণ, তির্য্যক জাতি ও স্থাবরগণ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে তাঁহার মানস হইতে সমুৎপন্ন হয়, কারণ তাহারা কল্পান্তে প্রলয় কালে সংহার প্রাপ্ত হইলেও সংস্কাররূপে স্থিত স্বীয় কর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধি কর্ত্তৃক বিবর্জ্জিত হয় না এবং পূর্ব্ব জন্মের সদসৎ কর্ম্মজনিত শুভাশুভ অদৃষ্টও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে না।

(১) ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্তরূপে চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড রচনা করণান্তর ইহাতে "প্রজা সৃষ্টি করণাভিলাষে তাঁহার নাভি-কমল হইতে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা এবং মহাবল পরাক্রান্ত অষ্ট বসু ও তদীয় মন হইতে প্রথমে আপনার অনুরূপ ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারি পুত্রকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে অপরাপর প্রাণী সকল সৃষ্টি করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ব্রহ্মতেজে তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ প্রজ্বলিত ও পরম তত্ত্বজ্ঞানের উদ্রেক বশতঃ তাঁহারা বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈরাগ্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক পিতৃআজ্ঞা পরিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া যোগ সাধনার্থ সকলেই স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। তদ্দর্শনে পিতামহের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তৎকালে তদীয় আভ্যন্তরিক ব্রহ্মতেজ কোপাগ্নি সহ মিলিত, বর্দ্ধিত ও অবকাশ না পাইয়াই যেন প্রজ্বলিত ভাবে বহির্গত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে তাঁহার ললাট দেশ হইতে

ঋষিণাং ভূরিবীর্য্যাণামপি সর্গমবিস্তৃতম্।
জ্ঞাত্বা তদ্ধৃদয়ে ভূয়শ্চিন্তয়ামাস কৌরব ॥
অহো অদ্ভুতমেতন্মে ব্যাপিতস্যাপি নিত্যদা।
ন হ্যেধন্তে প্রজা নূনং দৈবমত্র বিঘাতকম্ ॥

উক্ত ঋষিদিগের বীর্য্য অত্যন্ত অধিক; প্রজাপতি ইহা অবগত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছেন না দেখিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমি সর্ব্বস্থানই ব্যাপিয়া রহিয়াছি, তথাপি আমার প্রজা বৃদ্ধি পাইতেছে না। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, দৈবই এ বিষয়ের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছেন॥ ভা-পু-৩।১২।৪৯-৫০।

মহান্, মহাত্মা, মতিমান্, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঋতুধ্বজ, ঊর্দ্ধকেশ, রুচি, শুচি, পিঙ্গলাক্ষ, ও কালাগ্নি নামে বিখ্যাত একাদশ রুদ্র আবির্ভূত হইলেন। এই কালাগ্নিই প্রকৃত তমোগুণাবলম্বী ও সমস্ত বিশ্বের বিনাশকর্ত্তা। শিব কদাচ তামস নহেন, তিনি নারায়ণের ন্যায় সর্ব্বদা সত্ত্বগুণে এবং ব্রহ্মা প্রতিনিয়ত রজোগুণে বিরাজ করিতেছেন। তৎপরে প্রজাপতি ব্রহ্মার দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত্য, বাম কর্ণ হইতে পুলহ, দক্ষিণ নেত্র হইতে অত্রি, বাম নেত্র হইতে ক্রতু, মুখ হইতে অঙ্গিরা, বাম পার্শ্ব হইতে ভৃগু, দক্ষ পার্শ্ব হইতে দক্ষ, কণ্ঠদেশ হইতে নারদ, স্কন্ধদেশ হইতে মরীচি এবং রসনা হইতে বশিষ্ঠ এই দশ পুত্র উৎপন্ন হইলেন। তদনন্তর ব্রহ্মার নাসিকারন্ধ্র হইতে অরণি, মুখ হইতে রুচি, ছায়া হইতে কর্দ্দম, নাভিপদ্ম হইতে পঞ্চশিখ, বক্ষ হইতে বোঢ়ু, গলদেশ হইতে আপান্তরতম, অধরোষ্ঠ হইতে প্রচেতা, বামকুক্ষি হইতে হংস এবং দক্ষ কুক্ষি হইতে স্বয়ং যতি আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মা ইহাদিগকেও সৃষ্টি করণার্থ পূর্ব্ববৎ আদেশ করিলেন "(ব্র-বৈ-পু-১৮ অধ্যায়)।" কিন্তু পূর্ব্বোক্ত

এবং যুক্তকৃতস্তস্য দৈবঞ্চাবেক্ষতস্তদা।
কস্যারূপমভূদ্দ্বেধা যৎ কায়মভিচক্ষতে ॥

হে বিদুর! ব্রহ্মা এইরূপে চিন্তা করিয়া উপযুক্ত কর্ম্মের সাধন জন্য দৈবের প্রতি দৃষ্টি করাতে তাঁহার সেই (বিশ্ব) রূপ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এই কারণে দেহকে অদ্যাপি "কায়" (২) কহিয়া থাকে।

ভা-পু-৩।১২। ৫১।

তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত।
যস্তু তত্র পুমান্ সোঽভূন্মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্বরাট্॥
স্ত্রী যাসীচ্ছতরূপাখ্যা মহিষ্যস্য মহাত্মনঃ।
তদা মৈথুনধর্ম্মেণ প্রজা হ্যেধাং বভূবিরে ॥

ব্রহ্মার রূপের সেই দুই ভাগ হইতে মিথুন উৎপন্ন হইল। তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি পুরুষ হইলেন তাঁহার নাম স্বায়ম্ভুব মনু, আর যিনি স্ত্রী হইলেন তাঁহার নাম শতরূপা। শতরূপা মনুর মহিষী হইলেন। তদবধি মিথুন-ধর্ম্ম দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি হইতে লাগিল॥ ঐ ঐ ৫২-৫৩।

সনকাদি ঋষিগণ; নারদ; এবং ঋভু, হংস ও আরুণি, ব্রহ্মার এই সকল পুত্রেরা ঊর্দ্ধরেতা, সুতরাং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই। (ভা-পু-৪।৮।১)॥ "এতদ্ভিন্ন পিতামহের অন্যান্য পুত্রেরা সকলেই পিতৃ আজ্ঞা পরিপালক ও সাংসারিক হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন॥"

(২) "ক" শব্দের একটী অর্থ ব্রহ্মা। স্ত্রী পুরুষ ব্রহ্মার রূপ হইতে উৎপন্ন হওয়াতে দেহের নাম "কায়" হইয়াছে।

মনোশ্চ শতরূপায়াং তিস্রঃকন্যাঃ প্রজজ্ঞিরে।
আকূতির্দ্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিস্তঃ পতিব্রতাঃ ॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ দ্বৌ চ পুত্রৌ মনোহরৌ।
উত্তানপাদ তনয়ো ধ্রুবঃ পরম ধার্ম্মিকঃ ॥

অনন্তর মনুর ঔরসে এবং তদীয় পত্নী শতরূপার গর্ভে আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে সুকুমার কলেবর দুই কুমার আবির্ভূত হন। পরম ধার্ম্মিক ধ্রুব এই উত্তানপাদের পুণ্য-পরিণাম ॥

ব্র-বৈ-পু-১।৭।৪-৫।

আকূতিং রুচয়ে প্রাদাৎ দক্ষায় চ প্রসূতিকাং।
দেবহূতিং কর্দ্দমায় যৎপুত্রঃ কপিলঃ স্বয়ং ॥

তদনন্তর মনু যথাসময়ে স্বীয় দুহিতা আকূতিকে রুচির, প্রসূতিকে দক্ষের এবং দেবহূতিকে মহাত্মা কর্দ্দমের করে সমর্পণ করেন। মহর্ষি কপিলদেব স্বয়ং এই কর্দ্দমের কুলভূষণ ॥

ঐ ৬।

গতে শতধৃতৌ ক্ষত্তঃ কর্দ্দমস্তেন চোদিতঃ।
যথোচিতং স্বদুহিতৄঃ প্রাসাদ্ বিশ্বসৃজাং ততঃ।
মরীচয়ে কলাং প্রাদাদনসূয়ামথাত্রয়ে।
শ্রদ্ধামঙ্গিরসেঽযচ্ছৎ পুলস্ত্যায় হবির্ভূবম্ ॥
পুলহায় গতিং যুক্তাং ক্রতবে চ ক্রিয়াং সতীম্
খ্যাতিঞ্চ ভৃগবেঽযচ্ছৎ বশিষ্ঠায়াপ্যরুন্ধতীম্ ॥
অথর্ব্বণেঽদদাচ্ছান্তিং যয়া যজ্ঞো বিতন্যতে।
বিপ্রর্ষভান্ কৃতোদ্বাহান স দারান্ সমলালয়ৎ ॥

হে বিদুর! জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা (প্রজা বৃদ্ধির নিমিত্ত মহর্ষি কর্দ্দমকে তদীয় কন্যাগণকে শ্রেষ্ঠ ঋষিদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে আদেশ করিয়া) স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর, মহর্ষি কর্দ্দম তাঁহার আজ্ঞানুসারে বিশ্বস্রষ্টাদিগকে নিজ কন্যা দান করিলেন। তন্মধ্যে মরীচিকে কলা; অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা; পুলস্ত্যকে হবির্ভূ; পুলহকে গতি; ক্রতুকে ক্রিয়া; ভৃগুকে খ্যাতি; বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী এবং অথর্ব্বাকে শান্তি দান করিলেন। শান্তি দ্বারা যজ্ঞ সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। মহর্ষি কর্দ্দম এইরূপে কন্যা দান করিয়া ঋষিশ্রেষ্ঠ জামাতা ও কন্যাদিগকে সাদরে লালন করিলেন।

ভা-পু-৩।২৪।২১-২৪।

প্রজাপতিঃ স ভগবান্ রুচিস্তস্যামজীজনৎ।
মিথুনং ব্রহ্মবর্চ্চস্বী পরমেণ সমাধিনা ॥

ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন প্রজাপতি ভগবান্ রুচি ঈশ্বরকে ধ্যান করত আকূতির গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা উৎপাদন করেন ॥

ভা-পু-৪।১।৩।

যস্তয়োঃ পুরুষঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্যজ্ঞস্বরূপধৃক্।
যা স্ত্রী সা দক্ষিণা ভূতেরংশভূতানপায়িনী ॥

আকূতির গর্ভে যে পুরুষ জন্মাইলেন, তিনি সাক্ষাৎ যজ্ঞরূপধারী বিষ্ণু এবং যে কন্যা জন্মাইলেন,

তিনি ভূতগণের বিপদনাশিনী লক্ষ্মীর অংশভূতা চিরন্তনী দক্ষিণা।। ভা-পু-৪।১।৪।

তাং কাময়ানাং ভগবানুবাহ যজুষাং পতিঃ।
তুষ্টায়াং তোষমাপন্নোঽজনয়দ্ দ্বাদশাত্মজান্॥

কিছুদিন পরে দক্ষিণা (তাঁহার সহোদর) যজ্ঞকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। বেদপ্রভব যজ্ঞ তদনুসারে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। দক্ষিণারও পরম আহ্লাদ হইল। অনন্তর যজ্ঞ তাঁহার গর্ভে দ্বাদশ পুত্র (১) উৎপাদন করিলেন। ঐ ৬।

যাঃ কর্দ্দমসুতাঃপ্রোক্তা নব ব্রহ্মর্ষিপত্নয়ঃ।।
তাষাংপ্রসূতি প্রসবং প্রোচ্যমানং নিবোধমে॥

মহর্ষি কর্দ্দমের যে নয় কন্যা জন্মে, পূর্ব্বেই কহিয়াছি, তাঁহারা নয় জনে নয় ব্রহ্মর্ষির পত্নী হইয়াছিলেন। এক্ষণে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে তাঁহাদিগের বংশবিস্তার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।। ঐ ১২।

পত্নী মরীচেস্তু কলা সুষুমে কর্দ্দমাত্মজা।
য কশ্যপং পূর্ণিমানঞ্চ যয়োরাপূরিতং জগৎ।।

মরীচির সহধর্ম্মিনী কর্দ্দম তনয়া কলা, কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই দুই জনের বংশ দ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে।। ভা-পু-৪।১।১৩।

পূর্ণিমাঽসূত বিরজং বিশ্বগঞ্চ পরন্তপ।
দেবকুল্যাং হরেঃ পাদশৌচাদ্ যাভূৎ সরিদ্দিবঃ।

পূর্ণিমার দুই পুত্র,—বিরজ ও বিশ্বগ। তদ্ভিন্ন দেবকুল্যা নামে তাঁহার এক কন্যাও জন্মে। ঐ কন্যা উত্তরকালে শ্রীহরির পাদোদক হইতে সরিদ্বরা গঙ্গারূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।। ঐ ১৪।

অত্রেঃ পত্‍ন্যনসূয়াত্রীং জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্।।
দত্তংদুর্ব্বাসসং সোমমাত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্।।

অনসূয়া নামে কর্দ্দমের দুহিতা অত্রির পত্নী হইয়াছিলেন। তিনি দত্ত, দুর্ব্বাসা ও সোম নামে তিন পুত্র প্রসব করেন, ঐ তিন পুত্র ক্রমান্বয়ে বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার অংশে আবির্ভূত হন।। ঐ ১৫।

শ্রদ্ধাত্বঙ্গিরসঃ পত্নী চতস্রোঽসূত কন্যকাঃ।
সিনীবালী কুহূ রাকা চতুর্থ্যনুমতিস্তথা।।

অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধা; তিনি সিনিবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি নামে চারি কন্যা প্রসব করেন। ঐ ৩৩।

তৎপুত্রাবপরা বাস্তং খ্যাতৌ স্বারোচিষেঽন্তরে।
উতথ্যো ভগবান্ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মিষ্ঠশ্চ বৃহস্পতিঃ।

তদ্ভিন্ন তাঁহার দুই পুত্রও ছিল।

(১) ভগবান্ যজ্ঞের ঔরসে দক্ষিণার গর্ভে তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বাহ্ন, সুদেব ও রোচন, এই দ্বাদশ পুত্র উৎপন্ন হয়েন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই দ্বাদশ জনই তুষিত নামে দেবতা॥

ঐ দুই জন স্বারোচিষ মন্বন্তরে বিখ্যাত হন। উঁহাদিগের একের নাম উতথ্য; তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার এবং অপরের নাম বৃহস্পতি (১); তিনি ব্রহ্ম পরায়ণ ছিলেন॥ ভা-পু ৪।১।৩৪।

পুলস্ত্যোঽজনয়ৎ পত্ন্যামগস্ত্যঞ্চ হবির্ভুবি।
সোঽন্যজন্মনি দহ্রাগ্নির্বিশ্রবাশ্চ মহাতপাঃ॥

পুলস্ত্য কর্দ্দমের হবির্ভু নাম্নী দুহিতাকে বিবাহ করেন। হবির্ভু অগস্ত্যকে প্রসব করেন। জন্মান্তরে ঐ অগস্ত্যই জঠরাগ্নি হইয়া উদ্ভূত হন। অগস্ত্য ভিন্ন পুলস্ত্যের বিশ্রবস্ নামে এক পুত্র হইয়াছিল; তিনি মহাতপস্বী ছিলেন॥

ঐ ৩৫।

তস্য যক্ষপতি র্দেবঃকুবেরস্ত্বিলবিলাসুতঃ।
রাবণঃকুম্ভকর্ণশ্চ তথান্যস্যাং বিভীষণঃ।

(বিশ্রবার দুই পত্নী; ইলবিলা ও কেশিনী।) ইলবিলার গর্ভে যক্ষপতি কুবের উৎপন্ন হইয়াছিলেন। আর কেশিনী রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণকে প্রসব করিয়াছিলেন॥

ভা-পু-৪।১।৩৬।

পুলহস্য গতি ভার্য্যা ত্রীণসূত সতী সুতান্।
কর্ম্মশ্রেষ্ঠং বরীয়াংশং সহিষ্ণুঞ্চ মহামতে॥

পুলহের ভার্য্যা গতি তিন পুত্র প্রসব করেন; তাঁহাদিগের নাম কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়স্ ও সহিষ্ণু॥

ঐ ৩৭।

ক্রতোরপি ক্রিয়া ভার্য্যা বালিখিল্যানজায়ত।
ঋষিন্ ষষ্টি সহস্রাণি জ্বলতো ব্রহ্মতেজসা॥

ক্রতুর সহধর্ম্মিনী ক্রিয়া ব্রহ্মতেজোদ্বারা প্রকাশমান্ ষষ্টি সহস্র বালখিল্য ঋষিদিগকে প্রসব করেন॥ ঐ ৩৮।

ঊর্জ্জায়াং জজ্ঞিরে পুত্রা বশিষ্ঠস্য পরন্তপ।
চিত্রকেতু প্রধানাস্তে সপ্তব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ।

(১) এই মহর্ষি বৃহস্পতির এক ভগিনী ছিলেন। তিনি স্ত্রীলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, ব্রহ্মচারিণী ও যোগসিদ্ধা হইয়াছিলেন। তিনি সংসারে অনাসক্তা হইয়া সমুদায় ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রভাস নামক অষ্টম বসু এই যোগ-সিদ্ধা বৃহস্পতি-ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রভাসের ঔরসে মহাভাগ প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা সমুৎপন্ন হন। বিশ্বকর্ম্মা সহস্র সহস্র শিল্প কার্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ও দেবতাদিগের শিল্পকার। তিনি সমুদায় শিল্পীদিগের শ্রেষ্ঠ ও সমুদায় অলঙ্কারের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি সমুদায় দেবতাকেই এক একটি ব্যোমযান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে মনুষ্যগণ এই মহাত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট শিল্প দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। যথা,—

বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মচারিণী।
যোগসিদ্ধা জগৎকৃতৎস্নমসক্তা বিচরত্যুত॥
প্রভাসস্য তু সা ভার্য্যা বসূনাম্ অষ্টমস্য চ।
বিশ্বকর্ম্মা মহাভাগস্তস্যাং জজ্ঞে প্রজাপতিঃ॥
কর্ত্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ।
ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ত্তা শিল্পবতাং বরঃ॥
যঃ সর্ব্বেষাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ।
মনুষ্যাশ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ॥
বি-পু-১।১৫।১১৮—১২১।

বশিষ্ঠের পত্নী উর্জ্জা চিত্রকেতু প্রভৃতি সাত পুত্র প্রসব করেন। ঐ সাত পুত্রই সপ্তর্ষি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন ॥ ভা-পু-৪।১।৩৯।

চিত্রকেতুঃ স্বরোচিশ্চ বিরজা মিত্র এব চ।
উল্বনোবসুভৃদ্যানো দ্যুমানশক্ত্যাদয়োঽপরে।

উহাঁদিগের নাম চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা, মিত্র, উল্বন, বসুভৃদ্যান এবং দ্যুমন্। মহর্ষি বশিষ্ঠের আরও এক মহিলা ছিল; তাঁহার গর্ভে শক্তি প্রভৃতি আরও কয়েকটী সন্তান জন্মে ॥

ঐ ৪০।

চিত্তিস্তু থর্ব্বণঃ পত্নী লেভে পুত্রং ধৃতব্রতম্।
দধ্যঞ্চ মশ্বশিরসং ভৃগোর্ব্বংশং নিবোধ মে ॥।

অথর্ব্বার ভার্য্যা চিত্তি তপোনিষ্ঠ দধীচি এবং অশ্বশিরাকে প্রসব করেন। অতঃপর ভৃগুর বংশ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥

ঐ ৪১।

ভৃগুঃখ্যাত্যাং মহাভাগঃ পত্ন্যাং পুত্রানজীজনৎ।
ধাতারঞ্চ বিধাতারং শ্রিয়ং চ ভগবৎ পরাম্ ॥

ভৃগু খ্যাতি নাম্নী পত্নীর গর্ব্ভে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং ভগবৎ পরায়ণা শ্রীনামে এক কন্যা উৎপাদন করেন ॥ ঐ ৪২।

আয়তিং নিয়তিঞ্চৈব সুতে মেরুস্তয়োরদাৎ ॥
তাভ্যাংতয়োরভবতাং মৃকণ্ডঃপ্রাণ এবচ ॥

সেই মহর্ষির আয়তি ও নিয়তি নামে দুইটী কন্যাও জন্মে। ঐ দুইটী কন্যাকে তিনি ধাতা ও বিধাতা নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত বিবাহ দেন। সেই ধাতার ঔরসে আয়তির গর্ব্ভে মৃকণ্ড নামক ঋষির জন্ম হয় এবং বিধাতার ঔরসে নিয়তির গর্ব্ভে প্রাণ নামক পুত্রের জন্ম হয় ॥

ঐ ৪৩।

মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডস্য প্রাণাদ্ বেদশিরা মুনিঃ।
কবিশ্চ ভার্গবো যস্য ভগবানুশনাসুতঃ ॥

মৃকণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেয় এবং প্রাণের পুত্র বেদশিরা। কবি নামে ভৃগুর আরও এক পুত্র ছিল। ভগবান্ উশনা (শুক্রাচার্য্য) সেই কবির আত্মজ ॥ ঐ ৪৪।

সর্ব্বে তে মুনয়ঃ ক্ষত্তর্লোকান্ সর্গৈরভাবয়ন্।
এষ কর্দ্দমদৌহিত্র সন্তানঃ কথিতস্তব ॥

ঐ সকল ঋষিরাই প্রজা সৃষ্টি করত সমস্ত লোক প্রকাশ করিয়াছেন। হে বিদুর! আমি তোমার নিকট প্রজাপতি কর্দ্দমের দৌহিত্র বংশ এই উল্লেখ করিলাম ॥

ঐ ৪৫।

প্রসূত্যাং দক্ষবীজেন ষষ্টিকন্যা প্রজজ্ঞিরে।
অষ্টৌধর্ম্মায়প্রদদৌ রুদ্রায়ৈকাদশ স্মৃতাঃ ॥
শিবায়ৈকাং সতীং প্রাদাৎ কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
সপ্তবিংশতিকন্যাশ্চ দক্ষশ্চন্দ্রায় দত্তবান্ ॥

প্রজাপতি দক্ষের ঔরসে এবং প্রসূতির গর্ব্ভে ক্রমে ষষ্টি কন্যার

আবির্ভাব হয়। দক্ষরাজ যথাসময়ে ঐ সমস্ত কন্যাগণের মধ্যে আটটী ধর্ম্মকে, একাদশটী রুদ্রকে, সতী নামে একটী শিবকে, ত্রয়োদশটী কশ্যপকে এবং অবশিষ্ট সাতাইশটী চন্দ্রকে অর্পণ করেন (১)॥

ব্র-বৈ-পু-১।৯।৭-৮।

নামানি ধর্ম্মপত্নীনাং মত্তো বিপ্র নিশাময়।
শান্তিঃ পুষ্টির্ধৃতিস্তুষ্টিঃ ক্ষমা শ্রদ্ধা মতিঃ স্মৃতিঃ॥

হে বিপ্র। ধর্ম্মের আট পত্নী শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, মতি ও স্মৃতি এই আট নামে প্রসিদ্ধ॥ ব্র-বৈ-পু-১।৯।৯।

শান্তেঃপুত্রশ্চ সন্তোষঃ পুষ্টেঃ পুত্রো মহানভূৎ।
ধৃতের্ধৈর্য্যঞ্চ তুষ্টেশ্চ হর্ষদর্পৌ স্মৃতৌ স্মৃতৌ॥
ক্ষমাপুত্রঃ সহিষ্ণুশ্চ শ্রদ্ধাপুত্রশ্চ ধার্ম্মিকঃ।
মতের্জ্ঞানাভিধঃ পুত্রঃ স্মৃতের্জ্জাতিস্মরো মহান্॥

শান্তির পুত্র সন্তোষ, পুষ্টির পুত্র মহান্, ধৃতির পুত্র ধৈর্য্য, তুষ্টির পুত্র হর্ষ ও দর্প, ক্ষমার পুত্র সহিষ্ণু, শ্রদ্ধার পুত্র ধার্ম্মিক, মতির পুত্র জ্ঞান, এবং স্মৃতির পুত্র জাতিস্মর॥ ঐ ১০—১১।

পূর্ব্বপত্ন্যাঞ্চ মূর্ত্ত্যাঞ্চ নরনারায়ণাবৃষী।
বভূবুরেতে ধর্ম্মিষ্ঠা ধর্ম্মপুত্রাশ্চ শৌনক॥

ধর্ম্মের পূর্ব্বপত্নী, যিনি মূর্ত্তি নামে বিখ্যাতা, তাঁহার গর্ভে নর নারায়ণ নামে দুই ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ধর্ম্মপুত্রেরা সকলেই ধর্ম্মিষ্ঠ ও সৎ-কর্ম্ম পরায়ণ॥ ঐ ১২।

নামানি রুদ্রপত্নীনাং সাবধানং নিবোধমে।
কলা কলাবতী কাষ্ঠা কালিকা কলহপ্রিয়া॥

---

(১) এই মহাভাগ দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি বৃদ্ধি করিতে বাসনা করিয়া প্রথমে কতকগুলি মানসপুত্রের সৃষ্টি করেন। পরে তিনি ব্রহ্মার আদেশানুসারে দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রাণী ও স্থাবর জঙ্গম সমুদায় সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়েন এইরূপে মানস সৃষ্টির পর (তাঁহার পূর্ব্ব সৃষ্ট হর্য্যশ্বাদি মানস পুত্রগণ বিনষ্ট হওনান্তর) তিনি (ষাইটটী) কন্যা উৎপাদন করিয়া তাহাদিগের। মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, তেরটী কশ্যপকে এবং সাতাইশটী চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন। ভগবান্ চন্দ্র ঐ সপ্তবিংশতি ভার্য্যাকে কাল-পরিমাণে পর্য্যায়ক্রমে গ্রহণ করিয়া থাকেন। দক্ষের ঐ সমুদায় কন্যা হইতে দেব, দৈত্য, নাগ, গো, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও দানব প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই অবধি স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সহযোগ দ্বারা প্রজাগণের সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে সঙ্কল্প, দর্শন বা স্পর্শন দ্বারা সন্তান উৎপন্ন হইত। ফলতঃ পূর্ব্বকালীন লোকেরা সাতিশয় তপঃসিদ্ধ ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা তপস্যা দ্বারাই সন্তানোৎপাদন করিতে পারিতেন, স্ত্রী পুরুষ সহযোগের তাদৃশ আবশ্যক হইত না। যথা,—

স তু দক্ষো মহাভাগঃ সৃষ্ট্যর্থং সুমহামতে।
পুত্রান্ উৎপাদয়ামাস প্রজাসৃষ্ট্যর্থমাত্মনঃ॥
অচরাংশ্চ চরাংশ্চৈব দ্বিপদোহথ চতুষ্পদান্।
আদেশং ব্রহ্মণঃ কুর্ব্বন্ সৃষ্ট্যর্থং সমুপস্থিতঃ॥
স সৃষ্ট্বা মনসা দক্ষঃ পশ্চাদপ্যসৃজৎ স্ত্রিয়ঃ।
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ॥
কালস্য নয়নে যুক্তাঃ সপ্তবিংশতিমিন্দবে।
তাসু দেবাস্তথা দৈত্যা নাগা গাবস্তথা খগাঃ॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব দানবাদ্যাশ্চ জজ্ঞিরে।
ততঃ প্রভৃতি মৈত্রেয় প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ॥
সঙ্কল্পাদ্দর্শনাৎ স্পর্শাৎ পূর্ব্বেষামভবন্‌প্রজাঃ।
তপোবিশেষৈঃ সিদ্ধানাং তদাত্যন্ততপস্বিনাম্॥

বি-পু-১।১৫।৭৪—৭৯।

কল্কলী ভীষণা রাম্না প্রমোচা ভূষণাশুকী।
এতাসাং বহবঃ পুত্রা বভূবুঃ শিবপার্ষদাঃ ॥

রুদ্রের একাদশ পত্নী কলা, কলাবতী, কাষ্ঠা, কালিকা, কলহপ্রিয়া, কল্কলী, ভীষণা, রাম্না, প্রমোচা, ভূষণা ও শুকী এই একাদশ নামে অভিহিতা। ইহাঁদের পুত্রেরা সকলেই মহাদেবের পার্শ্বদ॥ ব্র-বৈ-পু-১।৯।১৩—১৪।

সা সতী স্বামিনিন্দায়াং তনুং তত্যাজ যজ্ঞতঃ।
পুনর্ভূত্বা শৈলপুত্রী লেভে চ শঙ্করংপতিং ॥

শিবপত্নী সতী দুঃসহ স্বামিনিন্দানুরোধে পিতৃযজ্ঞেই দেহ ত্যাগ করেন; কিন্তু পরে আবার শৈলপুত্রী ও পার্ব্বতী নামে বিখ্যাতা হইয়া পুনর্ব্বার পতি ভাবেই পশুপতিকে লাভ করেন। ঐ ১৫।

কশ্যপস্ত প্রিয়াণাঞ্চ নামানি শৃণু ধার্ম্মিক।
অদিতির্দ্দেবমাতা যা দৈত্যমাতা দিতিস্তথা॥
সর্পমাতা তথা কদ্রুর্ব্বিনতা পক্ষিসূস্তথা।
সুরভিশ্চ গবাং মাতা মহিষাণাঞ্চ নিশ্চিতং॥
সারমেয়াদিজন্তূনাং সরমা সূশ্চতুষ্পদাং।
দনুঃ প্রসূর্দ্দানবানামন্যাশ্চৈবমাদিকাঃ॥

কশ্যপপত্নীদিগের মধ্যে একের নাম অদিতি,যিনি দেবমাতা; অপরের নাম দিতি, যিনি দৈত্যকুলের প্রসূতি; তৃতীয়া কদ্রু, যিনি সর্পকুলের জননী; চতুর্থী বিনতা, ইহার গর্ভেই পক্ষিবংশ আবির্ভূত। পঞ্চমী সুরভী, ইনি গো ও মহিষাদির প্রসবকর্ত্রী; ষষ্ঠী সরমা, ইনি সারমেয় প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুর জন্মদায়িনী; সপ্তমী দানব প্রসবিনী দনু এবং এইরূপ তাঁহার অন্যান্য পত্নীরাও অন্যান্য বংশের আদি জননী॥

ব্র-বৈ-পু-১।৯।১৬—১৮।

ইন্দ্রশ্চ দ্বাদশাদিত্যা উপেন্দ্রাদ্যাঃ সুরামুনে।
কথিতাশ্চাদিতেঃ পুত্রা মহাবল পরাক্রমাঃ॥

হে তপোধন! দেবরাজ ইন্দ্র, দ্বাদশ আদিত্য ও উপেন্দ্র প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত দেবগণ সকলেই দেবী অদিতির সন্তান। ঐ ১৯।

ইন্দ্রপুত্রো জয়ন্তশ্চ ব্রহ্মন্ শচ্যামজায়ত।
আদিত্যস্য সবর্ণায়াং কন্যায়াং বিশ্বকর্ম্মণঃ॥
শনৈশ্চরযমৌ পুত্রৌ কালিন্দী কন্যকাতথা।
উপেন্দ্রবীর্য্যাৎ পৃথ্ব্যাস্তু মঙ্গলঃ সমজায়ত॥

হে ব্রহ্মণ্! শচীর গর্ব্ভে ইন্দ্রদেবের জয়ন্ত নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সবর্ণার গর্ব্ভে এবং আদিত্যের ঔরসে শনি ও যম এই দুই পুত্র ও কালিন্দী নামে এক কন্যার জন্ম হয় এবং মঙ্গল উপেন্দ্র বীর্য্যে পৃথিবী হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ঐ ২০।২১।

ঋষিভ্য পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।
দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্ব্বং চরংস্থাণ্বনু পূর্ব্বশঃ॥

(এইরূপে) মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ হইতে পিতৃগণ, পিতৃগণ হইতে দেব ও দানবগণ এবং দেবগণ হইতে এই চরাচর জগৎ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে॥

ম-সং-৩।২০১।

আত্যন্তিকেন সত্ত্বেন দিবং দেবাঃ প্রপেদিরে
ধরাং রজঃ স্বভাবেন পণয়ো যে চ তাননু।
তার্ত্তীয়েন স্বভাবেন ভগবান্নাভিমাশ্রিতাঃ।
উভয়োরন্তরং ব্যোম যে রুদ্রপার্ষদাং গণাঃ॥

যে দেবগণ অত্যন্ত সত্ত্ব স্বভাব প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা স্বর্গলোকে বাস করিলেন। যাঁহারা রজঃ স্বভাবে কর্ম্মে রত, তাঁহারা ও তদপেক্ষা নিকৃষ্ট গবাদি, যাহারা সেই সকল কর্ম্মের প্রয়োজনীয়, তাহারাও ধরায় অর্থাৎ পৃথিবীতে বাস করিল। যাহারা তামস-স্বভাব প্রাপ্ত হইল, তাহারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভগবানের নাভিস্বরূপ অন্তরীক্ষে রুদ্র-পারিষদগণরূপে বসতি করিল (১)॥

ভা-পু-৩।৬।২৩—২৪।

মুখতোঽবর্ত্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ।
যস্তুন্মুখত্বাদ্বর্ণানাং মুখ্যোঽভূদ্‌ব্রাহ্মণো গুরু॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই পুরুষের মুখ্য ভাগ হইতে ব্রহ্ম (বেদ) (২) প্রকাশ হইল। সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ বর্ণসমূহ মুখ্য বিষয়াক্রান্ত বলিয়া সকল বর্ণের গুরু হইয়াছেন॥

ভা-পু-৩।৬।২৫।

---

(১) দেবানামোক আসীৎ স্বর্ভূতানাঞ্চ ভুবঃ পদং।
মর্ত্ত্যাদিনাঞ্চ ভূর্লোকঃ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াৎ পরং॥
অধোঽসুরাণাং নাগানাং ভূমেরোকো সৃজৎ প্রভুঃ।
ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সর্ব্বাঃ কর্ম্মণাং ত্রিগুণাত্মনাং।
যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তি যোগস্য মদ্গতিঃ॥

স্বর্গলোক দেবতাদিগের আবাস স্থান; আর ভুবর্লোক ভূতগণের; ভূর্লোক মর্ত্ত্যাদিগের, এবং ত্রিতয়ের পরবর্ত্তী (মহর্লোকাদি লোক সকল) সিদ্ধগণের আবাসভূমি হইল। (প্রভু-ব্রহ্মা) পৃথিবীর অধোভাগে অসুর ও নাগগণের নিবাস সৃজন করিলেন। ত্রিগুণাত্মক কর্ম্ম সকলের যাবদীয় গতি ত্রিলোকীতে। যোগ, তপস্যা ও ন্যাসের বিমলা গতি, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক এবং সত্যলোক, ভক্তি যোগের গতি বৈকুণ্ঠ॥ ভা-পু-১১।২৪।১২—১৪।

(২) ভগবান্ ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখ চতুষ্টয় হইতে ক্রমান্বয়ে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব নামে চারি বেদ এবং শস্ত্র, ইজ্যা, স্তুতিস্তোম ও প্রায়শ্চিত্ত উৎপন্ন হইয়াছিল এবং আয়ুর্ব্বেদ (চিকিৎসা শাস্ত্র), ধনুর্ব্বেদ (ধনুর্ব্বিদ্যাবোধক শাস্ত্র), গান্ধর্ব্ববেদ (সঙ্গীত বিদ্যা) এবং স্থাপত্য-বেদ (বিশ্বকর্ম্ম শাস্ত্র বা শিল্প শাস্ত্র) এই সকলও ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখ চতুষ্টয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, অর্থাৎ ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখ চতুষ্টয়ই ক্রমান্বয়ে উক্ত বেদাদি শাস্ত্র সমূহের প্রবর্ত্তক। যথা,—

ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্ব্বাদিভির্মুখৈঃ।
শস্ত্রমিজ্যাং স্তুতিস্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যধাৎ ক্রমাৎ॥
আয়ুর্ব্বেদং ধনুর্ব্বেদং গান্ধর্ব্বং বেদমাত্মনঃ।
স্থাপত্যং চাসৃজদ্বেদং ক্রমাৎ পূর্ব্বাদিভির্মুখৈঃ॥

ভা-পু-৩।১২।৩৭—৩৮।

বাহুভ্যোঽবর্ত্তত ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ।
যো জাতস্ত্রায়তে বর্ণান্ পৌরুষঃ কণ্টকক্ষতাৎ।

সেই বিরাটরূপী ঈশ্বরের বাহু হইতে ক্ষত্রবৃত্তির আবির্ভাব হইল। সেই ক্ষত্রবৃত্তির অনুসারী হইয়া দেবতাগণে ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইল। সেই পুরুষ হইতে জন্মলাভ করিয়া কণ্টকরূপী চৌরাদির উপদ্রব হইতে সর্ব্ব বর্ণকে ত্রাণ করে বলিয়া উহাদিগকে জগতে ক্ষত্রিয় কহে॥ ভা-পু-৩।৬।২৬।

বিশোঽবর্ত্তন্ত তস্যোর্কো লোকবৃত্তিকরীর্বিভোঃ।
বৈশ্যস্তদুদ্ভবো বার্ত্তাং নৃণাং যঃ সমবর্ত্তয়ৎ॥

সেই ঈশ্বরের উরুদেশ হইতে লোকবৃত্তিকারী বিশভাব প্রকাশ হইলে, সেই বৃত্তি হইতে উদ্ভূত দেবতাগণে বৈশ্য নাম ধারণ করিলেন। বৈশ্যগণ লোকের জীবিকা সম্পাদন করিতেছেন॥ ঐ ২৭।

পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষাধর্ম্মসিদ্ধয়ে।
তস্যাং জাতঃ পুরাশূদ্রো যদ্বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ।

অবশেষে সেই ভগবানের পাদ হইতে ধর্ম্ম-সিদ্ধির নিমিত্ত শুশ্রূষা বৃত্তি প্রকাশ হইলে, তাহা হইতে দেবগণে শূদ্র অগ্রেই জন্মগ্রহণ করিলেন। শূদ্র (ব্রাহ্মণের) সেবা করিয়া পরম্পরাসম্বন্ধে হরির চিত্ত-তুষ্টি উৎপাদন করিতেছে॥

ঐ ২৮।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
পাদোরুবক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মার মুখ, বক্ষঃস্থল, উরুদেশ ও পদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে॥ বি-পু-১।৬।৬

যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে সর্ব্বমেতদ্ ব্রহ্মা চকার বৈ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং মহাভাগ যজ্ঞসাধনমুত্তমম্॥

হে মহাভাগ! ভগবান্ ব্রহ্মা যজ্ঞ সম্পাদনের মানসেই উত্তম যজ্ঞসাধন এই চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন॥ ঐ ৭।

যজ্ঞৈরাপ্যায়িতা দেবা বৃষ্ট্যুৎসর্গেণ বৈ প্রজাঃ।
আপ্যায়য়ন্তে ধর্ম্মজ্ঞ যজ্ঞাঃ কল্যাণহেতবঃ॥

হে ধর্ম্মজ্ঞ! দেবগণ যজ্ঞাংশ লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া যথাকালে বারি বর্ষণ দ্বারা প্রজাদিগকে পরমাপ্যায়িত করেন। এই নিমিত্ত যজ্ঞকে সর্ব্ব কল্যাণের হেতুভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়॥ ঐ ৮।

নিষ্পাদ্যন্তে নরৈস্তৈস্তু স্বধর্ম্মাভিরতৈস্ততঃ॥
বিশুদ্ধাচরণোপেতৈঃ সদ্ভিঃ সন্মার্গগামিভিঃ॥

স্বধর্ম্মনিরত, শুদ্ধাচারী ও সৎপথাবলম্বী সাধু লোকেরাই যজ্ঞ সমাধান করিয়া থাকেন॥ ঐ ৯।

স্বর্গাপবর্গৌ মানুষ্যাৎ প্রাপ্নুবন্তি নরা মুনে।
যথাভিরুচিতং স্থানং তদ্ যান্তি মনুজা দ্বিজ॥

মনুষ্যগণ মানব যোনিতে জন্ম

হেতু স্বর্গ ও অপবর্গের অধিকারী হয় এবং অভিলষিত সত্যলোক প্রভৃতিতেও গমন করিতে পারে ॥
বি-পু-১।৬।১০।

প্রজাস্তা ব্রহ্মণা সৃষ্টাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থিতৌ।
সম্যক্‌শ্রদ্ধাসমাচার প্রবণা মুনিসত্তম।

হে মহর্ষে! ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপে বর্ণ চতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিলে, উঁহারা সম্যক্ শ্রদ্ধান্বিত ও বিশুদ্ধ আচার বিশিষ্ট হইল ॥ ঐ ১১।

যথেচ্ছাবাসনিরতাঃ সর্ব্ববাধাবিবর্জ্জিতাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণাঃশুদ্ধাঃ সর্ব্বানুষ্ঠাননির্ম্মলাঃ ॥

তৎকালে তাহারা সম্যক্‌রূপ শুদ্ধ, বিশুদ্ধ হৃদয় ও সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠাননিরত হওয়াতে সর্ব্ববাধা বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অকুতোভয়ে দুর্গম অরণ্য প্রভৃতি যথা ইচ্ছা তথা বাস করিতে সমর্থ ছিল। শীতোষ্ণাদি জনিত কোন পীড়াই তাহাদিগকে অভিভূত করিতে পারিত না। ঐ ১২।

শুদ্ধে চ তাসাং মনসি শুদ্ধেহন্তঃ সংস্থিতে হরৌ
শুদ্ধং জ্ঞানং প্রপশ্যন্তি বিষ্ণ্বাখ্যং যেন তৎপদম্॥

তৎকালে তাহাদিগের বিশুদ্ধ চিত্তে ও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবান্ হরি বিরাজমান্ থাকিতেন। তাহারা সেই অন্তঃকরণে নিরন্তর শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ বিষ্ণুপদ দর্শন করিতে সমর্থ হইত। ঐ ১৩।

ততঃকালাত্মকো যোহসৌ স চাংশঃকথিতোহরেঃ।
স পাতয়ত্যঘং ঘোরমল্পমল্পাল্পসারবৎ ॥

অনন্তর সত্যযুগাবধি ত্রেতা যুগের কিয়ৎকাল অতীত হইলে, ভগবান হরির পূর্ব্বোক্ত কালরূপী অংশ সেই সকল প্রজাতে অত্যল্প সুখপ্রদ ও বহু দুঃখদায়ক (বিষয়ানুরাগস্বরূপ) পাপ নিক্ষিপ্ত করিল ॥ বি-পু-১।৬।১৪।

অধর্ম্মবীজসম্ভূতং তমোলোভসমুদ্ভবম্।
প্রজাসু তাসু মৈত্রেয় রাগাদিকমসাধকম্ ॥

ঐ লোভ-মোহ-সমুদ্ভূত অধর্ম্মের বীজ স্বরূপ বিষয় বাসনাই প্রজাগণের (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ প্রাপ্তিরূপ) পুরুষার্থ সাধনের সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধক ॥ ঐ ১৫।

ততঃ সা সহসা সিদ্ধিস্তেষাং নাতীরজায়তে।
রসোল্লাসাদয়শ্চান্যাঃ সিদ্ধোয়োহষ্টৌ
ভবন্তি যাঃ॥

অনন্তর রসোল্লাস প্রভৃতি যে অন্যবিধ আট প্রকার সিদ্ধি আছে তাহা আর তখন মনুষ্যদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্ত থাকিল না।
ঐ ১৬।

তাসু ক্ষীণাস্বশেষাসু বর্দ্ধমানে চ পাতকে।
দ্বন্দাভিভব দুঃখার্ত্তাস্তা ভবন্তি ততঃ প্রজাঃ ॥

এইরূপে পাপ পরিবর্দ্ধিত হইলে, সমুদায় সিদ্ধি নিঃশেষিত হইল এবং প্রজাগণ শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি

নানাবিধ দ্বন্দ দুঃখে প্রপীড়িত হইতে লাগিল। বি-পু-১।৬।১৭।

ততো দুর্গাণি তাশ্চক্রুর্ধান্বং পার্ব্বতমৌদকম্।
কৃত্রিমঞ্চ তথা দুর্গং পুরং খর্ব্বটকাদিকম্॥

তখন তাহারা চৌর্য্যাদি হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বৃক্ষময়, পর্ব্বতময়, বা উদকময় দুর্গ রচনা করিল এবং ইষ্টকাদির প্রাচীর গঠন দ্বারা কৃত্রিম দুর্গ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে রাজধানী ও নগর নির্ম্মাণ করিল॥ ঐ ১৮।

গৃহাণিচ যথান্যায়ং তেষু চক্রুঃ পুরাদিষু।
শীতাতপাদিবাধানাং প্রশমায় মহামুনে॥

মনুষ্যগণ শীতাতপজনিত বাধা নিবারণের উদ্দেশে ও তস্করাদি হইতে আত্মরক্ষার জন্য সেই সমুদায় রাজধানী, নগর ও গ্রাম প্রভৃতিতে ন্যায়ানুসারে গৃহ নির্ম্মাণ করিল॥ ঐ ১৯।

প্রতীকারমিদং কৃত্বা শীতাদেস্তাঃ প্রজাঃ পুনঃ।
বার্ত্তোপায়ং ততশ্চক্রুর্হস্তসিদ্ধিঞ্চ কর্ম্মজাম্॥

প্রজাগণ এইরূপে শীতাদির প্রতীকার করিয়া শারীরিক-পরিশ্রম-সাধ্য হস্তনিষ্পাদ্য জীবিকার উপায় কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল॥ ঐ ২০।

সংসিদ্ধায়ান্তু বার্ত্তায়াং প্রজাঃ সৃষ্ট্বা প্রজাপতিঃ।
মর্য্যাদাং স্থাপয়ামাস যথাস্থানং যথা গুণম্॥
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্ ধর্ম্মভৃতাংবর।
লোকাংশ্চ সর্ব্ববর্ণানাং সম্যগ্ ধর্ম্মানুপালিনাম্॥

হে ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মা যে সকল প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিলেন, কৃষিকর্ম্মাদি দ্বারা তাহাদিগের জীবিকা স্থির হইলে, তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ও গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রমের ধর্ম্মব্যবস্থা সংস্থাপিত করিলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশ অনুসারে ও প্রজাগণের গুণ অনুসারে প্রত্যেকের ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে যাহারা উত্তমরূপে স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন করে, তাহাদের মধ্যে কে কোন্ লোকে গমন করিবে, ব্রহ্মা তাহাও স্থির করিলেন॥

বি-পু-১।৬।৩২-৩৩।

(চতুর্ব্বর্ণের কর্ম্ম বিধান)

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানাম কল্পয়ৎ॥

(সৃষ্টিকর্ত্তা) ব্রাহ্মণদিগের অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্ কর্ম্ম কল্পনা করিলেন॥ ম-সং ১।৮৮।

প্রজানাংরক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্প্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ।

ক্ষত্রিয়দিগের প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়ে (নৃত্য, গীত, বনিতোপভোগাদিতে) অনাসক্তি, এই সকল কর্ম্ম সংক্ষেপতঃ কল্পনা করিলেন॥ ঐ ৮৯।

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ ॥
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ ॥

বৈশ্যদিগের পশুরক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, জল ও স্থলপথে বাণিজ্য, কুসীদ (টাকার সুদ লওন) ব্যবহার ও কৃষি, এই সকল কর্ম্ম কল্পনা করিলেন ॥ ম-সং-১।৯০।

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্মসমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥

শূদ্রদিগের এই একমাত্র প্রধান কর্ম্ম অবধারিত করিলেন যে, তাহারা অসূয়াবিহীন হইয়া উক্ত বর্ণত্রয়ের সেবা শুশ্রূষা করিবে ॥ ঐ ৯১।

(চতুর্ব্বর্ণের কর্ম্মানুসারে পারলৌকিক বাসস্থান নিরূপণ)

প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্।
স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনাম্ ॥

যে সকল ব্রাহ্মণ নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপে অনুরক্ত হয়েন, তাঁহাদিগের প্রাজাপত্যলোকে বাস হয়। ক্ষত্রিয়গণ সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ হইলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় ॥ বি-পু-১।৬।৩৪।

বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমনুবর্ত্তিনাম্।
গান্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং পরিচর্য্যানুবর্ত্তিনাম্ ॥

বৈশ্যগণ স্বধর্ম্মানুসারে কৃষি বাণিজ্যাদিতে অনুরক্ত হইলে দেবলোক এবং শূদ্রগণ দ্বিজসেবা পরায়ণ হইলে গন্ধর্ব্বলোক লাভ করে ॥ বি-পু-১।৬।৩৫।

অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মৃতং তেষাং মরুৎস্থানং তদেবগুরুবাসিনাম্ ॥

অষ্টাশীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা মহর্ষি যে জনলোকে বাস করেন, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরাও সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ ৩৬।

সপ্তর্ষীণান্তু যৎস্থানং স্মৃতং তদ্বৈ বনৌকসাম্।
প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং ন্যাসিনাং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।

সপ্তর্ষিগণ যে স্থানে বাস করেন, সেই স্থানে অর্থাৎ তপোলোকে বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বীরাও গমন করিয়া থাকেন। গৃহস্থেরা পিতৃলোক এবং সন্ন্যাসীরা সত্যলোক প্রাপ্ত হন ॥ ঐ ৩৭

যোগিনামমৃতং স্থানং যদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
একান্তিনঃ সদাব্রহ্মধ্যায়িনো যোগিনো হি যে।

যে সকল যোগী অর্থাৎ জ্ঞানীলোক সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে পরম ব্রহ্মের ধ্যান (চিন্তা) করেন, তাঁহারা যোগবলে সনাতন বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ অক্ষয় লোক লাভ করেন ॥ ঐ ৩৮।

তেষাংতৎ পরমং স্থানং যৎ তু পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়োগ্রহাঃ।
আদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ ॥

চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ উক্ত লোকে পুনঃ পুনঃ গমন করেন ও প্রতিনিবৃত্ত হন, কিন্তু যাঁহারা

দ্বাদশাক্ষর (বাসুদেব মন্ত্র) ধ্যান করেন, তাঁহারা ঐ অক্ষয় লোক হইতে কদাপি প্রতিনিবৃত্ত হন না ॥

বি-পু-১৬৩৯।

তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরব-রৌরবৌ।
অসিপত্রবনং ঘোরং কালসূত্রমবীচিমৎ ॥
বিনিন্দকানাং বেদস্য যজ্ঞব্যাঘাতকারিণাম্।
স্থানমেতৎ সমাখ্যাতং স্বধর্ম্মত্যাগিনশ্চ যে ॥

কিন্তু যাহারা বেদনিন্দাপর, যজ্ঞবিঘ্নকারী ও স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া নিরন্তর পাপাচরণ করে, তাহাদিগের বাসের নিমিত্ত তামিস্র, অন্ধ-তামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, অসিপত্রবন ও কালসূত্র নামক ঘোর নরক নির্দ্দিষ্ট আছে।

ঐ ৪০-৪১।

(ভগবান বিষ্ণু কল্পে কল্পে এইরূপ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার পুনঃ পুনঃ করিয়া থাকেন।)

সর্গস্থিতিবিনাশাংশ্চ ভগবান্ মধুসূদনঃ।
তৈস্তৈরূপৈরচিন্ত্যাত্মা করোত্যব্যাহতান্ বিভুঃ।

অচিন্ত্যশক্তি ভগবান্ মধুসূদন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বয়ং মন্বাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে বারংবার এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন ॥ বি-পু-১৭৩৭।

সৃষ্টিঞ্চ পাত্যনুযুগং যাবৎ কল্পবিকল্পনা।
সত্ত্বভৃগ্ ভগবান্ বিষ্ণুরপ্রমেয় পরাক্রমঃ ॥

প্রতি যুগে যাবৎ কল্পান্ত (অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবাবসান) না হয়, তাবৎ অপ্রমেয় পরাক্রমশালী সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত ভগবান্ বিষ্ণু এই কল্পিত ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন ॥

বি-পু-১২৫৭।

তমোদ্রেকী চ কল্পান্তে রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
মৈত্রেয়াখিলভূতানি ভক্ষয়ত্যতিভীষণঃ ॥

হে মৈত্রেয়! কল্পান্তকালে সেই ভগবান্ জনার্দ্দন তমোদ্রেকী (অর্থাৎ তমোগুণাবলম্বী) হইয়া অতি ভীষণ রুদ্র রূপে এই অখিল ভূত সমুদায় সংহার করেন ॥

ঐ ৫৮।

স ভক্ষয়িত্বা ভূতানি জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
নাগপর্য্যঙ্কশয়নে শেতে চ পরমেশ্বরঃ ॥

কল্পান্তে সেই পরমেশ্বর হরি সচরাচর জগৎকে সংহার পূর্ব্বক একার্ণব করিয়া পরিশেষে অনন্ত নাগরূপ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ঐ ৫৯।

প্রবুদ্ধশ্চ পুনঃসৃষ্টিং করোতি ব্রহ্মরূপধৃক্।

তদনন্তর তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মারূপে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়েন ॥ ঐ ৬০

তেষাংযে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে
তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানা পুনঃ পুনঃ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে যে প্রাণী যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল, পরকল্পেও উহারা সৃষ্ট হইয়া পূর্ব্ব স্বভাব বশতই সেই কার্য্যে নিযুক্ত হয় ॥ বি-পু-১৫৫৯।

হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তেতস্মাৎ তৎতস্য রোচতে॥

উক্ত কারণ বশতই প্রাণীগণের মধ্যে কেহ হিংস্র, কেহ অহিংস্র, কেহ শান্ত, কেহ ক্রূর, কেহ ধার্ম্মিক, কেহ অধার্ম্মিক, কেহ সত্যপর ও কেহ অসত্যপর হইয়া তদনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। বি-পু ১।৫।৬০।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু ভূতেষু শরীরেষু চ স প্রভুঃ।
নানাত্বং বিনিয়োগঞ্চ ধাতৈব ব্যসৃজৎ স্বয়ম্॥

সেই বিধাতাই অমৃত, অন্ন, ফল ও তৃণ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু সমুদায়ের, ভূচর, খেচর ও জলচর প্রভৃতি জীবগণের এবং দ্বিপদ, চতুষ্পদ ও ষট্‌পদ প্রভৃতি শরীর সমুদায়ের সম্পূর্ণ ঈশ্বর; অতএব স্বয়ং তিনি ঐ সকল প্রাণীর সৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের পরস্পর ও পৃথক্ পৃথক্ নানাপ্রকার সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন॥ ঐ ৬১।

নামরূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাঞ্চকার সঃ॥

তিনি প্রথমতঃ বেদ হইতে দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণের, জগতীস্থ ভূত সমুদায়ের ও যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের নাম, রূপ ও আকৃতি প্রভৃতি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে নানা প্রকার অবান্তর ভাগে বিভক্ত করিলেন॥

বি-পু-১।৫।৬২।

ঋষীনাং নামধেয়ানি যথা বেদশ্রুতানি বৈ।
যথা নিয়োগযোগ্যানি সর্ব্বেষামপি সোঽকরোৎ॥

তিনি বেদ অনুসারে ঋষিদিগের নাম স্থির করিয়া পূর্ব্ব কল্পানুসারে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে বিনিযুক্ত করিলেন॥ ঐ ৬৩।

যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু॥

যেমন ঋতুতে (১) পুষ্পফলাদি ঋত্বন্তরে বারংবার আবর্ত্তিত হইয়া স্বীয় স্বীয় চিহ্ন প্রকাশিত করে, সেইরূপ প্রত্যেক কল্পেই প্রাণীগণ আবির্ভূত হইয়া স্বভাবতই আপনাদিগের পূর্ব্বভাব আবিষ্কার করে। ঐ ৬৪।

করোত্যেবং বিধাং সৃষ্টিং কল্পাদৌ স পুনঃ পুনঃ।
সিসৃক্ষাশক্তিযুক্তোঽসৌ সৃজ্যশক্তি প্রচোদিতঃ॥

সৃষ্টিকরণেচ্ছা-শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ ব্রহ্মা স্বীয় সৃষ্টিশক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রত্যেক কল্পারম্ভে এবম্বিধ সৃষ্টি পুনঃ পুনঃ করিয়া থাকেন॥ ঐ ৬৫।

---

(১) ঋতু ছয় প্রকার, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শিশির। যথা,—
"বসন্ত গ্রীষ্মবর্ষাশ্চ শরদ্ধেমন্তশৈশিরাঃ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

কাল-পরিমাণ কথন।

(ব্রহ্মার আয়ুসংখ্যা নিরূপণ।)

কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চৈব,
ত্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলাঞ্চ।
ত্রিংশৎ কলাশ্চৈব ভবেন্মুহূর্ত্ত,
স্তৈস্ত্রিংশতা রাত্র্যহনী সমেতে॥

পঞ্চদশ নিমেষে (১) অর্থাৎ চক্ষের পলকে এক কাষ্ঠা হয়, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্রি হয়॥

বি-পু-২।৮।৫৫।

ত্রিংশন্মুহূর্ত্তং কথিতমহোরাত্রন্তু যন্ময়া।
তানি পঞ্চদশব্রহ্মণ্ পক্ষ ইত্যভিধীয়তে॥

ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে যে এক দিবারাত্রি সংখ্যা হইবার কথা বলিয়াছি, এমন পঞ্চদশ দিবারাত্রিতে এক পক্ষ হয়। ঐ ৬৪।

মাসঃ পক্ষদ্বয়েনোক্তো দ্বৌ মাসৌ চার্কজাবৃতুঃ।
ঋতুত্রয়ঞ্চাপ্যয়নং দ্বেঽয়নে বর্ষসংজ্ঞিতম্॥

দুই পক্ষে এক সৌর মাস (২), দুই সৌর মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে অর্থাৎ ছয় মাসে এক অয়ন এবং দুই অয়নে অর্থাৎ বার মাসে এক বৎসর গণনা হয়॥ ঐ ৬৫।

তপাস্তপস্যৌ মধুমাধবৌ চ
শুক্রঃ শুচিশ্চায়নমুত্তরংস্যাৎ।
নভো নভস্যোথ ইষ্‌শ্চ ঊর্জ্জঃ
সহঃ সহস্যাবিতি দক্ষিণং স্যাৎ॥

তপঃ (মাঘ) তপস্য (ফাল্গুন) মধু (চৈত্র) মাধব (বৈশাখ) শুক্র (জ্যৈষ্ঠ) ও শুচি (আষাঢ়) এই ছয় মাস উত্তরায়ন এবং নভঃ (শ্রাবণ) নভস্য (ভাদ্র) ইষ (আশ্বিন) উর্জ্জ (কার্ত্তিক) সহ (অগ্রহায়ণ) ও সহস্য (পৌষ) এই ছয় মাস দক্ষিণায়ন। ঐ ৭৬।

অহোরাত্রে বিভজতে সূর্য্যোমানুষদৈবিকে।
রাত্রিঃ স্বপ্নায় ভূতানাং চেষ্টায়ৈ কর্ম্মণামহঃ॥

মানব ও দেবগণের দিবারাত্রি

---

(১) একটী লঘুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যে সময় অতিবাহিত হয়, তৎপরিমিত কালে মনুষ্যের এক নিমেষ হয়।

(২) এক অমাবস্যা হইতে তৎপরবর্ত্তী অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে ত্রিশ দিন হয়, তাহাকেই সাবনমাস বলা যায়। রবির এক রাশিতে গমন হইতে অপর রাশিতে গমন পর্য্যন্ত কালকে সৌরমাস কহে এবং অশ্বিনী নক্ষত্রের কাল হইতে রেবতীর ভুক্তকাল পর্য্যন্ত সপ্তবিংশতি দিনে নাক্ষত্রিক মাস হয়। যথা,—

দর্শাদর্শস্য চান্দ্রঃস্যাত্রিংশাহোভিস্তু সাবনঃ।
রবিসংক্রমণাৎ সৌরোনাক্ষত্রঃ সপ্তবিংশতি॥
গ-পু-১।১২৮।১৪।

সূর্য্যের দ্বারা বিভক্ত হয় (১); জীবগণের নিদ্রার জন্য রাত্রিমান ও কর্ম্মের জন্য দিনমান হইয়াছে ॥

ম-সং-১।৬৫।

(১) মানব ও দেবগণের দিবারাত্রি বিধান-কর্ত্তা ভগবান্ সূর্য্যদেবের মাহাত্ম্য, সংস্থান ও গতি প্রভৃতির বিষয় বিষ্ণু পুরাণের দ্বিতীয়াংশ হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের জ্ঞাপনার্থ সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। যথা,—"নভো-মণ্ডলে ভগবান্ নারায়ণের শিশুমারাকৃতি দিব্য মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। ধ্রুব সেই মূর্ত্তির পুচ্ছ-দেশে অবস্থান করিতেছেন। সেই মূর্ত্তি আকাশ-পথে স্বয়ং পরিভ্রমণ পূর্ব্বক চন্দ্র ও আদিত্য প্রভৃতি গ্রহগণকেও ভ্রমণ করাইয়া থাকেন। তাঁহার ভ্রমণ করিবার সময় নক্ষত্র-মণ্ডল চক্রের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পরিভ্রমণ করে। সূর্য্য, চন্দ্র, তারা ও নক্ষত্র সমুদায় গ্রহগণের সহিত ধ্রুব-দেহে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আকাশ পথে যে জ্যোতির্ম্ময় শিশুমার-সদৃশ দিব্যরূপ বিদ্যমান আছে, ভগবান্ নারায়ণ আধারস্বরূপ হইয়া তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। উত্তানপাদ পুত্র ধ্রুব তাঁহারই আরাধনা করিয়া তাঁহার সেই শিশুমার-তুল্য দিব্যরূপের পুচ্ছ-দেশ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার শিশুমারাকৃতি দিব্য মূর্ত্তির, শিশুমার ধ্রুবের, ধ্রুব সূর্য্যের ও সূর্য্য দেবা-সুরাদি সম্বলিত সমুদায় জগতের আধার স্বরূপ।" (৯ অধ্যায়) "সূর্য্য ঋক, যজু ও সাম-বেদ সংজ্ঞিত বিষ্ণুশক্তিস্বরূপ। তিনিই নিরন্তর জগৎকে সন্তাপিত ও পাপ বিরহিত করিতে-ছেন। জগৎ-পালন-নিরত সনাতন বিষ্ণু ঋক্ যজু ও সামস্বরূপ হইয়া সর্ব্বদা সেই সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক সমুদায় জগতের পালন করিয়া থাকেন। যে যে মাসে যে যে আদিত্যের আবির্ভাব হয়, ত্রিবেদাত্মিকা বিষ্ণুশক্তি সেই সেই মাসে সেই সেই আদিত্যে অবস্থান করে। পূর্ব্বাহ্নে ঋগ্বেদ, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদ ও সায়াহ্নে সামবেদ কর্ত্তৃক দিবাকর সন্তাপিত হন। এই ত্রয়ীময়ী বিষ্ণুশক্তি ভগবান্ সূর্য্যের অঙ্গস্বরূপ। প্রতিমাসেই সূর্য্য ঐ শক্তিদ্বারা সমাক্রান্ত হন, কিন্তু ঐ শক্তি যে কেবল সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে এরূপ নহে; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র ঐ শক্তির দ্বারা সমাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছেন। সৃষ্টির প্রথমে ভগবান্ ব্রহ্মা ঋগ্বেদময়, পালন-সময়ে বিষ্ণু যজুর্ব্বেদময় এবং সংহার সময়ে রুদ্র সামবেদময় রূপ ধারণ করিয়া সমুদায় জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। ভগবান্ সূর্য্য এইরূপে ত্রিবেদময়ী সাত্ত্বিকী বিষ্ণুশক্তি দ্বারা সমাক্রান্ত হইয়া প্রখর-তর কিরণজাল বর্ষণপূর্ব্বক সমুদায় জগতের তিমির-জাল দূরীকৃত করিতেছেন।" * * * "বিষ্ণুশক্তিসমন্বিত ভগবান্ সূর্য্যদেব নিরন্তর নভোমণ্ডলে বিচরণ করিয়া দেবতা, পিতৃ ও মনুষ্যগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক দিবারাত্রি বিভাগ করিতেছেন। সূর্য্যরশ্মি দ্বারাই চন্দ্র আলোকময় ও বর্দ্ধিত হন; কৃষ্ণপক্ষ উপস্থিত হইলে দেবগণ ঐ সুধাময় চন্দ্রকে পান করিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে পিতৃগণ ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত রূপে তাঁহাকে পান করিতে থাকেন। এইরূপে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার সূর্য্য দ্বারা তাঁহার বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিলাভের পর তাঁহার যে এককলা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সূর্য্যরশ্মিদ্বারা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ভগবান্ সূর্য্য প্রাণি-গণের পুষ্টিসাধন ও শস্যবৃদ্ধি করিবার নিমিত্তই নিরন্তর পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া থাকেন। পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য ও প্রাণি সমুদায় তাঁহা হইতেই পরিতৃপ্ত হয় এবং তিনিই দেবগণকে পক্ষতৃপ্তি, পিতৃগণকে মাসতৃপ্তি ও মনুষ্যগণকে নিত্যতৃপ্তি প্রদান করিয়া থাকেন।" (১১ ও ১২ অধ্যায়) "দিবাকর কিরণজাল দ্বারা আটমাস পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া চারিমাস বারি বর্ষণ করেন। সেই জলদ্বারা ভূমণ্ডলে প্রচুর শস্য সমুৎপন্ন হয়। পৃথিবীস্থ সমুদায় লোক সেই সমস্ত শস্য দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

ভগবান্ সূর্য্য প্রখর কিরণজালে ভূমির জল আকর্ষণ করিয়া সেই জলদ্বারা চন্দ্রকে পুষ্ট করেন, তৎপরে চন্দ্রের বায়ুময় নাল দ্বারা সেই জল মেঘের উপর নিপতিত হয়। ধূম, অগ্নি ও বায়ুর বিকার দ্বারাই মেঘের উৎপত্তি হয়। বায়ুর সহযোগ ভিন্ন মেঘ হইতে জলরাশি ভ্রষ্ট হয় না। এই নিমিত্ত মেঘকে অভ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সমীরণ দ্বারা সঞ্চালিত হইলে মেঘ হইতে ধরাতলে বারিধারা নিপতিত হয়।" * * * "সেই জলদ্বারা প্রাণীগণের জীবিকাস্বরূপ ধান্যাদি ওষধি সমুদায় সমুৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই শস্যদ্বারা জ্ঞানবান্ মহাত্মারা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞদ্বারা দেবগণের তৃপ্তিলাভ হয়। এইরূপে যজ্ঞ, বেদ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়, দেবগণ, পশু ও প্রাণিগণ বৃষ্টিকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। বৃষ্টি হইতেই সমুদায় ভোক্ত্য পদার্থ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সূর্য্য সেই বৃষ্টির, ধ্রুব সূর্য্যের, শিশুমার ধ্রুবের এবং নারায়ণ শিশুমারের আধার স্বরূপ। সেই সনাতন নারায়ণ এই রূপে তাঁহার শিশুমারাকৃতি দিব্যমূর্ত্তির হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সমুদায় জগৎ পালন করিয়া থাকেন।" (৯ অধ্যায়) "এইরূপে সমুদায় গ্রহ, তারা ও নক্ষত্র ধ্রুবে নিবদ্ধ হইয়া বাতরশ্মি দ্বারা নিরন্তর নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। তারা ও নক্ষত্রাদি গ্রহগণের সংখ্যা যেরূপ, বাতরশ্মির সংখ্যাও সেইরূপ। উহারা প্রত্যেকই এক এক বাতরশ্মি দ্বারা ধ্রুবে নিবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে এবং ধ্রুবও তাঁহাদিগের দ্বারা বিচরণ করিয়া থাকেন। যেমন তৈলযন্ত্র স্বয়ং ভ্রমণ করে এবং চক্রকেও ভ্রমণ করায়, তদ্রূপ জ্যোতির্ম্ময় গ্রহগণ বাতরজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া আপনারা ভ্রমণ করে এবং ধ্রুবকেও ভ্রমণ করায়। বাতচক্র দ্বারা প্রেরিত হওয়াতে অলাতচক্রের ন্যায় উহাদিগের ভীষণ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ু ঐ জ্যোতির্ম্ময় গ্রহগণকে বহন করেন বলিয়া তিনি প্রবহ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।" (১২ অধ্যায়)

এক্ষণে সূর্য্যদেবের গতির বিষয় কথিত হইতেছে,—"মানসোত্তর-পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রপুরী, দক্ষিণদিকে যমপুরী, পশ্চিমদিকে বরুণপুরী ও উত্তরদিকে চন্দ্রপুরী বিদ্যমান্ আছে। জ্যোতিশ্চক্র-সমন্বিত ভগবান্ সূর্য্য যখন দক্ষিণভাগস্থ হন, তখন তিনি নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় ভীষণবেগে গমন করেন। তাঁহা হইতে দিবা রাত্রির বিভাগ হইয়াছে। যোগীগণ যোগবলে সিদ্ধিলাভ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে পথ প্রদান করেন। তাঁহার প্রকাশ নিবন্ধন যখন যে দ্বীপে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হয়, তখন সেই দ্বীপের বিপরীত ভাগে অর্দ্ধরাত্রি লক্ষিত হইয়া থাকে। কি উদয় কি অস্তগমন সকল সময়েই তাঁহাকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিতে পাওয়া যায়। যখন তিনি যে সমুদায় দিক ও বিদিক্ আলোকময় করেন, তখন তত্রত্য লোকসকল তাঁহাকে উদিত আর যখন তিনি যে সমুদায় দিক্ হইতে তিরোহিত হন, তখন তথাকার লোক সকল তাঁহাকে অস্তমিত বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু তাঁহার উদয় ও অস্তমন নাই। তিনি নিরন্তর ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বদিক্ বিচরণ করিতেছেন। কেবল তাঁহার দর্শন ও অদর্শন-নিবন্ধন লোকে তাঁহাকে উদিত ও অস্তমিত বলিয়া কল্পনা করে। যখন তিনি ইন্দ্রপুরীতে প্রকাশিত হন, তখন তাঁহার কিরণজালে যম ও বরুণের পুরী এবং অগ্নি, বায়ু ও ও নৈঋত কোণ আলোকময় হইয়া উঠে। উদয়াবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তাঁহার কিরণজাল বর্দ্ধিত হইতে থাকে; কিন্তু মধ্যাহ্নের পর ক্রমে ক্রমে ঐ কিরণজালের হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। তৎপরে তিনি হীনপ্রভ হইয়া অস্তগমন করেন। ভগবান্ সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমন দ্বারাই পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্ নিরূপিত হয়। তিনি সম্মুখে যেরূপ কিরণজাল বর্ষণ করেন, পার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগেও সেই রূপ বর্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু সুমেরুর উপরিভাগস্থ ব্রহ্মার সভা আলোকময় করিতে পারেন না। তাঁহার কিরণজাল ঐ সভার তেজে প্রতিহত হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। সুমেরু পর্ব্বত জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে অবস্থিত থাকিলেও সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমন-নিবন্ধন

সমুদায় দ্বীপ ও বর্ষের উত্তরভাগস্থ বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে। অতএব সুমেরুর দক্ষিণ ভাগেই যে দিবারাত্রি ব্যবহৃত হয়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। * * * দিনকর সুমেরুর দক্ষিণার্দ্ধ পর্য্যন্ত গমন করিলে দিবস ও উত্তরার্দ্ধ পর্য্যন্ত গমন করিলে রাত্রি সলিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত দিবাভাগে রাত্রির প্রবেশ-নিবন্ধন সলিলরাশি তাম্রবর্ণ এবং রজনীযোগে দিবসের প্রবেশ-নিবন্ধন সলিল সমুদায় শুক্লবর্ণ দৃষ্টি-গোচর হয়। যখন সূর্য্য পুষ্কর-দ্বীপের মধ্যভাগে সমুপস্থিত হন, তখন তাঁহার মেদিনীর ত্রিংশৎ ভাগের এক ভাগ অতিক্রম করা হয়। তাঁহার এই গতি মৌহূর্ত্তিকী গতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ভগবান্ সূর্য্য এইরূপে নিরন্তর কুলাল-চক্রের ন্যায় বিচরণ পূর্ব্বক দিবা রাত্রির বিভাগ করিতেছেন। যখন তিনি মকর রাশিতে গমন করেন, তখন তাঁহার উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে কুম্ভ ও মীন রাশিতে তাঁহার সঞ্চার হইয়া থাকে। তিনি মীনরাশিতে গমন করিলে দিবা ও রাত্রির পরিমাণ সমান হয়। অতঃপর তিনি মেষ রাশিতে গমন করিলে ক্রমে ক্রমে দিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে তিনি বৃষ ও মিথুন রাশি ভোগ করেন। তাঁহার মিথুন রাশি ভোগ করা সম্পন্ন হইলে দিবসের বৃদ্ধির পরিমাণ শেষ হইয়া যায়। তৎপরে কর্কটরাশিতে গমন করিলে তাঁহার দক্ষিণায়ন উপস্থিত হয়। তৎকালে তিনি কুলাল-চক্রের ন্যায় বায়ুবেগে বিচরণ করেন বলিয়া অল্প সময়ের মধ্যে অধিক স্থান অতিক্রম করিয়া থাকেন। দক্ষিণায়ন উপস্থিত হইলে তিনি দিবাভাগে অতি শীঘ্র দ্বাদশ মুহূর্ত্তে ছয় রাশি ভোগ করিয়া সপ্তম রাশিতে অস্তগত হন এবং রাত্রিযোগে কুলালচক্রের ন্যায় জ্যোতিশ্চক্রের মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়া মন্দ মন্দ গমন করত অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে ছয় রাশি ভোগ করেন। তৎপরে সপ্তম রাশিতে পুনর্ব্বার তাঁহার উদয় হয়। এইরূপে দক্ষিণায়ন অতীত হইলে ভগবান সূর্য্য মৃদুগতি অবলম্বন করিয়া অধিক সময়ের মধ্যে অল্পদূর গমন করিয়া থাকেন। এই সময়কে তাঁহার উত্তরায়ণ বলা যায়। এই উত্তরায়ণের দিবসের পরিমাণ অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত। এই কালে তিনি দিবাভাগে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে ছয় রাশি ভোগ করিয়া সপ্তম রাশিতে অস্তগত ও রাত্রিযোগে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে ছয় রাশি ভোগ করিয়া সপ্তম রাশিতে উদিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সর্ব্বস্থানেই তাঁহার এইরূপ গতি দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহার এই গতি দ্বারা রাত্রি ও দিবামানের যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল, তাহা অন্য কোন প্রদেশে ব্যবহৃত হয়। এতদ্দেশের দক্ষিণায়নের শেষসীমার দিনমান ত্রয়োদশ মুহূর্ত্তের কিঞ্চিদধিক ও রাত্রিমান সপ্তদশ মুহূর্ত্তের কিঞ্চিৎ ন্যূন এবং উত্তরায়ণের দিনমান সপ্তদশ মুহূর্ত্তের কিঞ্চিৎ ন্যূন,ও রাত্রিমান ত্রয়োদশ মুহূর্ত্তের কিঞ্চিদধিক রূপে প্রচলিত হইয়া থাকে। কুলালচক্রের নাভিদেশস্থ মৃৎপিণ্ড যেমন একস্থানে অবস্থিত হইয়া পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ জ্যোতিশ্চক্রের মধ্যগত ধ্রুব এক স্থানেই অবস্থান পূর্ব্বক বিচরণ করেন। ভগবান্ সূর্য্য এইরূপে কুলালচক্রের ন্যায় উভয় কাষ্ঠের মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়া দিবারাত্রি মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার মন্দ ও শীঘ্র এই দুই প্রকার গতি বিদ্যমান আছে। যে অয়নে তিনি দিবসে মন্দগতি আশ্রয় করেন, সেই অয়নে রাত্রিতে তাঁহার শীঘ্রগতি এবং যে অয়নে রাত্রিতে মন্দগতি আশ্রয় করেন,সেই অয়নে দিবসে তাঁহার শীঘ্রগতি দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে তিনি একরূপ প্রমাণানুসারে বিচরণ পূর্ব্বক দিবসে ছয় রাশি এবং রাত্রিতে ছয় রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। রাশির প্রমাণ দ্বারাই দিবা রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি উপস্থিত হয়। অতএব রাশির ভোগই যে দিবারাত্রির দীর্ঘতা ও ন্যূনতার প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই রাশি ভোগদ্বারা উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে রাত্রির পরিমাণ অল্প ও দিনের পরিমাণ দীর্ঘ এবং দক্ষিণায়ণ উপস্থিত হইলে রাত্রির পরিমাণ দীর্ঘ ও দিনের পরিমাণ অল্প হইতে থাকে। এইরূপে দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি হয়, কিন্তু উভয় সন্ধ্যা মুহূর্ত্তের কথনই

পিত্ত্রে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তু পক্ষয়োঃ।
কর্ম্মচেষ্টাস্বহঃ কৃষ্ণঃ শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্ব্বরী॥

মানবগণের একমাসে পিতৃ-লোকের এক দিবারাত্রি হয়; তন্মধ্যে কর্ম্ম করিবার জন্য কৃষ্ণ-পক্ষকে দিন এবং নিদ্রিত থাকিবার জন্য শুক্ল পক্ষকে রাত্রি বলা যায়॥

ম-স-১।৬৬।

দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নং॥

মানবগণের এক বৎসরে দেব-গণের এক দিবারাত্রি হয়; তন্মধ্যে উত্তরায়নাংশ দিন ও দক্ষিণায়নাংশ রাত্রি হয়॥ ঐ ১।৬৭।

ত্রিভির্বর্ষশতৈর্বর্ষং ষষ্ট্যা চৈবাসুরদ্বিষাম্।
তৈস্তু দ্বাদশসাহস্রং চতুর্যুগমুদাহৃতম্।
চতুর্যুগসহস্রন্তু কথ্যতে ব্রহ্মণো দিনম্॥

মানবগণের তিন শত ষাট বৎ-সরে দেবতাদিগের এক বৎসর হয়। এইরূপ দেবতাদিগের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে মনুষ্যগণের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ হয় এবং চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়॥

বি-পু-৬।৩।১১।

এবংতুব্রহ্মণো বর্ষমেবং বর্ষশতঞ্চ তৎ।
শতং হি তস্য বর্ষানাং পরমায়ুর্মহাত্মনঃ॥

এইরূপে ব্রহ্মার ত্রিশ দিনে মাস, দ্বাদশ মাসে বৎসর এবং এক শত বৎসর সেই মহাত্মার পরমায়ু॥ ঐ ১।৩।২৪।

দ্বিতিয়স্য পরার্দ্ধস্য বর্ত্তমানস্য বৈ দ্বিজ।
বরাহ ইতি কল্পোঽয়ং প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

হে দ্বিজ! ব্রহ্মার প্রথম পরার্দ্ধ (১) অতীত হইয়াছে, এক্ষণে দ্বিতীয় পরার্দ্ধের প্রথম দিন, যাহা বরাহ কল্প নামে অভিহিত হয়, তাহাই চলিতেছে॥

ঐ ১।৩।২৫।

স্থানাৎ স্থানং দশগুণমেকস্মাদ্গণ্যতে দ্বিজ।
ততোঽষ্টাদশমে স্থানে পরার্দ্ধমভিধীয়তে॥

একক স্থান হইতে ক্রমশঃ দশ-গুণ করিলে অষ্টাদশ স্থানে পরার্দ্ধ সংখ্যা অভিহিত হয়॥

ঐ ৬।৩।৪।

হ্রাস বৃদ্ধি নাই। উহারা চিরকালই সমভাবে প্রচলিত হইয়া থাকে। সূর্য্যদেবের উদয়াবধি তিন মুহূর্ত্ত প্রাতঃকাল। ঐ কালকে দিবসের পঞ্চম ভাগের একভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত্ত সঙ্গব, সঙ্গবের পর তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্নের পর তিন মুহূর্ত্ত অপরাহ্ণ ও অপরাহ্ণের পর তিন মুহূর্ত্ত সায়াহ্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সমুদায়ে পঞ্চ-দশ মুহূর্ত্তে এক সৌর-দিন, কিন্তু অয়ন-ভেদে ঐ দিনের তারতম্যতা লক্ষিত হয়। উত্তরায়ণে দিন রাত্রিকে এবং দক্ষিণায়নে রাত্রি দিনকে গ্রাস করে।" (৮ অধ্যায়)

(১) ব্রহ্মার নিজ পরিমাণে তাঁহার আয়ুঃ শত বৎসর। ঐ আয়ু সকলাপেক্ষা অতি-শয় অধিক এই জন্য "পর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহার অর্দ্ধকে পরার্দ্ধ বলে।

পরার্দ্ধং দ্বিগুণং যত্তু প্রাকৃতঃপ্রলয়ো দ্বিজ।
তদাব্যক্তেহখিলংব্যক্তং স্বহেতৌ লয়মেতি বৈ॥

উক্ত পরার্দ্ধের দ্বিগুণ বৎসরে, অর্থাৎ ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হইলে প্রাকৃত প্রলয় উপস্থিত হয়। তৎকালে ব্যক্ত অর্থাৎ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তৎকারণ স্বরূপ অব্যক্ত প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়॥ বি-পু-৬।৩।৫।

(চতুর্ব্বিধ প্রলয়)

নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকো দ্বিজ।
নিত্যশ্চ সর্ব্বভূতানাং প্রলয়োহয়ং চতুর্ব্বিধঃ॥

প্রলয় চারি প্রকার, নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক, আভ্যন্তরিক ও নিত্য। ঐ ১।৭।৩৮।

ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকস্তত্র যচ্ছেতে জগতঃ পতিঃ।
প্রয়াতি প্রাকৃতে চৈব ব্রহ্মাণ্ডং প্রকৃতৌ লয়ম্।

জগৎপতি ব্রহ্মার দিবাবসানে তাঁহার যোগ-নিদ্রার নিমিত্ত যে প্রলয় হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয়, আর ব্রহ্মার একশত বৎসর পরমায়ু শেষ হইলে প্রকৃতিতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের যে লয় হয় তাহাকে প্রাকৃতিক প্রলয় বলা যায়॥ ঐ ৩৯।

জ্ঞানাদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তো যোগিনঃ পরমাত্মনি।
নিত্যঃ সদৈব জাতানাং যো বিনাশো দিবানিশম্॥

যোগীগণ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাতে যে লয় প্রাপ্ত হয় তাহাকে আত্যন্তিক প্রলয় এবং জগতস্থ প্রাণীগণ নিত্য নিত্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আয়ুক্ষয়ে যে বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহাকে নিত্য প্রলয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়॥ বি-পু-১।৭।৪০।

(ত্রিবিধ সৃষ্টি)

প্রসূতিঃ প্রকৃতের্যা তু সা সৃষ্টিঃ প্রাকৃতি স্মৃতা।
দৈনন্দিনী তথা প্রোক্তা যান্তর প্রলয়াদনু॥

প্রাকৃতিক প্রলয়াবসানে প্রকৃতি হইতে যে মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি হয়, তাহা প্রাকৃতিক সৃষ্টি। তৎপরে খণ্ড প্রলয়াবসানে অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রাতঃকালে যেরূপে স্থাবর জঙ্গমাদির সৃষ্টি হয় তাহা দৈনন্দিন সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত হয়॥ ঐ ৪১।

ভূতান্যনুদিনং যত্র জায়ন্তে মুনিসত্তম।
নিত্যঃ সর্গঃ স তু প্রোক্তঃ পুরাণার্থবিচক্ষণৈঃ।

হে মুনিবর! এই জগতে প্রতিদিন প্রাণীগণের যে উৎপত্তি হয় তাহাকে পুরাণবিৎ পণ্ডিতেরা নিত্য সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥ ঐ ৪২।

এবং সর্ব্বশরীরেষু ভগবান্ ভুতভাবনঃ।
সংস্থিতঃ কুরুতে বিষ্ণুরুৎপত্তিস্থিতিসংযমান্।

ভূতভাবন ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান পূর্ব্বক নিয়ত এইরূপে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতেছেন॥ ঐ ৪৩।

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তয়ঃ সর্ব্বদেহিষু।
বৈষ্ণব্যঃ পরিবর্ত্তন্তে মৈত্রেয়াহর্নিশং সদা॥

হে মৈত্রেয়! সত্ত্বাদি ত্রিগুণা বৈষ্ণবী শক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বজীবের শরীরে অবস্থান করাতে তৎপ্রভাবেই যথাকালে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে॥ বি-পু-১।৭।৪৪।

এতৎ সর্ব্বমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
পরব্রহ্মস্বরূপস্য বিষ্ণোঃ শক্তিসমন্বিতম্॥

এই সমুদায় বিশ্ব—এই সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ—পরব্রহ্ম স্বরূপ বিষ্ণুর শক্তিদ্বারা সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে॥ ঐ ৬।৭।৬০।

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্য জ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা।

হে তপোধন! যখন এই জগতের মণিমন্ত্রৌষধি প্রভৃতির শক্তিই অচিন্ত্য ও বুদ্ধির অগোচর, তখন পাবকের উষ্ণতার ন্যায় পরব্রহ্মের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী ত্রিগুণশক্তি যে অচিন্তনীয় ও বুদ্ধির অগম্য হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে॥

ঐ ১।৩।২।

গুণত্রয়ময়ং হ্যেতদ্ব্রহ্মণ্ শক্তিত্রয়ং মহৎ।
যোঽতিযাতি স যাত্যেব পরং নাবর্ত্ততে পুনঃ॥

হে ব্রহ্মণ্! ঐ ত্রিগুণাত্মিকা-বিষ্ণুশক্তির এরূপ অপার মহিমা যে, তাহা অতিক্রম করা অতীব দুঃসাধ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞানবলে ঐ গুণত্রয় অতিক্রম করিতে পারেন, তাঁহাকে এই সংসারে আর পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, অর্থাৎ তিনিই মুক্তিরূপ পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন॥

বি-পু-১।৭।৪৫।

নৈমিত্তিক ও প্রাকৃতিক প্রলয়ের
বিশেষ বর্ণন।

চতুর্যুগ সহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিন মুচ্যতে।
স কল্পো যত্র মনবশ্চতুর্দ্দশ বিশাংপতে॥

চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার যে দিন বলিয়া কথিত হয়, তাহাকেই কল্প বলে; যাহাতে চতুর্দ্দশ মনু (১) ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে॥

ভা-পু-১২।৪।২।

---

(১) এই চতুর্দ্দশ মনুর উৎপত্তি ও লয়ের বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। "সর্ব্বাগ্রে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুত্র ধার্ম্মিক প্রবর স্বায়ম্ভুব মনু এক সপ্ততি যুগ ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়া স্বীয় পত্নী শতরূপার সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন পূর্ব্বক শ্রীহরির দাস্য লাভ করিয়া তদীয় পার্ষদ হইয়াছেন। তাঁহার পরে স্বারোচিষ নামক মনু স্বয়ং আবির্ভূত হন। সেই স্বারোচিষ মনুর অবসানে উত্তম নামক মনুর আবির্ভাব হয়। সেই উত্তম মনুর অধিকার কাল অতীত হইলে ধর্ম্মাত্মা তামস মনু সমুৎপন্ন হন। তাঁহার পরে জ্ঞানি প্রবর রৈবত মনু জন্ম গ্রহণ করেন। তৎপশ্চাৎ চাক্ষুস নামক মনু

তদন্তে প্রলয় স্তাবানব্রাহ্মীরাত্রি রুদাহৃতা ।
ত্রয়ো লোকা ইমে যত্র কল্পান্তে প্রলয়ায় হি ॥

তাহার পর প্রলয়; তাহার পরিমাণ তত, অর্থাৎ চারি সহস্র যুগ পরিমিত কাল সেই ব্রহ্মার রাত্রি কথিত হইয়া থাকে, যাহাতে এই ত্রিলোক প্রলয়ে লীন হয়।

ভা-পু-১২।৪।৩।

এষ নৈমিত্তিকঃ প্রোক্তঃ প্রলয়ো যত্র বিশ্বসৃক্।
শেতেঽনন্তাসনো বিশ্বমাত্মসাৎ কৃত্যচাত্মভূঃ ॥

ইহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়, যাহাতে বিশ্বস্রষ্টা আত্মযোনি বিশ্বকে আপনাতে সংহরণ করিয়া অনন্ত আসনে নিদ্রা যান (১)।।

ভা-পু-১২।৪।৪।

উদ্ভব হন। চাক্ষুস মনুর পরে বৈবস্বত মনু জন্ম পরিগ্রহ করেন, তিনিই সপ্তম মনু বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার পরে সূর্য্যতনয় সাবর্ণি নামক অষ্টম মনুর অধিকার কাল উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে চৈত্রবংশে সুরথ নামে যে রাজর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই ঐ সাবর্ণি নামক অষ্টম মনুরূপে সমুৎপন্ন হন। তাঁহার অবসানে দক্ষসাবর্ণি নামক নবম মনুর উৎপত্তি হয়, পরে ব্রহ্মসাবর্ণিনামক দশম মনু জন্ম গ্রহণ করেন ও তৎপরে ধর্ম্মসাবর্ণি নামক একাদশ মনুর অধিকার উপস্থিত হয়। তদবসানে বিষ্ণুভক্ত জিতেন্দ্রিয় রুদ্রসাবর্ণি, তদনন্তর দেবসাবর্ণি ও তৎপরে ইন্দ্রসাবর্ণি নামক মনু জন্মগ্রহণ করেন। পর্য্যায়ক্রমে এই সমুদয় মনুর অধিকার কাল অতীত হইলে ব্রহ্মার এক এক দিন হয়।" যথা,—

স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মপুত্রোতি ধার্ম্মিকঃ।
রাজ্যঞ্চকার ধর্ম্মেণ যুগানামেক সপ্ততিঃ॥
ততো জগাম বৈকুণ্ঠং সহিত শতরূপয়া।
সংপ্রাপ্য দাস্যং সান্নিধ্যে হরিদাসো বভূব সঃ॥
মনুর্ব্বভূব তৎপশ্চাৎ স্বয়ং স্বারোচিষো মহান্।
স্বারোচিষে গতে শৈল বভূব মনুরুত্তমঃ॥
উত্তমে নির্গতে ধর্ম্মী তামসো মনুরেব চ।
ততো মনুর্ব্বভূবাত্র রৈবতো জ্ঞানিনাম্বরঃ॥
চাক্ষুষশ্চ ততোজ্ঞেয়ঃ বৈবস্বতশ্চ সপ্তমঃ।
সাবর্ণিরষ্টমোজ্ঞেয়ঃ শ্রী সূর্য্য তনয়ো মহান্।
চৈত্র বংশোদ্ভবো রাজা পুরাসীৎ সুরথো ভুবি॥
নবমো দক্ষ সাবর্ণি ব্রহ্ম সাবর্ণিকোদশ।
একাদশ মনু শ্রেষ্ঠো ধর্ম্ম সাবর্ণি রুচ্যতে॥
ততশ্চরুদ্র সাবর্ণির্ব্বিষ্ণুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তৎপরো দেব সাবর্ণিরিন্দ্র সাবর্ণিক স্তুতঃ॥
ইত্যেবং কথিতা বৎস্যো মনবশ্চ চতুর্দ্দশ।
এতেষু সমতীতেষু বভূব ব্রহ্মণো দিনং॥

ব্র-বৈ-পুং ৪।৪১।১০১—১০৮।

(১) এই নৈমিত্তিক প্রলয়ের বিষয় বিষ্ণু পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। যথা,—চারি সহস্র যুগের অবসানে যখন ভূমণ্ডল দুর্ভিক্ষাদি দ্বারা ক্ষীণপ্রায় হয়, তখন একশত বৎসর পর্য্যন্ত অত্যুগ্র অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয়। সেই অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন পৃথিবীতে কোন বস্তুই উৎপন্ন হয় না, তখন অতীব ক্ষীণ প্রাণীগণ প্রায় সকলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অনন্তর রুদ্ররূপধারী অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণু জগৎ সংহার পূর্ব্বক সমুদায় প্রজাকে আপনাতে লীন করিবার নিমিত্ত চেষ্টিত হন। তখন তিনি সূর্য্যের সপ্ত রশ্মিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক জগতের সমুদায় জল পান করিয়া ভূমিগত ও প্রাণিগত সলিল সকল পরিশুষ্ক করেন। এইরূপে তিনি নদী, সমুদ্র, শৈল, শৈলপ্রস্রবণ ও পাতালের সমুদায় জলই শোষিত করেন। অনন্তর ভগবানের মাহাত্ম্যে সূর্য্যের সপ্ত কিরণ জলদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া সপ্ত সূর্য্যরূপে উদিত হয়। সেই সপ্তসংখ্য প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ঊর্দ্ধে ও অধোদিকে এককালে উদিত হইয়া ত্রিলোক ও পাতালতল দগ্ধ

দ্বিপরার্দ্ধে ত্বতিক্রান্তে ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
তদা প্রকৃতয়ঃ সপ্ত কল্পান্তে প্রলয়ায় বৈ ॥

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধ সংবৎসর অতিক্রান্ত হইলে, তখন সপ্ত-প্রকৃতি (মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র) লয়ের উপযুক্ত হয় ॥ ভা-পু-১২।৪।৫ ॥

এষ প্রাকৃতিকো রাজন্ প্রলয়ো যত্র লীয়তে।
অণ্ডকোষস্তু সংঘাতো বিঘাত উপসাদিতে ॥

হে রাজন! ইহাই প্রাকৃতিক প্রলয়, যাহাতে বিঘাতের কারণ* উপস্থিত হওয়াতে মহদাদির কার্য্য ভূত ব্রহ্মাণ্ড লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ভা-পু-১২।৪।৬ ॥

পর্য্যন্যঃ শতবর্ষাণি ভূমৌ রাজন্ন বর্ষতি।
তদা নিরন্নে হ্যন্যোন্যং ভক্ষ্যমাণাঃ ক্ষুধার্দ্দিতাঃ।
ক্ষয়ং যাস্যন্তি শনকৈঃ কালেনোপদ্রুতাঃ প্রজাঃ ॥

হে রাজন্! মেঘ শত বৎসর বর্ষণ করে না; তখন কালের উপ-দ্রবগ্রস্ত প্রজারা অন্নহীন ভূমিতলে

করিতে থাকেন। সেই প্রদীপ্ত ভাস্করগণ কর্ত্তৃক ত্রৈলোক্য দহ্যমান হওয়াতে পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি সমুদয় স্থান জলকণাশূন্য ও পরিশুষ্ক হয় এবং ত্রিলোকের বৃক্ষ, জল প্রভৃতি সকল বস্তুই দগ্ধ ও নিঃশেষিত হইলে পৃথিবী কেবল কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় আকৃতিমাত্র ধারণ করিয়া থাকে। এই সময়ে সর্ব্বসংহারক ভগবান্ হরি শেষ নাগের নিশ্বাস বায়ু হইতে কালাগ্নিরুদ্ররূপে উৎপন্ন হইয়া সমুদায় পাতাল দগ্ধ ও ভস্মসাৎ করেন। সেই প্রচণ্ড অগ্নি পাতাল হইতে ভূতলে উপস্থিত হইয়া সমুদায় ভূমণ্ডলকেও ভস্মসাৎ করে। তদনন্তর সেই সুদারুণ মহাগ্নির জ্বালা-মালারূপ মহান আবর্ত্ত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া প্রথমতঃ ভুবর্লোক পরিশেষে স্বর্লোকও দগ্ধ করিয়া ফেলে। তৎকালে সেই মহাগ্নির আবর্ত্ত দ্বারা সমুদায় স্থাবর জঙ্গম লয় প্রাপ্ত হওয়াতে ত্রিলোক ভর্জ্জন পাত্রের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। সেই সময়ে ভুবর্লোক ও স্বর্লোকবাসী দেবগণ ও ঋষিগণ অত্যন্ত তাপযুক্ত হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক মহর্লোকে গমন করেন। যাঁহারা পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে অভি-লাষী, তাঁহারা সেই মহর্লোকে অবস্থিতি করিয়াও প্রলয়তাপে পরিতপ্ত হইয়া জনলোকে প্রস্থান করেন। এইরূপে রুদ্ররূপী জনার্দ্দন সমস্ত জগৎ দগ্ধ করিয়া মুখ-বায়ুদ্বারা- মহামেঘের সৃষ্টি করেন। তখন গজসমূহের ন্যায় ঘোরদর্শন বিদ্যুৎ সুশোভিত সংবর্ত্তক নামক নানাবর্ণের জলধরগণ ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে আকাশপথে সমুদিত হইয়া স্থূল ও অবিরল জল-ধারা বর্ষণ করিয়া সেই ত্রিলোকব্যাপী অতি ভীষণ প্রলয়াগ্নি সমুদায় নির্ব্বাপিত করে। তখন ঐ মহামেঘগণ একশত বৎসর পর্য্যন্ত অনবরত জলধারা বর্ষণ করিতে থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সপ্তর্ষি স্থান পর্য্যন্ত জল উত্থিত হইলে পর সমুদায় ত্রিলোক একার্ণব হইয়া যায়। অনন্তর বিষ্ণুর মুখ-বায়ু হইতে মহাবায়ু উত্থিত হইয়া ঐ সকল মহামেঘ সংহার পূর্ব্বক একশত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতে থাকে। তৎপরে সেই অনাদি অচিন্ত্য ভগবান বিষ্ণু ঐ সমস্ত বায়ু পান করিয়া ব্রহ্মরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ একা-র্ণবে শেষ শয্যায় শয়ন করেন। তৎকালে জনলোকবাসী সনক,সনন্দ প্রভৃতি সিদ্ধ মহর্ষিগণ তাঁহার স্তব করিতে থাকেন এবং ব্রহ্মলোকবাসী মুমুক্ষুগণও তাঁহাকে ধ্যান করেন। পরমেশ্বর বিষ্ণু নিজ মায়াস্বরূপা দিব্যা যোগনিদ্রা আশ্রয় করিয়া তৎকালে বাসুদেবাখ্য আত্মাকে চিন্তা করিতে থাকেন। এই সময় হরি স্বীয় ব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করেন, এই নিমিত্ত ইহা নৈমিত্তিক প্রলয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।
বি-পু-৬।৩ ও ৪ অধ্যায়।

* বক্ষ্যমান মেঘাদি কারণ সকল।

ক্ষুধায় কাতর হইয়া পরস্পরকে ভক্ষণ করতঃ ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পায়॥ ভা-পু-১২।৪। ৭।

সামুদ্রং দৈহিকং ভৌমং রসং সম্বর্ত্তকো রবিঃ।
রশ্মিভিঃ পিবতে ঘোরৈঃ সর্ব্বংনৈব বিমুঞ্চতি॥

প্রলয়কালীন রবি সামুদ্রিক, দৈহিক ও ভৌম, সমুদায় রস ঘোর রশ্মিজালদ্বারা পান করেন, ত্যাগ করেন না॥ ঐ ৮।

ততঃসম্বর্ত্তকো বহ্নিঃ সঙ্কর্ষণ মুখোত্থিতঃ।
দহত্যনিলবেগোত্থঃ ন্যান্ ভূবিবরানথ॥

তাহার পর সঙ্কর্ষণের মুখজাত প্রলয়কালীন অগ্নি বায়ুবেগে উত্থিত হইয়া পৃথিবীর শূন্য বিবর সকল দাহ করে। ঐ ৯।

উপর্য্যধঃ সমন্তাচ্চ শিখাভির্বহ্নি সূর্য্যয়োঃ।
দহ্যমানং বিভাত্যণ্ডং দগ্ধগোময়পিণ্ডবৎ॥

ব্রহ্মাণ্ড উপরি ও নিম্নভাগে চতুর্দ্দিকে সূর্য্য ও অগ্নির জ্বালাসমূহ দ্বারা দগ্ধ হইতে থাকিয়া দগ্ধ গোময়পিণ্ডের ন্যায় প্রকাশ পায়। ঐ ১০।

ততঃপ্রচণ্ডপবনো বর্ষাণামধিকং শতং।
পরঃ সম্বর্ত্তকোবাতি ধূম্রং খংরজসাবৃতং॥

পরে প্রলয়কালের পরম প্রচণ্ড বায়ু এক শত বৎরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল বহিতে থাকে; তখন আকাশ ধুলি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া ধুম্র হয়॥ ঐ ১১।

ততোমেঘ কুলান্যঙ্গ চিত্রবর্ণান্যনেকশঃ।
শতংবর্ষাণি বর্ষন্তি নর্দ্দন্তিরভস স্বনৈঃ॥

হে রাজন্! তাহার পর চিত্র বর্ণ অনেকানেক মেঘকুল একশত বৎসর বর্ষণ এবং ভীমস্বরে গর্জ্জন করিতে থাকে। ভা-পু-১২।৪।১২।

তত একোদকং বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডং বিবরান্তরং।
তদাভূমের্গন্ধগুণং গ্রসন্ত্যাপ উপপ্লবে॥

পরে ব্রহ্মাণ্ডবিবরে প্রবিষ্ট বিশ্ব এক মাত্র সাগর জলে প্লাবিত হয়। জল দ্বারা প্লাবিত হইলে পর জল পৃথিবীর গুণ গন্ধ গ্রাস করে॥ ঐ ১৩।

গ্রস্তগন্ধা তু পৃথিবী প্রলয়ত্বায় কল্পতে।
অপাং রসমথোতেজ স্তালীয়ন্তেচ নীরসাঃ।
গ্রসতে তেজসো রূপং বায়ুস্তদ্রহিতংতদা।
লীয়তে চানিলে তেজো বায়োঃ খংগ্রসতে গুণং॥

গন্ধগ্রস্ত হইলে পর পৃথিবী প্রলয়ের যোগ্য হয়। পরে তেজ জলের রস গ্রাস করে। উহা রস-হীন হইয়া লয় পায়। অনন্তর বায়ু তেজের রূপ গ্রাস করে, তখন তেজ রূপরহিত হইয়া বায়ুতে লীন হয়। আকাশ বায়ুর গুণ গ্রাস করে॥ ঐ ১৪।

স বৈ বিশতি খং রাজংস্ততশ্চ নভসোগুণং।
শব্দংগ্রসতি ভূতাদি নভস্তমনুলীয়তে॥

হে রাজন্! ঐ বায়ু আকাশে প্রবেশ করে। তাহার পর তামস

অহঙ্কার আকাশের গুণ শব্দ গ্রাস করে। আকাশ তৎপশ্চাৎ লয় প্রাপ্ত হয়। ভা-পু-১২।৪।১৫।

তৈজসশ্চেন্দ্রিয়াণ্যঙ্গ দেবান্ বৈকারিকো গুণৈঃ।
মহান্‌গ্রসত্যহংকারং গুণাঃ সত্ত্বাদয়শ্চতং॥

তৈজস অহঙ্কার ইন্দ্রিয়বর্গকে এবং বৈকারিক অহঙ্কার বৃত্তি সমূহ-সহ দেবতাদিগকে গ্রাস করে। মহৎ-তত্ত্ব অহঙ্কারকে এবং সত্ত্বাদি গুণগণ ঐ মহৎ-তত্ত্বকে গ্রাস করে। ঐ ১৬।

গ্রসতে ব্যাহৃতং রাজন্ গুণান্ কালেন চোদিতঃ

হে রাজন্! তদনন্তর প্রকৃতি কালকর্ত্তৃক প্রেরিত গুণসকলকে গ্রাস করে। ঐ ১৭।

নভস্য কালাবয়বৈঃ পরিণামাদয়োগুণাঃ।
অনাদ্যনন্তমব্যক্তং নিত্যং কারণমব্যয়ং॥

কালের অবয়ব (দিবারাত্রি) সকলের দ্বারা তাঁহার পরিমাণাদি গুণগণ নাই; তিনি অনাদি, অনন্ত অস্তিত্বের বিকারসকল হইতে রহিত, সর্ব্বদাই একরূপ এবং অপক্ষয়শূন্য, (যে হেতু) কারণ॥ ঐ ১৮

ন যত্র বাচো ন মনো ন সত্বং
তমোরজো বা মহদাদয়োঽমী।
ন প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয় দেবতা বা
ন সন্নিবেশঃ খলুলোককল্পঃ॥
ন স্বপ্নজাগ্রন্নচতৎ প্রসুপ্তং
ন খং জলং ভূরনিলোঽগ্নিরর্কঃ।
সংসপ্তবচ্ছূন্যবদপ্রতর্ক্যং
তন্মূলভূতং পদমা মনন্তি॥

যাঁহাতে বাক্য নাই, মন নাই, সত্ত্ব নাই, তমঃ নাই, রজঃ নাই, এই সকল মহত্তত্ত্বাদি নাই, প্রাণ নাই, বুদ্ধি নাই, ইন্দ্রিয়দেবতাসকল নাই, লোকরূপ রচনাবিশেষ নাই; স্বপ্ন নাই, জাগরণ নাই, সুষুপ্তি নাই, আকাশ নাই, জল নাই, পৃথিবী নাই, বায়ু নাই, অগ্নি নাই, সূর্য্য নাই,—যেন সাতিশয়রূপে নিদ্রিত,—যেন শূন্য; অপ্রতর্ক্য, উহাকেই মূলীভুত পদ কহিয়া থাকে।

ভা-পু-১২।৪।১৯-২০।

লয়ঃপ্রাকৃতিকো হ্যেষ পুরুষব্যক্তয়ো র্যদা।
শক্তয়ঃ সংপ্রলীয়ন্তে বিবশাঃ কালবিদ্রুতাঃ॥

ইহাই প্রাকৃতিক প্রলয়, যাহাতে পুরুষ ও প্রকৃতির শক্তি সকল কালকর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়। ঐ ২১।

পঞ্চম অধ্যায়।

সনাতন বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণন।

দ্বে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ।
ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্ব্বভূতেষবস্থিতে॥

পরম ব্রহ্মের মূর্ত্ত অর্থাৎ সাকার এবং অমূর্ত্ত অর্থাৎ নিরাকার এই দুই প্রকার রূপ আছে; তন্মধ্যে প্রথমটী ক্ষর অর্থাৎ বিনশ্বর এবং দ্বিতীয়টী অক্ষর অর্থাৎ অনশ্বর, এই দুই রূপই সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছে॥ বি-পু ১।২২।৫৩।

অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্ব্বমিদং জগৎ।
একদেশস্থিতস্যোগ্নের্জ্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা॥

পরব্রহ্ম অনশ্বর আর এই জগৎপ্রপঞ্চ বিনশ্বর। যেমন একদেশস্থিত চন্দ্রের জ্যোৎস্না চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হয়, সেইরূপ এই জগৎ পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব মাত্র॥

ঐ ৫৪।

পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তদেতদখিলং জগৎ।
তত্রাপ্যাসন্ন-দূরত্বাদ্ বহুত্ব-স্বল্পতাময়ঃ॥

এই অখিল জগৎ পরব্রহ্মের শক্তি মাত্র। ঐ শক্তির সান্নিধ্য ও দূরতা হেতু তাহার আধিক্য ও অল্পতা অর্থাৎ তারতম্যতা দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ঐ ৫৫।

জ্যোৎস্নাভেদোঽস্তি তচ্ছক্তেস্তদ্বন্-মৈত্রেয় বিদ্যতে।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা ব্রহ্মণ্ প্রধানা ব্রহ্মশক্তয়ঃ॥
ততশ্চ দেবা মৈত্রেয় ন্যূনা দক্ষাদয়স্ততঃ।
ততো মনুষ্যাঃ পশবো মৃগপক্ষি সরীসৃপাঃ।
ন্যূনা ন্যূনতরাশ্চৈব বৃক্ষগুল্মাদয়স্ততঃ॥

হে মৈত্রেয়! জোৎস্নার ন্যায় ব্রহ্মশক্তির তারতম্যতা প্রত্যক্ষ হয়। হে ব্রহ্মণ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব পরব্রহ্মের প্রধান শক্তি। তদপেক্ষা দেবগণ, দক্ষাদি প্রজাপতিগণ, মনুষ্য, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে ন্যূন ও ন্যূনতর হয়॥

বি-পু ১।২২।৫৬-৫৭।

সর্ব্বশক্তিময়োবিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণোঽপরম্।
মূর্ত্তং যদ্ যোগিভিঃ পূর্ব্বং যোগারম্ভেষু চিন্ত্যতে॥

সর্ব্বশক্তিময় বিষ্ণু পরমব্রহ্মেরই স্বরূপ। তিনি মূর্ত্তিমান হেতু যোগীগণ যোগারম্ভকালে প্রথমতঃ তাঁহারই চিন্তা করিয়া থাকেন॥

ঐ ৫৯।

স পরঃ সর্ব্বশক্তীনাং ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ।
মূর্ত্তং ব্রহ্ম মহাভাগ সর্ব্বব্রহ্মময়ো হরিঃ॥

হে মহাভাগ! পরব্রহ্মের

(প্রোক্ত) শক্তি সমূহের মধ্যে বিষ্ণু তাঁহার অত্যন্ত সন্নিহিত থাকা প্রযুক্ত তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। বিষ্ণুই মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্ম, যেহেতু তিনিই সম্পূর্ণ ব্রহ্মময়।। বি-পু ১।২২।৬১।

তত্র সর্ব্বমিদং প্রোতমোতঞ্চৈবাখিলং জগৎ।
ততোঽভবজ্জগৎ তস্মিন্ স জগচ্চাখিলং মুনে॥

হে মুনে! সেই বিষ্ণুতেই এই অখিল জগৎ ওতপ্রোতরূপে অর্থাৎ বস্ত্রের টানা পড়িয়ান তন্তুর ন্যায় স্থিতি করিতেছে, তাঁহা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তিনিই অখিল জগৎ।। ঐ ৬২।

যা বিদ্যা যা তথাবিদ্যা যৎসদ্ যচ্চাসদব্যয়ং।
তৎ সর্ব্বং সর্ব্বভূতেশে মৈত্রেয় মধুসূদনে॥

হে মৈত্রেয়! যাহা বিদ্যা ও যাহা অবিদ্যা, যাহা সৎ ও যাহা অসৎ, ও যাহা অব্যয়, তৎসমুদায়ই সর্ব্বভূতেশ্বর মধুসূদনে অবস্থিতি করিতেছে।। ঐ ৭৬।

কলাকাষ্ঠা নিমেষাদি দিনর্ত্ত্বয়নহায়নৈ।
কালস্বরূপো ভগবান্ অপরো হরিরব্যয়ঃ॥

কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ, পল, দণ্ড, মুহূর্ত্ত, দিন, ঋতু, অয়ন ও হায়নাদি বিশিষ্ট (অলক্ষ্যরূপী) কালও সেই অব্যয় ভগবান্ হরির রূপান্তর মাত্র।। ঐ ৭৭।

ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকো মুনিসত্তম।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং সপ্তলোকা ইমে বিভুঃ॥

হে মহর্ষে! ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপ-লোক ও সত্যলোক, এই সপ্তলোকই সেই বিভু হরির রূপভেদ মাত্র।।

বি-পু ১।২২। ৭৮।

লোকাত্মমূর্ত্তিঃ সর্ব্বেষাং পূর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজঃ।
আধারঃ সর্ব্ববিদ্যানাং স্বয়মেব হরিঃ স্থিতঃ॥

সমস্ত লোকই সেই হরির মূর্ত্তি, তিনি আদির আদি এবং তিনি স্বয়ং সর্ব্ব বিদ্যার আধার।।

ঐ ৭৯।

যানি মূর্ত্তান্যমূর্ত্তানি যান্যত্রান্যত্র বা ক্বচিৎ।
সন্তি বৈ বস্তুজাতানি তানি সর্ব্বাণি তদ্বপুঃ॥

এই স্থানে বা অন্য কোন স্থানে যে কোন সাকার বা নিরাকার বস্তু বিদ্যমান আছে তৎসমস্তই সেই হরির রূপান্তর।। ঐ ৮৪।

প্রধান পুরুষব্যক্তকালানাং পরমং হি যৎ।
পশ্যন্তি সূরয়ঃ শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

যিনি প্রকৃতি, পুরুষ, মহদাদি ও কাল হইতে পরম শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানবান্ মহাত্মারা হৃদয় মন্দিরে সেই বিশুদ্ধ বিষ্ণুর পরম পদ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। ঐ ৯৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির মাহাত্ম্য বর্ণন।

যথাগ্নৌ দাহিকা চন্দ্রে পদ্মে শোভা প্রভারবৌ।
শশ্বদ্‌যুক্তা ন ভিন্না সা তথা প্রকৃতিরাত্মনি॥

যেমন অগ্নিতে দাহিকাশক্তি, চন্দ্রে ও পদ্মে শোভা এবং সূর্য্যে প্রভা নিহিত রহিয়াছে, সেইরূপ পরমাত্মায় প্রকৃতিও অভিন্নভাবে বিলীন রহিয়াছেন॥

ব্র-বৈ-পু ২।২।৭।

ন শক্তঃ পরমেশোপি তাংশক্তিং প্রকৃতিং বিনা।
সৃষ্টিং বিধাতুং মায়েশো ন সৃষ্টির্মায়য়া বিনা॥

মায়াময় পরমেশও প্রকৃতি-শক্তি ভিন্ন কখন সৃষ্টি করিতে পারেন না। ফলতঃ মায়া ভিন্ন সৃষ্টি করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই॥

ঐ ৩।৪০।৫৮।

সা চ কৃষ্ণে তিরোভূত্বা সৃষ্টি সংহার পালকে।
সাবিভূর্তা সৃষ্টিকালে সাচ নিত্যা মহেশ্বরী॥

সেই মায়া প্রলয়কালে, সৃষ্টি, পালন ও লয় কারণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে (১) তিরোভূত হইয়া পুনরায় যখন সৃষ্টি কার্য্যের আবশ্যক হয়, তখন আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সেই মহেশ্বরী প্রকৃতিও নিত্য পদার্থ॥ ব্র-বৈ-পুং ৩।৪০।৫৯।

সা চ শক্তিঃ সৃষ্টিকালে পঞ্চধাচেশ্বরেচ্ছয়া।
রাধাপদ্মা চ সাবিত্রী দুর্গাদেবী সরস্বতী॥

সৃষ্টিকালে ঐ মূল প্রকৃতি ঈশ্বরেচ্ছায় রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতী এই পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত হয়েন॥ ঐ ৬১।

প্রনাধিষ্টাতৃ যা দেবী কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
প্রাণাধিক প্রিয়তমা সা রাধা পরিকীর্ত্তিতা॥

তন্মধ্যে যিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা, তিনিই রাধা নামে উল্লিখিত হন॥

ঐ ৬২।

ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাতৃ দেবী সর্ব্বমঙ্গলকারিণী।
পরমানন্দরূপাচ সা লক্ষ্মীঃ পরিকীর্ত্তিতা।

যিনি ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধন করেন

---

(১) "কৃষ শব্দ সর্ব্ববাচক এবং ণকার বীজবাচক, সুতরাং যিনি সর্ব্ববীজস্বরূপ, তিনিই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিহিত হন। যথা—

কৃষশ্চ সর্ব্ববচনো নকারো বীজবাচকঃ।
সর্ব্বং বীজং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

ব্র-বৈ-পু ২।২।২৬।

এবং যিনি পরমানন্দরূপিণী, তিনিই লক্ষ্মী নামে অভিহিত হন ॥

ব্র-বৈ-পু ৩।৪০।৬৩।

বিদ্যাধিষ্ঠাতৃ দেবী যা পরমেশশ্চ দুর্লভা।
বেদশাস্ত্র যোগমাতা সা সাবিত্রী প্রকীর্ত্তিতা ॥

যিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পরমেশও যাঁহাকে অতি কষ্টে লাভ করেন, যিনি বেদমাতা ও যোগমাতা, তিনিই সাবিত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥

ঐ ৬৪।

বুদ্ধ্যাধিষ্ঠাতৃ যা দেবী সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা সর্ব্বা সা দুর্গা দুর্গনাশিনী ॥

যিনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি সকলের শক্তি স্বরূপিণী, যাঁহা হইতে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং যিনি সকলের সর্ব্ব প্রকার দুঃখ দূর করেন, তিনিই দুর্গা নামে অভিহিত হয়েন ॥

ঐ ৬৫।

বাগাধিষ্ঠাতৃ যা দেবী শাস্ত্র জ্ঞান প্রদা সদা।
কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা সা চ যাচ দেবী সরস্বতী ॥

যিনি বাক্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবী, যিনি সর্ব্বদা সকলকে শাস্ত্র জ্ঞান প্রদান করেন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, তাহারই নাম দেবী সরস্বতী ॥

ঐ ৬৬।

পঞ্চধাদৌ স্বয়ং দেবী মূল প্রকৃতিরীশ্বরী।
ততঃসৃষ্টিক্রমেণৈব বহুধা কলয়া চ সা ॥

সেই মূলপ্রকৃতি সর্ব্বাগ্রে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত হইয়া পরিশেষে যেমন সৃষ্টির বাহুল্য হয়, তেমনি ক্রমশঃ তাঁহারও প্রকার ভেদ হইতে থাকে ॥ ব্র-বৈ-পু৩।৪০।৬৭।

যোষিতঃ প্রকৃতেরংশাঃ পুমাংসঃ পুরুষস্য চ।
মায়য়া সৃষ্টিকালে চ তদ্বিনা ন ভবেত্তবঃ ॥

যোষাগণ প্রকৃতির অংশ হইতে এবং পুরুষগণ পুরুষের অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন এই মায়াময় সৃষ্টির কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন মায়া ভিন্ন সংসার গঠনের উপায়ান্তর নাই ॥ ঐ ৬৮।

প্রকৃতে রুদ্ভবাঃসর্ব্বা জগৎসু সর্ব্ব যোষিতঃ।
কাশ্চিদংশাঃ কলাঃ কাশ্চিৎ কলাংশাংশেন কাশ্চন ॥

নিখিল জগতের সমস্ত নারীই সেই জগন্মায়া প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত, তন্মধ্যে বিশেষ এই যে নারীগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার অংশে, কেহ কেহ তদীয় কলায় ও কেহ কেহ বা তাঁহার অংশাংশে জন্ম গ্রহণ করে ॥

ঐ ৩।১৫।৩৪।

দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদৌ পুংনাম্নি ভগবান্ হরিঃ।
স্ত্রীনাম্নি লক্ষ্মীমৈত্রেয় নানয়োর্বিদ্যতে পরম্ ॥

হে মৈত্রেয়! দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যগাদির মধ্যে পুংলিঙ্গ শব্দ বাচ্য

বস্তু মাত্রেই বিষ্ণু ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বাচ্য বস্তু মাত্রেই লক্ষ্মী স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; ফলতঃ এই জগতে লক্ষ্মী ও নারায়ণ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই নাই ॥(১)

বি-পু ১।৮।৩২।

সপ্তম অধ্যায়।

জীবের লক্ষণ বর্ণন।

পুরীতদভিধানেন মাংসপিণ্ডো বিরাজতে।
নাভেরূর্দ্ধমধঃ কণ্ঠাদ্ব্যাপ্য তিষ্ঠতি যঃ সদা ॥
তস্য মধ্যেঽস্তি হৃদয়ং সনালং পদ্মকোষবৎ।
অধোমুখঞ্চ তত্রাস্তি সূক্ষ্মং সুষিরমুত্তমম্।
দহরাকাশমিত্যুক্তং তত্র জীবোঽবতিষ্ঠতি ॥

দেহমধ্যে পুরীতৎ নামে যে একটী মাংসপিণ্ড আছে, তাহা নাভির ঊর্দ্ধ হইতে কণ্ঠের অধঃ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। ঐ মাংসপিণ্ডের মধ্যস্থলে অধোমুখ নালবিশিষ্ট পদ্মকোষের ন্যায় হৃদয় নামক স্থান বিদ্যমান। তথায় দহরাকাশ বা সূক্ষ্মাকাশ নামে প্রসিদ্ধ একটী অতীব সূক্ষ্ম পরমসুন্দর বিবর বিরাজমান আছে। জীব অর্থাৎ জীবাত্মা সেই বিবর মধ্যে অধিবসতি করেন ॥

শি-গী-১০।২৯-৩০।

ব্যবহারিকজীবস্তু ক্ষেত্রজ্ঞঃ পুরুষোঽপি চ।
স এব জগতাং ভোক্তানাদ্যয়োঃ পুন্যপাপয়োঃ।
ইহামুত্র গতিস্তস্য জাগ্রৎস্বপ্নাদিভোক্তৃতা ॥

লৌকিক ব্যবহারে তিনিই জীব অথবা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ নামে অভিহিত হয়েন এবং তিনি অনাদ পাপ ও পুণ্যফল ভোগ করেন। ইহলোক ও পরলোক এই উভয়লোকে তাঁহার গতি আছে এবং তিনিই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থা ভোগ করিয়া থাকেন ॥

শি-গী ২৩।

(১) সনাতন বিষ্ণুর ন্যায় জগন্মাতা প্রকৃতিও আবির্ভূতা ও তিরোভূতা হইয়া থাকেন। "বিষ্ণু অর্থ-স্বরূপ হইলে তিনি বাণীরূপে, নয়-স্বরূপ হইলে তিনি নীতিরূপে, বোধ-স্বরূপ হইলে বুদ্ধিরূপে, ধর্ম্মস্বরূপ হইলে সৎক্রিয়ারূপে, স্রষ্টা হইলে সৃষ্টিরূপে, ভূধর-স্বরূপ হইলে ভূমি রূপে, সন্তোষস্বরূপ হইলে নিত্যতুষ্টিরূপে, কামস্বরূপ হইলে ইচ্ছারূপে, যজ্ঞস্বরূপ হইলে দক্ষিণারূপে, হবনীয় দ্রব্য স্বরূপ হইলে আহুতি রূপে, প্রাগ্বংশ নামক যজ্ঞীয় গৃহস্বরূপ হইলে যজ্ঞীয় পত্নীশালারূপে, যুপস্বরূপ হইলে চিতিরূপে, কুশ স্বরূপ হইলে সমিধ্ রূপে, সামবেদস্বরূপ হইলে উদ্গীতিরূপে, হুতাশন স্বরূপ হইলে স্বাহারূপে, শঙ্কর-স্বরূপ হইলে ভূতি ও গৌরীরূপে, সূর্য্য স্বরূপ হইলে প্রভারূপে, পিতৃগণস্বরূপ হইলে স্বধারূপে, আকাশ-স্বরূপ হইলে অমর-পুরীরূপে, শশাঙ্কস্বরূপ হইলে কান্তিরূপে, সর্ব্বত্রগামী বায়ু-

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগোজীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।

একটি কেশের শতভাগের এক-ভাগকে শতাংশে বিভক্ত করিলে ঐ বিভক্ত অংশ যত সূক্ষ্ম হয়, জীবকে তত সূক্ষ্ম বলিয়া জানিবে। সুতরাং ঐ জীব কিরূপ সূক্ষ্ম বস্তু তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইবে। তথাপি ঐ জীব অনন্তকাল স্থায়ী হয়েন॥ শ্বে-উ ৫।৯।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

আত্মার জন্ম নাই, তাঁহার মৃত্যুও নাই, তিনি চৈতন্য স্বরূপ, তাঁহার কোন কারণ নাই এবং তিনি আপ-নিও আপনার কারণ নহেন। সেই জন্মজরাবিহীন আত্মা নিত্য, কোন কারণে তাঁহার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি চিরকাল এক অব-স্থাতে অনন্তকাল যাপন করিতে-ছেন। অস্ত্রাদিদ্বারা শরীরে আঘাত করিয়া তাহাকে শতখণ্ড করিলেও আত্মা আঘাত বা বিকার প্রাপ্ত হন না॥ ক-উ-২।১৮।

ভুবিভৌমানি ভূতানি যথা যান্ত্যপযান্তি চ।
নায়মাত্মা তথৈতেষু বিপর্য্যেতি যথৈব ভূঃ॥

যেরূপ পৃথিবীতে পার্থিব ঘটা-দিই উৎপন্ন ও তিরোহিত হয়, মৃত্তিকা অবিকৃতই থাকে, সেইরূপ ভৌতিক দেহাদিই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, আত্মা তদবস্থই আছেন; উহাদিগের বিকার হইলে তাঁহার বিকার হয় না, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদা সমভাবেই বিদ্যমান্ রহিয়াছেন॥ ভা-পু-১০।৪।১২।

মমৈবাংশোজীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন,—এই জীবলোকে সনাতন জীব আমার (ঈশ্বরের) অংশ হয়, ইনি প্রকৃতি স্থানীয় মনাদি ষড়েন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া অবস্থিতি করেন॥ ভ-গী ১৫।৭।

স্বরূপ হইলে ধৃতি ও জগচ্চেষ্টারূপে, জলধিস্বরূপ হইলে বেলারূপে, দেবরাজ-স্বরূপ হইলে ইন্দ্রাণীরূপে, যমস্বরূপ হইলে ধূমোর্ণারূপে, কুবেরস্বরূপ হইলে ঋদ্ধিরূপে, বরুণস্বরূপ হইলে গৌরীরূপে, কার্ত্তিকেয়স্বরূপ হইলে দেবসেনা রূপে, পুরুষকার-স্বরূপ হইলে শক্তিরূপে, নিমেষ-স্বরূপ হইলে কাষ্ঠারূপে, মুহূর্ত্ত-স্বরূপ হইলে কলারূপে, প্রদীপ স্বরূপ হইলে দীপ্তিরূপে, বৃক্ষস্বরূপ হইলে লতারূপে, দিন-স্বরূপ হইলে রাত্রিরূপে, বর-স্বরূপ হইলে বধূরূপে, নদ-স্বরূপ হইলে নদীরূপে, ধ্বজ-স্বরূপ হইলে পতাকারূপে, লোভ-স্বরূপ হইলে তৃষ্ণারূপে, নারায়ণ-স্বরূপ হইলে লক্ষ্মীরূপে ও রাগ-স্বরূপ হইলে রতি রূপে আবির্ভূত হন। তাঁহা হইতে পৃথক্ কোন পদার্থই নাই। বি-পু-১।৮ অধ্যায়।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥

যেমন বায়ু কুসুমাদির গন্ধরূপ সুক্ষ্মাংশ সকল গ্রহণ করিয়া স্থানান্তরে গমন করে, তদ্রূপ দেহাধিপতি জীব শরীর ধারণ বা শরীর পরিত্যাগের সময় পূর্ব্ব শরীর হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে গ্রহণ করিয়া শরীরান্তরে গমন করেন ॥ ভ-গী ১৫।৮।

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রশনং ঘ্রাণমেবচ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥

ঐ জীব শ্রোত্র, চক্ষু, স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ ও মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় সকল উপভোগ করেন ॥ ভ-গী ১৫।৯।

উৎক্রামন্তং স্থিতংবাপি ভুঞ্জানংবা গুণান্বিতং।
বিমূঢ়ানানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥

দেহান্তরগামী, বা শরীরস্থিত অথবা বিষয়ভোগী কিম্বা গুণান্বিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত জীবকে মূঢ়লোকেরা দর্শন করিতে পারে না, কিন্তু কেবল জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট মহাত্মারাই দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ঐ ১০।

অষ্টম অধ্যায়।

কর্ম্মানুসারে জীবের গতি বর্ণন।

বিনা কর্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণার্দ্ধমপি দেহিনঃ।
অনিচ্ছন্তোঽপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবায়ুনা ॥

স্বভাবতঃ মানবগণ কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। তাহারা অনিচ্ছু হইলেও বিবশ হইয়া কর্ম্মবায়ু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয় ॥ ম-নি-ত-১৪।১০৪।

কর্ম্মনা সুখমশ্নন্তি দুঃখমশ্নন্তি কর্ম্মনা।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মণো বশাৎ ॥

মনুষ্যেরা কর্ম্ম দ্বারা সুখ ভোগ করে, কর্ম্মদ্বারা দুঃখ ভোগ করে, কর্ম্ম দ্বারা জন্মগ্রহণ করে এবং কর্ম্ম দ্বারাই মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥ ম-নি-ত ১৪।১০৫।

কর্ম্মদারাঃ কর্ম্মলোকাঃ কর্ম্মসম্বন্ধিবান্ধবাঃ।
কর্ম্মাণি প্রেরয়ন্তীহ পুরুষং সুখদুঃখয়োঃ ॥

কর্ম্মই পুরুষের দারা, কর্ম্মই পুরুষের সর্ব্বলোক প্রাপ্তির কারণ এবং কর্ম্ম জন্যই পুরুষের বন্ধু বান্ধব লাভ হয়, অতএব জানা যাইতেছে যে, কর্ম্মই পুরুষকে সুখ দুঃখে প্রেরণ করিয়া থাকে ॥ গ-পু-১।২১৩।৪।

আরোপ্যতে শিলা শৈলে যত্নেন মহতা যথা।
নিপাত্যতে ক্ষণেনাধস্তথাত্মা গুণ দোষয়োঃ॥

যেমন পর্ব্বতোপরে শিলা মহা যত্ন সহকারে উত্তোলন করা যায়, কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যেই নিম্নে পতিত হয়, তদ্রূপ গুণ ও দোষের দ্বারা আত্মা ঊর্দ্ধ ও অধোগামী হয়েন॥ হি-উ।

শুভাশুভ ফলং কর্ম্ম মনোবাগদেহ সম্ভবং।
কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধম মধ্যমাঃ॥

মনোবাক্য দেহ দ্বারা যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম করা হয়, সেই সকল কর্ম্মফলে মনুষ্যগণের উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি লাভ হয়॥

ম-স ১২।৩।

তস্যেহ ত্রিবিধস্যাপি ত্র্যধিষ্ঠানস্য দেহিনঃ।
দশ লক্ষণ যুক্তস্য মনোবিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকং॥

উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মাধিষ্ঠাতৃ দেহির দশ লক্ষণ (ইন্দ্রিয়) যুক্ত মনই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়॥ ঐ ৪।

পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্ট চিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং॥

পরদ্রব্যে স্পৃহা, পরের অনিষ্ট চিন্তা এবং পরলোক নাই, দেহই আত্মা, ইত্যাদিরূপ মিথ্যাভিনিবেশ, এই ত্রিবিধ অশুভ ফলজনক মানসিক কর্ম্ম হয়॥ ঐ ৫।

পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ॥
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং॥

পরুষ বাক্য, মিথ্যা বাক্য, পর-দোষাবিষ্কার ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ, এই চতুর্ব্বিধ অশুভ ফলজনক বাচনিক কর্ম্ম হয়॥ ম-স ১২।৬।

অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ॥
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতং॥

অদত্ত ধন গ্রহণ, অবৈধ হিংসা ও পরদার সেবা, এই ত্রিবিধ অশুভ ফলজনক শারীরিক কর্ম্ম হয়॥

ঐ ৭।

মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্ক্তে শুভাশুভং।
বাচা বাচা কৃতং কর্ম্ম কায়েনৈব চ কায়িকং॥

মানসিক শুভাশুভ কর্ম্মফল মনোদ্বারা, বাচনিক শুভাশুভ কর্ম্ম-ফল বাক্যদ্বারা এবং শারীরিক শুভাশুভ কর্ম্মফল শরীরদ্বারা ভোগ হয়॥ ঐ ৮।

শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাং॥

মনুষ্য আপনার শরীরজ কর্ম্ম-দোষে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, বাচনিক কর্ম্মদোষে পক্ষিত্ব ও পশুত্ব প্রাপ্ত হয় এবং মানসিক কর্ম্মদোষে অন্ত্য-জত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ঐ ৯।

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প কোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং॥

কর্ম্ম ভোগ না হইলে শত কোটি কল্পান্তেও তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, অতএব যে কোন শুভাশুভ কর্ম্ম

করা হয় তাহা অবশ্যই ভোগ হইয়া থাকে ॥

ব্র-বৈ-পু-২।৬৫।৩৯।

ন নষ্টং দুষ্কৃতং কর্ম্ম সুকৃতে নচ কর্ম্মণা।
ন নষ্টং সুকৃতং কর্ম্ম কৃতেন দুষ্কৃতেন চ ॥

সুকৃত কর্ম্ম দ্বারা দুষ্কৃত কর্ম্ম ও দুষ্কৃত কর্ম্ম দ্বারা সুকৃত কর্ম্ম কদাচ ক্ষয় হয় না ॥

ঐ ৪।৮৫।৩৯।

ত্রিভির্ব্বর্ষৈস্ত্রিভির্ম্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দ্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে ॥

অতি গুরুতর পাপ ও পুণ্যের ফল ইহলোকেই তিন বৎসর বা তিন মাস বা তিন পক্ষ অথবা তিন দিনের মধ্যে ভোগ হইয়া থাকে ॥

হি-উ।

যস্মাচ্চ যেন চ যথা চ যদা চ যচ্চ,
যাবচ্চ যত্র চ শুভাশুভ মাত্মকর্ম্ম।
তস্মাচ্চ তেন চ তথাচ তদা চ তচ্চ,
তাবচ্চ তত্র চ বিধাতৃবশাদুপৈতি ॥

যাহা হইতে, যে কারণে, যে রূপে, যে স্থানে, যে সময়ে, যদ্রূপ আত্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইতে, তৎকারণে, সেইরূপে, সেই স্থানে, সেই সময়ে সেই সেই কর্ম্মফল ঈশ্বরেচ্ছায় জীব প্রাপ্ত হয় ॥ হি-উ।

মন্যতে পাপকং কৃত্বা ন কশ্চিদ্বেত্তি মামিতি।
বিদন্তি চৈনং দেবাশ্চ যশ্চৈবান্তর পুরুষঃ ॥

লোকে পাপ কর্ম্ম করিয়া মনে করে যে, আমার দুষ্কর্ম কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু দেবগণ ও অন্তর্যামী পুরুষ সকলই জানিতে পারেন ॥ ম-ভা-আদিপর্ব্ব ৭৪।২৮।

আদিত্যচন্দ্রাবনিলানলৌচ,
দৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভেচ সন্ধ্যে,
ধর্ম্মোশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তং ॥

সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অনল, স্বর্গ, পৃথিবী, জল, হৃদয়, যম, দিবা, রাত্রি, উভয়সন্ধ্যা ও ধর্ম্ম, ইহঁরা মনুষ্যের কর্ম্ম সকল জানেন ॥

ঐ ২৯।

(ধর্ম্মাধর্ম্মই জীবের উর্দ্ধাধগতির কারণ)

সুখদুঃখোপভোগৌতু তৌ দেহাদ্যুপপাদকৌ।
ধর্ম্মাধর্ম্মোদ্ভবৌ ভোক্তুং জন্তুর্দেহাদিমৃচ্ছতি ॥

সুখ ও দুঃখ ভোগের নিমিত্তই মানব শরীর উৎপন্ন হয় এবং ঐ সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্মজনিত সুখদুঃখ ভোগার্থ দেহ ধারণ করেন ॥

বি-পুং-২।১৩।৭৬।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন সন্দেহঃ সর্ব্বকার্য্যেষু কারণং।
উপভোগনিমিত্তঞ্চ দেহদেশান্তরাগমঃ ॥

ধর্ম্মাধর্ম্মই সকল কার্য্যের কারণ এবং সুখদুঃখ উপভোগের নিমিত্তই (আত্মার) দেহ ও দেশান্তর প্রাপ্তি হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঐ ৭৮।

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥

মনুষ্যের ধর্ম্মই এক মাত্র বন্ধু, যিনি মনুষ্যের নিধন দশাতেও তাহার অনুগামী হয়েন, কিন্তু অন্যান্য সকলেই শরীরের সহিত বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ হি-উ।

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতং ॥

জীব একাকীই উৎপন্ন ও একাকীই প্রলীন হয় এবং একাকীই আপনার সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে যথাক্রমে স্বর্গ ও নরকরূপ ফল ভোগ করে ॥ ম-স ৪।২৪০।

নবম অধ্যায়।

বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তি কথন।

সমাহিতাত্মনোব্রহ্মন ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে ॥

হে ব্রহ্মন্! পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা আত্ম-সংযম করিলে পর তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল; (ইন্দ্রিয়) বৃত্তি রোধ করিলে আমরাও তাহা অনুভব করিতে পারি ॥ ভা-পু-১২।৬।৩২।

ততোঽভূত্ত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তঃপ্রভবঃ স্বরাট্।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥

তদনন্তর সেই ব্রহ্মা হইতে ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট ওঙ্কার উৎপন্ন হইল; উহার উৎপত্তি গূঢ়; উহা হৃদয়ে স্বতঃ প্রকাশমান; এই ওঙ্কারই ভগবান্ পরমাত্মা ব্রহ্মের বোধক ॥ ঐ ১৪।

শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্।
যেন বাগ্ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ ॥

সেই পরমাত্মার কর্ণের ব্যাপার না থাকিলেও এবং তিনি ব্যাপার-হীন ইন্দ্রিয়শালী হইলেও এই অব্যক্ত ওঙ্কার শ্রবণ করিয়া থাকেন। এই ওঙ্কার দ্বারা বৃহতী-স্বর ব্যক্তীভূত হয়; হৃদয়াকাশে আত্মার নিকট হইতে ইহার উৎপত্তি ॥ ঐ ৩৫।

স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনং ॥

ইহা, নিজের আশ্রয় পরমাত্মা সাক্ষাৎ ব্রহ্মের বাচক এবং সর্ব্ব মন্ত্র, উপনিষদ্ ও বেদের সনাতন বীজস্বরূপ ॥ ঐ ১৬।

তস্য হ্যাসং স্ত্রয়োবর্ণা অকারাদ্যা ভৃগূদ্বহ।
ধার্য্যন্তে যৈ স্ত্রয়োভাবা গুণানামার্থবৃত্তয়ঃ ॥
ততোঽক্ষর সমাম্নায় মসৃজদ্ভগবানজঃ।
অন্তস্থোষ্মস্বরস্পর্শ হ্রস্বদীর্ঘাদি লক্ষণং ॥

হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! ইহার অকারাদি তিন বর্ণ হইয়াছিল; যে সকলের

দ্বারা গুণ, নাম, অর্থ ও বৃত্ত এই সমস্ত ত্রিসংখ্যাসংযুক্ত (১) পদার্থ-বর্গ খ্যাত হইয়া থাকে, সেই সকল হইতে ভগবান্ ব্রহ্মা অন্তস্থ, উষ্ম, স্বর, স্পর্শ, হ্রস্ব ও দীর্ঘাদিরূপ অক্ষর সমষ্টি সৃজন করিলেন ॥

ভা-পু ১২।৬।৩৭-৩৮।

তেনাসৌ চতুরোবেদাং শ্চতুর্ভির্বদনৈর্বিভুঃ।
সব্যাহৃতিকান্ সোঙ্কারাংশ্চাতুর্হোত্র বিবক্ষয়া॥
পুত্রানধ্যাপয়ত্তাংস্ত মহর্ষীন্ ব্রহ্মকোবিদান্।
তে তু ধর্ম্মোপদেষ্টারঃ স পুত্রেভ্যঃ সমাদিশন্॥

বিভু, ঋত্বিক্ সকলের কার্য্যের উদ্দেশে ঐ (অক্ষরসমষ্টি) দ্বারা ব্যাহৃতি এবং ওঙ্কারের সহিত চারি বেদ সৃজন করিলেন এবং বেদবিৎ (২) নিজ পুত্র মহর্ষি-দিগকে সেই সকল (বেদ) অধ্যা-পন করাইলেন। সেই সকল ধর্ম্মোপদেষ্টা আবার নিজ নিজ পুত্রগণকে উপদেশ করিলেন ॥

ঐ ৩৯-৪০।

তে পরম্পরয়াপ্রাপ্তাস্তত্তচ্ছিষ্যৈর্ধৃতব্রতৈঃ।
চতুর্যুগেষথব্যস্তা দ্বাপরাদৌ মহর্ষিভিঃ॥

ঐ সকল মহাত্মাদিগের ব্রতাচারী শিষ্য ঋষিগণ পরম্পরাক্রমে ঐ সকল বেদ চতুর্যুগে প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। পরে দ্বাপরের আদিতে বিভক্ত হয় ॥ ভা-পু ১২।৬।৪১।

ক্ষীণায়ুষঃ ক্ষীণসত্ত্বান্ দুর্ম্মেধান্ বীক্ষ্যকালতঃ।
বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়ো ব্যস্যন্ হৃদিস্থাচ্যুত চোদিতাঃ॥

তখন ঋষিগণ, প্রাণিদিগকে কাল প্রভাবে অল্পায়ু, মেধাশূন্য ও সত্ত্বশূন্য দর্শন করিয়া হৃদিস্থিত অচ্যুত কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বেদ সকলকে বিভাগ করিলেন ॥ ঐ ৪২।

অস্মিন্নপ্যন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবাল্লোকভাবনঃ।
ব্রহ্মেশাদ্যৈর্লোকপালৈর্যাচিতো ধর্ম্মগুপ্তয়ে॥
পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশকলয়া বিভুঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগ বেদং চক্রে চতুর্ব্বিধং॥

এই অবসরে ব্রহ্মা ও ঈশাদি লোকপাল কর্ত্তৃক ধর্ম্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া লোকভাবন ভগবান্ সত্যের অংশ দ্বারা পরা-শরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদকে চারি প্রকার করিলেন ॥ ঐ ৪৩—৪৪।

ঋগথর্ব্বযজুঃ সাম্নাং রাশীনুদ্ধৃত্য সর্ব্বশঃ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে মন্ত্রৈর্মণিগণাইব॥

তিনি ঋক্, অথর্ব্ব, যজুঃ ও সাম সকলের রাশি, তত্তৎ প্রকরণ ভেদে মণিগণের ন্যায়, উদ্ধার করিয়া মন্ত্র সকলের দ্বারা চারি সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। ঐ ৪৫।

(১) তিনগুণ—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। তিন নাম—ঋক্, যজুঃ এবং সাম। তিন অর্থ—ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বর্লোক। তিন বৃত্তি—জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি।

(২) অর্থাৎ বেদাদির উচ্চারণে নিপুণ।

তাসাং স্বচতুরঃশিষ্যানুপাহূয় মহামতিঃ।
একৈকাং সংহিতা ব্রহ্মন্নেকৈকস্মৈ দদৌ বিভুঃ॥

হে ব্রহ্মন্! মহামতি বিভু চারি শিষ্যকে আহ্বান করিয়া প্রত্যেককে সেই সকল সংহিতার এক একটী প্রদান করিলেন॥

ভা-পু ১২।৬.৪৬।

পৈলায়সংহিতামাদ্যাং বহ্বৃচাখ্যামুবাচহ।
বৈশম্পায়ন সংজ্ঞায় নিগমাখ্যং যজুর্গণং॥
সাম্নাং জৈমিনয়েপ্রাহ তথা ছন্দোগসংহিতাং।
অথর্ব্বাঙ্গিরসীং নাম স্বশিষ্যায় সুমন্তবে॥

বহ্বৃচা নামে আদ্যা সংহিতা পৈলকে উপদেশ করিলেন; নিগম নামক যজুঃসমূহ বৈশম্পায়ন নামাকে কহিলেন; সাম সকলের ছন্দোগ সংহিতা জৈমিনিকে বলিলেন এবং নিজ শিষ্য সুমন্তুকে আঙ্গীরসী অথর্ব্ব সংহিতা উপদেশ করিলেন॥ ঐ ৪৭-৪৮।

ত এত ঋষয়ো বেদং স্বং স্বং ব্যস্যন্নেকধা।
শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্ব্বেদাস্তে শাখিনোহভবন্॥

পরে পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণ স্ব স্ব শিক্ষিত বেদ নানাভাগে বিভক্ত করিয়া নিজ নিজ শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। সেই সকল শিষ্যেরাও আবার তাঁহাদিগের শিষ্যগণকে শিক্ষা দেন। এইরূপে এক এক বেদের অশেষ শাখা হইয়াছে॥

ঐ ১।৪।২৩।

ত এব বেদা দুর্ম্মেধৈর্ধার্য্যন্তে পুরুষৈর্যথা।
এবং চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ॥

ঐ সমস্ত বেদে মন্ত্রাদি সকল যথাপূর্ব্ব সন্নিবিষ্ট আছে। কেবল পূর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক লোকেরা অল্পমেধাবান্ হওয়াতে তাহারা ধারণায় অক্ষম বিবেচনায় তাহাদের প্রতি কৃপালু হইয়া ভগবান্ বেদব্যাস এইরূপে বেদ বিভাগ করিয়াছেন॥ ভা-পু ১।৪।২৪।

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের অধম স্ত্রী ও শূদ্র জাতি বেদ শ্রবণ করিতে পারে না, কারণ উহারা প্রায়ই কর্ম্মহীন ও মূঢ় হইয়া থাকে। এই বিবেচনায় সেই মহর্ষি তাহাদিগেরও হিতসাধন করিতে অভিলাষী হইয়া মহাভারত (১) প্রণয়ন করিলেন॥

ঐ ২৫।

ধন্যা বেদাশ্চ চত্বারঃ কস্মৈব যদ্ব্যবস্থয়া।
বেদ প্রণিহিতা ধর্ম্মা হ্যধর্ম্মাস্তদ্বিপর্য্যয়াঃ॥

(১) মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতচ্ছলে স্ত্রী ও শূদ্রগণের হিতার্থ ধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রদর্শনপূর্ব্বক সমুদায় বেদার্থই কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহা হইতে স্ত্রীজাতি ও শূদ্র প্রভৃতি অপকৃষ্ট বর্ণও ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিতে পারে। বস্তুতঃ মহাভারত পাঠ বা শ্রবণ করিলে ধর্ম্মজ্ঞান লাভে কাহারও ক্ষোভের কারণ থাকে না।

বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং পূজ্যাব্যবস্থয়া।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি পুরাণানি চ সন্তি বৈ॥

বেদ চতুষ্টয়ই ধন্য, কারণ বেদের ব্যবস্থানুসারে কর্ম্মকাণ্ড সকল ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। যাহা বেদ-বিহিত তাহাই ধর্ম্ম, আর যাহা বেদ-বহির্ভূত তাহাই অধর্ম্ম। বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ। সেই বেদের ব্যবস্থানুসারে আমরা (দেবগণ) পূজনীয় হইয়াছি এবং সেই বেদ হইতেই স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র সকল সমুদ্ভূত হইয়াছে।

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৭।৫৯-৬০।

শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারো যঃ কশ্চিদ্বেদকর্ত্তৃকঃ।
বেদাঃ স্মৃতা ব্রহ্মনাদৌ ধর্ম্মা মন্বাদিভিঃ সদা॥

শ্রুতিঃ, স্মৃতি ও সদাচার এ সমুদায়ই বেদে উক্ত আছে। সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মা বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎপরে মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ করেন (১)।

গ-পু ১।১০৭।৩।

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতি॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপোবশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ।

মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ, ইঁহারা ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক হয়েন॥

যা-সং ১।৪—৫।

শ্রুতিস্মৃতী তু বিজ্ঞায় শ্রৌতং কর্ম্ম সমাচরেৎ।
শ্রৌতং কর্ম্ম ন চেদুক্তং তদা স্মার্ত্তং সমাচরেৎ॥

শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া শ্রুতিবিহিত বিধানানুসারে কর্ম্ম করিতে হইবে। যে যে সময়ে শ্রুত্যুক্ত কার্য্য উক্ত নাই, সেই সেই সময়ে স্মার্ত্তকর্ম্ম আচরণ করিবে॥ গ-পু।১।২০৫।৩।

তত্রাপ্যশক্তঃকরণে সদাচারং চরেদ্বুধঃ।
শ্রুতিস্মৃতীহ বিপ্রাণাং লোচনে কর্ম্মদর্শনে॥

যখন স্মার্ত্ত কর্ম্মেতে অশক্ত হইবে, তখন সদাচার করিবে। শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুইটিই ব্রাহ্মণদিগের লোচন। তাঁহারা উক্তরূপ লোচন দ্বারা কর্ম্ম দর্শন করিবেন।

ঐ ৪।

শ্রুত্যুক্তঃ পরমো ধর্ম্মঃ স্মৃতিশাস্ত্রগতো পরঃ।
শিষ্টাচারেণ শিষ্টানাং ত্রয়ো ধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ॥

---

(১) কল্পান্তর হইলে অপর কল্পে বেদকর্ত্তা বলিয়া কেহ নির্দ্দিষ্ট নহেন; পরন্তু ব্রহ্মা কেবল বেদের স্মরণকর্ত্তা হয়েন, এইরূপে মনুও কল্পে কল্পে ধর্ম্মের স্মরণকারী হয়েন, অর্থাৎ কল্পারম্ভে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইতে বেদ এবং মনু হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারিত হয়। যথা,—

"ন কশ্চিদ্বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃকল্পান্তরান্তরে॥"

প সং ১।২০।

শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্মই প্রধান বলিয়া গণ্য হয়; স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মও পরমধর্ম্ম বটে এবং শিষ্টাচারও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। এই ত্রিবিধ ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে॥

গ-পু ১।২০৫।৫।

শ্রুতিস্তু বেদোবিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ॥

বেদকে শ্রুতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্মৃতি বলা যায়; ঐ শ্রুতি ও স্মৃতির প্রতিকূল তর্ক দ্বারা কোন বিষয়ের মীমাংসা করিবে না, যেহেতু শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই ধর্ম্ম স্বয়ং প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন॥

ম-স ২।১০।

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকোবেদনিন্দকঃ॥

যে ব্যক্তি প্রতিকূল তর্কদ্বারা মূলস্বরূপ শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রের অবমাননা করে, সাধুলোকেরা সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে দ্বিজাতীর সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিবেন॥ ঐ ১১।

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং॥

বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টি এই চারিটী ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রমাণ বলিয়া মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ঐ ১২।

সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতি প্রমাণ্যতোবিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ॥

শাস্ত্র সকল জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিরা বেদমূলক কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবগত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবেন। ম-স ২।৮।

শ্রুতি স্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখং॥

যে মনুষ্য বেদ ও স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহলোকে ধার্ম্মিকরূপে যশ ও পরলোকে স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন॥

ঐ ৯।

অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্ম্মংজিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ॥

অর্থ কামনায় অনাসক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতিই এই ধর্ম্মোপদেশ, অর্থাৎ যাঁহারা লোকে খ্যাতি লাভ করিবার মানসে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের সেই কর্ম্মের ফল প্রাপ্তি হয় না। ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ বেদ, যেহেতু বেদ ও স্মৃতির অনৈক্যে বেদের মতই গ্রাহ্য (১) হয়॥ ঐ ১৩।

(১) শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধে স্মৃতি দুর্ব্বলা হয়, কারণ পৌরুষে যাহা জাত হইয়াছে তাহাতে ভ্রান্তির সম্ভব। কিন্তু শ্রুতির অপৌরুষীয়ত্ব ও মহত্ত্ব হেতু ইহা নির্দ্দোষ এবং স্বতঃসিদ্ধ প্রবল প্রমাণস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া

সুখাভ্যুদয়িকঞ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকং॥

স্বর্গাদি সুখ প্রাপ্তিকারক সংসার প্রবৃত্তির হেতুভূত যে কর্ম্ম, তাহাকে প্রবৃত্ত কর্ম্ম বলা যায়, আর মোক্ষের নিমিত্ত সংসার নিবৃত্তির হেতুভূত যে কর্ম্ম তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম বলা যায়, এইরূপে বৈদিক কর্ম্ম দ্বিবিধ হয়॥ ম-স ১২।৮৮।

ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥

ইহলোকে কাম্য ফল সাধন এবং পরলোকে স্বর্গাদি ফল সাধন কর্ম্ম সংসার প্রবৃত্তির হেতু হয় বলিয়া ইহাকে প্রবৃত্ত কর্ম্ম বলা যায় এবং দৃষ্টাদৃষ্ট কামনা রহিত ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস পূর্ব্বক যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় তাহা সংসার নিবৃত্তির হেতু হয় বলিয়া তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম বলা যায়॥ ঐ ৮৯।

প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাং।
নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ॥

প্রবৃত্ত কর্ম্মের অভ্যাস করিলে দেবতার সমান গতি লাভ হয় এবং নিবৃত্ত কর্ম্মের অভ্যাসে শরীরারম্ভক পঞ্চভূতকে অতিক্রম করিয়া মোক্ষ লাভ হয়॥ ম-স ১২।৯০।

পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনং।
অশক্যঞ্চাপ্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥

দেবতা, পিতৃ ও মনুষ্যগণকে হব্য, কব্য ও অন্নাদি প্রদানে একমাত্র বেদই অবিনশ্বর চক্ষুঃ স্বরূপ, অর্থাৎ দেবতাদিকে হব্য কব্যাদি প্রদান করিলে যে ফল লাভ হয় বেদই তাহার প্রমাণ। উক্ত বেদ কেহ করিতে পারে না, ইহাতে বেদ যে অপৌরুষেয় ইহা অভিহিত হইল এবং ন্যায়, মীমাংসাদি শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে বেদের অপ্রমেয় ভাগ বোধগম্য হয় না॥ ঐ ৯৪।

যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হিতাঃ স্মৃতাঃ॥

যে সকল স্মৃতি বেদমূলক নহে কেবল দৃষ্টার্থ (যেমন চৈত্য বন্দনে স্বর্গ হয়, ইত্যাদি) রূপ যে স্মৃতি এবং যে সকল স্মৃতি অসৎ তর্কমূলক, অর্থাৎ দেবতা নাই, পাপপুণ্য নাই ও পরলোক নাই, ইত্যাদি প্রকার বেদবিরুদ্ধ যে সকল স্মৃতি, তৎসমুদায় তমোগুণে উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্দ্বারা পরলোকে শ্রেয়ঃ লাভ হয় না, পরন্তু কেবল নরক ফল লাভ হয়॥ ঐ ৯৫।

থাকে। অতএব স্মার্ত্তগণের মতে শ্রুতির বিরুদ্ধাংশ অতি সমাদর ও গৌরবের সহিত পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌত মতই যোজনীয়।

দশম অধ্যায়।

ধর্ম্ম।

(ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষণ।)

ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুধর্ম্মেণ বিধৃতাঃপ্রজাঃ।
যস্মাদ্ধারয়তে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥

"ধারণ করেন" এই অর্থে ধর্ম্ম নাম হইয়াছে। ধর্ম্মদ্বারা সমস্ত প্রজা ধৃত হইয়া থাকে, যেহেতু একমাত্র ধর্ম্মই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ত্রিলোকীকে ধারণ করেন॥

বা-রা ৭।৬১।৭।

বিহিত ক্রিয়য়াসাধ্যোঃ ধর্ম্মঃ পুংসাগুণোমতঃ।
প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়াসাধ্যঃ সগুণোঽধর্ম্ম উচ্যতে॥

বেদাদি শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াজন্য পুরুষের যে গুণ তাহাই ধর্ম্ম। আর বেদাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ ক্রিয়াজন্য পুরুষের যে গুণ,তাহাই অধর্ম্ম(১)॥ স্মৃতি।

বেদাদিবিহিতং কর্ম্ম লোকানামিষ্টদায়কং।
তদ্বিরুদ্ধং ভবেত্তেষাং সর্ব্বদানিষ্টদায়কং॥

বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্রবিহিত যে কর্ম্ম, তাহা মানবগণের ইষ্টদায়ক। তদ্বিরুদ্ধ যে কর্ম্ম, তাহা তাহাদিগের সর্ব্বদাই অনিষ্টদায়ক (২)॥ স্মৃতি।

সুখন্তু জগতামেবকাম্যং ধর্ম্মেণ জন্যতে।
অধর্ম্মজন্যং দুঃখং স্যাৎপ্রতিকূলং সচেতসাং॥

(উক্ত সুখ দুঃখের ইষ্টত্বানিষ্টত্ব বিষয়ে কথিত হইতেছে)—ধর্ম্মজন্য যে সুখ, তাহা জগতের (জীব মাত্রেরই) অভিলষিত এবং অধর্ম্মজন্য যে দুঃখ তাহা জীবমাত্রেরই প্রতিকূল অর্থাৎ দ্বেষ্য॥ ক-বা।

---

(১) ব্রহ্মার হৃদয়দেশ হইতে ধর্ম্ম এবং পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্মের উৎপত্তি। শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ আচারের নাম অধর্ম্ম। "এই অধর্ম্মও ব্রহ্মার একটী পুত্রবিশেষ। মিথ্যা তাঁহার ভার্য্যা। এই মিথ্যার গর্ভে দম্ভ (পরপ্রতারণা) নামে এক পুত্র এবং মায়া (পরপ্রতারণার উপযোগিনী চেষ্টা) নামে এক কন্যা জন্মে। দম্ভ ও মায়া উভয়ে স্ত্রী-পুরুষ হয়। দম্ভ মায়ার উদরে লোভ নামে এক পুত্র এবং শঠতা নামে এক কন্যা উৎপাদন করে। তাহাদিগের হইতে ক্রোধ এবং হিংসা উৎপন্ন হয়। কলি সেই ক্রোধ ও হিংসার পুত্র। দুরুক্তি কলির সহোদরা। কলি ঐ দুরুক্তির গর্ভে ভীতি নামে এক কন্যা এবং মৃত্যু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। তাহাদিগের হইতে যাতনা ও নরক উৎপন্ন হয়। এইরূপে সংক্ষেপে অধর্ম্মের বংশ কীর্ত্তিত হইল। এই অধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিলেই মনুষ্যের পুণ্য সঞ্চয় হয়"॥ ভা-পু ৪.৮ অধ্যায়।

(২) ধর্ম্মাধর্ম্মের সুখ দুঃখ সাধকত্ববিষয়ে জৈমিনিসূত্রে কথিত আছে যে, "কোধর্ম্মো যো ভুপ্যোয়ায়। কোঽধর্ম্মো যোনভুপ্যোয়ায়।" অর্থাৎ ধর্ম্ম কি? যাহা সুখের নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। অধর্ম্ম কি? যাহা দুঃখের নিমিত্ত উৎপন্ন হয়।

ইজ্যাচারদমাহিংসা দানং স্বাধ্যায়কর্ম্ম চ।
অয়ন্তু পরমোধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনং ॥

যাগ-যজ্ঞ-ব্রতাদির অনুষ্ঠান, সদাচার, ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা, দান ও বেদাধ্যয়ন, এ সকল কার্য্যের নাম ধর্ম্ম, আর যোগাবলম্বন (চিত্তের বাহ্যবৃত্তি নিরোধ করতঃ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ) দ্বারা আত্মদর্শনের নাম পরম ধর্ম্ম ॥

যা-সং ১।৮।

(ধর্ম্মের লক্ষণ)

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং ॥

ধৃতি (সন্তোষ) ক্ষমা (অপকারীর প্রত্যপকার না করা) দম বিষয় সংসর্গেও মনের অবিকার অথবা শীতাতপাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা) অস্তেয় (অচৌর্য্য বা পরধন হরণ না করা) শৌচ (মৃদ্বারি দ্বারা যথাশাস্ত্র দেহ সোধন) ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (রূপরসাদি পঞ্চ বিষয় হইতে চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ) ধী (শাস্ত্রাদি তত্ত্বজ্ঞান) বিদ্যা (আত্মজ্ঞান) সত্য (যথার্থ কথন) এবং অক্রোধ (ক্রোধের কারণ সত্ত্বেও ক্রোধ সম্বরণ করা) ধর্ম্মের এই দশবিধ লক্ষণ জানিবে ॥ ম-স ৬।৯২।

অদত্তস্যানুপাদানং দানমধ্যয়নং তপঃ।
বিদ্যা বিত্তং তপঃ শৌর্য্যং কুলে জন্ম ঘরোগিতা ॥
সংসারোচ্ছিত্তিহেতুশ্চ ধর্ম্মাদেব প্রবর্ত্ততে।
ধর্ম্মাৎ সুখঞ্চ জ্ঞানঞ্চ জ্ঞানান্মোক্ষোঽধিগম্যতে ॥

অদত্ত দ্রব্যের অনুপাদান (অগ্রহণ) দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, বিদ্যা, বিত্ত, তপঃপ্রভাব, কুলেজন্ম, অরোগ এবং সংসারবন্ধনের উচ্ছেদ হেতু ধর্ম্ম হইতেই প্রবৃত্ত হয়। ধর্ম্ম হইতে সুখ ও জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় এবং জ্ঞান হইতে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে ॥

গ-পু ১।২০৫।৯—১০।

(সত্যাদি যুগভেদে ধর্ম্মের বৈলক্ষণ্যতা কথন।)

চতুষ্পাৎসকলোধর্ম্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতে যুগে।
নাধর্ম্মেণাগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যান্ প্রতিবর্ত্ততে ॥

সত্যযুগে (১) সকল ধর্ম্মই চতু-

(১) এই ভারতবর্ষেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ বিদ্যমান আছে, অন্য কোন বর্ষে এরূপ যুগভেদ নাই। এই বর্ষে যোগিগণ তপস্যা, যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধার্ম্মিকগণ পরলোকের মঙ্গল বিধানার্থ আদর পূর্ব্বক বিবিধ বস্তু দান করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপের লোকেরা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যেরূপে যজ্ঞময় সনাতন বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, অন্যান্য দ্বীপে সেরূপ লক্ষিত হয় না। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই পারলৌকিক কার্য্যানুষ্ঠান বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি, অন্যান্য সমুদায় স্থান ভোগভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রাণীগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর অতি কষ্টে বহু পুণ্যে এই স্থানে মানবদেহ প্রাপ্ত হয়। যথা,—

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্যত্র ন ক্বচিৎ ॥
তপস্তপ্যন্তি যতয়ো জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ।
দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থ মাদরাৎ ॥
পুরুষৈর্যজ্ঞপুরুষো জম্বুদ্বীপে সদেজ্যতে।
যজ্ঞৈর্যজ্ঞময়ো বিষ্ণুরন্যদ্বীপেষু চান্যথা ॥
অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ ॥
অত্র জন্ম সহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ ॥

বি-পু ২।৩।১৯—২৩।

পাদবিশিষ্ট (১) ছিল, মনুষ্যগণের সত্য বাক্য ছিল এবং অধর্ম্ম দ্বারা অর্থাগম ছিল না॥ ম-স ১।৮১।

অরোগাঃসর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষ শতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষা মায়ুর্হসতি পাদশ॥

সত্যযুগে লোকের রোগ ছিল না এবং সর্ব্ব কামনাই সিদ্ধ হইত এবং চারিশত বৎসর পরমায়ু ছিল, তদনন্তর ত্রেতাদিযুগে এক এক পাদ করিয়া পরমায়ু হ্রাস হইতে লাগিল (২)। ম-স ১।৮৩।

---

(১) বাস্তবিক ধর্ম্মের পাদচতুষ্টয় না থাকিলেও কাল্পনিক পাদচতুষ্টয় দ্বারা তাঁহার সম্পূর্ণত্ব বর্ণনা করা যায়। যেমন লৌকিক ব্যবহার সাধনার্থ ষোড়শপণাত্মক কার্ষাপণের এক চতুর্থাংশকে পাদরূপে কল্পনা করে এবং "কার্ষাপণ চতুষ্পাদ বিশিষ্ট" এইরূপ লৌকিক প্রতিপত্তি হয়, ধর্ম্মও সেইরূপ চতুষ্পাদ, কিন্তু গবাদি চতুষ্পাদ জন্তুর ন্যায় চতুষ্পাদ নহেন।

(২) যে নিয়মানুসারে মানবগণের কৃত যুগে চারিশত, ত্রেতায় ত্রিশত, দ্বাপরে দুইশত এবং কলিতে একশত বৎসর পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই নিয়ম সৃষ্টির আদি হইতেই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। পরন্তু মনুষ্যের আয়ুর নিমিত্তীভূত কর্ম্ম, দেশ, কাল ক্রিয়া এবং দ্রব্যের বিশুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতাই পরমায়ুর ন্যূনাতিরেকের কারণ। স্বীয় বিহিত কর্ম্মের হ্রাস হইলেই আয়ুর হ্রাস, বিহিত কর্ম্মের বৃদ্ধি হইলেই আয়ুর বৃদ্ধি ও বিহিত কর্ম্ম সমভাবে থাকিলেই আয়ুও সমতা প্রাপ্ত হয়। বালকগণের মৃত্যুপ্রদ কর্ম্ম দ্বারা বালকগণ, যুবকগণের মৃত্যুপ্রদ কর্ম্ম দ্বারা যুবকগণ ও বৃদ্ধগণের মৃত্যুপ্রদ কর্ম্মদ্বারা বৃদ্ধগণ মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারী হইয়া স্বধর্ম্মে অবস্থিতি করে, সেই শ্রীমান ব্যক্তিই যথাশাস্ত্র পরমায়ু লাভ করিয়া থাকে। মেঃ বা-রাধারণ।)

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলি যুগেনৃনাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥

ধর্ম্ম সত্যযুগে এক প্রকার, ত্রেতায় অন্য প্রকার, দ্বাপরে অপর এক প্রকার এবং কলিযুগে অন্য এক প্রকার, ফলতঃ যুগের হ্রাসানুসারে ধর্ম্মও তদনুরূপতা প্রাপ্ত হয়। ম-স ১।৮৫।

কৃতেপ্রবর্ত্ততে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাত্তজ্জনৈধৃতঃ।
সত্যং দয়া তপোদানমিতি পাদাবিভোর্নৃপ॥

সত্য যুগে তৎকালীন লোকেরা যে ধর্ম্ম ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা চতুষ্পাদ। রাজন্! সত্য, দয়া, তপস্যা ও অভয়দান; সংপূর্ণ ধর্ম্মের এই চারি পাদ॥ ভা-পু ১২।৩।১৫।

সন্তুষ্টাঃকরুণামৈত্রাঃ শান্তাদান্তাস্তিতিক্ষবঃ।
আত্মারামাঃ সমদৃশঃ প্রায়শঃ শ্রমণা জনাঃ॥

সত্য যুগে লোকেরা প্রায় সন্তুষ্ট, দয়ালু, মৈত্রীযুক্ত, শান্ত, দান্ত, ক্ষমাশীল, আত্মারাম, সমদর্শী এবং আত্মাভ্যাসশালী। ঐ ১৬।

ত্রেতায়াং ধর্ম্মপাদানাং তুর্য্যাংশো হীয়তে শনৈঃ।
অধর্ম্মপাদৈরনৃত হিংসা সন্তোষ বিগ্রহৈঃ।

ত্রেতায় মিথ্যা, হিংসা ও কলহ, অধর্ম্মের এই সকল পাদ দ্বারা ধর্ম্মের পদ সকলের চতুর্থ অংশ অল্পে অল্পে ক্ষীণ হইতে থাকে॥ ঐ ১৭।

তদা ক্রিয়া তপোনিষ্ঠা নাতি হিংস্রা ন লম্পটাঃ।
ত্রৈবর্গিকাস্ত্রয়ীবৃদ্ধা বর্ণাব্রহ্মোত্তরা নৃপ ॥

হে রাজন্! তখন লোকেরা ক্রিয়া ও তপস্যায় নিষ্ঠ; অধিক হিংস্র নহে; লম্পট নহে; ত্রিবর্গ-নিষ্ঠ এবং বেদবিজ্ঞ। বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই অধিক ॥ ভা-পু ১২।৩।১৮।

তপঃ সত্যদয়াদানেষর্দ্ধং হ্রসতি দ্বাপরে।
হিংসাতুষ্ট্যনৃত দ্বেষৈ র্ধর্ম্মস্যাধর্ম্মলক্ষণৈঃ ॥

দ্বাপরে অধর্ম্মের পাদ মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ ও কলহ দ্বারা ধর্ম্মের পাদ তপস্যা, সত্য, দয়া ও অভয়দানের মধ্যে অর্দ্ধহ্রাস পায়। ঐ ১৯।

যশস্বিনো মহাশীলাঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নে রতাঃ।
আঢ্যাঃ কুটুম্বিনো হৃষ্টাবর্ণাঃ ক্ষত্রদ্বিজোত্তমাঃ ॥

তখন লোকেরা তপঃপ্রিয়, মহৎ-চরিত্র, অবশ্য কর্ত্তব্য বেদাধ্যয়নে রত, ধনবান্, পরিবারী ও আনন্দিত। তখন বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ অধিক। ঐ ২০।

কলৌ তু ধর্ম্মহেতুনাং তুর্য্যাংশো ধর্ম্মহেতুভিঃ।
এধমানৈঃ ক্ষীয়মানো হ্যন্তেসোঽপি
বিনঙ্ক্ষ্যতি।

কলিতে ধর্ম্মের পাদ সকলের মধ্যে চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকে। অধর্ম্মের কারণ সকল বৃদ্ধি পাওয়াতে তদ্দ্বারা ক্ষীণীকৃত হইয়া অবশেষে উহাও নাশ পায়। ঐ ২১।

তস্মিন্ লুব্ধা দুরাচারা নির্দ্দয়াঃ শুষ্কবৈরিণঃ।
দুর্ভগা ভূরিতর্ষাশ্চ শূদ্রদাসোত্তরাঃ প্রজাঃ ॥

তৎকালে প্রজা সকলের মধ্যে শূদ্র ও কৈবর্ত্তাদি অধিক। ইহারা লোভী, দুরাচার, নির্দ্দয়, অনর্থক-শত্রুতাকারী, দুর্ভাগা ও সাতিশয় স্পৃহাশীল। ভা-পু ১২।৩।২২।

সত্ত্বংরজস্তম ইতি দৃশ্যন্তে পুরুষে গুণাঃ।
কালসঞ্চোদিতাস্তেবৈ পরিবর্ত্তন্ত আত্মনি ॥

সত্ত্ব (১) রজঃ (২) এবং তমঃ (৩)

(১) পরম প্রশান্তি, তৃপ্তি, প্রসন্নতা, প্রহর্ষ, আপনাতে আত্মানুভব ও পরমাত্মাতে নিষ্ঠা বা চিত্তের একাগ্রতা এই সকল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম। যেমন সূর্য্যের উদয়ে জগৎ প্রকাশ পায়, সেই রূপ এই বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদয়ে সমস্ত জড় পদার্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অমানিত্ব (আপনার গুণের শ্লাঘারাহিত্য) অদাম্ভিকত্ব, অহিংসা, শুচিতা, সরলতা, ক্ষান্তি, ইন্দ্রিয়সংযম অসৎকার্য্যে নিবৃত্তি, সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি, শ্রদ্ধা, ভক্তি মুমুক্ষত্ব (মুক্তিবাসনা) ও দেবত্ব-সম্পত্তি এই সকল মিশ্র সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম ॥

(২) কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, অহঙ্কার, ঈর্ষা, অসূয়া, (পরগুণে দোষারোপ) ও মাৎসর্য্য এই সকল অতি ভয়ানক রজোগুণের ধর্ম্ম।

(৩) অজ্ঞান, অভাবনা, আলস্য, নিদ্রা, অনবধানতা, জড়তা, মূঢ়তা, বিপরীত ভাবনা (অসচ্চিন্তা) ও বিপ্রতিপত্তি (অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান) এই সকল তমোগুণের ধর্ম্ম। তমোগুণা-বলম্বী লোকেরা কিছুই জানিতে পারে না, তাহারা নিরন্তর কেবল নিদ্রাশীলের ন্যায় ও স্তম্ভের ন্যায় অবস্থিতি করে। সেই সকল লোক সম্যক প্রকারে উপদিষ্ট হইলেও স্পষ্টরূপে প্রকৃত পদার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না, কেবল ভ্রান্তিদ্বারা অসত্য পদার্থকে সত্যের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাহার গুণাদি গ্রহণ করে।

পুরুষে এই সকল গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আত্মাতে প্রবির্ত্তিত হয়। ভা-পু ১২।৩।২৩।

প্রভবন্তি যদা সত্ত্বে মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
তদা কৃতযুগং বিদ্যাজ্জ্ঞানে তপসি যদ্রুচিঃ॥

যখন মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল সত্ত্বগুণে অধিকতররূপে অবস্থিতি করে, তখন সত্যযুগ জানিবে, যাহা হইতে জ্ঞানে ও তপস্যায় রুচি জন্মে। ঐ ২৪।

যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু ভক্তির্যশসি দেহিনাং।
তদা ত্রেতা রজোবৃত্তি রিতি জানীহি বুদ্ধিমন্॥

যখন কাম্য কর্ম্ম সকলে দেহী-দিগের ভক্তি জন্মে, হে বুদ্ধিমন্! তখন রজো-বৃত্তি-প্রধান ত্রেতাযুগ জানিবে। ঐ ২৫।

যদা লোভস্ত্বসন্তোষো মানো দম্ভোঽথ মৎসরঃ।
কর্ম্মণাঞ্চাপি কাম্যানাং দ্বাপরং তদ্রজস্তমঃ॥

যখন লোভ, অসন্তোষ, অভি-মান, দম্ভ, মাৎসর্য্য এবং কাম্য কর্ম্ম সকলেও ভক্তি থাকে, সেই রজ-স্তমঃ-প্রধান দ্বাপর যুগ। ঐ ২৬।

যদা মায়ানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা বিষাদনং।
শোক মোহৌ ভয়ং দৈন্যং সকলি স্তামসঃ স্মৃতঃ॥

যস্মাৎক্ষুদ্রদৃশো মর্ত্ত্যাঃ ক্ষুদ্রভাগ্যা মহাশনাঃ।
কামিনো বিত্তহীনাশ্চ স্বৈরিণ্যশ্চ স্ত্রিয়োঽসতীঃ॥

যখন ছল, মিথ্যা, আলস্য, নিদ্রা, হিংসা, দুঃখ, শোক, মোহ, ভয় ও দৈন্য বর্দ্ধিত হয়, তখন তমঃপ্রধান কলি জানিও,—যাহার প্রভাবে মনুষ্যগণ ক্ষুদ্রদর্শী, অল্প-ভাগ্য, অধিক-আহারকারী, কামী ও ধনহীন এবং স্ত্রী সকল অসতী।

ভা-পু ১২।৩।২৭—২৮।

দস্যুৎকৃষ্টা জনপদা বেদাঃ পাষণ্ডদূষিতাঃ।
রাজানশ্চ প্রজাভক্ষ্যাঃ শিশ্নোদরপরা দ্বিজাঃ॥

নগর সকল দস্যু বহুল এবং বেদ সকল পাষণ্ডগণ দ্বারা দূষিত, (১) রাজা সকল প্রজাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণগণ শিশ্ন (উপ) ও উদর (পেট) চরিতার্থ করিতে তৎপর। ঐ ২৯।

---

(১) বেদোক্ত আচার ব্যবহার বর্জ্জিত এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী বিধর্ম্মী লোক-দিগকে পাষণ্ড কহে। এই পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক "প্রত্যেক চতুর্যুগের অবসানে বেদবিপ্লব হইয়া থাকে, অর্থাৎ কলিযুগে বেদের লোপ হয়, পরে (সত্যযুগ প্রারম্ভে) সপ্তর্ষিগণ স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার বেদ প্রচার করেন। মনু প্রত্যেক সত্যযুগে স্মৃতিশাস্ত্র প্রণ-য়ন কর্ত্তা হইয়া থাকেন এবং এক এক মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত যজ্ঞভাগী দেবতারা স্বর্গে বাস করেন।" যথা,—

চতুর্যুগান্তে বেদানাং জায়তে কিল বিপ্লবঃ।
প্রবর্ত্তয়ন্তি তানেত্য ভুবি সপ্তর্ষয়োদিবঃ॥
কৃতে কৃতে স্মৃতের্বিপ্র প্রণেতা জায়তে মনুঃ।
দেবা যজ্ঞভুজস্তে তু যাবন্মন্বন্তরন্তু তৈঃ॥

বি-পু-৩।২।৪৪—৪৫।

অব্রতাবটবো শৌচা ভিক্ষবশ্চ কুটুম্বিনঃ।
তপস্বিনো গ্রামবাসা ন্যাসিনোঽত্যর্থলোলুপা॥

ব্রহ্মচারী সকল শৌচশূন্য; পরিবারী সকল ভিক্ষুক, তপস্বী সকল গ্রামবাসী এবং সন্ন্যাসী সকল লোভী। ভা-পু ১২।৩।৩০।

হ্রস্বকায়া মহাহারা ভূর্য্যপত্যা গতহ্রিয়ঃ।
শশ্বৎকটুকভাষিণ্যা শ্চৌর্য্যমায়োরুসাহসাঃ॥

নারীগণ খর্ব্বকায়, অধিক ভোজী, অনেক পুত্র প্রসবকারী; লজ্জাহীন, নিরন্তর কটুভাষী এবং চৌর্য্য, ছল ও সমধিক সাহসশালী॥ ঐ ৩১।

পণয়িষ্যন্তি বৈক্ষুদ্রাঃ কিরাটাঃ কূটকারিণঃ।
অনাপদ্যপিমং স্যন্তে বার্ত্তাং সাধুজুগুপ্সিতাং।

ক্ষুদ্র ছলকারী বণিকেরা ক্রয়-বিক্রয়াদি করিবে। লোকেরা আপৎ কাল উপস্থিত না হইলেও নিন্দিত জীবিকাকে উত্তম বোধ করিবে।
ঐ ৩২।

পতিত্যক্ষ্যন্তি নির্দ্রব্যং ভৃত্যা অপ্যখিলোত্তমং।
ভৃত্যং বিপন্নং পতয়ঃ কৌলং গাশ্চাপয়স্বিনীঃ

স্বামী সর্ব্বোত্তম হইলেও যদি নির্ধন হন, তাহা হইলে ভৃত্যেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে, স্বামী সকল বিপদগ্রস্ত কুলক্রমাগত ভৃত্যকে এবং দুগ্ধহীনা গাভীকে ত্যাগ করিবেন। ঐ ৩৩

পিতৃন্ ভ্রাতৃন্ সুহৃজ্ জ্ঞাতীন্ হিত্বা
সুরতসৌহৃদাঃ।
ননান্দৃশ্যালসম্বাদাদীনাস্ত্রৈণাঃ কলৌনরাঃ॥

কলিতে মনুষ্যেরা স্ত্রৈণ ও দীন হইবে এবং তাহাদিগের সৌহার্দ্দ সুরত নিমিত্তক হইবে। অতএব তাহারা পিতা, ভ্রাতা, সুহৃদ ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যার ভগিনী ও শ্যালকদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবে। ভা-পু-১২।৩।৩৪।

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহিষ্যন্তি তপোবেশোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যা ধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনং॥

শূদ্রেরা তপো-বেশোপজীবী হইয়া প্রতিগ্রহ করিবে। ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা উত্তম ব্যক্তির আসনে অধিরোহণ করিয়া ধর্ম্ম বলিবে। ঐ ৩৫।

নিত্যমুদ্বিগ্ন মনসো দুর্ভিক্ষকরকর্ষিতাঃ।
নিরন্নে ভূতলে রাজন্নানাবৃষ্টি ভয়াতুরাঃ॥

হে রাজন! কলিতে অন্নহীন ভূতলে প্রজাদিগের মন নিত্য উদ্বিগ্ন থাকিবে। তাহারা দুর্ভিক্ষের কর দ্বারা কষ্ট পাইবে এবং অনাবৃষ্টির ভয়ে কাতর হইবে। ঐ ৩৬।

বাসোঽন্নপান শয়ন ব্যবায় স্নানভূষণৈঃ।
হীনাঃ পিশাচ সংদর্শাঃ ভবিষ্যন্তি কলৌপ্রজাঃ॥

কলিতে তাহাদিগের বস্ত্র, অন্ন, পান, শয্যা, ব্যবহার, স্নান ও ভূষণ থাকিবে না। তাহারা দেখিতে পিশাচের সদৃশ হইবে। ঐ ৩৭।

কলৌ কাকিণিকেঽপ্যর্থে বিগৃহ্য ত্যক্তসৌহৃদাঃ।
ত্যক্ষ্যন্তি হি প্রিয়ান্ প্রাণান্ হনিষ্যন্তি
স্বকানপি॥

তাহারা বিংশতি কপর্দ্দকমাত্র অর্থ লইয়া বিবাদ করতঃ সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ এবং আত্মীয়দিগকেও নাশ করিবে। ভা-পু ১২।৩।৩৮।

নরক্ষিষ্যন্তি মনুজাঃ স্থাবরৌ পিতরাবপি।
পুত্রান্ ভার্য্যাঞ্চ কুলজাং ক্ষুদ্রাশিশ্নোদরম্ভরাঃ॥

মনুষ্যেরা নীচাশয় এবং শিশ্নের ও উদরের ভরণে নিরত হইয়া বৃদ্ধ পিতা, মাতা, পুত্র এবং সৎকুলজাতা পত্নীকেও ভরণ করিবে না। ঐ ৩৯।

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পতিং গুরুং
ত্রিলোকনাথানত পাদপঙ্কজং।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্ত মচ্যুতং।
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ড বিভিন্ন চেতসঃ॥

হে রাজন! কলিতে পাষণ্ডগণ চিত্ত অন্যথা করাতে, অধিক মনুষ্য ত্রিলোকনাথেরা যাঁহার পাদপদ্মে নমস্কার করেন, সেই জগৎ সমূহের পরম গুরু ভগবান্ অচ্যুতের পূজা করিবে না। ঐ ৪০।

বেদহীনো ব্রাহ্মণশ্চ বলহীনশ্চ ভূপতিঃ।
জাতিহীনা জনাঃ সর্ব্বে ম্লেচ্ছো ভূপো ভবিষ্যতি॥

ব্রাহ্মণগণ বেদহীন, নরপতিগণ বলহীন ও লোকসকল জাতিহীন হইবে। ম্লেচ্ছেরাই শাসনকার্য্যে ব্রতী হইবে। ব্র-বৈ-পু-৪।১২৮।৩৪।

বর্ণাশ্রমচারবতী প্রবৃত্তির্ণ কলৌ নৃণাম্।
ন সামঋগ্‌যজুর্ব্বেদ-বিনিষ্পাদন হেতুকা॥

কলিকালে মনুষ্যগণের প্রবৃত্তি ও আচার ব্যবহার স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমের অনুরূপ নহে। তাহারা সাম, ঋক ও যজুর্ব্বেদোক্ত বিধানানুসারে ক্রিয়াকাণ্ড করে না।

বি-পু ৬।১।১০।

যেন কেনৈব যোগেন দ্বিজাতির্দীক্ষিতঃ কলৌ।
যৈব সৈব চ মৈত্রের প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া কলৌ॥

হে মৈত্রেয়! কলিকালের ব্রাহ্মণ যথারীতি দীক্ষিত হউন বা না হউন, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। তৎকালে কেবল লোকরঞ্জনের নিমিত্ত নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের রীতি প্রবর্ত্তিত থাকিবে। ঐ ১৩।

সর্ব্বমেব কলৌ শাস্ত্রং যস্য যদ্বচনং দ্বিজ।
দেবতাশ্চ কলৌ সর্ব্বাঃসর্ব্বঃ সর্ব্বস্য চাশ্রমঃ।

কলিকালে যে কোন ব্যক্তির যে কোন বচন হউক না কেন, সকলই শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং নানাপ্রকার মনঃকল্পিত দেবতা ও ইচ্ছানুরূপ আশ্রমের সৃষ্টি হইবে।

ঐ ১৪।

বিত্তেন ভবিতা পুংসাং স্বল্পেনাঢ্যমদঃ কলৌ।
স্ত্রীণাং রূপমদশ্চৈব কেশৈরেব ভবিষ্যতি॥

কলিযুগে মানবগণ অল্পমাত্র ধনে গর্ব্বিত হইয়া উঠিবে এবং যে স্ত্রীলোকের কেশমাত্র আছে, তাহা-

রও রূপের গর্ব্বের পরিসীমা থাকিবে না। বি-পু ৬।১।১৬।

যো যো দদাতি বহুলং স স স্বামী তদা নৃণাম্।
স্বামিত্বহেতুঃ সম্বন্ধো ভাবী নাভিজনস্তদা।।

তৎকালে যে যে ব্যক্তি বহু ধন দান করিতে সমর্থ হইবে, সেই সেই ব্যক্তি সকলের প্রভু হইবে। কৌলিন্য নিবন্ধন কাহারও প্রভুত্ব থাকিবে না। ঐ ১৯।

গৃহান্তা দ্রব্যসংঘাতা দ্রব্যান্তা চ তথা মতিঃ।
অর্থাশ্চাত্মোপভোগান্তা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।।

তৎকালে মানবগণ গৃহাদি নির্ম্মাণকেই ধনসঞ্চয় বলিয়া মনে করিবে। তাহাদিগের মন ধনোপার্জ্জনেই ব্যগ্র থাকিবে (জ্ঞানোপার্জ্জনে ধাবমান্ হইবে না) তাহাদিগের উপার্জ্জিত ধন নিজ উপভোগ মাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে, দেবতা ও অতিথি প্রভৃতির সৎকারে ব্যয় করা হইবে না। ঐ ২০।

স্ত্রিয়ঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি স্বৈরিণ্যো ললিতস্পৃহাঃ।
অন্যায়াবাপ্তবিত্তেষু পুরুষাশ্চ স্পৃহালবঃ।।

কলিকালের কামিনীরা রমনীয় বস্তুতে স্পৃহাবতী ও স্বেচ্ছাচারিণী হইবে। তৎকালে অন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জন করণার্থ পুরুষগণ লোলুপ হইবে। ঐ ২১

কিং বেদৈঃ কিং দ্বিজৈর্দ্দেবৈঃ কিং শৌচেনাম্বুজন্মনা
ইত্যেবং বিপ্র বক্ষ্যন্তি পাষণ্ডোপহত্য নরাঃ।।

কলিকালের মনুষ্যগণ কতকগুলি পাষণ্ডের উপদেশানুসারে এইরূপ কথা বলিয়া বেড়াইবে যে, বেদবিধিতে কি হইতে পারে? ব্রাহ্মণগণ ও দেবগণ কি জন্য পূজ্য হইবেন? এবং জলদ্বারা শুচি হইবার কি ফল? ঐ ৪৯।

সমানপৌরুষঞ্চেতো ভাবি বিপ্রেষু বৈ কলৌ।
ক্ষীরপ্রদান সংবন্ধি ভাবি গোষু চ গৌরবম্।।

কলিকালে শূদ্রাদির এরূপ মতি হইবে যে, আমিও পুরুষ, ব্রাহ্মণও পুরুষ, অতএব উভয়ের বিশেষ তারতম্য কি? তৎকালে মানবগণ গোগণের প্রতি দুগ্ধপ্রদান অনুসারে গৌরব করিবে। বি-পু-৬।১।২৩।

অস্নানভোজিনো নাগ্নিদেবতাতিথি পূজনম্।
করিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে নচ পিত্র্যোদকক্রিয়াম্।।

কলিকাল উপস্থিত হইলে মানবগণ স্নান না করিয়াই ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। তাহারা অগ্নিপূজা, অতিথি সৎকার ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিবে না। ঐ ২৭।

বেদমার্গে প্রলীনে চ পাষণ্ডাঢ্যে ততো জনে।
অধর্ম্মবৃদ্ধ্যা লোকানাং স্বল্পমায়ুর্ভবিষ্যতি।।

এইরূপে যখন বেদবিধি বিলুপ্ত হইবে, এবং অধিকাংশ লোকই

পাষণ্ড হইয়া উঠিবে, তখন অধর্ম্ম বৃদ্ধি হেতু মনুষ্যের পরমায়ু ন্যূন হইয়া আসিবে। বি-পু ৬।১।৩৯।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যমানেষু বৈ তপঃ।
নরেষু নৃপদোষেণ বালমৃত্যুর্ভবিষ্যতি॥

তখন মনুষ্যগণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, রাজ-দোষে বালকগণ অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইতে থাকিবে। ঐ ৪০।

ভবিত্রী যোষিতাং সূতিঃ পঞ্চ ষট্ সপ্তবার্ষিকীঃ।
নবাষ্টদশবর্ষাণাং মনুষ্যাণাং তথা কলৌ॥

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম বৎসরে নারীগণের এবং অষ্টম, নবম ও দশম বৎসরে পুরুষগণের সন্তান উৎপন্ন হইবে। ঐ ৪১।

পলিতোদ্ভবশ্চ ভবিতা তদা দ্বাদশবার্ষিকঃ।
নাতি জীবতি বৈ কশ্চিৎ কলৌ বর্ষাণি বিংশতি॥

তৎকালে মানবগণ দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হইবে এবং কোন ব্যক্তি বিংশতি বৎসর অপেক্ষা অধিক দিন জীবিত থাকিবে না। ঐ ৪২।

অল্পপ্রজ্ঞা বৃথালিঙ্গা দুষ্টান্তঃকরণাঃ কলৌ।
যতস্ততো বিনশ্যন্তি কালেনাল্পেন মানবাঃ॥

ঘোর কলি উপস্থিত হইলে মানবগণ অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন, বৃথা চিহ্নধারী ও দুষ্টান্তঃকরণ হওয়াতে অল্পকালের মধ্যেই বিনষ্ট হইবে। ঐ ৪৩।

স্বল্পাম্বুবৃষ্টিঃ পর্জ্জন্যঃ শস্যং স্বল্পফলং তথা।
ফলং তথাল্পসারঞ্চ বিপ্র প্রাপ্তে কলৌ যুগে॥

হে ব্রহ্মন্! কলিকাল উপস্থিত হইলে, মেঘসমূহে অল্প জল ও অল্প বৃষ্টি হইবে, শস্যসমূহে অল্প মাত্র ফল উৎপন্ন হইবে এবং ফল সমূহের আস্বাদ বা তেজ তাদৃশ উত্তম থাকিবে না। বি-পু ৬।১।৫০।

শাণ প্রায়াণি বস্ত্রাণি শমীপ্রায়া মহীরুহাঃ।
শূদ্রপ্রায়াস্তথাবর্ণা ভবিষ্যন্তি কলৌযুগে॥

তৎকালে মানবগণ শণসূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম সূত্রের বস্ত্র পরিধান করিবে, বৃক্ষ সকল প্রায়ই শমী-বৃক্ষের ন্যায় নিষ্ফল হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণই সন্ধ্যাবন্দনাদি বিবর্জ্জিত হইয়া শূদ্রের ন্যায় ব্যবহারে রত থাকিবে। ঐ ৫১।

নিঃসত্ত্বানামশৌচানাং নিশ্রীকানাং তথা নৃণাম্।
যদ্‌যদ্দুঃখায় তৎসর্ব্বং কলিকালে ভবিষ্যতি॥

কলিকালের মানবগণ সত্ত্বহীন, শৌচহীন ও শ্রীহীন হইবে, সুতরাং যে যে কার্য্য দুঃখদায়ক তৎসমুদাই তাহাদের ঘটিতে থাকিবে। ঐ ৫৬।

ধর্ম্মৈকপাচ্চ প্রথমে কলেশ্চাতি ক্রূরোবলঃ।
দুষ্টানাং দস্যুচৌর্য্যাণামঙ্কুরঃ প্রভবেন্নৃজ॥

কলিযুগের প্রথমে ধর্ম্ম একপাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া অতি

ক্ষীণভাবে সঞ্চারিত হইতে থাকে, তখন দুষ্টদল, দস্যুদল ও তস্করদলের অঙ্কুর উদগত হইতে আরম্ভ হয়। ব্র-বৈ-পু-৪।৯০।২৪।

অধর্ম্মনিরতাঃ কেচিদ্ভীতাঃ সংকোপিনস্তথা।
ভীতাগুপ্তাশ্চ পুংশ্চল্যো ভীতাশ্চঃপার-দারিকাঃ॥

তখন কেহ কেহ স্পষ্টভাবে কেহ কেহ বা সঙ্কুচিতভাবে অধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং কেহ কেহ রোষাবিষ্ট হইয়া উঠে। পরদার-পরায়ণ ব্যক্তিগণ ও পুংশ্চলীগণ ভয়ে ভয়ে ও গোপনে গোপনে স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়॥ ঐ ২৫।

ধর্ম্মিষ্ঠানাং ভয়ে শশ্বদধর্ম্মিষ্ঠাশ্চ কম্পিতাঃ।
স্বল্প ধর্ম্মরতাভূপাঃ স্বল্প বেদরতা দ্বিজাঃ।
ব্রত ধর্ম্মরতাঃ কেচিৎ সর্ব্বে স্বচ্ছন্দগামিনঃ॥

অধার্ম্মিকদিগের ভয়ে ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদাই কম্পিত হইতে থাকে। রাজাদিগের স্বধর্ম্মানুরাগ ও ব্রাহ্মণদিগের বেদজ্ঞান স্বল্প বা নামমাত্র হইয়া উঠে। কেহ কেহ ব্রতানুষ্ঠানে তৎপর হয় বটে, কিন্তু প্রায় সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে॥ ঐ ২৬।

যাবত্তিষ্ঠন্তি তীর্থানি যাবত্তিষ্ঠন্তি সাধবঃ।
যাবত্তিষ্ঠন্তি গ্রামাণাং দেবশাস্ত্রাদিপূজনং।
তাবৎ কিঞ্চিত্তপঃ সত্যং স্বর্গধর্ম্মাংশ এব চ॥

যে কাল পর্য্যন্ত তীর্থসকল, সাধুগণ, গ্রাম্যদেবতা পূজা ও শাস্ত্রের সমাদর থাকিবে, সেই কাল পর্য্যন্ত কিয়ৎ পরিমাণে তপস্যা, সত্য, স্বর্গ ও ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিবে॥ ব্র-বৈ-পু-৪।৯০।২৭।

কলের্দোষনিধেস্তাত গুণ একো মহানপি।
মানসং সংভবেৎ পুণ্যং সুকৃতং নহি দুষ্কৃতং॥

হে তাত! এইরূপ কলি সমুদায় দোষের আকর হইলেও ইহার এই এক মহৎ গুণ যে, মনঃকল্পনাতেই পুণ্য সঞ্চার হয় এবং সুকৃতি কখন দুস্কৃতিতে পরিণত হয় না॥ ঐ ২৮।

তীর্থাদিকে গতে তাত নষ্টো ধর্ম্মাংশ এবচ।
কলারূপশ্চ ধর্ম্মশ্চ যথা কুহ্বাং নিশাকরঃ॥

কিন্তু যখন গঙ্গাদি তীর্থমাহাত্ম্য বিগত হইবে, তখন সেই অবশিষ্ট একপাদ ধর্ম্মও বিগতপ্রায় হইবে; ফলতঃ অমাকলায় চন্দ্রমা যেরূপে অবস্থান করেন, ধর্ম্মও তদনুরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া থাকিবেন॥ ঐ ২৯।

কলের্দ্দশ সহস্রাণি হরিস্তিষ্ঠতি মেদিনীং।
দেবানাং প্রতিমা পূজা শাস্ত্রাণি চ পুরাণকং॥

কলিযুগের আরম্ভ হইতে দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবীতে শ্রীহরি অবস্থান করিবেন এবং তাবৎকাল দেবতাদিগের প্রতিমা-

পূজা, শাস্ত্রে সমাদর ও পুরাণশ্রবণে শ্রদ্ধা থাকিবে॥ ব্র-বৈ-পু-৪।৯০।৩১।

তদর্দ্ধমপি তীর্থানি গঙ্গাদীনি সুনিশ্চিতং।
তদর্দ্ধং গ্রামদেবাশ্চ বেদাশ্চ বিদুষামপি॥

গঙ্গাদি তীর্থ সকল উহার অর্দ্ধ পরিমিত কাল এবং গ্রাম্যদেবতা, চারিবেদ ও সাধুগণ তাহার অর্দ্ধ পরিমিত কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন॥ ঐ ৩২।

অধর্ম্মঃ পরিপূর্ণশ্চ তদন্তে চ কলৌপিতঃ।
একবর্ণা ভবিষ্যন্তি বর্ণাশ্চত্বার এবচ॥

হে পিত! এই নির্দ্দিষ্ট কালের পর অধর্ম্ম পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে এবং ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ এক বর্ণ হইবে॥ ঐ ৩৩।

ন মন্ত্রপূতোদ্বাহশ্চ নহি সত্যং ন চ ক্ষমা।
স্বস্ত্রীবল্লিতো নিত্যং গ্রাম্যধর্ম্ম প্রধানতঃ॥

তখন বিবাহের মন্ত্রপাঠের প্রয়োজন থাকিবে না; সত্য একেবারে পলায়ন করিবে, ক্ষমা বিলুপ্ত হইবে এবং লোক সকল স্বস্ত্রীর ন্যায় পরপত্নীতে অনুরক্ত হইবে॥ ঐ ৩৪।

ন যজ্ঞসূত্রং তিলকং ব্রাহ্মণানাঞ্চ নিত্যশঃ।
সন্ধ্যাশাস্ত্রবিহীনাশ্চ বিপ্রবংশাস্ত্রতাদপি॥

ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞসূত্র ও তিলক ধারণ করিবে না এবং তাহারা সন্ধ্যোপাসনা, শাস্ত্রালোচনা অথবা বেদাধ্যয়ন হইতে একেবারে বর্জ্জিত হইবে॥ ব্র-বৈ-পু-৪।৯০।৩৫।

সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বেষাং ভক্ষণং নিয়মচ্যুতং।
অভক্ষ্য ভক্ষ্যলোলাশ্চ চাতুর্বর্ণাশ্চ লম্পটাঃ॥

সকল বর্ণেরই সকল বর্ণের সহিত একত্র ভোজন বিষয়ে কিছুমাত্র বাধা থাকিবে না এবং সকল লোকই অভক্ষ্য ভক্ষণে ব্যগ্র ও নিতান্ত লম্পট হইয়া উঠিবে॥ ঐ ৩৬॥

নারীষু ন সতীকাপি পুংশ্চলী চ গৃহে গৃহে।
করোতি তর্জ্জনং কান্তং ভৃত্যতুল্যঞ্চকম্পিতং॥

নারীগণের মধ্যে আর কেহই সতী থাকিবেনা এবং প্রতি গৃহই পুংশ্চলী অর্থাৎ বেশ্যা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া উঠিবে। তাহারা স্বীয় পতিকে ভৃত্যের ন্যায় ভৎসনা করিবে, আর পতিগণও পত্নীর নিকট কম্পান্বিত কলেবর হইবেন॥ ঐ ৩৭।

ভৃত্যশ্চ হত্বা রাজানং স্বয়ং রাজা ভবিষ্যতি।
নারী হত্বাপতিং কামাৎ ভজেজ্জারঞ্চ কৌতুকাৎ॥

রাজভৃত্য রাজাকে বধ করিয়া স্বয়ং রাজা হইবেন আর পত্নীগণ কামের বশীভূত হইয়া উপপতির সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিবার জন্য নিজ পতির হত্যাসাধনে সঙ্কুচিত হইবে না॥ ঐ ৪৫।

পুত্রশ্চ পিতরং হত্বা স্বয়ং ভূপোভবিষ্যতি।
রাজানশ্চাপি ম্লেচ্ছাশ্চ যবনাধর্ম্ম নিন্দিতাঃ॥
সৎকীর্ত্তিমপি সাধুনাং কুর্ব্বন্ত্যমূলন মুদা।

পুত্রও পিতার বধ সাধন করিয়া স্বয়ং রাজা হইবে এবং রাজাগণও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিন্দিত যবন ও ম্লেচ্ছধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সাধুগণের সৎকীর্ত্তি সকল একেবারে উন্মূলিত করিবেন॥

ব্র-বৈ-পু-৪।৯০।৪৬।

দেবায়তহীনঞ্চ জগৎ সর্ব্বংভয়াকুলং।
অরাজকঞ্চ দুর্নীতং গততং কলি দোষতঃ॥

তখন জগতে আর দেবালয় থাকিবে না। চতুর্দ্দিক ভয়াকুল ও অরাজকতায় পরিপূর্ণ হইবে; ফলতঃ কলির দোষে নীতিমার্গ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে॥

ঐ ৫১।

বুভুক্ষিতা কুচেলাশ্চ দরিদ্রাব্যাধিতা নরাঃ।
রূপর্দ্দকবটাধ্যক্ষো রাজেন্দ্রোহি ঘটেশ্বরঃ॥

লোক সকল ক্ষুধার্ত্ত, কুৎসিত-বেশধারী, দরিদ্র ও ব্যাধিগ্রস্ত হইবে এবং রাজেন্দ্রগণ কপর্দ্দক ও বটাধ্যক্ষ মাত্র হইবেন; ফলতঃ ঘটমাত্র তাঁহাদিগের ধন হইবে॥

ঐ ৫২।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠসমালোকাঃ বৃক্ষাঃ শাকসমাস্তথা।

মানবদেহ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ও বৃক্ষসকল শাক সমান হইবে।

ঐ ৫৩।

তালানাং নারিকেলানাং পনসানাং তথৈব চ।
ফলানি শর্ষপান্যেব তৎক্ষুদ্রঞ্চ ততঃ পরং॥

তাল, নারিকেল ও পনস (কাঁটাল) প্রভৃতি বৃক্ষ সকলের ফল শর্ষপাকার মাত্র হইবে, তাহার কিয়ৎকাল পরে উহা আবার তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইবে। ব্র-বৈ-পু ৪।৯০।৫৪।

জলভোজনপাত্রেণ শস্যেন বাসসা তথা।
বিহীনং মন্দিরং সর্ব্বং গৃহিণামপরিষ্কৃতং।
গন্ধকেন পরিবৃতং দীপহীনং তমোবৃতং॥

সকল গৃহই জলপাত্র, ভোজন পাত্র, শস্য ও পরিধেয় বস্ত্র বিহীন হইবে এবং অপরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হইবে; কোন গৃহেই দীপ-শিখার নাম মাত্রও থাকিবে না, সুতরাং সকলই তমসাচ্ছন্ন হইবে॥

ঐ ৫৫।

নদোনদ্যঃ কন্দরাশ্চ তড়াগাশ্চ সরোবরাঃ।
জলপদ্ম বিহীনাশ্চ জলহীনা ঘটাস্তথা॥

নদ, নদী, কন্দর, তড়াগ ও সরোবর প্রভৃতি সমস্তই জল ও পদ্ম বিহীন হইবে। অধিক কি কুম্ভ পর্য্যন্ত জলশূন্য হইবে॥

ঐ ৫৮।

অবশিষ্টা চ পৃথিবী কথামাত্রাবশেষিতা।
কলৌ গতে চ পৃথিবী ক্ষত্রং বর্ষে গতে তথা।
পুনঃ সত্যং প্রবিষ্টশ্চ ভবিষ্যতি ক্রমেণ বৈ॥

অনন্তর অবশিষ্টা পৃথিবী কেবল কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। এই

রূপে কলির অবসান হইলে পুনর্ব্বার ক্রমে ক্রমে সত্যযুগের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইবে (১)॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৯০।৬৩।

ধর্ম্মো বৈ গ্রসতেঽধর্ম্মং যদা কৃতমভূদ্ যুগম্।
অধর্ম্মো গ্রসতে ধর্ম্মং তদাতিষ্যঃ প্রবর্ত্ততে॥

যখন সত্যযুগ উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মকে গ্রাস করে এবং যখন কলিযুগ উপস্থিত হয়, তখন অধর্ম্ম ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়া থাকে॥

বা-রা-৬।৩৫।১৪।

কলের্দোষ নিধেরাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥

কলি দোষের নিধি; কিন্তু তাহার এই এক মহৎ গুণ আছে যে মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণমাত্রে বন্ধন মুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষকে প্রাপ্ত হইবে॥ ভা-পু-১২।৩।৪৩।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ।

সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করণ, ত্রেতায় যজ্ঞ সকলের দ্বারা অর্চ্চনা করণ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা এবং কলিতে নামোচ্চারণ হইতে মনুষ্যের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে॥ ঐ ৪৪।

---

(১) কলিযুগের অবসানে যেরূপে সত্যযুগ পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত হইবে তাহার বিষয় এই স্থলে লিখিত হইতেছে। যথা,—"এইরূপে যখন কলিযুগের শেষ হইয়া আসিবে, তখন অধিকাংশ মনুষ্যই বিনষ্ট হইবে। যখন সমুদায় শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায় হইবে, সেই সময়েই জগৎস্রষ্টা চরাচরগুরু সর্ব্বভূতের আত্মারূপী ভগবান্ বাসুদেব স্বীয় অংশে এই ভূতলে সম্ভল নামক গ্রামবাসী বিষ্ণুযশা নামে বিখ্যাত প্রধান ব্রাহ্মণের গৃহে অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদয় ম্লেচ্ছ, দস্যু ও দুষ্টাচারসম্পন্ন অধার্ম্মিকদিগকে সংহার করিবেন। তাঁহার শক্তি ও মাহাত্ম্য কোথাও প্রতিহত বা পরিচ্ছন্ন হইবে না। তিনি পুনর্ব্বার সমুদায় লোককেই স্ব স্ব ধর্ম্মে সংস্থাপিত করিবেন। তিনি কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইলে জগতে আর কলির আবির্ভাব থাকিবে না। তখন অবশিষ্ট মানবগণ কলির অবসান নিবন্ধন প্রবুদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধি লাভ করিবে। এই সময় বীজস্বরূপ যে সকল মনুষ্য জীবিত থাকিবে, তাহারা যদিও পরিণত বয়স্ক, তথাপি তৎকালে তাহাদের যে সকল সন্তান হইবে, তাহারা সেই সময়ের উপযুক্ত হইয়া উঠিবে এবং তাহারা সত্যযুগের ধর্ম্মানুসারী হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিবে। সত্যযুগের বিষয়ে এই একটী শ্লোক প্রচলিত আছে যে 'যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিষ্য বৃহস্পতি। এক রাশৌ সমেষ্যন্তি ভবিষ্যতি তদা কৃতম্,' অর্থাৎ যখন চন্দ্র, সূর্য্য, পুষ্যা নক্ষত্র এবং বৃহস্পতি একরাশিতে মিলিত হইবেন, সেই সময়ে সত্যযুগ সমুপস্থিত হইবে।"

বি-পু-৪।২৪।২৫—৩০।

* * * অপিচ, (সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সমেত) এই কলিযুগ মনুষ্যদিগের তিন লক্ষ ষষ্টিসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। দিব্য বৎসর অনুসারে ইহার পরিমাণ দ্বাদশ শত বৎসর। এই কাল সম্পূর্ণরূপে অতীত হইলেই পুনর্ব্বার সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে।

বি-পু-৪।২৪।৪০—৪১।

যৎকৃতে দশভির্বর্ষৈস্ত্রেতায়াং হায়নেন বৎ।
দ্বাপরে যচ্চ মাসেন অহোরাত্রেণ তৎকলৌ॥

সত্যযুগে দশ বৎসরে যে কার্য্য সিদ্ধ হইত, তাহা ত্রেতায় এক বৎসরে, দ্বাপরে এক মাসে এবং কলিতে এক অহোরাত্রেই সিদ্ধ হইয়া থাকে॥ বি-পু-৬।২।১৫।

অপরে তু যুগে দেবি পুণ্যং পাপঞ্চ মানসম্।
অগ্রণামাসীৎ কলৌ পুণ্যং কেবলং ন তু দুষ্কৃতম্॥

হে দেবি! অন্যযুগে মানবগণের পাপ-পুণ্য মানসিক ছিল, অর্থাৎ সঙ্কল্প দ্বারাই হইত, কিন্তু কলিযুগে কেবল মানসিক পুণ্য হইবে, পাপ হইবে না॥ ম-নি-ত ৪।৬৯।

কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং ত্রেতায়াঞ্চৈব দর্শনাৎ।
দ্বাপরে চান্নমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা॥

সত্যযুগে পাপীর সহিত আলাপন করিলে, ত্রেতায় পাপীকে দর্শন করিলে, দ্বাপরে পাপীর অন্নগ্রহণ করিলে এবং কলিতে পাপকর্ম্ম করিলে পতিত হয়॥ প-সং ১।২৫।

কৃতে তু তৎক্ষণাচ্ছাপস্ত্রেতায়াং দশভির্দ্দিনৈঃ।
দ্বাপরে মাসমাত্রেণ কলৌ সংবৎসরেণ তু॥

সত্যযুগে শাপ প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ ফল হয়; ত্রেতায় দশ দিনে, দ্বাপরে এক মাসে এবং কলিতে এক বৎসরে ফল হয়॥ ঐ ২৬।

কৃতে চাস্থিগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াং মাংসসংস্থিতাঃ।
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কলাবন্নাদিষু স্থিতাঃ॥

সত্যযুগে মনুষ্যের অস্থিগত প্রাণ, ত্রেতায় মাংসগত প্রাণ, দ্বাপরে শোণিতগত প্রাণ এবং কলিতে অন্নাদিগত প্রাণ॥ প-সং-১।২৯।

ধর্ম্মো জিতো হ্যধর্ম্মেণ জিতঃসত্যোঽনৃতেন চ।
জিতা ভৃত্যৈস্তু রাজানঃ স্ত্রীভিশ্চ পুরুষা জিতাঃ॥

কলিযুগে ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তৃক, সত্য মিথ্যা কর্ত্তৃক, প্রভুগণ ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক এবং পুরুষ সকল নারীগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়॥ ঐ ৩০।

(ব্রাহ্মণ জাতিই যুগানুরূপ ধর্ম্মের মূর্ত্তি-স্বরূপ ও ধর্ম্মের রক্ষক হয়েন)

যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তত্র তত্র চ যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপা হি তে দ্বিজাঃ॥

যুগে যুগে যেরূপ ধর্ম্ম প্রচলিত এবং যুগে যুগে দ্বিজগণ যেরূপ আচার ব্যবহার করেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাঁহারাই যুগরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন*॥ ঐ ৩২।

---

* অর্থাৎ সত্যযুগের ব্রাহ্মণেরা সাক্ষাৎ সত্যযুগের অবতার, ত্রেতাযুগের ব্রাহ্মণেরা ত্রেতার অবতার, দ্বাপর যুগের ব্রাহ্মণেরা দ্বাপরের অবতার এবং কলিযুগের ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ কলির অবতার॥

উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
স হি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নোব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

ব্রাহ্মণশরীর ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সনাতন মূর্ত্তি, ধর্ম্মের নিমিত্ত উৎপন্ন ব্রাহ্মণ (আত্মজ্ঞান প্রভাবে) মোক্ষলাভের উপযুক্ত পাত্র হয়েন॥

ম-স ১।৯৮।

ব্রাহ্মণোজায়মানোহি পৃথিব্যা মধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥

ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েন, যেহেতু সকলের ধর্ম্ম সমূহের রক্ষার নিমিত্তই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ ৯৯।

(ব্রাহ্মণ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব কথন)

ঊর্দ্ধং নাভের্মেধ্যতরঃ পুরুষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মান্মেধ্যতমং তস্য মুখমুক্তং স্বয়ম্ভুবা॥

স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা) কহিয়াছেন যে, পুরুষের সর্ব্বাঙ্গই পবিত্র, তন্মধ্যে নাভির ঊর্দ্ধভাগ পবিত্রতর এবং মুখ পবিত্রতম হয়॥ ম-স ১।৯২।

উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাদ্‌ব্রাহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভু॥

ব্রাহ্মণ উত্তমাঙ্গ হইতে উদ্ভব, অথচ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের জ্যেষ্ঠ এবং বেদের অধ্যাপনাদি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অধিকারী হওয়া প্রযুক্ত এই জগতের সমুদায়ের ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণই প্রভু হন। ঐ ৯৩।

দৈবাধীনা জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাস্তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণো দেবতা।

সমস্ত জগৎ দেবতাদিগের অধীন, দেবগণ মন্ত্রের অধীন এবং সেই মন্ত্র ব্রাহ্মণদিগের অধীন, অতএব ব্রাহ্মণ দেবতা স্বরূপ॥

মহাজন-গৃহীত বাক্য।

ব্রাহ্মণাবাহিতা দেবাঃ শশ্বদ্বিশ্বেষু পূজিতাঃ।
ন চ বিপ্রাৎ পরোদেবো বিপ্ররূপী স্বয়ং হরিঃ।

যেহেতু দেবগণ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক আবাহিত হইয়াই এই বিশ্বে নিয়ত পূজিত হয়েন, এই হেতু ব্রাহ্মণ অপেক্ষা দেবতা নাই এবং স্বয়ং হরিই বিপ্ররূপী হয়েন॥

ব্র-বৈ-পু ১।১১।১৪।

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎস্থ নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণা স্মৃতাঃ॥

ভূতগণের মধ্যে প্রাণীগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণীগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী পশুগণ শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিজীবী পশুগণের মধ্যে নরগণ শ্রেষ্ঠ এবং নরগণের মধ্যে (বেদাধিকারী) ব্রাহ্মণেরাই শ্রেষ্ঠ॥

ম-স ১।৯৬।

ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎস্থ কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্বানেরা শ্রেষ্ঠ, বিদ্বানগণের মধ্যে কৃতবুদ্ধগণ

শ্রেষ্ঠ, কৃতবুদ্ধিগণের মধ্যে কর্ত্তব্য-কর্ম্মকারীগণ শ্রেষ্ঠ এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকারীগণের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানীরাই শ্রেষ্ঠ॥ ম-স ১।৯৭।

(ধর্ম্মসভা ও সভাধ্যক্ষের লক্ষণ কথন)

চত্বারোবেদধর্ম্মজ্ঞাঃ পর্ষৎত্রৈবিদ্যমেব বা।
সা ব্রূতে যং সধর্ম্মঃ স্যাদেকোবাধ্যাত্মবিত্তমঃ॥

বেদ ও ধর্ম্মজ্ঞ চারিজন ব্রাহ্মণ কিম্বা ত্রিবেদজ্ঞ অনেক ব্যক্তির নাম পর্ষৎ অর্থাৎ সভা। সন্দিগ্ধ বিষয়ে ঐ সভা দ্বারা যাহা উক্ত হয় অথবা একজন অধ্যাত্মবেত্তা যাহা বলেন তাহাই ধর্ম্ম॥

যা-সং ১।৯।

মুনীনামাত্মবিদ্যানাং দ্বিজানাং যজ্ঞযাজিনাং।
বেদব্রতেষু স্নাতানামেকোঽপি পরিষদ্ভবেৎ॥

যে সকল ব্রাহ্মণ আত্মতত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন, যাঁহারা যজ্ঞনিষ্ঠ ও বেদব্রত-পারগ, তাঁহাদিগের এক ব্যক্তিও পরিষদ্ হইতে পারেন॥

প-সং ৮।২০।

প্রমাণমার্গং মার্গন্তো যে ধর্ম্মং প্রবদন্তি বৈ।
তেষামুদ্বিজতে পাপং সদ্ভূতগুণবাদিনাং॥

যাঁহারা প্রামাণিক পথ অন্বেষণ পূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা দেন, তাঁহারাই যথাযথ ধর্ম্মবাদী। পাপ তাঁহাদিগকেই ভয় করে॥ ঐ ১৬।

অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্বং ন বিদ্যতে॥

যে সকল ব্রাহ্মণ ব্রতহীন, মন্ত্রহীন কিন্তু কেবল জাতিমাত্রোপজীবী, তাঁহাদিগের সহস্র ব্যক্তি একত্র মিলিত হইলেও পরিষদ্ শব্দে বাচ্য হইতে পারেন না॥ প-সং ১।১২।

অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং দদাতি যঃ।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতঃ কিল্বিষং পরিষদ্ব্রজেৎ॥

যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র না জানিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন, তাঁহাদিগের ব্যবস্থায় পাপী ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হয় বটে, কিন্তু সেই পাপ ব্যবস্থাপক পরিষদের শরীরে সংক্রান্ত হয়॥ ঐ ১৪।

কেবলং বেদমাশ্রিত্য কঃ করোতি বিনির্ণয়ং।
বলবান্ লৌকিকো বেদাল্লোকাচারঞ্চ কস্ত্যজেৎ॥

এই জগতে বলবান্ লোকাচার বিদ্যমান থাকিতে কোন্ ব্যক্তি কেবল বেদ অবলম্বন করিয়া কার্য্য নির্ণয় করিয়া থাকেন! লোকাচার বেদাপেক্ষা প্রবল ? অতএব কোন্ ব্যক্তি সেই বেদপ্রধান লোকব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন। (১)॥

ব্র-বৈ-পু ৩।৭।৪৯।

(১) অনেকে শ্রুতি অর্থাৎ বেদকে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে দোষা-রোপ করা যায় না, কিন্তু শ্রুতিতে সমুদয় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনেক স্থলে

অধর্ম্মো যত্র ধর্ম্মাখ্যো ধর্ম্মশ্চাধর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ।
স বিজ্ঞেয়ো বিভাগেন যত্র মুহ্যন্ত্যবুদ্ধয়ঃ ॥

যে স্থলে অধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া ও ধর্ম্ম অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তথায় বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ধর্ম্মের অবধারণ করিতে হইবে; মূঢ়গণ ঐ প্রকার ধর্ম্মাবধারণে নিতান্ত অসমর্থ হয়॥ ম-ভা-বনপর্ব্ব ১৫০।২৭।

বিদ্ধো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মেণ সভাং যত্রোপপদ্যতে।
ন চাস্য শল্যং কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ॥

ধর্ম্ম অধর্ম্ম দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে ধর্ম্মের কোন হানি হয় না, কিন্তু যে সমস্ত সভ্য সভায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগকেই অধর্ম্ম স্পর্শে॥ ম-ভা-সভাপর্ব্ব ৬৬।৭৮।

অর্দ্ধং হরতি বৈ শ্রেষ্ঠঃপাদো ভবতি কর্ত্তৃষু।
পাদশ্চৈব সভাসৎসু যেন নিন্দন্তি নিন্দিতম্।

যাঁহারা নিন্দিত ব্যক্তিকে নিন্দা না করেন, সেই অনিন্দাবাদিগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে অধর্ম্মের অর্দ্ধাংশ, কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে চতুর্থাংশ এবং সদস্যদিগকে চতুর্থাংশ প্রদান করিয়া থাকে॥ ঐ ৭৯।

অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্ব্বোধ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়। ধর্ম্মনির্ণয়ানভিজ্ঞ অল্পবিদ্য ব্যক্তি জ্ঞানবৃদ্ধদিগের নিকট সন্দেহ ভঞ্জন না করিয়া ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। অতএব বেদবেদাঙ্গপারগ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ অধর্ম্মবিরত ব্রাহ্মণের নিকট জিজ্ঞাস্য বিষয় নিবেদন করিতে হইবে। তিনি দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনায় ন্যায়ানুসারে যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে। ম-ভা।

অনেনা ভবতি শ্রেষ্ঠো মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ।
এনো গচ্ছতি কর্ত্তারং নিন্দার্হো যত্র নিন্দ্যতে॥

যথায় নিন্দার্হ ব্যক্তির নিন্দাবাদ হইয়া থাকে, সেই স্থলে শ্রেষ্ঠ ও সদস্যগণ পাপশূন্য হয়েন, কিন্তু যিনি কর্ত্তা তাঁহারই পাপস্পর্শ হইয়া থাকে॥ ম-ভা-সভাপর্ব্ব ৬৬।৮০।

বিতথন্তু বদেয়ুর্যে ধর্ম্মং প্রহ্লাদ পৃচ্ছতে।
ইষ্টাপূর্ত্তঞ্চ তে ঘ্নন্তি সপ্ত সপ্ত পরাবরান্॥

জিজ্ঞাসা করিলে যাঁহারা মিথ্যা ধর্ম্ম কহেন, তাঁহাদিগের পর ও অবর একোনপঞ্চাশত্তম ইষ্ট ও পূর্ত্ত নামক কর্ম্ম (১) নষ্ট হইয়া থাকে॥ ঐ ৮১।

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধাঃ
বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মং।
ধর্ম্মঃ স নো যত্র ন সত্যমস্তি,
নৈতৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধং॥

যে সভায় বৃদ্ধ নাই সে সভাই নহে, যে সকল বৃদ্ধ ধর্ম্ম কথা কহে না, তাহারা বৃদ্ধই নহে, যে ধর্ম্মে সত্য নাই সে ধর্ম্মই নহে এবং যে সত্যে ছল আছে সে সত্যই নহে॥ গ-পু ১।১১৫।৫৩।

(১) বেদোক্ত প্রবৃত্ত কর্ম্ম সকলের মধ্যে দ্রব্যময় যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস চাতুর্ম্মাস্য, শ্যেনযাগ, পশুযাগ, সোমযাগ, বৈশ্বদেব, আতিথ্য ও তপস্যা এই সকল কর্ম্মের নাম ইষ্ট, আর দেবালয়, উপবন, ও পানীয়শালাদি নির্ম্মাণ এবং কূপ ও সরোবরাদি খনন, এই সকলের নাম পূর্ত্তকর্ম্ম।

একাদশ অধ্যায়।

চতুর্বর্ণের গর্ভাধানাদি সংস্কার নির্ণয়।

সংস্কারেণ বিনা দেবি দেহশুদ্ধির্ন জায়তে।
নাসংস্কৃতোঽধিকারী স্যাৎ দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি॥

সংস্কার (মন্ত্রাদি দ্বারা শোধন) ব্যতিরেকে কাহারও দেহশুদ্ধি হয় না। সংস্কারবিহীন ব্যক্তি দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারে না॥ ম-নি-ত ৯।২।

অতো বিপ্রাদিভির্ব্বর্ণৈঃ স্বস্ববর্ণোক্ত সংক্রিয়াঃ।
কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বথা যত্নৈরিহামুত্রহিতেপ্সুভিঃ॥

অতএব যাঁহারা ইহলোকে ও পরলোকে হিতকামনা করেন, তাদৃশ ব্রাহ্মণাদি সমুদায় বর্ণেরই কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা স্ব স্ব বর্ণ-বিহিত সংস্কার করেন।। ঐ ৩।

জীবসেকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা।
জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণমন্নপ্রাশনমতঃ পরম্।
চূড়োপনয়নোদ্বাহাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশ॥

জীবসেক অর্থাৎ গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, অনন্তর চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ, এই দশ সংস্কার বলিয়া কথিত আছে॥ ঐ ৪।

শূদ্রাণাং শূদ্রভিন্নানামুপবীতং ন বিদ্যতে।
তেষাং নবৈব সংস্কারা দ্বিজাতীনাং দশ স্মৃতাঃ॥

শূদ্রজাতি ও শূদ্র ভিন্ন অর্থাৎ সামান্য জাতির উপনয়ন সংস্কার নাই। উহাদের নয়টী মাত্র সংস্কার এবং দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের দশ সংস্কার উক্ত হইয়াছে॥ ম-নি-ত ৯।৫।

বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাং।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥

বেদোক্ত পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণরূপ কর্ম্ম দ্বারা দ্বিজাতিগণ গর্ভাধানাদি শারীরিক সংস্কার সমুদায় সম্পাদন করিবেন, তাহা হইলে তাঁহারা ইহলোকে এবং পরলোকে বেদাধ্যয়ন ও যাগাদি কর্ম্মের ফললাভ করিয়া পবিত্র হইতে পারিবেন॥

ম-সং ২।২৬।

গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে॥

গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা, দ্বিজাতিগণ পৈতৃক রেতো-

দোষ এবং গর্ভ-সম্ভূত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন ॥ য-সং২।২৭।

গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎপুরা।
ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকর্ম্ম চ॥
অহন্যেকাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়াকার্য্যা যথাকুলং॥

ভার্য্যার ঋতুকালে গর্ভাধান, গর্ভস্থ জীবের প্রাণ সঞ্চারের পূর্ব্বে পুংসবন, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন, সন্তান প্রসব হইলে জাতকর্ম্ম, একাদশ দিনে নামকরণ, চতুর্থ মাসে নিষ্ক্রমণ, ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন এবং কুলাচার ক্রমে যথাকালে চূড়াকর্ম্ম করিবে ॥

যা-সং ১।১১—১২।

জাতস্য জাতকর্ম্মাদিক্রিয়াকাণ্ডমশেষতঃ।
পুত্রস্য কুর্ব্বীত পিতা শ্রাদ্ধঞ্চাভ্যুদয়াত্মকম্॥

পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে যথাবিধি তাহার জাত-কর্ম্মাদি সমাধান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করা পিতার অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ বি-পু-৩।১০।৪।

ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদি সংযুতম্॥

জাতকর্ম্মাবসানে পুত্রোৎপত্তির দশম দিবস অতীত হইলে পিতা পুত্রের নামকরণ করিবেন। (পুরুষের নাম) পুরুষ-বাচক হইবে। নামের প্রথম দেবতার নাম থাকিবে এবং শেষে শর্ম্মা ও বর্ম্মাদি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে ॥

বি-পু ৩।১০।৮।

শর্ম্মেতি ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংশ্রয়ম্।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥

ব্রাহ্মণের নামের অন্তে শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের নামের অন্তে বর্ম্মা, বৈশ্যের নামের অন্তে গুপ্ত ও শূদ্রের নামের অন্তে দাস শব্দ প্রয়োগ করিতে হয় ॥ ঐ ৯।

নার্থহীনং নবাশস্তং নাপশব্দযুতং তথা।
নামঙ্গল্যং জুগুপ্স্যং বা নাম কুর্য্যাৎ সমাক্ষরম্॥
নাতিদীর্ঘং ন হ্রস্বং বা নাতি গুর্ব্বাক্ষরান্বিতম্।
সুখোচ্চার্য্যন্তু তন্নাম কুর্য্যাদ্ যৎ প্রবণাক্ষরম্॥

যে নাম অর্থবিহীন, অপ্রশস্ত, অপশব্দযুক্ত, নিন্দার্হ, অতি দীর্ঘ, এবং অতি হ্রস্ব ও অতি গুরু অক্ষর-যুক্ত হইবে, সেরূপ নাম করণ করা কখনই বিধেয় নহে। পরন্তু, যে নাম সুখে উচ্চারিত ও শ্রবণ-মধুর হয়, পিতা পুত্রকে সেই নামই প্রদান করিবেন ॥ ঐ ১০।১১।

জাতমাত্রঃ শিশুস্তাবদ্যাবদষ্টৌ সমাবয়ঃ।
স হি গর্ভসমো জ্ঞেয়ো ব্যক্তিমাত্র প্রদর্শিতঃ॥

মনুষ্যের জন্মাবধি অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিশুকাল। ঐ শিশু দৃশ্যতঃ ব্যক্তি বটে কিন্তু কার্য্যতঃ গর্ভস্থ বালকের ন্যায় ॥

দ-স-১।২ ॥

ভক্ষ্যাভক্ষ্যে তথা পেয়ে বাচ্যাবাচ্যে

ঋতানৃতে।

তস্মিন্ কালে ন দোষোঽস্তি স

যাবন্নোপনীয়তে।

ঐ শৈশবকালে ভক্ষ্যাভক্ষ্য, পেয়াপেয়, বাচ্যাবাচ্য ও সত্যাসত্য কোন দোষাদোষ থাকেনা, যাবৎ উপনয়ন না হয়॥ দ-স ১।৩।

উপনীতস্য দোষোঽস্তি ক্রিয়মাণৈর্বিগর্হিতৈঃ।
অপ্রাপ্তব্যবহারোঽসৌ যাবৎ ষোড়শবার্ষিকঃ॥

বালক উপনীত (কৃতোপনয়ন) হইবার পরে গর্হিত কর্ম্ম করিলে তাহাতে তাহার দোষ হয়, ঐ বালকের ষোড়শ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত-ব্যবহার কাল॥ ঐ ৪।

আ ষোড়শাদাদ্বাবিংশাচ্চতুর্ব্বিংশাচ্চ বৎসরাৎ।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং কাল ঔপনায়নিকঃ পরঃ॥

ব্রাহ্মণের ষোড়শ (অর্থাৎ জন্মাবধি পনের বৎসর তিন মাস) ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ এবং বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উপনয়নের শেষ কাল (১)॥ যা-সং ১।৩৭।

মাতুর্যদগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনাৎ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্তস্মাদেতে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ॥

মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম, তদনন্তর উপনয়ন দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম হয়, এই কারণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ দ্বিজ নামে খ্যাত হয়েন॥

যা-সং-১।৩৯।

জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ॥

পুরুষ, ব্রাহ্মণকুলে জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণ নামে জ্ঞেয়, বেদবিহিত সংস্কার ক্রিয়া দ্বারা দ্বিজ শব্দে অভিহিত, বেদাধ্যয়ন দ্বারা বিপ্র নামে খ্যাত এবং পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ কর্ম্ম দ্বারা শ্রোত্রিয় পদবাচ্য হয়েন॥

অত্রি সং।

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যং চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ॥

গুরু শিষ্যকে উপনীত করিয়া শৌচাচরণ, সদাচার, অগ্নিকার্য্য এবং সন্ধ্যোপাসনাদি শিক্ষা করাইবেন॥ অ-পু ১৫৩।১২।

(উপনীত ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম কথন)

সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়ান্ নামেধ্যং ব্যস্তহস্তকং।
মধু মাংসং জনৈঃ সার্দ্ধং গীতং নৃত্তঞ্চ বৈ ত্যজেৎ।

ব্রহ্মচারী সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে হোম করিবেন। ব্যস্তহস্তে অমেধ্য হোম করিবেন না এবং মধু, মাংস ও সাধারণজনের সহিত নৃত্য গীতাদি পরিত্যাগ করিবেন॥

ঐ ১৪।

(১) উপনয়নের কাল অতীত হইলে, ব্রাত্যস্তোম নামক যজ্ঞ (প্রায়শ্চিত্ত) করিলে পুনর্ব্বার উপনয়নের অধিকার জন্মে। যাঃ-ল।

যদি ত্বাত্যন্তিকং বাসং রোচয়েত গুরোঃ কুলে।
যুক্তঃ পরিচরেদেনমাশরীরবিমোক্ষণাৎ ॥

দ্বিজ যদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েন, তবে তিনি গুরুকুলে বাস করত একান্ত যত্ন সহকারে যাবজ্জীবন গুরুর শুশ্রূষা করিবেন ॥

ম-সং ২।২৪৩।

আ সমাপ্তেঃ শরীরস্য যস্তু শুশ্রূষতে গুরুং।
স গচ্ছত্যঞ্জসা বিপ্রো ব্রহ্মণঃ সন্ম শাশ্বতং ॥

যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যাবজ্জীবন গুরুর শুশ্রূষা করেন, তিনি অবিনাশী ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হয়েন ॥

ঐ ২৪৪।

আহূতশ্চাপ্যধীয়ীত লব্ধন্তস্মৈ নিবেদয়েৎ।
হিতং তস্যাচরেন্নিত্যং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ॥

ব্রহ্মচারী অধ্যয়নের নিমিত্ত গুরু কর্তৃক আহূত হইলে অধ্যয়ন করিবেন, লব্ধ বস্তু গুরুকে নিবেদন করিবেন এবং কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদাই তাঁহার হিতাচরণ করিবেন ॥

যা-সং ১।২৭।

দণ্ডাজিনোপবীতানি মেখলাঞ্চৈব ধারয়েৎ।
ব্রাহ্মণেষু চরেদ্ভৈক্ষ্যমনিন্দ্যেষ্বাত্মবৃত্তয়ে ॥

ব্রাহ্মণাদি ব্রহ্মচারী দণ্ড, মৃগচর্ম্ম, যজ্ঞোপবীত ও মেখলা ধারণ করিবেন এবং জীবন ধারণের নিমিত্ত অনিন্দিত ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিবেন ॥ যা-সং ১।২৯।

আদিমধ্যাবসানেষু ভবচ্ছব্দোপলক্ষিতা।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভৈক্ষ্যচর্য্যা যথাক্রমম্ ॥

ব্রাহ্মণব্রহ্মচারী "ভবতি ভিক্ষাং দেহি", ক্ষত্রিয় "ভিক্ষাং ভবতি দেহি" এবং বৈশ্য "ভিক্ষাং দেহি ভবতি" বলিয়া ভিক্ষা করিবেন ॥

ঐ ৩০।

কৃতাগ্নিকার্য্যো ভুঞ্জীত বাগ্যতো গুর্ব্বনুজ্ঞয়া।
আপোহশনক্রিয়া পূর্ব্বং সৎকৃত্যান্নমকুৎসয়ন্ ॥

হোমকার্য্যের পরে গুরুর অনুমতি লইয়া মৌন হইয়া ভোজন, ভোজনের পূর্ব্বে জল-গণ্ডুষ পান ও উপস্থিত অন্নের প্রশংসা করিবেন; "ইহা ভাল নহে" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অন্নের নিন্দা করিবেন না ॥ ঐ ৩১।

ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতোহনেকমন্নমাদ্যাদনাপদি।
ব্রাহ্মণঃ কামমশ্নীয়াচ্ছ্রাদ্ধে ব্রতমপীড়য়ন্ ॥

ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত দ্বিজ আপৎকাল ব্যতীত অনেকান্ন (বহুপাক বা বহুবার) ভোজন করিবেন না। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইলে ব্রাহ্মণব্রহ্মচারী ব্রতভঙ্গ না হয় এরূপ অন্ন (মধু মাংসাদি ভিন্ন) ইচ্ছামত ভোজন করিতে পারেন ॥ ঐ ৩২।

মধুমাংসাঞ্জনোচ্ছিষ্টশুক্তস্ত্রী প্রাণিহিংসনম্।
ভাস্করালোকনাশ্লীল পরিবাদাদি বর্জ্জয়েৎ।

মদ্য, মাংস, কজ্জল, উচ্ছিষ্ট (ভুক্তাবশিষ্ট বস্তু) নিষ্ঠুর কথা, স্ত্রী-সম্ভোগ, প্রাণিহিংসা, সূর্য্যের উদয় ও অস্ত দর্শন, অশ্লীলতা, (মিথ্যা বাক্য) পরনিন্দা ও গন্ধমাল্যাদি বর্জ্জন করিবেন ॥ যা-স১।৩৩।

নৈষ্ঠিকোব্রহ্মচারী তু স বেদাচার্য্যসন্নিধৌ।
তদভাবেহস্য তনয়ে পত্ন্যাং বৈশ্বানরেহপিবা ॥

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, তিনি বেদ-দাতা আচার্য্যের নিকট বাস করিবেন। তাঁহার অভাবে তদীয় পুত্র, তদভাবে তৎ-পত্নী এবং তদভাবে বৈশ্বানর অর্থাৎ অগ্নি সন্নিধানে বাস করিবেন ॥

ঐ ৪৯।

অনেন বিধিনা দেহং সাধয়ন্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি ন চেহ জায়তে পুনঃ ॥

জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া কথিত বিধানে দেহপাতকারী ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না ॥ ঐ ৫০।

গুরবে তু বরংদত্বা স্নায়ীত তদনুজ্ঞয়া।
বেদব্রতানি বা পারং নীত্বা হ্যুভয়মেব বা ॥

বিবাহে ইচ্ছা থাকিলে, যথা-সম্ভব বেদ ও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাদি সমাপ্ত করিয়া, শক্তি থাকিলে গুরুকে তদীয় অভিলষিত দক্ষিণা দান, অশক্ত পক্ষে কেবল মাত্র অনুমতি গ্রহণ করিয়া স্নান করিবেন ॥

ঐ ৫১।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বিদ্যাধ্যয়ন।

(এই জগতে পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থের অভাব কথন :)

ভর্য্যাংপতিঃ সম্প্রবিশ্য স যস্মাজ্জায়তে পুনঃ ॥
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং পৌরাণাঃকবয়ো বিদুঃ ॥

পৌরাণিকেরা কহেন, পতি স্বয়ং ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই নিমিত্ত জায়ার জায়াত্ব হইয়াছে ॥

ম-ভা-আদিপর্ব্ব ৭৪।৩৫।

পুন্নাম্নো নরকাযস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥

পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে, এই কারণে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা উহাকে পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥

ম-ভা-আদিপর্ব্ব ৭৪।৩৭।

ভার্য্যায়াং জনিতং পুত্রমাদর্শেষিব চাননম্।
হ্লাদতে জনিতাপ্রেক্ষ্য স্বর্গং প্রাপ্যেব পুণ্যকৃৎ॥

যেমন আদর্শতলে মুখ প্রতিবিম্ব, পুত্রও তদ্রূপ পিতার প্রতিবিম্ব স্বরূপ। এই নিমিত্তই লোকে পুত্র-মুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্গভোগের সুখানুভব করিয়া থাকে॥

ম-ভা-আদিপর্ব্ব ৭৪।৪৮।

ন বাসসাং ন রামাণাং নাপাং স্পর্শস্তথা বিধঃ।
শিশোরালিঙ্গ্যমানস্য স্পর্শঃ সুনোর্যথা সুখঃ।

শিশুপুত্রের আলিঙ্গনে লোক যাদৃশ সুখানুভব করে, বসন, স্ত্রী-গাত্র বা সুশীতল জল স্পর্শ করিয়া তাদৃশ সুখাস্বাদন করিতে পারে না। ঐ ৫৫।

ব্রাহ্মণো দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠো গৌর্বরিষ্ঠশ্চতুষ্পদাং।
গুরুর্গরীয়সাং শ্রেষ্ঠঃ পুত্রঃ স্পর্শবতাং বরঃ॥

যেমন দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদের মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ, গুরুজনের মধ্যে (মন্ত্রদাতা) গুরু-শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্পর্শবান্ পদার্থের মধ্যে পুত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ॥ ঐ ৫৬।

পুত্র প্রয়োজনা কান্তা শতকান্তা প্রিয়ঃ সুতঃ।
নাস্তি পুত্রাৎ পরোবন্ধু র্নাস্তি পুত্রাৎ পরঃ প্রিয়ঃ॥

পুত্রের নিমিত্তই স্ত্রীর প্রয়োজন এবং শত শত স্ত্রী অপেক্ষা পুত্র প্রিয়তর পদার্থ; বস্তুত ইহলোকে পুত্রাপেক্ষা বন্ধু নাই এবং পুত্রাপেক্ষা প্রিয় আর কেহই নাই॥

ব্র-বৈ-পু ১।২৪।২৮।

সর্ব্বেভ্যো জয় মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাদেকাৎ পরাজয়ং।
ন চাত্মনি প্রিয়োঽর্থশ্চ তস্মাদপি প্রিয়ঃ সুতঃ॥

দেখ, এই সংসারে সকল লোকই সকলের নিকট হইতে জয় ইচ্ছা করে, কিন্তু একমাত্র পুত্র হইতে পরাজয় প্রার্থনা করে। যদিও অর্থ প্রিয়তর পদার্থ বটে, তথাপি তাহা অপেক্ষা পুত্র প্রিয়তম হয়।

ঐ ২৯।

স্বপত্নীপ্রভবান্ পঞ্চ লব্ধান্ ক্রীতান্ বিবর্দ্ধিতান্।
কৃতানন্যাসু চোৎপন্নান্ পুত্রান্ বৈ মনুরব্রবীৎ॥
ধর্ম্মকীর্ত্ত্যাবহা নৃণাং মনসঃ প্রীতিবর্দ্ধনাঃ।
ত্রায়ন্তে নরকাজ্জাতাঃ পুত্রা ধর্ম্মপ্লবাঃ পিতৄন্॥

ভগবান্ মনু কহিয়াছেন, ঔরস, লব্ধ, ক্রীত, পালিত এবং ক্ষেত্রজ এই পঞ্চবিধ পুত্র মনুষ্যের ইহকালে ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও মনঃপ্রীতি বর্দ্ধন করে এবং পরকালে নরক হইতে পরিত্রাণ করে॥

ম-ভা-আদিপর্ব্ব ৭৪।৯৮—৯৯।

(পুত্র ও কন্যা উভয়ই সমান।)

যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।
তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যোধনং হরেৎ॥

আত্মাতে ও পুত্রতে প্রভেদ

নাই এবং দুহিতা পুত্র তুল্যা, এ হেতু দুহিতা বর্ত্তমানে অন্য কেহ অপুত্র ধনী ব্যক্তির ধন গ্রহণ করিবে না॥ ম-স-৯।১৩০।

(পরম প্রেমাস্পদ সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্যাচরণ কথন।)

মাতা বৈরী পিতা শত্রুর্ব্বালো যেন ন পাঠিতঃ।
সভামধ্যে ন শোভন্তে হংসমধ্যে বকো যথা॥

যে মাতা ও পিতা বালককে বিদ্যাধ্যয়ন করান না, তাঁহারা সেই বালকের শত্রুস্বরূপ এবং ঐ বালক হংসশ্রেণী মধ্যে বকের ন্যায় সভামধ্যে শোভা পায় না॥

গ-পু ১।১১৫।৮১।

লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাচ্ছিষ্যঞ্চ পুত্রঞ্চ তাড়য়েন্ন তু লালয়েৎ॥

শিষ্য ও পুত্রকে সর্ব্বদা লালন করিলে অনেক দোষ হইতে পারে এবং তাহাদিগকে তাড়ন করিয়া সুশাসনে রাখিলে সর্ব্ব প্রকার গুণের আবির্ভাব হয়, অতএব তাহাদিগকে তাড়ন করিবে, লালন করিবে না॥ ঐ ১০।

চতুর্ব্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
ততঃষোড়শপর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ॥

পিতা চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রকে লালন ও পালন করিবে, এবং ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যা ও গুণ সমূহ শিক্ষা করাইবে।

ম-নি-ত ৮।৪৫।

বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েদ্ গৃহকর্ম্মসু।
ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ॥

অনন্তর পুত্রের বিংশতি বর্ষাধিক বয়ঃক্রম হইলে তাহাকে গৃহকার্য্যে নিয়োজিত করিবে। তদনন্তর তাহাকে আত্মতুল্য জ্ঞান করিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিবে। ম-নি-ত ৮।৪৬।

কন্যাপ্যেবংপালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥

পিতা কন্যাকেও পূর্ব্বোক্তরূপে পালন করিবে এবং অতি যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিবে। পরে ধন রত্নে বিভূষিতা করিয়া জ্ঞানবান্ বরকে সম্প্রদান করিবে। ঐ ৪৭।

(অসৎপুত্রের নিন্দা ও সৎপুত্রের প্রশংসা।)

প্রায়েণাভ্যর্চ্চিতো দেবো যেঽপ্রজা গৃহমেধিনঃ।
কদপত্যা ভৃতং দুঃখং যেন বিন্দতি দুর্ভরম্॥

কুসন্তানের নিমিত্ত যে কিরূপ দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিতে হয়, যে সকল অপুত্র গৃহস্থেরা তাহা অবগত নহেন, তাঁহারাই প্রায় (পুত্র কামনায়) দেবতাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কুপুত্র ভরণপোষণের দুঃখ যে গৃহস্থ না জানে, সে যেন অপুত্র ভাবেই থাকে। ভা-পু-৪।১৩।৪৩।

যতঃ পাপীয়সী কীর্ত্তিরয়শশ্চ মহান্ নৃণাম্।
যতো বিরোধঃ সর্ব্বেষাং যত আধিরনন্তকঃ।।
কস্তং প্রজাপদেশং বৈ মোহবন্ধনমাত্মনঃ।
পণ্ডিতো বহুমান্যেত যদর্থাঃ ক্লেশদা গৃহাঃ।।

কুসন্তান হইতে লোকের অখ্যাতি, মহান্ অধর্ম্ম, সকলের সহিত বিরোধ এবং চিরকালের নিমিত্ত মনোব্যথা উপস্থিত হয়। কুসন্তান নামমাত্রে সন্তান; বস্তুতঃ আত্মার মোহজন্য বন্ধনস্বরূপ। গৃহের যাবতীয় ক্লেশই তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত পণ্ডিত ব্যক্তিরা কুসন্তানের আদর করেন না।

ভা-পু-৪।১৩।৪৪—৪৫।

আশংসন্তে হি পুত্রেষু পিতা মাতা চ ভারত।
যশঃকীর্ত্তিমথৈশ্বর্য্যং প্রজা ধর্ম্মং তথৈব চ।।

পিতামাতা পুত্র হইতে যশ, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, সন্তান ও ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৫।২০।

তয়োরাশান্তু সফলাং যঃ করোতি স ধর্ম্মবিৎ।
পিতা মাতা চ রাজেন্দ্র তুষ্যতো যস্য নিত্যশঃ।।

যে ব্যক্তি পিতামাতার সেই সকল আশা পূর্ণ করে সেই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। ঐ ২১।

স জীবতি গুণা যস্য ধর্ম্মো যস্য স জীবতি।
গুণধর্ম্মবিহীনো যো নিষ্ফলস্তস্য জীবনং॥

যে ব্যক্তি গুণবান্ ও ধার্ম্মিক তাহারই জীবন সার্থক, যে ব্যক্তি গুণহীন ও অধার্ম্মিক, তাহার জীবন নিষ্ফল।। গ-পু-১০৮।১৮।

কয়া গবা কিং ক্রিয়তে যা দোগ্ধ্রীন চ গর্ভিণী।
কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্-
ধার্ম্মিকঃ।।

যে গো দুগ্ধবতী বা গর্ব্ভিনী হয় না, সেই গো দ্বারা প্রয়োজন কি? যে পুত্র বিদ্বান অথবা ধার্ম্মিক নহে, সেই পুত্র জননে ফল কি?

গ-প-১১৪।৫৬।

একেনাপি সুপুত্রেণ বিদ্যাযুক্তেন ধীমতা।
কুলং পুরুষসিংহেন চন্দ্রেণ গগনং যথা।।

যেমন একমাত্র চন্দ্র গগনমণ্ডল সুশোভিত করে, সেইরূপ ধীশক্তিসম্পন্ন বিদ্বান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ একমাত্র সুপুত্রও কুল সমুজ্জ্বল করিতে পারে।। ঐ ৫৭।

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বনং সুবাসিতং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা।।

যেমন বনমধ্যে সুপুষ্পিত ও সুগন্ধযুক্ত একটিমাত্র সুবৃক্ষ থাকিলেই সমুদায় বন সুবাসিত হয়, সেইরূপ একমাত্র সুপুত্র সকলকুল সমুজ্জ্বল করিয়া থাকে।। ঐ ৫৮।

একোহি গুণবান্পুত্রো নির্গুণেন শতেন কিং।
চন্দ্রোহন্তি তমাংস্যেকো নচ জ্যোতিঃসহস্রশঃ।

গুণবান্ একটিমাত্র পুত্রও বরং ভাল, কিন্তু নির্গুণ বহুপুত্রে কোন

প্রয়োজন নাই। এক চন্দ্র গগণ আলোকিত করে, কিন্তু সহস্র জ্যোতিষ্ক (তারা) বর্ত্তমান থাকিলেও তাহারা আকাশ আলোকিত করিতে সমর্থ হয় না।

গ-পু-১।১১৪।৫৯।

(মূর্খের দোষ কথন।)

পণ্ডিতে চ গুণাঃসর্ব্বে মূর্খে দোষাহি কেবলং।
তস্মান্মূর্খ সহস্রেষু প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে॥

পণ্ডিত অর্থাৎ শাস্ত্র-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির গুণই সমুদায়, আর মূর্খ অর্থাৎ শাস্ত্র-জ্ঞানরহিত ব্যক্তির দোষই সমুদায়; এবম্বিধ সহস্র মূর্খ এক জন পণ্ডিতের তুল্য নহে (১)॥ চাণক্য।

অজাত মৃত মূর্খাণাং বরমাদ্যৌ ন চান্তিমঃ।
সকৃদ্দুঃখকারাবাদ্য রন্তিমস্ত পদে পদে॥

অজাত, মৃত ও মূর্খ, এই তিনের মধ্যে বরং আদ্য দ্বয় ভাল, অন্তিম ভাল নয়, কারণ আদ্য দ্বয় একবার মাত্র দুঃখদায়ক হয়, কিন্তু অন্তিম পদে পদে দুঃখদায়ক হয়॥ হি-উ।

বরং গর্ভশ্রাবো বরমপিচ নৈবাভিগমনং,
বরং জাতঃপ্রেতো বরমপি চ কন্যাবজনিতা।
বরং বন্ধ্যা ভার্য্যা বরমপি চ গর্ভেবু বসতি।
ন বা বিদ্বান্ রূপ দ্রবিণগণ যুক্তোপিতনয়॥

বরং গর্ব্ভস্রাব হওয়া ভাল, ভার্য্যাভিগমন না করাও ভাল, জন্ম মাত্র মৃত্যু হওয়াও ভাল, কন্যা জন্মানও ভাল, ভার্য্যা বন্ধ্যা হওয়াও ভাল, অথবা গর্ব্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ না হওয়াও ভাল, তথাপি রূপ ও ধনাদিসম্পন্ন মূর্খ তনয় ভাল নয়।

হি-উ।

শক্যো বারয়িতুংজলেন হুতভুক্ ছত্রেণ বর্ষাতপৌ,
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমদো দণ্ডেন গো গর্দ্দভৌ।
ব্যাধির্ভেসজ সংগ্রহৈশ্চ বিবিধৈর্ম্মন্ত্র প্রয়োগৈর্বিষং,
সর্ব্বস্যৌষধ মস্তি শাস্ত্র বিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধং॥

অগ্নিকে জল দ্বারা এবং বর্ষাতপকে ছত্র দ্বারা নিবারণ করিতে পারা যায়, তথা মত্ত নাগেন্দ্রকে লৌহাঙ্কুশ দ্বারা, গো ও গর্দ্দভকে দণ্ড দ্বারা, ব্যাধিকে ঔষধসমূহ সংগ্রহ দ্বারা এবং বিষকে বিবিধ মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা সমতা করা যায়,

(১) তত্ত্ববিচার নামক গ্রন্থে কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান-প্রয়োজকীভূত শাস্ত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও জানে না, অথবা যে ব্যক্তি গায়ত্রী-রহিত হয় তাহাকেই মূর্খ বলা যায়; আর যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান-প্রয়োজকীভূত ন্যায় ও বেদাদি শাস্ত্র জানেন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। যথা,—

"শাস্ত্রং জ্ঞানপ্রদং কিঞ্চিন্নবিজানাতি যো নরঃ।
স মূর্খঃ কথ্যতে ধীরৈ র্গায়ত্রীরহিতোথবা॥
ন্যায়বেদাদিকং শাস্ত্রং তত্ত্বজ্ঞান প্রযোজকং।
যো জনঃ পরিজানাতি স পণ্ডিত উদাহৃতঃ॥"

ফলতঃ সকলেরই শাস্ত্রবিহিত ঔষধ আছে, কিন্তু মূর্খের কোন ঔষধ নাই, অর্থাৎ মূর্খ লোক সর্ব্বদাই বিষম ॥ কবি-বাক্য।

(বাল্যকালে বিদ্যা উপার্জ্জন না করিলে চিরকাল দুঃখ ভোগ করিতে হয়।)

যে বালভাবান্ন পঠন্তি বিদ্যাং
যে যৌবনস্থা-হ্যধনাশ্চ দারাঃ।
তে শোচনীয়া ইহ জীবলোকে
মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি ॥

যাহারা বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করে না এবং যাহারা যৌবনে দারা ও ধন রক্ষা করে না, তাহারা ইহ-লোকে অশেষ শোকে পতিত হয়। তাহারা মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া পশুবৎ বিচরণ করে ॥

গ-পু-১।১০৯।৪৯।

যে বালভাবান্ন পঠন্তি বিদ্যাং
কলোত্তরা যৌবননষ্টচিত্তাঃ।
তে বৃদ্ধকালে পরিভূয়মানাঃ,
সংদহ্যমানাঃ শিশিরে যথাব্জং ॥

যাহারা বাল্যকালে বিদ্যা অভ্যাস করে না, যৌবনকালে কামাতুর হইয়া চিত্তকে কলুষিত করে, তাহারা বৃদ্ধাবস্থায় তিরস্কৃত হইয়া শিশিরকালীন পদ্মের ন্যায় শীর্ণ হইয়া থাকে ॥ ঐ ৫১।

দুঃখানি মৌর্খ্যবিভবেন ভবন্তি যানি
নৈবাপদো ন চ জরামরণেন তানি।
সর্ব্বাপদাং শিরসি তিষ্ঠতি মৌর্খ্যমেকং
কৃষ্ণঃ জনস্য বপুষামিব কেশজালং ॥

অজ্ঞান-বিভব দ্বারা যে সকল দুঃখ সংঘটন হইয়া থাকে, আপদ, কিম্বা জরা মৃত্যু প্রভৃতি দ্বারা তাহা ঘটে না; কারণ যেরূপ পুরুষের সকল অঙ্গের মধ্যে কেশ, কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া, উচ্চ অঙ্গ-শিরে শোভা পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় এক-মাত্র মূর্খতা, সকল আপদের শিরো-ভাগে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ উহা হইতে নানা বিপদের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥

যো-বা-রা ৬।৮৮।২৬।

(বিদ্যার প্রশংসা।)

বিদ্যা নাম কুরূপরূপমধিকং বিদ্যাতিগুপ্তংধনং।
বিদ্যা সাধুকরী জনপ্রিয়করী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনার্ত্তিনাশনকরী বিদ্যা পরংদেবতা।
বিদ্যারাজসু পূজিতা চ ধনিনাং বিদ্যা-বিহীনঃ পশুঃ ॥

বিদ্যা কুরূপ ব্যক্তিদিগের রূপ, বিদ্যা অতিশয় গুপ্তধন, বিদ্যা অসাধুকে সাধু এবং অপ্রিয়কে প্রিয় করে। বিদ্যা গুরুর গুরু, বিদ্যা বন্ধুজনের পীড়ানাশিনী, বিদ্যা পরম দেবতা, বিদ্যা রাজ-পূজা বিধায়িনী এবং বিদ্যা ধনীর

ধন। কিন্তু যে ব্যক্তি বিদ্যাবিহীন, সে পশুতুল্য ॥ গ-পু-১।১১৫।৮২।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্যাতি পাত্রতাং।
পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখং ॥

বিদ্যা বিনয় দেন, বিনয় হইতে পাত্রত্ব লাভ হয়, পাত্রত্ব হইতে ধন লাভ হয়, ধন হইতে ধর্ম্ম হয় এবং ধর্ম্ম হইতে সুখ লাভ হয়।

হি-উ।

গৃহে চাভ্যন্তরে দ্রব্যং লগ্নঞ্চৈব তু দৃশ্যতে।
অশেষং হরণীয়ঞ্চ বিদ্যা ন হ্রিয়তে পরৈঃ ॥

গৃহের অভ্যন্তরে যে সকল দ্রব্য থাকে, তাহা অনায়াসে তস্করে অপহরণ করিতে পারে, কিন্তু বিদ্যা-রূপ ধন কেহই হরণ করিতে পারে না ॥ গ-পু-১।১১৫।৮৩।

কিঞ্চান্নয়তি সদ্বিদ্যা দীয়মানাপি বর্দ্ধতে।
কূপস্থমিব পানীয়ং ভবত্যেব বহূদকং ॥

সদ্বিদ্যা কি কখন দান করিলে অল্প হয়? বরং দান দ্বারা তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে; যেমন কূপ হইতে জল ব্যয় করিলেই সেই কূপে পুনর্ব্বার বহু জল সঞ্চয় হয়, সেইরূপ সদ্বিদ্যা দান করিলেও তাহা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥

গ-পু ১।১১৩।৩৪।

ন চৌরচৌর্য্যং নৃপতেরসাধ্যং, ন ভ্রাতৃভাগং ন করোতি ভারং।
ব্যয়ক্কতে বর্দ্ধিতমেব নিত্যং, বিদ্যাধনংসর্ব্বধন প্রধানং ॥

বিদ্যাধন চৌর কর্ত্তৃক অপহৃত হইতে পারে না, রাজাও ইহাকে লইতে সমর্থ হন না ইহার ভ্রাতৃ-ভাগ এবং ইহা ভারবোধও হয় না, বরং ব্যয় করিলে নিত্য নিত্য বৃদ্ধি হয়; অতএব বিদ্যাধন সর্ব্ব ধনাপেক্ষা প্রধান। ক-বা ॥

(অষ্টাদশ বিদ্যা।)

অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্ম শাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ ॥

চারি বেদ, (১) ছয় বেদাঙ্গ, (২) মীমাংসা, (৩) ন্যায়, (৪) পুরাণ, (৫)

(১) চারিবেদ,—সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব।
(২) ছয় বেদাঙ্গ,—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দঃ।
(৩) বেদ বাক্য বিচার।
(৪) তর্কবিদ্যা।
(৫) যাহাতে আদিসৃষ্টি, প্রলয়সৃষ্টি, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত বর্ণিত আছে, তাহাকেই পুরাণ বলা যায়, অর্থাৎ উক্ত পঞ্চ লক্ষণান্বিত শাস্ত্রই পুরাণ বলিয়া বিখ্যাত। যথা,—
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণং ॥
গ-পু ১।২১৫।১৫।
সমস্ত মহাপুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ, তন্মধ্যে প্রথম ব্রহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় পদ্মপুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণু-

পুরাণ, চতুর্থ শিবপুরাণ, পঞ্চম ভাগবতপুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয়পুরাণ, সপ্তম মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অষ্টম অগ্নিপুরাণ, নবম ভবিষ্যপুরাণ, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, একাদশ লিঙ্গপুরাণ, দ্বাদশ বরাহপুরাণ, ত্রয়োদশ স্কন্দপুরাণ, চতুর্দ্দশ বামনপুরাণ পঞ্চদশ কূর্ম্মপুরাণ, ষোড়শ মৎস্যপুরাণ, সপ্তদশ গরুড়-পুরাণ এবং অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। যথা,—

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
অথান্যং নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্।
আগ্নেয়মষ্টমঞ্চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা॥
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্।
বরাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চাত্র ত্রয়োদশম্॥
চতুর্দ্দশং বামনঞ্চ কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্।
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্॥
বি-পু ৩।৬।২২—২৪।

পদ্মপুরাণে কথিত আছে যে, উক্ত মহাপুরাণ সকল ত্রিবিধ—তামস, সাত্ত্বিক ও রাজস। যথা—

"মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত॥
বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বরাহং শুভদর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ॥
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত॥
সাত্ত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তা রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ।
তথৈব তামসা দেবি নিরয়প্রাপ্তিহেতবঃ"॥

মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রণীত পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ব্যতীত অন্যান্য ঋষিগণের প্রণীত উপপুরাণের সংখ্যাও অষ্টাদশ॥ (১) সনৎ-কুমারোক্ত আদিপুরাণ, (২) নারসিংহপুরাণ, (৩) স্কন্দপুরাণ, (৪) শৈবধর্ম্মপুরাণ, (৫) দৌর্ব্বা-সসপুরাণ, (৬) নারদীয়পুরাণ, (৭) কাপিলপুরাণ, (৮) বামনপুরাণ (৯) ঔশনসপুরাণ, (১০) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, (১১) বারুণপুরাণ, (১২) কালিকাপুরাণ, (১৩) মাহেশ্বরপুরাণ, (১৪) শাম্বপুরাণ, (১৫) সৌরপুরাণ, (১৬) পরাশরপুরাণ, (১৭) মারীচ-পুরাণ এবং (১৮) ভার্গবপুরাণ। যথা,—

ধর্ম্মশাস্ত্র, (৬) এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা, এবং আয়ুর্ব্বেদ, (৭) ধনুর্ব্বেদ, (৮) গন্ধর্ব্ববেদ (৯) এবং অর্থ শাস্ত্র (১০) এই চতুষ্টয় সমেত অষ্টাদশ বিদ্যা (১১)। বি-পু-৩।৬।২৮-২৯।

তাবদ্বিজ্ঞা ভবেৎ সর্ব্বা যাবদজ্ঞানং ন জায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানং পদংজ্ঞাত্বা সর্ব্ববিদ্যা স্থিরাভবেৎ॥

যে পর্য্যন্ত ঐ (চতুর্দ্দশ) বিদ্যাতে জ্ঞান না জন্মে, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবার অধিকার হয় না। ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের অধিকার প্রাপ্ত হইলে সমস্ত বিদ্যাই স্থির হয়॥

জ্ঞা-স-ত ৬।

"অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানি তু।
আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমথাপরং॥
তৃতীয়ং স্কন্দমুদ্দিষ্টং কুমারেণ তু ভাষিতং।
চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং স্যান্নন্দীশ্বরভাষিতং॥
দুর্ব্বাসসোক্তমাশ্চর্য্যং নারদোক্তমতঃ পরং।
কপিলং বামনঞ্চৈব তথৈবোশনসেরিতং॥
ব্রহ্মাণ্ডং বারুণঞ্চাথ কালিকাহ্বয়মেব চ।
মাহেশ্বরং তথা শাম্বমেবং সর্ব্বার্থসঞ্চয়ং॥
পরাশরোক্তমপরং মারীচং ভার্গবাহ্বয়ং॥
গরুড়-পু ১।২১৫।১৮—২১।

(৬) মন্বাদি ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র।

(৭) চিকিৎসা শাস্ত্র।

(৮) যুদ্ধবিদ্যা।

(৯) সঙ্গীত বিদ্যা।

(১০) নীতি শাস্ত্র।

(১১) এই অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে প্রথমোক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যা মানবজাতির ধর্ম্ম ও মোক্ষপ্রাপ্তির এবং শেষোক্ত চারিটী বিদ্যা অর্থ ও কাম-প্রাপ্তির প্রধান উপায় স্বরূপ।

চতুর্দ্দশস্থ বিদ্যাস্থ পুরানন্দীপ উত্তমঃ।
অন্ধোঽপি ন তদালোকাৎ সংসারাব্ধৌ
কচিৎপতেৎ॥

চতুর্দ্দশ বিদ্যার মধ্যে পুরাণ উৎকৃষ্ট দীপস্বরূপ। ইহার আলোক প্রভাবে অন্ধও কখন সংসারসাগরে পতিত হয় না॥ কা-খ-২।৯৭।

শ্রুতিস্মৃতী তু নেত্রে দ্বে পুরাণংহৃদয়ংস্মৃতম্।
শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং হীনোঽন্ধঃ কাণঃ স্যাদেকয়া বিনা॥
পুরাণহীনা হৃচ্ছূন্যাঃ কাণন্ধারপি তৌ বরৌ।
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতো ধর্ম্মঃ পুরাণে পরিপঠ্যতে॥

শ্রুতি ও স্মৃতিকে দুই চক্ষু এবং পুরাণকে হৃদয় বলে। যাহার শ্রুতি ও স্মৃতি দুই জানা নাই, সে অন্ধ এবং যাহার একটী জানা নাই, সে কাণ। আর যাহারা পুরাণের অনভিজ্ঞ, তাহারা হৃদয়শূন্য। কাণ ও অন্ধ বরং তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মই পুরাণে পঠিত হইয়া থাকে॥

ঐ ২।৯৩-৯৪।

(সমুদায় বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ।)

অধ্যাত্মবিদ্যা হি নৃণাং সৌখ্যমোক্ষকরীভবেৎ॥
ধর্ম্মকর্ম্ম তথা জপ্যমেতৎ সর্ব্বং নিবর্ত্ততে॥

আত্মবিষয়ক বিদ্যাই মানবগণের সুখ ও মোক্ষদায়ক হয়। এই অধ্যাত্মবিদ্যা হইতেই ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জপ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই নিবৃত্তি হয়॥

জ্ঞা-স-ত।

উচ্ছিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্ববিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তং চেতনাময়ং॥

সকল শাস্ত্র উচ্ছিষ্ট হইয়াছে ও সমস্ত বিদ্যা মুখে মুখে রহিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তাতীত ও চেতনাময় যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা উচ্ছিষ্ট হয় নাই॥

জ্ঞা-সং ত ৫২।

(বিদ্যা অধ্যয়নার্থ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।)

ততোঽনন্তর সংস্কার সংস্কৃতোগুরুবেশ্মনি।
যথোক্তং বিধিমাশ্রিত্য কুর্য্যাদ্ বিদ্যা পরিগ্রহং।

তদনন্তর, অর্থাৎ নাম করণান্তর, পুত্র যথা বিহিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া গুরুগৃহে গমন করিবে এবং বিধি অনুসারে বিদ্যা অধ্যয়ন করিবে। বি-পু-৩।১০।১২।

(গুরুর লক্ষণ।)

গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

গু শব্দার্থ অন্ধকার, ও রু শব্দার্থ তাহার নিবারক, অতএব যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট করেন তিনিই গুরু॥ ত-সা।

(গুরু উপযুক্ত পাত্রকেই শাস্ত্রোপদেশ প্রদান করিবেন।)

যেকেচন সমারম্ভা যাশ্চকাশ্চন দৃষ্টয়ঃ।
তেচন্তাশ্চ পদেদৃষ্টে নিঃশেষং যান্তিবৈশমং॥

যে কোন কর্ম্মারম্ভই হউক, অথবা প্রামাণিক উপদেশই হউক, সৎ-পাত্র প্রাপ্ত হইলেই সফল হয়॥ যো-বা-রা ২।১২।৭।

নাদ্রব্যে নিহিতা কাচিৎক্রিয়াফলবতী ভবেৎ।
ন ব্যাপার শতেনাপি শুকবৎ পাঠ্যতে বকঃ॥

কোন ক্রিয়া অবস্তুতে পতিতা হইলে ফলবতী হয় না, যেমন শত শত বার যত্ন করিলেও বক কখনই শুক পক্ষীর ন্যায় পড়ে না॥ হি-উ।

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনোজনাঃ।
শুকবৃক্ষাশ্চ মূর্খাশ্চ ভিদ্যন্তে ন নমন্তি চ॥

ফলবান্ বৃক্ষই নম্র হয় এবং গুণবান মনুষ্যই নম্র হয়, কিন্তু শুষ্ক বৃক্ষ ও মূঢ়লোক ইহারা ভগ্ন হয়, তথাপি নম্র হয় না॥ গ-পু-১।১১৪।৫২।

পয়ঃ পানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং॥
উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥

যেমন ভুজঙ্গের দুগ্ধ পান কেবল বিষবর্দ্ধক হয়, সেইরূপ মূঢ়ের প্রতি উপদেশ কেবল তাহার ক্রোধোৎ-পাদক হয়, কদাচ শান্তিকারক হয় না॥ হি-উ।

মূর্খশিষ্যোপদেশেন দুষ্টস্ত্রী ভরণেন চ।
দুষ্টানাং সংপ্রযোগেণ পণ্ডিতোঽপ্যবসীদতি॥

মূর্খ শিষ্যের প্রতি উপদেশ প্রদান করিলে, দুষ্টা স্ত্রীর ভরণপোষণ করিলে এবং দুষ্টের অনুকূলে কোন কার্য্য করিলে পণ্ডিত ব্যক্তিও অধোগামী হয়েন॥ গ-পু-১০৮।৫।

বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্ত্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং ন ত্বেনামিরিণে বপেৎ॥

ব্রহ্মবাদিরা মহাবিপদ উপস্থিত হইলেও বিদ্যার সহিত বরং প্রাণ ত্যাগ করিবেন, তথাপি উপযুক্ত শিষ্য ব্যতিরেকে কদাচ অপাত্রে বিদ্যারূপ বীজ বপন করিবেন না। (১) ম-স-২।১১৩।

(শিষ্যের লক্ষণ।)

কৃতজ্ঞাদ্রোহিমেধাবি শুচিকল্যানসূয়কাঃ।
অধ্যাপ্যা ধর্ম্মতঃ সাধুশক্তাপ্তজ্ঞানবিত্তদাঃ॥

কৃতজ্ঞ (যিনি কৃতোপকার

(১) বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ উত্তমরূপে চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া শিষ্য করিবেন, যেহেতু দুর্জ্জনকে বিদ্যা দান করিলে গুরুর অপকীর্ত্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ যে বিদ্যাকে কীর্ত্তিসমুৎপাদিনী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, সেই বিদ্যা দুর্জ্জনগামিনী হইলে অনতিকাল মধ্যেই গুরুর সমুদায় যশঃ-বিনাশ করে।

বিস্মৃত না হন) দয়ার্দ্রচিত্ত, মেধাবী (গ্রন্থ গ্রহণ ও ধারণক্ষম) শুচি বাহ্যাভ্যন্তর শৌচাচারী) আধি-ব্যাধি রহিত, অনিন্দুক, সাধু, শুশ্রুষারত, আপ্ত, জ্ঞানপ্রদ, বিত্ত-প্রদ ও বিদ্যাপ্রদ শিষ্যকে গুরু যথা শাস্ত্রানুসারে অধ্যয়ন করাই-বেন ॥ যা-স-১।২৮।

(বিদ্যাধন অতি কষ্টসাধ্য।)

বিদ্বানেব হি জানাতি বিদ্যার্জ্জন পরিশ্রমং।
ন হি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্ব্বীংপ্রসব বেদনাং ॥

কত পরিশ্রমে যে বিদ্যা উপার্জ্জন হয়, তাহা কেবল বিদ্বান্ লোকই জানেন, অপরে তাহা জানে না, যেমন বন্ধ্যা-স্ত্রীলোক গর্ত্তবতীর প্রসব বেদনা জানে না, অর্থাৎ অত্যন্ত পরিশ্রম না করিলে বিদ্যা লাভ হয় না। হি-উঁ।

আলস্যংযদি ন ভজেজ্জগত্যনর্থং
কো নস্যাদ্বহুধনকো বহুশ্রুতো বা।
আলস্যাদিয়মবনিঃ সসাগরান্তা
সংপূর্ণা নরপশুভিশ্চ নির্দ্ধনৈশ্চ।

যদি সকল মনুষ্য সর্ব্বানিষ্টকারী আলস্য সেবা না করে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি বহু ধনবান্ না হয়? এবং কোন্ ব্যক্তিইবা বহু শাস্ত্রজ্ঞ না হয়? যাহারা আলস্য করে তাহারা পশুতুল্য ;" কিন্তু এই সসাগরা অবনি নরপশু ও নির্ধন লোকেই পরিপূর্ণা থাকেন ॥

যো-বা-রা-২।৫।৩০।

(বিদ্যা উপার্জ্জনের নিয়ম কথন)

ভোজনে ভোজনং চিত্তং ন কুর্য্যাচ্ছাস্ত্রসেবক।
স দূরমপি বিদ্যার্থী ব্রজেদ্ গরুড়বেগবান্ ॥

বিদ্যার্থী ব্যক্তি ভোজন দ্রব্যে অভিলাষ করিবে না এবং বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত গরুড়ের ন্যায় দ্রুত বেগে অতি দূরদেশেও গমন করিয়া থাকে ॥ গ-পু-১।১০৯।৫০।

পঠতো নাস্তি মূর্খত্বং জপতো নাস্তি পাতকং।
সর্ব্বথা জপ্তবিদ্যানাং বিদ্যা নাতি প্রসীদতি।

অধ্যয়ন করিলে মূর্খত্ব থাকে না, এবং জপ করিলে পাতক থাকে না, অথচ যাহারা সর্ব্বদা বিদ্যাকে অভ্যাস করে, তাহাদিগকে বিদ্যা কি অতিশয় প্রসন্না হন না? অর্থাৎ অবশ্যই হন ॥ ক-বা।

শনৈর্ব্বিদ্যা শনৈরর্থাঃ শনৈঃ পর্ব্বতমারুহেৎ।
শনৈঃ কামঞ্চধর্ম্মঞ্চ পঞ্চৈতানি শনৈঃ শনৈঃ ॥

ক্রমে ক্রমে বিদ্যা লাভ হয়, ক্রমে ক্রমে ধন সঞ্চয় হয়, ক্রমে পর্ব্বতে আরোহণ করা যায়, ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম উপার্জ্জন হয় এবং ক্রমে ক্রমে কামনা পূর্ণ হয়, এই পঞ্চ কার্য্যই ক্রমশঃ হইয়া থাকে, একেবারে হয় না ॥

গ-পু-১।১০৯।৪৭।

চোদিতো গুরুণা নিত্যমপ্রচোদিত এব বা।
কুর্য্যাদধ্যয়নে যত্নমাচার্য্যস্য হিতেষু চ॥

গুরু অনুমতি করুন বা না করুন, শিষ্য প্রত্যহ অধ্যয়নে ও আচার্য্যের হিতসাধনে যত্নবান্ হইবেন॥

ম সং-২।১৯১।

গুরুং সন্তোষ্য যত্নেন যোবৈ বিদ্যামুপাসতে।
অবিলম্বেন বিদ্যায়া স্তস্যাঃ ফল মবাপ্নুয়াৎ॥

অতিশয় যত্ন সহকারে গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া যে ব্যক্তি বিদ্যার উপাসনা করে, সেই ব্যক্তিই অবিলম্বে বিদ্যোপাসনার ফল প্রাপ্ত হয়। শি-সং ৩।১২।

অধ্যাপিতা হি যে শিষ্যা মন্যন্তে তে গুরুং স্বকম্।
গুরৌ যথৈতে বর্ত্তন্তে তথা বিদ্যাপি তেম্বিহ॥

শিষ্য যাহার নিকট অধ্যয়ন করে, সেই গুরুর প্রতি শিষ্যের যাদৃশ ভক্তি হয়, বিদ্যা তাহার প্রতি তাদৃশ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন॥

আত্ম-পু-২।৯৫।

যথা খনন্ খনিত্রেণ নরো বার্য্যধিগচ্ছতি।
তথা গুরুগতাংবিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি॥

যেমন কোন ব্যক্তি খনিত্রদ্বারা খনন করিতে করিতে জল প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিষ্য গুরুর শুশ্রূষা করিতে করিতে গুরুগত সমুদায় বিদ্যা লাভ করে (১)!

ম-সং ২।২১৮।

বিদ্যাঘাতোহ্যনভ্যাসঃ স্ত্রীনাংঘাতিঃ কুচেলতা।
ব্যাধীনাংভোজনাজ্জীর্ণং শত্রোর্ঘাত প্রপঞ্চতা॥

বিদ্যার সর্ব্বদা আলোচনা না করিলে বিদ্যা থাকে না অর্থাৎ অনভ্যাসেই বিদ্যা বিনষ্ট হয়, স্ত্রীদিগের বস্ত্র কুৎসিত হইলে তাহাদিগের রূপের শোভা হয় না, ভোজনান্তে আহারীয় দ্রব্য জীর্ণ হইলেই ব্যাধির বিনাশ হয়, এবং প্রতারণাই শত্রুকে পরাভব করে॥

গ-পু-১।১০৯।৩০।

(১) বুদ্ধিমান্ শিষ্য বিদ্যার্থে অভিমান ও ঈর্ষ্যাশূন্য হইয়া গুরুর নিকট জীবনের চতুর্থভাগ অতিবাহিত করিবেন। তাঁহার গুরুগৃহে অবস্থান কালে গুরুর শয়নের পর শয়ন ও তাঁহার গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া শিষ্য বা দাসজনোচিত কার্য্য সমুদায় সম্পাদন ও তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। গৃহকার্য্য সমুদায় সুসম্পন্ন হইলে গুরুর নিকট শান্তভাবে অবস্থান পূর্ব্বক অনন্যমনে অধ্যয়ন করা উচিত। তিনি সর্ব্বদা সরল স্বভাব, অপবাদ শূন্য ও গুরুর বশতাপন্ন হইয়া থাকিবেন এবং আচার্য্য আহ্বান করিবামাত্র তথায় গমন করিয়া ভক্তি সহকারে তাঁহাকে অভিবাদন করিবেন। কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থান করিয়া অনাকুলিত লোচনে গুরুকে অবলোকন ও বিনীত ভাবে তাঁহার সহিত কথোপকথন করা জিতেন্দ্রিয় ও গুনবান্ শিষ্যের বিধেয়। আচার্য্য ভোজন না করিলে ভোজন, পান না করিলে পান, উপবেশন না করিলে উপবেশন এবং শয়ন না করিলে শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। এই রূপে শিষ্য ভক্তি পরায়ণ হইয়া নিয়ত সেবা শুশ্রূষাদি দ্বারা গুরুর প্রীতি সাধন করিতে পারিলেই গুরুগত সমুদায় বিদ্যা লাভ করিতে পারিবেন॥

যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি।
তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানঞ্চাস্য রোচতে॥

পুরুষ যে যে শাস্ত্র উত্তমরূপে অভ্যাস করে, তাহাই উত্তমরূপে অবগত হইতে পারে এবং তাহা দ্বারা শাস্ত্রান্তরেও তাহার জ্ঞান উত্তমরূপে প্রদীপ্ত হইয়া থাকে॥

ম-সং ৪।২০।

নৈকত্র পরিনিষ্ঠাস্তি জ্ঞানস্য কিল শৌনক।
সর্ব্বঃ সর্ব্বং ন জানাতি সর্ব্বজ্ঞো নাস্তি কুত্রচিৎ॥

সকল লোক সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে পারে না এবং কোন স্থলেও সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি নাই॥

গ-পু-১।১১০।৬০।

ন সর্ব্ববিৎ কশ্চিদিহাস্তি লোকে
নাত্যন্তমূর্খো ভুবি চাপি কশ্চিৎ।
জ্ঞানেন নীচোত্তমমধ্যমেন
যোযং বিজানাতি স তেন বিদ্বান্॥

এই জগতে কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহে এবং অত্যন্ত মুর্খও কেহ নাই। কাহার বা জ্ঞানের আধিক্য আছে, কোন ব্যক্তির জ্ঞান মধ্যবিধ আর কেহ বা অল্প জ্ঞানসম্পন্ন। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের যাহা কিছু জানে, তাহাকে সেই জ্ঞানদ্বারাই জ্ঞানবান্ বলা যায়॥ ঐ ৩১।

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং,
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং।
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥

শাস্ত্রের অন্ত নাই, এবং বহুকাল অধ্যয়ন করিতে হয়, কিন্তু মনুষ্যের সময় অতি অল্প এবং বিঘ্নও অনেক; অতএব ঐ সকল শাস্ত্রের যাহা সারভূত, কেবল তাহারই উপাসনা করিবে, যেমন হংস নীর মিশ্রিত ক্ষীরের নীর ভাগ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর ভাগ গ্রহণ করে॥

উ-গী ৩।১।

যথা খরশ্চন্দন ভারবাহী,
ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য,
সারং ন জানন্ খরবৎ বহেৎ সঃ॥

যেমন চন্দনের ভারবাহী গর্দ্দভ কেবল ভারজ্ঞ মাত্র হয়, কিন্তু চন্দনের বিষয় অবগত হয় না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি বহুল শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও তাহার সার তত্ত্বজ্ঞ না হয়, সে কেবল ভারবাহী গর্দ্দভস্বরূপ॥

ঐ ২।৩৭।

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥

ষট্পদ যেমন সকল পুষ্প হইতে সার গ্রহণ করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও সেইরূপ অল্প বা বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন॥

ভা-পু-১১।৮।১০।

যস্য নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলন্তু বহুশ্রুতঃ।
ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং দর্ব্বী সুপরসানিব ॥

যাদৃশ দর্ব্বী (হাতা) সুপরস আস্বাদন করিতে পারে না, সেই-রূপ যাহার নিজের বুদ্ধিবৃত্তি নাই, অথচ শাস্ত্রজ্ঞান আছে, সে ব্যক্তি শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্মার্থ কদাচ অনু-ধাবন করিতে সমর্থ নহে ॥

ম-ভা-সভাপর্ব্ব ৫৫।১ ॥

বাগ্‌যন্ত্রহীনস্য নরস্য বিদ্যা
শস্ত্রং যথা কাপুরুষস্য হস্তে।
ন তুষ্টি মুৎপাদয়তে শরীরে
অন্ধস্য দারাইব দর্শনীয়াঃ ॥

যেমন কাপুরুষ অর্থাৎ ভীরু ব্যক্তির হস্তস্থিত অস্ত্র কোন ফল-দায়ক হয় না এবং যেমন সাতিশয় রূপবতী কামিনী অন্ধ জনের কোন-রূপ তুষ্টি সাধন করিতে পারে না, সেইরূপ বাক্‌পটুতাবিহীন মনুষ্যের বিদ্যা দ্বারা কোন উপকার হয় না।

গ-পু-১।১১০।৩।

ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপসা বাহপি পাত্রতা।
যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্ত্তিতং ॥

কেবল মাত্র বিদ্যা বা তপস্যা অথবা জাতি প্রভৃতি দ্বারা পাত্রতা লাভ হয় না, কিন্তু যিনি বিদ্যাদির অনুরূপ কার্য্য করেন তাঁহাকেই সম্পূর্ণ পাত্র বলা যায় ॥

যা-সং ১।১৯৯।

পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং সুকরং নৃণাং।
ধর্ম্মে স্বীয় মনুষ্ঠানং কস্যচিত্তু মহাত্মনঃ ॥

অন্যের প্রতি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা সকল লোকেরই অনায়াসে সাধ্য হয়, কিন্তু স্বয়ং সেই উপ-দেশানুরূপ আচরণ করা কদাচ কোন কোন মহাত্মার হইয়া থাকে ॥

হি-উ।

অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।
ধারিভ্যোজ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ ॥

অজ্ঞ অর্থাৎ যে ব্যক্তি গ্রন্থের কিঞ্চিৎ মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছে তাহার অপেক্ষা সমুদায় গ্রন্থের অধ্যেতা শ্রেষ্ঠ; গ্রন্থাধ্যায়ী অপেক্ষা যে ব্যক্তি পঠিত গ্রন্থ বিস্মৃত না হয় সেই শ্রেষ্ঠ; যে কেবল গ্রন্থ স্মরণ রাখিয়াছে তাহার অপেক্ষা যে গ্রন্থের অর্থজ্ঞ সেই শ্রেষ্ঠ, আর উহা অপেক্ষা গ্রন্থোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠাতা শ্রেষ্ঠ ॥ ম-সং ১২।১০৩।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

গুরু প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিগণের প্রতি কর্ত্তব্যাচরণ কথন।

পূজ্যা না মেব সর্ব্বেষা মিষ্টঃ পূজ্যাতমঃ পরঃ।
জনকো জন্মদানত্বাৎ পালনাচ্চ পিতা স্মৃতঃ॥

জগতে যাবতীয় পূজ্য ব্যক্তির মধ্যে পিতাই পূজ্যতম ব্যক্তি। ইনি জন্ম প্রদান করেন বলিয়া জনক এবং পালন করেন বলিয়া পিতা নামে অভিহিত হয়েন॥

ব্র-বৈ-পু-৩।৪০।৮৪।

গরীয়ান্ জন্মদাতুশ্চ সোন্নদাতা পিতা মুনে।
বিনান্নং নশ্বরোদেহো নিত্যঞ্চাপিতুরুদ্ভবঃ॥

কিন্তু হে মুনে! জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা অন্নদাতা পিতা শ্রেষ্ঠ, কারণ অন্ন ব্যতীত দেহ ধারণ হয় না। কিন্তু পিতা হইতে উৎপত্তি নৈসর্গিক অর্থাৎ স্বাভাবিক॥ ঐ ৮৫।

তয়োঃ শতগুণে মাতা পূজ্যামান্যাচ বন্দিতা।
গর্ভধারণ পোষাভ্যাং সা চ তাভ্যাং গরীয়সী॥

পক্ষান্তরে উক্ত উভয়বিধ পিতা হইতে মাতা শত গুণে পূজ্যা, মান্যা ও বন্দনীয়া। তিনি গর্ভে ধারণ এবং স্তন্যদান দ্বারা পোষণ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত তিনি পিতা হইতে পূজ্যা হয়েন॥

ব্র-বৈ-পু-৩।৪০।৮৬।

তেভ্যঃ শতগুণে পূজ্যোভীষ্ট দেব শ্রুতৌ শ্রুতঃ।
জ্ঞান বিদ্যা মন্ত্র দাতাহভীষ্ট দেবাৎ পরোগুরু॥

বেদে কথিত আছে যে, কি জন্মদাতা, কি অন্নদাতা, কি গর্ভধারিণী, এ সর্ব্বাপেক্ষা অভীষ্ট দেব শতগুণে পূজ্য। বিশেষতঃ জ্ঞানদাতা, বিদ্যাদাতা ও মন্ত্রদাতা, ইহাঁরা ইষ্টদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ॥ ঐ ৮৭।

গুরুবদ্ গুরুপুত্রশ্চ গুরুপত্নী ততোহধিকা।
দেবেরুষ্টে গুরুরক্ষেদ্ গুরৌ রুষ্টেন কশ্চন॥

গুরুদেব যেমন পূজ্য, গুরুপুত্রও তদনুরূপ। বিশেষতঃ গুরুপত্নী অধিক পূজ্যা, অর্থাৎ গুরুদেব ও গুরুপুত্র অপেক্ষাও গুরুপত্নী পূজ্য পদার্থ। দেবতা রুষ্ট হইলে গুরুদেব রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে আর কাহারও রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই॥

ঐ ৮৮।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রিয়ঃ পরঃ॥

গুরু ব্রহ্মা স্বরূপ, গুরু বিষ্ণু স্বরূপ এবং গুরুই মহেশ্বর স্বরূপ, গুরুই পরম ব্রহ্ম এবং গুরুই ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা প্রিয় বস্তু, অর্থাৎ পরম পূজ্য পদার্থ॥ ব্র-বৈ-পু-৩।৪০।৮৯।

গুরুর্জ্ঞানং দদাত্যেব জ্ঞানঞ্চ হরিভক্তিদং।
হরিভক্তিপ্রদাতায় কোবাবন্ধুস্ততঃ পরঃ॥

গুরুদেব যে জ্ঞান প্রদান করেন, তাহা হইতে উত্তম হরিভক্তির উদয় হয়। যিনি হরিভক্তি প্রদান করেন, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বন্ধু আর কে আছে?।

ঐ ৯০।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্যো জ্ঞানদীপং যতো লভেৎ।
লব্ধা চ নির্ম্মলং পশ্যেৎ কোবা বন্ধু স্ততঃ পরঃ॥

যিনি জ্ঞান-প্রদীপ স্বরূপ হইয়া অজ্ঞ ব্যক্তির অজ্ঞানান্ধকার দূরকরতঃ জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন, তাঁহা অপেক্ষা বন্ধু আর কে হইতে পারে?॥ ঐ ৯১।

গুরুদত্তঞ্চ মন্ত্রঞ্চ জপ্ত্বা জ্ঞানং ততো লভেৎ।
সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ সিদ্ধিঞ্চ কোবা বন্ধু স্ততোধিকঃ॥

গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিলে জ্ঞান, সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধি লাভ হয়, অতএব তাঁহা অপেক্ষা বন্ধু জগতে আর কে আছে?॥ ঐ ৯২।

সুখং জয়তি সর্ব্বত্র বিদ্যয়া গুরুদত্তয়া।
যযা পূজ্যোপি জগতি কোবা বন্ধু স্ততোধিকঃ॥

গুরুদত্ত বিদ্যা প্রভাবে অনায়াসে সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে জয়লাভ হয়। যাঁহা দ্বারা জগৎপূজ্য হইতে পারা যায়, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বন্ধু আর দ্বিতীয় নাই॥

ব্র-বৈ-পু-৩।৪০।৯৩।

বিদ্যান্ধো বা ধনান্ধো বা যো মূঢ়ো ন ভজেদ্ গুরুং।
ব্রহ্মহত্যাধিকং পাপং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

বিদ্যান্ধ বা ধনান্ধ হইয়া যে মূঢ় ব্যক্তি গুরুকে ভজনা না করে, সে নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষা গুরুতর পাতকে লিপ্ত হয়॥ ঐ ৯৪।

দরিদ্রং পতিতং ক্ষুদ্রং নরবুদ্ধ্যাচরেদ্গুরুং।
সোঽশুচিস্তীর্থস্নাতোপি নাধিকারী চ কর্ম্মসু॥

যে ব্যক্তি গুরুকে সামান্য, পতিত ও দরিদ্র দেখিয়া ঘৃণা পূর্ব্বক মনুষ্যবৎ গণনা করে, তাহাকে একান্তই অশুচি হইতে হয়, এমন কি পুষ্করাদি তীর্থে স্নান করিলেও তাহার পবিত্রতা সাধন হয় না; প্রত্যুত সে সকল কর্ম্মেই অনাধিকারী হয়॥ ঐ ৯৫।

গুরৌ মানুষবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকং।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিঃ কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥

যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য, মন্ত্রকে অক্ষর ও দেব প্রতিমূর্ত্তিকে প্রস্ত-

রাদি জ্ঞান করে, সে নরকে গমন করে ॥ জ্ঞা-ত।

গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো গুরুর্গতিঃ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌরুষ্টে ন কশ্চন ॥

গুরুই পিতা, মাতা ও অভীষ্ট দেবতা স্বরূপ এবং অন্তিমকালে গুরুই নিস্তার কারণ। মহাদেব রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে নিস্তার কর্ত্তা কেহই নাই। ঐ।

গুরোর্হিতং প্রকর্ত্তব্যং বাঙ্মনঃ কায়কর্ম্মভিঃ।
অহিতাচারণাদ্দেবি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ ॥

বাক্য, মন ও শরীর দ্বারা গুরুর হিতানুষ্ঠান করিবে। হে দেবি! যে ব্যক্তি গুরুর অহিতাচরণ করে, সে বিষ্ঠার ক্রিমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ॥ ঐ।

লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব চ।
আদদীত যতোজ্ঞানং ন তং দ্রুহ্যেৎ কদাচন ॥

লৌকিক, বৈদিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ জ্ঞানের মধ্যে যে কোন প্রকার জ্ঞান যে ব্যক্তি প্রদান করে, তাহার অহিতাচরণ কখনই করিবে না ॥ বি-সং।

একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্বা হ্যনৃনী ভবেৎ ॥

গুরু যদি শিষ্যকে একাক্ষর মাত্র শিক্ষা প্রদান করেন, তবে পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা দান করিলে সেই গুরুর নিকট শিষ্য অঋণী হইতে পারে ॥ অ-সং।

একাক্ষরং প্রদাতারং যোগুরুং নাভিমন্যতে।
শুনাং যোনিশতং গত্বা চাণ্ডালেষ্বপি জায়তে ॥

যে ব্যক্তি একাক্ষরমাত্র শিক্ষাদাতা গুরুকে মান্য না করে, সে শত জন্ম কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে চণ্ডাল কুলে জন্ম গ্রহণ করে ॥ ঐ।

স গুরুর্যঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি।
উপনিয় দদদ্বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ ॥
একদেশমুপাধ্যায় ঋত্বিগ্‌যজ্ঞকৃদুচ্যতে।
এতে মান্যা যথা পূর্ব্বমেভ্যো মাতা গরীয়সী ॥

যিনি গর্ব্ভাধানাবধি উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কার ক্রিয়া সকল সম্পাদন করিয়া বেদ শিক্ষা দেন, তিনি গুরু। আর যিনি কেবল উপনয়ন দিয়া বেদাধ্যয়ন করান, তিনি আচার্য্য। যিনি উপজীবিকার জন্য বেদের কোন এক অংশ শিক্ষা দেন, তিনি উপাধ্যায়। যিনি যজ্ঞাদি কর্ম্মে ব্রতী, তিনি ঋত্বিক বা পুরোহিত। ইহাঁদিগের মধ্যে যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তি অধিক মান্য অর্থাৎ পূজনীয়, ইহাঁদিগের অপেক্ষা মাতা গুরুতরা হয়েন ॥

যা-সং ১।৩৪-৩৫।

উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্য আচার্য্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রন্তু পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে॥

উপাধ্যায় অপেক্ষা আচার্য্য দশগুণে, আচার্য্য অপেক্ষা (জন্মদাতা) পিতা শতগুণে এবং পিতা অপেক্ষা গর্ব্ভধারণ ও পোষণ হেতু (গর্ব্ভধারিণী) মাতা সহস্র গুণে গৌরবযুক্ত হয়েন॥

ম-সং ২।১৪৫।

আচার্য্যো ব্রাহ্মণোমূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যামূর্ত্তিস্ত ভ্রাতা স্বো মূর্ত্তিরাত্মনঃ॥

আচার্য্য পরমাত্মার মূর্ত্তি, পিতা (হিরণ্যগর্ভ) প্রজাপতির মূর্ত্তি, মাতা পৃথিবীর মূর্ত্তি এবং ভ্রাতা সাক্ষাৎ আপনারই মূর্ত্ত্যন্তর হয়েন॥

ঐ ২২৫।

আচার্য্যশ্চ পিতা চৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্ব্বজঃ।
নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ॥

আচার্য্য, পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক পীড়িত হইলেও কোন ব্যক্তি বিশেষতঃ ব্রাহ্মণজাতি, কোন মতে তাঁহাদিগের অবমাননা করিবে না॥ ঐ ২২৬।

ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমং।
গুরুশুশ্রূষয়া ত্বেব ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥

মনুষ্য মাতৃভক্তি দ্বারা ভূলোক, পিতৃভক্তি দ্বারা অন্তরিক্ষ লোক এবং গুরুশুশ্রূষা দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়॥ ম-স ২।২৩৩।

সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

যিনি উক্ত তিন ব্যক্তির সৎকার করেন, তাঁহার সমস্ত ধর্ম্ম কার্য্যের ফল লাভ হয়, আর যিনি তাঁহাদিগের অনাদর করেন, তাঁহার সমুদায় ধর্ম্ম কার্য্যই নিষ্ফল হয়॥*

ঐ ২৩৪।

স্বগুরৌ স্বেষ্টদেবেষু জন্মদাতরি মাতরি।
করোতি ভেদবুদ্ধিং যো ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ॥

যে ব্যক্তি স্বীয় গুরুতে ও স্বীয় ইষ্টদেবে এবং জন্মদাতা পিতা ও জননীতে ভেদ জ্ঞান করে, সে নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে॥ ব্র-বৈ-পু-২।৩০।১৪৬।

স্থিতে তিষ্ঠেৎ ব্রজেদ্ যাতি নীচৈরাসীৎ তথা সতি।
শিষ্যো গুরৌ নৃপশ্রেষ্ঠ প্রতিকূলং ন সন্তজেৎ।

হে রাজন্! গুরু দণ্ডায়মান হইলে শিষ্য দণ্ডায়মান হইবে, গমন করিলে অনুগমন করিবে, উপবেশন করিলে নীচ ভাবে উপবেশন

করিবে, কিন্তু কখনই গুরুর প্রতিকুলাচরণ করিবে না ॥

বি-পু-৩।৯।৪।

নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলং।
নচৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতিভাষিত চেষ্টিতং॥

শিষ্য পরোক্ষেও গুরুর উপাধি বর্জ্জিত নাম উচ্চারণ করিবে না এবং পরিহাস ছলে গুরুর গমন, কথন ও কর্ম্মের অনুকরণ করিবে না ॥ ম-সং ২।১৯৯।

গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দাবাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ।

যথায় গুরুর পরীবাদ (প্রত্যক্ষ দোষ) কিম্বা নিন্দাবাদ (অপ্রত্যক্ষ দোষ) কীর্ত্তিত হয়, তথায় শিষ্য হস্তদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিবেন, অথবা তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিবেন ॥ ঐ ২০০।

পরীবাদাৎ খরো ভবতি শ্বাবৈ ভবতি নিন্দকঃ।
পরিভোক্তা কৃমির্ভবতি কীটো ভবতি মৎসরী॥

শিষ্য গুরুর পরীবাদ করিলে জন্মান্তরে গর্দ্দভ হয়, নিন্দা করিলে কুক্কুর হয়, অন্যায় রূপে গুরুধন উপভোগ করিলে কৃমি হয় এবং গুরুর প্রশংসা সহ্য করিতে অসমর্থ হইলে কীট হয় ॥ ঐ ২০১।

গুরুশয্যাসনং যানং পাদুকোপানৎ পীঠকং।
স্নানোদকং তথাচ্ছায়াং লঙ্ঘনং নৈব কারয়েৎ॥

শিষ্য, গুরুর শয্যা, আসন, যান, পাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, উপবেশনাধার, স্নানোদক, ও ছায়া লঙ্ঘন করিবে না। ত-সা।

গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজামৌদ্ধত্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে পরিত্যজেৎ॥

গুরু উপস্থিত থাকিলে পৃথক্ পূজা করিবে না ও কোনরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবে না। গুরুর নিকট দীক্ষা, শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিবে ॥ ঐ।

ঋণদানং তথাদানং বস্তুনাং ক্রয়বিক্রয়ং।
ন কুর্য্যাদ্‌গুরুণাসার্দ্ধং শিষ্যোভূত্বা কদাচন॥

শিষ্য, গুরুর সহিত ঋণদান, ঋণ গ্রহণ অথবা কোন বস্তু ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্য কদাচ করিবে না ॥ ঐ

পুত্রৈশ্চ পূজিতস্তাত শিষ্যৈশ্চ পূজিতো গুরুঃ।
আজ্ঞয়া কুরুতে কর্ম্ম পুত্রঃ শিষ্যশ্চ ভৃত্যবৎ॥

পিতা পুত্রগণ কর্ত্তৃক ও গুরু শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইবেন। পুত্র ও শিষ্য ভৃত্যবৎ তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে ॥ ব্র-বৈ-পু-৪।৮৪।১৮।

ন প্রেরয়েদ্‌গুরুং তাতং পুত্রঃ শিষ্যশ্চ কর্ম্মসু।
পিত্রে চ গুরবে নিত্যং সর্ব্বস্বঞ্চ সমর্পয়েৎ॥

পুত্র পিতাকে এবং শিষ্য গুরুকে কোন কার্য্যে প্রেরণ করিবে না; পুত্র পিতাকে এবং শিষ্য গুরুকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবে ॥ ঐ ১৯।

ন কুর্য্যান্নরবুদ্ধিঞ্চ গুরৌ পিতরি সন্ততং।
যস্বা চ নরবুদ্ধিং তং ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ধ্রুবং ॥

পিতা ও গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে ; যে ব্যক্তি পিতা ও গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করে, তাহাকে নিশ্চয় ব্রহ্মহত্যা পাপেলিপ্ত হইতে হয় ॥ ব্র-বৈ-পু-৪।৮৪।২০।

মাতরং পূজয়েদ্ভক্ত্যা পিতুশ্চাপ্যধিকং তথা।
মাতুঃ পরগুরুঞ্চৈব পূজয়েদ্ভক্তিযোগতঃ ॥

মানব ভক্তিযোগে পিতা অপেক্ষাও মাতার অধিক পূজা করিবে, আবার মাতা অপেক্ষাও সমধিক ভক্তি সহকারে গুরুর পূজা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ॥ ঐ ২১।

আসনং শয়নং বস্ত্রং পানভোজনমেব চ।
তত্তৎ সময়রাজ্ঞমায় মাত্রে পিত্রে নিযোজয়েৎ ॥

সৎপুত্র যথোপযুক্ত সময় বুঝিয়া মাতাপিতাকে আসন, শয্যা, বস্ত্র, পানীয় ও ভোজ্যবস্তু প্রভৃতি প্রদান করিবে ॥ কা-ত-৯।১৫।

শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥

কুলপাবন সৎপুত্র পিতা মাতাকে মৃদু বচন শ্রবণ করাইবে, সর্ব্বদা তাঁহাদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে এবং নিয়ত তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে ॥ ঐ ১৬।

ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং পরিভাষণম্।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥

যে ব্যক্তি আপনার হিতকামনা করে, সে কদাপি মাতাপিতার নিকট ঔদ্ধত্য প্রকাশ বা পরিহাস করিবে না। তাঁহাদিগের সমীপে ভৃত্যাদি কাহাকেও ভর্ৎসনা করিবে না অথবা কুবাক্য কহিবে না ॥

কা-ত-৯।১৭।

মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ॥

পুত্র মাতা পিতাকে দেখিয়া প্রণাম পূর্ব্বক সাদরে গাত্রোত্থান করিবে, তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইবে না, সর্ব্বদা তাঁহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিবে ॥ ঐ ১৮।

বিদ্যাধনমদোন্মত্তো যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনম্।
স যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবহিস্কৃতঃ ॥

যে ব্যক্তি বিদ্যা ও ধনমদে মত্ত হইয়া মাতাপিতাকে অবহেলা করে, সে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে বহিস্কৃত হইয়া ঘোর নরকে গমন করে ॥ ঐ ১৯।

স চ শিষ্যঃ সোঽপি পুত্রো যশ্চাজ্ঞাং পালয়েৎ গুরোঃ।
ন ক্ষেমং তস্য মূঢ়স্য যো গুরোরবচস্করঃ ॥

সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্য ও সেই ব্যক্তিই যথার্থ পুত্র, যে ব্যক্তি কোন বিচার না করিয়া গুরুর আজ্ঞা পালন করে। আর যে ব্যক্তি গুরুবাক্য উল্লঙ্ঘন করে,

সে ব্যক্তি অতি মূঢ়, কিছুতেই তাহার মঙ্গল নাই ॥

ব্র-বৈ-পু-১।২৩।৬।

স পণ্ডিতঃ স চ জ্ঞানী সক্ষেমী স চ পুণ্যবান্।
গুরোর্ব্বচস্করো যোহি ক্ষেমং তস্য পদে পদে॥

আর যিনি কোন বিচার না করিয়া গুরুবাক্য প্রতিপালন করেন, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই জ্ঞানী, তিনিই কল্যাণভাজন এবং তিনিই পুন্যবান্। অধিক কি, তাঁহার পদে পদে মঙ্গল হইয়া থাকে ॥ ঐ ৭।

অনাজ্ঞপ্তোঽপি কুরুতে পিতুঃ কার্য্যং স উত্তমঃ।
উক্তঃ করোতি যঃ পুত্রঃ স মধ্যম উদাহৃতঃ॥
ঽজ্ঞোঽপি কুরুতে নৈব সপুত্রো মল উচ্যতে॥

যে পুত্র পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া আজ্ঞা প্রতীক্ষা না করিয়া কর্ম্ম করে, সে উত্তম সন্তান, যে ব্যক্তি পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে কর্ম্ম করে, সে মধ্যম এবং যে ব্যক্তি পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াও তাহার অন্যথাচরণ করে, সে পিতার মল মাত্র।

অ-রা ২।৩।৬১।

বিদ্যাগুরুষেতদেব নিত্যাবৃত্তিঃ স্বযোনিষু।
প্রতিষেধৎসু চাধর্ম্মান্ হিতঞ্চোপদিশৎ স্বপি॥

(আচার্য্য ভিন্ন উপাধ্যায়াদি) বিদ্যাদাতা গুরুর প্রতি, (পিতৃব্যাদি) স্বগোত্রজ গুরুলোকদিগের প্রতি, (অধর্ম্মানুষ্ঠানের) প্রতিষেধকের প্রতি এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশকের প্রতি সর্ব্বদা উক্তরূপ গুরুর ন্যায় আচরণ করিবে ॥ ম-সং ২।২০৬।

শ্রেয়ঃ সু গুরুবদ্বৃত্তিং নিত্যমেব সমাচরেৎ।
গুরুপুত্রেষু চার্য্যেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু॥

বিদ্যা ও তপস্যাদিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি, গুরুর পুত্রাদির প্রতি এবং গুরুর পিতৃব্যাদি জ্ঞাতিগণের প্রতি সর্ব্বদা উক্তরূপ গুরুবৎ আচরণ করিবে ॥ ঐ ২০৭।

উৎসাদনঞ্চ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে।
ন কুর্য্যাদ্ গুরুপুত্রস্য পাদয়োশ্চাবনেজনং॥

গুরুর ন্যায় গুরুপুত্রের গাত্রে তৈলাদি বিলেপন বা স্নানীয় জল প্রদান কিম্বা তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন ও পাদ প্রক্ষালন করিবে না ॥

ঐ ২০৯।

জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমো ভ্রাতা মৃতে পিতরি শৌনক।
সর্ব্বেষাং স পিতা হি স্যাৎসর্ব্বেষামনুপালকঃ॥

হে শৌনক! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিবে, যেহেতু পিতার মরণান্তে সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই সকলকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন ॥

গ-পু-১।১১৪।৬৫।

কনিষ্ঠাস্তত্র ভ্রাতরোঽপি সমত্বেনানুবর্ত্ততে।
বদ্যোপজীবন্তীবেষু যথৈব তনয়স্তথা।।

কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অনুরক্ত থাকিবে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও আপন সন্তানের ন্যায় কনিষ্ঠ সকলকে প্রতিপালন করিবেন (১) ॥ গ-পু ১।১১৪। ৬৬।

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা।।

জ্যেষ্ঠ সহোদরের ভার্য্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরুপত্নী অর্থাৎ মাতৃতুল্যা হয়েন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নুষা অর্থাৎ পুত্রবধূ তুল্যা হয় ॥ ম-সং ৯।৫৭।

---

(১) পিতার পরলোক প্রাপ্ত হইলে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পিতৃস্বরূপ হইয়া কনিষ্ঠদিগের প্রতিপালন করেন, অতএব পিতার ন্যায় জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা প্রতিপালন ও তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা কনিষ্ঠদিগের পরম ধর্ম্ম। ধর্ম্মশীল গৃহধর্ম্মনিরত বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলেও অকাতরে উহা সহ্য করিবেন। অধিক কি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাপনিরত দুরাত্মা হইলেও তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করা কনিষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য।

পক্ষান্তরে, জ্যেষ্ঠ হইতেই কুল সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে, আবার জ্যেষ্ঠ হইতেই কুল বিনষ্ট হইয়া যায়। যিনি জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠদিগকে বঞ্চনা করেন, তিনি জ্যেষ্ঠ পদবাচ্য নহেন। রাজদ্বারে তাঁহার দণ্ড হওয়াই উচিত। যে ব্যক্তি অন্যকে বঞ্চনা করে, তাহাকে অশেষ পাপে লিপ্ত হইতে হয়। বেতস পুষ্পের ন্যায় বঞ্চক ব্যক্তির জন্ম [illegible] নিরর্থক। ফলতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অকৃতজ্ঞ

বিদ্যাকর্ম্মবয়োবন্ধুবিত্তৈর্মান্যা যথা ক্রমং।
এতৈঃপ্রভূতৈঃ শূদ্রোঽপি বার্দ্ধকে মানমর্হতি।।

বিদ্যা, কর্ম্ম, বয়স, বন্ধুতা (পিতৃব্যাদি সম্বন্ধ) ও বিত্ত অর্থাৎ ভূমি-রত্নাদি, এই পাঁচটীর দ্বারা যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তি অধিক মান্যতার কারণ হয়। বয়োবৃদ্ধ শূদ্রতেও এই সকল গুণ থাকিলে তিনিও মান্য হয়েন (১) ॥ যা-সং ১।১১৫।

হইলে কনিষ্ঠ কখনই তাঁহার বশীভূত হয় না। জ্যেষ্ঠের দীর্ঘদর্শিতা থাকিলে কনিষ্ঠেরও দীর্ঘদর্শিতা লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানবান্ হইলেও কনিষ্ঠদিগের কার্য্যবিশেষে তাঁহাকে অন্ধ ও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়। কনিষ্ঠেরা কুপথগামী হইলে ছলক্রমে তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা করা জ্যেষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশ্যে কনিষ্ঠদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পরশ্রীকাতর শত্রুগণ বিবিধ কুমন্ত্রণা দ্বারা তাঁহাদিগের ভেদোৎপাদন করিতে পারে; অতএব সাবধান হইয়া কৌশলক্রমে কনিষ্ঠদিগকে দমন করা কর্ত্তব্য। স্ত্রী অথবা কনিষ্ঠ সহোদর দুশ্চরিত্র হইলে, তাহাদিগের শ্রেয়ঃলাভের নিমিত্ত যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা শ্রেয়ঃ সাধনকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ম-ভা-অনুশাসন পর্ব্ব ১০৫ অধ্যায়।

(১) মহাত্মা ভীষ্ম রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন, "বৎস। যে ব্যক্তি অক্রোধ, সত্যবাক্য অহিংসা, তপস্যা, সরলতা, অদ্রোহ, লজ্জা, তিতিক্ষা, জিতেন্দ্রিয়তা ও শম এই সমুদায় গুণে অলঙ্কৃত হন এবং কখন কোন কুকার্য্যের অনুষ্ঠান না করেন, তিনিই যথার্থ সম্মানের পাত্র।

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণান্তু
বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাংধান্যধনতঃ শূদ্রানামেব জন্মতঃ॥

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অধিক জ্ঞানবানই জ্যেষ্ঠ, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে অধিক বীর্য্যশালীই জ্যেষ্ঠ, বৈশ্যদিগের মধ্যে অধিক ধনধান্য সম্পন্নই জ্যেষ্ঠ এবং শূদ্রদিগের মধ্যে বয়োধিকই জ্যেষ্ঠ॥ ম-স ২।১৫৫।

ব্রাহ্মণং দশবর্ষঞ্চ শতবর্ষঞ্চ ভূমিপং।
পিতা পুত্রৌ বিজানীয়াদ্ব্রাহ্মণস্তু তয়োঃপিতা॥

দশ বর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণ ও শতবর্ষ বয়স্ক ক্ষত্রিয়, ইহাঁদিগের মধ্যে পরস্পর পিতাপুত্র সম্বন্ধ, যেহেতু ক্ষত্রিয় পুত্রের ন্যায় ও ব্রাহ্মণ পিতার ন্যায় মাননীয়॥ বি-সং ৩২।২।

ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃস্থবিরংবিদুঃ॥

যাহার মস্তকের কেশ পক্ক হয়, তাহাকেই যে বৃদ্ধ বলা যায় এমন নহে, কিন্তু যুবা হইয়াও যদি বিদ্বান্ হয়, তবে তাহাকেই দেবতারা স্থবির বলেন॥ ম-সং ২।১৫৬।

শয্যাসনেঽধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ।
শয্যাসনস্থশ্চৈবৈনং প্রত্যুত্থায়াভিবাদয়েৎ॥

বিদ্যা ও বয়সে শ্রেষ্ঠ বা গুরুতর ব্যক্তির অধিকৃত শয্যা বা আসনে শয়ন কিম্বা উপবেশন করিবে না এবং গুরুতর লোক সমাগত হইলে শয্যা বা আসনস্থ বিদ্যাবয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সম্মান) ও অভিবাদন (পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম) করিবেন॥ ঐ ১১৯।

আদরস্য প্রধানস্য কর্ত্তব্যস্য চ কর্ম্মণঃ।
ক্ষিপ্রমক্রিয়মানস্য কালঃ পিবতি তদ্রসং॥

প্রধানের সমাদর ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল শীঘ্র না করিলে কাল তাহার রস পান করে॥ হি-উ।

অবাচ্যো দীক্ষিতোনাম্না যবীয়ানপি যো
ভবেৎ।
ভোভবৎ পূর্ব্বকস্ত্বেনমভিভাষেত ধর্ম্মবিৎ॥

দীক্ষিত ব্যক্তি বয়োকনিষ্ঠ হইলেও ধর্ম্মজ্ঞ লোক তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া সম্বোধন করিবেন না, কিন্তু ভো ভবৎ শব্দ পূর্ব্বক অর্থাৎ মহাশয়, আপনি ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ

কি চিরাশ্রিত, কি অভ্যাগত, কি অদৃষ্টপূর্ব্ব, কি দৃষ্টপূর্ব্ব, যে কোন ব্যক্তিই হউন না কেন, ঐ সমুদায় গুণে সমলঙ্কৃত হইলেই তিনি সম্মানের ভাজন হইতে পারেন।" (ম-ভা অনুশাসন পর্ব্ব ৩৭ অধ্যায়।) অপিচ "ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, শূদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদর করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ শূদ্র সৎস্বভাবাপন্ন ও সৎকর্ম্মানুরক্ত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রশংসনীয় হয়।" ম-ভা-অনুশাসন পর্ব্ব ১৪৩ অধ্যায়।

পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিবেন।

ম-সং ২।১২৮ ॥

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি সংপ্রবর্দ্ধন্তে আয়ুর্ব্বিদ্যা যশো বলং॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সমাগত বয়ঃ-বৃদ্ধ লোকের যথোপযুক্ত অভিবাদন করে, তাহার আয়ুঃ, বিদ্যা, যশ ও বল, এই চতুর্ব্বিধ বিষয় পরিবর্দ্ধিত হয়। ঐ ১২১ ॥

বালো বা যদি বা বৃদ্ধো যুবা বা গৃহমাগতঃ।
তস্য পূজা বিধাতব্যা সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥

বালক হউক, বা বৃদ্ধই হউক, অথবা যুবাই হউক, গৃহাগত ব্যক্তি মাত্রই পূজ্য হয়, যেহেতু অভ্যাগত সকল লোকই গুরু তুল্য। হি-উ ॥

উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ॥

উত্তম বর্ণের গৃহে নীচ ব্যক্তিও সমাগত হইলে যথাযোগ্য পূজনীয় হয়, কেন না অতিথি সর্ব্বদেবময়॥

হি-উ।

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াংনোপসংহরতে দ্রুমঃ॥

গৃহাগত শত্রুরও আতিথ্য অর্থাৎ সম্মান করা উচিত, যেহেতু লোকে বৃক্ষছেদনের নিমিত্ত গমন করিলেও বৃক্ষ কখন তাহাকে ছায়া সেবনে বঞ্চিত করে না॥

ম-ভা-শান্তিপর্ব্ব ১৪৬ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গৃহাশ্রম ও দারপরিগ্রহ।

(চতুর্ব্বিধ আশ্রম কথন)

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থস্তথাশ্রমাঃ।
পরিব্রাড়্ বা চতুর্থোঽত্র পঞ্চমো নোপপদ্যতে।

ব্রহ্মচারী, (১) গৃহস্থ, (২) বানপ্রস্থ (৩) ও পরিব্রাট্ (৪) এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তির চতুর্ব্বিধ আশ্রম, পঞ্চম আশ্রম নাই॥

বি-পু-৩।১৮।৩৫।

মেখলাজিনদণ্ডেন ব্রহ্মচারীতি লক্ষ্যতে।
গৃহস্থো দানবেদাদ্যৈ র্নখলোম্না বনাশ্রিতঃ॥

মেখলা (কুশাদি নির্ম্মিত উপবীত) মৃগচর্ম্ম ও দণ্ড ধারণ,

১। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী-তপস্বী।
২। গৃহবাসী-সংসারী।
৩। ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থাশ্রমের পর বনবাসী।
৪। যতি বা সন্ন্যাসী।

ব্রহ্মচারীর লক্ষণ; দান ও যাগ যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান, গৃহস্থের লক্ষণ; নখ ও লোমাদি ধারণ, বানপ্রস্থের লক্ষণ॥ দ-সং ১।১১।

ত্রিদণ্ডেন যতিশ্চৈব লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্।
যস্যৈতল্লক্ষণং নাস্তি প্রায়শ্চিত্তী নচাশ্রমী॥

ত্রিদণ্ড (১) ধারণ যতির লক্ষণ। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ নির্ণিত আছে, যে ব্যক্তির কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ না থাকে সে কোন আশ্রমীই নহে, অতএব সে প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য হয়॥ ঐ ১২।

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ॥

দ্বিজ অর্থাৎ উপনীত ব্যক্তি একদিনের জন্যও অনাশ্রমী হইয়া থাকিবেন না, যেহেতু কোন একটী আশ্রম (২) অবলম্বন না করিলে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়॥

দ-সং-১।১৮।

জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে চ রতস্তু যঃ।
নাসৌ তৎফলমাপ্নোতি কুর্ব্বাণোঽপ্যা-
শ্রমাচ্চ্যুতঃ॥

আশ্রমচ্যুত হইয়া জপ, হোম, দান, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি কর্ম্মে রত থাকিলেও তাহার ফল লাভ হয় না॥ ঐ ৯।

(গৃহাশ্রম অন্য আশ্রমত্রয়ের মূল)

স্বীকরোতি যদা বেদং চরেদ্বেদব্রতানি চ।
ব্রহ্মচারী ভবেত্তাবদূর্দ্ধং স্নাতো ভবেদ্‌গৃহী॥

দ্বিজ উপনীত হইয়া বেদ বিহিত ব্রতধারণ পূর্ব্বক যত দিন বেদাধ্যয়ন করিবেন, তত দিন তিনি ব্রহ্মচারী হইবেন, তদনন্তর তিনি সমাবর্ত্তন-স্নান করিয়া গৃহী হইবেন॥

দ-সং ১।৫।

জাতমাত্রো গৃহস্থঃ স্যাৎ সংস্কারাদি শ্রমী ভবেৎ।
গার্হস্থ্যং প্রথমং কুর্য্যাৎ যথাবিধি মহেশ্বরি॥

মানবগণ জন্মগ্রহণ মাত্রেই গৃহস্থ হইয়া থাকে। পরে সংস্কার হইলে আশ্রমী হয়। মহেশ্বরী! কলিযুগে প্রথমেই যথাবিধানে গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিবে॥

কা-ত-৯।১।

(১) দণ্ড শব্দার্থ সংযম। দণ্ড তিন প্রকার, যথা;—কায়দণ্ড, বাগ্‌দণ্ড ও মনোদণ্ড। যিনি আপনার শরীর, বাক্য ও মনকে দমন করিয়াছেন, তাঁহাকেই ত্রিদণ্ডী বলা হায়।

(২) ভগবান্ শিব কহিয়াছেন যে, কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ আশ্রম নাই; কেবলমাত্র গার্হস্থ্য এবং সন্ন্যাস এই দুই প্রকার আশ্রম আছে। যথা—

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থ্যো ভৈক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌযুগে।

ম-নি-ত ৮।৮।

সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ প্রধানঃ পুণ্যবান্ গৃহী ।
স্ত্রী পুত্র পৌত্রযুক্তঞ্চ মন্দিরং তপসঃ ফলং ॥

সকল প্রকার আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই প্রধান এবং গৃহী ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যবান্। স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্রাদিতে পরিপূর্ণ যে গৃহ তাহা পরম তপস্যার ফল বলিতে হইবে ॥

ব্র-বৈ-পু-১।২৩।৮ ।

দেবৈশ্চৈব মনুষৈশ্চ তির্য্যগ্‌ভিশ্চোপজিব্যতে ।
গৃহস্থঃ প্রত্যহং যস্মাত্তস্মাৎ শ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী ॥

যেহেতু দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যক্‌-জাতি প্রত্যহ গৃহস্থের নিকট হইতে জীবিকা প্রাপ্ত হয়, এ হেতু গৃহাশ্রমী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ ॥

দ-সং ২।৫৩ ।

ত্রয়ানামাশ্রমাণাঞ্চ গৃহস্থো যোনিরুচ্যতে ।
সীদমানেন তেনৈব সীদন্তীহেতরে ত্রয়ঃ ॥

গৃহস্থাশ্রম অন্য আশ্রম ত্রয়ের মুলাধার বলিয়া উক্ত হয়, যেহেতু গৃহস্থাশ্রম বিনষ্ট হইলে অন্য আশ্রমত্রয়ওবিনষ্ট হয় । ঐ ৫৪ ॥

মূলত্রাণে ভবেৎস্কন্ধঃ স্কন্ধাচ্ছাখাশ্চপল্লবাঃ ।
মূলেনৈব বিনষ্টেন সর্ব্বমেতদ্ধি নশ্যতি ॥

মুল রক্ষিত হইলে স্কন্ধ রক্ষিত হয়, স্কন্ধ রক্ষিত হইলে শাখা ও পল্লব রক্ষিত হয়, কিন্তু মুল নষ্ট হইলে সকলই বিনষ্ট হয় ॥ ঐ ৫৫ ।

(দার পরিগ্রহের প্রয়োজন কথন)

পাটিতোঽয়ং দ্বিজাঃ পূর্ব্বমেকদেহঃ স্বয়ম্ভুবা ।
পতয়োঽর্দ্ধেন চার্দ্ধেন পত্নোঽভূবন্নিতি শ্রুতিঃ ॥

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা আপনার এক দেহকে দ্বিধা করিয়া এক অর্দ্ধাংশে পতি ও অপর অর্দ্ধাংশে পত্নীরূপে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ব্যা-সং ২।১৩ ।

যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধোভবেৎ পুমান্ ।
নার্দ্ধংপ্রজায়তে সর্ব্বং প্রজায়েতেত্যপি শ্রুতিঃ ॥

পুরুষ যাবৎ দার পরিগ্রহ না করে, তাবৎ তিনি কেবল অর্দ্ধ-শরীর বিশিষ্ট হইয়া থাকেন । সেই অর্দ্ধমাত্র শরীর হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রজা উৎপন্ন হয় না ॥ ঐ ১৪

ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্ ।
ক্ষেত্রবীজ সমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্ব্বদেহিনাং ॥

ক্ষেত্র স্বরূপা নারী ও বীজ স্বরূপ পুরুষ, ঐ ক্ষেত্রে ঐ বীজ সংযোগে সর্ব্ব দেহীর উৎপত্তি হয় ॥

ম-সং ৯।৩৩

অর্দ্ধংভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা ।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যামূলং তরিষ্যতঃ ॥

ভার্য্যা পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ পরম বন্ধু, ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সাধনের মুল কারণ এবং ইহ-লোকে সর্ব্বাপদ হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ॥

ম-ভা-আদিপর্ব্ব ৭৪।৪০ ।

সন্ধ্যাশ্রমান্নপানাদ্যৈ স্বগ্রমেণ কলত্রবান্।
ব্যসনার্ণবমত্যেতি জলযানৈরিবার্ণবম্ ॥

যেরূপ জলযানের সাহায্যে সমুদ্রের পরপারে গমন করা যায়, সেইরূপ গৃহস্থব্যক্তি ভার্য্যার সাহায্যে (অন্যান্য আশ্রমীদিগকে অন্নপানাদি দ্বারা প্রতিপালন করিয়া) যাবতীয় কষ্টরূপ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হন ॥ ভা-পু-৩।১৪।১৮।

যামাশ্রিত্যেন্দ্রিয়ারাতীন্ দুর্জ্জয়ানিতরাশ্রমৈঃ।
বয়ংজয়েম হেলাভির্দস্যূন্ দুর্গপতির্যথা ॥

অন্যান্য আশ্রমাবলম্বী ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুদিগকে অতি কষ্টেও দমন করিতে পারেন না; কিন্তু, যেরূপ দুর্গপতি দুর্গের আশ্রয় লইয়া দস্যুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়, সেইরূপ আমরা স্ত্রীর সাহায্যে তাহাদিগকে অনায়াসেই জয় করি ॥ ঐ ২০।

পরলোকস্ত্বয়ং লোকো জীয়তে ভার্য্যয়া দ্বয়ং।
দেবপিত্রতিথীজ্যাদি নাভার্য্যঃ কর্ম্ম চার্হতে ॥

ভার্য্যা দ্বারাই ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই জয় করা যায়। যাহার ভার্য্যা নাই, তাহার দেব, পিতৃ, অতিথী ও যজ্ঞাদি কার্য্যে অধিকার নাই ॥ কা-খ-৪।৬৮।

অপত্যংধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ ॥

অপত্যোৎপাদন, (যাগ যজ্ঞাদি) ধর্ম্মকার্য্য, আত্ম-শুশ্রূষা, সুরতি-ক্রীড়া, এবং পিতৃগণের ও আত্মার স্বর্গ লাভ, এই সকল কার্য্য স্ত্রীর অধীন হয় ॥ ম-সং ৯।২৮।

ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ সভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্য্যাবন্তঃশ্রিয়ান্বিতাঃ ॥

ভার্য্যাবান্ লোকেরাই ক্রিয়াশালী হয়; ভার্য্যাবান্ লোকেরাই গৃহী বলিয়া পরিগণিত হয়; ভার্য্যাবান্ লোকেরাই সর্ব্বদা সুখী হয় এবং ভার্য্যাবান্ লোকেরাই সৌভাগ্যসম্পন্ন হয় ॥

ম-ভা-আদিপর্ব্ব৭৪।৪১।

সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ম্বদাঃ।
পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ ॥
কান্তারেষ্যপি বিশ্রামো জনস্যাধ্বনিকস্য বৈ।
যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্যস্তস্মাদ্দারাঃ পরাগতিঃ ॥

প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা অসহায়ের সহায়-স্বরূপ, ধর্ম্মকার্য্যে পিতা-স্বরূপ, আর্ত্তব্যক্তির জননী-স্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রাম-স্থান-স্বরূপ। ভার্য্যাবান্ ব্যক্তি সকলেরই বিশ্বাস-ভাজন; সুতরাং ভার্য্যাই পুরুষের পরম আশ্রয়-স্বরূপ ॥ ঐ ৪২-৪৩

সংস্মরন্তমপি প্রেতং বিষমেষেকপাতিনম্।
ভার্য্যাবান্বেতি ভর্ত্তারং সততং যা পতিব্রতা ॥

পুরুষের মরণান্তর আর কিছুই তাহার অনুগামী হয় না, কেবল পতিব্রতা পত্নীই সহগামিনী হইয়া থাকে ॥ ঐ ৪৪

প্রথমং সংস্থিতা ভার্য্যা পতিং প্রেত্য প্রতীক্ষতে।
পূর্ব্বং মৃতঞ্চ ভর্ত্তারং পশ্চাৎ সাধ্ব্যনুগচ্ছতি॥

পতিব্রতা ভার্য্যা যদি ভর্ত্তার পূর্ব্বে পরলোক প্রাপ্ত হয়,তাহা হইলে সে তথায় গিয়া পতির অপেক্ষা করে। আর যদি পূর্ব্বে পতির পরলোক হয়,তবে তাঁহার সহমৃতা হয়॥

ম-ভা-আদি পর্ব্ব ৭৪।৪৫।

এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্ পাণিগ্রহণমিষ্যতে।
যদাপ্নোতি পতির্ভার্য্যামিহ লোকে পরত্র চ॥

হে রাজন্! যেহেতু পতি, ভার্য্যাকে ইহলোকে ও পরলোকে সহায়স্বরূপ প্রাপ্ত হন, এই নিমিত্তই লোকে পাণিগ্রহণ অভিলাষ করেন॥

ঐ ৪৬।

গৃহীভব মুনিশ্রেষ্ঠ গৃহিণাং সর্ব্বদা সুখং।
কামিন্যাং সুখ সম্ভোগ স্বর্গ ভোগাৎ সুদুর্লভ॥

(স্বয়ম্ভূব্রহ্মা মহর্ষি নারদকে কহিয়াছিলেন) হে মুনিসত্তম! তুমি গৃহী হও, যেহেতু গৃহী ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই সুখভোগ করিয়া থাকেন। আরও দেখ, কামিনী-সুখ-সম্ভোগ স্বর্গভোগ অপেক্ষাও অতিশয় সুদুর্লভ বলিয়া প্রসিদ্ধ॥

ব্র-বৈ-পু-১।২৪।২৫।

তদ্দর্শন মুপস্পর্শং বাঞ্ছন্ত্যে ব মুমুক্ষবঃ।
সর্বস্পর্শ সুখাৎ স্ত্রীণাং উপস্পর্শ সুখং পরং॥

মুমুক্ষু অর্থাৎ মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিরাও কামিনী দর্শন ও স্পর্শন সুখ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এই সংসারে যাবদীয় স্পর্শসুখের মধ্যে স্ত্রী-সংস্পর্শ-সুখ অতীব উৎকৃষ্ট॥

ব্র-বৈ-পু-১।২৪।২৬।

ততঃ সুখতমং পুত্র দর্শনং স্পর্শনং মুনে।
সর্ব্বেভ্যঃ প্রেয়সী কান্তা প্রিয়াতেন প্রকীর্ত্তিতা॥

হে সুবিচক্ষণ পুত্র! কামিনী দর্শন ও স্পর্শন সুখাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম সুখ আর কিছুই নাই। যেহেতু স্ত্রী সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হয়, এই কারণে রমণীগণ প্রিয়া নামে বিখ্যাতা হইয়াছে॥ ঐ ২৭।

দহ্যমানা মনোদুঃখৈ ব্যাধিভিশ্চাতুরা নরাঃ।
হ্লাদন্তে স্বেষু দারেষু ঘর্মার্ত্তা সলিলেষ্বিব॥

মনুষ্য শারীরিক বা মানসিক পীড়া দ্বারা যতই কেন কাতর হউক না, প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অবলোকন করিলে সুশীতল জলেপ্রগাঢ় আতপতাপিত ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদুঃখ বিস্মৃত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করে॥ ম-ভা-আদি পর্ব্ব ৭৪।৪৯।

আত্মনো জন্মনঃ ক্ষেত্রং পুণ্যং রামাঃ সনাতনম্।
ঋষীণামপি কা শক্তিঃ স্রষ্টুং রামামৃতে প্রজাম্॥

স্ত্রীলোকই আত্মার পবিত্র জন্মক্ষেত্র। ঋষিতুল্য পুরুষ হইলেও তিনি স্ত্রীলোক ব্যতীত পুত্রোৎপাদন করিতে সমর্থ নহেন॥ ঐ ৫১।

পুত্রেণ চ ভবেৎ স্বর্গঃ কুলং পুত্রেণ বর্দ্ধতে।
যশঃ কীর্ত্তিশ্চ পুত্রেণ পুত্র উৎপাদ্যতাং সুত॥

পুত্রদ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হয়, পুত্রদ্বারা কুল বৃদ্ধি হইয়া বংশ রক্ষা হয় এবং পুত্রদ্বারা যশঃ কীর্ত্যাদি সম্পত্তি লাভ হয়, অতএব হে পুত্র! প্রথমে পুত্র উৎপাদন বিষয়ে যত্নবান্ হও॥ যো-উ-১১২।

লাকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রকৈঃ।
যস্মাত্তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ সেব্যাঃ ভর্ত্তব্যাশ্চ সুরক্ষিতাঃ॥

যেহেতু পুত্র, পৌত্র প্রপৌত্রাদি উৎপাদন দ্বারা ইহলোকে বংশ রক্ষা ও পরলোকে স্বর্গ লাভ হয়, এই কারণে স্ত্রী গ্রহণ করা ও স্ত্রীর ভরণ পোষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য॥ যা-সং-১।৭৮।

(বিবাহার্থ কন্যা ক্রয় ও বিক্রয় উভয়ই দোষাবহ)

ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সুতাস্তেষাং পিতৃপিণ্ডং ন বিদ্যতে॥

ক্রয়ক্রীতা কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহাকে পত্নী বলা যায় না এবং তদ্গর্ভজাত সন্তান পিতৃপিণ্ড দানে অধিকারী নহে॥ অত্রিসং।

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্য বিক্রয়ী॥

জ্ঞানবান্ পিতা কন্যার বিবাহার্থ অণুমাত্রও শুল্ক গ্রহণ করিবেন না, তিনি লোভ বশতঃ শুল্ক গ্রহণ করিলে অপত্য বিক্রয় পাপে লিপ্ত হয়েন॥ ম-সং ৩।৫১।

আদদীত ন শূদ্রোঽপি শুল্কং দুহিতরং দদৎ॥
শুল্কং হি গৃহ্নন্ কুরুতেচ্ছন্নং দুহিতৃবিক্রয়ং॥

শাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণাদির কথা দূরে থাকুক, শাস্ত্রানভিজ্ঞ অতি নীচ শূদ্রজাতিও শুল্ক গ্রহণ করিবে না, যদি গ্রহণ করে, তবে কন্যা সম্প্রদাতাকে গোপনভাবে দুহিতৃবিক্রয়ী বলা যায়॥ ঐ ৯।৯৮।

অন্নেনাপি হি শুল্কেন পিতা কন্যাং দদাতি যঃ।
রৌরবে বহু বর্ষাণি পুরীষং মূত্রমশ্নুতে॥

যে পিতা কিঞ্চিৎ মাত্রও শুল্ক গ্রহণ করিয়া কন্যা দান করে, সে মরণান্তে নরকে গমন করিয়া বহু বর্ষ পর্য্যন্ত মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করে॥ (১) আ-সং ৯।২৫।

(১) পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে—"যে মূঢ় মোহক্রমেও কন্যা বিক্রয় করে, সে পুরীষহ্রদসংজ্ঞক ঘোরতর নরকে দীর্ঘকাল বাস করিয়া থাকে। বিক্রীতা কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, সে সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত চণ্ডাল সদৃশ হয়। শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তিগণ কন্যা বিক্রয়ীর মুখ দর্শন করিবেন না। যদিও ভ্রমক্রমে দর্শন করেন, তাহা হইলে ভাস্কর দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবেন। কন্যা বিক্রয়ী যে সকল শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদায়ই বিফলতা প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করে, সে যেমন নরক হইতে নিস্তার পায় না, সেইরূপ যে কন্যাদান করে, তাহাকে স্বর্গ হইতে পুনরাগমন করিতে হয় না।

ক্রিয়াযোগ সার ১৯ অ, ১৪৬—১৫১।

(কন্যাকাল উপস্থিত হইলে কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিবে)

অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা।

অষ্টবর্ষবয়স্কা কন্যাকে গৌরী, নববর্ষবয়স্কা কন্যাকে রোহিণী এবং দশমবর্ষবয়স্কা কন্যাকে কন্যা বলা যায়। দশম বর্ষের পর কন্যা রজস্বলা হইয়া থাকে॥ প-সং ৭।৬।

প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ং॥

কন্যা দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম প্রাপ্ত হইলেও যে ব্যক্তি কন্যা সম্প্রদান না করে,তাহার পিতৃগণ মাসে মাসে সেই কন্যার আর্ত্তব (স্ত্রীরজঃ) পান করে॥ ঐ ৭

মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাং॥

কন্যা যদি অবিবাহিতাবস্থায় রজস্বলা হয়, তাহা হইলে তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার মাতা পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিন জনেই নরকগামী হয়॥ ঐ ৭।৮

বরায় গুণহীনায় বৃদ্ধায়াজ্ঞানিনে তথা।
দরিদ্রায় চ মূর্খায় রোগিণে কুৎসিতায় চ॥
অত্যন্ত কোপযুক্তায় চাত্যন্তদুর্ম্মুখায় চ।
পঙ্গুলায়াঙ্গহীনায় চান্ধায় বধিরায় চ॥
জড়ায় চৈব মূকায় ক্লীবতুল্যায় পাপিনে।
ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ সোপি যশ্চ কন্যাং দদাতি চ॥

গুণহীন, বৃদ্ধ, অজ্ঞানী, দরিদ্র, মূর্খ, রোগা, কুৎসিত, অত্যন্ত ক্রোধী, অত্যন্ত দুর্মুখ, পঙ্গু, অঙ্গহীন, অন্ধ, বধির, জড়, মূক, ক্লীবতুল্য ও অধার্ম্মিক বরে যে ব্যক্তি কন্যাদান করে, সেই সম্প্রদাতা ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়॥

ব্র-বৈ-পু ২।১৬।৭৪-৭৬।

গৃহী দদাতি স্ব সুতাং রাজ্য সম্পত্তিশালিনে।
কন্যাকাং দুঃখিনীং দৃষ্ট্বা কন্যাঘাতী ভবেৎ পিতা॥

গৃহী ব্যক্তি রাজ্য সম্পত্তিশালী পাত্রকে কন্যাদান করে, কিন্তু কন্যা যদি মনোমত পতি লাভ না করিয়া দুঃখে জীবনক্ষয় করে, তাহা হইলে পিতা সেই কন্যার বধভাগী হয়॥

ঐ ৪।৪১।৫৭।

নানুরূপায় পাত্রায় পিতা কন্যাং দদাতি চেৎ।
কামলোভাদ্ভয়ান্মোহাৎ শতাব্দং নরকং ব্রজেৎ॥

যদি পিতা, কাম, লোভ, ভয় বা মোহ প্রযুক্ত অযোগ্য পাত্রে কন্যা দান করে, তাহা হইলে তাহাকে শতবর্ষ নরকে বাস করিতে হয়॥

ঐ ৪।৪১।৪৭।

অপ্রযচ্ছন সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যামৃতাবৃতৌ।
গম্যন্ত্বভাবে দাতৃণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ম্বরং॥

যোগ্য বর উপস্থিত হইলে যদি অধিকারী ব্যক্তিগণ কন্যা দান না করেন, তবে কন্যার যত সঙ্খ্যক ঋতু হইবে, তত সঙ্খ্যক ভ্রূণ হত্যার পাপ হইবে। দানাধিকারীর অভাবে

কন্যা স্বয়ং উপযুক্ত পাত্রে আত্ম-দান করিবেন॥ যা-সং ১।৬৪।

প্রাক্তনাদ্যস্য যা কান্তা সা তংপ্রাপ্নোতি বল্লভং।
প্রজাপতে র্নিবন্ধঞ্চ ন কোপি খণ্ডিতুংক্ষমঃ॥

পূর্ব্বজন্মে যে নারীর যে পতি-থাকে, সে প্রাক্তন কর্ম্মযোগে জন্মা-ন্তরে সেই পতি লাভ করে। প্রজা-পতির নির্ব্বন্ধ কেহই খণ্ডন করিতে সক্ষম হয় না॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৪১।৭৮।

পিতা পিতামহোভ্রাতা সকুল্যোজননী তথা।
কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ॥

পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও জননী প্রকৃতিস্থ থাকিলে ইহাঁদিগের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তির অভাবে পর পর ব্যক্তি কন্যাদান করিবেন॥ যা-সং ১।৬৩।

সকৃদংশোনিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সকৃৎ॥

ভ্রাতারা পৈতৃক ধনের যে বিভাগ করিয়া থাকে তাহা একবারই হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না, পিত্রাদিরা যে কন্যাকে একবার সম্প্রদান করিয়াছেন,তাহা অন্যকে দান করিতে পারিবে না এবং যে পশু, হিরণ্য ও বস্ত্রাদি দ্রব্য একবার যাহাকে দান করিবে উহা দ্বিতীয়বার অন্যকে দান করিতে পারিবে না। ইহাদ্বারা এই স্থির হইল যে, কন্যাদান একবারই হইবে, দ্বিতীয়বার হইবে না॥ ম-সং ৯।৪৭।

সকৃৎপ্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্।
অদুষ্টাংহি ত্যজন্ দণ্ড্যঃ সুদুষ্টান্ত পরিত্যজেৎ।

একবার মাত্রই কন্যাদান করিবে, সেই বিবাহিতা কন্যা যদি কেহ হরণ করে, তবে সেই ব্যক্তি চৌরদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। আর যদি কোন ব্যক্তি অদুষ্টা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই পতিও দণ্ডনীয় হইবে, আর অত্যন্ত দুষ্টা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে॥ গ-পু ১।৯৫।১৬।

(পুরুষ সদ্বংশজাতা ও সুলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করিবে)

সবিপ্লুতো ব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়োমুদ্বহেৎ॥
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীং।
অরোগিনীং ভ্রাতৃমতীমসমানার্ষগোত্রজাং।
পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা॥

দ্বিজ ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে সুলক্ষণা, অনন্যপূর্ব্বা (যে কন্যার সহিত পূর্ব্বে অন্য কাহারও বিবাহ হইবার কথা অবধারিত হয় নাই) কমনীয়া, অসপিণ্ডা, সদ্বংশজাতা, গুণজ্ঞা, অরোগিনী, সভ্রাতৃকা (যাহার সহোদর আছে), অসমানগোত্রা, ও ঋষিবংশায়া কন্যা বিবাহ করিবে। মাতামহ হইতে পঞ্চম ও পিতা

হইতে সপ্তম পুরুষ ত্যাগ করিয়া কন্যা পরিগ্রহ করিবে॥

গ-পু-১।৯৫।৩-৪।

নোদ্বহেৎ কাপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাং॥

যে কন্যার মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার ছয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, যে চিররোগিণী, যাহার গাত্রে অল্পমাত্রও লোম নাই, যাহার গাত্রে অতিশয় লোম, যে পরুষভাষিনী, অথবা যাহার পিঙ্গলবর্ণ নয়ন, এবম্প্রকার কন্যাকে বিবাহ করিবে না॥ ম-সং-৩।৮।

নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাং।
নপক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাং॥

নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্ব্বত, পক্ষী, সর্প ও দাস, ইহাদিগের নামে যে কন্যার নাম অথবা যাহার অতিভয়ানক নাম, তাহাকেও বিবাহ করিবে না॥ ঐ ৯।

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীং।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং॥

পরন্তু যে স্ত্রী অঙ্গহীন নহে, যাহার নাম সুখে উচ্চারণ করা যায়, হংস কিংবা মাতঙ্গের ন্যায় যাহার মনোহর গমন, যাহার লোম ও কেশ মৃদুল এবং দন্ত ক্ষুদ্র, এমন কোমলাঙ্গী স্ত্রীকে বিবাহ করিবে॥

ম-সং ৩।১০।

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণং।
তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃসপ্তমে পদে॥

বিবাহনিস্পাদক মন্ত্র সকল ভার্য্যাত্বের নিমিত্ত হয় বটে, উক্ত মন্ত্রদ্বারা কন্যার সপ্তপদী গমন হইলে উক্ত ভার্য্যাত্বের সমাপ্তি হয়, ইহার পূর্ব্ব বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না, অর্থাৎ কন্যার সপ্তপদী গমনের পূর্ব্বে তাহার কুরূপাদি দোষ দৃষ্টে তাহাতে বরের বিদ্বেষ জন্মিলে ঐ বর সেই কন্যাকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু সপ্তপদী গমনের পরে ত্যাগ করিতে পারে না॥ ঐ ৮।২২৭।

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥

ত্রিংশৎবর্ষ বয়স্ক পুরুষ দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে, চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক ব্যক্তি অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে, ইহা কেবল প্রদর্শন মাত্র, বস্তুতঃ তিনগুণ অধিক বয়স্ক পুরুষ একগুণ বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবে, ইহার ন্যূনাধিকে বিবাহ করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। ঐ ৯।৯৪

(অষ্টবিধ বিবাহ বর্ণন।)

গৃহস্থ উদ্বহেৎ কন্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ।
ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বরাক্ষসৌ চান্যৌ পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ।।
এতেষাং যস্য যো ধর্ম্মো বর্ণস্যোক্তো মহর্ষিভিঃ।
কুর্ব্বীত দারাহরণং তেনান্যং পরিবর্জ্জয়েৎ।।

হে রাজন্! গৃহস্থ ব্যক্তি ন্যায়-সঙ্গত বিধি অনুসারে কন্যা বিবাহ করিবে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও সর্ব্বাধম পৈশাচ, এই অষ্টবিধ বিবাহ। তন্মধ্যে মহর্ষিগণ যে বর্ণের যেরূপ বিবাহধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন তদনুসারে দার পরিগ্রহ করিবে, কিন্তু শেষোক্ত (পৈশাচ) বিবাহ বর্জ্জন করিবে। বি-পু ৩।১০।২৫-২৬।

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কান্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।

বিদ্যা ও সদাচার সম্পন্ন অপ্রা-র্থনাকারী বরকে আনয়নপূর্ব্বক বিশেষ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন ও অলঙ্কার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া কন্যা দান করাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা যায়। ম-সং ৩।২৭।

যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে।।

জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের আরম্ভ সময়ে কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিতকে সাল-ঙ্কৃতা কন্যা দান করার নাম দৈব বিবাহ। ঐ ২৮।

একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যা প্রদানং বিধিবদার্ষোধর্ম্মঃ স উচ্যতে।।

বরের নিকট হইতে যজ্ঞাদি ধর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত এক বা দুই গো-মিথুন গ্রহণ করিয়া ঐ বরকে কন্যা দান করাকে আর্য বিবাহ বলে।

ম সং ৩।২৯।

সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ।।

"তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্মা-চরণ কর," অগ্রে বরকন্যাকে এই কথা বলিয়া বরকে অর্চ্চনা করতঃ কন্যা প্রদান করার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ। ঐ ৩০।

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যা প্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে।।

কন্যার পিত্রাদিকে এবং কন্যাকে যথাশক্তি ধন দান করিয়া বরকর্ত্তৃক ইচ্ছাপূর্ব্বক কন্যা গ্রহণ স্বীকার করার নাম আসুর বিবাহ ॥

ঐ ৩।৩১।

ইচ্ছয়াঽন্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ।।

বরকন্যার ইচ্ছানুসারে পর-স্পরের মিলনকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ কহে। এই বিবাহ কামসম্ভব মিথুনে-চ্ছায় সংঘটিত হয় ॥ ঐ ৩২।

হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধি রুচ্যতে।।

প্রতিপক্ষ কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তি-দিগকে হনন, তাহাদিগের হস্তাদি-চ্ছেদ ও প্রাচীরাদি ভেদ করিয়া আক্রোশকারিণী রোদন-পরায়ণা কন্যাকে (বলপূর্ব্বক) হরণ করার নাম রাক্ষসবিবাহ॥ ম-সং ৩৩।

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ॥

নিদ্রাভিভূতা বা মদ্যপানবিহ্বলা অথবা অনবধানযুক্তা স্ত্রীতে নির্জ্জন প্রদেশে গমন করাকে পৈশাচ বিবাহ কহে। এই বিবাহ আট প্রকার বিবাহের মধ্যে পাপজনক ও অধম। ঐ ৩৪।

ব্রাহ্ম্যাদিষু বিবাহেষু চতুর্ষ্বেবানুপূর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসম্মতাঃ।।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য আনুপূর্ব্বিক এই চারি প্রকার বিবাহে বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন সাধুসম্মত সন্তান উৎপন্ন হয়॥ ঐ ৩৯।

রূপসত্ত্বগুণোপেতা ধনবন্তো যশস্বিনঃ।
পর্য্যাপ্তভোগা ধর্ম্মিষ্ঠা জীবন্তি চ শতং সমাঃ।।

সেই সমস্ত সন্তান রূপবান্, সত্ত্ব-গুণোপেত,ধনশালী, যশস্বী,পর্য্যাপ্ত-ভোগা ও ধর্ম্মশাল হয় এবং তাহারা শত বৎসর জীবিত থাকে॥ ঐ ৪০।

ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ।
জায়ন্তে দুর্ব্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্ম্মদ্বিষঃ সুতাঃ।।

ব্রাহ্মাদি চারি বিবাহ ভিন্ন অপর চারি বিবাহে, ক্রূরকর্ম্মা, মিথ্যাবাদী এবং বেদ ও যজ্ঞাদিদ্বেষ্টা পুত্র জন্মে॥ ম-সং ৩।৪১।

(পুরুষ সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিবে।)

অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥

অনিন্দিতরূপে বিবাহিতা স্ত্রীতে উত্তম সন্তান জন্মে এবং নিন্দিত-রূপে বিবাহিতা স্ত্রীতে অধম সন্তান জন্মে। অতএব নিন্দিত বিবাহ বর্জ্জন করিবে॥ ঐ ৪২।

উত্তমৈ রুত্তমৈর্নিত্যং সম্বন্ধা নাচরেৎ সহ।
নিনীষুঃকুলমুৎকর্ষমধমানধমাংস্ত্যজেৎ।।

যিনি আপনার কুলের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তিনি সর্ব্বদা বিদ্যা, আচারাদি সম্পন্ন উত্তম উত্তম কুলের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবেন, তদভাবে বরং সমান কুলের সহিত করিবেন, কিন্তু অধম কুল পরিত্যাগ করি-বেন। ঐ ৪।২৪৪।

উত্তমানুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনান্ হীনাংশ্চবর্জ্জয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাং।।

হীন লোককে বর্জ্জন করিয়া উত্তম উত্তম লোকের সহিত সম্বন্ধ করিলে, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হন, কিন্তু

তদ্বিপরীত আচরণ করিলে শূদ্রতুল্য হইয়া যান ॥ ম-সং ৪।২৪৫।

বরয়েৎ কুলজাং প্রাজ্ঞো বিরূপামপি কন্যকাং।
স্বরূপাং সুনিতম্বাঞ্চ নাকুলীনাং কদাচন ॥

প্রাজ্ঞব্যক্তি সৎকুলজাত কন্যা কুৎসিতা হইলেও তাহাকে বিবাহ করিবে, কিন্তু অসৎকুলসম্ভূতা কন্যা সুরূপা ও সুনিতম্বা হইলেও তাহাকে গ্রহণ করিবে না ॥

গ-পু-১।১১০।৬।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্ত শূদ্রোনাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের দ্বিজাতি সংজ্ঞা হয়, যেহেতু ইহাদিগের উপনয়ন সংস্কার আছে; চতুর্থ বর্ণ শূদ্র শব্দে অভিহিত হয়, উহার উপনয়ন নাই, আর পঞ্চম বর্ণই নাই ॥ ম-সং ১০।৪।

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়াস্ত এব তে ॥

পরিণীত ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে, ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক উৎপন্ন ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাতে বৈশ্য হইতে সম্ভূত বৈশ্য এবং শূদ্রাতে শূদ্র হইতে জাত শূদ্র হইবে, ফলতঃ সবর্ণা পত্নীতে উৎপন্ন সন্তান সবর্ণ হইবে এবং ভিন্ন জাতীয় পত্নীতে সন্তান কোন বর্ণ হইবে না, জাত্যন্তর অর্থাৎ সঙ্কর জাতি হইবে।

ম-সং ১০।৫।

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ ॥

সবর্ণাদম্পতী হইতে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারাই সজাতি হয় এবং অনিন্দিত বিবাহ দ্বারা যে সকল সন্তান লাভ হয় তাহারাই বংশধর হয় ॥ যা-সং ১।৯০।

শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥

ব্রাহ্মণ সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ না করিয়া শূদ্রা বিবাহ করিলে নরক প্রাপ্ত হন; এবং তাহাতে সন্তানোৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হন ॥ ম-সং ৩।১৭।

হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু স সন্তানানি শূদ্রতাং ॥

দ্বিজাতিগণের মধ্যে যদি কেহ মোহ বশতঃ হীন (শূদ্র) জাতিয়া কন্যাকে বিবাহ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার কুল নষ্ট হয় এবং তাহার সেই স্ত্রীর গর্ব্ভজাত সন্তানেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ঐ ৩।১৫।

বৃষলী ফেনপীতস্য নিঃশ্বাসোপহতস্য চ।
তস্যাঞ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥

যে ব্যক্তি শূদ্রার অধর রসপান, এক শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক তাহার নিঃশ্বাস গ্রহণ ও তাহাতে সন্তানোৎপাদন করে, সে কিছুতেই শুদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥

ম-সং ৩।১৯।

সধর্ম্মচারিণীং প্রাপ্য গার্হস্থ্যং সহিতস্তয়া।
সমুদ্বহেদ্ দদাত্যেষা সম্যগূঢ়া মহাফলম্ ॥

পূর্ব্বোক্ত রূপ বিবাহ দ্বারা সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়া তাহার সহিত গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিলে সেই বিবাহিতা স্ত্রী সম্যগ্রূপে মহাফল প্রদান করে ॥ বি-পু ৪।১০।২৭।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পতির প্রতি পত্নীর ব্যবহার।

(স্ত্রীলোকের পতি অপেক্ষা প্রিয়তর ও গুরুতর আর কেহই নাই।)

স্বামী কর্ত্তাচ হর্ত্তা চ শাস্তা পোষ্টা চ রক্ষিতা।
অভীষ্টদেব পূজ্যশ্চ ন গুরুঃ স্বামিনঃ পরঃ ॥

স্ত্রীলোকের স্বামীই কর্ত্তা, হর্ত্তা, শাস্তা, পোষ্টা ও রক্ষিতা এবং স্বামীর তুল্য অভীষ্টদেব ও পূজনীয় কেহ নাই এবং স্বামী অপেক্ষা গুরুও কেহ নাই।

ব্র-বৈ-পু ১।১৫।১৫।

ভরণাদেব ভর্ত্তারং পালনাৎপতিরুচ্যতে।
শরীরেশাচ্চ সঃ স্বামী কামদাং কান্ত এব চ ॥
বন্ধুশ্চ সুখবর্দ্ধাচ্চ প্রীতিদানাৎ প্রিয়ঃ পরঃ।
ঐশ্বর্য্য দানদীশশ্চ প্রাণেশাৎ প্রাণনাথকঃ ॥
রতিদানাচ্চ রমণঃ প্রিয়োনাস্তি প্রিয়াৎপরঃ।
পুত্রস্তু স্বামিনঃ শুক্রাজ্জায়তে তেন সপ্রিয়ঃ।

পতি ভরণকর্ত্তা বলিয়া ভর্ত্তা, পালন কর্ত্তা বলিয়া পতি, শরীরের ঈশ্বর বলিয়া স্বামী, কামদাতা বলিয়া কান্ত, সুখবর্দ্ধন বলিয়া বন্ধু, প্রীতিদাতা বলিয়া প্রিয়, ঐশ্বর্য্যদাতা বলিয়া ঈশ, প্রাণের ঈশ্বর বলিয়া প্রাণনাথ এবং রতিদাতা বলিয়া রমণ নামে কীর্ত্তিত হয়। পতি ভিন্ন নারীর প্রিয়তম কেহই নাই এবং পুত্র পতির শুক্র হইতে উৎপন্ন হয়, এই কারণে পুত্রই প্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় ॥

ব্র-বৈ-পু ২।৪২।২৪-২৬।

শতপুত্রাৎ পরঃস্বামী কুলজানাং প্রিয়ঃ সদা।
অসৎকুল প্রসূতা যা কান্তং বিজ্ঞাতু মক্ষমা ॥

কুলস্ত্রীগণের পতি শত পুত্র অপেক্ষা সর্ব্বদা পরম প্রিয় বলিয়া

উক্ত হয়েন, কিন্তু যে নারী অসৎ কুলোদ্ভবা, সে পতি যে অমূল্য রত্ন তাহা কোন ক্রমেই পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম হয় না ॥

ব্র-বৈ-পু ২।৪২।২৭।

নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃসুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা॥

তন্ত্রীশূন্য বীণা যেমন বাজিতে পারে না, এবং চক্রশূন্য রথও যেমন চলিতে পারে না, তেমনি স্বামী যদি না থাকেন, শত পুত্রের জননী হইলেও স্ত্রীলোকের সুখোৎপত্তি হইতে পারে না।

বা-রা ২।৩৯।২৯।

মিতংদদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ॥

কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি পুত্র, সকলেই পরিমিত দান করেন; একমাত্র স্বামীই অপরিমিত দান করিয়া থাকেন; অতএব কোন্ রমণী স্বামীর পূজা না করিবেন॥

ঐ ৩০।

ভর্ত্তা হি পরমং নার্য্যাভূষণং ভূষণৈর্ব্বিনা।
এষা বিরহিতা তেন শোভনাপি ন শোভনা॥

অলঙ্কার বিহীনা নারীগণের পতিই উৎকৃষ্টাভরণ, কিন্তু পতি বিরহিতা নারী শোভনা হইলেও শোভনা নহে।

হি-উ।

যা স্ত্রী ভর্ত্তুরসৌভাগ্যা সদা ভাগ্যা চ সর্ব্বতঃ।
শয়নে ভোজনে তস্যা ন সুখং জীবনং বৃথা॥

যে নারী পতির সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিতা, সে সর্ব্বতোভাবে অভাগ্যবতী, তাহার শয়নে ভোজনে কিছুমাত্র সুখ নাই, সুতরাং তাহার জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৫৭।৭।

যস্যা নাস্তি প্রিয় প্রেম তস্যা জন্ম নিরর্থকং।
তৎ কিং পুত্রে ধনে রূপে সম্পত্তৌ যৌবনেঽথবা।

যে নারী প্রিয় পতির প্রেম লাভ করিতে না পারে, তাহার জন্ম বিফল। পুত্র, ধন, রূপ, সম্পত্তি, অথবা যৌবনে তাহার কোন সুখ নাই॥

ঐ ৮।

কাচিদেবহি জানাতি মহা সাধ্বী চ স্বামিনং।
অতি শঙ্কাংশ জাতাচ সুশীলা কুল পালিকা॥

কুলপালিকা সুশীলা মঙ্গলদায়িনী অতি শঙ্কিতা সাধ্বী নারীর সংখ্যা অতি স্বল্প, যে কেহ আছেন। তিনিই পতির মহিমা জানেন॥

ঐ ১২।

অসত্যংশ প্রসূতা যা দুঃশীলা ধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ।
মুখ দুষ্টা যোনি দুষ্টা পতিং নিন্দন্তি কোপতঃ॥

যে নারীগণ অসত্যংশজাতা, দুঃশীলা, ধর্ম্মবর্জ্জিতা, মুখদুষ্টা যোনিদুষ্টা সুতরাং অমঙ্গলদায়িনী,

তাহারাই কোপ বশতঃ পতি নিন্দা করে ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৫৭।১৩।

অসদ্বংশ প্রতাম্মুষা দুঃশীলা জ্ঞান বর্জ্জিতা।
স্বামিনং মন্যতেনাসৌ পিত্রোর্দ্দোষেণ কুৎসিতা॥

যে সকল রমণী অসদ্বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ব্যভিচারিণী, ধর্ম্ম-জ্ঞান বর্জ্জিত ও পিতৃ মাতৃ দোষে নিতান্ত ঘৃণিত হয়, তাহারাই পতির অবমাননা করিয়া থাকে ॥

ঐ ৩।৪৪।১২।

কুৎসিতং পতিতং মূঢ়ং দরিদ্রং রোগিনং জড়ং।
কুলজা বিষ্ণুতুল্যঞ্চ কান্তং পশ্যতি সন্ততং॥

যে সকল কামিনী সদ্বংশজাতা, তাঁহারা স্বামী কুৎসিত হউক, পতিত হউক, মূঢ় হউক, দরিদ্র হউক, রোগী হউক বা জড়ই হউক, কখনই পতির অবমাননা করেন না। প্রত্যুতঃ তাঁহারা পতিকে সতত বিষ্ণু তুল্য মোহনমূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া থাকেন॥ ঐ ১৩।

বিশীলঃকামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥

পতি দুঃশীল বা কামুক বা গুণ-হীন হইলেও সাধ্বী স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক সতত দেববৎ আরাধনীয় হয়॥

ম-সং ৫।১৫৪।

(পতিসেবা ভিন্ন স্ত্রীলোকের জন্য কোন সৎকার্য্য নাই)

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণং।
পতিংশুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

স্বামী ব্যতিরিক্ত স্ত্রীলোকের পৃথগ্রূপ কোন যজ্ঞ নাই, ব্রত নাই এবং উপবাসও নাই, কিন্তু কেবল পতি-শুশ্রূষা দ্বারা স্ত্রীলোক স্বর্গে পূজনীয়া হয়। ম-সং ৫।১৫৫।

ন তীর্থসেবা নারীণাং নোপবাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
নৈব ব্রতানাং নিয়মো ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বিনা॥

রমণীগণের পক্ষে পতি-শুশ্রূষা ব্যতিরেকে তীর্থ যাত্রার বিধান নাই, উপবাসাদিক্রিয়ার বিধান নাই এবং ব্রতানুষ্ঠানেরও নিয়ম নাই॥

ম-নি-ত ৮।১০০।

ভর্ত্তৈব যোষিতাং তীর্থং তপোদানং ব্রতং গুরুঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা নারী পতিসেবাং সমাচরেৎ।

নারীগণের স্বামীই তীর্থ, স্বামীই তপস্যা, স্বামীই দান, স্বামীই ব্রত ও স্বামীই গুরু; অতএব নারীগণ সর্ব্বতোভাবে স্বামীর সেবা করিবে॥

ঐ ৮।১০১।

জপস্তপস্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনং।
দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্র পতনানি ষট্॥

জপ, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন, ও দেবতারাধনা, এই

ষট্ কর্ম্ম দ্বারা স্ত্রী ও শূদ্রজাতি পতিত হয়॥ অত্রি-সং।

তীর্থস্নানার্থিনী নারী পতিপাদোদকং পিবেৎ।
শঙ্করস্যাপি বিষ্ণোর্ব্বা প্রয়াতি পরমং পদং॥

তীর্থ স্নানাকাঙ্ক্ষী নারী নিজ পতির পাদোদক পান করিবেন, তাহাতে তিনি শিবলোকে অথবা বিষ্ণুলোকে পরম পদ প্রাপ্ত হইবেন॥ ঐ।

সর্ব্ব পুণ্যস্বরূপশ্চ পতিরূপী জনার্দ্দনঃ।
যা সতী ভর্ত্তুরুচ্ছিষ্টং ভুংক্তে পাদোদকং সদা॥
তস্যা দর্শমুপস্পর্শং নিত্যং বাঞ্ছন্তি দেবতা।
ততঃ সর্ব্বাণি তীর্থানি পুনন্তি পাপিনোভয়াৎ॥

যে সাধ্বী রমণী পতিকে সর্ব্ব পুণ্য ও জনার্দ্দন স্বরূপ জ্ঞান করতঃ নিত্য তাঁহার উচ্ছিষ্ট ও চরণোদক পান করে, দেবগণ সর্ব্বদা তাহার দর্শন ও স্পর্শ করিবার বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। আর সেই পবিত্রা রমণীর স্পর্শে তীর্থ সমুদায় পাপিগণের স্পর্শভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৫৭।২০-২১।

স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
প্রাদক্ষিণ্যং পৃথিব্যাশ্চ সর্ব্বাণি চ তপাংসি চ।
সর্ব্বাণ্যেব ব্রতানীতি মহাদানানি যানি চ।
উপোষণানি পুণ্যানি যান্যন্যানি চ বিশ্বতঃ।
গুরুসেবা বিপ্রসেবা দেবসেবাদিকঞ্চ যৎ।
স্বামীনঃ পদসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥

নারী পতির চরণ সেবা দ্বারা যে ফল লাভ করে, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষা, পৃথিবী প্রদক্ষিণ, সর্ব্ব তপস্যা, সমস্ত ব্রত, মহাদানাদি, পবিত্র দিনে উপবাস, গুরুসেবা, বিপ্র সেবা এবং দেবাদি সেবা দ্বারা তাহার ষোড়শাংশের একাংশ ফলও লাভ করিতে পারে না॥ ব্র-বৈ-পু ২।৪২।২৮-৩০।

হুতাশনো বা সূর্য্যো বা সর্ব্বতেজস্বিনাং পরঃ।
পতিব্রতা তেজসশ্চ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥

এই জগতে সূর্য্য ও হুতাশন, ইহাঁরা তেজস্বিগণের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তুলনা করিলে, তাঁহারা পতিব্রতা তেজের ষোড়শাংশেরও একাংশ হইতে পারেন না॥

ঐ ৩।৪৪।১৪।

ব্রতোপবাসনিরতা যা নারী পরমোত্তমা।
ভর্ত্তারং নানুবর্ত্তেত সা চ পাপগতির্ভবেৎ॥

যে রমণী, সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বদাই ব্রত ও উপবাস করিয়া থাকে, স্বামীর অনুগতা না হইলে তাহারও নরক লাভ হয়॥

বা-রা-২।২৪।২৬।

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষয়া নারী লভতে গতিমুত্তমম্।
অপি যা নির্নমস্কারা নিবৃত্তা দেবপূজনাৎ॥

আবার, দেবপূজা ও দেবতাদির নমস্কার না করিলেও, একমাত্র স্বামী-সেবা দ্বারা স্ত্রীলোক উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে॥ বা-রা-২।২৪।২৭।

শুশ্রূষামেব কুর্ব্বীত ভর্ত্তুঃপ্রিয়হিতে রতা।
এষ ধর্ম্মঃ পুরা দৃষ্টো বেদে লোকে শ্রুতঃ স্মৃতঃ।

অতএব স্বামীর প্রিয় ও হিত অনুষ্ঠান করিয়া সেবা করিবে; ইহা অতি প্রাচীন ধর্ম্ম; বেদে ও লোকে সর্ব্বত্রই ইহা শ্রুত ও পরিগণিত হইয়া থাকে॥ ঐ ২৮।

জীবদ্ভর্ত্তরি যা নারী উপোষ্য ব্রতচারিণী।
আয়ুষ্যংহরতে ভর্ত্তুঃ সা নারী নরকং ব্রজেৎ॥

পতি জীবিত থাকিলে যে নারী পতির অননুমতিতে উপবাস করিয়া ব্রতাচরণ করে, সে ভর্ত্তার আয়ু হরণ করে এবং সে স্বয়ং নরকে গমন করে॥ অত্রিসং।

পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবিতো বা মৃতস্য বা।
পতি লোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ং॥

যে সাধ্বী স্ত্রী স্বর্গাদি লোকাকাঙ্ক্ষা করে, সে পতির জীবদ্দশায় বা মরণান্তে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও অপ্রিয়াচরণ করিবে না॥ ম-সং-৫।১৫৬।

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোঽগ্নি পরিক্রিয়া॥

স্ত্রীলোকদিগের বিবাহসংস্কারই (উপনয়নাদিরূপ) বৈদিক সংস্কার, পতিসেবাই গুরুকুলে বাস এবং গৃহকর্ম্মই (হোমাদিরূপ) অগ্নি সেবা॥ ম-সং-২।৬৭।

ন ব্রতং তীর্থযাত্রা নো নচ কাচিৎ শুভাক্রিয়া।
কর্ত্তব্যা তু তয়া রাজন্ শমঃ কার্য্যো ন সংশয়ঃ।
শীলভঙ্গেন নারীণাং দোষাস্তু বহবঃ স্মৃতাঃ॥

ব্রত, তীর্থগমন ও পুণ্যকর্ম্ম কিছু হউক আর না হউক, হে রাজন্! ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা নারীজাতির সর্ব্বতোভাবে বিধেয় সন্দেহ নাই। চরিত্রভঙ্গে নারীজাতির বহু দোষ সমুদ্ভূত হয়॥ দৈ-ভা-৮।২০।

ব্রতং পতিব্রতানাঞ্চ পতিসেবা পরং তপঃ।
যথা পুত্রঃ পরপতিরেষ ধর্ম্মশ্চ যোষিতাং॥

পতিব্রতা নারীগণের পতিসেবাই পরম ব্রত ও পরম তপস্যা। যোষিদ্গণ পরপতিকে পুত্রবৎ দর্শন করিবে, ইহাই নারী জাতীর ধর্ম্ম॥

ব্র-বৈ-পু-৪।৫৯।৭৭।

(সত্তার্য্যার লক্ষণ।)

অন্যং যদ্যন্যমাকাঙ্ক্ষেদন্যচেতসি রোচতে।
পুরুষাণামলাভেন তেন নারী পতিব্রতা॥

স্ত্রী ও পুরুষের চিত্ত যদি পরস্প-

য়ের প্রতি অনুরক্ত থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীকে পতিব্রতা বলা যাইতে পারে ॥ গ-পু-১।১১৪।১১।

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রিয়ম্বদা।
সা ভার্য্যা যা প্রিয়প্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা ॥

যিনি গৃহকার্য্যে দক্ষা, তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা, যিনি প্রিয়বাদিনী তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা, যিনি পতিপ্রাণা তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা এবং যিনি পতিব্রতা তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা ॥

গ-পু ১।১০৮।১৯।

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতেম্রিয়েত যা পত্যৌ সাধ্বীজ্ঞেয়া পতিব্রতা ॥

যে নারী পতির দুঃখে দুঃখী, পতির আনন্দে আনন্দিতা ও পতি প্রবাসী হইলে মলিনা ও কৃশা হন, তিনিই সাধ্বী ও পতিব্রতা এবং সেই পত্নীই পতির মরণে সহগামিনী হইতে পারেন ॥ ক-বা।

ক্রোধেহক্রোধবতী নারী ভোজনে জননীসমা।
বিপদে মধুভাষী চ সা ভার্য্যা প্রাণবল্লভা ॥

যে ভার্য্যা স্বামীর ক্রোধাবস্থায় শান্তচিত্তা, ভোজন কালে জননী তুল্যা ও বিপদাবস্থায় মিষ্ট ভাষিণী হয়, সেই ভার্য্যা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা ॥ ক-বা।

সা পত্নী যা বিনীতা স্যাচ্চিত্তজ্ঞা বশবর্ত্তিনী।
দুঃখাত্মিকা কলির্ভেদশ্চিত্ত খেদঃ পরস্পরম্ ॥

যে পত্নী বিনীতা, চিত্তজ্ঞা ও বশবর্ত্তিনী, তিনিই যথার্থ পত্নী, আর যে পত্নী হইতে পরস্পরের কলহ বিচ্ছেদ ও মনস্তাপ জন্মায়, সে দুঃখ রূপিনী মাত্র ॥ দ-সং-৪।৫।

(অসদ্ভার্য্যার লক্ষণ)

প্রতিকূল কলত্রস্য দ্বিদারস্য বিশেষতঃ।
জলৌকা ইব তাঃ সর্ব্বাভূষণাচ্ছাদনাহশনৈঃ ॥
সুভৃতাপি কৃতানিত্যং পুরুষং হ্যপকর্ষতি।
জলৌকা রক্তমাদত্তে কেবলং সা তপস্বিনী ॥

প্রতিকূল ভার্য্যা বিশেষতঃ দ্বিভার্য্যা জলৌকার ন্যায়। তাহাদিগকে সর্ব্বাভরণে ভূষিতা ও অতি উত্তম রূপে ভরণ পোষণ করিলেও তাহারা দিন দিন পুরুষকে অপকর্ষ করে। বরং জলৌকাকে তপস্বিনী বলা যায়, কেন না সে কেবল রক্তই ভক্ষণ করে ॥ দ-সং-৪।৬-৭।

ইতরা চ ধনংবিত্তং মাংসং বীর্য্যং বলংসুখম্।
সাশঙ্কা বালভাবে তু যৌবনেহভিমুখী ভবেৎ ॥

কিন্তু ইহারা পতির ধন, বিত্ত, মাংস, বীর্য্য, বল ও সুখ সকলেই শোষণ করে; ইহারা বাল্যাবস্থায় ভীতা ও যৌবনাবস্থায় অভিমুখী হয় ॥ ঐ ৮।

তৃণবন্মন্যতে নারী বৃদ্ধভাবে স্বকং পতিম্।
স্বকার্য্যে বর্ত্তমানা চ স্নেহান্ন চ নিবারিতা ॥

এই সকল নারীরা বৃদ্ধাবস্থায় পতিকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করে এবং স্নেহ পূর্ব্বক নিবারিতা হইলেও স্বকার্য্য সাধনে তৎপর থাকে ॥

দ সং ৪।৯।

ক্রোধে ক্রোধবতী নারী ভোজনে রাক্ষসী সমা।
বিপদে কটুভাষী চ সা ভার্য্যা প্রাণঘাতিকা ॥

যে স্ত্রী পতির ক্রোধাবস্থায় কোপনা ও ভোজন কালে রাক্ষসীর ন্যায় এবং বিপৎকালে কটুভাষিণী হয়, সেই স্ত্রী প্রাণনাশিনী ॥

ক·বা।

যস্য ভার্য্যা বিরূপাক্ষী কশ্মলা কলহপ্রিয়া।
উত্তরোত্তরবাদাস্যা সা জরা ন জরা জরা।

যে ভার্য্যা বিরূপাক্ষী, কশ্মলা (দুর্ব্বৃত্তা), কলহপ্রিয়া এবং সমান উত্তরদায়িনী সেই নারীই পুরুষের জরা, বার্দ্ধক্যাবস্থা জরা নহে ॥

গ-পু-১।১০৮।২৩।

যস্য ভার্য্যাশ্রিতান্যত্র পরবেশ্মাভিকাঙ্ক্ষিণী।
কুক্রিয়া ত্যক্তলজ্জা চ সা জরা নজরা জরা ॥

যে ভার্য্যা অন্যাশ্রিতা, পরগৃহাভিলাষিনী, কুক্রিয়াশক্তা ও নির্লজ্জা, তাহাকেই জরা বলা যায়, বার্দ্ধক্যাবস্থা জরা নহে ॥ ঐ ২৪

দুষ্টাভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥

ভার্য্যা যদি দুষ্টা হয়, মিত্র যদি শঠ হয়, ভৃত্য যদি উত্তরদায়ক হয় এবং সসর্প গৃহে যদি বাস করা যায়, তাহা হইলে তাহাই মৃত্যু সন্দেহ নাই ॥ গ-পু ১।১০৮।২৬।

(স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপণ)

স্ত্রীণাঞ্চ পতিদেবানাং তচ্ছুশ্রূষানুকূলতা।
তদ্বন্ধুষন্নুবৃত্তিশ্চ নিত্যং তদ্ব্রত ধারণং ॥

পতি-দেবতা মহিলাগণের প্রত্যহ পতিশুশ্রূষা, পতির অনুকূলতা, পতির বন্ধুগণের সন্তোষোৎপাদন এবং পতি যে নিয়ম প্রতিপালন করেন সেই নিয়ম ধারণ, এই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম ॥

ভা-পু ৭।১১।২৪।

সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং গৃহমণ্ডল বর্ত্তনৈঃ।
স্বয়ঞ্চ মণ্ডিতা নিত্যং পরিমৃষ্ট পরিচ্ছদা।
কামৈরুচ্চাবচৈঃ সাধ্বী প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
বাক্যৈঃ সত্যৈঃ প্রিয়ৈঃ প্রেম্না কালে কালে ভজেৎপতিং।
সন্তুষ্টালোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয় সত্যবাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিংত্বপতিতং ভজেৎ।

পতিপরায়ণা নারীগণ যথাকালে সম্মার্জ্জন ও লেপন দ্বারা গৃহের শোভা ও সৌগন্ধ সম্পাদন ও গৃহোপকরণ দ্রব্যাদি পরিষ্কার

করিবেন এবং স্বয়ং বেশভূষা করিয়া পতির নানাবিধ অভিলাষ পূর্ণ করিবেন; পতির প্রণয়িণী হইবেন এবং তাঁহাকে স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে দিবেন; তাঁহার উপর ক্রোধ কিংবা অভিমান করিবেন না; তাঁহার নিকট সত্য অথচ প্রিয়বাক্য কহিবেন এবং প্রেম সহকারে তাঁহাকে ভজনা করিবেন; যখন যাহা কিছু প্রাপ্ত হইবেন, তখন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন; লোভ পরিত্যাগ করিবেন; আলস্য পরিহার করিবেন; ধর্ম্মশিক্ষা করিবেন; প্রিয় অথচ সত্যবাক্য প্রয়োগ করিবেন; সর্ব্বদা সাবধান ও শুচি থাকিবেন এবং শান্তস্বভাব হইবেন। পতিকে এইভাবে ভজনা করিবেন, যদি সেই পতি মহাপাতকের পাতকী না হন (১)॥ ভা-পু ৭।১১।২৬।২৭।

যা পতিং হরিভাবেন ভজেচ্ছ্রীরিব তৎপরা।
হর্য্যাত্মনা হরের্লোকে পত্যাশ্রীরিব মোদতে॥

যে রমণী লক্ষ্মী সদৃশ পতি পরায়ণা হইয়া পতিকে হরিভাবে ভজনা করেন, তিনি হরির লোকে হরির সহিতএকাত্মভূত হইয়া পতিকে লইয়া লক্ষ্মীর ন্যায় আনন্দে কালযাপন করেন॥ ভা-পু ৭।১১।২৮।

---

(১) কোন সময়ে ভগবান্ শিবের জিজ্ঞাসা মতে পতিপরায়ণা ভগবতী পার্ব্বতী কহিয়াছিলেন;—

"ভগবন্! আমি স্ত্রীধর্ম্ম যত দূর অবগত আছি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি অবিহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। পিতা মাতা প্রভৃতি বন্ধুবর্গের অনুমতি অনুসারে অগ্নিসমক্ষে উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণীত হওয়া কামিনীগণের প্রধান ধর্ম্ম। যে স্ত্রী সচ্চরিত্রা, প্রিয়বাদিনী, সদ্ব্যবহারনিরতা, ও প্রিয়দর্শনা হন, এবং স্বামীর মুখ দর্শনে পুত্রবদনদর্শনজনিত আহ্লাদের ন্যায় আনন্দ অনুভব করেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মচারিণী ও সাধ্বী। যিনি দম্পতি ধর্ম্মশ্রবণে অনুরাগিনী, ভর্ত্তৃতুল্য ব্রতচারিণী ও ধর্ম্মানুরক্তা হন এবং স্বীয় স্বামীকে দেবতুল্য জ্ঞান ও দেবতুল্য পরিচর্য্যা করেন; যিনি একান্তচিত্তে স্বামীর বশীভূত হইয়া ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাঁহার মন স্বামিচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হয়, স্বামী দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বা ক্রোধনেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেও যিনি তাঁহার নিকট প্রসন্নবদনে অবস্থান করেন; অন্য পুরুষের কথা দূরে থাকুক, যিনি চন্দ্র সূর্য্য বা বৃক্ষকেও অবলোকন করেন না; স্বামী দরিদ্র, ব্যাধিনিপীড়িত, কাতর বা পথশ্রান্ত হইলে যিনি তাঁহার প্রতি অকপট চিত্তে সমাদর প্রকাশ করেন; যিনি কার্য্যদক্ষা, প্রজাবতী, পতিপরায়ণা ও পুত্রবতী; যিনি অবিকৃতচিত্তে স্বামীর শুশ্রূষা করেন; যাহার মন স্বামীর প্রতি সততই প্রসন্ন থাকে, যিনি প্রতিনিয়ত অন্ন প্রদান দ্বারা কুটুম্বগণের ভরণপোষণ করেন; যিনি বিষয় কামনা, বিষয় ভোগ, ঐশ্বর্য্য বা সুখে বিশেষ যত্ন না করিয়া কেবল স্বামীর প্রতি যত্ন করেন, যিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহ সম্মার্জন, গৃহে গোময় লেপন, স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া হোমানুষ্ঠান, বলি প্রদান, এবং দেবতা অতিথি ও ভৃত্যগণকে আহার প্রদান করিয়া থাকেন, পরিবারবর্গ ভোজন করিলে

উচ্চাসনং ন সেবেত ন ব্রজেৎ পরবেশ্মসু ॥
ন ত্রপাকরবাক্যানি বক্তব্যানি কদাচন ॥

স্ত্রী কখন উচ্চাসনে উপবেসন, পরগৃহে গমন ও লজ্জাকর বাক্য প্রয়োগ করিবে না॥ কা-খ ৪।৩৮।

অপবাদো ন বক্তব্যঃ কলহং দূরতস্ত্যজেৎ।
গুরুণাং সন্নিধৌ ক্বাপি নোচ্চৈর্ব্রূয়ান্ন বা হসেৎ ॥

এবং পরনিন্দা, কলহ, গুরুজন সান্নিধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বাক্য প্রয়োগ ও হাস্য এই সকল এক বারেই ত্যাগ করিবে ॥ কা-খ ৪।৩৯।

বাহ্যা দায়ান্তমালোক্য ত্বরিতা চ জলাসনৈঃ।
তাম্বুলৈর্ব্যজনৈশ্চৈব পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥
তথৈব চাটুবচনৈঃ খেদসংনোদনৈঃ পরৈঃ।
যা প্রিয়ংপ্রীণয়েৎ প্রীতা ত্রিলোকী প্রীণিতা তয়া ॥

স্বামীকে স্থানান্তর হইতে আসিতে দেখিয়া, যে রমণী ত্বরাপূর্ব্বক, জল, আসন, তাম্বুল, ব্যজন, পাদসম্বাহন, চাটুবচন, খেদসংনোদন ইত্যাদি উপায়ে প্রীতিসহকারে তাঁহার তৃপ্তি বিধান করে, ত্রিভুবন তাহার প্রতি প্রীত হয় ॥ ঐ ৪৫-৪৬।

নেক্ষেৎপতিং ক্রূরদৃষ্ট্যা শ্রাবয়েন্নৈব দুর্ব্বচঃ।
নাপ্রিয়ং মনসা বাপি চরেদ্ভর্ত্তুঃ পতিব্রতা ॥

স্ত্রীলোক পতিকে ক্রূরদৃষ্টিতে অবলোকন করিবে না। এবং দুর্ব্বাক্য ও শ্রবণ করাইবে না; ফলতঃ পতিব্রতা নারী মনোদ্বারাও স্বামীর অপ্রিয়াচরণ করিবে না ॥

ম-নি-ত ৮।১০৩।

স্বভর্ত্তরি চ কৃষ্ণে চ ভেদবুদ্ধিং করোতি যা।
কটূক্ত্যা তাড়য়েৎ কান্তং সা গোহত্যাং লভেৎ ধ্রুবং ॥

যে নারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ও স্বীয় ভর্ত্তাতে ভেদ জ্ঞান করে এবং কটু বাক্যদ্বারা কান্তকে তাড়ন করে, সেই স্ত্রী গোহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে ॥ ব্র-বৈ-পু ২।৩০।১৬৩।

যিনি ভোজনে প্রবৃত্ত হন; যাহার দ্বারা লোক সকল সন্তুষ্ট ও পরিপুষ্ট হয় এবং যিনি শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সন্তোষ সাধন ও পিতা মাতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মফল লাভ হয়। যিনি ব্রাহ্মণ, দরিদ্র, অনাথ ও অন্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে অন্ন প্রদান করেন এবং স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও তাঁহার হিতসাধনে নিরত হন, তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের ফল লাভ হইয়া থাকে। পতিভক্তিই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম, তপস্যা ও সনাতন স্বর্গ স্বরূপ। পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরম গতি। অবলাগণের পক্ষে পতির প্রসন্নতা স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে নাথ! আপনি অপ্রীত থাকিলে আমার কখনই স্বর্গ লাভের কামনা হয় না। পতি দরিদ্র, ব্যাধিত বিপন্ন, রিপুর বশবর্ত্তী বা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া যদি প্রাণবিয়োগকর অকার্য্য বা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে অবিচারিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা সাধন করা কর্ত্তব্য। হে দেবাদিদেব। এই আমি আপনার নিকট স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। যে স্ত্রী এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই পাতিব্রত্য ধর্ম্মভাগিনী হন"।

ম-ভা-অনুশাসন পর্ব্ব ১৪৬ অ।

যা স্ত্রী মূঢ়া দুরাচারা স্বপতিং হরি রূপিণং।
ন পশ্যেত্তর্জ্জনং কৃত্বা কুম্ভীপাকংব্রজেৎধ্রুবং॥

যে দুরাচারিণী মূঢ়া নারী স্বীয় পতিকে হরি স্বরূপে দর্শন না করিয়া তাহার প্রতি তর্জ্জন করে, দেহাবসানে সে কুম্ভীপাক নরকে গমন করে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৭৫।৪১।

বাক্‌তর্জ্জনাৎ ভবেৎ কাকো হিংসনাৎ শূকরো ভবেৎ।
সর্পোভবতি কোপেণ দম্ভে চ গর্দ্দভো ভবেৎ॥
কুক্কুরী চ কুবাক্যেনাপ্যন্ধশ্চ বিষদর্শনাৎ।
পতিব্রতা চ বৈকুণ্ঠং পত্যাসহ ভবেৎ ধ্রুবং॥

নারী পতির প্রতি বাক্‌তর্জ্জনে কাক, হিংসাতে শূকর, কোপ প্রকাশে সর্প, দম্ভে গর্দ্দভ, কুবাক্য প্রয়োগে কুক্কুরী ও বিষদৃষ্টিতে অন্ধরূপে জন্মান্তরে সঞ্জাত হয়, কিন্তু পতিব্রতা নারী দেহান্তে নিশ্চয় পতির সহিত বৈকুণ্ঠধামে বাস করিতে পারে॥ ঐ ৪২।৪৩।

ঋতুস্নাতা তু যা নারী ভর্ত্তারং নোপসর্পতি।
সা মৃতা নরকং যাতি বিধবা চ পুনঃ পুনঃ॥

যে স্ত্রী ঋতুস্নাতা হইয়া স্বামীর নিকট উপগতা না হয়, সে মৃত্যুর পর নরকে গমন করে এবং অনেক জন্ম বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে॥

প-সং ৪।১৪।

পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্দেহ সংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥

যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া পতির অভিচার না করেন, তিনি ভর্ত্তৃলোক প্রাপ্ত হন, এবং সল্লোকেরা তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করেন॥ ম-সং ৫।১৬৫।

পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে।
নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্ব্বেতি চোচ্যতে॥

যে স্ত্রী অপকৃষ্ট পতিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট পুরুষকে পতি ভাবে ভজনা করে, সে ইহলোকে নিন্দনীয়া হয় এবং সকলে তাহাকে পরপূর্ব্বা (অর্থাৎ পূর্ব্বে ইহার অন্য পতি ছিল এই কথা) বলে॥ ঐ ১৬৩।

কামান্মোহাদ্যদা গচ্ছেত্ত্যক্ত্বা বন্ধূন্ সুতান্ পতিং।
সা তু নষ্টা পরে লোকে মানুষেষু বিশেষতঃ॥

যদি কোন রমণী কামহেতু ও মোহহেতু ভর্ত্তাকে, পুত্রগণকে ও বন্ধুগণকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করে, সে ইহলোকে বিশেষতঃ পরলোকে নষ্টা হয়॥ প-সং ১০।৩২।

দরিদ্রং ব্যাধিতঞ্চৈব ভর্ত্তারং যাঽবমন্যতে।
শুনী গৃধ্রী শূকরী সা জায়তে চ পুনঃ পুনঃ॥

যে নারী ভর্ত্তাকে দরিদ্র বা ব্যাধিত দেখিয়া অবমাননা করে, সে

পুনঃ পুনঃ কুক্কুরী, গৃধ্রী ও শূকরী হইয়া জন্মগ্রহণ করে॥

দ-সং ৪।১৮।

অপত্য লোভাদ্যাতু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥

যে স্ত্রীলোক অপত্য লোভে ভর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া ব্যভিচারিণী হয়, তাহার ইহলোকে নিন্দা হয় ও পরলোকে স্বর্গ লাভ হয় না॥

ম-সং ৫।১৬১।

সর্ব্বাসামেক পত্নীনামেকাচেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্ম্মনুঃ॥

এক পতির বহু স্ত্রীর মধ্যে এক জনও পুত্রবতী হইলে সেই পুত্রে সকলেই পুত্রবতী হইবে, ইহা মনু আদেশ করিয়াছেন॥

ঐ ৯।১৮৩।

ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রীলোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাং।
শৃগাল যোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে॥

যে স্ত্রী ব্যভিচার দ্বারা পতিকে আর্ত্ত করে, সে ইহলোকে নিন্দনীয়া হয় এবং মরণান্তে শৃগাল যোনি প্রাপ্ত হয় এবং কুষ্ঠাদি পাপ রোগ দ্বারা পীড্যমানা হয়॥ ঐ ৫।১৬৪।

ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসব দর্শনং।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥

স্বামী প্রবাসী হইলে সাধ্বী স্ত্রী ক্রীড়া, শরীর-সংস্কার, জনতার মধ্যে বাস, উৎসব দর্শন, হাস্য-পরিহাস ও পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবেন॥ যা-সং ১।৮৪।

নান্যবক্ত্রং নিরীক্ষেত নান্যৈঃ সম্ভাষণঞ্চরেৎ
নচাঙ্গং দর্শয়েদন্যান্ ভর্ত্তুরাজ্ঞানুসারিণী॥

স্ত্রীগণ অন্য পুরুষের মুখ নিরীক্ষণ করিবে না, অন্য পুরুষের সহিত আলাপ করিবে না এবং অন্য পুরুষকে শরীর দেখাইবে না। তাহারা সর্ব্বদাই ভর্ত্তার আজ্ঞানুসারিণী হইয়া থাকিবে॥

ম-নি-ত ৮।১০৫।

পিতা ভর্ত্রা সুতৈর্ব্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।
এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্য্যাদুভেকুলে॥

পিতা, ভর্ত্তা বা পুত্র হইতে স্ত্রীলোক কখন পৃথক্ থাকিতে ইচ্ছা করিবে না, কেন না পৃথক্ থাকিলে স্ত্রীলোকের উভয় কুলকে নিন্দিত করা হয়॥ ম-সং ৫।১৪৯।

রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিঃ পুত্রাস্তু বার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ন ক্বচিৎ স্ত্রিয়াঃ

কন্যাকাবস্থায় পিতা রক্ষা করেন, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা রক্ষা করেন এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র রক্ষা করেন, তদভাবে জ্ঞাতিগণ রক্ষা করেন,

কোন কালেই স্ত্রীলোকের স্বাধীন ভাবে থাকা কর্ত্তব্য নহে॥

যা-সং ১।৮৫।

স্ত্রী জাতিরবলা শশ্বদ্রক্ষণীয়া স্ব বন্ধুভিঃ।
জনক স্বামি পুত্রৈশ্চ গর্হিতান্যৈশ্চ নিশ্চিতং॥

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ অবলা, এই নিমিত্ত তাহারা পিতা, পতি ও পুত্রগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা রক্ষণীয়া হয়। অন্যজন কর্ত্তৃক নারীজাতি নিশ্চয়ই বিগর্হিতা হয়॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৪।১৮।

স্বাতন্ত্র্যং পিতৃমন্দিরে নিবসতি র্যাত্রোৎসবে সঙ্গতি—
র্গোষ্ঠী পুরুষসন্নিধাবনিয়মো বাসো বিদেশে তথা।
সংসর্গঃ সহপুংশ্চলীভিরসকৃদ্‌বৃত্তের্নিজায়াঃ ক্ষতিঃ
পত্যুর্বার্দ্ধক্যমীর্ষিতং প্রবসনং নাশস্য হেতুঃ স্ত্রিয়াঃ।

আত্মবশতা, পিতৃমন্দিরে বসতী, যাত্রোৎসবে গমন, বহু পুরুষ-সন্নিধিতে অনিয়মে বাস, বিদেশে বাস, বেশ্যার সহিত সংসর্গ, পুনঃ পুনঃ বৃত্তিচ্ছেদ, এবং পতির বার্দ্ধক্য, ঈর্ষা বা প্রবাস, এই সকল স্ত্রীলোকের নাশের হেতু হয়॥ হি-উ।

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনং।
স্বপ্নশ্চান্যগৃহে বাসো নারীণাং দূষণানি ষট্॥

মাদক দ্রব্য পান, দুর্জ্জন সংসর্গ, পতিবিরহ, ভ্রমণ, অকালে নিদ্রা এবং পরগৃহে বাস, এই ছয়টী নারীগণের দূষণ॥ হি-উ।

(বিধবা নারীর অবস্থা কথন)

দুঃখার্ত্তো বন্ধুবিচ্ছেদ পুত্রাণাঞ্চ ততোঽধিকঃ।
সুদারুণঃ স্বামিনশ্চ দুঃখঃ নাতঃ পরংস্ত্রিয়াঃ॥

বন্ধুবিচ্ছেদে লোক দুঃখার্ত্ত হয় এবং পুত্র বিচ্ছেদে লোকের ততোধিক দুঃখ জন্মে, কিন্তু নারী জাতির পতি বিয়োগের তুল্য সুদারুণ দুঃখ আর কিছুতেই সমুৎপন্ন হয় না। ব্র-বৈ-পু ৪।১৭।৮৮।

নান্নংভুক্ত্বা জলেতৃষ্ণা সাধ্বীনাং স্বামিনা বিনা।
বিরহাগ্নৌ মনোদগ্ধং বহ্নৌ শুষ্কতৃণং যথা॥

যেমন অগ্নিতে শুষ্ক তৃণ দগ্ধ হয় সেইরূপ স্বামী ব্যতীত সাধ্বী নারী-গণের বিরহানলে মন দগ্ধ হইতে থাকে। যেরূপ অন্ন ভোজনে কখন জলতৃষ্ণার শান্তি হয় না, তদ্রূপ স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের বিরহাগ্নি শান্তি হয় না॥ ঐ ৯০।

ন হি কান্তাৎ পরোবন্ধুর্ন হি কান্তাৎ পরঃ প্রিয়ঃ।
ন হি কান্তাৎ পরোদেবো ন হি কান্তাৎ পরোগুরুঃ॥
ন হি কান্তাৎ পরোধর্ম্মো ন হি কান্তাৎ পরং ধনং।
ন হি কান্তাৎ পরাঃপ্রাণা ন কঃ কান্তাৎ পরং স্ত্রিয়াঃ॥

নারীজাতির পতির তুল্য পরম

বন্ধু, পতির তুল্য পরম প্রিয়, পতির তুল্য পরম দেবতা, পতির তুল্য পরম গুরু, পতির তুল্য পরম ধর্ম্ম, পতির তুল্য পরম ধন, পতির তুল্য পরম প্রাণ এবং পতির তুল্য পরম বস্তু আর কিছুই নাই ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।১৭।৯১-৯২।

মরণং জীবনং তাষাং জীবনং মরণাধিকং।
সদ্ভর্ত্তু রহিতানাঞ্চ শোকেন হত চেতসাং ॥

সৎপতির বিয়োগে সাধ্বী রমণীগণ শোকে মূর্চ্ছিতা হইয়া যেরূপ অসহ্য যাতনা ভোগ করে, তাহাতে তাহাদিগের মরণ জীবন তুল্য এবং জীবন মরণাধিক বলিয়া জ্ঞান হয় ॥

ঐ ৯৬।

শোকং নিমগ্নমনোষাং কালে চ পানভোজনাৎ।
বিপরীতঃ কান্ত শোকোবর্দ্ধতে ভক্ষণাদহো ॥

পান ভোজন কালে অন্যান্য শোকের শান্তি হয়, কিন্তু কান্ত শোক তাহার বিপরীত, ভোজনান্তে ঐ শোক পরিবর্দ্ধিত হয় ॥ ঐ ৯৭।

জীবহীনো যথা দেহঃ ক্ষণাদশুচিতাং ব্রজেৎ।
ভর্ত্তৃহীনা তথা যোষিৎ সুস্নাতাপ্যশুচিঃ সদা॥

জীবহীন দেহ যেমন ক্ষণ মধ্যেই অশুচি হয়, ভর্ত্তৃহীনা স্ত্রী তেমন সম্যকরূপে স্নান করিলেও সর্ব্বদাই অশুচি ॥ কা-খ ৪।৪৯।

অমঙ্গলেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো বিধবা হ্যত্যমঙ্গলা।
বিধবা দর্শনাৎ সিদ্ধিঃ ক্বাপি জাতু ন জায়তে ॥

যাবতীয় অমঙ্গল বস্তুর মধ্যে বিধবা অতিমাত্র অমঙ্গল। বিধবাকে দর্শন করিলে কুত্রাপি কখন সিদ্ধিলাভ সম্ভব নহে ॥ কা-খ৪।৫০।

বিহায় মাতরং চৈকাং সর্ব্বাং মঙ্গলবর্জ্জিতাং।
তদাশিষমপি প্রাজ্ঞস্তজেদাশীবিষোপমাং ॥

প্রাজ্ঞ পুরুষ একমাত্র জননী ভিন্ন অন্য কোন বিধবারই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন না। কেন না ঐ আশীর্ব্বাদ সাক্ষাৎ আশীবিষ সদৃশ ॥

ঐ ৫১।

কন্যাবিবাহসময়ে বাচয়েয়ুরিতি দ্বিজাঃ।
ভর্ত্তুঃ সহচরী ভূয়াজ্জীবতোঽজীবতোঽপিবা ॥

দ্বিজাতিগণ এই কারণেই কন্যার বিবাহ সময়ে এই প্রকার বলিয়া থাকেন যে, জীবিত বা মৃত সকল অবস্থাতেই স্বামীর সহচরী হইবে ॥

ঐ ৫২।

(মৃতস্বামীর সহগামিনী নারীর সদ্গতি কথন)

ভর্ত্তা সদানুযা তব্যো দেহবচ্ছায়য়া স্ত্রিয়া।
চন্দ্রমা জ্যোৎস্নয়া যদ্বং বিদ্যুত্বান্ বিদ্যুতা যথা ॥
অনুব্রজন্তী ভর্ত্তারং গৃহাৎ পিতৃবনং মুদা।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোত্য সংশয়ং ॥

স্ত্রীর ইহা একমাত্র অবশ্য কর্ত্তব্য যে, ছায়া যেমন দেহের তদ্বৎ স্বামীর সর্ব্বতোভাবে অনুগামিনী হইবে। জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্রমার ও বিদ্যুৎ যেমন মেঘের অনুগমন

করে, যে রমণী হর্ষ সহকারে স্বামীর সহমৃতা হইবার অভিলাষে গৃহ হইতে শ্মশানে গমন করে, তাহার পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই ॥

কা-খ ৪।৫৩—৫৪।

ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
এবমুৎক্রম্য দূতেভ্যঃ পতিং স্বর্গং নয়েৎ সতী।

ব্যালগ্রাহী যেমন বলপূর্ব্বক বিলব্যাল উদ্ধৃত করে, সতী স্ত্রী সেইরূপ যমদূতগণের হস্ত হইতে স্বামীকে ছিন্ন করিয়া স্বর্গে নীত করেন ॥

ঐ ৫৫।

যমদূতাঃ পলায়ন্তে সতীমালোক্য দূরতঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণং সমুৎসৃজ্য চ তৎপতিং ॥
ন তথা বিভিমো বহ্নের্ণতথা বিদ্যুতো যথা।
আপতন্তীংসমালোক্য বয়ং দূতাঃ পতিব্রতাং ॥

যমদূতগণ সতী স্ত্রীর দর্শনমাত্র দূর হইতেই তদীয় দুষ্কৃতকর্ম্মা স্বামীকেও একবারে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে এবং তৎকালে তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, আমরা যমের দূত, কিন্তু পতিব্রতাকে দেখিলে যেরূপ ভীত হই, বহ্নিকে বা বিদ্যুৎকেও আমাদের সেরূপ ভয় হয় না ॥ ঐ ৫৬-৫৭।

তপনস্তপ্যতেঽত্যন্তং দহনোঽপি চ দহ্যতে ॥
কম্পন্তে সর্ব্বতেজাংসি দৃষ্ট্বা পাতিব্রতং মহঃ ॥

ফলতঃ পাতিব্রত্য তেজ দর্শন করিলে, তপনও তপ্যমান, দহনও দহ্যমান এবং অন্যান্য সমুদায় তেজঃপদার্থই কম্পমান হইয়া থাকে ॥

কা-খ ৪।৫৮।

পতিব্রতায়াশ্চরণো যত্র যত্র স্পৃশেদ্ভুবং।
তত্রেতি ভূমির্মন্যেত নাত্র ভারোঽস্তি পাবনী ॥

যে যে স্থানে পতিব্রতার পাদ-স্পর্শ হয়, সেই সেই স্থানের ভূমিই আপনাকে পরম পবিত্র ও ভারহীন মনে করিয়া থাকে ॥ ঐ ৬৩।

বিভ্যৎ পতিব্রতাস্পর্শংকুরুতে ভানুমানপি ॥
সোমো গন্ধবহশ্চাপি স্বপাবিত্র্যায় নান্যথা ॥

শশী, সূর্য্য ও সমীরণ, ইহারা শুদ্ধ স্বকীয় শুদ্ধিসাধন মানসে সভয়ে পতিব্রতার কলেবর স্পর্শ করেন; অন্য অভিপ্রায়ে নহে ॥ ঐ ৬৪।

নারী ভর্ত্তারমাসাদ্য কুণপন্দহতে যদি।
অগ্নির্দ্দহতি গাত্রাণি হ্যাত্মানং নৈব পীড়য়েৎ ॥

নারী ভর্ত্তাকে পাইয়া যদি তাহার মৃত শরীর দাহ করে, তাহা হইলে অগ্নি কেবল সেই মৃতগাত্র দাহ করে, তাহার আত্মাকে পীড়ন করিতে পারে না ॥

গ-পু ২।১৬।৪৮।

দহ্যতে ধম্যমানানাং ধাতুনাং হি যথা মলং।
তথা নারো দহেদ্দেহো হুতাশে হ্যমৃতোপমে ॥

যেমন অগ্নিতে ধাতু সকল দগ্ধ করিলে অগ্নি ধাতুর মল মাত্র দাহ

করে, সেইরূপ অগ্নিতে মৃত ব্যক্তির শরীর মাত্র দগ্ধ হইয়া থাকে ॥

গ-পু ২।১৬ ৪৯।

দিব্যাদ্যৌ দিব্যদেহস্তু শুদ্ধো ভবতি তে যথা।
তপ্ততৈলেন লৌহেন বহ্নিনা নাবদহ্যতে ॥
তথা সা পতিসংযুক্তা দহ্যতে ন কদাচন।
অন্তরাত্মা মৃতস্তস্মিন্ মৃতেপ্যেকত্বমাগতঃ ॥

আত্মা দিব্যরূপী ও শুদ্ধ, কখন সে তপ্ত তৈল, তপ্ত লৌহ কিম্বা বহ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় না। পতির মৃত দেহ দগ্ধ করিলে যেমন পতির আত্মা দগ্ধ হয় না, সেইরূপ পতির সহগমন করিলে পতিসংযুক্তা নারীর আত্মা কদাচ দগ্ধ হয় না। মরণের পর অন্তরাত্মা বিদ্যমান্ থাকে এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের আত্মা একীভূত হয় ॥ ঐ ৫০-৫১।

ভর্তৃসঙ্গং পরিত্যজ্য যান্যত্র ম্রিয়তে যদি।
পতিলোকং ন সা যাতি যাবদাভূত সংপ্লবং ॥

যে নারী পতিসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রাণত্যাগ করে, সে নারী মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত পতিলোকে গমন করিতে পারে না ॥ ঐ ৫২।

নারী সুতান্ পরিত্যজ্য মাতরং পিতরন্তথা।
মৃতং পতিমনুব্রজ্য সা চিরং সুখমাপ্নুয়াৎ ॥

যদি নারী পুত্র, মাতা ও পিতা পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুগমন করে, তাহা হইলে সেই নারী চিরকাল সুখ ভোগ করিতে পারে ॥

গ-পু ২।১৬। ৫৩।

দিব্যবর্ষপ্রমাণেন তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটয়ঃ।
তাবৎকালংবসেৎ স্বর্গে নক্ষত্রৈঃ সহ সর্ব্বদা ॥
তদন্তে চ মৃতে লোকে কুলে ভবতি ভোগিনাং।
মহাপ্রীতিমবাপ্নোতি ভর্ত্রা সহ পতিব্রতা ॥

পতির অনুগামিনী নারী দিব্য-প্রমাণে সার্দ্ধত্রিকোটি বৎসর নক্ষত্রগণের সহিত স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে, এবং সেই বাসাবসানে মরণের পর মহাভোগ সম্পন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পতির সহিত মহাপ্রীতি অনুভব করিতে থাকে ॥

ঐ ৫৪-৫৫।

এবং ন কুরুতে নারী ধর্ম্মোঢ়া পতিসঙ্গমং।
সপ্তজন্মনি দুঃখার্ত্তা দুঃশীলাপ্রিয়বাদিনী ॥

যে ধর্ম্মশীলা নারী উক্ত প্রকারে পতিসঙ্গম না করে, সে সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত দুঃখ ভোগ করে এবং দুঃশীলা ও অপ্রিয়বাদিনী হয় ॥

ঐ ৫৬।

কৃত্বা পাপান্যনেকানি ভর্তৃদ্রোহে মতিঃ সদা।
প্রক্ষালয়তি সর্ব্বাণি যা স্বং পতিমনুব্রজেৎ ॥

যদি নারী সর্ব্ব প্রকার পাপাচরণ করিয়া এবং স্বামীদ্রোহাচরণ করিয়াও স্বামীর সহিত চিতারোহণ করে, তাহা হইলে সেই নারী সমস্ত

পাপ প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে। গ-পু ২।২৮।২৯।

মহাপাপসমাচারো ভর্ত্তা চেদ্দূষ্কৃতি ভবেৎ।
তস্যাপানুব্রতা নারী নাশয়েৎ সর্ব্বকিল্বিষং॥

যদি স্বামী মহা পাপাচরণে রত ও দুষ্কর্ম্মান্বিত হয়, তথাপি ভর্ত্তার অনুগামিনী নারী সেই সকল পাপ বিনাশ করিয়া থাকে। ঐ ৩০।

(মৃত স্বামীর অনুগামী হইতে অসমর্থা বিধবা নারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম কথন)

অনুযাতি ন ভর্ত্তারং যদি দৈবাৎ কথঞ্চন।
তথাপি শীলং সংরক্ষ্যং শীলভঙ্গাৎ পতত্যধঃ॥

স্ত্রী যদি দৈবাৎ কোন কারণে স্বামীর অনুগামিনী হইতে না পারে, তাহা হইলে সর্ব্বথা স্বীয় সচ্চরিত্র্য রক্ষা করিবে, কেননা অসতী স্ত্রী অধোগামিনী হইয়া থাকে॥

কা-খ ৪।৭১।

তদ্বৈগুণ্যাদপি স্বর্গাৎ পতিঃ পততি নান্যথা।
তস্যাঃ পিতা চ মাতা চ ভ্রাতৃবর্গস্তথৈব চ।

সেই অসতী স্ত্রীর চরিত্র দোষ-বশতঃ তাহার স্বামীও স্বর্গ হইতে নিশ্চয়ই পতিত হয় এবং তাহার পিতা মাতাও ভ্রাতৃবর্গেরও তদনুরূপ অধঃপাত সংঘটিত হইয়া থাকে॥

ঐ ৭২।

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

সাধ্বী স্ত্রী ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন, তাহাতে তিনি অপুত্রা হইলেও ব্রহ্মচারী-গণের ন্যায় স্বর্গে গমন করেন॥

ম-সং ৫।১৬০।

কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥

পতির মরণান্তে স্ত্রীলোক শুদ্ধ পুষ্প, ফল, মূলাদি আহার দ্বারা দেহ ক্ষীণ করিবেন, কিন্তু কদাপি কামের বশীভূতা হইয়া পর পুরুষের নামও গ্রহণ করিবেন না।

ম-সং ১।১৫৭।

আসীতা মরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমং॥

যে নারী একভর্ত্তৃকা স্ত্রীগণের পরম ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করিবেন, তিনি পতির মরণান্তে ক্ষমান্বিতা ও নিয়মান্বিতা হইয়া মধু, মাংস, মৈথুন বর্জ্জনাত্মক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া মরণকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেন॥ ঐ ১৫৮।

সমাংসৈর্ভোজনৈঃ স্নিগ্ধৈর্ম্মদ্যৈঃ সাধুসুরাস্রবৈঃ।
বস্ত্রৈর্ম্মনোরমৈর্ম্মাল্যৈঃ কামঃ স্ত্রীষু বিজৃম্ভতে॥

মাংস প্রভৃতি বিবিধ স্নিগ্ধকর ভোজনীয় দ্রব্য, নানা প্রকার মদ্য বা মাদক দ্রব্য, মনোহর বস্ত্র ও

সুশোভন মাল্য দ্বারা স্ত্রীলোকের কাম প্রকাশ পায় ॥

প-পু ১।১০৯।৩৬ ।

দ্বির্ভোজনং পরান্নং চ মৈথুনামিষভূষণং ।
পর্য্যঙ্কং রক্তবাসশ্চ বিধবা পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

দুইবার ভোজন, পরান্ন ভোজন, মৈথুন, আমিষ ভক্ষণ, ভূষণ পরিধান, পর্য্যঙ্কে শয়ন, ও রক্ত বস্ত্র পরিধান, বিধবা এই সমুদয় পরিত্যাগ করিবে ॥ ম-নি-ত ১১।৫৬ ।

নাঙ্গমুদ্বর্ত্তয়েদ্বাসৈগ্র্ামালাপমপি ত্যজেৎ ।
দেবব্রতা নয়েৎ কালং বৈধব্যং ধর্ম্মমাশ্রিতা ॥

বিধবা নারী সুগন্ধি তৈল মাখিবে না অথবা সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে না । বিধবা গ্রাম্য আলাপ পরিত্যাগ করিবে, পরন্তু স্বকীয় বৈধব্য ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা দেবার্চ্চনায় নিরতা ও ব্রতপরায়ণা হইয়া কালক্ষেপ করিবে ॥

ঐ ৫৭ ।

একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতে ।
শ্রীরামনবম্যাঞ্চ শিবরাত্রৌ পবিত্রয়া ॥

একাদশীতে, কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীব্রতে, শ্রীরামনবমী দিনে, এবং শিবরাত্রি দিবসে পবিত্রা বিধবা নারী কদাচ ভোজন করিবে না ॥

ব্র-বৈ পু ৪।৮৩।৯৬ ।

অঘোরায়াঞ্চ প্রেতায়াং চন্দ্রসূর্য্যোপরাগয়োঃ ।
ভ্রষ্টদ্রব্যং পরিত্যাজ্যং ভুজ্যতে পরমেব চ ॥

অঘোরা চতুর্দ্দশী ব্রত তিথি এবং চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ দিনে ভ্রষ্টদ্রব্য ভোজন করা বিধবা নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ, অতএব ঐ রমণী উক্ত দিনে অবশ্য উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য দ্রব্য ভোজন করিবে ॥

ব্র-বৈ-পু-৪।৮৩।৯৭ ।

তাম্বূলং বিধবাস্ত্রীণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং ।
সন্ন্যাসিনাঞ্চ গোমাংসং সুরাতুল্যং শ্রুতৌ শ্রুতং ॥

বিধবা নারী, যতি, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে তাম্বুল গোমাংস ও সুরাতুল্য বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ঐ ৯৮ ।

রক্তশাকং মসূরঞ্চ জম্বীরং পর্ণমেব চ ।
অলাবু বর্ত্তুলাকারং বর্জ্জনীয়ঞ্চ তৈরপি ॥

উহারা রক্তশাক, মসূর, জম্বীর, পর্ণ, (তাম্বুল) ও বর্ত্তুলাকার অলাবু ভোজন অবশ্য বর্জ্জন করিবে ॥

ঐ ৯৯ ।

পত্যৌ মৃতে চ যা যোষিদ্বৈধব্যং পালয়েৎ ক্বচিৎ ।
সা পুনঃ প্রাপ্য ভর্ত্তারং স্বর্গভোগান্ সমশ্নুতে ॥

পতির পরলোকান্তে যে রমণী যথাবিধি বৈধব্যব্রত পালন করে, সে পুনরায় স্বামীসমাগম লাভ করিয়া স্বর্গ পরম্পরা ভোগ করিয়া থাকে ॥ কা খ ৪।৭৩ ।

বিধবাকবরীবন্ধো ভর্ত্তৃবন্ধায় জায়তে ।
শিরসোবপনং তস্মাৎকার্য্যং বিধবয়া সদা ॥

বিধবা হইয়া কবরীবন্ধন করিলে

তদীয় স্বামী বন্ধন প্রাপ্ত হয়, এই জন্য বৈধব্য দশায় শিরোমুণ্ডন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ॥ কা-খ ৪।৭৪।

একাহারঃ সদা কার্য্যো ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন।
ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা পক্ষব্রতমথাপি বা॥
মাসোপবাসং বা কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণমথাপি বা।
কৃচ্ছ্রং পরাকং বা কুর্য্যাত্তপ্তকৃচ্ছ্রমথাপি বা॥
যবান্নৈর্ব্বা ফলাহারৈঃ শাকাহারৈঃ পয়োব্রতৈঃ।
প্রাণযাত্রাং প্রকুর্ব্বীত যাবৎ প্রাণঃ স্বয়ং-ব্রজেৎ॥

বিধবা সর্ব্বকাল একবার মাত্র আহার করিবে, কদাচ দ্বিতীয়বার নহে। প্রাণ যাবৎ কলেবর পরিহার না করে, তাবৎ ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র, পক্ষব্রত, মাসোপবাস, চান্দ্রায়ণ, কৃচ্ছ্র, পরাক, তপ্তকৃচ্ছ্র, যবাহার, ফলাহার, শাকাহার, পয়ঃপান, ইত্যাদি কঠোর নিয়মে প্রাণযাত্রা বিধান করিবে॥ ঐ ৭৫-৭৭।

পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং।
তস্মাদ্ভূশয়নংকার্য্যং পতিসৌখ্যসমীহয়া॥

বিধবা পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলে, তদীয় স্বামীর অধঃপাত সংঘটিত হয়। অতএব স্বামীর সুখসাধনার্থ ভূমিতে শয়ন করিবে॥ ঐ ৭৮।

নৈবাঙ্গোদ্বর্ত্তনং কার্য্যং স্ত্রিয়া বিধবয়া ক্বচিৎ।
গন্ধদ্রব্যস্য সম্ভোগো নৈব কার্য্যস্তয়া পুনঃ॥

বিধবা কখন অঙ্গোদ্বর্ত্তন (শরীর পরিষ্কার) করিবে না, এবং গন্ধদ্রব্যেরও ব্যবহার করিবে না॥

কা-খ ৪।৭৯।

তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ।
তৎপিতুস্তৎ পিতুশ্চাপি নামগোত্রাদি পূর্ব্বকং॥

বিধবা প্রতিদিন কুশ ও তিল মিশ্রিত সলিলে স্বামীর এবং তদীয় পিতা ও পিতামহের নামগোত্রাদি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তর্পণ করিবে॥

ঐ ৮০।

বিষ্ণোস্তু পূজনং কার্য্যং পতিবুদ্ধ্যা ন চান্যথা
পতিমেব সদা ধ্যায়েদ্বিষ্ণুরূপধরং পরং॥

তদ্ব্যতীত, পতিবাসে প্রত্যহ বিষ্ণুর পূজা এবং পতিকেই সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপধর জ্ঞান করিয়া পরমভক্তি সহকারে নিত্য ধ্যান করিবে॥

ঐ ৮১।

যদযদিষ্টতমং লোকে যচ্চ পত্যুঃ সমীহিতং।
তত্তদ্গুণবতে দেয়ং পতি প্রীণনকাম্যয়া॥

পতি যে যে বস্তু অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন, তদীয় প্রীতি কামনায় সেই সেই দ্রব্য গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিবে॥ ঐ ৮২॥

নাধিরোহেদনড্বাহং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
কঞ্চুকং ন পরীদধ্যাদ্বাসো ন বিকৃতং বসেৎ॥
অপৃষ্টা তু সুতান্ কিঞ্চিন্নকুর্য্যাদ্ভর্তৃতৎপরা।
এবং চর্য্যাপরা নিত্যং বিধবাপি শুভাবহা॥

প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও বলীবর্দ্দে

আরোহণ, কঞ্চুক (কাঁচুলি) ধারণ ও অন্যবিধ বিকৃত বসন পরিধান করিবে না এবং পুত্রদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কার্য্যই করিবে না। সতত পতিগত চিত্তে কালযাপন করিবে। নিত্য এই-রূপ ব্যবহার-পরায়ণা হইলে শুদ্ধ-চারিণী বলিয়া জনসমাজে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়া থাকে ॥

কা-খ ৪।১০৩-১০৪।

ইতি ধর্ম্মসমাযুক্তা বিধবাপি পতিব্রতা।
পতিলোকানবাপ্নোতি ন ভবেৎ ক্বাপি
দুঃখিতা ॥

পুনশ্চ, এবংবিধ ধর্ম্মচারিণী পতিব্রতা বিধবাই পতিলোক লাভে অধিকারিণী ও অবিনশ্বর সুখ-ভাগিনী হয় ॥ ঐ ১০৫।

ন গঙ্গয়া তয়া ভেদো যা নারী পতিদেবতা।
উমাশিবসমাসাক্ষাত্তস্মাত্তাং পূজয়েদ্বুধঃ ॥

ভগবতী ভাগীরথীর সহিত পতি-দেবতা রমণীর কোন পার্থক্য নাই। অতএব সাক্ষাৎ হরপার্ব্বতীর সদৃশী তাদৃশা রমণীকে পূজা করা পণ্ডিত মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ঐ ১০৬।

(বিধবা নারীর পুনঃ পাণিগ্রহণ নিষেধ।)

নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিয়োক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মংহন্যুঃ সনাতনং ॥

দ্বিজাতিগণের মধ্যে একজনের বিধবা নারী অন্য পুরুষে নিযু-ক্তব্যা নহে, কারণ এরূপ নিয়োগে এক পতিত্বরূপ সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট হয় ॥ ম সং ৯।৬৪।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবা বেদনং পুনঃ ॥

বিবাহবিষয়ক মন্ত্রে কুত্রাপি একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগ কীর্ত্তিত নাই, এবং বিবাহ বিধায়ক শাস্ত্রেও বিধবা স্ত্রীর পুনরাবেদন প্রকাশ নাই ॥ ঐ ৬৫।

অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মোবিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেনে রাজ্যং প্রশাসতি।

একের স্ত্রীতে অন্যের যে নিয়োগ ইহা মাননীয় ধর্ম্ম নহে; বেণ রাজার রাজ্যশাসন কালাবধি মনুষ্যের পক্ষে এই পশুধর্ম্ম অতীব নিন্দনীয়! ঐ ৬৬।

স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষি প্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ ॥

পূর্ব্বকালে রাজর্ষি শ্রেষ্ঠ বেণ রাজা অসীম রাজ্য ভোগকরণ কালে কামাদির একান্ত বশীভূত হইয়া বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন ॥ ঐ ৬৭।

ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমিত পতিকাংস্ত্রিয়ং
নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ ॥

তদবধি যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ মৃতভর্ত্তৃকা স্ত্রীতে সন্তানের নিমিত্ত নিয়োগ করে, সাধু লোকেরা তাহাকে নিন্দা করেন ॥ ঐ ৬৮।

ষোড়শ অধ্যায়।

পত্নীর প্রতি পতির ব্যবহার।

(এই সংসারে পত্নীই পতির সুখদুঃখের কারণ।)

পত্নী মূলং গৃহং পুংসাং যদি ছন্দানুবর্ত্তিনী।
গৃহাশ্রমাৎ পরং নাস্তি যদি ভার্য্যা বশানুগা॥

পুরুষের গৃহস্থতার মূল পত্নী যদি তিনি পুরুষের অভিলাষানুবর্ত্তিনী হয়েন; গৃহাশ্রমের পর আশ্রম নাই যদি ভার্য্যা বশীভূতা থাকেন॥ দ-সং ৪।১।

তয়া ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রিবর্গ ফলমশ্নুতে।
অনুকূল কলত্রো যঃ স্বর্গস্তস্য ন সংশয়ঃ॥

পুরুষ পত্নীর সাহার্য্যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ ফল ভোগ করে, যাহার ভার্য্যা অনুকূলা তাহারই ইহলোকে স্বর্গ ভোগ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ঐ ২।

প্রতিকূল কলত্রস্য নরকো নাহত্র সংশয়ঃ।
স্বগেহপি দুর্ল্লভং হ্যেতদনুরাগঃ পরস্পরং॥

যাহার পত্নী প্রতিকূলা, তাহার ইহলোকে নরক ভোগ হয়, ইহাতে সংশয় নাই; স্ত্রী পুরুষের পরস্পরানুরাগ স্বর্গেও দুর্ল্লভ॥ ঐ ৩।

রক্ত একো বিরক্তোহন্য ততঃ কষ্টতরং নু কিম্।
গৃহবাসং সুখার্থো হি পত্নী মূলঞ্চ তৎসুখম্॥

স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একজন অনুরক্ত আর একজন বিরক্ত হইলে ইহা অপেক্ষা কষ্টতর আর কিছুই নাই। সুখের জন্য গৃহবাস, কিন্তু পত্নীই সেই সুখের মূল॥ দ-সং ৪।৪।

নগরস্থো বনস্থো বা পাপো বা যদি বা শুচিঃ।
যাসাং স্ত্রীণাং প্রিয়োভর্ত্তা তাসাং লোকা মহোদয়াঃ॥

নগরস্থই হউক বা বনস্থই হউক, পাপস্থই হউক বা শুচিই হউক, যে লোকের স্ত্রী স্বামীপ্রিয় হয় তাহার ইহলোকেই অপবর্গ লাভ হয়॥ বি-সং।

(স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদাই আদরণীয়া হয়।)

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃশ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন॥

স্ত্রীলোকেরা গর্ভধারণার্থ অতিশয় মঙ্গলকারিণী অথচ গৃহের শোভা হওয়া প্রযুক্ত তাহারা পূজার্হা হয়; ফলতঃ গৃহের শ্রী ও স্ত্রীতে কোন বিশেষণ নাই॥

ম-সং ৯।২৬।

পুরুষাদ্বীর্য্য মুৎপন্নং বীর্য্যাৎ সন্ততি রেবচ।
তয়োরাধার রূপাচ কামিনী প্রকৃতেঃ কলা।।

পুরুষ হইতে বীর্য্য ও বীর্য্য হইতে সন্ততি উৎপন্ন হয়। কামিনী সেই সন্ততির আধাররূপা; বিশেষতঃ কামিনী প্রকৃতির কলারূপা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।।

ব্র-বৈ-পু ৪।৬।২১১।

যো ভবেৎ পণ্ডিতঃ সোপি প্রকৃতিং নাবমন্যতি।
সর্ব্বে প্রাকৃতিকাঃ পুংসঃ কামিন্যঃ প্রকৃতিঃ কলা।

প্রকৃতির অবমাননা করা জ্ঞানবান্ পুরুষের কখনই কর্ত্তব্য নহে। কারণ, সকল পুরুষই প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত এবং কামিনীগণও প্রকৃতির অংশ সম্ভূতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।। ব্র-বৈ-পু ২।১২।১৪।

কলাংশাংশসমুদ্ভূতাঃ প্রতিবিশ্বেষু যোষিতঃ।
যোষিতা মপমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ।।

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে যত স্ত্রীলোক আছে, তৎসমস্তই হয় প্রকৃতির অংশ, না হয় প্রকৃতির অংশের অংশ। অতএব তাহাদিগের মধ্যে একটীমাত্র স্ত্রীকে অবমাননা করিলে প্রকৃতির অবমাননা করা হয়।।

ঐ ২।১।১৩৭।

সর্ব্বা প্রকৃতিসম্ভূতা উত্তমামধ্যমাধমাঃ।
সত্ত্বাংশাশ্চোত্তমাঃজ্ঞেয়াঃ সুশীলাশ্চ পতিব্রতাঃ।।

এই জগতে কি উত্তম, কি মধ্যম, কি অধম, সমুদায় স্ত্রীলোকই প্রকৃতির অংশ সম্ভূতা। তন্মধ্যে যাঁহারা সুশীলা, পতিপরায়ণা ও উত্তমা, তাঁহারা সত্ত্বগুণের অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন।।

ব্র-বৈ-পু ২।১।১৪০।

মধ্যমা রজসশ্চাংশাস্তাশ্চভোগ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।
সুখসম্ভোগ বত্যশ্চ স্বকার্য্যতৎপরাঃ সদা।।

যাঁহারা স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হইয়া নিরন্তর সুখসম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহারাই মধ্যম অর্থাৎ রজোগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহারাই ভোগ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ।। ঐ ১৪১।

অধমাস্তমসশ্চাংশা অজ্ঞাত কুলসম্ভবাঃ।
দুর্ম্মুখাঃ কুলটাধূর্ত্তাঃ স্বতন্ত্রাঃ কলহপ্রিয়াঃ।।

আর যাঁহারা দুর্ম্মুখা, কুলটা, ধূর্ত্তা, স্বেচ্ছাচারিণী, কলহপ্রিয়া এবং কোন্ কুল হইতে উদ্ভূতা তাহার স্থিরতা নাই, তাঁহারাই অধম এবং তাঁহারাই তমোগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।। ঐ ১৪২।

পৃথিব্যাং কুলটাযাশ্চ স্বর্গেচাপ্সরসাংগণাঃ।
প্রকৃতেস্তমসশ্চাংশাঃ পুংশ্চল্যঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।।

যাহারা ভূলোকে বেশ্যা এবং যাহারা স্বর্গে অপ্সরা নামে বিখ্যাত, তাহারাও প্রকৃতির তমোগুণের অংশ হইতে উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু

তাহারা পুংশ্চলী নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ব্র-বৈ-পু ২।১।১৪৩।

এবং নিগদিতং সর্ব্বং প্রকৃতেঃ পরিকীর্ত্তনং।
তাঃ সর্ব্বাঃ পূজিতাঃ পৃথ্ব্যাং পুণ্যক্ষেত্রেচ ভারতে ॥

এই ত প্রকৃতির সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইল। এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে ও সমুদায় পৃথিবীতে প্রকৃতি কি প্রকৃতির অংশ সকলেই পূজিতা হইয়া থাকেন। ঐ ১৪৪।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃক্রিয়াঃ ॥

যেখানে নারীগণ (বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা) পূজিতা হয়েন, সেখানে দেবতারা সন্তুষ্ট থাকেন; পরন্তু যথায় নারীগণ পূজিতা না হয়েন, তথায় সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল হয় ॥

ম-সং ৩।৫৬।

ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ ॥

ধন, বসন, প্রেম, শ্রদ্ধা, অমৃত বাক্য, প্রভৃতিদ্বারা ভার্য্যাকে সতত সন্তুষ্ট রাখিবে, কদাপি তাহার অপ্রিয়াচরণ করিবে না ॥

ম-নি-ত ৮।৪২।

ভর্ত্তৃভ্রাতৃপিতৃজ্ঞাতিশ্বশ্রূশ্বশুরদেবরৈঃ।
বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছদনাশনৈঃ ॥

ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতি, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর ও বন্ধুগণ, যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কার ও ভোজনাদি দ্বারা সাধ্বী স্ত্রীলোকদিগের সৎকার করিবেন ॥

যা-সং ১।৮২।

(স্বভাবতঃ সর্ব্বথা বিষমা স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য)

ইমং হি সর্ব্ব বর্ণানাং পশ্যন্তোধর্ম্মমুত্তমং।
যতন্তে রক্ষিতং ভার্য্যাং ভর্ত্তারোদুর্ব্বলা অপি।

স্ত্রীরক্ষণরূপ ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ধর্ম্ম বলিয়া সকল বর্ণ অবগত হওতঃ দুর্ব্বল ভর্ত্তারাও স্বীয় স্বীয় ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইবেন ॥ ম-সং ৯।৬।

নদ্যশ্চ নার্য্যশ্চ সমস্বভাবাঃ
স্বতন্ত্রভাবে গমনাদিকঞ্চ।
তোয়ৈশ্চ দোষৈশ্চ নিপাতয়ন্তি
নদ্যোহি কূলানি কুলানি নার্য্যঃ ॥

নদী ও নারী ইহাদিগের পরস্পরের গমনাদি যদিও স্বতন্ত্র, তথাপি ইহাদিগের উভয়েরই স্বভাব তুল্য, যেহেতু নদী যেমন কূল নিপাতিত করে, নারীও সেইরূপ কুল নিপাতিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ যেমন নদীকে বিশ্বাস করা যায় না, সেইরূপ নারীকেও বিশ্বাস করা উচিত নহে ॥ গ-পু ১।১০৯।৩৯।

সূক্ষ্মোভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়োরক্ষ্যা বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতাঃ ॥

অতি সূক্ষ্ম প্রসক্তি হইতে

স্ত্রীলোককে বিশেষরূপে রক্ষা করিবে, কেননা তাহারা অরক্ষিতা হইলে উভয় কুলকে শোকার্ত্ত করে ॥ ম-সং ৯।৫ ।

নৈতারূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।
সুরূপম্বা বিরূপম্বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে ॥

নারীগণ রূপের পরীক্ষা করে না এবং বয়সেরও বিচার করে না, সুরূপ হউক, বা কুরূপ হউক, পুরুষ পাইলেই তাহার সহিত সম্ভোগ করে ॥ ম-সং ৯।১৪ ।

পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোঽপীহ ভর্ত্তৃষেতাবিকুর্ব্বতে ॥

স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ পুংশ্চলীতা (পুরুষ দর্শনমাত্র সম্ভোগাভিলাষশীলতা) ও চিত্তের চঞ্চলতা ও স্নেহ শূন্যতা প্রযুক্ত ভর্ত্তৃকর্ত্তৃক যত্নসহকারে রক্ষিতা হইলেও তদ্বিরুদ্ধে ব্যভিচারাদি কুক্রিয়া করে ॥ ঐ ১৫ ।

সুবেশং কামুকং দৃষ্ট্বা কামিনী মদনাতুরা ।
তদ্গাত্রঞ্চ পুলকিতং যোনৌ কণ্ডুয়নং পরঃ ॥

সুবেশ কামুক পুরুষ দর্শন করিলেই কামিনী মদনাতুরা হয়, তাহার গাত্র পুলকিত ও যোনিদেশ অত্যন্ত কণ্ডূয়মান হয় ॥ না-প ১।১৪।৭৭ ।

বিচেতনা ভবেৎ সা চ কামজ্বর প্রপীড়িতা।
সর্ব্বংত্যজতি তজ্জেতোঃ পুত্রং কান্তং গৃহং ধনং ॥

তৎকালে সেই রমণী কামজ্বরে প্রপীড়িতা হইয়া চেতনা শূন্য হয়, ফলতঃ সে সেই পুরুষের জন্য পুত্র, কান্ত, গৃহ, ধন, এবং সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করে ॥ ঐ ৭৮ ।

গুণাশয়ং কীর্ত্তিযুতঞ্চ কান্তং,
পতিং রতিজ্ঞংসধনং যুবানং ।
বিহায় শীঘ্রং বনিতা পরং নরং,
প্রয়াতি হীনং গুণ জাতি রূপৈঃ ॥

গুণাধার, কীর্ত্তিমান, ও রতিজ্ঞ, ধনবান ও যুবাপতিকে স্ত্রীলোক সহসা পরিত্যাগ করিয়া গুণহীন, কুরূপ, ও হীন জাতীয় পরপুরুষে গমন করে ॥ হি-উ ।

ন তাদৃশীঃ প্রীতিমুপৈতি নারী,
বিচিত্র শয্যা শয়িতাপি কামং ।
যথাহি দূর্ব্বাদিবিকীর্ণভূমৌ,
প্রয়াতি সৌখ্যং পরকান্ত সঙ্গাৎ ॥

স্ত্রীজাতি দূর্ব্বাদি বিকীর্ণ ভূমি শয্যায় পর পুরুষের সহবাসে যাদৃশ সুখানুভব করে, বিচিত্র শয্যাতে শয়ান থাকিয়া তাদৃশ প্রীতিলাভ করে না ॥ হি-উ ।

ন দানেন ন মানেন নার্জ্জবেন ন সেবয়া ।
ন শাস্ত্রেণ ন শস্ত্রেণ সর্ব্বথা বিষমাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

স্ত্রীলোককে কেহ দান ও সম্মান দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে পারে না, সরল ব্যবহার ও সেবা দ্বারা বাধ্য করা যায় না, অস্ত্র প্রদর্শন ও শাস্ত্রো-

পদেশ দ্বারা কেহ শাসন করিতে পারে না, অতএব স্ত্রীজাতি সর্ব্বদাই বিষম ॥ গ-পু ১'১০৯।৪৬।

অরক্ষিতা গৃহেরুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ ॥

আপ্ত পুরুষেরা স্ত্রীলোককে গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেও সে অরক্ষিতা হয়, তবে যে স্ত্রীলোক স্বয়ং আত্মাকে রক্ষা করে সেই সুরক্ষিতা হয় ॥ ম-সং ৯।১২।

ন গৃহাণি ন বস্ত্রাণি ন প্রাকারস্তিরস্ক্রিয়া।
নেদৃশা রাজসৎকারা বৃত্তমাবরণং স্ত্রিয়ঃ॥

গৃহ, বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নহে, এইরূপ লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের আবরণ নহে, ইহা রাজাড়ম্বর মাত্র কিন্তু চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ ॥

বা-রা ৬।১১৬।২৭।

স্ত্রীজাতির্ব্বাস্তবিশুদ্ধা তাশ্চ সর্ব্বাঃ পতিব্রতাঃ।
সর্ব্বাজাতিরেকবিধা আদৌ সৃষ্টা চ ব্রহ্মণা ॥

পূর্ব্বে জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা একবিধ স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত স্ত্রীজাতি বাস্তবিক পরিশুদ্ধা ও পতিব্রতা ছিলেন ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৪।২৩।

তাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতেরংশাঃ পবিত্রাঃ পতিতাধিকাঃ।
কেদারকন্যাশাপেন সদা ধর্ম্মক্ষয়ং সতাঃ ॥

সমস্ত নারীই প্রকৃতির অংশ হইতে জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং তাহারা সকলেই পবিত্রা ও সমধিক জ্ঞানবতী ছিল, কেবল কেদার কন্যার অভিশাপে তাহাদিগের ধর্ম্মক্ষয় হইয়াছিল। (১)

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৪।২৪।

তদা কোপেন ধাত্রাচ কৃত্যা স্ত্রী চ বিনির্ম্মিতা।
কৃত্যা স্ত্রী ত্রিবিধা জাতি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পুরা ॥

তৎকালে বিধাতা সক্রোধে এক কৃত্যা নারীর সৃষ্টি করেন, সেই কৃত্যা স্ত্রী আবার তাঁহা কর্ত্তৃক ত্রিবিধা রূপে নির্ম্মিতা হয় ॥

ঐ ২৫।

উত্তমা প্রথমা সা চ মধ্যমাধম চা ব্রজ।
উত্তমা পতিভক্তা সা কিঞ্চিদ্ধর্ম্মসমন্বিতা।
প্রাণান্তেপি ন কুরুতে তং জারমষশঙ্কর ॥

ব্রজেশ্বর! ব্রহ্মা যে ত্রিবিধা নারীর সৃষ্টি করিলেন, তন্মধ্যে কতিপয় নারী উত্তম। অর্থাৎ প্রথমা, কতিপয় নারী মধ্যমা ও কতিপয় নারী অধমা বলিয়া কথিত হয়। উত্তমা স্ত্রী পতিভক্তি পরায়ণা ও কিঞ্চিৎ ধর্ম্মযুক্তা হইল। প্রাণান্তেও অযশস্কর উপপতিসঙ্গ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না ॥

ঐ ২৬।

(১) সত্যযুগে (উত্তানপাদ রাজার প্রপৌত্র) কেদার নামক নরপতির যজ্ঞকুণ্ড হইতে স্বয়ং লক্ষ্মীর অংশে বৃন্দা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যা সমুৎপন্ন হইয়া রাজা ও রাজমহিষীর

অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তপশ্চরণার্থ যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী এক রমণীয় পবিত্রবনে গমন করিলেন। সেই রমণীয় বন বৃন্দার তপস্যার বন বলিয়া বৃন্দাবন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তথায় সেই রাজকন্যা ভগবান্ বিষ্ণুকে পতিলাভ করিবার মানসে কমলযোনি ব্রহ্মার আরাধনায় বহুকাল অতিবাহিত করিলেন। একদা ব্রহ্মা তাঁহার চিত্তের একাগ্রতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মকে মনোহর ব্রাহ্মণ বেশে তথায় প্রেরণ করিলেন। নির্জ্জন কানন মধ্যে সেই মনোহর মূর্ত্তি যুবা পুরুষকে দেখিবামাত্র কেদার কন্যা গাত্রোত্থান করিয়া সমাদর পূর্ব্বক স্বীয় সন্নিধানে বসিতে আসন প্রদান করিলেন এবং ভক্তিভাবে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক ফল মূল ও সুশীতল জল দান করিয়া পরমানন্দে প্রণাম করিলেন। তখন সেই বিপ্রবেশধারী ধর্ম্ম বৃন্দা দত্ত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দিত মনে সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, অয়ি মনোহরে! তুমি কাহার কন্যা? তোমার নাম কি? বল দেখি, নির্জ্জনে এরূপভাবে অবস্থান করিয়াই বা কি করিতেছ? সুন্দরী! তোমার তপস্যার কারণ কি? তোমার মনের অভিলাষ কি? যাহা তোমার বাঞ্ছা থাকে প্রার্থনা কর।" বৃন্দা কহিলেন "বিপ্রবর! আমি কেদার রাজের কন্যা, আমার নাম বৃন্দা, আমি এই নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করিয়া এই অভিলাষে তপস্যা করিতেছি যে হরি আমার পতি হউন। যদি তুমি অভিলষিত বর দান করিতে সমর্থ হও, কর; নতুবা চলিয়া যাও।" ধর্ম্ম কহিলেন, "সুন্দরী! যিনি নিশ্চেষ্ট, যিনি তর্কের অগম্য, যিনি পরমাত্মা, যিনি সর্ব্বেশ্বর, যিনি নির্গুণ, যিনি নিরাকার, যিনি কেবল ভক্তজনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্তই বিগ্রহ ধারণ করেন, তুমি তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করিতে বাসনা করিতেছ? সনকাদি ঋষিগণ যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত তাঁহার সাধনা করিতেছেন, কোটী কোটী কল্প গত হইল, তথাপি তাঁহারা সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারেন নাই। অয়ি বরাননে! নৃপতি সমাজে আমি সকলের শ্রেষ্ঠ, দেবতা ও দৈত্যগণ মধ্যে আমা অপেক্ষা বলবান্ আর দ্বিতীয় নাই, অতএব আমাকেই পতিত্বে বরণ কর। অয়ি কল্যাণি! ত্রিলোক মধ্যে যে কিছু সুখকর পদার্থ আছে, আমায় পরিতৃপ্ত করিলে তুমি সে সমস্তই উপভোগ করিতে পারিবে।" এইরূপ বলিয়া সেই যুবা উপভোগার্থ সেই কন্যার নিকটে অগ্রসর হইলেন; বাস্তবিক উহা ছলনা মাত্র, নতুবা যথার্থ উপভোগ কিছু উদ্দেশ্য নহে; সতীত্ব পরীক্ষাই তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তদ্দর্শনে সেই নৃপকন্যার মুখমণ্ডল ও নয়নযুগল ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তখন তিনি ধর্ম্মার্থ যশস্কর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "মহাভাগ! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, আপনি জাতিতে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, পরস্ত্রী সম্ভোগ করা বিপ্রের ধর্ম্ম নহে। উহা অতি নীচস্বভাব অধার্ম্মিকের কার্য্য। অতএব দ্বিজবর! আমার ইচ্ছা যে, আপনার শরীরে অধর্ম্ম স্পর্শ না হয়। দ্বিজকুমার! আপনি নির্জন স্থান ও নিঃসহায় বিবেচনা করিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; কিন্তু তাহা মনে করিবেন না। এ স্থলেও লোকপালগণের আবির্ভাব রহিয়াছে। যিনি সকলের সাক্ষী, যিনি সমস্ত কর্ম্মের নিয়ন্তা, যিনি যমেরও দণ্ডকর্ত্তা, ভগবান্ শ্রীহরি সেই জাজ্জ্বল্যমান্ ধর্ম্মকে আমার নিকট স্থাপিত করিয়াছেন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, সর্ব্বদা সকল দেবতারাই সর্ব্বত্র বিরাজমান্ রহিয়াছেন। আমি আপনার মাতৃস্থানীয়, অতএব আপনি আমায় পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করুন"। কেদারকন্যা এই কথা বলিয়া অচল ভাবে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিপ্ররূপী ধর্ম্ম এতাদৃশ প্রবোধেও প্রবুদ্ধ হইলেন না। বরং তিনি সম্ভোগার্থ অগ্রসর হইলেন; তখন বৃন্দা কোপাবিষ্ট হইয়া শাপ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "দুরাচার! তুমি ক্ষয় হও, ক্ষয় হও, ক্ষয় হও।" বৃন্দা এইরূপে তিনবার শাপ প্রদানের পর যখন চতুর্থবার অভিশাপ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন ভগবান্ সূর্য্য স্তবপূর্ব্বক

তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি জগৎ প্রভুগণ একান্ত ভীত হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন, এবং ধর্ম্মকে কলামাত্র অবস্থিত, নিশ্চেষ্ট ও দগ্ধদর্পণে ক্রোড়ে লইয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু বৃন্দাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অয়ি বৎসে! ক্ষান্ত হও, অয়ি পতিব্রতে! ধর্ম্ম আমার একজন পরম ভক্ত, ধর্ম্মকে জীবন দান কর, ধর্ম্মকে রক্ষা কর।" ব্রহ্মা কহিলেন, "ধর্ম্ম ভিন্ন সমুদায় জগৎ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল।" অতএব ধর্ম্মকে রক্ষা কর। মহাদেব কহিলেন, সুন্দরী! ধর্ম্ম ব্যতীত জগৎ একেবারে সমূলে উন্মূলিত হয়, অতএব ধর্ম্মকে জীবন দান কর; তোমার মঙ্গল হউক।" অন্যান্য দেবগণ কহিতে লাগিলেন, "ধর্ম্ম না থাকিলে জীবগণের কর্ম্মফল সকল পণ্ড হয়, অতএব ধার্ম্মিকে! জীবন দান করিয়া সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা কর।" পতিব্রতা তপশ্চারিণী বৃন্দা দেবগণের এতাদৃশ বচন শ্রবণে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "দেবগণ! ধর্ম্ম যে ব্রাহ্মণবেশে আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না; তিনি আমাকে অবমানিত করিতে উদ্যত হওয়াতেই আমি রোষবশতঃ উঁহাকে ক্ষয় করিয়াছি। যাহা হউক, যদি আমার প্রতি আপনাদিগের অনুগ্রহ থাকে এবং যদি আমি যথার্থই ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা করিয়া থাকি, তাহাহইলে সেই পুণ্যবলে এই বিপ্রবর এই মুহূর্ত্তে বিগতজ্বর হউন।" এ বলিয়া পতিব্রতা বৃন্দা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বাত্মরূপী প্রকৃতির অতীত ভগবান্ নারায়ণ বৃন্দাকে কহিলেন, "অয়ি সুন্দরী! তুমি তপশ্চরণ করিয়া যে আয়ু লাভ করিয়াছ এবং ব্রহ্মার যেরূপ আয়ুঃ তাহাই ধর্ম্মকে প্রদান পূর্ব্বক তুমি এক্ষণে গোলোকে গমন কর। পরে যথা সময়ে এই পৃথিবীতে আমি অবতীর্ণ হইলে তুমি এই তপোবনে আমাকে পতি লাভ করিবে। তৎকালে তুমি গোলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া বৃষভানুনন্দিনী রূপে রাধার ছায়া লাভ করিবে, তখন আমার অংশে সমুৎপন্ন রায়াণ তোমার পাণিগ্রহণ করিবে। রাসক্রীড়া সময়ে গোপীগণের সহিত আমি তোমাকে লাভ করিব। শ্রীদাম শাপে যিনি বৃষভানুনন্দিনী রূপে পরিণত হইবেন, তিনিই বাস্তবিক রাধা, তুমি তাঁহার ছায়াস্বরূপিণী হইবে। অর্থাৎ রায়াণ্ যখন তোমার পাণিগ্রহণ করিবে, তখন তুমি আর বাস্তবিক রাধা থাকিবে না, তখন যিনি প্রকৃত রাধা, তিনি তোমাকে ছায়ারূপ প্রদান করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিতা হইবেন। কিন্তু মুগ্ধ গোপগণ গোকুলে ঐ ছায়াকেই রাধা বোধ করিবে এবং স্বপ্নেও কখন রাধা পাদপদ্ম ধ্যান করিবে না। ফলতঃ তখন তুমি প্রকৃত রাধারূপে আমার নিকট এবং ছায়ারূপে রায়াণের নিকট অবস্থান করিবে। তখন সেই রূপবতী কেদারকন্যা ভগবান্ বিষ্ণুর বচন শ্রবণে ধর্ম্মকে আয়ু প্রদান করিলেন। ধর্ম্মও তখন তপ্তকাঞ্চনমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় পূর্ণ কলেবরে গাত্রোত্থান করিলেন। ঐ সময় বৃন্দা দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সুরগণ! অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা মিথ্যা হইবার নহে। আমি ভয় প্রযুক্ত রোষভরে "ক্ষয় হউক, ক্ষয় হউক, ক্ষয় হউক," এই যে বারত্রয় বলিয়াছি এবং পুনর্ব্বার বলিবার উপক্রমে ভাস্কর আমাকে নিবারণ করিয়াছেন, আমার সে বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। ধর্ম্ম এখন যেরূপ পরিপূর্ণ কলেবর ধারণ করিয়াছেন, সত্যযুগে তিনি এই পূর্ণভাবেই থাকিবেন। ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপর যুগে দ্বিপাদ, এবং কলিতে প্রথমে এক পাদ হইবেন, কিন্তু কলির অবসান সময়ে এক কলার ষোড়শাংশ মাত্র থাকিবেন। পুনরায় সত্যযুগ উপস্থিত হইলে যেমন পরিপূর্ণ সেইরূপই থাকিবেন। ধর্ম্ম এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া অতি কঠোর কলির অবসানে ঐ রূপেই অবস্থান করেন। ইত্যবসরে দেবগণ দেখিলেন, গোলোক হইতে অতীব মনোহর দিব্য বিমান বেগে সমাগত হইতেছে। তখন কেদার-

পুরয়েৎ সা যথা কান্তংতথা দেব হি চাতিথিং।
ব্রতানি চোপবাসাংশ্চ কুরুতে সর্ব্বপূজনং॥

সেই উত্তমা নারী স্বামীসেবা, দেব, দ্বিজ ও অতিথির পূজা, ব্রত, উপবাস ও অন্নাদি দানে সর্ব্বজনের তৃপ্তি বিধান করেন।

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৪।২৭।

গুরুণা রক্ষিতা যত্নাজ্জারঞ্চ ন ভজেদ্ভয়াৎ।
সা কৃত্রিমা মধ্যমা চ যথা কিঞ্চিৎ পতিং ভজেৎ॥

যে নারী গুরুজন কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিতা হইয়া ভয়ে উপপতিসঙ্গ করিতে না পারিয়া কিয়ৎপরিমাণে পতিকে ভজনা করে, সে মধ্যমা কৃত্রিমা নারী বলিয়া পরিগণিতা হয়॥ ঐ ২৮।

স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতো নরঃ॥
তেন হে নন্দ তাসাঞ্চ সতীত্বমুপজায়তে॥

হে নন্দ! রতিকর স্থানের অভাব, ক্ষণের অভাব ও প্রার্থয়িতা মানবের অভাব থাকাতেই সেই সকল নারীর সতীত্ব সঞ্জাত হইয়া থাকে॥

ঐ ২৯।

অধমা পরমাদুষ্টাহত্যন্তাসদ্বংশজা তথা।
অধর্ম্মশীলা দুঃশীলা দুর্ম্মুখা কলহান্বিতা॥

অত্যন্ত অসদ্বংশজাতা, অধর্ম্মশীলা, দুর্ম্মুখা, কলহান্বিতা ও দুশ্চরিত্রা নারী অধমা বলিয়া নির্দ্দিষ্টা হইয়াছে। ব্র-বৈ-পু ৪।৮৪।৩০।

পতিংভৎর্সয়তে নিত্যং জারঞ্চ সেবয়েৎ সদা।
দুঃখংদদাতি কান্তায় বিষতুল্যঞ্চ পশ্যতি॥

অধমা নারী সতত পতিকে বিষতুল্য জ্ঞানে সর্ব্বদা ভৎর্সনা ও ক্লেশ প্রদান করে এবং সর্ব্বদা উপপতির সেবা করিয়া থাকে॥

ঐ ৩১।

জারদ্বারমুপায়েন হন্তিকান্তং মনোহরং।
ধর্ম্মিষ্ঠঞ্চ বরিষ্ঠঞ্চ গরিষ্ঠঞ্চ মহীতলে॥

পতি এই জগতের মধ্যে পরম সুন্দর, ধার্ম্মিক, গৌরবান্বিত ও প্রধানরূপে গণনীয় হইলেও সেই অধমা নারী জার দ্বারা উপায়ক্রমে তাহাকে সংহার করিয়া থাকে॥

ঐ ৩২।

কামদেব সমঞ্চাপি জারং পশ্যতি কামতঃ।
শুভদৃষ্ট্যা কটাক্ষেন শশ্বৎ পাপীয়সী মুদা॥

পাপীয়সী ভ্রষ্টা নারী উপপতিকে কামদেব তুল্য দর্শন করিয়া কামভাবে সর্ব্বদা তাহার প্রতি শুভ দৃষ্টিযোগে কটাক্ষপাত করিয়া থাকে॥ ঐ ৩৩।

কন্যা বৃন্দা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দেবগণের চরণে প্রণিপাত করিয়া সেই দিব্য বিমানে অধিরোহণ পূর্ব্বক গোলোকে গমন করিলেন। এদিকে দেবগণও সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন॥ ব্র-বৈ পু ৪।৮৬ অধ্যায়।

সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা যুবানাং রতিশূরকং।
যোনিঃ ক্লিদ্যতি তাসাঞ্চ কামুকীনাং নিরন্তরং॥

সুবেশসম্পন্ন রতিশূর যুবা পুরুষ দর্শনে সেই কামুকীগণের যোনি সর্ব্বদা ক্লেদযুক্ত হয়॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৪।৩৪।

দদাতি ভর্ত্তি নাহারং বিষোক্তিংবক্তি সন্ততং॥
অধর্ম্মং চিন্তয়েৎ শশ্বৎ জারঞ্চ পরমং মুদা॥

সেই দুষ্টা নারী ভর্ত্তাকে আহার প্রদান না করিয়া সতত তাহার প্রতি বিষতুল্য বাক্য প্রয়োগ করে এবং নিরন্তর পরমানন্দে জারসঙ্গরূপ অধর্ম্ম চিন্তায় নিবিষ্টা থাকে॥

ঐ ৩৫।

গুরুভির্ভৎসিতা সা চ রক্ষিতা চ শতেন চ।
তথাপি জারং কুরুতে নাপি সাধ্যা নৃপৈরপি॥

সে গুরুগণ কর্ত্তৃক ভৎসিতা ও শত শত ব্যক্তি কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইলেও উপপতি সঙ্গ লাভ করে এবং রাজারাও রাজদণ্ডে তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হয়েন না॥ ঐ ৩৬।

নাস্তি তস্যাপ্রিয়ং কিঞ্চিৎ সর্ব্বংকার্য্যবশেন চ।
গাবস্তৃণমিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তি নবং নবং॥

সেই দুশ্চারিণী রমণীর প্রিয় কিছুই নাই, কেবল কার্য্যবশেই প্রিয় বা অপ্রিয় সকল ঘটিয়া থাকে। গো সমুদায় যেমন অরণ্য মধ্যে নব নব তৃণের স্বাদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, ঐ দুষ্টা নারীও সেইরূপ নূতন নূতন পুরুষের সঙ্গ কামনা করে॥ ঐ ৩৭।

বিদ্যুদ্ভাসা জলে রেখা তস্যাঃপ্রীতিস্তথৈব চ।
অধর্ম্মযুক্তা সততং কপটং বক্তি নিশ্চিতং॥

সেই দুশ্চরিত্রা নারীর প্রীতি বিদ্যুতের দীপ্তি ও জলরেখার ন্যায় অস্থায়িনী। অধর্ম্মনিরতা নারী নিশ্চয় সতত কপট বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে॥ ঐ ৩৮।

ব্রতে তপসি ধর্ম্মে চ ন মনো গৃহকর্ম্মণি।
ন গুরৌ ন চ দেবেষু জারে নিশঙ্ক চঞ্চলং॥

ব্রত, তপস্যা, ধর্ম্ম ও গৃহকার্য্যে এবং দেবতা ও গুরুর প্রতি দুষ্টা রমণীর মন থাকে না। উপপতির নিমিত্ত সর্ব্বদাই তাহার চিত্ত চঞ্চল থাকে এবং জারসঙ্গ হইলেই সে তৃপ্তি লাভ করে॥

ঐ ৩৯।

নিত্যং পুমান্স্ত্রিয়ং যাতি স্ত্রীবাযাতিচ স্বপ্রিয়ং।
লোকাচারেষু বেদেষু ন স্ত্রীজাতি পর প্রিয়ং॥

পুরুষ নিয়ত নিজ পত্নীকে ও নারী নিজ পতিকে আশ্রয় করে, কিন্তু স্ত্রীজাতি পরকান্তে উপগতা হয়, ইহা অতিশয় লোকাচারবিরুদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৩২।২৫।

পরভুক্তাঞ্চ কান্তাঞ্চ যোভুঙ্‌ক্তে স নরাধমঃ।
স পচ্যতে কালসূত্রে যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ॥

যে নরাধম পরভুক্তা কান্তাকে

ভোগ করে, সে দেহান্তে চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করিয়া থাকে ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।১৮।১০৩।

ন সা দৈবে ন সা পৈত্র্যে পাকার্হা পাপ সংযুতা।
তস্যাশ্চালিঙ্গনে ভর্ত্তা ভ্রষ্ট শ্রীস্তেজসাহতঃ ॥

আর সেই পাপকারিণী পরভুক্তা নারী দৈব এবং পৈত্র কার্য্যে পাক করণে অযোগ্যা হয়, আর তাহার আলিঙ্গনে তাহার ভর্ত্তাকে ভ্রষ্ট-শ্রীক ও তেজোহীন হইতে হয় ॥

ঐ ১০৪।

দেবতাঃপিতরস্তস্য হব্য দানেন তর্পণে।
সুখি নে। ন ভবন্ত্যেব মিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥

ভগবান্ কমলযোনি কহিয়াছেন, দেবগণ তাহার হব্য দানে ও পিতৃগণ তাহার তর্পণে কখনই পরিতৃপ্ত হন না ॥

ঐ ১০৫।

তস্মাৎ প্রযত্নৈ ভার্য্যাঞ্চ রক্ষণং কুরুতে সুধীঃ।
অন্যথা পাপভাগ্ভুত্বানি শ্চিতং নরকং ব্রজেৎ।

এই নিমিত্ত সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রযত্ন সহকারে স্বীয় ভার্য্যাকে রক্ষা করিবেন; যে ব্যক্তি তাহার অন্যথাচরণ করে, নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাপভাগী হইয়া নরকে গমন করিতে হয় ॥

ঐ ১০৬।

পদে পদে সাবধানঃকান্তা রক্ষতি পণ্ডিতঃ।
ন প্রতীত স্ত্রীযোষা দোষাণাঞ্চ করণ্ডিকা।

জ্ঞানী ব্যক্তি সাবধান হইয়া পদে পদে ভার্য্যাকে রক্ষা করিবেন, কারণ নারীজাতি অবিশ্বাসিনী ও সর্ব্বদোষের করণ্ডিকা অর্থাৎ ঝাঁপী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।১৮।১০৭।

কলত্রং পাকপাত্রঞ্চ সদা রক্ষিতু মর্হতি।
পরস্পর্শাদশুদ্ধঞ্চ শুদ্ধং স্বস্পর্শনে সদা ॥

কলত্র ও পাকপাত্র সর্ব্বদা রক্ষা করা আবশ্যক, কারণ আত্মস্পর্শে উহা শুদ্ধ থাকে, কিন্তু পরস্পর্শে উহা অশুদ্ধ হয় ॥

ঐ ১০৮।

পরস্পৃষ্টা চ যা নারী যা স্পৃহাং কুরুতে পরাং।
সাপি দুষ্টা পরিত্যজ্যা চেত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥

কমলযোনি ব্রহ্মা কহিয়াছেন, যে নারী পরস্পৃষ্টা হয়, এবং যে নারী পর পুরুষের সঙ্গ ইচ্ছা করে, সেই দুষ্টা নারী পরিত্যজ্যা হয় ॥

ঐ ১১৪।

তস্মান্নারী পরৈর্যত্না সৎ দৃষ্টা কৃতিভিঃকৃতা।
অসূর্য্যংপশ্যা যা দারা শুদ্ধান্তাচ পতিব্রতা ॥

অতএব কৃতী ব্যক্তিগণ যে নারীকে সর্ব্বদা সযত্নে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অসূর্য্যম্পশ্যা করিয়া রাখিতে পারেন, সেই নারীর পাতিব্রত্যের হানি হয় না, সুতরাং সে পরিশুদ্ধা থাকে ॥

ঐ ১১৫।

স্ত্রীষাং নৈব তু বিশ্বাসঃ কর্ত্তব্যঃ কোচিৎ কচিৎ।
চিতাং সমাশ্রিতানাঞ্চ বিশ্বাসো ন সুখপ্রদঃ॥

স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করা কখনই উচিত নয়। চিতাধিরূঢ়া স্ত্রীলোককেও বিশ্বাস করা সুখজনক হয় না॥ জৈ-ভা ৮।২১।

উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষন্যনিকেতনে।
ন পত্নীং প্রেষয়েৎপ্রাজ্ঞঃপুত্রামাত্যবিবর্জ্জিতাং॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উৎসবে, লোকযাত্রায়, তীর্থে, এবং পরগৃহে পুত্র কিম্বা কোন আত্মীয় ব্যক্তিকে সমভিব্যাহারে না দিয়া কদাপি একাকিনী পত্নীকে প্রেরণ করিবে না॥ ম-নি-ত ৮।৪৩।

যোষিতো নাবমন্যেত ন চাসাং বিশ্বসেদ্বুধঃ
ন চৈবের্ষ্যুর্ভবেৎ তাসু নাধিকুর্য্যাৎ কদাচন॥

জ্ঞানবান্ লোক স্ত্রীজাতিকে অবজ্ঞা করিবে না, বিশ্বাসও করিবে না, তাহাদিগের প্রতি ঈর্ষা করিবে না এবং তাহাদিগকে কর্ত্তৃত্বও প্রদান করিবে না॥ বি-পু-৩।১২।৩০।

লালনীয়া সদা ভার্য্যা তাড়নীয়া তথৈব চ।
লালিতা তাড়িতা চৈব স্ত্রীশ্রীর্ভবতি নান্যথা॥

ভার্য্যাকে সর্ব্বদা লালন করিবে অথচ তাড়নাও করিবে। স্ত্রীর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিলে তিনি লক্ষ্মীর ন্যায় গুণবতী হয়েন, ইহার অন্যথা হয় না॥ শ-সং ৪।১৬।

ভর্ত্তৃশাসনমুল্লঙ্ঘ্য যা চ স্ত্রী বিপ্রবর্ত্ততে।
তস্যাশ্চৈব ন ভোক্তব্যং বিজ্ঞেয়া কামচারিণী॥

যে স্ত্রী ভর্ত্তার শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে কামচারিণী বলা যায়, অতএব তাহার অন্নাদি ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। অঙ্গিরা-সং ৬৯।

হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীং।
পরিভূতামধঃ শয্যাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীং॥

স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে সাংসারিক বিষয়ে অধিকার রহিত ও বস্ত্রাভরণাদি শূন্য করতঃ প্রাণধারণের উপযুক্ত আহার মাত্র প্রদান ও ধিক্কার প্রয়োগ পূর্ব্বক ভূতল শায়িনী করিয়া গৃহেতেই রাখিবে॥ যা-সং ১।৭০।

স্ত্রীঘ্নশ্চতুর্ণাং বর্ণানাং বেদে সোপ্যতিপাতকী।
কালসূত্রঞ্চ প্রাপ্নোতি স্ত্রীলোমসমবর্ষকং॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি স্ত্রীহত্যা করে, বেদে সে অতিপাতকী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। স্ত্রীহত্যাকারী নরাধম নারীর লোম পরিমিত বর্ষ কালসূত্র নামক নরকে বাস করে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।৫৫।

বিপ্রদুষ্টাং স্ত্রিয়ং ভর্ত্তা নিরুন্ধ্যাদেকবেশ্মনি।
যৎপুংসঃ পরদারেষু তচ্চৈনাং চারয়েদ্ব্রতং॥

ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে তাহার ভর্ত্তা পত্নীকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া এক গৃহ মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিবে।

পুরুষের পরদার গমনে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে লিখিত আছে, ব্যভিচারিণী পত্নীগমনেও সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে॥

ম-সং ১১।১৭৭।

সা চেৎ পুনঃপ্রদুষ্যেত্তু সদৃশেনোপমন্ত্রিতা।
কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণঞ্চৈব তদস্যাঃ পাবনং স্মৃতং॥

ঐ স্ত্রী যদি ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার সজাতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ব্যভিচার করে, তাহা হইলে সেই স্ত্রী প্রাজাপত্য এবং চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হয়॥

ঐ ১৭৮।

ন নশ্যতি সতীত্বঞ্চ হৃৎ শুদ্ধায়াশ্চ যোষিতঃ।
যন্মনা সবিকল্পশ্চ তস্য ধর্ম্মশ্চ নশ্যতি॥

যে সকল নারীর অন্তঃকরণ শুদ্ধ থাকে, তাহাদিগের সতীত্ব কখন নষ্ট হয় না, কিন্তু যে নারীগণের হৃদয় সবিকল্প অর্থাৎ যাহারা স্বেচ্ছাচারিণী, তাহাদিগেরই সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয়॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৬০।১১।

দুর্ব্বলা বলিনাগ্রস্তা নিষ্কামানচ্যুতা ভবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তেন শুদ্ধা সা ন স্ত্রীজারেন দূষ্যতি॥

বলবান্ পুরুষ যদি নিষ্কামা দুর্ব্বলা নারীকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে কখনই পরিত্যজ্যা নহে। সেই নারী যার সংসর্গে দূষিতা হয় না, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার শুদ্ধি লাভ হয়॥

ব্র-বৈ-পু ২।৬১।৮১।

সকামা কামতো জারং ভজতে স্ব সুখেনচ।
প্রায়শ্চিত্তান্ন শুদ্ধা সা স্বামিনা পরিবর্জ্জিতা॥

কিন্তু যে সকামা নারী স্বেচ্ছানুসারে সুখভোগ লালসায় উপপতি ভজনা করে, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার শুদ্ধিলাভ হয় না। সুতরাং সে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয়॥

ঐ ৮২।

কুম্ভীপাকে পচত্যেসা যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।
অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং স্পর্শনং সর্ব্বপাপদং।
পাপী যস্যাশ্চ তস্যাশ্চ সাধুভিঃ পরিবর্জ্জিতং॥

সেই পাপীয়সী রমণী দেহান্তে চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নামক নরকে বাস করে। তাহার সংস্পৃষ্ট অন্ন বিষ্টাতুল্য ও জল মূত্রতুল্য হয়; অধিক কি, সেই অন্নজল গ্রহণে ব্যক্তি মাত্রেরই অশেষ পাপ উৎপন্ন হয়। এই কারণে সাধুগণ সেই দুশ্চারিণীর অন্নজল পরিত্যাগ করেন॥ ঐ ৮৩।

ব্যভিচারাদৃতৌশুদ্ধের্গর্ত্তত্যাগং করোতি যা।
গর্ত্তভর্ত্তৃবধে তাসাং তথা মহতি পাতকে।
সুরাপী ব্যাধিতা দ্বেষ্টী বিহর্ত্তব্যা প্রিয়ম্বদা।
ভর্ত্তব্যা চান্যথা হ্যেন প্রবরোহি ভবেন্নহৎ॥

স্ত্রী যদি ব্যভিচার দোষে দূষিত হইয়া শুদ্ধির নিমিত্ত গর্ত্তবিনাশ

করে, কিম্বা পতিঘাতিনী হয়, অথবা ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি কোন মহাপাপে লিপ্ত থাকে, এবং মদ্যপায়িনী, কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্তা ও ভর্তৃদ্বেষিনী হয়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। আর যদি সেই স্ত্রী প্রিয়-ভাষিণী হয়, তবে তাহাকে সমুচিত ভরণপোষণ করিবে, হে ঋষিগণ! তদন্যথায় স্বামীকে মহাপাতকী হইতে হইবে॥

গ-পু ১।৯৫।২১-২২।

(রজস্বলা নারী গমনের দোষ কথন)

প্রথমে দিবসে স্ত্রীচ চাণ্ডালী সা রজস্বলা।
দ্বিতীয় দিবসে ম্লেচ্ছা তৃতীয়ে রজকী স্মৃতা॥
শুদ্ধা ভর্ত্তুশ্চতুর্থেঽহ্নি ন শুদ্ধা দৈব পৈত্রয়োঃ।
অসৎ শূদ্রা সমা সাচ তদ্দিনেচ পরং প্রতি॥

রজস্বলা নারী প্রথম দিনে চণ্ডালিনী, দ্বিতীয় দিনে ম্লেচ্ছা এবং তৃতীয় দিনে রজকী বলিয়া গণ্যা হইয়া থাকে; চতুর্থ দিনে কেবল ভর্তার নিকটে শুদ্ধা হয়, দৈব ও পৈত্র কার্য্যে সে দিনেও অধিকারিনী হয় না। যে নারী ঐ চতুর্থ দিনে অন্য পুরুষকে দর্শন করে, সে অসৎ শূদ্রা নারীর তুল্যা হয়॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৫৯।১১৭-১১৮।

প্রথমে দিবসে কামাৎ যোহি যচ্ছেদ্রজস্বলাং।
ব্রহ্মহত্যাং চতুর্থঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

যে পুরুষ প্রথম দিনে রজস্বলা নারীতে গমন করে, সে নিঃসন্দেহ ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৫৯।১১৯।

স পুমান নহি কর্ম্মার্হো দৈবে পৈত্রেচ কর্ম্মনি।
অধমঃ স চ সর্ব্বেষাং নিন্দিতাশ্চা যশস্করঃ॥

তাহার দৈবে ও পৈত্র কার্য্যে অধিকার থাকে না, সে সকলের অধম, নিন্দিত ও অযশের ভাজন হয়॥ ঐ ১২০।

দ্বিতীয়ে দিবসে নারীং যো ব্রজেচ্চ রজস্বলাং।
কামতঃ পরিপূর্ণাংচ গোহত্যাং লভতে ধ্রুবং॥

দ্বিতীয় দিনে যে পুরুষ রজস্বলা নারীতে গমন করে, সে নিশ্চয়ই ইচ্ছানুসারে পরিপূর্ণা গো হত্যা পাপে লিপ্ত হয়॥ ঐ ১২১।

আজীবনং নাধীকারী পিতৃ বিপ্র সুরার্চ্চনে।
অমনুষ্যোঽযশস্বীচাবিদ্যাদ্গিরসম্ভাষিতঃ॥

বৃহস্পতি কহিয়াছেন, সেই নরাধম যাবজ্জীবত দেব ব্রাহ্মণের আরাধনায় ও পিতৃ কার্য্যে অনধিকারী থাকে এবং মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত, বিদ্যাহীন ও অযশস্বী হইয়া কাল হরণ করে॥ ঐ ১২২।

তৃতীয় দিবসে আয়াং যোহি গচ্ছেদ্রজস্বলাং।
সম্যক্‌ ভ্রূণ হত্যাঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

পূর্ব্ববৎ পতিতঃ সোপি নচার্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
অসৎ শূদ্রা চতুর্থেহহ্নি ন গচ্ছেত্তাং বিচক্ষণঃ॥

যে ব্যক্তি তৃতীয় দিনে রজস্বলা নারীতে গমন করে, সে মূঢ় ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভ্রূণহত্যা পাপে আক্রান্ত হয় এবং সেই পুরুষও পূর্ব্ববৎ সমস্ত কার্য্যে অযোগ্য ও পতিত হইয়া থাকে। চতুর্থ দিনে রজস্বলা নারী অসৎ শূদ্রা স্বরূপা, অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি ঐ দিনেও তাহাতে গমন করিবে না॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৭৯।১২৩-১২৪।

রজসাভিপ্লুতাং নারীং নরস্য হ্যপগচ্ছতঃ।
প্রজ্ঞা তেজোবলঞ্চক্ষুরায়ুশ্চৈব প্রহীয়তে॥

যে পুরুষ ঋতুমতী নারীতে গমন করে, তাহার বুদ্ধি, তেজ, বল, চক্ষু ও পরমায়ু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়॥

ম-সং ৪।৪১।

(স্ত্রী গর্ভে সন্তানোৎপত্তির ক্রম কথন)

ঋতুস্নাতা ভবেন্নারী চতুর্থেহহনি তদ্দিনাৎ।
আষোড়শ দিনান্রাজন্নৃতুকাল উদীরিতঃ॥

হে রাজন্! নারীগণ ঋতুকাল হইতে চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া শুদ্ধিলাভ করে এবং ঐ ঋতুকালাবধি ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত ঋতুমতী থাকে॥ ভগবতী গীতা ৩।১১।

জায়তে চ পুমাংস্তত্র যুগ্মকে দিবসে পিতঃ।
অযুগ্মে দিবসে নারী জায়তে পুরুষর্ষভ॥

হে পিত! উক্ত ষোড়শ দিবস মধ্যে সন্তান উৎপন্নের সময়, তন্মধ্যে বিশেষ এই যে যুগ্ম দিবসে স্ত্রীগর্ভে শুক্র পতন হইলে তাহাতে পুত্র জন্মিয়া থাকে এবং অযুগ্ম দিবসে স্ত্রীগর্ভে রেতঃ পতন হইলে তাহাতে কন্যার উৎপত্তি হয়॥

ভগবতী গীতা ১২।

ঋতুস্নাতাস্তু কামার্ত্তা মুখং যস্য সমীক্ষ্যতে।
তদাকৃতিঃ সন্ততিঃ স্যাত্তৎ পশ্যেত্তর্ত্তুরাননং॥

নারীগণ কামার্ত্তা হইয়া ঋতু স্নানান্তর যে পুরুষের মুখাবলোকন করে, তাহার ন্যায় সন্তান জন্মায়, এই কারণেই বিশেষ ব্যবহার আছে যে, স্ত্রীলোকেরা ঋতুস্নান করিয়া অগ্রে স্বামীর মুখাবলোকন করিয়া থাকে॥ ঐ ১৩।

ষোড়শর্ত্তুনিশাঃ স্ত্রীণাং সামান্যাৎ সমুদাহৃতাঃ।
যা চতুর্দ্দশমী রাত্রির্গর্ভস্তিষ্ঠতি তত্র চেৎ॥
গুণভাগ্যনিধিস্তত্র পুত্রো জায়তে ধার্ম্মিকঃ।
সা নিশা তত্র সামান্যৈর্ন লভ্যেত কদাচন॥

সামান্যত স্ত্রীদিগের ঋতুর প্রারম্ভ হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত ঋতুকাল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ রাত্রিতে যদি গর্ভস্থিতি হয়, তাহা হইলে সেই গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে ভাগ্যবান্ গুণবান ও ধার্ম্মিক হইবে। ঐ রূপ নিশা কদাচ সাধারণে লাভ করিতে পারে না। গ-পু ২।২২।১২-১৩।

তাম্বূলগন্ধস্ত্রীধৃতৈঃ সমং সঙ্গঃ শুভেহহনি।
নিষেক সময়ে যাদৃক্ নরচিত্তে বিকল্পনা॥
তাদৃক্ স্বভাবসম্ভূতির্জন্তুর্বিশতি কুক্ষিগঃ।
শুক্রশোণিত সংযোগে পিণ্ডোৎপত্তিঃ
প্রজায়তে॥

পুরুষ তাম্বূল ও চন্দনাদি গন্ধ-দ্রব্য সকল সেবা করতঃ শুভদিনে সঙ্গম করিবে। নিষেক সময়ে পুরুষের যেরূপ অবস্থা থাকে, উদরস্থ সন্তান সেইরূপ অবস্থাপন্ন হয়। শুক্র ও শোণিত (১) একত্র মিলিত হইয়া একটী পিণ্ড উৎপন্ন হয়॥ গ-পু ২।২২।১৭-১৮।

পুমান্পুংসোঽধিকে শুক্রে স্ত্রী ভবত্যধিকে
স্ত্রিয়াঃ।
সমেঽপুমান্ পুংস্ত্রিয়ৌ বা ক্ষীণেঽল্পে চ
বিপর্য্যয়ঃ॥

পুরুষের শুক্রাধিক্যে পুত্র জন্মে, স্ত্রীর শুক্রাধিক্যে কন্যা জন্মে, উভয়ের সমশুক্রে ক্লীব কিম্বা যমজ পুত্রকন্যা জন্মে এবং উভয়েরই ক্ষীণ বা অল্প শুক্রে কিছুই জন্মায় না॥ য-সং ৩।৪১।

বর্দ্ধতে জঠরে জন্তুস্তারাপতিরিবাম্বরে।
চৈতন্যং বীজরূপে হি শুক্রে নিত্যং ব্যবস্থিতং॥

যেমন আকাশে চন্দ্র বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ গর্ভস্থ সন্তানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বীজভূত শুক্রেতে সর্ব্বদা চৈতন্য বিদ্যমান থাকে॥

গ-পু ২।২২।১৯।

কামং চিত্তঞ্চ শুক্রঞ্চ যদা হ্যেকত্বমাপ্নুযুঃ।
তদা দ্রবমবাপ্নোতি যোষাগর্ভাশয়ে নরঃ॥

যখন কাম, চিত্ত ও শুক্র ইহারা একীভাব প্রাপ্ত হয়, তখনই স্ত্রীর গর্ভাশয়ে নর দ্রবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ঐ ২০।

অহোরাত্রেণ কলিলম্বুদ্বুদম্পঞ্চভির্দিনৈঃ।
দশমেহহ্নি ভবেন্মাংসমিশ্রধাতুসমন্বিতং॥

সঙ্গমের পর এক অহোরাত্রে শুক্র শোণিত মিশ্রিত হয়, পঞ্চম দিবসে তাহা বুদ্বুদাকার ধারণ করে এবং দশম দিবসে উহা মাংসমিশ্র ও ধাতুসমন্বিত হয়॥ ঐ ২২।

ঘনমাংসঞ্চ বিংশাহে গর্ভস্থো বর্দ্ধতে ক্রমাৎ।
পঞ্চবিংশতি পূর্ণাহে বলং পুষ্টিশ্চ জায়তে॥

বিংশতি দিবসে ঘনমাংস সমুৎপন্ন হয়; এইরূপে গর্ভ ক্রমশঃ বৃদ্ধি

---

(১) শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও ত্বক, এই যে সপ্ত ধাতু শরীরের মধ্যে ব্যবস্থিত আছে, তন্মধ্যে রক্তধাতু জননী ও শুক্রধাতু জনক, এবং শূন্যধাতু প্রাণ হয়, পরে গর্ভপিণ্ড উৎপন্ন হয়। যথা, রক্তধাতুর্ভবেন্মাতা শুক্রধাতুর্ভবেৎ পিতা। শূন্যধাতুর্ভবেৎ প্রাণো গর্ভপিণ্ডং প্রজায়তে॥ জ্ঞা-স-ত- উঃ।

পায়। পঞ্চবিংশতি দিবস পূর্ণ হইলে বলপুষ্টি হইয়া থাকে ॥

গ-পু ২।২২।২৩।

তথা মাসে তু সম্পূর্ণে পঞ্চতত্ত্বানি ধারয়েৎ।
মাসদ্বয়ে তু সম্পূর্ণে ত্বচা মেদশ্চ জায়তে ॥

এক মাস পূর্ণ হইলে পঞ্চ তত্ত্ব (১) ধারণ করে এবং দুই মাস পূর্ণ হইলে চর্ম্ম ও মেদ জন্মে ॥

ঐ ২৪।

মজ্জাস্থীনি ত্রিভির্মাসৈঃ কেশাঙ্গুলকশ্চতুর্থকে।
কর্ণৌ চ নাসিকাকুক্ষী জায়তে মাসি পঞ্চকে।

তিনমাস অতীত হইলে মজ্জা ও অস্থি উৎপন্ন হয় এবং চতুর্থ মাসে কেশ ও গুল্‌ফ জন্মে। পঞ্চম মাসে কর্ণ, নাসিকা এবং উদর জন্মিয়া থাকে (২)॥ ঐ ২৫।

কণ্ঠরন্ধ্রং তথা পৃষ্ঠং গুহ্যাখ্যং মাসি সপ্তমে।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণো গর্ভো মাসৈরথাষ্টভিঃ ॥

সপ্তম মাসে কণ্ঠরন্ধ্র, পৃষ্ঠ, গুহ্য এই সকল অবয়ব জন্মে। অষ্টম মাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইয়া গর্ভ পূর্ণ হয় ॥ গ-পু ২।১২।২৬।

নবমে মাসি সম্প্রাপ্তে গর্ভস্থস্য স্মৃতিঃ স্বয়ং।
ইচ্ছা সঞ্জায়তে তস্য গর্ভবাসবিনিঃসৃতৌ ॥

নবম মাসে গর্ভস্থ সন্তানের স্মৃতি

(১) আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূতকে পঞ্চতত্ত্ব কহে।

(২) চতুর্থ মাস উপস্থিত হইলে, গর্ভস্থ শিশুর জীবত্ব সঞ্চার হয়। তদবধি সেই শিশু গর্ভ জঠরাশয়ে অবস্থিতি করিয়া স্বয়ং বিচলিত হইতে থাকে। পুত্র সন্তান জন্মিলে জননীর জঠরের দক্ষিণভাগে, কন্যা সন্তানের উৎপত্তি হইলে জঠরের বামকুক্ষিতে এবং নপুংসক সন্তানের উৎপত্তি হইলে জঠরের মধ্যস্থানে অবস্থান করে। অতএব গর্ভে পুত্র সন্তানের উৎপত্তি হইলে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করা জননীর কর্ত্তব্য। এই চতুর্থ মাসে জঠর মধ্যে শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির উৎপত্তি হয়, কিন্তু জঠর মধ্যে দশন, শ্মশ্রু প্রভৃতির উৎপত্তি হয় না, গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পরে ঐ সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। চতুর্থ মাসে গর্ভস্থ সন্তানের স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য প্রভৃতি ভাবের উদয় হয়। পুত্র সন্তানের সঞ্চার হইলে ঐ মাসেই শিশুর ধৈর্য্য, প্রভৃতি ভাব সমুদিত হয়, কন্যা সন্তানের উৎপত্তি হইলে ঐ মাসে ভীরুতা প্রভৃতি ভাবের উদয় হয় এবং নপুংসক সন্তানের উৎপত্তি হইলে পূর্ব্বোক্ত ভাবদ্বয়ের মিশ্রতা জন্মিয়া থাকে। অন্তর্বত্নী অবস্থায় জননীর হৃদয়ে যে যে বিষয়ের বাসনা হয়, গর্ভস্থ সন্তানও সেই সেই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই কারণবশতঃ গর্ভপরিবৃদ্ধির নিমিত্ত তৎকালে জননীর বাসনা সকল সম্পাদন করা বিধেয়। গর্ভাবস্থায় ঐ প্রকারে দ্বিহৃদয় হওয়া প্রযুক্ত সেই নারীকে দৌহৃদিনী বলা যায়। তৎকালে তাহার অন্তঃকরণে যে অভিলাষ জন্মে, তাহাকে দৌহৃদ কহে। তদবস্থায় রমণী যে কোন বিষয়ের অভিলাষ করে, তাহা সম্পাদন না করিলে তদ্গর্ভজাত সন্তান খঞ্জ, বিকলাঙ্গ প্রভৃতি কোন না কোন একরূপ হীনাঙ্গ হইবে। এই নিমিত্তই সন্তানের পঙ্গুতাদি দোষ সকল জন্মিয়া থাকে। ক্রমে পঞ্চম মাস সমাগত হইলে জঠরাশয়স্থ সন্তান প্রবুদ্ধ হয় এবং ষষ্ঠ মাসে আকৃতি পুষ্ট হইয়া থাকে। শি-বী-৮।১৯-২৩।

জন্মে। তৎকালে গর্ভবাস হইতে বিনিঃসৃত হইতে তাহার ইচ্ছা হয়॥ গ-পু ২।২২। ২৭।

নারী বাথ নরো বাথ নপুংস্কাভিজায়তে।
নবমে দশমে বাপি জায়তে বশ্চ ভৌতিকঃ॥

নবম কিম্বা দশম মাসে নারী, নর, কিম্বা নপুংসক জন্মিয়া থাকে। ভৌতিক কারণেই স্ত্রী পুং নপুংসকাদি হইয়া থাকে॥ ঐ ২৮।

প্রসূতবায়ুনাকৃষ্টঃ পীড়য়া বিহ্বলীকৃতঃ।
ক্ষিতির্বারি হবির্ভোক্তা পবনাকাশমেব চ॥

গর্ভস্থ সন্তান প্রসব-বায়ুতে আকৃষ্ট হইয়া পীড়াতে বিহ্বল হয়। ক্ষিতি অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ ইহারাই পঞ্চভূত॥ ঐ ২৯।

এভিভূ তৈঃ পীড়িতস্তু নিবদ্ধঃ স্নায়ুবন্ধনৈঃ।
ত্বচ'স্থিনাড্যো রোমাণি মাংসঞ্চৈবাত্র পঞ্চমঃ॥

গর্ভস্থ সন্তান উক্ত পঞ্চভূতকর্তৃক পীড়িত এবং স্নায়ুবন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকে। চর্ম্ম, অস্থি, নাড়ী, রোম ও মাংস এই সকল ক্ষিতির কার্য্য॥

ঐ ৩০।

৩৭.

যথা ভূমেঃ খগেশ্বর।

চ কাশ্যপ।

চর্ম্ম প্রভৃ-

বলিয়া

গ্যপ।

যেমন ভূমির পাঁচটি গুণ আছে, তেমন জলেরও পাঁচটী গুণ আছে, তাঁহা বলিতেছি শ্রবণ কর॥

গ-পু ২।২২।৩১।

লালা মূত্রস্তথা শুক্রং মজ্জা রক্তঞ্চ পঞ্চমং।
অপাম্পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তা জ্ঞাতব্যাস্তে প্রযত্নতঃ॥

লালা, মূত্র, শুক্র, মজ্জা ও রক্ত, এই সকলকে আমি জলের গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, যত্নপূর্ব্বক ইহা জানিতে হইবে॥

ঐ ৩২।

ক্ষুধা নিদ্রা চ তৃষ্ণা চ আলস্যং কান্তিরেব চ।
তেজঃ পঞ্চগুণস্তার্ক্ষ্য প্রোক্তং সর্ব্বত্র যোগিভিঃ॥

হে তার্ক্ষ্য! ক্ষুধা, নিদ্রা, তৃষ্ণা, আলস্য ও কান্তি, এই সকলকে যোগিগণ তেজের গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ঐ ৩৩।

ধাবনং শ্বসনঞ্চৈব আকুঞ্চন প্রসারণং।
নিরোধঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তো বায়োঃ পঞ্চগুণাঃ স্মৃতাঃ॥

ধাবন, শ্বসন (নিশ্বাস) আকুঞ্চন, প্রসারণ ও নিরোধ, এই পঞ্চ বায়ুর গুণ বলিয়া কথিত আছে॥

ঐ ৩৪।

রাগদ্বেষৌ তথা লজ্জা ভয়মোহস্তথৈব চ।
ইত্যেতৎ কথিতস্তার্ক্ষ্য বায়ুজংগুণ পঞ্চকং॥

হে তার্ক্ষ্য! রাগ, দ্বেষ, লজ্জা, ভয়, ও মোহ এই পঞ্চ বায়ুজন্য গুণ বলিয়া কথিত আছে॥

গ পু ২।২২। ৩৫।

ঘোষশ্ছিদ্রাণি গাম্ভীর্য্যং শ্রবণং সর্ব্বসংশ্রয়ং।
আকাশস্য গুণাঃ পঞ্চ জ্ঞাতব্যাস্তার্ক্ষ্য যত্নতঃ॥

হে তার্ক্ষ্য। শব্দ, ছিদ্র, গাম্ভীর্য্য, শ্রবণ ও সর্ব্বসংশ্রয়, এই পঞ্চ আকাশের গুণ জানিবে॥

ঐ ৩৬।

প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ।
নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ॥
ইত্যেতে বায়বঃ প্রোক্তা দশদেহেষু সংস্থিতাঃ।
কেবলভুক্তমন্নঞ্চ পুষ্টিদং সর্ব্বদেহিনাং॥

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়, এই দশবিধ বায়ু কথিত আছে, ইহারা দেহ মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল একমাত্র ভুক্ত অন্নই জন্তুগণের দেহের পুষ্টিসাধন করে (১)॥ গ-পু ২।২২।৪০-৪১।

রোমকোটিস্তথা তিস্রো হ্যর্দ্ধকোটি সমন্বিতা।
দ্বাত্রিংশদ্দশনাস্তত্র সামান্যাদ্বিনতাসুত॥

মানব শরীরে সার্দ্ধ ত্রিকোটি লোম বিদ্যমান আছে। হে বিনতা-

(১) প্রাণবায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা শরীরের সর্ব্বসন্ধিতে গমনাগমন করে এবং দেহ মধ্যে ইহার অবস্থানে জীবের কদাপি মৃত্যু সংঘটিত হয় না। যেমন কাষ্ঠ এবং করাত এ উভয়ের সংযোগ হইলে স্বভাবতই ছেদন প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্রূপ প্রাণ এবং অপানের পরস্পর সংঘর্ষণে স্বভাবতই জঠরাগ্নির উৎপত্তি হয়, যেরূপ বনস্থিত বংশ সমূহের সংঘর্ষণ নিবন্ধন অগ্নির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ হৃদয়স্থিত বায়ু প্রতিক্ষণই দেহের সকল প্রকার রসকে সম্যকপ্রকারে জীর্ণ করিয়া অগ্নিকে উৎপাদিত করিয়া থাকে। এই দেহ যদিও স্বাভাবিক শীতবাতাত্মা, কিন্তু যখন সর্ব্ব শরীরের জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হয়, তখনই ভানুদয়ে ভুবন যেরূপ উজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় উহা উষ্ণভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই জঠরাগ্নি এই দেহের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে। যেরূপ আকাশে স্বভাবতঃ বহিঃস্থ বায়ু প্রবলভাবে প্রবাহিত হইয়া তত্রস্থ মৃদু ও কঠিন পদার্থ সকলকে পাতিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ অন্তরাকাশে প্রাণবায়ু প্রবলতা অবলম্বন করতঃ জঠরাগ্নিকে প্রজ্বালিত করিয়া তদ্দ্বারা ভুক্ত অন্নাদিকে জীর্ণ করে। ভোজনের অব্যবহিত পরেই ভুক্ত অন্নাদি ঐ বায়ু কর্ত্তৃক দ্বিধা বিভক্ত হয় এবং অন্ন ও জল পৃথক্ পৃথক্ হয়। ঐ বায়ু অগ্নির ঊর্দ্ধে জলকে এবং জলের উপরে অন্নকে স্থাপন করে। প্রাণবায়ু অগ্নির অধোদিকে অবস্থিত হইয়া বারম্বার সেই অগ্নিকে প্রজ্বালিত করে। অগ্নি বায়ু কর্ত্তৃক প্রজ্বালিত হইয়া মল এবং রসকে পৃথক্ করে। এই প্রকারে যেমন
অন্তঃপ্রবিষ্ট ভৌমরস পল্লব
দিরূপে পরিণত হয়,
সকল হইতে রস
মাংস, মাংস হই
হইতে মজ্জা,
হইতে শুক্র
হইয়া শরী

নন্দন! ঐ শরীরে সামান্যত দ্বাত্রিং-শৎ দন্ত বর্ত্তমান আছে ॥

গ-পু ২।২২।৪৭।

বিংশতিস্তু নখাঃ কেশাস্ত্রিলক্ষং মুখমূর্দ্ধজাঃ।
মাংসম্পলসহস্রৈকং সামান্যাদ্দেহসংস্থিতং ॥

শরীরে বিংশতি নখ এবং মুখে ও মস্তকে তিন লক্ষ কেশ হয়। আর সামান্যত দেহে সহস্রপল মাংস অবস্থিত আছে ॥ ঐ ৪৮।

এবং সঞ্জায়তে তার্ক্ষ্য মর্ত্তে জন্তুঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
আয়ুঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ বিদ্যা নিধনমেব চ।
পঞ্চৈতানি হি সৃজ্যন্তে গর্ভস্থস্যৈব দেহিনঃ ॥

হে তার্ক্ষ্য! এইরূপে মর্ত্ত্যলোকে জন্তুগণ স্বকীয় কর্ম্ম অনুসারে জন্ম গ্রহণ করে। দেহীদিগের আয়ু, কর্ম্ম, বিত্ত, বিদ্যা ও নিধন এই পঞ্চ গর্ভাবস্থাতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥

ঐ ৭০।

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে।

জন্তুগণ কর্ম্ম বশতই উৎপন্ন হয় এবং কর্ম্মবশতই লয় প্রাপ্ত হয়। ... ভয় ও মঙ্গল এই সমু-ৎপন্ন জানিবে ॥

ঐ ৭১।

...স্থায়ুঃ প্রকর্ষতি।
...রতি সত্বরং ॥

...অধোমুখে ... এবং

ঐ অবস্থাতেই বায়ু তাহাকে আক-র্ষণ করিয়া থাকে। গর্ভস্থ জীবের জন্ম হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিষ্ণু-মায়া মোহিত করে ॥

গ-পু ২।২২।৭২।

স্বকর্ম্মকৃতসম্বন্ধো জন্তুর্জন্ম প্রপদ্যতে।
সুকৃতাদুত্তমো ভোগী ভাগ্যবান্ সুকুলে ভবেৎ ॥

জন্তুগণ স্বীয় পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম সম্বন্ধ বশতঃ উৎপন্ন হয়। পুণ্যশীল ব্যক্তি সৎকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া উত্তম, ভোগী ও ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে ॥ ঐ ৭৩।

যথা দুষ্কৃতকর্ম্মা হি কুলে হীনে প্রজায়তে।
দরিদ্রো ব্যাধিতো মূর্খঃ পাপকৃদ্দুঃখভাজনঃ ॥

যাহারা দুষ্কৃতকর্ম্মা, তাহারা নীচকুলে জন্ম গ্রহণ করে এবং দরিদ্র, ব্যাধিযুক্ত, মূর্খ, পাপকর্ম্মে নিরত ও দুঃখভাজন হয় ॥ ঐ ৭৪।

(স্ত্রীলোক যাদৃশ পুরুষের সহিত সংযোজিতা হয়, তাদৃশ গুণবতী ও পুত্রবতী হয়)

যাদৃগ্গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথা বিধি।
তাদৃগ্গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা ॥

স্ত্রীলোক যাদৃশ গুণসম্পন্ন পুরু-ষের সহিত সংযোজিতা হয়, তাদৃশ গুণবিশিষ্টা হয়, যেমন নদী সমুদ্র সহযোগে হইয়া থাকে ॥

ম-সং ৯।২২।

যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধং ।
তস্মাৎ প্রজাবিশুদ্ধ্যর্থং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ ॥

স্ত্রীলোক যাদৃশ পুরুষকে ভজনা করে তাদৃশ সন্তান প্রসব করে, অতএব বিশুদ্ধ অপত্য লাভার্থ সর্ব্ব প্রযত্নে স্ত্রীকে রক্ষা করিবে ॥

ম-সং ৯।৯।

(সন্তান পিতামাতার স্বভাবের অনুকরণ করে।)

পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতুর্ব্বোভয়মেব বা ।
ন কথঞ্চন দুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিয়চ্ছতি ॥

লোক সকল পিতার কিম্বা মাতার অথবা উভয়ের স্বভাব প্রাপ্ত, কিন্তু নিন্দিত ভাবে জাত ব্যক্তি কখনই পিতা মাতার স্বভাবকে গোপন করিতে পারে না ॥

ম-সং ১০।৫৯।

য এব তাতঃ স এব পুত্রঃ য এব যোগঃ স এব বোধঃ ।
য লেব [illegible] কর্ম্ম য এব লোকঃ স এব ধর্ম্ম ॥

যেমন পিতা তেমন পুত্র হয়, যেমন সংসর্গ তেমন বোধ হয়, যেমন মন তেমন কর্ম্ম হয় এবং যেমন লোক তেমন ধর্ম্ম হয় ॥

ক-মা।

কুলে মুখ্যেঽপি জাতস্য যস্য স্যাদ্যোনিসঙ্করঃ।
সংশ্রয়েত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমপি বা বহু ॥

মুখ্য কুলে জাত ব্যক্তিরও যদি যোনিসঙ্কর দোষ থাকে, তবে সে অল্প বা বহুল ভাবে জনকের স্বভাব আশ্রয় করে, কদাপি তাহা গোপন করিতে পারে না ॥

ম-সং ১০।৬০।

অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজং ॥

অশিষ্টতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা ও বৈধকর্ম্মে অননুরক্তিতা, এই সকল চিহ্ন দ্বারা ইহলোকে পুরুষের জন্মের বৈলক্ষণ্য প্রকাশ হয় (১) ॥ ঐ ৫৮।

---

(১) মহাত্মা ভীষ্ম রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন, "ধর্ম্মরাজ ! যে ব্যক্তি যোনিসঙ্কর হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহার নীচত্ব তাহার আর্য্যলোক-বিরুদ্ধ-কার্য্য দ্বারা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে। এই জীবলোকে অনার্য্যতা, অনাচার, ক্রূরতা ও যাগযজ্ঞাদিরাহিত্য, পুরুষের নীচজাতত্ব প্রখ্যাপিত করিয়া থাকে। যোনিসঙ্কর-সমুৎপন্ন মনুষ্য, পিতা বা মাতা অথবা উভয়েরই স্বভাব অধিকার করে। উহারা কোনরূপেই আপনার নীচত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। উহারা, পিতা বা মাতার ন্যায় রূপপরিগ্রহ করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ব্যাঘ্রাদি তির্য্যগ্‌-যোনি যেমন আপনার বীজগুণ পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ উহারা পিতামাতার স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। যোনিসঙ্কর হইতে অতি গোপনেও যাহার জন্ম হয়, তাও অল্প বা অধিকই হউক, জন্মদাতার [illegible] প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য [illegible] উৎপন্ন হইয়া আর্য্যের [illegible] লেও তাহার জাতি [illegible] করিয়া দেয়"। [illegible] জাত নীচের [illegible] হয় না এবং [illegible] করিয়া [illegible]

(স্ত্রীবাধ্য পুরুষ অতিশয় নিন্দনীয়)

পুংসশ্চ স্ত্রীজিতস্যৈব জীবিতং নিষ্ফলং ধ্রুবং।
যদহ্নাঃ কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥

যে পুরুষ স্ত্রীজিত, অর্থাৎ স্ত্রীর বশীভূত, তাহার প্রাণধারণ করাই নিষ্ফল, যেহেতু সে ব্যক্তি যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করুক, কিছুরই ফলভাগী হইতে পারে না॥ ব্র-বৈ-পু-২।৬।৬২।

কিং তজ্জ্ঞানেন তপসা জপহোম প্রপূজনৈঃ।
কিং বিদ্যয়া বা যশসা স্ত্রীভির্যস্য মনোহৃতং॥

যে ব্যক্তি নিতান্ত স্ত্রৈণ, অর্থাৎ স্ত্রী-বাধ্য, তাহার জ্ঞান, তপস্যা, জপ, হোম, পূজা, বিদ্যা ও যশ প্রভৃতি সমস্তই নিরর্থক অর্থাৎ নিষ্ফল॥

ঐ ২।১৬।৭২।

নিন্দন্তি পিতরো দেবা বান্ধবা স্ত্রীজিতং জনং।
স্ত্রীজিতং মনসা বাচা পিতা ভ্রাতা চ নিন্দতি॥

স্ত্রীজিত ব্যক্তি পিতৃ, দেব ও বান্ধবগণের নিন্দাস্পদ হয় এবং তাহার পিতা ও ভ্রাতা তাহাকে মানসিক ও বাচনিক নিন্দা করিয়া থাকেন॥ ব্র-বৈ-পু ২।১৬।৮৯।

পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। আর, তাহার কুল যদি কোন কারণবশতঃ হীন দশায় নিপতিত হয়, তাহা হইলে সে কার্য্যদ্বারা পুনরায় তাহা উজ্জ্বল করিয়া থাকে। অতএব যাহাতে সঙ্কীর্ণ ও অন্যজন নিকৃষ্ট জাতিতে সন্তানোৎপাদন করিতে না হয়, বিচক্ষণ মনুষ্য তদ্বিষয়ে নিরন্তর সাবধান হইবেন।

ম-ভা-অনুশাসন পর্ব্ব-৪৮ অধ্যায়।

(দোষ যুক্তা ধর্ম্মপত্নী বিদ্যমানে পত্ন্যন্তর গ্রহণে দোষ নাই)

প্রথমা ধর্ম্মপত্নী তু দ্বিতীয়া রতিবর্দ্ধিনী।
দৃষ্টমেব ফলং তত্র নাদৃষ্টমুপপদ্যতে॥

প্রথম পত্নীই ধর্ম্মপত্নী, দ্বিতীয় পত্নী কেবল রতিভোগের অধিকারিণী। দ্বিতীয়া পত্নীতে দৃষ্টফল ভিন্ন অদৃষ্ট ফল জন্মে না॥

দ-সং-৪।১৪।

ধর্ম্মপত্নী সমাখ্যাতা নির্দ্দোষা যদি সা ভবেৎ।
দোষে সতি ন দোষঃ স্যাদন্যা কার্য্যা গুণান্বিতা॥

প্রথম পত্নী ধর্ম্মপত্নী বলিয়া বিখ্যাতা হন বটে, যদি তিনি নির্দ্দোষা হন। তাঁহার দোষ থাকিলে অন্য গুণবতী ভার্য্যা গ্রহণে দোষ নাই॥ দ-সং ৪।১৫।

যা রোগিনী স্যাত্তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলতঃ।
সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ॥

যে স্ত্রী রোগিণী অথচ পতির অনুসলা ও সুশীলা, তাহার অনুমতি লইয়া পতি অন্য বিবাহ করিবে কিন্তু কোন মতে তাহার অবমাননা করিবে না॥ ম-সং ৯।৮২।

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ম্বদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা॥

পত্নী সুরাপায়িনী, দীর্ঘরোগগ্রস্তা ধূর্ত্তা, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়ম্বদা, কন্যাপ্রসবিনী ও পুরুষদ্বেষিণী

হইলে অধিবেদন অর্থাৎ ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিতে পারিবে ।।

যা-সং ১।৭৩।

সত্যামন্যাং সবর্ণায়াং ধর্ম্মকার্য্যং ন কারয়েৎ।
সবর্ণাসু বিধৌ ধর্ম্ম্যে জ্যেষ্ঠয়া ন বিনেতরাঃ ।।

সবর্ণা স্ত্রী বিদ্যমানে অসবর্ণা (১) স্ত্রী লইয়া ধর্ম্মকার্য্য করিবে না। বহু সবর্ণা স্ত্রী থাকিলে তাহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভিন্ন কনিষ্ঠাকে ধর্ম্ম-কার্য্যে প্রবৃত্তা করিবে না ।। ঐ ৮৮

(অগম্যা গমনের ফল কথন।)

মাতা সপত্নী মাতা চ শ্বশ্রূশ্চ ভগিনী সুতা।
গুরুপত্নী পুত্রপত্নী সোদরস্য প্রিয়া সতী ।।
মাতৃস্বসা পিতৃস্বসা ভাগিনেয় প্রিয়া তথা।
মাতুলানী নবোঢ়াচ পিতৃব্য স্ত্রী রজস্বলা ।।
পিতৃ মাতৃ প্রসূশ্চৈব চাগম্যাষ্টাদশ স্মৃতাঃ।
কীর্ত্তিতাঃ সামবেদে চ পরিপাল্যাঃ সতাংব্রজ ।

মাতা, সপত্নীমাতা, শ্বশ্রূ (শাশুড়ী), ভগিনী, কন্যা, গুরুপত্নী, পুত্রপত্নী, সহোদরের ভার্য্যা, সাধ্বী, মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা, ভাগিনেয় প্রিয়া, মাতুলানী, নবোঢ়া (নব বিবাহিতাস্ত্রী) পিতৃব্যপত্নী, রজস্বলা, পিতৃপ্রসূ (পিতামহী) এবং মাতৃপ্রসূ (মাতামহী) এই অষ্টাদশ বিধ নারী সামবেদে অগম্যা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই সমস্ত রমণীকে পালন করা সজ্জনগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ।।

ব্র-বৈ-পু ৪।৭৮।৩৮-৪০।

সর্ব্বেষাং নিষ্কৃতিশ্চাস্তি ন বৎস মাতৃ গামিনাং।
কুম্ভীপাকে তে পচন্তি যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ।।

হে বৎস! সর্ব্বপ্রকার পাতকীর নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু মাতৃ(১)গামী-দিগের নিস্তার নাই, তাহারা দেহা-ন্তে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত কুম্ভী-পাক নরকে বাস করে ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৫৯।৫৯।

ততো ভবন্তি কৃময়ো বেশ্যাযোনিষু কল্পকান্।
ততো বিট্‌কৃময় স্তেপি ভবন্তি কল্প সপ্তসু ।।

তদনন্তর তাহারা বহুকল্প বেশ্যাগণের যোনিকীট হইয়া এবং সপ্তকল্প বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকে ॥ ঐ ৬০।

---

(১) পূর্ব্বকালে আনুপূর্ব্বিক্রমে ব্রাহ্মণ তিন বর্ণের, ক্ষত্রিয় দুই বর্ণের, বৈশ্য একবর্ণের এবং শূদ্র কেবল স্ব-বর্ণের মধ্য হইতে ভার্য্যা গ্রহণের বিধি প্রচলিত ছিল।

(১) শাস্ত্রে মানবগণের মাতা ষোড়শ প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। স্তনদাত্রী, গর্ভ-ধাত্রী, অভয়দাত্রী, গুরুপত্নী, অভিষ্টদেবপত্নী পিতার পত্নী, কন্যা, সহোদরা ভগিনী, পুত্রপত্নী প্রিয়ার জননী, মাতার মাতা, পিতার মাতা, সহোদর প্রিয়া, মাতার ভগিনী, পিতার ভগিনী ও মাতুলানী, এই ষোড়শ প্রকার মাতা। যথা,--

"স্তনদাত্রী গর্ভধাত্রী ভয়দাত্রী গুরুপ্রিয়া।
অভীষ্ট দেবপত্নী চ পিতুঃ পত্নী চ কন্যকাঃ।
সগর্ভ কন্যা ভগিনী পুত্র পত্নী প্রিয়া প্রসূঃ।
মাতুর্মাতা পিতুর্মাতা সোদরস্য প্রিয়া তথা।
মাতুঃ পিতুশ্চ ভগিনী মাতুলানী তথৈব চ।
জনানাং বেদবিহিতা মাতরঃ ষোড়শঃ স্মৃতা" ॥

ব্র-বৈ-পু ৩।১৪।৩৮

ভবন্তি তে ততঃ কল্পং ব্রণানাং কৃময়ঃ স্মৃতাঃ।
ততশ্চ মূর্দ্ধি কৃময়ঃ কল্প সপ্ত ভবন্তি তে ॥

তৎপরে তাহারা এক কল্প ব্রণ-কৃমি ও সপ্তকল্প মস্তকের কৃমিরূপে জন্ম গ্রহণ করে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৫৯।৬১।

ততস্তল্পে চ কৃময়ো ভবতি কল্পমেব চ।
ততশ্চ কুষ্ঠিনো ছাগা ভবন্তি সপ্ত জন্মসু॥

অতঃপর তাহারা এক কল্প শয্যার কৃমি হইয়া সপ্ত জন্ম কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ছাগরূপে সমুৎপন্ন হয়॥ ঐ ৬২।

ততো বিট্ ভোজিনঃ কাকা ভবন্তি সপ্ত জন্মসু।
ততঃ শ্বানো জন্ম সপ্ত সপ্ত জন্মসু শূকরাঃ॥

পরে তাহারা সপ্ত জন্ম বিষ্ঠা-ভোজী কাক, সপ্ত জন্ম কুক্কুর ও সপ্ত জন্ম শূকর হয়॥ ঐ ৬৩।

ততঃ ক্লীব পুমাংসশ্চ প্রতিজন্মসু জন্মসু।
নাস্ত্যেব নিষ্কৃতি স্তেষা মিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥

ইহারপর তাহারা প্রতি জন্ম ক্লীব পুরুষ রূপে সঞ্জাত হয়। কমল-যোনি ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, এই নরাধমগণের কোন রূপে নিষ্কৃতি নাই॥ ঐ ৬৪।

এবং ক্ষত্র বিট্ শূদ্রাণাং ব্রাহ্মণীগমনে নৃপ।
বেদে চ নিষ্কৃতি র্নাস্তি চেতঙ্গিরস ভাষিতং॥

হে মহারাজ! সুরগুরু বৃহস্পতি কহিয়াছেন, এইরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র জাতি যদি ব্রাহ্মণীতে গমন করে, তাহা হইলে বেদ বিধানানুসারে তাহাদিগেরও নিষ্কৃতি নাই। ব্র-বৈ-পু ৪।৫৯।৬৫।

(কুলটা প্রভৃতি বহুবিধ দুষ্টা নারীগমনের দোষ কথন)

পতিব্রতা চৈবপত্নী দ্বিতীয়ে কুলটা স্মৃতা।
তৃতীয়ে ধর্ষিনী জ্ঞেয়া চতুর্থে পুংশ্চলী স্মৃতা॥
বেশ্যা চ পঞ্চমে ষষ্ঠে যুগ্মী চ সপ্তমেষ্টমে।
অত উর্দ্ধে মহাবেশ্যা সাস্পৃশ্যা সর্ব্ব জাতিষু॥

যে রমণী একমাত্র পতি ভিন্ন পুরুষান্তর আশ্রয় না করে, তাঁহাকেই পতিব্রতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; আর যে নারী দ্বিতীয় পুরুষে সঙ্গতা হয়,সে কুলটা নামে বিখ্যাতা হয়; যে নারী তৃতীয় পুরুষকে আশ্রয় করে, সে ধর্ষিনী, যে নারী চতুর্থ পুরুষে আসক্ত হয়, সে পুংশ্চলী, যে নারী পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষে উপগতা হয় সে বেশ্যা, যে নারী সপ্তম ও অষ্টম পুরুষে অনুরক্তা হয়, সে যুগ্মী, এবং যে নারী এতদতিরিক্ত পুরুষে সঙ্গতা হয়, সে মহাবেশ্যা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাকে। সেই মহাবেশ্যা সর্ব্ব জাতির মধ্যে অস্পৃশ্যা সন্দেহ নাই। ব্র-বৈ-পু ২।৩১।৪।৫।

বিদ্যুচ্ছটা জলে রেখা চাস্থিতা চ যথাম্বরে।
তথাঽস্থিরা চ কুলটা প্রীতিঃ স্বপ্নক ভঙ্গচঃ॥

যেমন আকাশে বিদ্যুৎছটা এবং

জলে রেখা অস্থিরা, সেইরূপ কুলটার প্রীতি নিতান্ত অস্থির এবং তাহার বাক্যও স্বপ্ন সদৃশ মিথ্যা ॥

না-প-১।১৪।৮৩।

কুলটা নরঘাতিভ্যো নির্দ্দয়া দুষ্টমানসা।
জারার্থে চ সুতংহন্তি বান্ধবস্য চ কা কথা ॥

কুলটা স্ত্রী নরহত্যাকারী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা নির্দ্দয় ও দুষ্টমানস, সে উপপতির জন্য নিজ তনয়েরও প্রাণবধ করে, বন্ধু বান্ধবের ত কথাই নাই ॥ ঐ ৮৬।

ন হি বেদা বিদন্ত্যেবং কুলটাহৃদয়ঙ্গমং।
কথং দেবাশ্চ মুনয়ঃ সন্তো জানন্তি নিশ্চয়ং ॥

বেদ সকলও কুলটার মনোগত অভিপ্রায় জানিতে পারে নাই, তখন দেবতা, মুনি ও সাধুগণ কিরূপে তাহার নিশ্চয় জানিবেন ? ॥

ঐ ৮৭।

রতিশূরং প্রিয়ং দৃষ্ট্বা ক্ষীরং ঘৃতমিবাচরেৎ।
গতে বয়সি জীর্ণং তং বিষং দৃষ্ট্বা ত্যজেৎ ক্ষণাৎ ॥

কুলটা নারী প্রিয়জনকে রতিশূর দেখিয়া তৎপ্রতি ক্ষীরোদ্ভব ঘৃতের ন্যায় ব্যবহার করে, কিন্তু সেই পুরুষের বয়োতীত হইলে জীর্ণাবস্থায় তাহাকে বিষবৎ জ্ঞান করতঃ ক্ষণবিলম্ব না করিয়া পরিত্যাগ করে ॥

ঐ ৮৮।

ন প্রীত্যা ন ধনেনৈব ন স্তবান্ন চ সেবয়া।
ন প্রাণদানতো বেশ্যা বশীভূতা ভবেৎক্ষণং।

প্রণয়োৎপাদন, ধনদান, স্তব, সেবা, অধিক কি প্রাণদান করিলেও বেশ্যা ক্ষণকালের নিমিত্তও পুরুষের বশীভূতা হয় না (১) ॥

না-প ১।১৪।৯৫।

আহারো দ্বিগুণস্তাসাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।
ষড়্গুণা মন্ত্রণা তাসাং কামাশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ ॥

পুরুষ অপেক্ষা তাহাদিগের আহার দ্বিগুণ, বুদ্ধি চতুর্গুণ, মন্ত্রণাশক্তি ষড়্গুণ এবং কাম অষ্টগুণ প্রবল হয় ॥ ঐ ৯৬।

শশ্বৎ কামা চ কুলটা ন চ তৃপ্তিশ্চ ক্রীড়য়া।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥

কুলটা নারী সর্ব্বদাই কামাতুরা, কাম-ক্রীড়াতে তাহার পরিতোষ লাভ হয় না বরং যেমন ঘৃতার্পণে অগ্নি শীতল না হইয়া কেবল বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কামক্রীড়ায়

(১) মন্ত্রৌষধি দ্বারা বিষ ও ব্যাধির উপশম হয়, জলসেক দ্বারা অগ্নি নিবারণ হয়, অগ্নিদ্বারা কণ্টকাচ্ছন্ন প্রদেশ সুগম হয়, স্তুতি বাক্যে দুর্জ্জন বশীভূত হয়, ধনদানে লুব্ধ ব্যক্তি আয়ত্ত হয় নিরন্তর সেবায় রাজা অনুকূল হন, সরল ব্যবহারে মিত্র বশীভূত হয়, ভয়ে শত্রু বশবর্ত্তী হয়, সমাদরে ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হন, প্রেমভাবে যুবতী বশতাপন্ন হয়, সমভাবে বন্ধু বশ হয়, প্রণতিতে গুরুজন প্রসন্ন হন, কথাপ্রসঙ্গে মূর্খ বশীকৃত হয় এবং বিদ্যাবিচারে বিদ্বান্ বশতাপন্ন হয়, কিন্তু বেশ্যা কোন উপায়েই পুরুষের বশীভূত হয় না ॥

কুলটার কামনার শান্তি না হইয়া কেবল বৃদ্ধিই হইয়া থাকে ॥

না-প ১।১৪।৯৭।

নশ্রেয়সাং মনস্তৃপ্তং বাড়বাগ্নি র্ন পাথসাং।
বসুন্ধরা ন রজসাং ন পুংসাং কুলটা তথা ॥

যেমন অখিল শ্রেয়লাভেও মনের সন্তোষ জন্মে না, যেমন সমস্ত সমুদ্রে জলেও বাড়বানলের পরিতোষ লাভ হয় না, এবং যেমন সমগ্র ধূলী-রাশিতে পৃথিবীর পরিতৃপ্তি হয় না, সেইরূপ যাবতীয় পুরুষে কুলটার তৃপ্তি সাধন হয় না॥ ঐ ১০০।

অহো সর্ব্বাঃ পরিত্যাজ্যা পুংশ্চলী চ বিশেষতঃ।
ধনায়ুঃ প্রাণ যশসাং নাশিনী দুঃখদায়িনী ॥

সমস্ত নারীই পরিত্যাগ যোগ্যা। বিশেষতঃ পুংশ্চলীকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে, কারণ পুংশ্চলী ধন, আয়ু, প্রাণ ও যশের নাশ-কারিণী ও দুঃখদায়িনী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৩২।১১।

বিদ্যুদ্দীপ্তির্জ্জলেরেখা লোভাম্মৈত্রী যথা ভবেৎ।
পরদ্রোহাদ্ যথা সম্পৎ কুলটা প্রেম তৎসমং ॥

বিদ্যুদ্দীপ্তি, জলরেখা, লোভজন্য মিত্রতা ও পরদ্রোহার্জ্জিত সম্পত্তি যেমন ক্ষণস্থায়ী, কুলটার প্রেমও তদ্রূপ ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া জানিবে ॥

ঐ ১৩।

পুংশ্চল্যাং যো হি বিশ্বস্তো বিধিনা স বিড়ম্বিতঃ।
বহিষ্কৃত্যশ্চ যশসা ধনেন স্বকুলেন চ ॥

যে ব্যক্তি পুংশ্চলীতে বিশ্বাস করে, সে বিধি কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হয়, তাহার যশ, ধন ও কুলমর্য্যাদা সমস্তই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।২৩।২৭।

সর্ব্বেষাং স্থল মস্তেব পুংশ্চলীনাং ন কুত্রচিৎ।
দারুণী পুংশ্চলী জাতির্ন্নরঘাতিভ্য এব চ ॥

সকলের স্থল আছে, কিন্তু পুংশ্চলীদিগের স্থল কুত্রাপি নাই; পুংশ্চলী নরঘাতিগণের অপেক্ষাও দারুণা রূপে কথিত হয় ॥ ঐ ৩১।

নিষ্কৃতিঃ কর্ম্মভোগান্তে সর্ব্বেষা মস্তি নিশ্চিতং।
ন পুংশ্চলীনাং বিপ্রেন্দ্র যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ ॥

কর্ম্মভোগের অবসানে সকলের পাপ হইতে নিষ্কৃতি হয়, কিন্তু পুংশ্চলীদিগের কখনই নিস্তার নাই; তাহারা দেহান্তে নিশ্চয়ই চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করিয়া থাকে ॥ ঐ ৩২।

অন্যেসাং কামিনীনাঞ্চকীটং হন্তঞ্চ যা দয়া।
সা নাস্তি পুংশ্চলীনাস্তু কান্তং হন্তুং পুরাতনং।

অন্য নারীগণের কীট বিনাশে যে দয়া উপস্থিত হয়, পুংশ্চলীর পুরাতন কান্তকে বিনাশ করিতেও সে দয়া উপস্থিত হয় না॥ ঐ ৩৩।

পৃথিব্যাং যানি পাপানি পুংশ্চলীষেব ভারতে।
তিষ্ঠন্তি পাপিনস্তাভ্যো ন পরাঃ সন্তি কেচন।

এই ভারতে পুংশ্চলীদিগের যেরূপ পাপ সঞ্চার হয়, সেরূপ পাপ কাহারও হয় না; সুতরাং তাহাদিগের তুল্য পাপী আর কেহই নাই॥

ব্র-বৈ-পু ৪।২৩।৩৫।

পুংশ্চলী পরিপক্কান্নং সর্ব্বপাতক মিশ্রিতং।
দৈবে কর্ম্মনি পৈত্র্যেচ ন চ দেয়ং যথা জলং

পুংশ্চলী কর্ত্তৃক পরিপক্ক অন্ন সর্ব্বপাতকযুক্ত, অতএব দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে তাহাদিগের পক্ক অন্ন ও সংস্পৃষ্ট জল কখনই প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে॥ ঐ ৩৬।

পুংশ্চল্যন্নঞ্চ যো ভুংক্তে দৈবাদ্‌যদি নরাধমঃ।
সপ্তজন্ম কৃতং পুণ্যং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতং॥

যদি কোন হতভাগ্য ব্যক্তি দৈবাৎ পুংশ্চলীর অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার সপ্তজন্ম-কৃত পুণ্য ক্ষয় হয়॥

ঐ ৩৯।

পুংশ্চলী দর্শনে পুণ্য যাত্রাসিদ্ধির্ভবেৎ ধ্রুবং।
স্পর্শনে চ মহাপাপং তীর্থ স্নানাদ্বিশুদ্ধ্যতি॥

পুংশ্চলী দর্শনে নিশ্চয় যাত্রায় অসিদ্ধি ও পুণ্য ক্ষয় হয় এবং স্পর্শনে মহাপাপ জন্মে; মানব তজ্জন্য তীর্থস্নান করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে॥ ঐ ৪১।

স্নানং দানং ব্রতঞ্চৈব জপশ্চ দেবপূজনং।
নিষ্ফলং পুংশ্চলীনাঞ্চ ভারতে জীবনং বৃথা॥

পুংশ্চলীদিগের স্নান, দান, ব্রত, জপ, দেবপূজা, সমস্তই নিষ্ফল; তাহাদিগের ভারতে জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র॥ ব্র-বৈ-পু ৪।২৩।৪২।

যো দ্বিজঃ কুলটাং গচ্ছেদ্ধর্ষিণীং পুংশ্চলীমপি।
যুগ্মীং বেশ্যাং মহাবেশ্যামবটোদং প্রযাতি সঃ॥

যে দ্বিজ পূর্ব্বোক্ত কুলটা, ধর্ষিণী, পুংশ্চলী, যুগ্মী, বেশ্যা ও মহাবেশ্যাতে গমন করে, সে অবটোদ নামক নরকে গমন করে॥

ঐ ২।৩১।৬।

শতাব্দং কুলটা গামী ধৃষ্টা গামী চতুর্গুণং।
ষড়্‌গুণং পুংশ্চলী গামী বেশ্যা গামী গুণাষ্টকং॥
যুগ্মী গামী দশগুণং বসেত্তত্র ন সংশয়ঃ।
মহাবেশ্যা গামুকশ্চ ততঃ শতগুণং বসেৎ॥

তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, কুলটা-গামী পুরুষ শতবর্ষ পরিমিত কাল পর্য্যন্ত সেই অবটোদ নামক নরক ভোগ করে। ধর্ষিণীগামী তদপেক্ষা চতুর্গুণ কাল, পুংশ্চলীগামী তদপেক্ষা ষড়্‌গুণ কাল, বেশ্যাগামী তদপেক্ষা অষ্টগুণ কাল, যুগ্মীগামী বেশ্যাগামী অপেক্ষা দশগুণ কাল এবং মহাবেশ্যাগামী যুগ্মীগামী অপেক্ষা শতগুণ কাল পর্য্যন্ত সেই নরক ভোগ করে॥ ঐ ৭-৮।

তদেব সর্ব্বগামী চেত্যেবমাহ পিতামহঃ।
তত্রৈব যাতনাং ভুঙ্‌ক্তে যমদূতেন তাড়িতঃ॥

সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা উল্লিখিত কুলটাদি গমনে ঐরূপ নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন। কুলটাদিগামী পাপাত্মারা সেই নরকে যমদূত কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বিষম যাতনা ভোগ করে॥ ব্র-বৈ-পু ২।৩১।৯।

তিত্তিরঃ কুলটা গামী ধৃষ্টাগামীচ বায়সঃ।
কোকিলঃ পুংশ্চলী গামী বেশ্যাগামী বৃকস্তথা॥
যুগ্মী গামী শূকরশ্চ সপ্তজন্মসু ভারতে।
মহাবেশ্যা গামুকশ্চ শ্মশানে শাল্মলিস্তরুঃ॥

সেই নরক ভোগের পরে কুলটাগামী পুরুষ ভারতে সপ্তজন্ম তিত্তির পক্ষিরূপে, ধর্ষিণীগামী পুরুষ সপ্তজন্ম কাক রূপে, পুংশ্চলীগামী পুরুষ সপ্তজন্ম কোকিল রূপে, বেশ্যাগামী পুরুষ সপ্তজন্ম বৃক রূপে, যুগ্মীগামী পুরুষ সপ্তজন্ম শূকররূপে এবং মহাবেশ্যাগামী পুরুষ সপ্তজন্ম শ্মশানে শাল্মলীতরুরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া দুষ্কৃতির ফলভোগ কবিয়া থাকে॥ ঐ ১০-১১।

বেশ্যা বসেদ্বেধনে চ যুগ্মী চ দণ্ডতাড়নে।
জালবন্ধে মহাবেশ্যা কুলটা দেহ চূর্ণকে॥
স্বৈরিণী দলনে চৈব ধৃষ্টা চ শোধনে তথা।
নিরসেদ্‌যাতনাযুক্তা যমদূতেন তাড়িতা॥
বিণ্মূত্র ভক্ষণং তত্র যাবন্মন্বন্তরং সতি।
ততোভবেৎবিট্‌কৃমিশ্চ বর্ষলক্ষঃ ততঃ শুচিঃ॥

(পক্ষান্তরে) বেশ্যা বেধন নামক নরকে, যুগ্মী দণ্ডতাড়ন নামক নরকে, মহাবেশ্যাজালবন্ধ নামক নরকে, কুলটা দেহচূর্ণ নামক নরকে, স্বৈরিণী দলন নামক নরকে এবং ধৃষ্টা শোধন নামক নরকে গমন করে। তথায় তাহারা যমদূত কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করে। এক মন্বন্তর পর্য্যন্ত সেই সকল নরকে তাহাদিগকে বিষ্ঠা মূত্র ভোজন করিতে হয়। পরে তাহারা লক্ষ বর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকে। তদনন্তর তাহাদিগের শুদ্ধি লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্র-বৈ-পু ২।৩১।২৭-২৯।

(পরস্ত্রী গ্রহণ ও সম্ভোগের দোষ কথন)

লম্পটোঽসৎকুলে জাতো ধর্ম্মশাস্ত্রার্থ নুশ্রুতঃ।
যোনাশ্রুতঃ শ্রুতেরর্থং সকামীচ্ছতি কামিনীং॥

যে ব্যক্তি লম্পট, অসৎকুলোদ্ভব, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব ও বৈদিক নিয়ম যাহার শ্রুতিগোচর হয় নাই, সেই জঘন্য কামীই পরনারী গ্রহণের কামনা করিয়া থাকে॥ ব্র-বৈ-পু ২।১৬।৪৩।

নশ্যতীষুর্যথা বিদ্ধঃ খে বিদ্ধ মনুবিদ্ধ্যতঃ।
তথা নশ্যতি বৈ ক্ষিপ্রং বীজং পরপরিগ্রহে॥

যেমন এক ব্যক্তির শরে বিদ্ধ কৃষ্ণসারের সেই বিদ্ধ ছিদ্রে অন্যের নিক্ষিপ্ত বাণ বিফল হয়, অর্থাৎ ঐ

বিন্ধ মৃগ প্রথম পুরুষেরই প্রাপ্য হয়, সেইরূপ পর ভার্য্যায় নিক্ষিপ্ত বীজ বীজির নিষ্ফল, কিন্তু উহার ফল ক্ষেত্রীরই প্রাপ্য॥

ম-সং ৯।৪৩।

ন নিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তুর্ভার্য্যা বিমুচ্যতে।
এবং ধর্ম্মং বিজানীমঃ প্রাক্ প্রজাপতিনির্ম্মিতং॥

বিক্রয় বা ত্যাগদ্বারা পতির ভার্য্যাত্ব সম্বন্ধ যায় না। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ইহাই কহিয়াছিলেন এবং আমরা ঐ ধর্ম্মই অবগত আছি, অর্থাৎ ক্রয়াদি দ্বারা আত্মসাৎ করিয়া পর-স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করিলে তাহা উৎপাদকের হইবে না, ক্ষেত্রীরই হইবে॥ ঐ ৪৬।

যথা গোশ্বোষ্ট্র দাসীষু মহিষ্যজাবিকাসু চ।
নোৎপাদকঃ প্রজাভাগী তথৈবান্যাঙ্গনাস্বপি॥

যেমন পরের গাভী, উষ্ট্রী, মহিষী প্রভৃতিতে বৃষভাদি দ্বারা উৎপন্ন বৎসাদি গো প্রভৃতি স্বামীরই হয়, বৃষভাদি স্বামীর নহে, সেইরূপ পর স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান উৎপাদকের হয় না, ক্ষেত্রস্বামীরই হয়॥

ঐ ৪৮।

উপস্থিতা চ যা যোষিদত্যাজ্যা যোগিনামপি।
তত্যক্তং তদশ্রদ্ধেয় সর্ব্বদৈব তপস্বিনাং॥

"যোগী ও তপস্বীগণও উপস্থিতা নারীকে পরিত্যাগ করিবে না," এই যে প্রবাদ আছে, তাহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় বলা যায়॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৩২।১০।

স্ববস্তু ভুংক্তে যঃ কালে শাস্ত্রোক্ত বিধি পূর্ব্বকং।
ভবেৎ পূজ্যো সমং পূজ্যো যদ্রতিঃ পর বস্তুনি॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত বিধি পূর্ব্বক নিয়মিতকালে স্বীয় বস্তু ভোগ করে, সে পূজ্য হয়, কিন্তু পর বস্তুতে যাহার রতি থাকে, সে কখন পূজ্য হইতে পারে না॥

ঐ ৪।৩২।২৬।

কুকর্ম্মণশ্চাপকীর্ত্তি স্ততো লজ্জা ভবেৎধ্রুবং।
সুকর্ম্মণঃ সুপ্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র নির্ম্মলং যশঃ॥

দুষ্কর্ম্ম হইতে অপকীর্ত্তি ও অপকীর্ত্তি হইতে নিশ্চয় লজ্জা উপস্থিত হয়, এবং সুকর্ম্ম হইতে সুপ্রতিষ্ঠা ও সর্ব্বত্র নির্ম্মল যশ সঞ্জাত হইয়া থাকে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৩৫।৭৫।

সদাপকীর্ত্তির্ব্বসতি পরস্ত্রীষু চ বস্তুষু।
তস্মাত্তেবৈ ন গৃহ্ণন্তি সন্তঃ স্বক্লেশ কারণে॥

পরস্ত্রীতে ও পরবস্তুতে সর্ব্বদা অপকীর্ত্তি স্থিতি করে, এই জন্য সাধুগণ আন্তরিক ক্লেশের কারণ বলিয়া তাহা গ্রহণ করেন না॥

ঐ ৭৮

যথা দীপশিখাং দৃষ্ট্বা কীটঃ পততি নিশ্চিতং।
মিষ্টং দৃষ্ট্বা বড়িশাগ্রে লুব্ধা মীনো মৃতো যথা॥

যথা বিষাক্তং ভক্ষ্যঞ্চ ভুংক্তে ক্ষোভাৎ বুভুক্ষিতঃ।
গৃহ্লাতি দৃষ্ট্বা দুষ্টশ্চ বিষকুম্ভ পয়োমুখং॥
তথা দৃষ্ট্বা পরস্ত্রীণাং মুখপদ্মংমনোহরং।
বিনাশবীজমোহেন ভ্রান্তোভবতি লম্পটঃ॥

যেমন কীট দীপশিখা দর্শন করিবামাত্র তাহাতে আত্মাকে পাতিত করে, যেমন মীন বড়িশের অগ্রভাগে সুমিষ্ট খাদ্য দর্শন করিয়া লোভ প্রযুক্ত স্ব মৃত্যুকে আহ্বান করে, যেমন বুভুক্ষিত ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিষাক্ত ভোজ্য ভোজন পূর্ব্বক শমন সদনের অতিথি হয় এবং যেমন দুষ্ট ব্যক্তি পয়োমুখ বিষকুম্ভ দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাহা গ্রহণপূর্ব্বক আত্মবিনাশের কারণ হয়, তদ্রূপ লম্পট ব্যক্তিরা পরস্ত্রী-গণের মনোহর মুখপদ্ম দর্শনে বিনা-শের বীজস্বরূপ মোহে নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া থাকে॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৩।৮৩-৮৫।

বিপত্তিঃ সততং তস্য পরবস্তুষু যম্মনঃ।
বিশেষতঃ পরস্ত্রীষু স্ববর্ণেষু চ ভূমিষু॥

সর্ব্বদা যাহাদিগের চিত্ত পর-বস্তুতে, বিশেষতঃ পরস্ত্রী, পরসুবর্ণ ও পরভূমি গ্রহণার্থ সমুৎসুক হয়, তাহাদিগের সতত নানা বিপদের সংঘটন হইয়া থাকে॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৩৫।৮৭।

দৈবাৎ পরস্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা বিরমেদ্‌য়ো হরিং স্মরণ্।
স্পৃষ্ট্বা পরস্ববর্ণঞ্চ হস্ত প্রক্ষালনাৎ শুচিঃ॥

যদি কেহ দৈবাৎ পরনারী দর্শন করে, তাহা হইলে সে হরিস্মরণ করিয়া শুদ্ধ হইবে, এবং যদি কেহ পর সুবর্ণ স্পর্শ করে, তাহা হইলে সে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া পবিত্র হইবে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৩৫।৮৮।

সন্ততং নাতি সংশক্তাঃ সন্তঃ স্বস্ত্রীষু কামতঃ।
যক্ষ্মা ব্যাধি জ্ঞান হানি লোকনিন্দা ভয়েন চ॥

সাধুগণ কামবশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা স্বীয় পত্নীতেও অতিশয় আসক্তচিত্ত হয় না, কারণ কামবশে সতত স্ত্রী-সম্ভোগে রত পুরুষগণ যক্ষ্মারোগ-গ্রস্ত, ধর্ম্মজ্ঞানহীন ও লোকনিন্দার ভাজন হয়॥ ঐ ৮৯।

ন তৎ সমাচরেৎধীরো যৎ পরোস্য বিগর্হয়েৎ।
যথাত্মনস্তথান্যেষাং দারা রক্ষ্যা বিমর্শনাৎ॥

যে কর্ম্ম করিলে লোকের নিন্দা-ভাজন হইতে হয়, ধীর পুরুষ সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না। আপনার ন্যায় অন্যের স্ত্রীকেও পরপুরুষ-স্পর্শ হইতে রক্ষা করা ব্যক্তিমাত্রের কর্ত্তব্য॥ বা-রা ৩।৫০।৮।

পরদারান্ন গচ্ছেচ্চ মনসাপি কদাচন।
কিমু বাচাস্থিবন্ধোহপি নাস্তি তেষু ব্যবায়িনাম্॥

বাক্য কিম্বা মনোদ্বারাও কদাপি

পরদারাভিগমন করিবে না, কেন না ঈদৃশ কামুক ব্যক্তিকে অস্থিহীন হইতে হয় অর্থাৎ কৃমি কীটাদি জন্ম-গ্রহণ করিতে হয়॥ বি-পু৩।১১।১২২।

মৃতো নরকমভ্যেতি হীয়তেঽত্রাপি চায়ুষঃ।
পরদারগতিঃ পুংসাম্ উভয়ত্রাপি ভীতিদা॥

পরস্ত্রীগামী লোক পরলোকে নরকে গমন করে এবং ইহলোকেও তাহার আয়ুঃক্ষয় হয়, অতএব পরদার গমন উভয় লোকেই পুরুষকে ভয়-যুক্ত করে॥ ঐ ১২৩।

(নিজ পত্নীকে বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করণের দোষ কথন)

ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্ব্রতো রতিকাম্যয়া॥

পরদার গমনের অভিলাষ পরিহার পূর্ব্বক স্বীয় ভার্য্যাতে অনুরক্ত থাকিয়া ঋতুকালে অজাতপুত্র ব্যক্তি অবশ্যই ভার্য্যাতে গমন করিবে এবং ভার্য্যার প্রীতি সাধনের নিমিত্ত অন্য সময়েও গমন করিতে পারা যায়, কিন্তু অমাবস্যাদি পর্ব্বকালে কদাচ গমন করিবে না॥

ম-সং ৩।৪৫।

যথাকামী ভবেদ্বাপি স্ত্রীণাং বরমনুস্মরণ্।
স্বদারনিরতশ্চৈব স্ত্রিয়োরক্ষ্যা যতঃ স্মৃতাঃ॥

পুরুষেরা স্ত্রীজাতির প্রতি ইন্দ্র প্রদত্ত বর * অনুস্মরণ করতঃ স্ত্রীর কামে কামী হইবে, কিন্তু স্বদারেই রত থাকিবে, যেহেতু স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে॥

যা সং-১।৮১।

অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
স জীবন্নান্তুষঃ স্ত্রীত্বং বন্ধ্যত্বঞ্চ সমাপ্নুয়াৎ॥

যে পুরুষ দোষ বর্জ্জিতা ও অপতিতা ভার্য্যাকে যৌবনসত্ত্বে পরিত্যাগ করে, সে জীবৎমানেই স্ত্রী-ভাবাপন্ন ও বন্ধনাদি দণ্ডার্হ হয়॥

দ-সং ৪।১৭।

অকৃত্বা তু সুতোৎপত্তিং বৈরাগী যস্ত্যজেৎ প্রিয়াং।
শ্রবেত্তপস্তৎ পুণ্যঞ্চ চালন্যাঞ্চ যথা জলং॥

যে ব্যক্তি ভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদন না করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করে, তাহার পুণ্য ও তপস্যা চালনীগত জলের ন্যায় শ্রবিত হইয়া থাকে, অতএব তাহার জন্মই বৃথা॥

ব্র-বৈ-পু ২।৪৬।৫৭।

* পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র নারীজাতির প্রতি এই বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, "ভবতীনাং কামবিহন্তা পাতকী স্যাৎ," অর্থাৎ "যে ব্যক্তি তোমাদিগের কামনা ব্যাঘাত করিবে সে পাতকী হইবে"।

অনপত্যাঞ্চ যুবতীং কুলজাঞ্চ পতিব্রতাং।
ত্যক্ত্বা ভবেৎযদ্যঃ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যতীতিবা ॥
বাণিজ্যেবা প্রবাসেবা চিরং দূরং প্রযাতি যঃ।
তীর্থেবা তপসেবাপি মোক্ষার্থং জন্ম খণ্ডিতুং ॥
ন মোক্ষস্তস্য ভবতি ধর্ম্মসংস্খলনং ধ্রুবং।
অভিশাপেন গমনং নরকঞ্চ পরত্র চ।
ইহৈবচ যশোনাস্তি ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥

যে ব্যক্তি অপুত্রবতী সৎকুল-সম্ভূতা পতিব্রতা পত্নীকে যৌবনা-বস্থায় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী বা যতী হইতে অভিলাষ করে, যে ব্যক্তি বাণিজ্যার্থ বা অন্য কোন কারণে প্রবাসে বা দূর পথে ধাবমান হয়, যে ব্যক্তি তীর্থ-যাত্রা প্রসঙ্গে বা জন্ম যন্ত্রণা পরি-হারার্থ মোক্ষমূলক তপশ্চরণে গমন করে, তাহার মোক্ষ লাভের আশা দূরে থাকুক, নিশ্চয়ই তাহাকে ধর্ম্ম-পথবিচ্যুতিরূপ ঘোরতর পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। সেই নিরূপায়া পতিব্রতার দীর্ঘনিশ্বাসে তাহার না ইহলোক, না পরলোক কুত্রাপি শ্রেয়োলাভ হয় না, বরং সে পর লোকে নিরয়গামীই হইয়া থাকে। ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং ইহা ব্যক্ত করিয়া-ছেন ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।১১৩।৬-৮।

আজ্ঞাসম্পাদিনীং দক্ষাংবীরসূং প্রিয়বাদিনীং।
ত্যজন্ দাপ্যস্তৃতীয়াংশমদ্রব্যোভরণং স্ত্রিয়াঃ ॥

যে ব্যক্তি আদেশসম্পাদিনী, কার্য্যদক্ষা, বীরপুত্র-প্রসবিনী, মধুর-ভাষিনী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, রাজা সেই ব্যক্তির ধনের তৃতীয়াংশ সে স্ত্রীকে দেওয়াইবেন, নির্ধন হইলে গ্রাসাচ্ছাদন দেওয়াইবেন ॥

যা-সং ১।৭৬।

বিধায় বৃত্তিং ভার্য্যায়াঃ প্রবসেৎ কার্য্যবান্নরঃ।
অবৃত্তিকর্ষিতা হি স্ত্রী প্রদুষ্যেৎ স্থিতিমত্যপি ॥

কর্ম্মানুরোধে পুরুষের দেশান্তর গমনের আবশ্যক হইলে, তিনি নিজপত্নীর ভক্তাচ্ছাদনের উপযুক্ত বৃত্তি অবধারিত করিয়া দেশান্তর গমন করিবেন,তাহা না হইলে অতি সুশীলা স্ত্রীও ভক্তাচ্ছাদনের নিমিত্ত পরপুরুষ ভজনা করে॥ ম-সং ৯।৭৪।

বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং জীবেন্নিয়মমাস্থিতা।
প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ ॥

পত্নীর গ্রাসাচ্ছাদনাদির ব্যবস্থা করিয়া পতি বিদেশে গমন করিলে, পত্নী দেহ-সংস্কার ও পরগৃহ গমনাদি বর্জ্জনাত্মক নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণধারণ করিয়া থাকিবে। আর যদি দরিদ্রতা নিবন্ধন, বৃত্তি বিধান না করিয়া পুরুষ দেশান্তর গমন করে, তবে পত্নী সূত্র কর্ত্তনাদি অনি-ন্দিত শিল্প কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে॥ ঐ ৭৫।

(স্ত্রীধন গ্রহণ ও উপভোগের দোষ কথন)

পিতৃভিঃ শ্বশুরৈর্ব্বাপি দত্তং যদ্ধর্ম্মসম্মতম্।
স্বকৃত্যোপার্জ্জিতং যচ্চ স্ত্রীধনং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥

পিতৃদত্ত, শ্বশুরদত্ত অথবা ধর্ম্মানুসারে নিজ পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জিত যে ধন, তাহা স্ত্রীধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ম-নি-ত ১২।২৫।

স্ত্রিয়াধনন্তু যে মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
স্ত্রীয়া যানানি বাসাংসি তে পাপাযান্ত্যধোগতিং॥

যে সকল বান্ধব স্ত্রীলোকের ধনে বা যান বাহনাদিতে অথবা বস্ত্রাদিতে উপজীবী হয়, সেই পাপাত্মাদিগের অধোগতি হয়।

অঙ্গিরা-সং ৭১।

(স্ত্রীসংযুক্ত নির্জনস্থিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করণের দোষ কথন)

স্ত্রী সংযুক্ত পুরুষং যঃ পশ্যতি নরাধমঃ।
করোতি রসভঙ্গং বা কালসূত্রং ব্রজেৎধ্রুবং॥

যে নরাধম স্ত্রীসংযুক্ত বিজনস্থিত পুরুষকে সন্দর্শন করে, অথবা তাহাদিগের রসভঙ্গ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই কালসূত্র নামক নরকে গমন করিতে হয়॥

ব্র-বৈ-পু ৩।৪২।১১।

কামতঃ কোপতোবাপি যঃ পশ্যেৎ সুরতোন্মুখং।
স্ত্রী বিচ্ছেদো ভবেত্তস্য ধ্রুবং সপ্তসু জন্মসু॥

অনুরাগ বশতই হউক বা বিরাগ বশতই হউক, যিনি সুরতোন্মুখ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করেন, নিশ্চয়ই তাঁহাকে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত স্ত্রীবিচ্ছেদ দুঃখ অনুভব করিতে হইবে॥ ব্র-বৈ-পু ৩।৪২।১৩।

(ইচ্ছাপূর্ব্বক পরস্ত্রীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল দর্শন করা অবিধেয়!)

ব্যসনেষু ন কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ম্বরে।
ন ক্রতৌ নোবিবাহে বা দর্শনং দূষ্যতে স্ত্রিয়ঃ॥

বিপত্তি, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়ংবর, যজ্ঞ ও বিবাহকালে স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া দূষণীয় নহে॥

বা-রা ৬।১১৬।২৮।

শ্রোণীবক্ষঃ স্থলং বক্ত্রং যঃ পশ্যতি পরস্ত্রিয়াঃ।
কামতোপি বিমূঢশ্চ সোন্ধো ভবতি নিশ্চিতং॥

যে মূঢ় ইচ্ছাপূর্ব্বক পরস্ত্রীর নিতম্বদেশ, বক্ষঃস্থল ও মুখমণ্ডল অবলোকন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই অন্ধ হইতে হয়॥ ব্র-বৈ-পু ৩।৪২।১৪।

লিঙ্গং যোনিং পাপ দুঃখ ব্যাধি দারিদ্র দায়িনীং।
উরুং মুখং স্তনং স্ত্রীণাং কটাক্ষ্যং হাস্যমেব চ॥
বিনাশ বীজং রূপঞ্চ বিপদাং কারণং সদা।
দিবা ভোগঞ্চ স্বস্ত্রীণামালাপং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি লিঙ্গ ও যোনি দর্শন করিবে না, যোনি দর্শনে মানবের পাপ, দুঃখ, ব্যাধি ও দরিদ্রতা উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ নারী জাতির

উরু, মুখ, স্তন, কটাক্ষ ও হাস্য দর্শন করাও বিজ্ঞ জনের কর্ত্তব্য নহে। এবং নারীর রূপ লাবণ্যও বিনাশবীজস্বরূপ ও সর্ব্বদা নানা বিপদের কারণীভূত, অতএব সুবুদ্ধি ব্যক্তি তদ্দর্শনে পরাঙ্মুখ হইবেন, এমন কি দিবা সম্ভোগ ও স্বীয় পত্নীর সহিত দিবাভাগে আলাপ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করা প্রাজ্ঞ জনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।।

ব্র-বৈ-পু ৪।৭৫।১৯—২০।

(পরস্ত্রীর সহিত ব্যবহারের নিয়ম কথন।)

স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণং।
অতোঽর্থান্নপ্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ।।

ইহলোকে পুরুষদিগকে দূষিত করাই স্ত্রীদিগের স্বভাব, অতএব পুরুষ প্রমদাগণ সম্বন্ধে কখনই অসাবধান থাকিবে না।।

ম-সং ২।২১৩।

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদাহ্যুৎ পথং নেতুং কামক্রোধবশানুগং।।

ইহলোকে বিদ্বানই হউক বা অবিদ্বানই হউক, স্বভাবতঃ কাম ক্রোধের বশীভূত পুরুষজাতিকে প্রমদাগণ অনায়াসে উন্মার্গগামী করিতে পারে।। ঐ ২১৪।

ঘৃতকুম্ভ সমা নারী তপ্তাঙ্গার সমঃ পুমান্।
তস্মাদ্ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্বুধঃ।।

নারীগণ ঘৃতকুম্ভ তুল্য এবং পুরুষগণ তপ্তাঙ্গার তুল্য, এই কারণে পণ্ডিতগণ ঘৃত ও অগ্নির ন্যায় স্ত্রী ও পুরুষকে এক স্থানে রাখিবে না।। চাণক্য।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।।

মাতা ভগিনী এবং দুহিতাগণের সহিতও পুরুষ নির্জ্জন গৃহে বাস করিবে না, কেন না বলবান ইন্দ্রিয়গণ বিদ্বান্ পুরুষকেও আকর্ষণ করে। ম-সং ২।২১৫।

বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্য্যং ন দর্শয়েৎ।।

প্রাজ্ঞ লোক পরস্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে শয়ন কিংবা বাস করিবে না, কোন স্ত্রীকে অযুক্ত কথা বলিবে না এবং শৌর্য্য প্রদর্শন করিবে না।। ম-নি-ত ৮।৪১।

ন পৃচ্ছতি কুলে জাতা পণ্ডিতশ্চ পরস্ত্রিয়ং।
নির্জ্জনে বা বনে বাপি রহস্যেব পরস্ত্রিয়ং।।

অন্যের কুলকামিনী যৎকালে নির্জ্জনে, বনে বা গুপ্তস্থানে অবস্থিতি করে, তৎকালে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।।

ব্র-বৈ-পু ২।১৬।৭৯।

ন সম্ভাষাং পরস্ত্রীভিঃ প্রতিষিদ্ধঃ সমাচরেৎ।
নিষিদ্ধোভাষমাণস্তু সুবর্ণং দণ্ডমর্হতি॥

সম্ভাষণ নিষিদ্ধ পরস্ত্রীর সহিত সংভাষা করিবে না, করিলে এক সুবর্ণ দণ্ড যোগ্য হইবে॥

ম-সং ৮।৩৬১।

(নিজ পত্নীর সহিত সম্ভাষণ নিষেধের কাল নিরূপণ।)

নাশ্নীয়াত্তার্য্যয়া সার্দ্ধং নৈনামীক্ষেত চাশ্নতীং।
ক্ষুবতীং জৃম্ভমাণাং বা নচাসীনাং যথাসুখং॥

ভার্য্যার সহিত এক পাত্রে ভোজন করিবে না, এবং ভার্য্যার ভোজন কালে, হাঁচিবার সময়, জৃম্ভণকালে এবং যথাসুখে উপবেশন করিয়া থাকিবার কালে তাহাকে দেখিবে না॥

ম-সং ৪।৪৩।

নাঞ্জয়ন্তীংস্বকে নেত্রে নচাভ্যক্তামনাবৃতাং।
ন পশ্যেৎপ্রসবন্তীঞ্চ তেজস্কামো দ্বিজোত্তমঃ॥

পত্নী যখন স্বীয় নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন পরিধান করে, যখন তৈলাদি মৃক্ষণ বা অনাবৃত শরীরে অবস্থিতি করে, অথবা যখন সন্তান প্রসব করে, এই সকল সময়ে তেজস্কাম ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিবে না॥ ঐ ৪৪।

নাস্নাতাস্ত্রিয়ং গচ্ছেন্নাতুরাং ন রজস্বলাং।
নানিষ্টাং ন প্রকুপিতাং নাপ্রশস্তাং ন গর্ভিণীং॥

অস্নাতা (যাহার ঋতুস্নান হয় নাই) বা পীড়িতা, বা রজস্বলা কিংবা দোষযুক্তা, অথবা কুপিতা বা অপ্রশস্তা (মলিন বস্ত্রাদিধারিণী) অথবা গর্ভিনী স্ত্রীতে গমন করিবে না॥ বি-পু ৩।১১।১১১।

নাদক্ষিণাং নান্যকামাং নাকামাং নান্যযোষিতং।
ক্ষুৎক্ষামামতিভুক্তাং বা স্বয়ঞ্চৈভিগু´নৈ র্যুতঃ॥

অননুকূলা, অন্য পুরুষাভিলাষিনী, অকামা, অন্য পুরুষের বিবাহিতা, ক্ষুধার্ত্তা বা অতিভুক্তা স্ত্রীতে পুরুষ গমন করিবে না এবং ঐ সকল গুণ যুক্ত পুরুষও (অর্থাৎ প্রতিকূল, অন্য রমণীতে আসক্ত, অকাম, পর পুরুষ, ক্ষুধার্ত্ত বা অতিভুক্ত পুরুষও) স্ত্রীগমন করিবে না॥ ঐ ১১২।

নান্যযোনাবযোনৌ বা নোপযুক্তৌষধস্তথা।
দেবদ্বিজগুরুণাঞ্চ ব্যবায়ী নাশ্রমে ভবেৎ॥

অন্য (পশ্বাদি) যোনিতে, অযোনিতে (মুখ হস্তাদিতে,) দেবালয়ে, ব্রাহ্মণ ভবনে, গুরু গৃহে অথবা ঔষধ (বৃষ্য বাজিকরণ রসায়ন প্রভৃতি) প্রয়োগ দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ ব্যবহার করিবে না॥ বি-পু ৩।১১।১১৮।

চৈত্যাচত্বরতীর্থেষু গোষ্ঠে নৈব চতুষ্পথে।
নৈব শ্মশানোপবনসলিলেষু মহিপতে॥

হে ভূপতে! অশ্বত্থাদি মান্যতম বৃক্ষতলে, প্রাঙ্গণে, তীর্থে, গোষ্ঠে, চতুষ্পথে, শ্মশানে, উপবনে, অথবা জল মধ্যে স্ত্রীর সহিত ব্যবহার করা বিধেয় নহে॥ ঐ ১১৯।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শৌচাচরণ।

(গৃহস্থ সর্ব্বদা শৌচ বিষয়ে যত্নবান হইবেন।)

শৌচে যত্নঃ সদা কার্য্যঃ শৌচমূলো দ্বিজঃ স্মৃতঃ।
শৌচাচার বিহীনস্য সমস্তা নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥

শৌচ বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিবে, যেহেতু শৌচই দ্বিজত্বের মূল, শৌচাচার বিহীন ব্যক্তির সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল ॥ দ-সং ৫।২।

শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরস্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরং।

শৌচ দ্বিবিধ,—বাহ্য শৌচ ও আভ্যন্তর শৌচ,—মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা যে শৌচ তাহাকে বাহ্য শৌচ বলে এবং ভাবশুদ্ধিরূপ যে শৌচ তাহাকে আন্তর শৌচ বলে (১) ॥ ঐ ৩।

অশৌচাদ্ধি বরং বাহ্যং তস্মাদাভ্যন্তরং বরং।
উভাভ্যাঞ্চ শুচির্যস্তু স শুচির্নেতরঃ শুচিঃ ॥

অশুচি অপেক্ষা বাহ্য শুচি ভাল, বাহ্য শুচি অপেক্ষা আন্তর শুচি ভাল; কিন্তু উভয়বিধ শৌচাচারী ব্যক্তিই যথার্থ শুচি, নচেৎ শুচি মধ্যে গণ্য নহে ॥ দ-সং ৫।৪।

(বাহ্যশৌচ কথন)

বসা শুক্রমসৃঙ্মজ্জা মূত্রবিট্ কর্ণ বিণ্নখাঃ।
শ্লেষ্মাশ্রু দূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ ॥

বসা (মাংস তৈল) শুক্র (রেতঃ) অসৃক (রক্ত) মজ্জা (অস্থির মধ্যগত ধাতু) মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল, নখমল, শ্লেষ্মা, অশ্রু, নেত্রমল ও ঘর্ম্ম, মনুষ্যের এই দ্বাদশবিধ শারীরিক মলা আছে ॥ অত্রি-সং।

অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।
স্রবত্যেব দিবারাত্রৌ প্রাতঃ স্নানং বিশোধনং ॥

নব ছিদ্রে বিশিষ্ট মানব দেহ অত্যন্ত মলিন। দিবসে, বিশেষতঃ রাত্রি কালে ঐ সকল মল নিঃসৃত

(১) বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে শৌচ দ্বিবিধ। মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শরীরমলের প্রক্ষালনকে বাহ্য শৌচ, আর মিত্রতাদিদ্বারা মনোমল প্রক্ষালনকে অভ্যন্তর শৌচ কহে। এবম্প্রকার শৌচাচরণ দ্বারা পরম্পরায় তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। তাহার প্রণালী এইরূপ, শৌচদ্বারাচিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সৌমনস্য অর্থাৎ মনঃ প্রসন্নতা, সৌমনস্য দ্বারা একাগ্রতা, একাগ্রতাদ্বারা ইন্দ্রিয় জয় এবং ইন্দ্রিয় জয় হইলেই উল্লিখিত তত্ত্বজ্ঞান লাভে সামর্থ্য জন্মে। অতএব শৌচ বিষয়ে যত্নবান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

হয়, তৎসমুদায় প্রাতঃস্নান দ্বারা শোধন হয় (২)॥ দ-সং ২।৮।

প্রাতঃ স্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্ট করং হি তৎ।
সর্ব্বমর্হতি পূতাত্মা প্রাতঃস্নায়ী জপাদিকং॥

প্রাতঃস্নান প্রশংসনীয় হয়, যেহেতু ইহা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়বিধ ফল প্রদান করে। প্রাতঃস্নায়ী শুদ্ধাত্মা ব্যক্তি জপাদি সমস্ত কর্ম্মেই অধিকারী হয়েন॥ ঐ ১৩।

গুণা দশ স্নানপরস্য সাধো,
রূপঞ্চ পুষ্টিশ্চ বলঞ্চ তেজঃ।
আরোগ্যমায়ুশ্চ মনো নিরুদ্ধং
দুঃস্বপ্নঘাতশ্চ তপশ্চ মেধা॥

হে সাধো! স্নান বিষয়ে তৎপর ব্যক্তির রূপ, পুষ্টি, বল, তেজঃ, আরোগ্য আয়ুঃ, মনঃ স্থৈর্য্য, দুঃস্বপ্ননাশ, তপস্যা ও মেধা, এই দশটী গুণ লাভ হয়॥ দ-সং ২।১৪।

উষস্যুষসি যৎ স্নানং সন্ধ্যায়ামুদিতে রবৌ।
প্রাজাপত্যেন তত্তুল্যং মহাপাতকনাশনং।

প্রতিদিন উষাকালে, সন্ধ্যাসময়ে ও সূর্য্যোদয়কালে স্নান করিলে প্রাজাপত্যব্রতের তুল্য ফল হয় এবং মহাপাতক বিনাশ পায়॥

গ-পু ১।২০৫।১১৮।

যৎফলং দ্বাদশাব্দানি প্রাজাপত্যে কৃতে ভবেৎ।
প্রাতঃস্নায়ী তদাপ্নোতি বর্ষেণ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥

দ্বাদশ বৎসর প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিলে যে ফল হয়, এক বৎসর প্রতিদিন শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রাতঃস্নান করিলে সেই ফল হইয়া থাকে॥ ঐ ১১৯।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ক্রিয়াঙ্গং মলকর্ষণং।
মার্জ্জনাচমাবগাহাশ্চাষ্টস্নানং প্রকীর্ত্তিতং॥

নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, ক্রিয়াঙ্গ, মলাপকর্ষণ, মার্জ্জন, আচমন, এবং অবগাহন, এই অষ্টপ্রকার স্নান কথিত আছে॥ গ-পু ১।২০৫।১০৬।

অস্নাতস্তু পুমান্নার্হো জপাগ্নিহবনাদিষু।
প্রাতঃস্নানং তদর্থন্তু নিত্যস্নানং প্রকীর্ত্তিতং॥

অস্নাত ব্যক্তি জপপূজাদি কার্য্যে অনধিকারী, অতএব অবশ্য প্রাতঃ-

(২) এই জলস্নান বিষয়ে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন যে, কালদোষ এবং অসামর্থ্য প্রযুক্ত জলস্নানে অশক্ত হইলে মন্ত্রদ্বারা মার্জ্জনরূপ মন্ত্রস্নান করিবে। "শন্ন আপোধন্যানাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র "দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ" ইত্যাদি মন্ত্র, "আপোহিষ্ঠা ময়োভুবঃ" ইত্যাদি মন্ত্র এবং "ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিদ্ধাত্তপসঃ" ইত্যাদি মন্ত্র, এই মন্ত্রচতুষ্টয় দ্বারা আপমার্জ্জনের নাম মন্ত্রস্নান যথা,—

কালদোষাদসামর্থ্যাদশক্তোহপি যদাম্ভসি।
তদা জাপ্যা তু ঋষিভির্মন্ত্রৈর্দৃষ্টৈস্তু মার্জ্জনং॥
শন্ন আপস্তু দ্রুপদা আপোহিষ্টাঘমর্ষণং।
এভিশ্চতুর্ভির্ঋগ্ভির্মন্ত্রস্নানমুদাহৃতং॥"

বস্তুতঃ উক্ত স্নানদ্বয় মধ্যে অশক্তের প্রতি আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা দেহ মার্জ্জনরূপ স্নান সকল বর্ণেরই বিধেয়, আর আপমার্জ্জনরূপ মন্ত্রস্নান ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের বিধেয়।

স্নান করিবে। ইহাকেই নিত্যস্নান বলা যায়॥ গ-পু ১।২০৫।১০৭।

চাণ্ডালশববিষ্ঠাদ্যান্ স্পৃষ্ট্বা স্নানং রজস্বলাং।
স্নানার্হস্তু যদা স্নাতি স্নানং নৈমিত্তিকং হি তৎ॥

চণ্ডাল, শব, বিষ্ঠাদি অশুচি দ্রব্য ও রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। এই স্নানকে নৈমিত্তিক স্নান বলা যায়॥ ঐ ১০৮।

পুষ্যস্নানাদিকং স্নানং দৈবজ্ঞবিধিচোদিতং।
তদ্ধি কাম্যং সমুদ্দিষ্টং নাকামস্তৎ প্রযোজয়েৎ॥

দৈবজ্ঞেরা যে নক্ষত্রযোগে ফলাধিক্যপ্রযুক্ত স্নানের বিধি দিয়া থাকেন, সেই সকল যোগস্নানকে কাম্যস্নান বলে; নিষ্কামী ব্যক্তি এই কাম্য স্নান করিবেনা। ঐ ১০৯।

জপ্তুকামঃ পবিত্রাণি অর্চিষ্যন্ দেবতাতিথীন্।
স্নানং সমাচরেদ্যত্তু ক্রিয়াঙ্গং তচ্চ কীর্ত্তিতং॥

জপহোমাদি করিবার মানসে কিম্বা দেবতা অতিথিপূজনার্থ যে শুদ্ধিস্নান করে, তাহাকেই ক্রিয়াঙ্গ স্নান কহে॥ ঐ ১১০।

মলাপকর্ষণার্থায় প্রবৃত্তিস্তত্র নান্যথা।
সরঃসু দেবখাতেষু তীর্থেষু চ নদীষু চ॥

শারীরিক মলাপনয়নার্থ নদী, সরোবর, দেবখাত ও তীর্থাদিতে স্নান করিতে হয়, এই স্নানকে মলাপকর্ষণ স্নান কহে। ঐ ১১১।

স্নানমেব ক্রিয়া যস্মাৎ ক্রিয়াস্নান মতঃ পরং।
অদ্ভির্য্যাত্রাণি শুদ্ধ্যন্তি তীর্থস্নানাৎ ফলং লভেৎ॥

যে স্থলে কেবল স্নান করা মাত্রই উদ্দেশ্য, তাহাই ক্রিয়াস্নান। কেবল জলাবগাহনে শুদ্ধি বোধ হইলে, তীর্থস্নানের ফল লাভ হইয়া থাকে।

গ-পু ১।২০৫।১১২।

মার্জ্জনামজ্জনৈর্ম্মন্ত্রৈঃ পাপমাশু প্রণশ্যতি।
নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চাপি ক্রিয়াঙ্গং মলকর্ষণং।
তীর্থাভাবে তু কর্ত্তব্যমুষ্ণোদকপরোদকৈঃ॥

স্নানকালে মার্জ্জন, মজ্জন ও মন্ত্রপাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ পাপ বিনষ্ট হয়। নিত্য, নৈমিত্তিক, ক্রিয়াঙ্গ ও মলাপকর্ষণ, এই সকল স্নানকালে তীর্থাদির অভাবে উষ্ণোদক দ্বারা অথবা অপর কোনরূপ পুষ্করিণী প্রভৃতির জল দ্বারা স্নান করিতে হইবে। ঐ ১১৩।

পঞ্চপিণ্ডাননুদ্ধৃত্য ন স্নায়াৎ পরবারিষু।
স্নায়ান্নদীদেবখাতহ্রদপ্রস্রবণেষু চ।

যে জলাশয় সর্ব্বপ্রাণীর উদ্দেশে প্রদত্ত নহে, তাহাতে স্নান করিতে হইলে পঞ্চপিণ্ড মৃত্তিকা উদ্ধার না করিয়া স্নান করিবে না। নদী, দেবখাত (অর্থাৎ পুষ্করাদি দেবনির্ম্মিত জলাশয়) হ্রদ (অর্থাৎ জলপ্রবাহের অভিঘাতে অতলস্পর্শ জলাশয়) ও পার্ব্বতীয় প্রস্রবণ, এই সকলের

জলে মৃত্তিকা উদ্ধার না করিয়াই স্নান করিবে ।। যা-সং ১।১৫৮।

ভূমিষ্ঠাদুদ্ধৃতং পুণ্যং ততঃ প্রস্রবণাদিকং।
ততোপি সারসং পুণ্যং তস্মান্নাদেয়মুচ্যতে ।।
তীর্থতোয়ং ততঃ পুণ্যং গাঙ্গং পুণ্যন্তু সর্ব্বতঃ।
গাঙ্গং পয়ঃ পুনাত্যাশু পাপমামরণান্তিকং ।।

ভূমিগত জল হইতে উদ্ধৃত জল পবিত্র, উদ্ধৃত জল হইতে প্রস্রবণ জল, প্রস্রবণ জল হইতে সরোবরগত জল, সরোবরজল হইতে নদীজল, নদীজল হইতে তীর্থজল, এবং সর্ব্বপ্রকার তীর্থজলের মধ্যে গঙ্গাজলই পবিত্র। গঙ্গাজল মরণান্তিক পাপ বিনাশ করে (১)।।

গ-পু-১।২০৫।১১৪-১১৫।

---

(১) এই সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গানদীর উৎপত্তি ও মাহাত্ম্যবিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতি রাধাকে কহিয়াছিলেন,—"কোন সময়ে বিভূতিভূষণ ভগবান্ শঙ্কর স্বয়ং বৃষারোহণে সহাস্যবদনে বৈকুণ্ঠধামে নারায়ণ সভায় সমুপস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে আমাদিগের উভয়ের সুন্দর রাসলীলা সম্বন্ধে স্বরযন্ত্র সংযোগে তানলয় বিশুদ্ধ সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সময়োচিত রাগের আলাপে ও যন্ত্রোত্থিত স্বরের সহিত কণ্ঠস্বরের সম্মিলনে সেই সঙ্গীত অতি মনোহর ও রমণীয় শ্রোতব্য হইয়া উঠিল। এইরূপ মধুর সঙ্গীত করিতে করিতে ভগবান্ শঙ্করের সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল এবং তাঁহার নয়ন হইতে বারংবার প্রেমধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন কল্পপালগণ সেই সঙ্গীত শ্রবণমাত্র বিচেতন হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। এবং কল্পস্বরূপ সমস্ত দেব, বিধাতা ও হরির পার্ষদগণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, স্বয়ং গায়ক শঙ্কর, ইঁহারা সকলেই সেই সঙ্গীতে আর্দ্র হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। ঐ সময়ে বৈকুণ্ঠধাম জলপূর্ণ হইল। আমি তদ্দর্শনে ত্রস্ত হইয়া প্রসিদ্ধা গঙ্গামূর্ত্তির সৃষ্টি করিলাম। তখন সেই মূর্ত্তি তদনুরূপ অস্ত্র, ভূষণ, বাহন, স্বভাব, মন ও বিষয়রতি প্রাপ্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে আমি বৈকুণ্ঠধামের চতুর্দ্দিকে তাহার স্থান নিরূপণ করিলাম। তৎপরে তদধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার নির্দ্দিষ্ট আলয়ে গমন করিলেন। সেই দেবগণের শরীরজাতা গঙ্গানদী মুমুক্ষুগণের মুক্তি প্রদা ও ভক্তগণের হরিভক্তিদায়িনী বলিয়া নির্দ্দিষ্টা হইয়াছেন। সেই নিম্নগার স্পর্শবায়ুর সম্পর্কমাত্র পাপিগণের জন্মার্জ্জিত বিবিধ পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। সূর্য্যকুলোদ্ভব মহাত্মা ভগীরথ তাঁহাকে মর্ত্যলোকে আনয়ন করেন, এই জন্য তিনি ভাগীরথী এবং তাঁহার স্রোতের একাংশ গোরূপধরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, এই নিমিত্তও তিনি গঙ্গানামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। আর সেই দেবী আমার আজ্ঞাক্রমে ত্রিধারা হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে গমন করিয়াছেন, এজন্য তিনি ত্রিপথগামিনী বলিয়া প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। সেই গঙ্গা প্রধান ধারায় স্বর্গপথে গমন করিয়া তথায় মন্দাকিনী নাম ধারণ করিয়াছেন। সেই মন্দাকিনী অযুত যোজন বিস্তীর্ণা ও প্রস্থে যোজনায়তা। তাঁহাতে সর্ব্বদা উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা সমুত্থিত হইতেছে, এবং তাঁহার জল ক্ষীরতুল্য। তিনি বৈকুণ্ঠধাম হইতে ব্রহ্মলোকে ও ব্রহ্মলোক হইতে স্বর্গে সমাগতা হইয়াছেন। আর সে দেবীর যে ধারা হিমালয়মার্গ দিয়া পৃথিবীতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন, সেই ধারা অলকনন্দা নাম ধারণ করিয়া লবণ সমুদ্রে মিশ্রিত হইয়াছেন। ঐ বহু বেগবতী গঙ্গার জল শুদ্ধ স্ফটিকতুল্য। পাপিগণের পাপরূপ শুষ্ককাষ্ঠ দহনবিষয়ে তিনি পাবকরূপিণী হইয়াছেন। আর অধিক কি বলিব, ঐ গঙ্গাদেবী সগরসন্তানগণের নির্ব্বাণমুক্তিদায়িনী ও বৈকুণ্ঠগামী পুরুষগণের মার্গ সোপান স্বরূপিণী বলিয়া প্রসিদ্ধা আছেন। এই কারণে

পুণ্যবান্ সাধুগণের প্রাণ প্রয়াণ সময়ে প্রথমে তাঁহাদিগের চরণদ্বয় গঙ্গাজলে বিন্যস্ত পরে মুখে গঙ্গাজল প্রদত্ত হইয়া থাকে। তাঁহাতে সাধুগণও সেই গঙ্গাসোপান দিয়া দিব্যরথারোহণে নিরাপদে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অতিক্রমপূর্ব্বক আমার নিরাময় নিত্যানন্দ আলয়ে আগমন করিতে সমর্থ হয়। পাপকারী পুরুষগণ যদি প্রাক্তন কর্ম্মযোগে দৈবাৎ গঙ্গায় দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আমার স্বরূপতা লাভ করিতে পারে। যদি মৃতব্যক্তিগণের দেহ গঙ্গাজলে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহারা স্ব স্ব গাত্রলোম পরিমিত বর্ষ হরিমন্দিরে বাস করিয়া থাকে। তৎপরে স্ব স্ব পাপপুন্যনিবন্ধন দীর্ঘকাল ফলভোগের অধিকারী হইলেও তাহাদিগের নিশ্চয় ভাগ্যোদয় হয়। তখন তাহারা ভারতে পুণ্যবান্দিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাতে নিশ্চলা ভক্তি-লাভ পূর্ব্বক আমার পার্ষদ হইতে সক্ষম হয়। যদি পাতকীব্যক্তি অন্য কর্ম্মান্তরে গমন করিয়া আনুষঙ্গিক গঙ্গাস্নান করে, আর সে যদি পুনর্ব্বার পাপকার্য্যে লিপ্ত না হয়, তাহাহইলে তাহার সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। কলির পঞ্চসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত গঙ্গাদেবী ভারতে অবস্থান করিবেন। গঙ্গার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ভারতে কলির প্রভাব থাকিবে না। রাধে! কলির দশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত ভারতে আমার প্রতিমা ও পুরাণ সমুদায় বিদ্যমান্ থাকিবে। তৎকাল পর্য্যন্তও কলি প্রভুত্ব করিতে পারিবে না। হে প্রাণাধিকে! সেই গঙ্গাদেবীর যে ধারা অতলে গমন করিল, সেই ধারা ভোগবতী নামে প্রসিদ্ধা। সেই ভোগবতী নিরন্তর অতি বেগবতী হইয়া প্রবাহিতা হইতেছেন। তাঁহার জল দুগ্ধফেণ সদৃশ। তাহাতে বহুবিধ মণিশ্রেষ্ঠ ও অমূল্য রত্ন বিদ্যমান আছে। স্থিরযৌবনা নাগকন্যাগণ সর্ব্বদা তাঁহার তীরে ক্রীড়া করিয়া থাকে। প্রাণেশ্বরি! স্বয়ং গঙ্গাদেবী সতত বৈকুণ্ঠধাম বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দৈর্ঘ্য লক্ষ যোজন ও প্রস্থ সহস্র যোজন, সেই

গয়ায়াঞ্চ কুরুক্ষেত্রে যত্তোয়ং সমুপস্থিতং।
তস্মাত্তু গাঙ্গমপরং জানীয়াত্তোয়মুত্তমং ॥

গয়া এবং কুরুক্ষেত্রে যে জল বিদ্যমান আছে, তাহা হইতেও গঙ্গাজল উত্তম বলিয়া জানিবে ॥

গ-পু ১।২০৫।১১৬।

পুত্রজন্মনি যোগেষু তথা সংক্রমণে রবেঃ।
রাহোশ্চ দর্শনে স্নানং প্রশস্তং নিশি নান্যথা ॥

পুত্র জন্ম কালে, যোগ সময়ে রবিসংক্রমণ কালে, রাহু দর্শনে অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণে স্নান প্রশস্ত জানিবে ॥ ঐ ১১৭।

(আভ্যন্তর শৌচ)

সত্যং শৌচং মনঃ শৌচং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতে দয়া শৌচং জলশৌচঞ্চ পঞ্চমং ॥

সত্যব্রত পালন, মনঃ শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ ও জল, এই পঞ্চবিধ শৌচ শাস্ত্রে উক্ত আছে ॥ গ-পু ১।১১৩।৩৮।

মৃত্তিকানাং সহস্রেণ চোদকুম্ভশতেন চ।
ন শুধ্যন্তি দুরাত্মানো যেষাং ভাবো ন নির্ম্মলঃ ॥

যাহাদিগের ভাব বা অন্তর নির্ম্মল নহে, সেই দুরাত্মারা সহস্র ভার মৃত্তিকা ও শতকুম্ভ জলেও শুদ্ধ হয় না ॥ দ-সং ৫।৯।

মদীয় দুহিতা গঙ্গার কখন বিনাশ নাই। তাঁহার তীর নানা রত্নের আকর এবং দিব্য ও অতি মনোহররূপে শোভমান হইতেছেন ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৩৪ অঃ।

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যা তপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥

অবগাহন দ্বারা গাত্র শুদ্ধ হয়, সত্যবাক্য দ্বারা মনঃ শুদ্ধ হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আত্মা শুদ্ধ হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হয় ॥ ম-সং ৫।১০৯।

আত্মানদীসংযম পুণ্যতীর্থা
সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র
ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা ॥

আত্মা নদী স্বরূপ, ইন্দ্রিয় সংযম পুণ্যতীর্থ স্বরূপ, সত্য উদক স্বরূপ, শীল তট্ স্বরূপ এবং দয়া ঊর্ম্মি স্বরূপ; হে পাণ্ডুপুত্র! সেই নদীতেই অভিষেক কর, জলেতে অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয় না ॥ হি-উ।

মৃত্তোয়ৈঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুধ্যতি।
রজসা স্ত্রী মনোদুষ্টা সংন্যাসেন দ্বিজোত্তমঃ ॥

মলিন বস্তু সকল মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা শুদ্ধ হয়, নদী স্রোতের দ্বারা শুদ্ধ হয়, স্ত্রীলোক মনে মনে পর পুরুষকামুকী হইলে ঋতুস্নান দ্বারা শুদ্ধ হয় এবং ব্রাহ্মণ পাপাচরণ করিলে সংন্যাস অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তন দ্বারা শুদ্ধ হয় ॥

ম-সং ৫।১০৮।

(দ্রব্যশুদ্ধি কথন।)

আসনং বসনং পাত্রং শয্যাং যানং নিকেতনং।
গৃহকং বস্তুজাতঞ্চ স্বচ্ছাৎ স্বচ্ছং প্রশস্যতে ॥

আসন, বস্ত্র, পাত্র, শয্যা, যান, গৃহ, গৃহসামগ্রী, এই সমুদায় যত পরিষ্কৃত হইবে, ততই প্রশস্ত ॥

ম-নি-ত ৮।৯১।

তাম্রায়ঃ কাংস্যরৈত্যানাং ত্রপুণঃ সীসকস্য চ।
শৌচং যথার্হং কর্ত্তব্যং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ ॥

তাম্র, লৌহ, কাংস্য, পিত্তল, রঙ্গ ও সীসা, ইহারা ভস্ম, অম্ল ও জল দ্বারা যথাযোগ্য শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ তাম্র ও পিত্তল অম্ল দ্বারা, লৌহ জল দ্বারা এবং কাংস্য, রঙ্গ ও সীসা ভস্ম দ্বারা শুদ্ধ হয় ॥

ম-সং ৫।১১৪।

প্রোক্ষণাত্তৃণকাষ্ঠঞ্চ পলালঞ্চৈব শুধ্যতি।
মার্জ্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম পুনঃপাকেন মৃণ্ময়ং ॥

তৃণ, কাষ্ঠ ও পলাল (খড়) প্রোক্ষণ (জল সেচন) দ্বারা, গৃহ মার্জ্জন ও গোময়াদি বিলেপন দ্বারা এবং মৃণ্ময় পাত্র পুনঃপাক দ্বারা বিশুদ্ধ হয় ॥ ঐ ১২২।

ফলন্তু ক্ষালনাৎ শুদ্ধেৎ গোময়েন গৃহন্তথা।
ক্ষারযোগেন বস্ত্রঞ্চ দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি ॥

ফল প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হয়, গৃহ গোময়ের দ্বারা শুদ্ধ হয়, বস্ত্র

ক্ষারযোগে শুদ্ধ হয় এবং অন্যান্য দ্রব্য সকল মূল্য দানেই শুদ্ধ হয়॥

স্মৃতিঃ।

অস্তিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহূনাং ধান্যবাসসাং।
প্রক্ষালনেন ত্বল্পানামদ্ভিঃ শৌচং বিধিয়তে॥

বহু ধান্য বা বহু বস্ত্র উচ্ছিষ্ট দ্বারা বা মলাদি দ্বারা অপবিত্র হইলে, তাহা কিঞ্চিৎ জলবিন্দু দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। অল্প হইলে জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া লইলেই তাহা শুদ্ধ হইবে॥ প-সং ৭।২৯।

মার্জ্জারমক্ষিকাকীটপতঙ্গকৃমিদর্দ্দুরাঃ।
মেধ্যামেধ্যং স্পৃশন্ত্যেব নোচ্ছিষ্টান্ মনু-রব্রবীৎ॥

মার্জ্জার, মক্ষিকা, কীট, পতঙ্গ, কৃমি ও ভেক ইহারা সর্ব্বদাই পবিত্র ও অপবিত্র দ্রব্য সকল স্পর্শ করিয়া থাকে, সুতরাং ইহাদের দ্বারা কোন বস্তুই উচ্ছিষ্ট হয় না, ইহা মনুও স্বীকার করেন॥ ঐ ৩৩।

অদুষ্টাঃ সন্ততাধারাঃ বাতোদ্ধৃতাশ্চ রেণবঃ।
স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ ন দুষ্যন্তি কদাচন॥

অবিচ্ছিন্ন ধারাজল ও বাতোদ্ধৃত ধূলি সকল অদুষ্ট বলিয়া জানিবে, আর স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ ইহারা কদাচ দূষিত হয় না॥

গ-পু ১।২১৪।২৩।

নিত্যমাস্যং শুচিস্ত্রীণাং শকুন্তৈঃ পাতিতং ফলং।
প্রস্রবে চ শুচির্বৎসঃ শ্বামৃগঃ গ্রহণে শুচি॥

স্ত্রীর মুখ সর্ব্বদা শুচি, আর পক্ষীগণ যে সকল ফল পাতিত করে, সেই সকল ফলও শুদ্ধ। আর বৎসগণ মুখদ্বারা দুগ্ধস্রাবিত করে বলিয়া সেই দুগ্ধ অশুচি হয় না এবং মৃগ যাহা কিছু গ্রহণ করে, তাহাও শুচি বলিয়া পরিগণিত হয়॥

গ-পু ১।২১৪।২৪।

উদকে চোদকস্থস্তু স্থলেষু স্থলজঃ শুচিঃ।
পাদৌ স্থাপ্যৌ চ তত্রৈব আচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ॥

জলজাত কোন অপবিত্র বস্তু থাকিলে সেই জল অশুদ্ধ হয় না এবং স্থলেতে কোন অপবিত্র বস্তু থাকিলেও অন্য স্থলস্থ বস্তু অশুদ্ধ হইতে পারে না। সেই সকল বস্তুতে পাদস্থাপন করিলে আচমন করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে॥

ঐ ২৫।

আমমাংসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহশ্চ কালসম্ভবাঃ।
অন্ত্যভাণ্ডস্থিতাঃ সর্ব্বে নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ॥

অপক্ক মাংস, ঘৃত ও স্নেহ (দ্রব) দ্রব্য অন্ত্যজাতির ভাণ্ডে যাবৎ অবস্থিত থাকে, তাবৎ উঁহারা অশুদ্ধ, কিন্তু ঐ ভাণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত করিলেই উঁহারা শুদ্ধ হয়॥ ঐ ৩০।

কালোহগ্নিকর্ম্মমৃদ্বায়ুর্মনোজ্ঞানন্তপোজপঃ।
পশ্চাত্তাপোনিরাহারঃ সর্ব্বেষাং শুদ্ধিহেতবঃ।
অকার্য্যকারিণাং দানং বেগোনদ্যাস্তু শুদ্ধিকৃৎ॥

কাল, অগ্নি, কর্ম্ম, মৃত্তিকা, বায়ু,

মন্ত্রঃ, জ্ঞান, তপঃ, জপ, অনুতাপ ও নিরাহার, এই সকল সর্ব্ব প্রকার শুদ্ধির কারণ এবং পাপী ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ও নদীর বেগ শুদ্ধির কারণ হয়॥ গ-পু ১।১০৬।২০-২১।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রবিট্ শূদ্রাঃ কুৎসিতাঃ শৌচ-
বর্জ্জিতাঃ।
জন্মতে যাং ম্লেচ্ছযোনৌ বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকং॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির মধ্যে যাহারা কুৎসিতাচারী ও শৌচবর্জ্জিত হয়, তাহারা সহস্র বর্ষ ম্লেচ্ছযোনিতে জন্মগ্রহণ করে॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।১৭০।

(জনন ও মরণাশৌচ কথন।)

অশৌচন্তু প্রবক্ষ্যামি জন্মমৃত্যুনিমিত্তকম্।
যাবজ্জীবং তৃতীয়ন্তু যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥

জন্ম মৃত্যু নিমিত্ত যে এক প্রকার অশৌচ হয়, তাহা দ্বিতীয় বিধ। তৃতীয়, যাবজ্জীবন অশৌচ। এক্ষণে এই সকল অশৌচের বিষয় যথাক্রমে বলিতেছি॥ দ-সং ৬।১।

উভয়ার্থং যো বিজানাতি বেদমন্ত্রৈঃ সমন্বিতম্।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ ক্রিয়াবাংশ্চেন্ন সূতকী॥

যিনি সাঙ্গ, সকল্প ও সরহস্য বেদের পাঠ ও অর্থ অবগত আছেন, এবং ক্রিয়ানিষ্ঠ, তিনি জননাশৌচভাগী হন না॥ ঐ ৪।

রাজর্ত্বিগ্ দীক্ষিতানাঞ্চ বালে দেশান্তরে তথা।
ব্রতিনাং সত্রিণাঞ্চৈব সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥

রাজা, যজ্ঞাদি কর্ম্মে দীক্ষিত ঋত্বিক্, বালক, দেশান্তরস্থ, ব্রতী ও যজ্ঞে প্রবৃত্ত, ইহাদিগের সদ্যঃ শৌচের বিধি আছে॥

দ-সং-৬।৫।

একাহস্ত সমাখ্যাতো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
হীনে হীনতরে চৈব দ্বিত্রিচতুরহস্তথা॥

সাগ্নিক অথচ বেদাধ্যায়ী বিপ্রের এক দিন অশৌচ। যাঁহারা তদপেক্ষা হীন ও হীনতর, তাঁহাদিগের ক্রমান্বয়ে দুই তিন ও চারি দিনে অশৌচান্ত হয়॥ ঐ ৭।

জাতিবিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্র মাসেন শুদ্ধ্যতি॥

জাতি বিপ্র দশ দিনে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে এবং শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয়েন॥ ঐ ৮।

রাজ্ঞাং যুদ্ধেষু যজ্ঞাদৌ দেষান্তরগতেষু চ।
বালে প্রেতে চ ষণ্মাসে সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥

ক্ষত্রিয় যুদ্ধে ও যজ্ঞাদিতে এবং দেশান্তরগমনে প্রাণত্যাগ করিলে সদ্যঃ শৌচ বিধান আছে। আর ষণ্মাসের বালক মরিলেও জ্ঞাতিগণ সদ্য শুদ্ধ হইয়া থাকে॥

গ-পু ১।২১৪।৩৫।

অবিবাহা চ তথা কন্যা দ্বিজো যো মৌঞ্জিবৰ্জ্জিতঃ।
জাতদন্তস্য বালস্য কুমারী চ ত্রিবর্ষিকা ॥
তেষাং শুদ্ধিস্ত্রিরাত্রেণ গর্ভস্রাবে চ রাত্রিভিঃ।
সূতায়াং মাসতুল্যাশ্চ চতুর্থেঽহ্নি রজস্বলা ॥

অবিবাহিতা কন্যা, অনুপনীত ব্রাহ্মণ, জাতদন্ত বালক ও ত্রিবর্ষা বালিকা, ইহাদিগের ত্রিরাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। গর্ভস্রাব হইলেও ত্রিরাত্রি অশৌচব্যবস্থা উক্ত আছে। কন্যাজননে সর্ব্ব-বর্ণের মাতার মাসাশৌচ হয়। রজস্বলা নারী চতুর্থ দিবসে শুদ্ধি লাভ করে ॥ গ-পু ১।২১৪।৩৬-৩৭।

দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রসংপাতে সূতকে মৃতকেপি বা।
নিয়মাশ্চ ন দুষ্যন্তি দানধর্ম্মপরাস্তথা ॥

দুর্ভিক্ষে,রাষ্ট্রবিপ্লবে,জননাশৌচ ও মরণাশৌচে দানধর্ম্মাদি পূর্ব্বা-চরিত নিয়মভঙ্গ হইলেও কোন দোষ হইতে পারে না ॥ ঐ ৩৮।

দীক্ষাকালে বিবাহাদৌ দেবদ্বিজনিমন্ত্রিতে।
পূর্ব্বসংকল্পিতে বাপি নাশৌচং মৃতসূতকে ॥

দীক্ষাকালে, বিবাহাদিতে শ্রাদ্ধের দেবব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলে এবং পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত কার্য্যে মৃতসূতকা-শৌচ প্রতিবন্ধক হয় না ॥ ঐ ৩৯।

ভৃগ্বগ্নিপাশকাম্ভোভির্ম্মৃতানামাত্মঘাতিনাং।
পতিতানাঞ্চ নাশৌচং বিদ্যুচ্ছস্ত্রহতাশ্চ যে ॥

যাহারা উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, অগ্নি [illegible] গলপাশে কিম্বা জলে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করে, সেই সকল আত্ম-ঘাতী ও পতিতদিগের অশৌচ গ্রহণ করিবে না। আর যাহারা বিদ্যুৎপাত ও অস্ত্রাঘাতে মরে তাহাদিগেরও অশৌচ গ্রহণ করা অবিধেয় ॥ অ-পু ১৫৭।৩২।

অস্নাত্বা চাপ্যহুত্বা চ ভুঙ্‌ক্তেঽদত্ত্বা চ যঃ পুনঃ।
এবং বিধস্য সর্ব্বস্য সূতকং সমুদাহৃতং ॥

যে ব্যক্তি স্নান করে না, জপ করে না,হোম করে না,দান করে না, কেবল ভোজনই করে, এবম্বিধ লোকের সর্ব্বদাই অশৌচ ॥

দ-সং ৬।৯।

ব্যাধিতস্য কদর্য্যস্য ঋণগ্রস্তস্য সর্ব্বদা।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ ॥
ব্যসনাসক্তচিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।
শ্রদ্ধাত্যাগবিহীনস্য ভস্মান্তং সূতকং ভবেৎ ॥

বিশেষতঃ যাহারা মহাব্যাধিগ্রস্ত, কদাচারী, সর্ব্বদা ঋণগ্রস্ত, বৈদিক ক্রিয়াহীন, মূর্খ (গায়ত্রী রহিত) ব্যসনাসক্ত, নিত্য-পরাধীন, শ্রদ্ধা (গুরু ও শাস্ত্রে বিশ্বাস) রহিত ও দান বিহীন, এই সকল ব্যক্তি যাবৎ ভস্মসাৎ না হয় তাবৎ অশুচি ॥ ঐ ১০।১১।

দানং প্রতিগ্রহোহোমঃ স্বাধ্যায়শ্চ নিবর্ত্ততে।
দশাহাত্তু পরং শৌচং বিপ্রোঽর্হতি চ ধর্ম্মবিৎ ॥

অশৌচ হইলে দান, প্রতিগ্রহ,

হোম স্বাধ্যায়নাদি কর্ম্মে বিরত হইতে হয়। ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ দশাহের পর শুদ্ধ হইবেন, তখন তিনি দেবার্চ্চনাদি বৈদিক কার্য্যে অধিকারী হইবেন ॥ দ-সং ৬।১৫।

অন্তর্দ্দশাহে চেৎ স্যাতাং পুনর্ম্মরণজন্মনী।
তাবৎ স্যাদশুচির্ব্বিপ্রো যাবত্তস্য দশাহ্নিকং ॥

এক অশৌচের মধ্যে যদি অন্য জননমরণাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যাবৎ সেই অশৌচের দশাহ পূর্ণ না হয়, তাবৎ অশুচিতা থাকে ॥ গ-পু ২।২৯।১১।

ক্ষুধিতে নিয়মাদানং আর্ত্তে বিপ্রে নিবেদয়েৎ।
তথৈব ঋষিভিঃ প্রোক্তং যথাকালং ন দুষ্যতি॥

ঋষিগণ বলিয়া থাকেন, অশৌচ মধ্যে ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ভিক্ষাদান, নিয়মিত কার্য্যানুষ্ঠান, আর্ত্ত ব্রাহ্মণকে ধনদান প্রভৃতিতে কোন দোষ হইতে পারে না ॥ গ-পু ২।২৯।১২।

যজ্ঞে প্রবর্ত্তমানে তু জায়েতেহথ ম্রিয়েত বা।
পূর্ব্ব সঙ্কল্পিতে কার্য্যে ন দোষস্তত্র বিদ্যতে ॥

যজ্ঞারম্ভের পর কেহ জন্মিলে বা মরিলে, সেই পূর্ব্বসঙ্কল্পিত কার্য্যে বা দ্রব্যে অশৌচ নিমিত্ত দোষ হয় না ॥ দ-সং ৬।১৭।

বিবাহে যজ্ঞকালে চ শম্ভযাগে তথৈব চ।
হূয়মানে তথাচাগ্নৌ নাশৌচং নাপি সূতকম্ ॥

বিবাহকালে, যজ্ঞকালে, শিবপূজায় এবং হোমকালে কোন সূতক বা মৃতক হইলে, সেই অশৌচ তত্তৎকার্য্যের প্রতিবন্ধক হয় না ॥ ঐ ১৮।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ইন্দ্রিয়-দমন।

(ইন্দ্রিয় সংযমের আবশ্যকতা কথন)

শ্রোত্রংত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকাচৈব পঞ্চমী।
পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক চৈব দশমী স্মৃতা ॥

কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচ, এবং পায়ু (মলদ্বার) উপস্থ (স্ত্রী বা পুং চিহ্ন) হস্ত, পদ ও বাক্য এই পাঁচ, এতদুভয়ে দশ ইন্দ্রিয় জানিবে ॥ ম-সং ২।৯০।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং শ্রোত্রাদীন্যনুপূর্ব্বশঃ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং পায্বাদীনি প্রচক্ষতে ॥

পূর্ব্বোক্ত দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আনুপূর্ব্বক্রমে শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং পায়ু প্রভৃতি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যায় ॥ ঐ ৯১।

একাদশং মনো জ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকং।
যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌঃ ॥

অন্তরিন্দ্রিয় মনকে লইয়া ইন্দ্রিয়ের একাদশ সংখ্যা পূর্ণ হয়; মন সঙ্কল্পসহকারে বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের প্রবর্ত্তক হয় (১) অতএব মনকে জয় করিতে পারিলেই প্রোক্ত দশ ইন্দ্রিয়কেই জয় করা হয় ॥ ম-সং ২।৯২।

(১) চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্য প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদায়ের একমাত্র মনই নিয়ন্তা হয়েন। সেই মন হৃৎপদ্ম মধ্যে অবস্থিত হয়েন এবং তাঁহাকে অন্তঃকরণ বলা যায়, যেহেতু ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে আন্তরিক কার্য্যে তিনি স্বাধীন এবং বাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়-পরাধীন হয়েন। আর রূপ, রস প্রভৃতি যে সকল পদার্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা গৃহীত হয়, অথবা যাহাদিগকে লইয়া কার্য্য করা যায়, তৎসমূহের নাম বিষয়। ঐ বিষয় সকল ইন্দ্রিয়গণেতে অর্পিত হইলে সেই পুর্ব্বোক্ত সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা মন তাহাদিগের দোষ ও গুণ বিচার করতঃ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই মনের সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন প্রকার গুণ আছে; সেই সকল গুণদ্বারা মন বিকৃত হয়েন। বৈরাগ্য, ক্ষান্তি, ঔদার্য্য ইত্যাদি মনের সত্ত্বগুণের বিকার। কাম, ক্রোধ, লোভ এবং বৈষয়িক প্রযত্ন ইত্যাদি মনের রজঃগুণের বিকার। আলস্য, ভ্রান্তি এবং তন্দ্রা ইত্যাদি মনের তমঃগুণের বিকার। কাম ক্রোধাদি দোষবিশিষ্ট "মনই পাপকার্য্য করে, মনই পাপে লিপ্ত হয় এবং মনই তন্মনস্ক হইলে পুণ্য ও পাপদ্বারা লিপ্ত হয় না"। যথা,—মনঃ করোতি পাপানি মনোলিপ্যেত পাতকৈঃ। মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুন্যৈর্ন চ পাতকৈঃ ॥

জ্ঞা-স-ত ৪৫।

ইন্দ্রিয়াণ্যেব তৎ সর্ব্বং যৎ স্বর্গনরকাবুভৌ।
নিগৃহিতবিসৃষ্টানি স্বর্গায় নরকায় চ ॥

ইন্দ্রিয়ই স্বর্গ ও নরকের কারণ; ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে স্বর্গ এবং ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র হইলে নরক লাভ হইয়া থাকে ॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২১১।১৯।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছন্ত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং সমাপ্নুয়াৎ ॥

ইন্দ্রিয়গণের সংসর্গে রাগ দ্বেষাদিরূপ দোষ সকল সংভ্রব হয় এবং তাহাদিগের সংযমে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ॥ ঐ ২১।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং ॥

যেমন সারথি অশ্বগণের নিয়ামক হয়, সেইরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিরা চিত্তাকর্ষণকারী বিষয় সমূহে ভ্রাম্যমান্ ইন্দ্রিয়গণের সংযমে (দমনে) যত্নবান্ হইবেন ॥ ম-সং ২।৮৮।

রথঃ শরীরং পুরুষস্য দৃষ্ট-
মাত্মা নিয়ন্তেন্দ্রিয়াণ্যাহুরশ্বান্।
তৈরপ্রমত্তঃ কুশলৈঃ সদশ্বৈ-
র্দান্তৈঃ সুখং যাতি রথীব ধীরঃ ॥

পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা এবং ইন্দ্রিয় সকল অশ্বস্বরূপ হইয়াছে। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া দান্ত (বশীকৃত) ও সদশ্ব-সংযোজিত রথাধিরূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়-

গণ দ্বারা পরম সুখে সঞ্চরণ করেন ॥ ম-ভা-বনপর্ব্ব ২১১।২৩।

যস্ত্বাত্মনি যুক্তানামিন্দ্রিয়াণাং প্রমাথিনাম্।
যো ধীরো ধারয়েদ্রশ্মীন্ স স্যাৎ পরম সারথিঃ ॥

যে ধীর পুরুষ আত্মনিষ্ঠ, এবং যিনি একান্ত প্রমত্ত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব-গণের রশ্মি ধারণ করিতে সমর্থ হন, তিনিই উৎকৃষ্ট সারথি ॥ ঐ ২৪।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসৃষ্টানাং হয়ানামিব বর্ত্মসু।
ধৃতিং কুর্ব্বিত সারথ্যে ধৃত্যা তানি জয়েদ্ধ্রুবং।

যেমন বিমুক্ত অশ্বগণ পথি মধ্যে চপলতা প্রকাশ করিলে, তাহাদিগের ধৈর্য্য সম্পাদন করা সারথির কার্য্য, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকল উচ্ছৃঙ্খল হইলে তাহাদিগকে বশীভূত করা সাধু ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ঐ ২৫।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ং।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥

বিষয় সমুহে ইন্দ্রিয়গণের আত্যন্তিক প্রসক্তি দ্বারা জীব দৃষ্টাদৃষ্ট দোষ প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই ; অতএব ইন্দ্রিয়গণকে সংযম করিতে পারিলেই মনুষ্য অনায়াসে সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করিতে পারে ॥

ম-সং ২।৯৩।

বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ ॥

বিষয়ে ঐকান্তিক আসক্তি প্রযুক্ত দুষ্টভাবাপন্ন বিপ্রের বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, নিয়ম ও তপস্যা কখনই সিদ্ধ হয় না ॥ ম-সং ২।৯৭।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ।
অতি প্রসক্তিঞ্চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্ত্তয়েৎ ॥

কামবশতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি পঞ্চবিধ বিষয় উপভোগের নিমিত্ত একান্ত আসক্ত হইবে না ; বিষয় সকল অস্থির এবং স্বর্গ ও মোক্ষের বিরোধী হয়, মনে মনে এইপ্রকার চিন্তা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে ॥ ম-সং ৪।১৬।

আত্মাধীনঃ পুমান্ লোকে সুখী ভবতি নিশ্চিতং।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্গুণাঃ।
তথা চ বিষয়াধীনো দুঃখী ভবতি নিশ্চিতং ॥

আত্মাধীন পুরুষ নিশ্চয়ই ইহ-লোকে সুখভোগ করে। শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ এই সকল আকা-শাদি পঞ্চভূতের গুণ। সেই শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়াধীন মনুষ্য নিশ্চয়ই দুঃখভোগ করে ॥ গ-পু ২।২।১৭।

জ্ঞাতুমিচ্ছতি শব্দাদীন্ রাগদ্বেষোহথ জায়তে।
লোভমোহঃ ক্রোধ এতৈর্যুক্তঃ পাপং নরশ্চরেৎ ॥

যাহারা শব্দাদি বিষয় সকল জানিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের রাগদ্বেষাদি জন্মে ; তখন তাহারা

লোভ, মোহ ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পাপাচরণ করিতে থাকে॥

গ-পু ১।২২৭।৬।

হস্তাবুপস্থমুদরং বাক্‌চতুর্থী চতুষ্টয়ং।
এতৎ সুসংযতং যস্য স বিপ্রঃ কথ্যতে বুধঃ॥

যাহার হস্ত, উপস্থ, উদর ও জিহ্বা এই চারিটী ইন্দ্রিয় সংযত থাকে, তাহাকেই পণ্ডিত বলা যায়॥

ঐ ৭।

পরবিত্তং ন গৃহ্লাতি ন হিংসাং কুরুতে তথা।
নাক্ষক্রীড়ারতো যস্তু হস্তৌ তস্য সুসংযতৌ॥

যে ব্যক্তি পরবিত্ত গ্রহণ করে না, কোন প্রকার হিংসাব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না এবং অক্ষক্রীড়াতে আসক্ত হয় না, তাহার হস্তদ্বয়কে সুসংযত বলা যায়॥ ঐ ৮।

পরস্ত্রীবর্জ্জনরতস্তস্যোপস্থং সুসংযতং।
অলোলুপমিদং ভুঙ্‌ক্তে জঠরং তস্য সংযতং॥

যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে বিরত থাকে, তাহারই উপস্থ সুসংযত বলা যায়। আর যে ব্যক্তি অলোলুপ হইয়া ভোজন করে, তাহার উদরকেই সংযত বলা যায়॥ ঐ ৯।

সত্যং হিতং মিতং ক্রতে যস্মাদ্বাক্ তস্য সংযতা।
যস্য সংযতান্যেতানি তস্য কিং তপসাধ্বরৈঃ॥

যিনি হিত, পরিমিত ও সত্য বাক্য বলেন, তাঁহার জিহ্বাই সংযত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ফলতঃ যে ব্যক্তির উক্ত হস্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইয়াছে, তাঁহার তপস্যা ও যাগ-যজ্ঞাদিতে কোন প্রয়োজন নাই॥ গ-পু-১।২২৭।১০।

ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য গৃহ এব বসেন্নরঃ।
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করাণি চ॥

যে মনুষ্য ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া গৃহ মধ্যে বাস করে, তাহার সেই গৃহে কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য ও পুষ্কর প্রভৃতি সমুদায় তীর্থই বিরাজমান্॥ ব্যা-সং ৪।১৩।

বনেপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং॥

বিষয়ানুরাগী লোকদিগের বনেতেও দোষ প্রভব হয়, কিন্তু গৃহবাসী হইয়া পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করাই তপস্যা। যে ব্যক্তি অকুৎসিত অর্থাৎ অনিন্দিত কর্ম্মে প্রবক্ত হয়, সেই বিরাগী লোকের গৃহই তপোবন॥

গ-পু ১।১১৩।১০।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

কাম্য বিষয়ের উপভোগ দ্বারা

কখনই কামনার শান্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃতার্পণের ন্যায় তাহা বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে (১)॥

ম-সং ২।৯৪।

(গৃহস্থ কদাপি লোভের বশীভূত হইবেন না)

সর্ব্ব এব হি সৌখ্যেন সঙ্কটান্যবগাহতে।
এষ এব হি লোভস্য কার্য্যোঽয়মতিদুষ্করঃ॥

সকল লোকই সুখের লালসায় দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এইটী লোভের (১) কার্য্য। মনুষ্য লোভপরতন্ত্র হইলেই দুষ্করকার্য্য করিয়া থাকে॥ গ-পু ১।২১৩।১১।

লোভাৎক্রোধঃপ্রভবতি লোভাৎ দ্রোহঃ প্রবর্ত্ততে।
লোভান্মোহশ্চ মায়া চ মানো মৎসর এব চ॥
রাগদ্বেষানৃতক্রোধো লোভ মোহমদোজ্ঝিতঃ।
যঃ স শান্তঃ পরং লোকং যাতি পাপবিবর্জ্জিতঃ॥

মনুষ্যের অন্তঃকরণে লোভ উপস্থিত হইলেই ক্রোধ প্রবল হইয়া উঠে। লোভ বশতঃ মনুষ্য হিংসাদি গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মোহ, মায়া, অভিমান, মাৎসর্য্য, রাগ, দ্বেষ, মিথ্যা আচরণ, (২) এই সমস্তই লোভ হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব লোভ পরিত্যাগ করিবে। যে শান্ত ব্যক্তি লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি সর্ব্ব প্রকার পাপবিহীন হইয়া পরম লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ গ-পু ১।২১৩।১২-১৩।

সুমহান্ত্যপি শাস্ত্রাণি ধারয়ন্তো বহুশ্রুতাঃ।
ছেত্তারঃ সংশয়ানাঞ্চ ক্লিশ্যন্তে লোভমোহিতাঃ॥

মহা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বহু-শ্রুত ও সমস্ত সংশয়-ছেদনক্ষম ব্যক্তিও লোভে মুগ্ধ হইয়া ক্লেশ ভোগ করে (৩)॥ হি-উ।

(১) কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, বরং উহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দেখ, যদি এক জনে এই রত্নগর্ভা পৃথিবীর সমুদায় হিরণ্য, সকল পশু এবং সমস্ত মহিলা উপভোগ করে, তথাপি তাহার তৃপ্তিলাভ হওয়া দুর্ঘট, অতএব শান্তিপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প॥

(১) যাহার দ্বারা পাপ হইতে পারে, এমত বিষয়ের প্রাপ্তীচ্ছাকে লোভ কহে।

(২) অজ্ঞানতাকে মোহ এবং পরবঞ্চনেচ্ছাকে মায়া কহে। অহঙ্কারকে অভিমান বলে। অহঙ্কার দ্বারাই "আমি করিতেছি, আমার গৃহ, আমা হইতে ধনী বা বিদ্বান্ পৃথিবীতে কেহ নাই, আমাকে সকলেই মান্য করে" ইত্যাদি অভিমান হইয়া থাকে, এজন্য অভিমান অহঙ্কারের ধর্ম্ম. ইহাতেই অভিমান ও অহঙ্কারের অভিন্নরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। নিজ প্রয়োজন ব্যতিরেকেই পরের অভিমত বিষয়ের নিবারণেচ্ছাকে মৎসর কহে, যেমন জলপানার্থ রাজকীয় পুষ্করিণীর অভিমুখে গমনোদ্যত তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে উদাসীন ব্যক্তির নিবারণেচ্ছা। সুখকর বিষয়ে অন্তঃকরণের অভিলাষকে রাগ কহে। দুঃখজনক বিষয়ে যে বিদ্বেষ ভাব তাহাকে দ্বেষ কহে এবং অসত্য ব্যবহারের নাম মিথ্যা আচরণ।

(৩) এই বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ একটী

রহস্যজনক জ্ঞানগর্ভ উপন্যাস কথিত হইতেছে। কোন সময়ে এক সুপণ্ডিত ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুমার তীর্থ পর্য্যটনার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে নানা তীর্থ ও দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন কালে এক দিন পথ-ভ্রমে এক প্রাচীন নগরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, নগরটী অতিশয় বিস্তীর্ণ এবং ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ অসংখ্য অট্টালিকা সকল জীর্ণ ও ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে; কোন বাড়ীতেই মনুষ্যের সমাগম নাই এবং কোথাও কোন মনুষ্যের শব্দও শুনিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণকুমার পথশ্রান্তি প্রযুক্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত আক্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করতঃ তাঁহার সমভিব্যাহারে যে কিছু খাদ্য দ্রব্য ছিল, তাহা বাহির করিয়া আহার করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অনতিদূরে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকার উপরিভাগে একটী মনুষ্যকে দেখিতে পাইলেন। নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবধি মানুষের মুখ দেখিতে পান নাই, ঐ লোকটী অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইবা মাত্র, তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া সেই দিকেই ধাবমান হইলেন। ক্রমে সেই বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, অট্টালিকাটী অতিশয় সুন্দর ও পরম রমণীয়; ইহার চতুর্দ্দিক বিচিত্র ও উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং প্রাচীরের উত্তর, দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই চারিদিকে এক একটী সুসজ্জিত বৃহৎ দ্বার, চারিদিক বেড়িয়া সুপ্রশস্ত ও পরিষ্কৃত পথ এবং পথের দুই পার্শ্বে মনোহর পুষ্পোদ্যান সৌগন্ধ ও শোভা বিস্তার করিতেছে। যে গৃহের বাহিরে এত শোভা, না জানি তাহার অভ্যন্তরে কতই আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে, তাহা দেখিবার জন্য তাঁহার অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। এমতে তিনি দক্ষিণ দ্বার দিয়া ঐ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলেন। এমন সময়ে তথাকার দ্বাররক্ষক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিল, "মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুণ," এই বলিয়া একটী সুরাপূর্ণ কাচপাত্র হস্তে করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া কহিল, "ইহাতে কি আছে, দেখিতে পান? ব্রাহ্মণ সেই সুরাপাত্র দর্শন করিবামাত্র, পাছে সুরার ঘ্রাণ শরীরে প্রবেশ করে, এই আশঙ্কায় তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া আপনার নাসারন্ধ্র শীঘ্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া বলিলেন, "হাঁ, দেখিয়াছি, উহা সুরা।" দ্বারপাল কহিল, "মহাশয় এই বাটীতে প্রবেশ করিতে হইলে অগ্রে এক পাত্র সুরা পান করিতে হয়। দেখুন, ইহা সামান্য লোকের বাটী নহে, ইহাতে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়; ইহার অবারিত দ্বার, ইহার মধ্যে কাহারও যাইবার নিষেধ নাই এবং ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে লোকের এত আনন্দ লাভ হয় যে, তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। অধিক কি বলিব, যে সকল মহাত্মা ইহার মধ্যে একবার প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় কেহই প্রাণান্তেও ইহার বাহির হইয়া আসিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু আমাদের প্রভুর এমন আজ্ঞা আছে যে, একপাত্র সুরাপান না করিলে কেহই এই দ্বার দিয়া বাটীর ভিতরে যাইতে পারিবে না।" সেই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে সুরাপান করা দূরে থাকুক, কখন স্পর্শও করেন নাই। সুতরাং তিনি নিরাশ হইয়া বিষন্নভাবে সেই দ্বার হইতে বহির্গত হইলেন এবং অন্য দ্বার দিয়া যাইবার মানস করিয়া পূর্ব্বদিকের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, এক জন আরক্ত চক্ষু, কালঘন শ্মশ্রু, কৃষ্ণবর্ণ, স্থূল ও দির্ঘাকার কালান্তক যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিধারী যবন একখানি সুশাণিত ছুরিকা হস্তে লইয়া গোমাংস ছেদন করিতেছে। এই ভয়ানক ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র দ্বিজকুমার তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যবন তাঁহাকে দেখিয়া অতি সত্বরে দ্বারের বাহিরে গিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মহাশয় আসুন, এখানে আসতে আজ্ঞা হয়; বোধ করি আপনি এই বাটীমধ্যে যাইবার অভিলাষ করেন, আপনার ভয় নাই, আপনি

অনায়াসে যাইতে পারিবেন। এই বলিয়া যবন তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া ফিরাইল এবং সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদান করিল। তখন ব্রাহ্মণ সেই আসনে উপবেশন করিয়া মনে মনে আহ্লাদযুক্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "বোধ হয়, এবার বাটীর মধ্যে যাইবার সুবিধা হইল।" কিন্তু যবন সেই সময়ে একপাত্র সুপক্ক গোমাংস তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বিনয়পূর্ব্বক বলিল "মহাশয়! এই টুকু আহার করিয়া বাটীর ভিতর গমন করুন।" তাহা দেখিবামাত্র ব্রাহ্মণ অমনি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওহো! আমি ব্রাহ্মণ হইয়া কোন্ সাহসে গোমাংস ভক্ষণ করিব? এমন কুকর্ম্ম আমি কখনই করিতে পারিব না।" যবন উত্তর করিল "মাংস ভক্ষণ না করিলে এই দ্বার দিয়া বাটী প্রবেশ করিতে কাহারও প্রতি আমার প্রভুর আদেশ নাই। তখন ব্রাহ্মণ এ দিকেও নিরাশ হইয়া উত্তর দ্বারে চলিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া অপর একটী অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলেন। দেখিলেন, এক পরমাসুন্দরী যুবতী রমণী মনোহর বেশ ধারণ পূর্ব্বক সেই দ্বার রক্ষা করিতেছে। ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিবামাত্র লজ্জায় অবনত মস্তকে সেখান হইতে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু সেই রমণী তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "মহাশয়। এ বাটীর অবারিত দ্বার, ইহার ভিতরে যাইতে কাহারও বাধা নাই; কিন্তু আমার প্রভুর আদেশ আছে যে, আমাকে সহচরী না করিলে কেহই এ দ্বার দিয়া বাটী প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অতএব আপনি আমাকে সহচরী করিয়া স্বচ্ছন্দে এই পুরীমধ্যে প্রবেশ করুন। আমি আপনার সমভিব্যাহারে থাকিয়া আপনাকে ইহার অভ্যন্তরবর্ত্তী বিচিত্র কার্য্যসকল প্রদর্শন করিব।" যুবক ব্রাহ্মণের চরিত্র অত্যন্ত সৎ ছিল; পরস্ত্রী গমন করা দূরে থাকুক, তিনি কখন পরস্ত্রীর মুখও দর্শন করিতেন না। তিনি ঐ স্ত্রীলোকের বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কহিলেন, "আমার একবার বিবাহ হইয়াছে; সহধর্ম্মিণী বর্ত্তমানে অন্য দার পরিগ্রহ করিলে গুরুতর পাপাচরণ করা হয়; অতএব এমন অসৎকর্ম্মে যেন কখন আমার প্রবৃত্তি না হয়।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দ্বার পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই বাহ্যাড়ম্বরশালী আপাত মনোহর ভবনের আভ্যন্তরিক শোভা দর্শনের লালসা ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইয়া উঠিল, যে তিনি তাহাকে কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গমন করিতে করিতে পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন, ভদ্রলোকের ন্যায় এক ব্যক্তি উত্তম পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া দ্বারদেশে বসিয়া রহিয়াছেন, এবং তাঁহার সম্মুখে একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি শয়ান রহিয়াছে। সে ব্যক্তি ঐ বিদেশী যুবক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! আপনি কি পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন? ব্রাহ্মণ তাঁহার ভদ্রতা দেখিয়া ভাবিলেন, "বুঝি এই বার আমার আশা পূর্ণ হইল" এবং ব্যগ্র হইয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ মহাশয়! আমি এই বয়সে অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি এবং অনেক উত্তম উত্তম পুরী দেখিয়াছি, কিন্তু এমন মনোহর পুরী কোথাও দেখি নাই। আবার শুনিতে পাই যে, ইহার বাহ্যিক শোভা অপেক্ষা আভ্যন্তরিক শোভা শতগুণে উৎকৃষ্ট; আরও শুনিতে পাই যে, ইহার ভিতরে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে মনুষ্যের চতুর্ব্বর্গলাভ হয়"। সেই ভদ্রলোকটী ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"হাঁ মহাশয়! আপনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে, সকলই সত্য; আর ইহাতে প্রবেশ করাও দুঃসাধ্য নহে, আপনি অনায়াসেই যাইতে পারিবেন, কেহ নিবারণ করিবে না; কিন্তু আপনি এক কার্য্য করুন। এই যে তরবারিটী দেখিতেছেন, আপনি ইহা গ্রহণপূর্ব্বক ইহা দ্বারা অগ্রে আমার মস্তকটী ছেদন করুন, তাহা হইলে আপনি এই বাটীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

দেখুন, যখন আমাদের রাজারই এইরূপ আদেশ, তখন ইহা পাপাচরণ বলিয়া অনুমাত্রও আশঙ্কা করিবেন না"। ব্রাহ্মণ শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইলেন এবং এখানে থাকা আর কর্ত্তব্য নহে, এই ভাবিয়া ত্বরায় সেই দ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর না যাইতে যাইতেই তাঁহার অন্তঃকরণ এত বিচলিত হইয়া পড়িল যে তিনি তখন কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া এক প্রকার উন্মত্তের ন্যায় হইলেন এবং আপনার মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা,—সুরাপান, গোমাংসভক্ষণ, পরদারগমন এবং নরহত্যা, এই চতুর্ব্বিধ পাপের মধ্যে, প্রথমটী সর্ব্বাপেক্ষা লঘুতর পাপ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ আমাদের এই দেশ ভিন্ন প্রায় সর্ব্বদেশেই সুরাপান প্রচলিত আছে। আর পুরাণাদিতেও যথেষ্ট প্রমাণ দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালে এদেশেও ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যজ্ঞাদিতে সুরাপানের রীতি বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। পরন্তু দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সুরার প্রতি জাতক্রোধ হইয়া ইহাকে এই বলিয়া অভিশপ্ত করিয়াছিলেন যে, "যো ব্রাহ্মণোঽদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চিন্মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ। অপেতধর্ম্মা ব্রহ্মহা চৈব সস্যাদস্মিন্ লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ"। অর্থাৎ অদ্যাবধি যে মূঢ়মতি ব্রাহ্মণ ভ্রান্তিক্রমেও মদ্যপান করিবে, সে অধার্ম্মিক ও ব্রহ্মহা হইয়া ইহকালে ও পরকালে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইবে। তদবধি এ দেশীয় লোকেরা সেই শাপানুসারে মহাপাতক জন্মিবার ভয়ে সুরাপানে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এ দেশ উষ্ণপ্রধান বলিয়াই সুরাপান দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্যতার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে এবং মত্ততা প্রযুক্ত সুরাপায়ী ব্যক্তির অশেষ দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে। এই সকল কারণ বশতই পূর্ব্বকালীন শাস্ত্রকারেরা পঞ্চবিধ মহাপাতকের মধ্যে সুরাপানকেও একটি মহাপাতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা কেবল তাঁহাদিগের শাসন বাক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেননা একবার মাত্র অল্প পরিমাণে সুরাপান করিলেই যে মহাপাতক হয়, এ কথা নিতান্ত অমূলক ও যুক্তিবিরুদ্ধ। অধিকন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রকাশ আছে যে, এই সুরা অমৃততুল্য ও পরম স্বাস্থ্যকর, যেহেতু নিদানে লিখিত আছে,—"কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্মৃতং। অযুক্তিযুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথামৃতং॥ প্রাণাঃপ্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা হিনস্ত্যসূন্। বিষং প্রাণহরংতচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নং॥ বিধিনা মাত্রয়া কালে হিতৈরন্নৈর্যথা বলং। প্রহৃষ্টো যঃ পিবেন্মদ্যং তস্যস্যাদমৃতোপমং॥ * * * বুদ্ধিস্মৃতিপ্রীতিকরঃ সুখশ্চ, পানান্ননিদ্রারতিবর্দ্ধনশ্চ। সংপাঠগীতস্বরবর্দ্ধনশ্চ প্রোক্তোতিরম্যঃ প্রথমো মদোহি॥ অব্যক্তবুদ্ধিস্মৃতিবাধিচেষ্টঃ, সোন্মত্তলীলাকৃতিরপ্রশান্তঃ। আলস্য নিদ্রাভিহতো মুহুশ্চ, মধ্যেন মত্তঃ পুরুষো মদেন॥ গচ্ছেদগম্যাং ন গুরূংশ্চ মন্যেৎ, খাদেদভক্ষ্যাণি চ নষ্টসঙ্গঃ। ব্রূয়াশ্চ গুহ্যানি হৃদি স্থিতানি, মদে তৃতীয়ে পুরুষোঽস্বতন্ত্রঃ॥ চতুর্থে তু মদে মূঢ়ো ভগ্নদার্ব্বিবনিষ্ক্রিয়ঃ। কার্য্যাকার্য্যবিভাগজ্ঞো মৃতাদপ্যপরে মৃতঃ॥" ইহার অর্থ এই যে, মনুষ্যের পক্ষে অন্ন পানাদি যেরূপ উপকারী, সুরাও তদ্রূপ উপকারী। কিন্তু উপকারী হইলেও উহা বিধিপূর্ব্বক সেবিত না হইলে রোগ উৎপাদন করে এবং বিধিপূর্ব্বক সেবিত হইলে অমৃতের ন্যায় উপকারী হয়, যেমন প্রাণনাশক বিষ অবস্থানুসারে ও মাত্রানুযায়ী সেবন করিলে শরীরের রোগকে বিনষ্ট করিয়া পুষ্টি সম্পাদন করে। এমন কি, যে অন্ন প্রাণীদিগের জীবন, তাহাও অধিক পরিমাণে ভক্ষিত হইলে জীবন নাশ করে। যথাকালে পরিমাণানুসারে এবং বিধিপূর্ব্বক হিতকারী (স্নিগ্ধকর) দ্রব্যের সহিত প্রফুল্লচিত্তে সুরাপান করিলে ঐ সুরা অমৃতের ন্যায় গুণকারক হয়। সুরা প্রথম মাত্রা সেবনে বুদ্ধি, স্মৃতি, সন্তোষ, ক্ষুধা, নিদ্রা ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং অধ্যয়ন ও গান করিবার শক্তি জন্মায়; দ্বিতীয় মাত্রা সেবনে—বুদ্ধি, স্মৃতি ও বাক্‌শক্তির অল্পতা জন্মায় এবং মদ্যপায়ী ব্যক্তি

উন্মত্তের ন্যায় হইয়া অন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়; তৃতীয় মাত্রা সেবনে সুরাপায়ী ব্যক্তি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অগম্যা স্ত্রীতে গমন, অভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন এবং গুপ্তকথা প্রকাশ করে, গুরুজনদিগকে মান্য করে না এবং শরীর রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়; চতুর্থ মাত্রা সেবনে মদ্যপায়ী ব্যক্তি অজ্ঞান হইয়া মৃতব্যক্তির ন্যায় পতিত থাকে। এই প্রকারে সেই ব্রাহ্মণ বহুক্ষণ মনে মনে বিদানোক্ত মদ্যের গুণাগুণ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া পরিশেষে এই মীমাংসা করিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রথম মাত্রায় অর্থাৎ অল্প পরিমাণে মদ্য পান করিলে কোন দোষ বা পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। তখন তিনি আপনার মনকে এই রূপে প্রবোধিত করিয়া পুনর্ব্বার ফিরিলেন এবং একেবারে দক্ষিণদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারপালকে বলিলেন, "ওহে বাপু! আমাকে কিঞ্চিৎ মদ্য দাও, আমি তাহা খাইয়া এই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিব।" এই কথা শুনিয়া দ্বারপাল অতিশয় আনন্দিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া একপাত্র সুরা আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং তিনিও তাহা অসঙ্কুচিত চিত্তে গ্রহণ পূর্ব্বক অম্লানবদনে পান করিয়া পরমানন্দে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় ক্ষণকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে না করিতেই তাঁহার বিলক্ষণ মত্ততা জন্মিল। তখন তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইয়া যথাক্রমে গোমাংস ভক্ষণ, পরদার গমন ও নরহত্যা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া একেবারে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিলেন। আর তিনি প্রাণান্তেও সেই বাটীর বাহির হইতে চাহিলেন না। আপনার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি সকলকেই ভুলিয়া গেলেন এবং পূর্ব্বে যাহাকে দেখিবামাত্র বস্ত্রদ্বারা নাসিকা আবৃত করিয়াছিলেন এবং পরেও যাহাকে আপনার বিচারে লঘু পাপ বা পাপ নহে অথচ পরম হিতকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই প্রভাবে—সেই একবিন্দু সুরার প্রভাবে—জগতস্থ কোন পাপের অনুষ্ঠান করিতে

লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাং।
তৃষার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহচ মানবঃ॥

লোভে বুদ্ধি বিচলিত হয় এবং লোভে তৃষ্ণা (১) জন্মে এবং তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি ইহ ও পরলোকে দুঃখ ভোগ করে॥ হি-উ।

ত্রুটী করিলেন না॥

অতএব একমাত্র লোভই মনুষ্যের যাবতীয় অনিষ্ট সাধন করে। মহাভারতে কথিত আছে, যে, "লোভ হইতে পাপ ও দুঃখ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকে যে শঠতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া পাপে আসক্ত হয়, লোভই তাহার মূল। লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ, মায়া, অভিমান, গর্ব্ব, পরাধীনতা, অক্ষমা, নির্লজ্জতা, শ্রীনাশ, ধর্ম্মক্ষয়, চিন্তা ও অকীর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোভই লোকের কৃপণতা, বিষয়তৃষ্ণা, কুকর্ম্মের প্রবৃত্তি ও বিদ্যাভিমান, রূপ ও ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, পরের অনিষ্ট চিন্তা, অবজ্ঞা, অবিশ্বাস, কপট ব্যবহার, পরস্বাপহরণ ও পরদারাভিগমনের বাসনা, মানসিক আবেগ, ঔদারিকতা, দারুণ মৃত্যুভয়, বলবতী ঈর্ষা, পরনিন্দা-শ্রবণ-প্রবৃত্তি, আত্মশ্লাঘা ও অসাধারণ সাহসিকতা জন্মাইয়া দেয়। মনুষ্যগণ কি বাল্য কি কৌমার কি যৌবন কোন অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। মনুষ্যেরা জরাজীর্ণ হইলেও লোভ কদাচ জীর্ণ হয় না। অগাধ সলিল সম্পন্ন অসংখ্য স্রোতস্বতী দ্বারাও যেমন সাগর পরিপূর্ণ হইতে পারে না, তদ্রূপ ফললাভ দ্বারা লোভ কদাচ উপশমিত হয় না। ইষ্টবস্তু লাভ ও বিবিধ ভোগ দ্বারা যাহাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না, এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ, ও অন্যান্য প্রাণিগণ যাহার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই লোভকে মোহের সহিত পরাজয় করিবেন॥" শান্তিপর্ব্ব ১৫৮ অধ্যায়।

(১) আমার সঞ্চিত বস্তুর ক্ষয় না হউক, এতাদৃশ ইচ্ছাকে তৃষ্ণা কহে।

তৃষ্ণয়া চাভিভূতস্তু নরকং প্রতিপদ্যতে।
তৃষ্ণামুক্তাস্তু যে কেচিৎ স্বর্গবাসংলভন্তি তে ॥

যে সকল মনুষ্য তৃষ্ণাতে অভি-ভূত, তাহারা নরক প্রাপ্ত হয়; আর যাহারা তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত, তাহারা স্বর্গবাস লাভ করে ॥

গ-পু ২।২।১৬।

যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
তাংতৃষ্ণাং সংত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভি-পূর্য্যতে ॥

মূঢ় ব্যক্তিরা যে তৃষ্ণা কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না, শরীর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাদৃশ তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া সুখী হন ॥

বি-পু ৪।১০।১২।

জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ।
ধনাশা জীবিতাশা চ জীর্য্যতোঽপি ন জীর্য্যতি ॥

মনুষ্য জীর্ণ হইলে মস্তকের কেশ জীর্ণ (পক্ক) হয়, আর মনুষ্য জীর্ণ হইলে দন্ত জীর্ণ হয়, পরন্তু মনুষ্য জীর্ণ হইলেও ধনাশা ও জীবিতাশা কখনই জীর্ণ হয় না ॥ ঐ ১৩।

নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং নাশা তৃপ্যতি সম্পদাং ॥

অগ্নির যেমন কাষ্ঠে তৃপ্তি হয় না, সমুদ্রের যেমন নদীতে পরিতোষ হয় না এবং যমের যেমন সর্ব্ব-প্রাণিতেও পরিতৃপ্তি হয় না, আশারও সেইরূপ সমস্ত সম্পত্তি-তেও সন্তোষ জন্মে না ॥

না-প ১।১৪।১১।

তেনাধীতং শ্রুতং তেন তেন সর্ব্বমনুষ্ঠিতং।
যেনাশাঃ পৃষ্ঠতঃকৃত্বা নৈরাশ্যমবলম্বিতং ॥

সেই ব্যক্তিই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিয়াছে ও সেই ব্যক্তিই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছে, যে ব্যক্তি অশাকে পৃষ্ঠে রাখিয়া নৈরা-শ্যকেঅবলম্বন করিয়াছে ॥ হি-উ।

ন যোজন শতং দূরংবাধ্যমানস্য তৃষ্ণয়া।
সন্তুষ্টস্য করপ্রাপ্তেঽপ্যর্থে ভবতি নাদরঃ ॥

যাহার মানস তৃষ্ণার বশীভূত, তাহার পক্ষে শত যোজনও দূর নহে, কিন্তু সন্তুষ্ট ব্যক্তির করস্থিত অর্থেও আদর নাই ॥ ঐ।

(গৃহস্থ কদাচ ক্রোধের বশীভূত হইবেন না)

বিপাকে দুঃখংকামস্য নাধুনা সর্ব্বদেহিনাম্।
বিপাকেঽপ্যধুনা ক্রোধঃসর্ব্বদা দুঃখদঃস্মৃতঃ ॥

জীবের চিত্তক্ষেত্রে যখন কাম (১) সমুদ্ভূত হয়, তখন সে কষ্টকর হয়

(১) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ, রসাদি বিষয় লাভার্থ অন্তঃকরণের যে প্রবৃত্তি, তাহাকে কাম কহে। ইহা ইচ্ছা, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ, আশা ও তৃষ্ণা প্রভৃতি নানাবিধ শব্দে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

না; কিন্তু ক্রোধ (২) রিপু প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত সকল সময়েই দুঃখদায়ক হইয়া থাকে॥

আত্ম-পু ২।১৭১।

জায়তে যত্র স ক্রোধস্তং দহেদেষ সর্ব্বতঃ।
বিষয়ং চ কচিৎ ক্রোধঃ সফলো নির্দ্দহেদয়ম্॥

যে ব্যক্তিতে কামের উদয় হয়, কাম তাহাকেই পরিণামে দগ্ধ করিয়া থাকে, পরন্তু যে ব্যক্তিতে ক্রোধের উদয় হয়, ক্রোধ তাহাকে এবং তাহার বিষয় পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলে। বিশেষতঃ ক্রোধাভিভূত ব্যক্তিকে বিপক্ষের তাড়না প্রভৃতিও সহ্য করিতে হয়॥ ঐ ১৭২।

চতুর্ব্বিধানাং ভূতানাং ক্রোধাদ্ভবতি হিংসনম্।
কর্ম্মণা মনসা বাচা কস্তং ক্রোধং সমাশ্রয়েৎ।
নাশয়ত্যেষ বৈ কীর্ত্তিং শ্বিত্রং রোগ ইব ত্বচম্॥

ক্রোধের উদয় হইলে কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা এই চতুর্ব্বিধ (৩) জীবেরই হিংসা করা হইতে পারে; ঈদৃশ ক্রোধের বশীভূত হওয়া জ্ঞানবান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। শ্বিত্র (ধবল) রোগ হইলে যেরূপ মনুষ্যের চর্ম্ম নষ্ট হয়, ক্রোধের উদয় হইলে সেইরূপ কীর্ত্তিও বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ আত্ম-পু ২।১৭৩।

স্বর্গাদ্রিঃসারয়ত্যেষ সংজাতঃ সফলো নৃণাম্।
সফলো দুর্জ্জনো যদ্বৎ ফলদং রাজমন্দিরাৎ॥

যেমন কোন দুর্জ্জন কোন ব্যক্তি দ্বারা রাজদ্বারে প্রতিপন্ন হইয়া পরিশেষে সেই পরিচায়ককেই রাজভবন হইতে নিষ্কাশিত করে, ক্রোধও সেইরূপ মনুষ্যদেহে প্রবেশ পূর্ব্বক সফল হইয়া নিজের আশ্রয় ব্যক্তিকেই স্বর্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া থাকে॥ ঐ ১৭৪।

অশ্ববারং যথাদুষ্টো বাজী গর্ত্তে নিপাতয়েৎ।
এবংক্রোধোঽপি নরকে নরমাশু নিপাতয়েৎ॥

দুষ্ট তুরঙ্গ যেরূপ আরোহীকেই

---

(২) অভিলষিত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-বিষয় লাভে বঞ্চিত বা অসমর্থ হইলে অন্তঃকরণে যে তাপ সমুদ্ভূত হয়, তাহাকে ক্রোধ বলে।

(৩) চতুর্ব্বিধ জীব শরীর,—যথা অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ। পক্ষী ও সর্প প্রভৃতি জীব অণ্ড অর্থাৎ ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে অণ্ডজ বলে। মশক ও মক্ষিকাদি জীব স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে স্বেদজ কহে। বৃক্ষ, গুল্ম, ও লতা প্রভৃতি ঊর্দ্ধভেদ করিয়া উদ্ভব হয় বলিয়া ইহাদিগকে উদ্ভিদ কহে। এই উদ্ভিদ পদার্থদিগের জীবন আছে বটে, কিন্তু ইহাদিগের চেতনা শক্তি অত্যন্ত অল্প পরিমাণেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি জীবগণকে জরায়ুঃ অর্থাৎ গর্ভাশয় বা গর্ভবেষ্টন চর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে জরায়ুজঃ বলে। ফলতঃ শুক্র ও শোণিত সংযোগে যে সকল জীবের উৎপত্তি হয় তাহারাই জরায়ুজঃ। এই জরায়ুজঃ দেহ তিন প্রকার; পুরুষ, স্ত্রী এবং ক্লীব।

গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত করে, ক্রোধও সেইরূপ আপনার অবলম্বিত ব্যক্তিকেই অবিলম্বে নরকে নিপাতিত করিয়া থাকে ॥ আত্ম-পু ২।১৭৫।

সুখার্থিনস্ততঃ পুংসো নাস্তি কোপসমোরিপুঃ।
ততঃ কোপো নিয়ন্তব্যঃ কামাদপ্যতি কষ্টদঃ ॥

ক্রোধের সদৃশ শত্রু এ জগতে আর কিছুই নাই। যিনি শুভ কামনা করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে, যাহাতে ক্রোধ দমন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হয়েন, কারণ ক্রোধ কাম হইতেও কষ্টদায়ক ॥

ঐ ১৭৬।

যথা বহ্নির্মহান্ দীপ্তঃ শুষ্কমার্দ্রং চ নির্দ্দহেৎ।
এবং কোপোঽত্র সঞ্জাতো বিশ্বমেতদ্ধি নির্দ্দহেৎ ॥

অতীব প্রজ্জ্বলিত হুতাশন যেরূপ শুষ্ক ও আর্দ্র সমুদায় কাষ্ঠই দগ্ধ করে, সেইরূপ মনুষ্যদেহে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া অভ্যুদয় (কল্যাণ) ও নিঃশ্রেয়সের (সুখের) কারণ সমুদায় পুরুষার্থই (১) দগ্ধ করিয়া থাকে ॥ ঐ ১৭৭।

ন যমং যমমিত্যাহুরাত্মা বৈ যম উচ্যতে।
আত্মা সংযমিতো যেন তং যমঃ কিং করিষ্যতি ॥

সর্ব্বভূতান্তক যমরাজকে যম বলা যায় না, কিন্তু আত্মাকেই যম বলিতে হয়, কেননা যে ব্যক্তি আত্মাকে সংযম অর্থাৎ আপনাকে দমন করিয়াছে, তাহার প্রতি যমরাজ কি করিতে পারেন ? (২) ॥

আ-সং ১০।৩।

ন তথাসিস্তথা তীক্ষ্ণঃ সর্পো বা দুরধিষ্ঠিতঃ।
যথা ক্রোধো হি জন্তূনাং শরীরস্থোবিনাশকঃ।

জীবের শরীরাধিষ্ঠিত ক্রোধ যেমন শরীর বিনাশক শত্রু হয়, দুরধিষ্ঠিত সুতীক্ষ্ণ অসি অথবা বিষাক্ত সর্প তদ্রূপ নহে ॥ ঐ ৪।

ক্ষমাগুণোহি জন্তূনামিহামুত্র সুখপ্রদঃ।
একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়োনোপপদ্যতে ॥

জীবের ক্ষমা (ক্রোধ-নিবৃত্তি) গুণই ইহ ও পরলোকে সুখপ্রদ হয়, কেননা ক্ষমাভ্রষ্ট দোষ অপেক্ষা গুরুতর দোষ আর নাই ॥

ঐ ৫।

একঃক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়ো
নোপপদ্যতে।
যদেনং ক্ষময়া যুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ ॥

ক্ষমাশীল ব্যক্তির একটী মাত্র দোষ আছে, তাহার দ্বিতীয় দোষ লক্ষিত

(১) ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হয়, যেহেতু এই চারিটী লাভ করাই পুরুষমাত্রের উদ্দেশ্য। যথা,—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ ॥ বি-পু।

(২) যাহার আত্মা বশীভূত নহে, এই সংসারে তাহার অরাতির অসদ্ভাব নাই, সে স্বয়ংই আত্মশত্রু হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কোন প্রকারে আত্মারে বশীভূত করিয়াছে, যমও তাহার কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ নহে ॥

হয় না। ক্ষমাবান্ ব্যক্তিকে লোকে অশক্ত বলিয়া জ্ঞান করে॥

গ-পু ১।১১৪।৬৩।

রাগদ্বেষাদিযুক্তানাং ন সুখংকুত্রচিদ্দ্বিজ।
বিচার্য্য খলু পশ্যামি তৎসুখং যত্র নির্বৃতিঃ॥

[illegible] ! যাহারা রাগ দ্বেষাদি-[illegible]ভিভূত, কোনস্থলেও তাহা-[illegible] না। আমি বিচার করিয়া দেখিলাম, যাহার অন্তঃকরণ শান্তিগুণে বিভূষিত, তাহারই প্রকৃত সুখভোগ হইয়া থাকে (১)॥

গ-পু ১১৩।৫৮।

কদার্থিতস্যাপি হি ধৈর্য্যবৃত্তে-
র্নশক্যতে সর্ব্ব গুণপ্রমাথঃ।
অধঃ খলেনাপি কৃতস্য বহ্নে-
র্নাধঃশিখা যাতি কদাচিদেব॥

ধৈর্য্যশীল সাধুব্যক্তি তিরস্কৃত

---

(১) ক্রোধ মনুষ্যকে সংহার করে এবং অক্রোধই মনুষ্যের মঙ্গলের কারণ হয়, অতএব সমস্ত অশুভ ঘটনা ক্রোধ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ক্রোধ সম্বরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহারই মঙ্গল, কিন্তু যাহার ক্রোধাবেগ ধারণ করিবার সামর্থ নাই, নিদারুণ ক্রোধ তাহারই অমঙ্গলের কারণ হয়। একমাত্র ক্রোধই প্রজাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করে। মানবগণ ক্রোধাবিষ্ট হইলে অশেষবিধ পাপানুষ্ঠান ও গুরুজনদিগেরও প্রাণবিনাশ করিতে পারে। অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ লোকেরও অবমাননা করিয়া থাকে। রোষপরবশ ব্যক্তির কদাচ বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান ও অকার্য্যের বিচারণা থাকে না। সে ক্রোধপূর্ব্বক অবধ্যের বধ ও বধ্যের সৎকার করিয়া থাকে। অধিক কি, ক্রোধানল উত্তেজিত হইলে ক্রুদ্ধব্যক্তি অনা-[illegible]সে আপনাকেও শমন সদনে প্রেরণ করে। পরন্তু যে ব্যক্তি ক্রোধীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ [illegible] করে, সে আত্ম পর উভয়কেই মহৎ ভয় [illegible]ত পরিত্রাণ করে, সুতরাং সে ব্যক্তি আত্ম উভয়েরই উপকারক হইয়া উঠে। যদি রোষপরবশ দুর্ব্বল মূঢ় ব্যক্তি বলবান্ লোকের নিকট পরাভূত হইয়া ক্লেশ ভোগ করে, তাহা হইলে সে স্বতঃই আত্মহত্যা করিয়া থাকে। সেই অসংযত-চিত্ত আত্মঘাতীর পরলোক নষ্ট হয়, অতএব দুর্ব্বলের ক্রোধ সংবরণ করাই বিধেয়। আর বলশালী বিদ্বান্ ব্যক্তি অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও যদি ক্রোধপরবশ ও ক্লেশদাতাকে বিনাশ করিতে উদ্যত না হন, তাহা হইলে তিনি পরলোকে আনন্দসন্দোহ লাভ করিয়া সুখে কালযাপন করেন। অতএব তেজস্বী পুরুষেরও ক্রোধ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ। ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি দক্ষতা, ধৈর্য্যতা, শৌর্য ও আশুকারিতা এই কয়েকটী তেজোগুণ কোন ক্রমেই লাভ করিতে পারে না। ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে লোকে তেজ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু রোষপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে যথাকালোৎপন্ন সেই তেজ একান্ত দুঃসহ হইয়া উঠে। মূর্খেরাই ক্রোধকে তেজ বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি বুদ্ধিবলে প্রবল ক্রোধকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, যাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধের সঞ্চার না থাকে, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই তেজস্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি প্রণালীক্রমে কদাচ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারে না, মর্য্যাদারও অপেক্ষা রাখে না এবং অবধ্যের বধ ও গুরুজনের পীড়া প্রদানে রত থাকে। বিধাতা লোক সংহারার্থ মানবগণের মনোমধ্যে রজোগুণ-পরিণাম ক্রোধ বিধান করিয়া দিয়াছেন। অতএব সুশীল ব্যক্তি এককালে ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। যদি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিবে তথাপি কোন ক্রমে ক্রোধাবিষ্ট হইবে না॥

হইলেও তাহার গুণের ব্যতিক্রম হয় না, যেমন অগ্নিকে অধোদেশে স্থাপন করিলেও তাহার ঊর্দ্ধজ্বলন শক্তির অন্যথা হইয়া অধোগতি হয় না, কারণ অগ্নির শিখা সর্ব্বদা ঊর্দ্ধমুখেই থাকে॥

গ-পু ১।১১০।১৭।

যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং নিগৃহ্ণাতি হয়ং যথা।
স যন্তেত্যুচ্যতে সদ্ভির্ন যো রশ্মিষু লম্বতে॥

সাধুলোকেরা অশ্বরশ্মিগ্রাহীকে সারথি না বলিয়া, যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাকেই যথার্থ সারথি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥

ম-ভা-আদিপর্ব্ব ৭৯।২।

যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং ক্ষময়েহ নিরস্যতি।
যথোরগস্ত্বচং জীর্ণং স বৈ পুরুষ উচ্যতে॥

যেমন সর্প নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ যিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই সৎপুরুষ কহেন॥ ঐ ৪।

যঃ সন্ধারয়তে মন্যুং যোঽতিবাদাংস্তিতিক্ষতে।
যশ্চ তপ্তো ন তপতি দৃঢ়ং সোঽর্থস্য ভাজনম্॥

যিনি ক্রোধাবেগ সম্বরণ-পূর্ব্বক তিরস্কারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এবং সন্তপ্ত হইয়াও অন্যকে তাপিত না করেন, তাঁহারই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইয়াথাকে॥ ঐ ৫।

যো যজেদপরিশ্রান্তো মাসি মাসি শতং সমাঃ।
ন ক্রুদ্ধেদ্যশ্চ সর্ব্বস্য তয়োরক্রোধনোঽধিকঃ॥

যে ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিমা সেবা বা যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, আর যিনি কাহারও উপর কখনই ক্রুদ্ধ হয়েন না, এই উভয়ের মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট।

ম ভা আদিপর্ব্ব ৭৯।৬।

মানবঃ ক্রোধযুক্তশ্চ গর্দ্দভঃ সপ্তজন্মসু।
মানবঃ কলহাবিষ্টঃ সপ্তজন্মসু বায়সঃ॥

ক্রোধযুক্ত মানব সপ্ত জন্ম গর্দ্দভ ও কলহাবিষ্ট মনুষ্য সপ্তজন্ম কাক-রূপে জন্ম গ্রহণ করে॥

ব্র-বৈ-পু-৪।৮৫।১০৭

সুখংহ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি॥

ইহলোকে কোন ব্যক্তিকে অপমান করিলে তিনি যদি তন্নিমিত্ত ক্ষুব্ধ না হন, তবে তিনি সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন, সুখে প্রতিবুদ্ধ হইতে পারেন, এবং সুখে বিচরণ করিতে পারেন, কিন্তু অপমান কর্ত্তাই সেই পাপে বিনষ্ট হয়॥

ম-সং ২।১৬৩।

সমং নয়তি যঃ ক্রুদ্ধান্ সর্ব্ববন্ধুরমৎসরী।
ভীতাশ্বাসন কৃৎসাধুঃ স্বর্গস্তস্যাক্ষয়ং ফলং॥

যিনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধ শান্তি করেন, যিনি সকলের বন্ধু ও মাৎ-

সর্ষ্যরহিত এবং যে সাধু ভীত ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করেন, তাঁহার পক্ষে স্বর্গফল অতি তুচ্ছ বলিতে হইবে ॥ বি-পু-৩।১২।৩৭ ।

পাপোঽপ্যপাপঃ পরুষেঽপ্যভিধত্তে প্রিয়াণিযঃ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্যমুক্তিঃ করে স্থিতা ॥

কোন ব্যক্তি অপকার করিলে যিনি তাহার প্রত্যপকার না করেন, কেহ পরুষবাক্য কহিলে যিনি তাহাকে প্রিয়বাক্য কহেন এবং সর্ব্বভূতে মৈত্রাচরণ দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা দ্রবীভূত হইয়া রহিয়াছে, মুক্তিপদ তাঁহার করতল স্থিত বলিতে হইবে ॥ ঐ ৪১ ।

পরস্য দণ্ডংনোদ্যচ্ছেৎ ক্রুদ্ধো নৈব নিপাতয়েৎ ।
অন্যত্র পুত্রাচ্ছিষ্যাদ্বা শিষ্টার্থং তাড়য়েত্তু তৌ ॥

ক্রুদ্ধ হইয়া পরকে মারিবার জন্য দণ্ডাদি উৎক্ষেপ করিবে না, অথবা পরের গাত্রে উহা পাতিত করিবে না, কিন্তু কৃতাপরাধ পুত্র, শিষ্য, ভার্য্যা ও ভৃত্যকে শাসন করিবার নিমিত্ত রজ্জু বা বেণুদল দ্বারা উহাদিগকে তাড়ন করিতে পারিবে ॥

ম-সং ৪।১৬৪ ।

(গৃহস্থ হিংসাদোষ পরিহার করিবেন)

সত্ত্বংরজস্তম ইতি শরীরং ত্রিগুণাত্মকং।
তচ্চ নানা প্রকারঞ্চ নিবোধ কথয়ামি তে ॥

শরীর সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক, তাহাও আবার বিভিন্ন রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।২৪।৬২ ।

কিঞ্চিৎ সত্ত্বাতিরিক্তঞ্চকিঞ্চিদেব রজোধিকং।
তমোতিরিক্তং কিঞ্চিচ্চ ন সমং কুত্রচিম্মুনে ॥

কোন কোন দেহ সত্ত্বগুণাতিরিক্ত কোন কোন দেহ রজোগুণাতিরিক্ত এবং কোন কোন দেহ তমোগুণাতিরিক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় ; কিন্তু কোন দেহে গুণের সমতা বিদ্যমান্ নাই ॥ ঐ ৬৩ ।

সত্ত্বা দয়াচ মুক্তীচ্ছা কর্ম্মেচ্ছা চ রজো গুণাৎ ।
তমোগুণাজ্জীব হিংসা কোপাহঙ্কার এব চ ॥

সত্ত্বগুণ হইতে দয়া ও মুক্তির ইচ্ছা, রজোগুণ হইতে কর্ম্মেচ্ছা এবং তমোগুণ হইতে জীবহিংসা, ক্রোধ ও অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় ॥

ঐ ৬৪ ।

কোপাৎ কটূক্তির্নিয়তং কটূক্ত্যা শত্রুতা ভবেৎ।
তয়াচাপ্রিয়তা সদ্যঃ শত্রুঃ কঃ কস্য ভূতলে ॥

সেই ক্রোধ হইতে কটুবাক্য সমুদ্ভূত হয় এবং নিয়ত সেই

অপ্রিয় কটূক্তিযোগে সর্ব্বদা শত্রুতা সম্ভূত হইয়া থাকে; প্রত্যুত বিচার করিয়া দেখিলে ইহলোকে কেহ কাহারও শত্রু নহে॥

ব্র-বৈ-পু ৪।২৪।৬৫।

কোবা প্রিয়োঽপ্রিয়ঃ কোবা কিংমিত্রংকো রিপুর্ভুবি।
ইন্দ্রিয়াণি চ বীজানি সর্ব্বত্র শত্রু মিত্রয়োঃ॥

এই ভূমণ্ডলে কেহ কাহারও প্রিয়, অপ্রিয়, শত্রু বা মিত্র নাই, কেবল ইন্দ্রিয় সমুদায় সর্ব্বত্র শত্রু ও মিত্রের বীজ স্বরূপ হইয়া থাকে॥

ঐ ৬৬।

অয়ংবন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাং।
উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকং॥

ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এরূপ গণনা ক্ষুদ্রান্তঃকরণ লোকই করিয়া থাকে, কিন্তু উদারমতি ব্যক্তিগণের পক্ষে আত্মীয় জগৎময়॥

যো-বা-রা উপশম প্রকরণ।

সর্ব্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্র কথা কুতঃ॥

যখন জগন্নাথ জগন্ময় সর্ব্বভূতাত্মা পরমাত্মা গোবিন্দ সর্ব্বভূতেরই অন্তরাত্মা স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, তখন মিত্র ও অমিত্রের কথা কোথায়? সকল প্রাণীইত সমান॥ বি-পু ১।১৯।৩৭।

ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ॥

যখন ভগবান্ বিষ্ণু তোমাতে, আমাতে ও অন্যান্য সমুদায় পদার্থেই বিদ্যমান রহিয়াছেন, তখন এই আমার মিত্র ও এই আমার শত্রু এই প্রকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কিরূপে স্থাপিত হইবে?॥

বি-পু ১।১৯।৩৮।

অজ্ঞান প্রভবাহং ধীঃ স্ব পরেতি ভিদায়তঃ॥

অহং বুদ্ধি অজ্ঞান হইতেই জন্মিয়া থাকে; সেই অহং বুদ্ধি হইতে "নিজ" ও "পর" এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়॥ ভা-পু ১০।৪।।১৭।

শোক হর্ষ ভয় দ্বেষ লোভ মোহ মদান্বিতাঃ।
মিথোঘ্নন্তং ন পশ্যন্তি ভাবৈর্ভাবং পৃথগ্দৃশঃ।

পৃথগ্দর্শী (জীবগণ) দেহকে নিমিত্ত করিয়া শোক, হর্ষ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ ও গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরের দেহ বিনাশ করে; ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না (১)॥ ঐ ১৮।

---

(১) পদ্মপুরাণে উল্লিখিত আছে যে,—"বিচক্ষণ ব্যক্তি কদাচ প্রাণিহিংসা করিবেন না; করিলে, স্বয়ং বিধাতা তাঁহার হিংসা করিয়া থাকেন। যাহারা প্রাণিহিংসায় তৎপর, বিধাতা স্বয়ং রুষ্ট হইয়া, তাহাদের আয়ু, পুত্র, কলত্র, সম্পদ ও যশঃ বিনাশ করিয়া থাকেন। ফলতঃ

নহ্যন্যো। জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজো-গুণঃ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদি র্যত্র স্ত্রীদ্যূত মাসবঃ॥

ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব ভিন্ন কি আভি-জাত্যাদি, কি রজোগুণের কার্য্য (হর্ষ বিষাদাদি), অন্য কি কিছুতেই অভীষ্ট-বিষয়-ভোজী ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভ্রংশ করিতে পারে না। ঐশ্বর্য্য-মদে স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্য, (তিনই) আছে॥

ভা-পু ১০।১০।৬।

হনান্তে পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈ রজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈ রিমংদেহ মজরা মৃত্যু নশ্বরং॥

ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব হওয়াতেই, অজি-তাত্মা নির্দ্দয় ব্যক্তি সকল নশ্বর দেহকে অজর ও অমর বিবেচনা করিয়া প্রাণীহিংসা করে॥ ঐ ৭।

দেবসংজ্ঞিত মপ্যন্তে কৃমিবিড় ভস্ম সংজ্ঞিতম্।
ভূতধ্রুক্ তৎ কৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ॥

দেহ যদি রাজা নামেও জানিত হয়, তাহা হইলেও চরমে কৃমি, (১) বিষ্ঠা, (২) বা ভস্ম (৩) নাম প্রাপ্ত হইবে; যে ব্যক্তি সেই দেহের নিমিত্ত প্রাণি হিংসা করে, সে কি আপনার প্রয়োজন বুঝিতে পারি-য়াছে?॥ ঐ ৮।

যাহার হৃদয়ে হিংসা, এই অকরত্নয় সর্ব্বদা বিরাজ করে, তাহার তপোজপে ফল কি, দানে আব-শ্যক কি, আর যজ্ঞানুষ্ঠানেই বা প্রয়োজন কি? নিখিল জগদ্বিধাতা ভগবান্ নারায়ণ সর্ব্বপ্রাণির শরীরে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করেন। অতএব যে ব্যক্তি প্রাণিগণের হিংসা করে, সে সেই ভগবান্ হরির হিংসক। ভূতভাবন ভগবান্ আপনারে নানা-প্রকারে সৃষ্টি করিয়া শিশুর ন্যায় এই সংসার-রূপ কৌতুকগৃহে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। শরী-রীর শরীরই পরমাত্মার নিলয়। ভগবান্ বিষ্ণুই স্বয়ং সেই পরমাত্মা। অতএব সর্ব্বথা হিংসা পরিহার করিবে। পরের প্রাণবিনাশ করিলে কখন আত্মার তুষ্টিসাধন হইতে পারে না। যদিও হয়, তাহা ক্ষণিকমাত্র। কিন্তু অন্যের প্রাণ একবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়। হায়, সংসারে লোকের চরিত্র কি পরম বিস্ময়াবহ! তাহারা যত্নপূর্ব্বক পরের প্রাণ সংহার করিয়া অনায়াসেই আত্মতুষ্টি সাধন করে। যাহাহউক, ধীমান্ ব্যক্তি কদাচিৎ আত্মপর জ্ঞানের বশীভূত হন না 'আমিই বিষ্ণু, আমিই বিষ্ণু,' সর্ব্বদা মনোমধ্যে এই প্রকার চিন্তা করিয়া থাকেন। যে মহাত্মা পরসুখে সুখ ও পরদুঃখে দুঃখ অনুভব করেন, তিনি এই সংসারে সাক্ষাৎ হরি বলিয়া পরি-গণিত হন। লোকে মোহবিহ্বল হৃদয়ে পরের হিংসা করিয়া যে সুখ অনুভব করে, সেই সুখে ধিক্। লোকে অজ্ঞানবশতঃ অন্যকে যে সুখ অথবা যে দুঃখ প্রদান করে, অচিরাৎ আপনি সেই সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হয়"।

(ক্রিয়াযোগসার ৮অ-১২০—১৩০)

(১) যদি অমনি পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে কৃমিতে পরিণত হয়।

(২) কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে, বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়।

(৩) দগ্ধ হইলে ভস্ম হয়।

দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বংনিষেক্তু র্মাতুরেব বা।
মাতুঃ পিতুর্ব্বা ক্রেতুর্ব্বা বলিনোঽগ্নেঃ শুনোপি বা॥

দেহ কি অন্নদাতার? না বীজ-সেক্তা পিতার? না মাতার? না মাতামহের? না ক্রেতার? না বলী ব্যক্তির? না অগ্নির? না কুক্কুরের?॥ ভা-পু-১০।১০।৯।

এবং সাধারণং দেহমব্যক্ত প্রভবাপ্যয়ং।
কো বিদ্বানাত্মসাৎ কৃত্বা হন্তি জন্তূনৃতেঽসতঃ॥

যখন এইরূপ সন্দেহ, তখন ত দেহ সাধারণের; অব্যক্ত বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার সেই অব্যক্ত বস্তুতেই লীন হইবে। অসৎ ব্যতীত কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই দেহকে আত্মা ভাবিয়া প্রাণি-হত্যা করিতে যাইবেন?॥ ঐ ১০।

অসতঃশ্রীমদান্ধস্য দারিদ্র্যং পরমঞ্জনং।
আত্মোপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে॥

ঐশ্বর্য্যমদে যাহাদিগের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, দরিদ্রতাই তাহা-দিগের উৎকৃষ্ট অঞ্জন। দরিদ্র আপনার সহিত তুলনা করিয়া সকল ব্যক্তিকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন॥ ঐ ১১।

যথা কণ্টক বিদ্ধাঙ্গো জন্তোর্নেচ্ছতি তাং ব্যথাং।
জীবসাম্যং গতোলিঙ্গৈ র্নতথা বিদ্ধকণ্টকঃ॥

যাঁহার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হই-য়াছে, তিনি (মুখম্লান্যাদি) চিহ্ন-দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, সকল ব্যক্তিরই দুঃখ সমান। অন্যে সেই ব্যাথা পায়, তাহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। কিন্তু যাঁহার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হয় নাই, তিনি সেরূপ করিতে পারেন না॥ ভা-পু ১০।১০।১২।

দরিদ্রো নিরহংস্তম্ভোমুক্তঃ সর্ব্বমদৈরিহ।
কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতি তদ্ধিতস্য পরংতপঃ।
নিত্যং ক্ষুৎক্ষাম দেহস্য দরিদ্রস্যান্নকাঙ্ক্ষিণঃ।
ইন্দ্রিয়ান্যনুশুষ্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ত্ততে॥

যিনি দরিদ্র হন, তাঁহার "আমি" ও 'আমার' এরূপ গর্ব্ব দূর হয়। তিনি ইহলোকে যাবতীয় গর্ব্ব হইতে মুক্ত। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে যে কষ্ট ভোগ করেন, সেই তাঁহার পরম তপস্যা। অন্নপ্রয়াসী দরি-দ্রের দেহ ক্ষুধায় প্রত্যহ ক্ষীণ হইয়া আইসে; সুতরাং ইন্দ্রিয় সকল শুষ্ক হয় এবং হিংসাও নিবৃত্তি পায়॥ ঐ ১৩।

অন্যেষাং যো ন পাপানি চিন্তয়ত্যাত্মনো যথা।
তস্য পাপাগমস্তাত হেত্বভাবান্ন বিদ্যতে॥

যে ব্যক্তি কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করে, এবং সকলকেই আত্মবৎ জ্ঞান করিয়া থাকে, কারণাভাব প্রযুক্ত তাহারও অনিষ্টাপাত হয় না॥ বি-পু ১।১৯।৫।

কর্ম্মণা মনসা বাচা পরপীড়াং করোতি যঃ।
তদ্বীজ জন্ম ফলতিপ্রভূতং তস্য চাশুভম্।

যে ব্যক্তি কর্ম্ম দ্বারা, মনোদ্বারা,

বা বাক্য দ্বারা পরাপকারে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সেই পরাপকাররূপ বীজ হইতে ভূরি ভূরি অশুভ ফল উৎপন্ন হয়॥ বি-পু ১।১৯।৬।

অপকারেষু মায়য়াং চিন্তয়েন্ন কদাচন।
স্বয়মেব পতিষ্যন্তি কূলজাতাইবদ্রুমাঃ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পরের অপকার করিয়া থাকে, তাহার বিনাশের জন্য কোন উপায় চিন্তা করিতে হয় না। সেই পরাপকারী ব্যক্তি নদী কুলজাত বৃক্ষের ন্যায় আপনিই পতিত হইয়া থাকে॥

গ-পু ১।১১০।২৩।

ধর্ম্মী চেন্নশপেদ্ধর্ম্মাৎ প্রেম্না বা জাতু কিল্বিষং।
তথাপি তঞ্চ ফলতি ধর্ম্মস্তং হন্তি নারদ॥

ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদি ধর্ম্মানুরোধে বা স্নেহ বশতঃ কৃতাপরাধ ব্যক্তিকে শাপ প্রদান না করেন, তথাপি সেই অপরাধীকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়, কারণ ধর্ম্মই সেই অপরাধীকে নষ্ট করিয়া থাকেন॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৫৯।৪।

ন বৈরাণ্যভিজানন্তি গুণান্ পশ্যন্তি নাগুণান্॥
বিরোধং নাধিগচ্ছন্তি যৈ ত উত্তম পুরুষাঃ॥

যে সকল ব্যক্তি বৈরাচরণ জানেন না, অন্যের দোষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণই দর্শন করেন এবং বিরোধে লিপ্ত নহেন, তাঁহারাই উত্তম পুরুষ॥ ম-ভা-সভা-পর্ব্ব ৭২।৬।

স্মরন্তি সুকৃতান্যেব ন বৈরাণি কৃতান্যপি।
সন্তঃ পরার্থং কুর্ব্বানা নাবেক্ষন্তে প্রতিক্রিয়াম্॥

সাধুগণ বৈরাচরণ বিস্মরণ পূর্ব্বক কেবল শত্রুকৃত সৎকার্য্যেরই স্মরণ করিয়া পরোপকারানুরোধে প্রতিকার পরাঙ্মুখ থাকেন॥ ম-ভা ৭২।৭।

উপকারিষু যঃ সাধুঃ সাধুত্বে তস্য কোগুণঃ।
অপকারিষু যঃ সাধুঃ স সাধুঃ সদ্ভিরুচ্যতে॥

যে ব্যক্তি উপকারী জনের প্রতি সদাচরণ করেন, তাঁহার গুণের বিশেষ প্রশংসা কি আছে,? যে ব্যক্তি অপকারির প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, তিনিই যথার্থ-সাধু॥

জৈ-ভা ১১।৪২।

অপকারিষু ভূতেষু যে ভবন্ত্যপকারিণঃ।
তৈঃস্তম্ভৈ বৈ ধৃতা সর্ব্বাত্রিলোকী যজ্ঞমণ্ডলী॥

অনিষ্টকারী ব্যক্তিরও যাঁহারা উপকার করিয়া থাকেন, সেই মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক স্তম্ভের ন্যায় যজ্ঞমণ্ডলীরূপ এই ত্রিজগৎ ধৃত হইয়া থাকে॥ আত্ম-পু ২।৭০।

অহিংসা পরমো ধর্ম্ম ইত্যেবং পরমা মতিঃ।
অহিংসা পরমং দানমিত্যেব কবয়ো বিদুঃ॥

অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, ইহাতে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্মতি আছে এবং অহিংসাই পরম দান ইহা সকল পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন॥ হি-উ।

সর্ব্বহিংসা নিবৃত্তা যে নরাঃ সর্ব্বসহাশ্চ যে।
সর্ব্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥

যে মনুষ্য সর্ব্ব প্রকার হিংসা

হইতে নিবৃত্ত হয়, সর্ব্ব সহিষ্ণু হয় এবং সর্ব্বভূতের আশ্রয় হয়, সেই স্বর্গগামী হয় (১)॥ হি-উ।

নৈতাদৃশঃ পরোধর্ম্মো নৃনাং সদ্ধর্ম্মমিচ্ছতাং।
ন্যাসো দণ্ডস্য ভূতেষু মনোবাক্ কায়জস্য যঃ॥

মন, বাক্য বা শরীর দ্বারা প্রাণীগণের হিংসা না করার ন্যায় সাধুধর্ম্মাভিলাষী জনগণের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই॥ ভা-পু ৭।১৫।৬।

নায়ং মার্গো হি সাধুনাং হৃষীকেশানুবর্ত্তিনাম্।
যদাত্মানং পরাগ্ গৃহ্য পশুবদ্ভূতবৈশসম্॥

প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান দেহকেই আত্মা বোধ করিয়া প্রাণী হিংসা করা পশুরই স্বভাব; কিন্তু যাঁহারা হৃষিকেশের সেবা করেন, তাঁহাদিগের আচরণ সেরূপ নহে॥

ভা-পু ৪।১১।১০।

তিতিক্ষয়া করুণয়া মৈত্র্যা চাখিলজন্তুষু।
সমত্বেন চ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ সংপ্রসীদতি॥

যে ব্যক্তি মহতের প্রতি উপেক্ষা, নীচের প্রতি কৃপা, সমানের প্রতি মিত্রতা এবং সর্ব্বজন্তুর প্রতি অভেদ ভাব প্রকাশ করেন, সকলের আত্মাস্বরূপ ভগবান্ সেই ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হন॥ ঐ ১৩।

যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎদ্রষ্টব্যঃ সুখমিচ্ছতা।
সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে॥

সুখেচ্ছু ব্যক্তি আপনার আত্মাকে যেরূপ দেখিবেন, পরের আত্মাকেও তদ্রূপ দেখিবেন এবং সুখ ও দুঃখ আপনার আত্মাতে যেরূপ, পরের আত্মাতেও সেইরূপ বুঝিবেন॥

দ-সং ৩।২০।

মাতৃবৎ পরদারাংশ্চ পরদ্রব্যানি লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

যে ব্যক্তি পরস্ত্রীকে মাতৃতুল্য পরদ্রব্যকে লোষ্ট্র (ডেলা) তুল্য ও সর্ব্ব প্রাণীকে আত্ম তুল্য দর্শন করেন, তিনিই বিচক্ষণ॥

আ-সং ১০।১১

(১) প্রাণিবিনাশন স্বরূপ হিংসা পরিত্যাগকে অহিংসা কহে। এই অহিংসাকে যে ব্যক্তি সিদ্ধ করিতে পারে, তাহার নিকটে স্বভাবতঃ পরস্পর বিরোধী জন্তু সকলও বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার করে। এই কারণে যে বনে যোগীরা বাস করেন, তথায় অহি, নকুল মৃগ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি চিরবৈরাবলম্বী পশু সকলও সহজ সুহৃদের ন্যায় একত্র বিচরণ করিয়া থাকে। ফলতঃ অহিংসার তুল্য ধর্ম্ম নাই, অহিংসার সমান জ্ঞান নাই, এবং অহিংসার সমান তপস্যা নাই। যেরূপ হস্তিপদে অন্যান্য সমস্ত পদবিলীন হয়, সেইরূপ অহিংসা দ্বারা সমুদায় অধর্ম্ম বিলীন হইয়া থাকে। "এই অহিংসা যোগ বৃক্ষের ত্রিতাপনাশিনী ছায়া, ধর্ম্ম ও জ্ঞান এই বৃক্ষের পুষ্প, স্বর্গ ও মোক্ষ ইহার ফল। যাহারা দুঃখত্রয়রূপ দিবাকর তাপে সন্তপ্ত, যোগতরুর এই ছায়া তাহাদের শীতলতা সাধন করে। তাহারা ইহার আশ্রয়ে সম্যক্‌রূপ নির্ব্বাণ লাভ করিয়া পুনরায় দুঃখে অভিভূত হয় না"।

প-পু ২।১৮।২২০—২২২।

মৃগোষ্ট্র খরমর্কাখু সরীসৃপ্ খগমক্ষিকান্।
আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেৎ তৈরেষামন্তরংকিয়ৎ।।

মৃগ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, মর্কট, মুষিক, সর্প, পক্ষী ও মক্ষিকাদিগকে আপনার পুত্র-সদৃশ বিবেচনা করিবেন! বাস্তবিক পুত্র হইতে এই সকলের অন্তরই বা কি? ভা-পু ৭।১৪।৮।

সুখং বা যদি বা দুঃখংযৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পরে।
যৎকৃতস্তু পুনঃ পশ্চাৎসর্ব্বমাত্মনি তদ্ভবেৎ।।

অন্যের প্রতি যে কিছু সুখ বা দুঃখ প্রদান করা হয়, পশ্চাৎ (পর লোকে) তৎসমুদায় আপনাতে প্রতিফলিত হয়।। দ-সং ৩।২১।

ক্ষুদ্রজন্তুবধেনৈব ক্ষুদ্রজন্তু ভবেন্নরঃ।
বর্ষাণাং শতকঞ্চৈব ক্ষুদ্রব্যালী ভবেত্ততঃ।।

মানব ক্ষুদ্র জন্তু বধ করিলে দেহান্তে ক্ষুদ্র জন্তুরূপে জন্ম গ্রহণ করে, পরে শতবর্ষ ক্ষুদ্রব্যালরূপী হইয়া তাহাকে অবস্থান করিতে হয়॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।৭৮।

কৃপা কার্য্যা সতাং শশ্বদহিংস্রেষু চ জন্তুষু।
হিংসায়াং নহি দোষশ্চ হিংস্রাণাঞ্চ ব্রজেশ্বর।।

হে ব্রজেশ্বর! সর্ব্বদা অহিংস্র জন্তুগণের প্রতি দয়া (১) করা সাধুগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু হিংস্র জন্তুর প্রতি হিংসা করা দোষাবহ নহে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।৭৯।

(১) যত্নপূর্ব্বক পর ক্লেশ নিবারণ করিবার নিমিত্ত অন্তঃকরণে যে ইচ্ছা হয়, তাহাকে দয়া কহে।

(হিংসকের প্রতি হিংসা করিলে কোন দোষ হয় না)

শস্ত্রং দ্বিজাতিভির্গ্রাহ্যং ধর্ম্মো যত্রোপরুধ্যতে।
দ্বিজাতীনাঞ্চ বর্ণানাং বিপ্লবে কালকারিতে।।
আত্মনশ্চ পরিত্রাণে দক্ষিণানাঞ্চ সঙ্গরে।
স্ত্রীবিপ্রাভ্যুপপত্তৌ চ ধর্ম্মেণ ঘ্নন্ ন দুষ্যতি।।

যৎকালে কোন ব্যক্তি সাহস পূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্ম-কার্য্য করিতে না দেয়, তৎকালে সেই দুষ্টের দমনার্থ, পরচক্রাগমন জনিত রাষ্ট্রাদিতে উপদ্রব নিবারণার্থ, আত্মরক্ষার্থ, যজ্ঞীয় দক্ষিণাদি ধনাপহরণ নিবারণার্থ, স্ত্রীলোকের রক্ষার নিমিত্ত এবং ব্রাহ্মণের পরিত্রাণের জন্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অস্ত্র ধারণ করিতে পারেন, ইহাতে পরহিংসা জন্য দোষভাগী হইতে হয় না॥ ম-সং ৮।৩৪৮-৩৪৯।

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতং।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।।

গুরুই হউন বা বালকই হউক, বৃদ্ধই হউন বা বহুশ্রুত ব্রাহ্মণই হউন, ইহাদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি বধ করিবার নিমিত্ত সমাগত হইবে, আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না থাকিলে, কোন বিচার না করিয়া

তাহাকে বধ করিবে অর্থাৎ বধোদ্যত ব্যক্তিকে বধ করিলে কোন দোষ নাই ॥ ম-সং ৮।৩৫০।

ব্রাহ্মণঃ সমদৃক্ শান্তো দীনানাং সমুপেক্ষকঃ।
স্রবতে ব্রহ্ম তস্যাপি ভিন্নভাণ্ডাৎ পয়ো যথা ॥

সকলকে সমান জ্ঞান করা এবং শান্ত হওয়াই ব্রাহ্মণের স্বভাব বটে, কিন্তু কোন ব্যক্তি কোন দীনের প্রতি অত্যাচার করিতেছে, দেখিয়াও যদি তিনি উপেক্ষা করেন, তাহাহইলে, যেরূপ ভগ্ন কলস হইতে জল ক্ষরিয়া পড়ে, সেইরূপ তাঁহার তপস্যা সকল ভ্রষ্ট হয় ॥ ভা-পু-৪।১৪।৪১।

প্রায়শ্চিত্তং হিংসকানাং ন বেদেষু নিরূপিতং।
বধে সমুচিতে তেষা মিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥

যাহারা হিংসক অর্থাৎ বধোদ্যত, বেদে তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাই নির্দ্দিষ্ট হয় না, বরং কমলযোনি ব্রহ্মা তাহাদিগের নিধন বিহিত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ব্র-বৈ-পু ৩।৩৫।৮২।

(গৃহস্থ সর্ব্বদা পরোপকারে যত্নবান্ থাকিবেন)

প্রাণা যথাত্মনোভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ ॥

যেমন আপনার প্রাণ ইষ্ট হয়, সেইরূপ সর্ব্ব জীবের প্রাণ ইষ্ট হয়, এই কারণে সাধু লোকেরা আত্ম উপমাক্রমে সর্ব্ব জীবের প্রতি দয়া করেন ॥ যো-উ-১০৪।

ভবেস্মিন্ পবনোদ্ভ্রান্ত বীচি বিভ্রম ভঙ্গুরে।
জায়তে পুণ্যযোগেন পরার্থে জীবিতব্যয়ঃ ॥

বায়ু হইতে উদ্ভূত তরঙ্গের ন্যায় এই ভ্রমাত্মক ও বিনশ্বর সংসারে পরের জন্য জীবন ব্যয় করা মহা পুণ্য যোগেই হইয়া থাকে ॥ হি-উ।

কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতম্ ॥

(ভগবান্ শিব ভগবতী পার্ব্বতীকে কহিয়াছিলেন)—হে দেবি! হে পরমেশ্বরী! বিশ্বের হিত অর্থাৎ উপকার করিলে বিশ্বের ঈশ্বর প্রীত হইয়া থাকেন ; কারণ তিনিই বিশ্বের আত্মা, এই বিশ্ব কেবল তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে ॥ ম-নি-ত-২।৩৩।

আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
পুণ্যং পরোপকারায় পাপঞ্চ পরপীড়নে ॥

সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনা ও পুনঃ পুনঃ বিচার করণান্তর এই স্থির হইয়াছে যে, পরোপকার করাই পুণ্য এবং পরপীড়ন করাই পাপ ॥ ক-বা।

নির্গুণেষ্বপি সত্ত্বেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।
নহি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চণ্ডাল বেশ্মনি ॥

সাধু লোক নির্গুণ ব্যক্তিকেও দয়া করেন, কারণ চন্দ্র চণ্ডাল-গৃহ হইতে জ্যোৎস্নাকে সংহরণ করেন না ॥ হি-উ।

যোঽধ্রুবেণাত্মনা নাথা ন ধর্ম্মং ন যশঃ পুমান্ ।
ঈহেত ভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি ॥

হে নাথগণ ! যে ব্যক্তি প্রাণীর প্রতি দয়া বশতঃ অস্থির দেহ দান করত ধর্ম্ম ও যশঃ উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা না করে, স্থাবরেরাও তাহার নিমিত্ত দুঃখিত হয় ॥

ভা-পু-৬।১০।৭ ।

এতাবান ব্যয়োধর্ম্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ ।
যোভূত শোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি ॥

যিনি প্রাণীর শোক ও হর্ষে আপনি শোকান্বিত ও আনন্দিত হন, পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণ তাঁহার ধর্ম্মকেই অব্যয় বলিয়া আদর করেন ॥ ঐ ৮ ।

অহো দৈন্যং মহোকষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ ।
যন্নোপকুর্য্যাদস্বার্থৈর্ম্মর্ত্ত্যঃ স্বজ্ঞাতি বিগ্রহৈঃ ॥

ধন, স্ত্রী ও পুত্র প্রভৃতি আত্মীয় জন এবং দেহ, সকলই ক্ষণভঙ্গুর ও শৃগালাদির ভক্ষ্য । এ সকলের দ্বারা পুরুষের অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হয় না । অহো ! তথাপি মনুষ্য যে এতদ্দ্বারা পরের উপকার করিতে ইচ্ছা করে না, ইহা অতি দুঃখের বিষয় ! কষ্টের বিষয় ! ॥ ঐ ৯ ।

(কাহারও প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করিবেন না)

বার্হস্পত্য ন সোঽস্ত্যত্র সাধু বৈ দুর্জ্জনেরিতৈঃ ।
দুরুক্তৈ র্ভিন্নমাত্মানং যঃ সমাধাতুমীশ্বরঃ ॥

হে বৃহস্পতির শিষ্য ! ইহ-সংসারে সে সাধু নিশ্চয়ই নাই, যিনি দুর্জ্জন কর্তৃক উচ্চারিত দুরুক্তি সকলের দ্বারা ক্ষুভিত মনকে শান্ত করিতে সমর্থ হয়েন ॥

ভা-পু-১১।২৩।২ ।

ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান্ বাণৈস্তু মর্ম্মগৈঃ ।
যথা তুদন্তি মর্ম্মস্থা হ্যসতাং পুরুষেষবঃ ॥

অসাধুদিগের কটুবাক্যরূপ বাণ সকল মর্ম্মস্থ হইয়া যেরূপ কষ্ট দেয়, পুরুষ মর্ম্মগামী বাণ সমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সেরূপ কষ্ট পান না ॥ ঐ ৩ ।

দুর্ব্বাক্যং দুঃসহং রাজং তীক্ষ্ণাস্ত্রাদপি জীবিনাং ।
সঙ্কটেপি সতাং বক্ত্রা দ্বিরুক্তি র্ন বিনির্গতা ॥

মানবগণের পক্ষে দুর্ব্বাক্য নিতান্ত দুঃসহ, এমন কি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র হইতেও দুঃসহ্য । সঙ্কট অর্থাৎ রাগাদি কারণ উপস্থিত হইলেও কখনই সাধু ব্যক্তিদিগের মুখ হইতে দুর্ব্বাক্য বিনির্গত হয় না (১) ॥

ব্র-বৈ-পু ৩।৩৫।৬৪ ।

---

(১) মর্ম্মভেদী নৃশংস বাক্য, অর্থাৎ যে বাক্যে অন্যের মনোব্যথা উপস্থিত হয় এবং যে বাক্য উচ্চারণ করিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয়, তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য । যে বাক্য-রূপ শর বদন হইতে নির্গত হইয়া অন্যের মর্ম্ম ভেদ করে, যদ্দ্বারা আহত হইলে দিবারাত্রি শোকাকুল হইতে হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা কখনই অন্যের প্রতি প্রয়োগ করিবেন না । পরশু দ্বারা অরণ্য ছিন্ন হইলে পুনরায় অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু দুর্ব্বাক্য দ্বারা অন্যকে বিদ্ধ করিলে তাহা যার পর নাই অপ্রতিবিধেয় হইয়া উঠে। শরাদি

নারুন্তুদঃ স্যাদার্ত্তোঽপি ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ।
যয়াস্যোদ্বিজতে বাচা নালোক্যাং তামুদীরয়েৎ॥

কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অত্যন্ত আর্ত্ত অর্থাৎ পীড়িত হইলেও তাহার মর্ম্ম-পীড়াকর দোষ উল্লেখ করিবে না; যাহাতে পরের অপকার হয় এমন কোন কর্ম্ম বা চিন্তা করিবে না, অথবা যে বাক্য কহিলে অন্যের মনে ব্যথা জন্মে এমন মর্ম্মপীড়াকর স্বর্গপথ বিরোধী বাক্যও প্রয়োগ করিবে না॥ ম-সং ২।১৬১।

(কাহারও সহিত বিবাদ করিবেন না)

মাতৃপিত্রতিথি ভ্রাতৃজামিসম্বন্ধি মাতুলৈঃ।
বৃদ্ধবালাতুরাচার্য্যবৈদ্যসংশ্রিতবান্ধবৈঃ॥
ঋত্বিক্ পুরোহিতাপত্যভার্য্যাদাসসনাভিভিঃ।
বিবাদং বর্জ্জয়িত্বা তু সর্ব্বাল্লোঁকান্ জয়েদগৃহী॥

মাতা, পিতা, অতিথি, ভিন্ন-গর্ভজ ভ্রাতা, কুলস্ত্রী, কুটুম্ব, মাতুল, বৃদ্ধ, বালক, রোগী, আচার্য্য, বিদ্বান্ বা ভিষক, আশ্রিত, বান্ধব, যাজক, পুরোহিত, পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, দাস, সহোদর ও সহোদরা, ইহাদিগের সহিত যে গৃহস্থ বিবাদ না করেন, তিনি সকল পুণ্যলোকই (১) প্রাপ্ত হয়েন॥ যা-সং ১।১৫৬-১৫৭।

তীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল শরীরে বিদ্ধ হইলে অনায়াসেই উৎপাটন করা যায়, কিন্তু বাক্যরূপ শল্য বিদ্ধ হইলে উহা প্রত্যাহরণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। উহা যাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা যায়, তাহার হৃদয়ভেদী হয়, সন্দেহ নাই। যদি ইতর ব্যক্তি পণ্ডিতের প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে শান্তি অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাকে ক্ষমা করাই পণ্ডিত ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধু ব্যক্তিরা ক্ষমা, সত্য, সরলতা ও অনৃশংসতাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যেহেতু শাস্ত্রে কথিত আছে যে, "ক্রোধন স্বভাব অপেক্ষা ক্রোধহীন, অসহিষ্ণু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানুষ অপেক্ষা মানুষ এবং অজ্ঞান হইতে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।' বস্তুতঃ সকলের সহিত সুমধুর প্রিয় সম্ভাষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নিন্দা, পরুষ বাক্য প্রয়োগ, অবজ্ঞা, অহঙ্কার, বা দাম্ভিকতা প্রকাশ করা কদাপি বিধেয় নহে॥

(১) পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে,—"গৃহী ব্যক্তি পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, বালক, বৃদ্ধ, আতুর, বৈদ্য, স্ত্রীলোক, সম্বন্ধী, বন্ধুবান্ধব, মাতা, পিতা, জ্ঞাতি, পুত্র, পুত্রবধূ, দুহিতা ও দাসবর্গের সহিত কখনও বিবাদ করিবে না। যে ব্যক্তি ইহাদের দুঃখ মোচনে তৎপর হইবে, সে নিশ্চয়ই সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যে ব্যক্তি ইহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিবে, সে সর্ব্বলোকেই জয় প্রাপ্ত হইবে। আচার্য্য বশীভূত হইলে ব্রহ্মলোক বশীভূত হয়, পিতা বশীভূত হইলে প্রাজাপত্য লোক বশীভূত হয়। অতিথির প্রীতিসাধন করিতে পারিলে ঋত্বিক্ ও দেবলোকে অপূর্ব্ব আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ মাতুল বশীভূত হইলে বসুলোক, জ্ঞাতিগণ বশীভূত হইলে বিশ্বদেবলোক, সম্বন্ধি, বন্ধু বান্ধব বশীভূত হইলে পৃথিবীলোক, বৃদ্ধ, বালক, ও আতুরেরা বশীভূত হইলে আকাশলোক, পুরোহিত বশীভূত হইলে ঋষিলোক, বৈদ্য হইলে অশ্বিলোক, সুত হইলে মরুল্লোক, এবং ভার্য্যা হইলে অপ্সরালোক বশীভূত হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃতুল্য ভাবিতে হইবে, ভার্য্যা ও পুত্রকে নিজ শরীর বোধ করিতে হইবে, স্বজনদিগকে আপনার ছায়ার ন্যায় ভাবিতে হইবে, এবং দুহিতাদিগকে সাক্ষাৎ করুণা বলিয়া বোধ করিতে হইবে; অতএব ইহাদের সহিত কখনও বিবাদ করিবে না"। সৃষ্টিখণ্ড, ১৫ অ ২০৬—২১০।

বিরোধং নোত্তমৈর্গচ্ছেন্নাবরৈশ্চ সদা বুধঃ।
বিবাদশ্চ বিবাহশ্চ সমশীলৈর্নৃপেষ্যতে॥

জ্ঞানীলোক কখনই উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট লোকের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে না। হে রাজন্! বিবাদ ও বিবাহ সমতুল্য লোকের সহিতই কথঞ্চিৎ শ্রেয়স্কর হয়॥

বি-পু-৩।১২।২২।

নারভেত কলিংপ্রাজ্ঞঃ শুষ্কবৈরং ন কারয়েৎ।
অপ্যল্পহানিঃ সোঢ়ব্যা বৈরেণার্থাগমংত্যজেৎ॥

বস্তুতঃ প্রাজ্ঞলোক কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না এবং নিরর্থক শত্রুতাও করিবে না, বরং অল্প ক্ষতিও সহ্য করিবে তথাপি বৈরীতা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা বিধেয় নহে॥ ঐ ২৩।

(অহঙ্কার প্রযুক্ত আত্মশ্লাঘা করিবে না।)

মূঢ়ানামবলিপ্তানামসারং ভাবিতংভবেৎ।
দর্শয়ত্যন্তরাত্মা তংদিবা রূপমিবাংশুমান্॥

অহঙ্কারী মূঢ়গণের চিন্তা নিতান্ত অসার। যেমন প্রভাকর দিবাভাগে রূপ সকল প্রকাশিত করেন, সেইরূপ তাহাদিগের অন্তরাত্মাই কেবল তাহাদিগের রূপ (আন্তরিক অসারতা) আবিষ্কৃত করেন॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৭।৪৮।

ন লোকে রাজতে মূর্খঃ কেবলাত্মপ্রশংসয়া।
অপি চেহ শ্রিয়াহীনঃ কৃতবিদ্যঃ প্রকাশতে॥

মূর্খ ব্যক্তি কেবল আত্মশ্লাঘা দোষে লোকের নিকট প্রভাহীন হইয়া থাকে, কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তি শ্রীভ্রষ্ট হইলেও শোভমান্ হন॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৭।৪৯।

অব্রুবন্ কস্যচিন্নিন্দা-মাত্মপূজামবর্ণয়ন্।
ন কশ্চিদ্‌গুণসম্পন্নঃ প্রকাশো ভুবি দৃশ্যতে॥

অন্যের নিন্দা ও আত্মপ্রশংসা না করেন, এমন গুণসম্পন্ন লোক এই জগতীতলে অতি দুর্ল্লভ॥

ঐ ৫০।

কথং পরানুভাবজ্ঞঃ স্ব প্রশংসিতুমর্হতি।
পরেণ সমবেতস্তু যঃ প্রশস্যঃ স পূজ্যতে॥

যে ব্যক্তি পরের মর্য্যাদা জানে, সে কখন আত্মপ্রশংসা করে না; যেহেতু অন্যে যাঁহার প্রশংসা করে, তিনিই যথার্থ পূজ্য॥

ম-ভা-সভাপর্ব্ব ১৫।৩।

অহঙ্কারপিশাচেন গ্রস্তা যে নিরয়ৈষিণঃ।
তেষাং মোহমদান্ধানাং ন মিত্রাণি ন বান্ধবাঃ॥

যে সকল নিরয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ অহঙ্কার পিশাচ কর্ত্তৃক গ্রস্ত হয়, সেই মোহমদান্ধ ব্যক্তিদিগের বন্ধু বান্ধব ও মিত্রাদি কেহই থাকে না॥

যো-বা-রা ৬।২৯।৪১।

অহঙ্কারোপহতয়া বুদ্ধ্যা যা ক্রিয়তে ক্রিয়া।
বিষবল্ল্যা ইব ফলং তস্যাঃ স্যান্মরণাত্মকং॥

অহঙ্কারোপহত বুদ্ধি দ্বারা যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহার ফল বিষবল্লীর ফলের ন্যায় অনিষ্টকারক ও নরকপ্রদ॥ ঐ ৪২।

বিবেক ধৈর্য্যহীনেন স্বাহঙ্কারমহোৎসবঃ।
মূর্খেণালম্বিতো যেন নষ্টমেবাশু বিদ্ধি তং॥

যাহার বিবেক ও ধৈর্য্য লোপ পাইয়াছে, যদি সেই অজ্ঞান ব্যক্তি অহঙ্কার-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করে, (জানিও) তাহাতেই তাহার সত্বর মৃত্যু হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ৬।২৯।৪৩।

অহঙ্কারোরগো যস্য পরিস্ফূর্জতি কোটরে।
স্বদেহপাদপোঽধীরৈরচিরেণ নিপাত্যতে॥

যাহার দেহরূপ পাদপ কোটরে অহঙ্কার সর্প গর্জ্জন করিতে থাকে, সে দেহ-পাদপের সহিত অচিরাৎ নাশ প্রাপ্ত হয়॥ ঐ ৪৫।

হাহা মৃতোঽস্মি দগ্ধোঽস্মীত্যেতা বৈ দুঃখ-দায়িকাঃ।
অহঙ্কার পিশাচস্য শক্তয়ো বিদ্ধি রাঘব॥

হে রাঘব! "হায়! হত হইলাম, দগ্ধ হইলাম!" অহঙ্কার পিশাচের এই প্রকার দুঃখদায়ক শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে, জানিও॥

ঐ ৫০।

ইতি দত্তামিতি যজ্ঞ ইত্যধীয় ইতি ব্রতম্।
ইত্যেতানি ভয়ান্যাহুস্তানি বর্জ্জানি সর্ব্বশঃ॥

"এত দান করিলাম, "এত যজ্ঞ করিলাম," "এত অধ্যয়ন করিলাম" এবং "এত ব্রতানুষ্ঠান করিলাম" ইত্যাদি প্রকার অহঙ্কার অতি ভয়ঙ্কর, অতএব ইহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য॥

ম-ভা-আদিপর্ব্ব ৯০।২৫।

(গৃহস্থ কদাপি পরনিন্দা করিবেন না।)

বিরূপো যাবদাদর্শে নাত্মনঃ পশ্যতে মুখম্।
মন্যতে তাবদাত্মানমন্যেভ্যো রূপবত্তরম্॥

কুরূপ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আদর্শ-মণ্ডলে আপন মুখমণ্ডল না দেখে, ততক্ষণ আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্ বোধ করে॥

ম-ভা-আদি পর্ব্ব ৭৪।৮৬।

যদা স্বমুখমাদর্শে বিকৃতং সোঽভিবীক্ষতে।
তদান্তরং বিজানিতে আত্মানং চেতরংজনম্॥

কিন্তু সে ব্যক্তি যখন আপনার বিকৃত মুখশ্রী নিরীক্ষণ করে, তখন আপনার ও অন্যের রূপ প্রভেদ জানিতে পারে॥ ঐ ৮৭।

অতীব রূপসম্পন্নো ন কিঞ্চিদবমন্যতে।
অতীব জল্পন্ দুর্ব্বাচো ভবতীহ বিহেটকঃ॥

যে ব্যক্তি অত্যন্ত সুশ্রী, সে কখন অন্যকে অবজ্ঞা করে না। যে অধিক বাক্যব্যয় করে, লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল কহে॥ ঐ ৮৮।

মূর্খোহি জল্পনাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচ শুভাশুভাঃ।
অশুভং বাক্যমাদত্তে পুরীষমিব শূকরঃ॥

যাদৃশ শূকর নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া পুরীষ মাত্র গ্রহণ করে, তাদৃশ মূর্খ লোকেরা শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিলে শুভ কথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশুভই গ্রহণ করিয়া থাকে॥ ঐ ৮৯।

প্রাজ্ঞস্তু জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বাবাচঃ শুভাশুভাঃ।
গুণবদ্বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ ॥

আর হংস যেমন সজল দুগ্ধ হইতে অসার জলীয়াংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুগ্ধরূপ সারাংশই গ্রহণ করে, সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিরা লোকের শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে শুভই গ্রহণ করেন ॥

ম-ভা আদিপর্ব্ব ৭৪।৯০।

অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে।
তথা পরিবদন্নন্যাং স্তুষ্টো ভবতি দুর্জ্জনঃ ॥

সজ্জনেরা পরের অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হয়েন, কিন্তু দুর্জ্জনেরা পরের নিন্দা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয় ॥ ঐ ৯১।

অভিবাদ্য যথা বৃদ্ধান্ সন্তো গচ্ছন্তি নির্বৃতিম্।
এবং সজ্জনমাক্রুশ্য মূর্খো ভবতি নির্বৃতঃ ॥

সাধু ব্যক্তিরা মান্য লোকদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া যাদৃশ সুখী হন, অসাধুগণ সজ্জনগণের অপমান করিয়া ততোধিক সন্তোষ লাভ করে ॥ ঐ ৯২।

সুখং জীবন্ত্যদোষজ্ঞা মূর্খা দোষানুদর্শিনঃ।
যত্র বাচ্যাঃ পরৈঃ সন্তঃ পরানাহুস্তথাবিধান ॥

অদোষদর্শী সাধু ও দোষৈকদর্শী অসাধু উভয়েই সুখে কালাতিপাত করে, কারণ, অসাধু সাধু ব্যক্তির নিন্দা করে, কিন্তু সাধুব্যক্তি অসাধু কর্তৃক অপমানিত হইয়াও তাহার নিন্দা করেন না ॥ ঐ ৯৩।

অতো হাস্যতরং লোকে কিঞ্চিদন্যন্ন বিদ্যতে।
যত্র দুর্জ্জনমিত্যাহ দুর্জ্জনঃ সজ্জনং স্বয়ম্ ॥

যে ব্যক্তি স্বয়ং দুর্জ্জন, সে সজ্জনকে দুর্জ্জন বলে, ইহা হইতে হাস্যকর আর কি আছে? ॥

ম-ভা আদিপর্ব্ব ৭৩।৯৪।

পুমাংসো যে হি নিন্দন্তি বৃত্তেনাভিজনেন চ।
ন তেষু নিবসেৎ প্রাজ্ঞঃ শ্রেয়োঽর্থী পাপবুদ্ধিষু।

যে সকল লোকেরা আচার, ব্যবহার ও কৌলীন্যাদি লইয়া সর্ব্বদা পরনিন্দা করে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি সেই সকল পাপিষ্ঠ লোকের সংসর্গ করিবেন না ॥

ম-ভা-আদি পর্ব্ব ৭৯।১০।

(সর্ব্বতোভাবে যশস্বী ও কীর্ত্তিমান হইতে চেষ্টা করিবে।)

সর্ব্বং মিথ্যৈব সংসারং পদ্মপত্রে যথা জলং ॥
সৎকীর্ত্তিশ্চাথ দুষ্কীর্ত্তিঃ কথা মাত্রাবশেষিতা।
বিড়ম্বনাংবা কি মতো দুষ্কীর্ত্তিশ্চ তথা মহো ॥

এই সংসার পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় নিতান্ত অসার, কেবল সৎকীর্ত্তি ও অপকীর্ত্তি এই কথা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। অতএব সৎকীর্ত্তি ঘোষণা না হইয়া যদি অপকীর্ত্তিই ঘোষণা হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? ॥ ব্র-বৈ-পু ৩।৩৫।৫৮।

মাংস মূত্র পুরীষাস্থি নির্ম্মিতে চ কলেবরে।
বিনশ্বরে বিহায়স্থাং যশঃ পালায় মিত্র মে॥

হে মিত্র! মাংস, মূত্র, পুরীষ ও অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত এই বিনশ্বর কলেবরকে হতাদর করিয়া যশঃ রক্ষা কর॥ হি-উ।

যদি নিত্যমনিত্যেন নির্ম্মলং মলবাহিনা।
যশঃ কায়েন লভ্যেত তন্ন লব্ধং ভবেন্নু কিং॥

যদি অনিত্য ও মলবাহি দেহ দ্বারা নিত্য ও নির্ম্মল যশঃ লাভ হয়, তাহা হইলে কি না লব্ধ হয়?॥ ঐ

শরীরস্য গুণানাঞ্চ দূরমত্যন্তমন্তরং।
শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ॥

শরীর হইতে শরীরের গুণের অনেক দূর অন্তর, কেন না শরীর ক্ষণবিধ্বংসী, আর গুণ কল্পান্তস্থায়ী হয়॥ ঐ

অস্থিরং জীবিতং লোকে অস্থিরং ধনযৌবনং।
অস্থিরং পুত্রদারাদ্যং ধর্ম্মঃ কীর্ত্তির্যশঃ স্থিরং॥

লোকের জীবন, ধন, যৌবন, পুত্র, দারা প্রভৃতি সকলই অস্থির, কিন্তু ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও যশঃ ইহারা চিরস্থায়ী॥ গ-পু ১।১১৫।২৭।

যশস্বী কীর্ত্তিমান্ যো হি মৃতো জীবতি সন্ততং।
যশঃ কীর্ত্তি বিহীনোহি জীবন্নপি মৃতোহি সঃ॥

যে ব্যক্তি যশস্বী ও কীর্ত্তিমান্ হইয়া জীবন যাপন করেন, তিনি মৃত হইলেও চিরকাল জীবিত থাকেন, কিন্তু যশঃ ও কীর্ত্তিহীন ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত॥

ব্র-বৈ-পু ১।২৩।১২।

কীর্ত্তিমান্নশ্নুতে স্বর্গং হীনকীর্ত্তিস্তু নশ্যতি।
কীর্ত্তির্হি পুরুষং লোকে সঞ্জীবয়তি মাতৃবৎ।
অকীর্ত্তির্জীবিতং হন্তি জীবতোঽপি শরীরিণঃ॥

কীর্ত্তিমান্ লোকই স্বর্গ লাভ করে এবং কীর্ত্তিভ্রষ্ট ব্যক্তিই বিনষ্ট হয়। কীর্ত্তি মাতার ন্যায় পুরুষের জীবন রক্ষা করেন, কিন্তু অকীর্ত্তি জীবিত মনুষ্যকেও গতজীবিত করিয়া ফেলে॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ৩০০।৩২।

পুরুষস্য পরে লোকে কীর্ত্তিরেব পরায়ণম্।
ইহলোকে বিশুদ্ধা চ কীর্ত্তিরায়ুর্ব্বিবর্দ্ধনী॥

বিশুদ্ধা কীর্ত্তি পরলোকে পুরুষের প্রধান আশ্রয় হন এবং ইহলোকে আয়ুর দীর্ঘতা সম্পাদন করেন, অর্থাৎ যতদিন পুরুষের সৎকীর্ত্তি বর্ত্তমান থাকে, ততদিন তাহার ইহলোকে সুখ্যাতি এবং পরলোকে স্বর্গ ভোগ লাভ হয়॥

ঐ ৩৪।

শৌর্য্যে তপসি দানে চ যস্য ন প্রথিতং যশঃ।
বিদ্যায়ামর্থলাভে বা মাতুরুচ্চার এব সঃ॥

শৌর্য্য, তপস্যা, দান, বিদ্যা এবং অর্থ লাভ, এই কএকটী বিষয়ে

যাহার বিখ্যাত যশঃ নাই, সেই ব্যক্তি মাতার মল স্বরূপ ॥

গ-পু ১।১১৫।৩৩।

(সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সম্মান লাভার্থ যত্নবান্ হইবে)

অধমাঃ কলিমিচ্ছন্তি সন্ধিমিচ্ছন্তি মধ্যমাঃ।
উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাংধনং॥

অধম মনুষ্যগণ কলহ ইচ্ছা করে, মধ্যবিধ লোক সকল সন্ধি কামনা করে এবং উত্তম মনুষ্যেরা মান প্রার্থনা করে, যেহেতু মানই মহাত্মাদিগের ধন॥ গ-পু ১।১১৫।১২।

বাচা বিহিতসার্থেন লোকোন চ স্তুথায়তে।
জীবিতং মানমূলং হি মানে ম্লানে কুতঃ সুখং॥

যাহার সম্মান আছে,এবং লোকে যাহার যশঃ কীর্ত্তন করে, সেই ব্যক্তিই সুখী, যেহেতু সম্মানই জীবনের মুল। যাহার মান নাই তাহার সুখ কোথায়?॥ ঐ ৪১।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সত্যাবলম্বন।

ন হি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎ পরং।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥

সত্য (১) হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই এবং মিথ্যা হইতে পাপাচরণ আর কিছুই কাই। অতএব মানবগণের কর্ত্তব্য এই যে, তাহারা সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র সত্যই অবলম্বন করে॥ ম-নি-ত ৪।৭৫।

সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপো ব্যর্থমূষরে বপনং যথা॥

যেমন মরুভূমিতে বীজ বপন করিলে বৃথা হয়, সেইরূপ সত্যহীন পূজা বৃথা, সত্য হীন জপ বৃথা এবং সত্যহীন তপস্যা বৃথা॥

ম-নি-ত ৪।৭৬।

সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো ন হি॥

সত্যই পরম ব্রহ্ম, সত্যই পরম তপস্যা, সমুদায় ক্রিয়াই সত্যমূলক, সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই॥ (২) ঐ ৭৭।

---

(১) বাক্য ও মনে মিথ্যাশূন্যতাকে সত্য কহে।

(২) মহাভারতে কথিত আছে যে,—"সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপ এবং সত্যই প্রজাসৃষ্টি ও প্রজাপালন করিয়া থাকে। লোক সমুদায় সত্যপ্রভাবেই স্বর্গলাভে সমর্থ হয়। মিথ্যা অন্ধকারের স্বরূপ। ঐ অন্ধকার প্রভাবে লোকের অধঃপাত

ব্রাহ্মণোপি মনুষ্যাণামাদিত্যশ্চৈব তেজসাং।
শিরোহপি সর্ব্বগাত্রাণাং ব্রতানাং সত্যমুত্তমং॥

মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, তেজস্বিদিগের মধ্যে আদিত্য, শরীরের মধ্যে মস্তক এবং ব্রতের মধ্যে সত্যব্রতই প্রধান। গ-পু ১।১১৫।৫৪।

হইয়া থাকে। লোকে ঐ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে সত্যরূপ আলোক নিরীক্ষণ করিতে পারে না। স্বর্গই সত্য ও আলোক এবং নরকই মিথ্যা ও অন্ধকার স্বরূপ। মনুষ্যেরা স্ব স্ব কর্ম্মফলে ঐ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সত্য ও অনৃতে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, প্রকাশ, অপ্রকাশ, দুঃখ ও সুখ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম, যাহা ধর্ম্ম, তাহাই প্রকাশ এবং যাহা প্রকাশ' তাহাই সুখ। আর যাহা অসত্য, তাহাই অধর্ম্ম, যাহা অধর্ম্ম, তাহাই অন্ধকার এবং যাহা অন্ধকার, তাহাই দুঃখ। * * * সতত দুঃখ বিমুক্তির নিমিত্ত যত্নবান্ হওয়াই উচিত। লোকের ঐহিক সুখ অনিত্য। চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে তাঁহার জ্যোৎস্না যেমন প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ মনুষ্য অসত্যরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে তাহার অন্তরে সুখ থাকিলেও উহা প্রকাশিত হইতে পারে না। সুখ দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। লোকে সুখের নিমিত্তই বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। সুখ অপেক্ষা ত্রিবর্গের উৎকৃষ্টতর ফল আর কিছুই নাই। সুখই সকলের প্রার্থনীয়। উহা আত্মার গুণবিশেষ। ধর্ম্মার্থই উহার মূলস্বরূপ। উহার উদ্দেশেই ধর্ম্মার্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। * * * অনৃত হইতে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হয়। যাহারা সেই অন্ধকারপ্রভাবে ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও মিথ্যায় জড়িত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিরন্তর বিবিধ ব্যাধি, জরা, বধ, বন্ধন, পিপাসা, বর্ষা, উত্তাপ, শীত, বন্ধুবিয়োগ ও ধননাশজনিত

অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়াধৃতং।
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥

সহস্র অশ্বমেধ ও এক সত্য বাক্য, এতদ্দ্বয়কে তুলাযন্ত্রে ধৃত করাতে সহস্র অশ্বমেধাপেক্ষা সত্য বাক্যই অতিরিক্ত হইল॥

ম-ভা আদি পর্ব্ব ৭৪।১০২।

আনৃশংস্যং পরোধর্ম্মঃ ক্ষমা চ পরমং বলম্।
আত্মজ্ঞানং পরংজ্ঞানং সত্যং ব্রত পরং ব্রতম্॥

অনৃশংসতাই পরম ধর্ম্ম, ক্ষমাই পরম বল; আত্মজ্ঞানই অতি প্রধান জ্ঞান এবং সত্যই পরম পবিত্র ব্রত॥ ম-ভা বনপর্ব্ব ২১৩।৩০।

সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যংজ্ঞানং হিতংভবেৎ।
যদ্ভূতহিতমত্যন্তং তদ্বৈ সত্যং পরং মতম্॥

যাহা সাধারণের হিতজনক, তাহাই সত্য; সত্যই শ্রেয়োলাভের অদ্বি-

দুঃখে অভিভূত হইতে হয়। সুতরাং তাহাদের সুখলাভের সম্ভাবনা কি? যে ব্যক্তির ঐ সমুদায় শারীরিক ও মানসিক দুঃখ নাই, তিনিই সুখানুভব করিতে সমর্থ হন। দেবলোকে এই সমস্ত দুঃখ কখনই অনুভূত হয় না। তথায় নিরন্তর সুখস্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত ও উৎকৃষ্ট গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে; ক্ষুধা, পিপাসা, শ্রান্তি, জরা ও পাপের লেশমাত্র নাই। ফলতঃ দেবলোকে প্রতিনিয়ত সুখই রহিয়াছে; নরকে কেবল দুঃখই অবস্থান করিতেছে এবং ইহ সংসারে সুখ ও দুঃখ উভয়ই বিদ্যমান আছে; অতএব সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই।

শান্তিপর্ব্ব ১৯০ অঃ।

তীয় উপায় এবং সত্য প্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিত সাধন হয়॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২১৩।৩১।

যস্য সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ তস্য স্বর্গো ন দুর্লভঃ।
সত্যং হি বচনং যস্য সোঽশ্বমেধাদ্বিশিষ্যতে॥

যে ব্যক্তি সত্য পরায়ণ ও শুচি, তাহার স্বর্গ দুর্লভ হয় না। যিনি নিয়ত সত্য বাক্য কহেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞকারী হইতেও শ্রেষ্ঠ॥

গ-পু ১।১১৩।৩৯।

যথা তিষ্ঠন্তি পুণ্যানি সত্যমাশ্রিত্য পার্ব্বতি।
তথানৃতং সমাশ্রিত্য পাতকান্যখিলান্যপি॥

হে পার্ব্বতি! যেমন সত্যকে সমাশ্রয় করিয়া সমুদায় পুণ্য অবস্থান করে, তদ্রূপ একমাত্র মিথ্যাকে অবলম্বন করিয়া সমুদায় পাতক অবস্থান করে॥ ম-নি-ত ১১।৭৮।

অতঃ সত্যবিহীনস্য সর্ব্বপাপাশ্রয়স্য চ।
তাড়নাদ্দমনাদ্রাজা ন পাপার্হঃ শিবাজ্ঞয়া॥

অতএব সত্যহীন ব্যক্তিই সমুদায় পাপের আশ্রয়। শিবের আজ্ঞা আছে যে, সেই পাপাত্মার তাড়ন ও দমন করিলে রাজা পাপভাগী হয়েন না॥ ঐ ৭৯।

পৃষ্টো হি সাক্ষী যঃ সাক্ষ্যং জানানোঽপ্যন্যথা বদেৎ।
স পূর্ব্বনাত্মনঃ সপ্তকুলে হন্যাত্তথা পরান্॥

যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া, জানিয়া শুনিয়াও মিথ্যা বলে, সে আপনার ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ ও অধস্তন সপ্ত পুরুষকে নরকে পাতিত করে॥ ম-ভা আদি পর্ব্ব ৭।৩।

যশ্চ কার্য্যার্থতত্ত্বজ্ঞো জানানোঽপি ন ভাষতে।
সোঽপি তেনৈব পাপেন লিপ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

আর, যে ব্যক্তি যথার্থ জানিয়াও না কহে, সেও ঐ পূর্ব্বোক্ত পাপে লিপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ঐ ৪।

যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
ন তস্য দেবাঃ শ্রেয়াংসো যস্যাত্মাপি ন কারণম্॥

যে পাপাত্মা (পাপ পুণ্যের সাক্ষী স্বরূপ হৃদয়স্থিত) আত্মাকে অপমান করিয়া সত্য বিষয় মিথ্যারূপে প্রতিপাদন করে, দেবতারা তাহার মঙ্গল বিধান করেন না॥

ঐ আদি পর্ব্ব ৭৪।৩১।

দত্তমিষ্টং হুতঞ্চৈব তপ্তানি চ তপাংসি চ।
বেদাঃ সত্যপ্রতিষ্ঠানাস্তস্মাৎ সত্যপরো ভবেৎ॥

দান, যজ্ঞ, হোম ও যথাবিধানে অনুষ্ঠিত তপস্যা ইত্যাদির প্রতিপাদক বেদ সকলও একমাত্র সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। অতএব লোকমাত্রেরই সত্য-পালনে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য॥ বা-রা ২।১০৯।১৪।

অসত্যসন্ধস্য সতশ্চলস্যাস্থির চেতসঃ।
নৈব দেবা ন পিতরঃ প্রতীচ্ছন্তীতি নঃ
শ্রুতম্‌ ॥

আমি শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার পরিপালন না করে, তাদৃশ চঞ্চল স্বভাব ও অস্থিরচিত্ত পুরুষের হব্যকব্যাদি দ্রব্য কি দেবগণ, কি পিতৃগণ, কেহই গ্রহণ করেন না॥

ব-রা ২।১০৯।১৮।

তস্মাৎ সত্যং বদেৎ প্রাজ্ঞো যৎ পরপ্রীতি
কারণং।
সত্যং যৎ পরদুঃখায় তত্র মৌনপরো ভবেৎ ॥

অতএব প্রাজ্ঞ লোক সত্য বাক্যই কহিবে, যে সত্য অপর সাধারণের প্রীতিকর হয়; কিন্তু যথায় সত্য বাক্য অন্যের দুঃখোৎপাদক হয়, তথায় মৌনাবলম্বন করিবে (১)॥

বি-পু-৩।১২।৪৩।

সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যম-
প্রিয়ং॥
অপ্রিয়াঞ্চাহিতঞ্চৈব প্রিয়ায়াপি হিতং বদেৎ।

সত্য বাক্য কহিবে অথচ প্রিয় বাক্য

(১) মহাভারতে লিখিত আছে যে,—"সত্য-বাক্য প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, সত্যের তুল্য উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। কিন্তু যে স্থানে সত্য মিথ্যারূপে ও মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয়, সেই স্থানে সত্য কথা না কহিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যিনি এইরূপে সত্যমিথ্যা বিচারে সমর্থ হন, তিনিই জনসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। দেখ, যথার্থ ধর্ম্ম স্থির করা অতি দুঃসাধ্য। প্রাণিগণের অভ্যুদয়, ক্লেশনিবারণ ও পরিত্রাণের নিমিত্তই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে, অতএব যাহা দ্বারা প্রজাগণ প্রভ্যুদয়শালী, ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। কেহ কেহ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট কার্য্যমাত্রকেই ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। যাঁহারা শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমুদায় কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার না করেন, আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করি না, কারণ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমুদায় কার্য্যই কখন ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। দস্যুগণ পরধন অপহরণ করিবার মানসে তাহার অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাদিগের নিকট তাহা প্রকাশ না করাই প্রধান ধর্ম্ম। ঐরূপ স্থলে যদি মৌনাবলম্বন করিলে পরধন রক্ষা হয়, তবে তাহাই করিবে। আর যদি মৌনাবলম্বন করিলে দস্যুগণ সন্দেহ করে, তবে মিথ্যা কথা কহিবে, তাহাতে কিছুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, ওরূপ স্থলে শপথ পূর্ব্বক মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও দোষাবহ নহে। সঙ্গতি থাকিলেও তস্করদিগকে ধন দান করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ পাপাত্মাদিগকে দান করিলে দাতাকে নিশ্চয়ই বিপদে নিপতিত হইতে হয়। উত্তমর্ণ যদি ধনদানে অসমর্থ অধমর্ণকে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ঋণ হইতে মুক্ত করিবার বাসনা করিয়া ধর্ম্মাধিকরণে সাক্ষীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক সত্য কথা কহিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে সাক্ষিগণের সত্য বাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ রূপ স্থলে মিথ্যা কথা কহিলে মিথ্যা বাদী হইতে হয়, কিন্তু ক্রীড়া, বিবাহ, গুরুর কার্য্য-সাধন ও প্রাণসংশয়কালে, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ হয় না। অন্যের অর্থের রক্ষা, ধর্ম্মবৃদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা অকর্ত্তব্য নহে"।

শান্তিপর্ব্ব ১০৯ ও ১৬৫ অঃ।

কহিবে, অপ্রিয় সত্য বাক্য কহিবে না, কিন্তু প্রিয় ব্যক্তিকে অপ্রিয় ও অহিতকর হইলেও হিত বাক্য কহিবে ॥ হি-উ।

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে
বিকসতি যদি পদ্মঃ পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নি
র্ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ॥

যদি কখন সূর্য্য পশ্চিমদিকে উদয় হন, যদি কখন পদ্ম পর্ব্বতের শিখাগ্রে বিকসিত হয়, যদি কখন সুমেরু পর্ব্বত বিচলিত হয় এবং যদি কখন অগ্নি শীতল হয়, তথাপি সজ্জন লোকের সত্যবাক্য কখনই বিচলিত হয় না ॥ ক-বা।

ন যজ্ঞৈর্দক্ষিণাবদ্ভিস্তৎ পুণ্যং প্রাপ্যতে মহৎ।
কর্ম্মণান্যেন বা বিপ্রৈর্যৎ সত্য
পরিপালনাৎ ॥

প্রতিশ্রুত প্রতিপালন দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, দক্ষিণাবৎ যজ্ঞ অথবা তদনুযায়ি অন্য কোন কর্ম্ম দ্বারা তদনুরূপ পুণ্য লাভে সমর্থ হওয়া যায় না ॥

মা-পু ৩।৪৮।

শুভং বা যদি বা পাপং যো হি বাক্যমুদীরিতম্।
সত্যেন পরিগৃহ্লাতি স বীরঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

ভালই হউক, বা মন্দই হউক, যে বাক্য মুখ হইতে উচ্চারণ করা যায়, যে ব্যক্তি তাহা রক্ষা করে, তাহাকেই প্রকৃত বীর ও পুরুষোত্তম বলা যায় ॥ বা-রা ৪।৩০।৭২।

রক্ষিতব্যং সদা বাক্যং বাক্যাদ্ভবতি নাশনং।
হংসাভ্যাং নীয়মানাভ্যাং কূর্ম্মস্য পতনং যথা।

সর্ব্বদা বাক্য রক্ষা করিবে, যেহেতু বাক্যেতেই লোকের বিনাশ হয়, যেমন হংসদ্বয় কর্ত্তৃক নীয়মান কূর্ম্মের পতন হইয়াছিল (১) ॥ হি-উ।

(১) দুইটী হংস ও একটী কূর্ম্ম, ইহারা তিন জনে সখ্যভাবে এক সরোবরে বহুকাল বাস করিত। একদা ধীবরেরা সেই সরোবর তীরে সমাগত হইয়া আপনা আপনি বলাবলি করিতে লাগিল যে, কল্য প্রাতঃকালে আমরা এই পুষ্করিণীর মৎস্য কচ্ছপাদি জলজন্তু সকল ধরিব। তাহাদিগের এইরূপ কথোপকথন কূর্ম্মের কর্ণগোচর হওয়াতে, সে প্রাণভয়ে সাতিশয় কাতর হইয়া হংসদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে মিত্র! তোমরা কি ধীবরদিগের পরামর্শ শ্রবণ করিয়াছ? তাহারা কল্যপ্রাতঃকালে জাল বিস্তারপূর্ব্বক মৎস্য প্রভৃতি জলচরগণের সহিত আমাকেও অবশ্য ধৃত করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব এইক্ষণেই অন্য জলাশয়ে আমার পলায়ন ভিন্ন এই ঘোরতর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার আর কোন উপায় দেখিতেছি না। এক্ষণে এ বিষয়ে তোমাদিগের যেরূপ বিবেচনা হয়, তাহা আমাকে শীঘ্র প্রকাশ করিয়া বল। তখন হংসেরা অতিশয় চিন্তাযুক্ত হইল এবং অনেক ক্ষণের পর যুক্তিপূর্ব্বক কমঠকে বলিল, বন্ধো! হ্রদান্তরে প্রস্থান করিলে তোমার কল্যান হয়, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তোমার স্থলপথে গমনের উপায় কি? কূর্ম্ম কহিল, যেরূপে আমি তোমাদের সহিত আকাশপথে গমন করিতে পারি, তাহারই যুক্তি স্থির কর। হংসদ্বয় বলিল, তুমি পক্ষবিহীন হইয়া কি প্রকারে আমাদের সহিত আকাশমার্গে গমন করিবে? কমঠ কহিল, আমি একটী কাষ্ঠখণ্ডকে মুখদ্বারা অবলম্বন করিব, তোমরা দুই জনে চঞ্চুদ্বারা সেই কাষ্ঠখণ্ডের দুই পার্শ্ব দৃঢ়রূপে ধারণ পূর্ব্বক পক্ষবলে শূন্য

বিংশ অধ্যায়।

(বাসস্থান নিরূপণ ও সংসর্গের দোষগুণ কথন।)

চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্।
ন পরীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্ব্বমায়তনং ত্যজেৎ ॥

বুদ্ধিমান্ লোক গমনের নিমিত্ত এক পদে আশ্রয় করিয়া অপর পদ উত্তোলন করে, অতএব বাস করিবার জন্য পরবর্ত্তী স্থান পরীক্ষা না করিয়া পূর্ব্ব স্থান পরিত্যাগ করা উচিত নহে ॥ গ-পু ১।১০৯।৫।

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানং ন প্রীতির্ন চ বান্ধবাঃ।
ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তৎ দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

যে দেশে সম্মান নাই, প্রীতি নাই, বান্ধব নাই এবং কোন রূপ বিদ্যা শিক্ষার উপায় নাই, সেই দেশ পরিত্যাগ করিবে ॥ গ-পু ১।১০৯।২১।

ধনিনঃ শ্রোত্রিয়োরাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে ন কুর্য্যাত্তত্র সংস্থিতিং ॥

যে দেশে ধনী, ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী এবং চিকিৎসক, এই পঞ্চজন বিদ্যমান নাই, সেই দেশে বসতি করিবে না ॥ ঐ ১।১১০।২৭।

লোকযাত্রা ভয়ং লজ্জা দাক্ষিণ্যং দানশীলতা।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে ন তত্র দিবসং বসেৎ ॥

যে দেশে লোকযাত্রা নাই ও তদ্দেশবাসী লোকদিগের ভয়, লজ্জা,

মার্গে আমাকে বহন করিয়া অন্য জলাশয়ে নিক্ষেপ করিবে। হংসেরা বলিল, আমরা তোমাকে লইয়া শূন্যপথে গমন করিবার কালে লোকসকল তোমাকে দেখিয়া অবশ্যই কোন কথা কহিবে, তৎকালে যদি তুমি তাহাদের কথায় উত্তর দেও, তবেই ত তৎক্ষণাৎ তোমার মৃত্যু নিশ্চয় ঘটিবে। কূর্ম্ম ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, হে ভ্রাত! আমি কি এতই অজ্ঞান যে, পতনাশঙ্কা পরিহার করিয়া তাহাদের কথার প্রত্যুত্তর দিব? আমি তোমাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে, আমি গমনকালে কোন ক্রমেই কাহার কথায় উত্তর দিব না, আমি আপনার বাক্য অবশ্যই রক্ষা করিব। তখন হংসদ্বয় তাহার কথায় সম্মত হইয়া উভয়ে পূর্ব্বোক্তরূপে কূর্ম্মকে গগনমার্গে উত্তোলন পূর্ব্বক যথাস্থানে গমন করিতে লাগিল। এমন সময়ে কতকগুলি গোরক্ষক হঠাৎ ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করতঃ কমঠকে তদবস্থাপন্ন দেখিতে পাইয়া তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইল এবং উহাদিগের মধ্যে কেহ বলিল, যদি দৈবাৎ ঐ কূর্ম্ম এই স্থলে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে আমরা উহাকে গৃহে লইয়া রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করি। কেহ বা বলিল, উহাকে পাইলে এই স্থানেই দগ্ধ করিয়া আহার করি। তাহাদের এই সকল কথা কচ্ছপের কর্ণগোচর হওয়াতে তাহার অন্তঃকরণে ক্রোধের উদ্রেক হইল। তখন সেই হতভাগ্য কচ্ছপ ক্রোধভরে আপনার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা একেবারে বিস্মৃত হইয়া মুখ ব্যাদান করিয়া বলিল "তোরা ছাই খাবি"। এই কথা বলিবামাত্র তাহার মুখ কাষ্ঠখণ্ড হইতে বিচ্যুত হইল, এবং সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অতএব সর্ব্বদা বাক্য রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

দয়া ও দানশীলতা এই পাঁচটী বিষয় না থাকে, সে দেশে এক দিবসও বাস করিবে না ॥

গ-পু ১।১১০।২৮।

অনায়কে ন বস্তব্যংবস্তব্যং বহু নায়কে।
স্ত্রীনায়কে ন বস্তব্যং বস্তব্যং বালনায়কে ।।

যে স্থানে নায়ক নাই, অথবা বহুনায়ক, স্ত্রীনায়ক কিম্বা বালনায়ক, সেই স্থানে বাস করিবে না ।।

গ-পু ১।১১৫।৬৩।

নাধার্ম্মিকে বসেদ্গ্রামে ন ব্যাধিবহুলে ভৃশং ।।
নৈকঃ প্রপদ্যেতাধ্বানং ন চিরংপর্ব্বতে বসেৎ ।।

যে গ্রামে অধিকাংশ অধার্ম্মিক লোকের বসতি, অথবা যে গ্রামে অনেক লোক দুশ্চিকিৎসিত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত, তথায় বাস করিবে না, একাকী কখন পথে চলিবে না এবং পর্ব্বতে দীর্ঘকাল বাস করিবে না ॥ ম-সং ৪।৬০

যস্মিন্ দেশে মরৌ তজ্জ্ঞো নাস্তি সজ্জন পাদপঃ।
সফলঃ শীতলচ্ছায়ো ন তত্র নিবসেদ্বুধঃ ।।

যে মরুভূমি তুল্য দেশে শীতল-চ্ছায়াযুক্ত ফলবান্ বৃক্ষ সদৃশ তত্ত্ব-জ্ঞানবিশিষ্ট সজ্জন না থাকে, পণ্ডিত ব্যক্তি তথায় কখনই বাস করিবে না॥ যো-বা-রা উপসম প্রঃ।

বরং হি নরকে বাসো নতু দুশ্চরিতে গৃহে।
নরকাৎ ক্ষীয়তে পাপং কুগৃহান্ন নিবর্ত্ততে ।।

বরং নরকে বাস করাও শ্রেয়ঃ, তথাপি দুশ্চরিতের গৃহে বাস করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু নরকে বাস করিলে পাপ ক্ষয় হইয়া মুক্তি হয়, কিন্তু দুশ্চরিতের গৃহে বাস করিলে আর নিষ্কৃতি নাই ।।

গ-পু ১।১০৯।৪।

যথা যথা হি পুরুষঃ কল্যাণে কুরুতে মতিং।
তথা তথা হি সর্ব্বত্র শ্লিষ্যতে লোক সুপ্রিয়ঃ ॥

মনুষ্য যে যে স্থানে বাস করিবে, সর্ব্বত্রই আপন মঙ্গল সাধনে তৎপর থাকিবে এবং তত্রত্য লোক সকলের সহিত সম্মিলন রাখিয়া তাহাদিগের প্রিয়পাত্র হইবে ॥

গ-পু ১।১১৫ ৪৪।

সদ্ভিঃ সঙ্গং প্রকুর্ব্বীত সিদ্ধিকামঃ সদা নরঃ।
নাসদ্ভিরিহলোকায় পরলোকায় বা হিতং ।।

যিনি আপনার সিদ্ধি কামনা করেন, তাঁহার পক্ষে সাধুসঙ্গ সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও অসাধুগণের সহিত সহবাস ইহলোক বা পরলোকের হিতকর হয় না ।।

গ-পু ১।১০৮।৩।

সঙ্করন্তি চ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসা।
সংসর্গজা গুণা দোষা ভবন্ত্যেব হি জীবিনাং ।।

জল সংযোগে তৈল বিন্দুর ন্যায়

পাপ সকল সর্ব্বত্র প্রসৃত হয়, এই কারণে জীবমাত্রের সংসর্গ জন্য দোষ ও গুণ জন্মিয়া থাকে ॥

না-প ১।২।৭।

আলাপাদ্‌গাত্রসংস্পর্শাৎ সংসর্গাৎ সহ ভোজনাৎ।
আসনাচ্ছয়নাদ্‌যানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং।

সর্ব্বদা আলাপ, গাত্রস্পর্শ, সংসর্গ, একত্র ভোজন, একাসনে বাস, এক শয্যায় শয়ন এবং এক যানে গমন করিলে মনুষ্যের পাপ সংক্রামিত হয়, অর্থাৎ যাহার সহিত সর্ব্বদা আলাপাদি করা যায়, তাহার পাপের ভাগী হইতে হয় ॥

গ-পু ১।১১৫।৭।

অকুর্ব্বন্তোপি পাপানি শুচয়ঃ পাপসংশ্রয়াৎ।
পরপাপৈর্বিনশ্যন্তি মৎস্যা নাগহ্রদে যথা ॥

যে হ্রদে সর্প থাকে, সেই হ্রদবাসী মৎসগণও যেমন গরুড় কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ যাঁহারা পাপ করেন না, তাদৃশ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণও পাপাত্মার সংসর্গে থাকিলে, তাহার পাপ জন্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥

বা-রা ৩।৩৮।২৬।

বহবঃ সাধবো লোকে যুক্তা ধর্ম্মমনুষ্ঠিতাঃ।
পরেষামপরাধেন বিনষ্টাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥

যাঁহারা কখন পরের অপকার করেন না, সর্ব্বদাই যোগযুক্ত হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর থাকেন, তাদৃশ বহুসংখ্যক ব্যক্তিও পরের অপরাধে সপরিবারে বিনষ্ট হইয়াছেন ॥ বা-রা ৩।৩৯।২১।

অসঙ্গসঙ্গমো নাথ সাধূনাং দুঃখকারণং।
সংসর্গজা গুণা দোষা ভবন্তি সততং নৃণাং ॥

অনুচিত সংসর্গ সাধুগণের পক্ষে নিতান্ত দুঃখদায়ক। এমন কি, মানবগণের স্বাভাবিক গুণ সকল সতত সংসর্গজনিত দোষে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।১১৫।৩।

দুর্জ্জনস্য হি সঙ্গেন সুজনোঽপি বিনশ্যতি ॥
প্রসন্নং জলমিত্যাহুঃ কর্দ্দমৈঃ কলুষীকৃতং ॥

দুর্জ্জনের সহবাসে সুজনেরও চরিত্র দূষিত হয়, যেমন অতি নির্ম্মল জলও কর্দ্দমের সংসর্গে মলিন হইয়া থাকে ॥ গ-পু-১।১১৫।৫০।

বস্ত্রমাপস্তিলান্ ভূমিং গন্ধো বাসয়তে যথা ॥
পুষ্পানামধিবাসেন তথা সংসর্গজা গুণাঃ ॥

যেমন বস্ত্র, জল, তিল ও ভূমি কুসুমসংসর্গে সুরভিত হইয়া উঠে, সেইরূপ সংসর্গজনিত গুণ অন্যকেও গুণবান্ করিতে পারে ॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ১।২৪।

কাচঃ কাঞ্চন সংসর্গাদ্ধত্তে মারকতীর্দ্যুতীঃ।
তথা সৎসন্নিধানেন মূর্খো যাতি প্রবীণতাং॥

যেমন কাচ কাঞ্চনের সংসর্গে থাকিলে মরকত মণির প্রভা ধারণ করে, তদ্রূপ মূর্খ লোক পণ্ডিত লোকের সন্নিধানে থাকিয়া প্রবীণতা প্রাপ্ত হয়; অতএব সর্ব্বদা পণ্ডিতের সহবাসেই থাকিবে॥

হি-উ।

হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাং॥

হীন লোকের সহবাসে বুদ্ধির হীনতা জন্মে, সমযোগ্য লোকের সহবাসে বুদ্ধি সমতা প্রাপ্ত হয় এবং বিশিষ্ট লোকের সহবাসে বুদ্ধি উৎকর্ষতা লাভ করে; অতএব সতত বিশিষ্ট লোকের সহবাসেই থাকিবে॥

ঐ।

কীটোঽপি সুমনঃ সঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ।
অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥

পুষ্পের সঙ্গে থাকিয়া কীটও সল্লোকের শিরোপরি আরোহণ করে, যেমন মহল্লোক কর্ত্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত প্রস্তরও দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মহৎ ব্যক্তির নিকটে থাকিলে মহত্ত্ব লাভ হয়॥ ঐ।

যথোদয় গিরের্দ্রব্যং সন্নিকর্ষেণ দীপ্যতে।
তথা সৎসন্নিধানেন হীনবর্ণোঽপি দীপ্যতে॥

যদ্রূপ উদয়গিরিস্থ দ্রব্য সমূহ সূর্য্য সন্নিধানে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ হীন বর্ণও সল্লোকের সন্নিধানে থাকিয়া উদ্দীপ্ত হয়॥ হি-উ।

জাড্যংধিয়ো হরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যং
মানোন্নতিং দিশতি পাপমপাকরোতি।
চেতঃ প্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতি কীর্ত্তিং
সৎসঙ্গতিঃ কথয় কিং ন করোতি পুংসাং॥

সল্লোকের সহবাসে বুদ্ধির জড়তা দূর হয়, বাক্য সত্য হয়, মানোন্নতির উপদেশ লাভ হয়, পাপ মোচন হয়, চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং সর্ব্বত্র যশঃ বিস্তারিত হয়; অতএব বল দেখি সৎসঙ্গ পুরুষের কি না উপকার করে? ঐ।

সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থাদপি বিশিষ্যতে।
কালেন ফলতে তীর্থং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥

সাধুসমাগম অতি মহৎপুণ্য, ইহা সর্ব্বপ্রকার তীর্থ হইতেও বিশেষ ফল প্রদান করে। তীর্থ সেবা করিলে কালান্তরে তাহার ফল লাভ হয়, কিন্তু সাধুসমাগম তৎক্ষণাৎ ফল প্রদান করে॥

গ-পু ১।২১৩।২৪।

অন্যেষাঞ্চ ভবেজ্জ্ঞানংশ্রুত্বা শাস্ত্রং সতাং মুখাৎ।
সু মূর্ত্তি মন্তি শাস্ত্রানি ভবেৎ সন্ত প্রবক্তি হি।

সাধুগণের নিকট শাস্ত্র সমুদায় মূর্ত্তিমান থাকাতে তাঁহারা শাস্ত্রানু-

গত কার্য্যে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকেন, আর সেই সাধুগণের মুখে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া অন্য জনগণের জ্ঞান লাভ হয়॥ ব্র-বৈ-পু ৪।২৫।১০৬।

অহিংসা সত্যবচন মানৃশংস্যমথার্জ্জবম্।
অদ্রোহো নাভিমানশ্চ হ্রীস্তিতিক্ষা দমঃ শমঃ॥
ধীমন্তো ধৃতিমন্তশ্চ ভূতাণামনুকম্পকাঃ।
অকামদ্বেষসংযুক্তাস্তে সন্তো লোকসাক্ষিণঃ॥

যাঁহারা অহিংসা-পরায়ণ, সত্যবাদী, অনৃশংস (অক্রূর), ঋজু (সরল), অদ্রোহী, অনভিমানী, হ্রীমান্ (লজ্জাশীল), তিতিক্ষু (ক্ষমাবান্) ধীমান্ (জ্ঞানী), ধৃতিমান্ (ধৈর্য্যশীল), সর্ব্বভূতে দয়াবান্ ও কামদ্বেষ-বিবর্জ্জিত; তাঁহারাই সাধু ও লোকসাক্ষী (১)॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৭।৯১-৯২।

পূর্ব্বং পশ্চাচ্চরেদার্য্যে সদৈব বহুসম্পদঃ।
বিপরীতমনার্য্যেষু যথেচ্ছসি তথা চর॥

সাধুলোকের অগ্রে ও পশ্চাদ্ভাগে সর্ব্বদা সম্পদ বিচরণ করে এবং যাহারা অসাধু, তাহাদিগের পক্ষে উহা বিপরীত হয়, অতএব তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর তাহাই কর॥ গ-পু-১।১১৪।৫৪।

উত্তমৈঃ সহ সাঙ্গত্যং পণ্ডিতৈঃ সহ সংকথাং।
অলুব্ধৈঃ সহ মিত্রত্বং কুর্ব্বাণোনাবসীদতি॥

যিনি উত্তমের সহিত সহবাস, পণ্ডিতের সহিত সদালাপ ও অলুব্ধজনের সহিত মিত্রতা করেন, তিনি কখনই অবসন্ন হয়েন না॥

গ-পু ১।১০৮।১৩।

সদ্ভিরাসীত সততং সদ্ভিঃ কুর্ব্বীত সঙ্গতিং।
সদ্ভির্ব্বিবাদং মৈত্রীঞ্চ নাসদ্ভিঃ কিঞ্চিদাচরেৎ॥

সর্ব্বদা সদ্ব্যক্তির সহিত বাস করিবে এবং মৈত্রী অথবা বিবাদ করিতে হইলে সদ্ব্যক্তির সহিত করা উচিত, কদাচ অসদ্ব্যক্তির সহিত কিছুই করিবে না॥

গ-পু ১।১১৩।৩।

---

(১) গ্রন্থান্তরে সজ্জনের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে,—যে ব্যক্তি সৎকথা অর্থাৎ ঈশ্বরগুণানুবাদ শ্রবণে, সৎপ্রসঙ্গ অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রসঙ্গ আলাপনে এবং সৎকর্ম্ম অর্থাৎ বেদাদি-বিহিত কর্ম্মাচরণে নিরন্তর আসক্ত থাকে এবং কামক্রোধাদি রিপুগণের বশতাপন্ন না হয়, তাহার নাম সজ্জন। যথা,—
"সৎকথা শ্রবণালাপ সৎকর্ম্মনিরতঃ সদা।
কাম ক্রোধাদিরহিতঃ সজ্জনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

একবিংশ অধ্যায়।

মৈত্রাচরণ।

(মিত্রতার প্রশংসা)

বন্ধুতা যেন সার্দ্ধঞ্চ তন্মিত্রং পরিকীর্ত্তিতং।
মিত্রং সুখপ্রদং জ্ঞেয়ং দুঃখদো রিপুরুচ্যতে॥

যাহার সহিত বন্ধুতা করা যায় এবং যিনি সুখপ্রদ, তিনিই মিত্র এবং যিনি দুঃখপ্রদ, তিনিই রিপু বা শত্রু বলিয়া অভিহিত হন॥

ব্র-বৈ-পু ১।১০।১৬২।

যস্য মিত্রেণ সম্ভাষো যস্য মিত্রেণ সংস্থিতিঃ।
যস্য মিত্রেণ সংলাপস্ততো নাস্তীহপুণ্যবান্॥

যাহার মিত্রের সহিত সম্ভাষণ, মিত্রের সহিত সংস্থিতি এবং মিত্রের সহিত কথোপকথন হয়, তাহার অপেক্ষা পুণ্যবান্ ইহলোকে নাই॥

হি-উ।

শোকত্রাণং ভয়ত্রাণং প্রীতিবিশ্বাসভাজনং।
কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ং॥

মিত্রব্যক্তি শোক হইতে পরিত্রাণ করেন, ভয় হইতে রক্ষা করেন এবং প্রীতি ও বিশ্বাসের ভাজন হয়েন। কোন্ ব্যক্তি "মিত্র" এই অক্ষরদ্বয় বিশিষ্ট রত্নকে সৃষ্টি করিয়াছেন?॥

গ-পু ১।১১৪।৩।

ন মাতরি ন দারেষু ন সোদর্য্যে ন চাত্মজে।
বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পুংসাং যাদৃঙ্ মিত্রে স্বভাবজে॥

স্বাভাবিক মিত্রে লোকের যাদৃশ বিশ্বাস হয়, তাদৃশ মাতাতে হয় না, স্ত্রীতে হয় না, সহোদরে হয় না এবং আপনাতেও হয় না॥

ঐ ২।

কুর্ব্বন্নপি ব্যলীকানি যঃপ্রিয় প্রিয় এব সঃ।
অশেষ দোষ দুষ্টোঽপি কায়ঃ কস্য ন বল্লভঃ॥

প্রিয় লোক অপ্রিয় কার্য্য করিলেও প্রিয়ই থাকে, কেন না অশেষ দোষেতে দূষিত হইলেও কাহার দেহ অপ্রিয় হয়?॥ হি-উ।

কিমপ্যস্তি স্বভাবেন সুন্দরং বাপ্যসুন্দরং।
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেত্তত্তস্য সুন্দরং॥

স্বভাবতঃ সুন্দর বা অসুন্দর কি আছে, যাহার যাহাতে রুচি তাহার

তাহাই সুন্দর, অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাহার প্রিয় হয়, সে ব্যক্তি দেখিতে কুৎসিত হইলেও তাহার চক্ষে সুন্দর দেখায়॥ হি-উ।

দূরস্থোপি সমীপস্থো যো যস্য হৃদয়ে স্থিতঃ।
হৃদয়াদপি নিষ্ক্রান্তঃ সমীপস্থোপি দূরতঃ॥

যে যাহার হৃদয়বর্ত্তী, সে দূরস্থ হইলেও তাহার নিকটস্থ, আর যে ব্যক্তি যাহার অপ্রিয়, সেই ব্যক্তি নিকটস্থ হইলেও তাহার দূরস্থ॥

গ-পু ১।১১৫।৭৭।

(প্রকৃত মিত্রের লক্ষণ কথন।)

শুচিত্বংত্যাগিতা শৌর্য্যং সমানং সুখদুঃখয়োঃ।
দাক্ষিণ্যং চানুরক্তিশ্চ সত্যতা চ সুহৃদ্‌গুণাঃ॥

শুচিতা, দানশীলতা, শূরতা, সুখ দুঃখে সমতা, নিপুণতা, আনুরক্তি ও সত্যতা, এই কএকটী সুহৃদের গুণ। হি-উ।

দূরাদবেক্ষণং হাসঃ সংপ্রশ্নে সাদরোভৃশং।
পরোক্ষেঽপি গুণশ্লাঘা স্মরণং প্রিয়বস্তুষু॥
অসেবকে চানুরক্তির্দানং সপ্রিয় ভাষণং।
অনুরক্তস্য চিহ্নানি দোষেঽপি গুণ সংগ্রহঃ॥

দূর হইতে দর্শনে হাস্য, প্রশ্নে সমাদর, পরোক্ষে গুণশ্লাঘা, প্রিয়-বস্তুর স্মরণ, সেবা না করিলেও আনুরক্তি, প্রিয় বাক্যের সহিত দান এবং দোষেও গুণগ্রহণ, এই সকল অনুরক্তের চিহ্ন॥ হি-উ।

ঔরসং কৃতসম্বন্ধং তথা বংশক্রমাগতং।
রক্ষিতং ব্যসনেভ্যশ্চ মিত্রং জ্ঞেয় চতুর্ব্বিধং॥

ঔরসজাত মিত্র, স্বকৃত মিত্র, বংশ ক্রমাগত মিত্র এবং বিপদ রক্ষক মিত্র, এই চতুর্ব্বিধ মিত্র।

ঐ।

মাতা মিত্রংপিতা চেতি স্বভাবাত্ত্রিতয়ং হিতং।
কার্য্যকারণ তশ্চান্যে ভবন্তি হিতবুদ্ধয়ঃ॥

মাতা, মিত্র ও পিতা, এই তিন জন স্বভাবতঃ হিতকারী হয়, তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তি কার্য্যকারণ বশতঃ হিতকারী হয়। ঐ।

(এই জগতে প্রকৃত মিত্র অতি দুর্ল্লভ)

নহি কস্য প্রিয়ঃ কোবা বিপ্রিয়ো বা জগত্রয়ে।
কালে কার্য্য বসাৎ সর্ব্বে ভবন্ত্যেবাপ্রিয়াঃ
প্রিয়াঃ॥

বস্তুতঃ ত্রিজগতে কেহ কাহার অপ্রিয় নহে। কালে সকলেই কার্য্যের বশতাপন্ন হইয়া প্রিয় বা অপ্রিয় হইয়া থাকে।

ব্র-বৈপু ৪।৬।৩১।

ন কশ্চিৎ কস্য চিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
কারণাদেব জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥

কেহ কাহারও মিত্র নহে এবং কেহ কাহারও শত্রু নহে, কেবল

কার্য্যকারণের দ্বারা মিত্র ও শত্রু জানা যায়। গ-পু ১।১১৪।২।

পরোপি হিতবান্ বন্ধুর্বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ।
অহিতো দেহজোব্যাধির্হিতমারণ্যমৌষধং॥

হিতকারী পরও বন্ধু হয় আর অহিতকারী বন্ধুও পর হয়, যেমন দেহজাত ব্যাধি অহিতকারী হয় এবং অরণ্যজাত ঔষধ হিতকারী হয়। গ-পু ১।১০৮।১৫।

পদে স্থিতস্য মিত্রা যে তে তস্য রিপুতাং গতাঃ।
ভানোঃ পদ্মে জলে প্রীতিঃ স্থলোদ্ধরণশোষণঃ॥

পদস্থ অবস্থায় যাহারা মিত্র থাকে, তাহারাই অপদস্থ অবস্থায় শত্রু হয়। দেখ, পদ্ম যখন আপন আবাসস্থান জলে থাকে, তখন ভানু তাহাতে প্রীতি প্রকাশ করেন কিন্তু যখন ঐ পদ্মকে উদ্ধৃত করিয়া স্থলে নিক্ষেপ করা হয়, তখন সেই ভাস্কর তাহাকে শোষণ করিয়া বিনষ্ট করে। গ-পু ১।১১৫।৭৩।

বৃক্ষং ক্ষীণফলংত্যজন্তি বিহগাঃ শুষ্কংসরঃ সারসাঃ
নির্দ্ধব্যং পুরুষং ত্যজন্তি বনিতা ভ্রষ্টং নৃপং মন্ত্রিণঃ।
পুষ্পং পর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপাঃ দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ
সর্ব্বঃ কার্য্যবশাজ্জনোহি রমতে কস্যাপি কো বল্লভঃ॥

বিহঙ্গমগণ নিষ্ফল বৃক্ষ সকল পরিত্যাগ করে, সরোবর শুষ্ক হইলে তত্রত্য সারস পক্ষীরা তাহা পরিত্যাগ করে, নারীগণ নির্ধন পুরুষকে এবং মন্ত্রিগণ রাজ্যচ্যুত রাজাকে পরিত্যাগ করে। ভ্রমরনিকর পর্য্যুষিত পুষ্প পরিবর্জ্জন করে এবং মৃগ সকল দগ্ধবন ছাড়িয়া যায়, অতএব সকলই স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত স্থানে স্থানে বিহার করে, বাস্তবিক কেহ কাহারও প্রিয় নহে।

গ-পু ১।০৯।১০।

স্বকার্য্যসাধনে সর্ব্বে ব্যগ্রাশ্চ জগতীতলে।
ভাবাভাবং ন জানন্তি কেবলং স্বার্থতৎপরাঃ॥

সর্ব্ব প্রাণীই স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত, অন্যের দুঃখে দুঃখিত হন, জগতীতলে এমন লোক অতি বিরল, সকলেই স্বার্থপর (১)। ব্র-বৈ-পু ১।১৪।১৮।

---

(১) এই জগতে কেহ কাহারও শত্রু বা কেহ কাহারও মিত্র নহে, কেবল স্বার্থসাধন নিবন্ধনই পরস্পরের শত্রুতা বা মিত্রতার সংঘটন হইয়া থাকে। যে জীবিত থাকিলে যাহার স্বার্থসিদ্ধি এবং যে দেহত্যাগ করিলে যাহার বিশেষ ক্ষতি হয়, সেই তাহার পরম মিত্র। চিরস্থায়ী মিত্রতা বা চিরস্থায়ী শত্রুতা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বার্থসাধন নিবন্ধন কালসহকারে শত্রুও মিত্র এবং মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। অতএব স্বার্থকেই মিত্রতা ও শত্রুতা জন্মাইবার প্রধান কারণ বলিতে হইবে। কি পিতা মাতা কি শত্রু কি মাতুল কি ভাগিনেয় কি অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ সকলই স্বার্থসাধনার্থ

(সমযোগ্য ও সজ্জনের সহিত মিত্রতা করিবে কিন্তু দুর্জ্জনের সহিত আলাপও করিবে না)

যয়োরেব সমং বিত্তং যয়োরেব সমংশ্রুতম্।
তয়োর্বিবাহঃ সখ্যঞ্চ ন তু পুষ্টবিপুষ্টয়োঃ॥

যাহারা ধনে ও জ্ঞানে আপনার সদৃশ তাহাদিগেরই সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ বা সখ্য সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য; তদ্ব্যতীত উৎকৃষ্টের সহিত নিকৃষ্টের বা নিকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের মৈত্রী বা বৈবাহিক সম্বন্ধ করা নিতান্ত অনুচিত॥

ম-ভা-আদিপর্ব্ব ১৩২।১০।

নাশ্রোত্রিয়ঃশ্রোত্রিয়স্য নারথী রথিনঃ সখা।
সাম্যাদ্ধিসখ্যংভবতি বৈসম্যান্নোপপদ্যতে॥

অশ্রোত্রিয় কখন শ্রোত্রিয়ের সখা হইতে পারে না; অরথীর সহিত রথীর সখ্যতা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। সমানে সমানে বন্ধুতা হওয়াই উচিত; অসমানের সহিত বন্ধুতা করা অবিধেয়॥

ঐ আদিপর্ব্ব ১৩৩।৫২।

যদ্যেন যুজ্যতে লোকে বুধস্তত্তেন যোজয়েৎ।
অহমন্নং ভবান্ ভোক্তা কথং প্রীতির্ভবিষ্যতি॥

যে যাহার সমযোগ্য হয়, প্রাজ্ঞ লোক তাহাকেই তাহার সহিত মিলন করাইবেন, কিন্তু আমি অন্ন তুমি ভোক্তা, ইহাতে কিরূপে প্রীতি হইতে পারে?॥ হি-উ।

দুর্জ্জনেন সমংসখ্যং প্রীতিঞ্চাপি ন কারয়েৎ।
উষ্ণোদহতি চাঙ্গারঃ শীতঃ কৃষ্ণায়তে করং॥

দুর্জ্জনের সহিত সখ্যতা করিবে না এবং প্রীতিও করিবে না, কেননা কর উষ্ণাঙ্গার স্পর্শে দগ্ধ হয় এবং শীতলাঙ্গার স্পর্শে কাল হয়॥

ঐ।

বশীভূত হইয়া থাকেন। এই জগতে সমুদায় লোকই আত্মরক্ষায় ব্যগ্র। পিতামাতা অতি প্রিয় পুত্রকেও পতিত বলিয়া অবগত হইলে জনসমাজে আপনাদের সম্ভ্রম রক্ষার্থ অচিরাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করেন। অতএব স্বার্থপরতার কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! লোকে নিমিত্ত বশতই অন্যের প্রিয় বা বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। এই জগতে সমুদায় লোকই স্বার্থপরতার বশীভূত; ইহাতে কেহই কাহারও যথার্থ প্রিয়পাত্র নহে। সহোদর ভ্রাতা ও দম্পতীদিগের পরস্পর প্রীতিও নিষ্কারণ নহে। যদ্যপিও কখন কখন ভার্য্যা ও সহোদর কারণবশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় স্বাভাবিক নিষ্কারণ প্রীতি শৃঙ্খলে সংযত হইয়া থাকে, কিন্তু তথাপি যাহার সহিত কোন সংশ্রব নাই তাহার সহিত যে প্রীতি হইবে ইহা নিতান্ত অসম্ভব। কেহ দান, কেহ মান, কেহ সেবা এবং কেহ বা প্রিয়বাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের প্রিয় হয়। ফলতঃ লোকে যাহার দ্বারা কোন কার্য্যসাধন করিতে পারে, তাহার প্রতিই প্রীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং প্রীতি কারণ সাপেক্ষ। কারণের অসদ্ভাব হইলে প্রীতিরও অসদ্ভাব হইয়া থাকে। কাল সেই কারণকে আবিষ্কৃত করিয়া দেয়। কারণ কখনই স্বার্থশূন্য হইতে পারে না। যিনি সেই স্বার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তিনিই বিজ্ঞ এবং লোকে তাঁহারই অনুবৃত্তি করিয়া থাকে। অতএব অতি সূক্ষ্ম বিবেচনা দ্বারা শত্রু ও মিত্র এই উভয়কেই পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ম-ভা।

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতো যদি।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥

দুর্জ্জন লোক বিদ্যাতে অলঙ্কৃত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, কেননা সর্প মণিতে ভূষিত হইলেও কি সে ভয়ঙ্কর হয় না ?॥
গ-পু-১।১১২।১৬।

মনস্যন্যদ্বচস্যন্যৎ কার্য্যে মন্যদ্দুরাত্মনাম্।
মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মণ্যেকং মহাত্মনাম্॥

দুরাত্মাদিগের মনে এক প্রকার, বাক্যে আর এক প্রকার এবং কার্য্যে অন্য প্রকার, কিন্তু মহাত্মাদিগের মনে যাহা, বাক্যে তাহা এবং কর্ম্মেও তাহা হয় (১)॥
হি-উ।

বিদ্বিষ্ট পতিতোন্মত্ত বহুবৈরাতিকীটকৈঃ।
বন্ধকী বন্ধকীভর্ত্তৃ ক্ষুদ্রানৃতকথৈঃ সহ॥
তথাতিব্যয়শীলৈশ্চ পরিবাদরতৈঃ শঠৈঃ।
বুধো ন মৈত্রীং কুর্ব্বীত নৈকপন্থানমাশ্রয়েৎ॥

বিদ্বেষী, পতিত, উন্মত্ত, বহু বৈরযুক্ত, অতি নিষ্ঠুর, বেশ্যা, বেশ্যার উপপতি, ক্ষুদ্রাশয়, মিথ্যাবাদী, অতি ব্যয়শীল, পরনিন্দাকারী ও শঠ, এই সকল লোকের সহিত মৈত্রতা করিবে না এবং এক পথেও চলিবে না॥ বি-পু ৩,১২।৬—৭।

পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ।

পাষণ্ড (স্বধর্ম্মভ্রষ্ট), বিকর্ম্মস্থ (নিষিদ্ধকর্ম্মকারী), বিড়ালব্রতী (ছদ্ম তপস্বী), শঠ (ধূর্ত্ত বা বঞ্চক) হৈতুক, (হেতু প্রদর্শন দ্বারা সৎকর্ম্মে সন্দেহ উৎপাদনকারী) ও বকব্রতী

(১) নীচসঙ্গে সংসক্ত হইলে, মহাত্মা ব্যক্তিও কিছুমাত্র সুখলাভ করিতে পারেন না। দেখ, "প্রেতসঙ্গ বশতঃ সাক্ষাৎ মহাদেবও নগ্ন ও ভস্মভূষিত হইয়া শ্মশানে বাস করেন। নীচ ব্যক্তি গৃহ প্রবেশপূর্ব্বক স্ত্রী ও ধন প্রভৃতি বস্তু সমুদায়ের প্রতি কটাক্ষপাত করে। যদি স্বয়ং লইতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে যে কোন উপায়ে বিনষ্ট করিয়া থাকে। লোকের শরীরে সহস্র গুণ থাকুক, নীচাশয় ব্যক্তি তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যত্নাতিশয় সহকারে দোষানুসন্ধানে তৎপর হয়। দোষের কোনরূপ প্রসঙ্গ পাইলে, তৎক্ষণাৎ শতবদন বিস্তার করিয়া তাহা প্রখ্যাপন করে। সাধুদিগের গুণবাদ শ্রবণ করিলে, সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হৃদয় বিষে জর্জ্জরিত হয়; কিন্তু কোনরূপ দোষ শ্রুতিপথে উপনীত হইলে, আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হইয়া শতরূপ ধারণ করে। এই সকল কারণে বুদ্ধিমান পুরুষ আপনার কল্যাণ কামনা করিয়া নীচের সহিত পদমাত্র গমন বা তাহার প্রতি অণুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করেন না। নীচাশয় ব্যক্তি বিশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিবার জন্য যত্নপূর্ব্বক আগমন করে; কিন্তু সময় পাইলে হাস্য করিয়া, সমুদায় প্রকাশ করিয়া দেয়। ফলতঃ মহাত্মা ব্যক্তির মন, বাক্য ও কর্ম্ম যেমন একরূপ হইয়া থাকে, দুরাত্মার কখন সেরূপ হয় না। তাহাদের মন একরূপ, বাক্য অন্যরূপ এবং কার্য্য আর এক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়"। গ-পু।

(ভণ্ডব্রতী), এই সকল লোককে বাক্য দ্বারাও অর্চ্চনা করিবে না ॥

বি-পু ৩।১৮।৯৯।

খলেন মিত্রতাং হিত্বা তেন সঙ্গং নিরন্তরং।
মূর্খেণ সঙ্গংহিত্বা চ গচ্ছ সজ্জনসন্নিধৌ ॥

(যদি নিজের মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে) খলের সহিত মিত্রতা এবং সঙ্গ এবং মূর্খের সহিত সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিরন্তর সজ্জন সন্নিধানে গমন কর ॥ ক-বা।

স্বীকৃত্যাপি স্বীয়হানিং পরনাশোদ্যতঃ সদা।
পরেষাং সুখতোদুঃখী খল এব প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

যে ব্যক্তি আত্মহানি স্বীকার করিয়াও পরের নাশে উদ্যত হয় এবং পরসুখে নিতান্ত দুঃখী হয়, তাহার নাম খল ॥ ঐ।

বিষাগ্নিসর্পশস্ত্রেভ্যো ন তথা জায়তে ভয়ং।
অকারণ জগদ্বৈরি খলেভ্যো জায়তে যথা ॥

অকারণ (নিরর্থক) জগৎ-সংসারের বৈরী যে খল, তাহা হইতে যাদৃশ ভয় জন্মে, বিষ, অগ্নি, সর্প এবং শস্ত্র হইতেও তাদৃশ ভয় জন্মে না ॥ ঐ

দ্বিজিহ্বমুদ্বেগকরং ক্রূরমেকান্তদারুণং।
খলস্যাহেশ্চ বদনমপকারায় কেবলং ॥

খলের বদন ও সর্পের বদন সর্ব্বদাই পরের অপকার করে, এই উভয়েরই বদন দ্বিজিহ্ব, উদ্বেগকারী, ক্রূর ও পরমদারুণ। পরাপকার ভিন্ন ইহাদিগের কার্য্য নাই ॥

গ-পু ১।১১২।১৫।

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়
শক্তিঃ পরেষাং পরপীড়নায়।
খলস্য সাধোর্বিপরীতমেতৎ
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায় ॥

খলের বিদ্যা কেবল বিবাদের জন্য, ধন কেবল অহঙ্কারের জন্য এবং শক্তি কেবল পরের পীড়ন জন্য। সাধুর ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ সাধুর বিদ্যা কেবল জ্ঞানের জন্য, ধন কেবল দানের জন্য এবং শক্তি কেবল পরের রক্ষা জন্য। ইহাই খল ও সাধুর পার্থক্য ॥ র-মা।

প্রাক্ পাদয়োঃ পতিত খাদতি পৃষ্ঠ মাংসং
কর্ণে কলং কিমপি রৌতি শনৈর্ব্বিচিত্রং।
ছিদ্রং নিরূপ্য সহসা প্রবিশত্যশঙ্কঃ
সর্ব্বং খলস্য চরিতং মশকঃ করোতি ॥

মশক প্রথমে চরণে পতিত হইয়া পৃষ্ঠ মাংস আহার করে এবং কর্ণেতে অল্পে অল্পে অত্যাশ্চর্য্যরূপ মধুর ধ্বনি করে, পরে ছিদ্র নিরূপণ করতঃ সহসা নির্ভয়ে প্রবেশ করে, এইরূপ খলের চরিত্র মশক কর্তৃক ব্যক্ত হয় ॥ হি-উ।

হিংস্রজন্তু সমীপঞ্চ ন গচ্ছেৎ দুঃখ কারণং।
খলেন সার্দ্ধংমিলনং ন কুর্য্যাচ্ছোক কারণং॥

হিংস্র জন্তুর নিকট গমন করিলে সমাহত ও খলের সহিত প্রণয় করিলে শোক প্রাপ্ত হইতে হয়, অতএব কদাচ তাহা করিবে না॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৭৫।২৬।

পণ্ডিতৈশ্চ বিনীতৈশ্চ ধর্ম্মজ্ঞৈঃ সত্যবাদিভিঃ।
বন্ধনস্থোপি তিষ্ঠেত ন তু রাজ্যংখলৈঃ সহ॥

পণ্ডিত, বিনীত, ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্য-বাদী লোকদিগের সহিত বন্ধনদশাতে থাকাও শ্রেয়স্কর, কিন্তু খলের সহিত রাজ্যভোগ করাও শ্রেয়ঃ নহে॥

গ-পু ১।১১৩।৪।

ক্বচিদ্রুষ্টঃ ক্বচিত্তুষ্টো রুষ্টস্তুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে।
অব্যবস্থিত চিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥

কখন রুষ্ট, কখন তুষ্ট, এবম্প্রকার ক্ষণে তুষ্ট ও ক্ষণে রুষ্ট যে অব্যব-স্থিতমনা লোক, তাহার প্রসাদও ভয়ঙ্কর॥ হি-উ।

মুখং পদ্মদলাকারং বাক্যং চন্দন শীতলং।
হৃদয়ং কর্কশাকারং ত্রিবিধং ধূর্ত্ত লক্ষণং॥

পদ্মদলের ন্যায় মুখ ও চন্দনের ন্যায় শীতল বাক্য ও কঠিনাকার হৃদয়, ধূর্ত্ত লোকের এই তিন প্রকার লক্ষণ॥ ক-বা।

দুর্জ্জন প্রিয়বাদী চ নৈব বিশ্বাস কারণং।
মধুতিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলং॥

দুর্জ্জন অথচ প্রিয়বাদী লোক বিশ্বাসযোগ্য নহে, কেন না তাহার জিহ্বাগ্রে মধু ও হৃদয়ে হলাহল থাকে॥ চাণক্য।

অনিষ্টাদিষ্টলাভেঽপি ন গতির্জ্জায়তে শুভা।
যত্রাস্তে বিষসংসর্গোঽমৃতং তদপি মৃত্যবে॥

অনিষ্ট হইতে যে ইষ্ট লাভ হয়, তাহা শুভজনক নহে, কেননা বিষ-সংসর্গী অমৃতও মরণের হেতুভূত হয়॥ হি-উ।

মৃদ্ঘটবৎ সুখভেদ্যোদুঃ সন্ধেয়শ্চ দুর্জ্জনো ভবতি।
সুজনস্তু কনকঘটবৎ দুর্ভেদ্যশ্চাশু সন্ধেয়ঃ॥

দুর্জ্জন লোক মৃদ্ঘটের ন্যায় অনায়াসে ভঙ্গ হয়, কিন্তু কষ্টে মিলিত হয়, আর সুজন লোক স্বর্ণঘটের ন্যায় কষ্টে ভঙ্গ হয়, কিন্তু আশু মিলিত হয়॥ ঐ।

নারিকেল সমাকারা দৃশ্যন্তেঽপি হি সজ্জনাঃ।
অন্যে বদরিকাকারা বহিরেব মনোহরাঃ॥

সজ্জন লোক নারিকেল সদৃশ অন্তর স্নিগ্ধকর, আর অসজ্জন লোক বদরিকা সদৃশ বাহ্যে মনোহর॥ ঐ।

গুণায়ন্তে দোষাঃ সুজন বদনে দুর্জ্জন মুখে
গুণাদোষায়ন্তে তদীয় পরম বিস্ময় পদং।
যথা জীমূতোয়ং লবণ জলধের্বারি মধুরং
ফনী পিত্বাক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরং॥

সুজনের মুখে যে দোষ তাহা গুণেতেই বর্ত্তে এবং দুর্জ্জনের মুখে যে গুণ তাহা দোষেতেই বর্ত্তে; যেমন সমুদ্রের জল লবণাক্ত হইলেও মেঘরূপে মধুর গুণবিশিষ্ট বারি বর্ষণ করে এবং সর্প ক্ষীর পান করিয়াও অতীব দুঃসহতর গরলই বমন করে॥ ক-বা।

দুর্জ্জন দূষিত মনসঃ সুজনেষ্বপি নাস্তি বিশ্বাসঃ।
বালঃ পায়সদগ্ধো দধ্যপি নন্বুৎকৃতং ভুঙ্ক্তে॥

দুর্জ্জন কর্ত্তৃক দূষিতান্তঃকরণ লোকের সুজনেতেও বিশ্বাস নাই, যে হেতু উষ্ণ ক্ষীর পানে দগ্ধজিহ্ব বালক দধিকেও ফুৎকার দিয়া ভোজন করে॥ হি-উ।

সৌহার্দ্দং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাম্।
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেওতঃ॥

সহবাস ও বিশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারা লোকের স্বভাব, সৌহার্দ্দ, ব্যবহার, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পরিজ্ঞাত হইয়া তৎপ্রতি বিশ্বাস করিবে॥ কা-ত ৯।৪১।

পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং মায়াময়মরিস্তথা॥

যে ব্যক্তি পরোক্ষে কার্য্য নষ্ট করে, এবং প্রত্যক্ষে প্রিয় বাক্য কহে, সেই কপটাচারী মিত্রকে যত্ন পূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে॥

গ-পু ১।১১৫।৪৯।

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে মিত্রস্যাপি ন বিশ্বসেৎ।
কদাচিৎ কুপিতং মিত্রং সর্ব্বগুহ্যং প্রকাশয়েৎ॥

অবিশ্বাসী লোককে বিশ্বাস করিবে না, অধিক কি, মিত্রকেও বিশ্বাস করিবে না, যেহেতু মিত্র কখন কুপিত হইলে সমস্ত গুহ্য কথা প্রকাশ করিতে পারে।

গ-পু ১।১১৪।২৩।

(মিত্রের হিতানুষ্ঠানে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ থাকা কর্ত্তব্য)

কেচিদ্ধি সৌহৃদাদেব ন দোষং পরিচক্ষতে।
স্বার্থ হেতোস্তথৈবান্যে প্রিয়মেব বদন্ত্যুত॥
প্রিয়মেব পরোপসন্তে কেচিদাত্মনি যদ্ধিতম্।
এবম্প্রায়াশ্চ দৃশ্যন্তে জনবাদাঃ প্রয়োজনে॥

কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোদ্ঘোষণ করেন না; কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। এই পৃথিবী মধ্যে উক্ত

প্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য্য করা যায় না॥

ম-ভা সভাপর্ব্ব ১৩।৪৯-৫০

অসত্যমহিতং পশ্চাৎ সাংপ্রতং শ্রুতিসুন্দরং।
সুবুদ্ধিং শত্রুর্বদতি নহি তেষাং কদাচন॥

যে বাক্য আপাত শ্রুতিসুখকর, পরে তাহা অসত্য ও অহিতজনক হয়। শত্রু পরপক্ষকে সুবুদ্ধি প্রদান না করিয়া তাহার অহিত সাধনার্থ ঐরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিয়া থাকে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৪১।৫১।

লভ্যতে খলু পাপীয়ান্নরঃ সুপ্রিয়বাগিহ।
অপ্রিয়স্য হি পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা হি দুর্লভঃ॥

এই ভূমণ্ডলে প্রিয়ভাষী পাপাত্মা মনুষ্য অনেক আছে, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা নিতান্ত দুর্লভ॥

ম-ভা সভাপর্ব্ব ৬৩।১৭।

যস্তু ধর্ম্মপরশ্চ স্যাদ্ধিত্বা ভর্ত্তুঃ প্রিয়াপ্রিয়ে।
অপ্রিয়াণ্যাহ পথ্যানি তেন রাজা সহায়বান্॥

যে ধর্ম্মনিরত ব্যক্তি প্রিয় বা অপ্রিয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া হিতকর অপ্রিয়বাক্য কহে, সেই যথার্থ সহায় অর্থাৎ মিত্র॥ ঐ ১৮।

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রু বিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানেচ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥

উৎসব কালে, বিপদাবস্থায়, দুর্ভিক্ষ সময়ে, শত্রুর সহিত যুদ্ধস্থলে, রাজদ্বারে ও শ্মশান ভূমিতে যে ব্যক্তি সহায় থাকে, সেই বান্ধব॥ চাণক্য।

অপৃষ্টোঽপি হিতংব্রূয়াৎ যস্য নেচ্ছেৎ পরাভবং।
এষ এব সতাং ধর্ম্মো বিপরীত মতোঽন্যথা॥

যাহার পরাজয় ইচ্ছা না করিবে, তৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত না হইলেও তাহাকে হিত বাক্য কহা সত্য ধর্ম্ম, তদ্বিপরীতাচরণই অধর্ম্ম॥ হি-উ।

আপত্যুন্মার্গ গমনে কার্য্যকালাত্যয়েষুচ।
কল্যান বচনং ব্রূয়াদপৃষ্টোঽপি হিতো নরঃ॥

বিপৎকালে, কুপথগামী হওন কালে, ও কার্য্য কালাতিপাত হওন কালে হিতৈষী ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত না-হইলেও মঙ্গলসূচক বাক্য কহিবে॥ ঐ

সুহৃদাং হিতকামানাং যঃ শৃণোতি ন ভাষিতং।
বিপৎ সন্নিহিতা তস্য স নরঃ শত্রু নন্দনঃ॥

যে ব্যক্তি হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের বাক্য না শুনে, তাহার বিপদ অতি নিকটবর্ত্তী এবং সে শত্রুনন্দন অর্থাৎ শত্রুর আনন্দবর্দ্ধনকারি হয়॥ ঐ

(চিরকাল মিত্রতা-রক্ষা করা অতি-কঠিন ব্যাপার

সর্ব্বথা সুকরং মিত্রং দুষ্করং প্রতিপালনম্।
অনিত্যত্বাত্তু চিত্তানাং প্রীতিরল্পেঽপি ভিদ্যতে।

মিত্রতা সংঘটন করা সহজ; কিন্তু মিত্রতা রক্ষা করাই দুঃসাধ্য।

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল; সুতরাং অল্পমাত্র কারণেই প্রণয় ভঙ্গ হয়॥ বা-রা ৪।৩২।৭

ন সখ্যমজরং লোকে হৃদি তিষ্ঠতি কস্যচিৎ।
কালো হ্যেনং বিহরতি ক্রোধোবৈনং হরত্যুত॥

কাহারও সহিত চিরকাল বন্ধুতা থাকে না; হয় সর্ব্বসংহর্ত্তা কৃতান্ত উহা বিলুপ্ত করেন, নতুবা ক্রোধ-বশতঃ উহা বিনষ্ট হইয়া যায়॥

ম-ভা-আদিপর্ব্ব ১৩২।৭

যদীচ্ছেৎ শাশ্বতীং প্রীতিং ত্রীণি দোষাণি বর্জ্জয়েৎ।
দ্যূতমর্থপ্রয়োগঞ্চ পরোক্ষে দারদর্শনং॥

যদি কাহারও সহিত অকৃত্রিম প্রণয় ইচ্ছা কর, তবে তাহার সহিত দ্যূতক্রীড়া, অর্থপ্রয়োগ, অথবা পরোক্ষে দারদর্শন করিও না॥ গ-পু ১।১১৪।৬।

সকৃদ্ দুষ্টঞ্চ যন্মিত্রং পুনঃ সন্ধানমিচ্ছতি।
স মৃত্যুমেব গৃহ্ণীয়াৎ গর্ভমশ্বতরী যথা॥

কোন মিত্রের সহিত যদি একবার শত্রুতা হয়, তবে সেই মিত্রকে আর কখনও গ্রহণ করিবে না, কেন না সেই মিত্র সাক্ষাৎ মৃত্যু স্বরূপ। যেমন অশ্বতরী গর্ভ গ্রহণ করিলে তাহার মৃত্যু হয়, তদ্রূপ দুষ্ট মিত্রকে গ্রহণ করিলেও মৃত্যু হইয়া থাকে॥ গ-পু ১।১১০।২০।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সন্তোষ॥

(গৃহস্থ সর্ব্বদা শোক, ভয় ও চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক সুখদুঃখ সমান জ্ঞান করিবে)

শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থান শতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্॥

এই সংসারে শোকের বিষয় সহস্র সহস্র এবং ভয়ের (১) বিষয় শত শত বিদ্যমান আছে, ইহারা সর্ব্বদা কেবল মূঢ় লোককেই অভিভূত করে, কিন্তু পণ্ডিত লোকের কিছুই করিতে পারে না॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ২।১৬।

প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাচ্ছারীরমৌষধৈঃ।
এতদ্বিজ্ঞানসামর্থ্যং ন বালৈঃ সমতামিয়াৎ॥

জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ এবং

(১) অনিষ্টজনক কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলে তৎপ্রতিকারে নিজের অসামর্থ্যজ্ঞানকে ভয়, আর ইষ্ট বস্তুর বিয়োগ হইলে পুনরায় তাহার অপ্রাপ্তি সম্ভাবনাকে শোক কহে।

ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ নিবারিত হয়; এই জ্ঞান স্থবির ব্যক্তির ন্যায় বালকদিগের অন্তঃকরণে সমুদিত হয় না॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ২১৬।১৭।

অনিষ্টসম্প্রয়োগাচ্চ বিপ্রযোগাৎ প্রিয়স্য চ।
মনুষ্যা মানসৈর্দুঃখৈর্যুজ্যন্তে চাল্পবুদ্ধয়ঃ॥
গুণৈর্ভূতানি যুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথৈবচ।
সর্ব্বাণি নৈতদেকস্য শোকস্থানং হি বিদ্যতে॥

অল্প বুদ্ধি মনুষ্যেরা ইষ্টবিয়োগ ও অনিষ্ট-সংযোগে দুঃখিত হইয়া থাকে। সকল প্রাণীই সুখ, দুঃখ ও মোহে সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে; অতএব তন্নিমিত্ত শোক করা নিতান্ত অনুচিত।

ঐ ১৮—১৯।

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহজায়তে।
অদ্যব্বাব্দ শতান্তে বা মৃত্যু বৈ প্রাণিনাংধ্রুবং

হে বীর! জীবের মৃত্যু জন্মের সহিত জন্ম গ্রহণ করে; অদ্যই হউক, বা শত বৎসর পরেই হউক, মৃত্যু প্রাণীর নিশ্চিতই রহিয়াছে॥

ভা-পু ১০।১।২৪।

সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্॥

যেখানে সংযোগ, সেইখানেই বিয়োগ; যেখানে উন্নতি সেই খানেই অবনতি; যেখানে সংগ্রহ, সেই খানেই ক্ষয়, এবং যেখানে জন্ম সেই খানেই মৃত্যু॥

বা-রা ২।১০৫।১৭।

যথা ফলানাং পক্বানাং নান্যত্র পতনাদ্ভয়ম্॥
এবং নরস্য জাতস্য নান্যত্র মরণাদ্ভয়ম্॥

যেমন ফল পক্ব হইলে, তাহার পতন ভিন্ন আর অন্য ভয় নাই, সেই রূপ জন্মিলে, নিশ্চয়ই মরিতে হয়, কোন মতেই তাহার পরিহার নাই॥ ঐ ১৮।

অহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ।
আয়ূংষি ক্ষপয়ন্ত্যাশু গ্রীষ্মে জলমিবাংশবঃ॥

গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকিরণ যেমন জলশোষণ করে, সেইরূপ দিন ও রাত্রি সকল যথানিয়মে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাণিমাত্রেরই আয়ু হরণ করিতেছে। এ বিষয়ে কোনরূপ কালবিলম্ব হয় না॥ ঐ ২০।

ভূতেষভাবং সংচিন্ত্য যে তু বুদ্ধেঃপরং গতাঃ।
ন শোচন্তি কৃতপ্রজ্ঞাঃ পশ্যন্তঃ পরমাংগতিম্॥

যে প্রাজ্ঞ পুরুষেরা জীবের বিনশ্বরত্ব চিন্তা করিয়া জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা কদাচ শোকে অভিভূত হয়েন না; প্রত্যুত সদ্গতি লাভ করেন॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ২১৬।২৮।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ জীব জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহান্তর পরিগ্রহণ করেন, অতএব তদ্বিষয়ে শোক করা উচিত নহে॥ ভ-গী ২।২২।

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

যে ব্যক্তির জন্ম হয়, অবশ্যই তাহার মৃত্যু হয় এবং মৃত ব্যক্তির জন্ম অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য; অতএব ঈদৃশ বিষয়ে তোমার শোকাকুল হওয়া কখনই উচিত হয় না। ঐ ২৭।

শোচতো ন ভবেৎ কিঞ্চিৎ কেবলং
পরিতপ্যতে।
পরিত্যজন্তি যে দুঃখং সুখং চাপ্যুভযং নরাঃ।
তএব সুখমেধন্তে জ্ঞানতৃপ্তা মনীষিণঃ॥

শোক করিলে কেবল পরিতাপ ভিন্ন আর কিছুই লাভ হয় না। যাহারা সুখ দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, সেই জ্ঞানতৃপ্ত মনিষী মহাপুরুষেরাই যথার্থ সুখী॥ ম-ভা বনপর্ব্ব ২১৬।২১।

শোকো নাশয়তে ধৈর্য্যং শোকো নাশয়তে
শ্রুতম্।
শোকো নাশয়তে সর্ব্বং নাস্তি শোকো
সমো রিপুঃ॥

দেখুন, শোকে ধৈর্য্য নাশ হয়, শোকে জ্ঞান নাশ হয়, অধিক কি, শোকেই সর্ব্বনাশ হয়, ফলতঃ শোকের সমান শত্রু নাই (১)॥ বা-রা ২।৫২।১৫।

কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং যথা।
গতস্য শোচনা নাস্তি ইতি বেদবিদাম্মতং॥

যেমন মৃত ব্যক্তির আর মরণ নাই, সেইরূপ কৃত কর্ম্মের আর করণ নাই এবং গত বিষয়ের শোচনা নাই, ইহাই বেদজ্ঞগণের মত॥ হি-উ।

---

(১) ইষ্টবিয়োগাদি জন্য কোন ব্যক্তির শোক করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। শোকে ধর্ম্মজ্ঞান বিনষ্ট হয়। শোক সকল অনিষ্টের হেতু ও অনর্থের মূল এবং সমস্ত কুবৃত্তির আকর। গতাসু ব্যক্তির জন্য শোক ও রোদন করা বৃথা। তাহাতে কোন ফলোদয় নাই, কেবল মনের কষ্ট ও শরীর নষ্ট হয়। দেখ, এই অসার সংসার অনিত্য, ইহাতে কাহার স্থিরতা নাই। ভূত সকল অদর্শন হইতে আগত হইয়া পুনর্ব্বার অদর্শনে লীন হয়। এ সংসারে কেহ কাহারও নহে, কেবল মোহবশে আমার আমার বলিয়া মমতা পাশে বদ্ধ হইয়া জীবগণ হত হইতেছে। রূপ, যৌবন, রত্নসঞ্চয়, ঐশ্বর্য্য, এবং প্রিয় নিবাস প্রভৃতি সকলই অনিত্য; পণ্ডিতগণ এই সমস্ত অচিরস্থায়ী বিষয়ে কদাচ আসক্ত হন না।

শরীরং মানসং দুঃখং যোতীতমনুশোচতি।
দুঃখেন লভতে দুঃখং দ্বাবনর্থৌ চ বিন্দতি॥

যে ব্যক্তি অতীত শারীরিক বা মানসিক দুঃখ স্মরণ করিয়া অনুতাপিত হয়, সে দুঃখ দ্বারা কেবল দুঃখই লাভ করে, অতএব উক্ত উভয় প্রকার দুঃখই অনর্থের মূল বলিয়া জানিবে॥

ম-ভা শান্তি পর্ব্ব ১৬।১০।

যদ্গতং তদতিক্রান্তং যদি স্যাত্তচ্চ দূরতঃ।
বর্ত্তমানেন বর্ত্তেত ন স শোকেন বাধ্যতে॥

যে ব্যক্তি অতীত বিষয়কে অতিক্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করে, ভবিষ্যৎ বিষয়ও অনেক দূরে আছে বলিয়া মনে করে এবং বর্ত্তমান বিষয়েও অনুরক্ত হয় না, সে ব্যক্তি কোন প্রকার শোকে অভিভূত হয় না॥

গ-পু ১।১১৩।৬৩।

সত্যমুক্তং পুরাবিদ্ভিশ্চিন্তামূর্ত্তিঃ সুদারুণা।
ন ভেষজৈর্লঙ্ঘনৈর্বা নৈবান্যৈরুপশাম্যতি॥

পুরাবিদ্গণ যথার্থই বলিয়াছেন, যে ঔষধ, লঙ্ঘন অথবা তৎসদৃশ অন্যবিধ উপায়, কিছুতেই এই সুদারুণ চিন্তামূর্ত্তির উপসম হয় না।

কা-খ ১।৭০।

চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং ক্ষুধাং নিদ্রাং বলং হরেৎ।
রূপমুৎসাহবুদ্ধিং শ্রীং জীবিতঞ্চ ন সংশয়ঃ॥

এই চিন্তা মূর্ত্তিমান্ জ্বর; ইহা মনুষ্যের ক্ষুধা, নিদ্রা, বল, বুদ্ধি, উৎসাহ, রূপ, শ্রী ও প্রাণ সমুদায়ই হরণ করিয়া থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই॥ কা-খ ১।৭১।

জ্বরে ব্যতীতে বড়হে জীর্ণজ্বর ইহোচ্যত।
অসৌ চিন্তাজ্বরস্তীব্রঃ প্রত্যহং নবতাং ব্রজেৎ॥

সচরাচর লোকের যে জ্বর হয়, ছয় দিন অতীত হইলেই তাহাকে জীর্ণজ্বর বলিয়া থাকে। কিন্তু এই চিন্তাজ্বর অতীব ভয়ঙ্কর। ইহা প্রতিদিনই নবীন বিগ্রহে আবির্ভূত হয়, কোন কালেই জীর্ণ হয় না॥

ঐ ৭২।

চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তা প্রাণ সমং বপুঃ॥

চিতা ও চিন্তা এই দুয়ের মধ্যে চিন্তা গুরুতরা হয়, যেহেতু চিতা নির্জীবকেই দাহ করে, কিন্তু চিন্তা সজীব দেহকে দাহ করে॥ ক-বা।

চিন্তনেনৈধতে চিন্তা ম্বিন্ধনেনেব পাবকঃ।
নশ্যত্যচিন্তনেনৈব বিনেন্ধনমিবানলঃ॥

যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ সংযোগে বহ্নি উদ্দীপিত হয়, সেইরূপ চিন্তাদ্বারাই চিন্তা পরিবর্দ্ধিত হয়; যেরূপ কাষ্ঠের অভাবে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ চিন্তার অভাবে চিন্তা বিনষ্ট হইয়া যায়॥ যো-বা-রা ৫।২১।৫।

াজ্যেভ্যোভোগপূগেভ্যশ্চিন্তাপোহ্যোমুনীশ্বর।
নিরস্তচিন্তাকলিতাবৎসমৈকান্তশীলতা ॥

হে মুনিবর! রাজ্য অথবা ভোগ বিষয়ে ঐকান্তিক চিন্তা করা অনুচিত, যেহেতু অত্যন্ত চিন্তাশীলতা ও চিন্তাত্যাগ উভয়ই দোষাবহ। কারণ চিন্তাত্যাগে বিষয় হইতে বিচ্যুত হইতে হয় এবং অতিশয় চিন্তাতে পরমার্থ হানি হয় ॥

যো-বা-রা ১।২৯।৫।

খং দুঃখং বিপৎ সম্পৎ শোকশ্চিন্তা শুভাশুভং।
ধকর্ম্ম ফল নিষ্ঠঞ্চ সর্ব্বং কালেপ্যুপস্থিতং ॥

সুখ, দুঃখ, বিপদ, সম্পদ, শোক, চিন্তা সমুদায়ই জীবগণের কর্ম্মের ফল। কালে জীবের ঐ সমস্ত কর্ম্ম-ফল প্রকাশমান হয় ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৬।৩০।

যস্মিন্ দেশে চ কালে চ যস্মাদ্বা যেন কেন বা।
কৃতং শুভাশুভং কর্ম্ম ভোজ্যং তত্তত্র নান্যথা ॥

যে দেশে যে কালে যাহা হইতে যে ব্যক্তি যে যে শুভাশুভ কার্য্য করে, সেই দেশে সেই কালে তাহা হইতে সেই ব্যক্তি শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করে ॥

অ-রা ২।৬।১০।

অলং হর্ষবিষাদাভ্যাং শুভাশুভ ফলোদয়ে।
বিধাত্রা বিহিতং যত্তত্তদলঙ্ঘ্যং সুরাসুরৈঃ ॥

অতএব শুভ বা অশুভ ফল প্রাপ্ত হইলে হর্ষ বা বিষাদ করা অনুচিত, যেহেতু বিধাতা যাহা করিয়াছেন তাহা দেবতা বা অসুর কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না ॥

অ-রা ২।৬।১১।

সর্ব্বদা সুখদুঃখাভ্যাং নরঃ প্রত্যবরুদ্ধ্যতে।
শরীরং পুণ্যপাপাভ্যামুৎপন্নং সুখদুঃখবৎ ॥

মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বদা সুখ দুঃখ ভোগ অবশ্যই হইবে, যেহেতু এই শরীর পাপ ও পুণ্য দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এই শরীরাবচ্ছেদে পাপের পরিণাম দুঃখ ও পুণ্যের পরিণাম সুখ হইয়া থাকে ॥

ঐ ১২।

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
দ্বয়মেতদ্ধি জন্তূনামলঙ্ঘ্যং দিনরাত্রিবৎ ॥

দেহীমাত্রেরই সুখ ভোগানন্তর দুঃখ ভোগ এবং দুঃখ ভোগানন্তর সুখ ভোগ অবশ্যই হইয়া থাকে, যেমন দিবসান্তে রজনী ও রজনী প্রভাতে পুনর্ব্বার দিবস হয় ॥

ঐ ১৩।

সুখ মধ্যে স্থিতং দুঃখং দুঃখ মধ্যে স্থিতং সুখং।
দ্বয়মন্যোঽন্য সংযুক্তং প্রোচ্যতে জলপঙ্কবৎ ॥

যেমন জলস্থিত পঙ্কের মধ্যে জল এবং জল মধ্যে পঙ্ক, এইরূপে পরস্পরের নিয়ত সম্বন্ধ দেখা যায়, সুখ দুঃখেরও নিয়ত সেইরূপ সম্বন্ধ

দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যেও সুখ ভোগ হয়, ফলতঃ মানব দেহে দুঃখরহিত সুখ কখনই সম্ভব হয় না ॥

অ-রা ২।৬।১৪।

তস্মাৎকৈর্ষ্যেণ বিদ্বাংস ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।
ন হৃষ্যন্তি ন মুহ্যন্তি সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ ॥

অতএব পণ্ডিতেরা স্বকার্য্য বশতঃ ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্ত হইলে হৃষ্ট বা মুগ্ধ হন না, যেমন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা (ভোজবাজী) দ্বারা ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্ত হইলে কাহারও হর্ষ বা বিষাদ হয় না ॥ ঐ ১৫।

সুখমাপতিতং সেবের্দ্দুঃখমাপতিতং তথা।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥

আগত সুখেরও সেবন করিবে এবং আগত দুঃখেরও সেবন করিবে, যেহেতু সুখও দুঃখ নিয়ত চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্ত হইতেছে ॥ হি-উ।

অসন্তোষপরামূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ।
অসন্তোষস্য নাস্ত্যন্তস্তুষ্টিশ্চ পরমং সুখম্।
ন শোচন্তি গতাধ্বানঃ পশ্যন্তঃ পরমাংগতিম ॥

অসন্তোষ অতি হেয় পদার্থ; উহার অন্ত নাই; মূঢ় লোকেরাই সেই অসন্তোষের পরবশ হইয়া থাকে; কিন্তু পণ্ডিতগণের চিত্তক্ষেত্রে অশেষ সুখনিদান সন্তোষ বর্দ্ধমূল হইয়া সর্ব্বদা বাস করে; তাঁহারা দুর্গতি প্রাপ্ত হইলেও কখন শোকাভিভূত হন না ॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২১৬।২২।

সন্তোষোহি পরংশ্রেয়ঃ সন্তোষঃ সুখমুচ্যতে।
সংতুষ্টঃ পরমভ্যেতি বিশ্বাসমরিমর্দ্দন ॥

সন্তোষই পরম শ্রেয়োজনক ও পরম সুখদায়ক। যেহেতু সন্তুষ্ট ব্যক্তিই সকলের বিশ্বাসভাজন হইয়া পরম বিশ্রান্তি লাভ করেন ॥

যো-বা-রা ২।১৫।১।

সন্তোষামৃতপানেন যে শান্তাস্তৃপ্তিমাগতাঃ।
ভোগশ্রীরচলা তেষামেব প্রতিবিধীয়তে ॥

সন্তোষরূপ অমৃতপান দ্বারা যে সকল ব্যক্তি শান্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ করেন, তাঁহাদিগের ভোগশ্রী অচলভাবে বিরাজিত থাকে ॥ ঐ ৪।

অপ্রাপ্তবাঞ্ছামুৎসৃজ্য সংপ্রাপ্তে সমতাংগতঃ।
অদৃষ্টদুঃখদোষো যঃ সন্তুষ্টঃ স ইহোচ্যতে ॥

যে ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ ও প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি রাগদ্বেষাদি প্রদর্শন না করেন, তাঁহাকেই সন্তুষ্ট কহে ॥ ঐ ৬।

নাভিবাঞ্ছত্যসংপ্রাপ্তং প্রাপ্তং ভুঙ্‌ক্তে যথাক্রমং।
যঃ স সৌম্যসদাচারঃ সন্তুষ্ট ইতি কথ্যতে ॥

যিনি অনুপস্থিত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা না করেন এবং যথাক্রমে লব্ধ সম্পত্তি ভোগ করেন, সদাচার-

সম্পন্ন সেই সৌম্য পুরুষকেই সন্তুষ্ট বলা যায়॥ যো-বা-রা ২।১৫।৭।

নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টংনেচ্ছন্তি শোচিতুং।
আপৎস্বপি ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিত বুদ্ধয়ঃ॥

পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান মনুষ্য অপ্রাপ্য বিষয়ের বাঞ্ছা করেন না, নষ্ট বিষয়েরও শোচনা করেন না এবং বিপদেও মুগ্ধ হন না॥ হি-উ।

সম্পদি যস্য ন হর্ষো বিপদি বিষাদো রণে চ ধীরত্বং।
তং ভুবনত্রয় তিলকং জনয়তি জননীসুতং বিরলং॥

যাহার সম্পদে হর্ষ ও বিপদে বিষাদ না হয় ও রণে ধীরত্ব থাকে, এমন ত্রিভুবন-তিলক-পুত্রকে যে জননী উৎপাদন করেন তিনি অতি বিরল॥ ঐ

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

গৃহস্থের আহারের ব্যবস্থা।

(শূদ্রান্ন ভোজনের দোষ কথন)

ভুক্তং হি মনুষ্যাণামন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
যোযস্যান্নং সমশ্নাতি স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষং॥

মনুষ্যের পাপরাশি কেবল অন্নকেই সমাশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, অতএব যে ব্যক্তি যাহার অন্ন ভোজন করে সে ব্যক্তি তাহার পাপই ভোজন করে (১)॥

অঙ্গিরা-সং ৫৮।

অমৃতং ব্রাহ্মণ স্যান্নং ক্ষত্রিয়স্য পয়ঃ স্মৃতং।
বৈশ্যস্যাপ্যন্নমেবান্নং শূদ্রস্য রুধিরং স্মৃতং॥

ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত তুল্য, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধ তুল্য, বৈশ্যের অন্ন অন্ন তুল্য এবং শূদ্রের অন্ন রুধির তুল্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হয় (১)॥

আ-সং ৮।১৩।

বৈশ্যদেবেন হোমেন দেবতাভ্যর্চ্চনৈর্জপৈঃ।
অমৃতং তেন বিপ্রান্নমৃগ্‌যজুঃ সাম সংস্কৃতং॥

ঋক, যজুঃ ও সাম বেদোক্ত

---

(১) পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে,—'যাহারা অন্নদান করে, পাপ তাহাদিগের শরীর পরিত্যাগ করিয়া গৃহীতার শরীরে প্রবেশ করে। এই হেতু বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ পাপীদিগের অন্নগ্রহণ করেন না। যে মূঢ় মোহপ্রযুক্ত পাপীদিগের অন্নগ্রহণ করে, সে নিশ্চয়ই পাপভাগী হয়। ক্রিয়াযোগসার ১৯ অ. ৫৮—৫৯।

(১) গরুড়পুরাণেও এমত প্রকাশ আছে, যথা,—"অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃস্মৃতং। বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরংস্মৃতং"॥ ১।২০৫ অধ্যায় ১৪৭ শ্লোক।

নিয়মানুসারে বৈশ্যদেব প্রভৃতি দেবতাদিগের পূজা হোম ও জপ দ্বারা অন্ন সংস্কৃত হয়, এই হেতু ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত তুল্য ॥

আ-সং ৮।১৪।

ব্যবহারানুরূপেণ ধর্ম্মেণ চ্ছল বর্জ্জিতং।
ক্ষত্রিয়স্থ পয়স্তেন ভূতানাংযচ্চ পালনং ॥

ব্যবহারের অনুরূপ ও ছলবর্জ্জিত ধর্ম্মানুসারে সমস্ত প্রাণীগণ ক্ষত্রিয় দিগের দ্বারা পরিপালিত হয়, এই কারণে ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধ তুল্য ॥

ঐ ১৫।

স্বকর্ম্মণা চ বৃষভৈরহুস্ত্যাদ্যশক্তিতঃ।
খলযজ্ঞাতিথিত্বেন বৈশ্যান্নস্তেন সংস্কৃতং ॥

যথাশক্তি অনুসারে বৃষভাদি পশুগণের রক্ষণাবেক্ষণ,কৃষি, বাণিজ্যাদি কর্ম্ম, যজ্ঞানুষ্ঠান ও অতিথি সেবা দ্বারা বৈশ্যগণ স্বধর্ম্ম পালন করেন, এই জন্য বৈশ্যের অন্ন সংস্কৃত ॥

ঐ ১৬।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্ত মদ্যপানরতস্থ চ।
রুধিরং তেন শূদ্রান্নং বিধিমন্ত্র বিবর্জ্জিতং ॥

অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ও মদ্যপানে আসক্ত শূদ্রদিগের অন্ন বিধিমন্ত্র বর্জ্জিত হওয়া প্রযুক্ত তাহা রুধির তুল্য ॥

ঐ ১৭।

দ্রব্যপাণিশ্চ শূদ্রেণ স্পৃষ্টোচ্ছিষ্টেন কর্হিচিৎ।
তদ্দ্বিজেন ন ভোক্তব্যমাপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ ॥

শূদ্রস্পৃষ্ট বা শূদ্রের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য কিংবা জল দ্বিজাতিগণের ভোক্তব্য নহে, ইহা আপস্তম্ব মুনি উক্ত করিয়াছেন ॥

আ-সং ৮।২১।

ঘৃতপক্কং তৈলপক্কং মিষ্টান্নং শূদ্রসংস্কৃতং।
অভক্ষ্যং ব্রাহ্মণানাঞ্চ শূদ্রভ্রষ্টং চিপীটকং ॥

শূদ্রসংস্কৃত ঘৃতপক্ক, তৈলপক্ক, মিষ্টান্ন এবং শূদ্রভ্রষ্ট চিপীটক ব্রাহ্মণগণ কদাচ ভোজন করিবেন না ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।৩০।

শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনং।
শূদ্রাজ্জ্ঞানাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ ॥

শূদ্রের অন্ন ভোজন, শূদ্রের সহিত সম্বন্ধ, শূদ্রের সহিত একাসনে উপবেশন ও শূদ্র হইতে কোন প্রকার জ্ঞান লাভ করিলে মহাতেজঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণও পতিত হয় ॥

অঙ্গিরা-সং ৪৭।

যোভুঙ্‌ক্তে হি চ শূদ্রান্নং মাসমেকংনিরন্তরং।
ইহ জন্মনি শূদ্রত্বং মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে ॥

যে দ্বিজ ক্রমাগত এক মাস কাল শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে ইহজন্মে শূদ্রত্ব ও পরজন্মে কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হয় ॥

ঐ ৪৮।

শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন যোদ্বিজো জনয়েৎসুতান্।
যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা অন্নাচ্ছুক্রং প্রবর্ত্ততে ॥

যদি কোন দ্বিজ শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া সন্তান উৎপাদন করে, তবে সেই সন্তান অন্নস্বামীরই হয়, যেহেতু অন্ন হইতে শুক্র জন্মে ॥

অঙ্গিরা-সং ৫৩।

(ব্রাহ্মণান্ন ভোজনের গুণ কথন।)

ব্রাহ্মণস্য সদা ভুঙ্‌ক্তে ক্ষত্রিয়স্য চ পর্ব্বসু।
বৈশ্যস্বাপৎ সু ভুঞ্জীত ন শূদ্রেঽপি কদাচন ॥

ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করা সর্ব্বকালেই প্রশস্ত, ক্ষত্রিয়ের অন্ন কেবল পর্ব্ব দিবসে ও বৈশ্যের অন্ন বিপদাবস্থায় বিধেয়, কিন্তু শূদ্রের অন্ন কোন কালেই ভোক্তব্য নহে ॥

ঐ ৫৫।

দুরাচারস্য বিপ্রস্য নিষিদ্ধাচরণস্য চ।
অন্নং ভুক্ত্বা দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্দিনমেকমভোজনং ॥

যদি কোন ব্রাহ্মণ, নিষিদ্ধাচরণকারী দুরাচার ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করেন, তাহা হইলে তিনি এক দিন উপবাস করিয়া থাকিবেন (১) ॥ প-সং ১২।৫৩।

সদাচারস্য বিপ্রস্য তথা বেদান্তবাদিনঃ।
ভুক্ত্বান্নং মুচ্যতে পাপাদহোরাত্রান্ত বৈ নরঃ ॥

যে ব্রাহ্মণ সদাচারী ও বেদান্তবাদী, তাঁহার অন্ন যদি কেহ এক দিবারাত্রি মাত্র ভোজন করে, তাহা হইলে সে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ প-সং ১২।৫৪।

উপাসতে যে গৃহস্থাঃ পরপাকমবুদ্ধয়ঃ।
তেন তে প্রেত্য পশুতাং ব্রজন্ত্যন্নাদিদায়িনাং ॥

যে গৃহস্থ পরান্নের দোষ না জানিয়া গ্রামান্তর গমন পূর্ব্বক

---

(১) ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাহার কদর্য্য (লুব্ধ) স্বভাব, কারাবদ্ধ, চৌর, ক্লীব, রঙ্গব্যবসায়ী (নট, চারণ, মল্ল প্রভৃতি), বেণুচ্ছেদজীবী (যে ডোমের ব্যবসা করে) অভিশস্ত (যে পাতিত্যজনক কর্ম্ম করে), বৃদ্ধিজীবী (যে টাকার সুদগ্রহণ করিয়া জীবীকা নির্ব্বাহ করে) গণিকা (বেশ্যা) গণদীক্ষী (বহুযাজক), চিকিৎসক, মহারোগগ্রস্থ, ক্রুদ্ধ পুংশ্চলী (কুলটা), মত্ত (বিদ্যাদিতে গর্ব্বিত) অস্কুত, শত্রু, ক্রূর, উগ্রস্বভাব, পতিত (গায়ত্রী-পতিত) দাম্ভিক (বঞ্চক) উচ্ছিষ্টভোজী, স্বাধীনা ও পতিপুত্রবিহীনা স্ত্রী, স্বর্ণব্যবসায়ী, স্ত্রৈণ, গ্রামযাজক, অস্ত্রবিক্রয়ী, লৌহ ও তন্তুবায়ের ব্যবসাকারী, সেবা কিম্বা কুক্কুর বৃত্ত্যাবলম্বী, নির্দ্দয়, রাজা ও রাজপুরোহিত, বস্ত্ররঞ্জক, কৃতঘ্ন, বধজীবী, জীবীকার্থ বস্ত্রধৌতকারী, সুরাবিক্রয়ী, লম্পটাবাসের কর্ত্তা (যাহার গৃহে বেশ্যা সহিত জার-পুরুষ থাকে, অর্থাৎ বাড়ীওয়ালা), পরনিন্দুক, মিথ্যাবাদী, তৈলপ্রস্তুতকারী, বন্দী (স্তুতিপাঠক এবং সোমলতাবিক্রয়ী, ইহাদিগের অন্ন ভোক্তব্য নহে।' যথা,—

কদর্য্যবদ্ধচোরানাং ক্লীবরঙ্গাবতারিণাম্।
বৈণাভিশস্তবার্দ্ধুষ্যগণিকাগণদীক্ষিণাম্ ॥
চিকিৎসকাতুরক্রুদ্ধপুংশ্চলীমত্তবিদ্বিষাম্।
ক্রূরোগ্রপতিতব্রাত্যদাম্ভিকোচ্ছিষ্টভোজিনাম্ ॥
অবীরাস্ত্রীস্বর্ণকারস্ত্রীজিতগ্রামযাজিনাম্।
শস্ত্রবিক্রয়কর্ম্মারতন্তুবায়শ্ববৃত্তিনাম্ ॥
নৃশংসরাজরজককৃতঘ্নবধজীবীনাম্।
চৈলধাবসুরাজীবসহোপপতিবেশ্মনাম্ ॥
পিশুনানৃতিনোশ্চৈব তথাচাক্রিকবন্দিনাম্।
এষামন্নং ন ভোক্তব্যং সোমবিক্রয়িণস্তথা ॥

যা-সং ১।১৬০-১৬৪।

নিষিদ্ধ পরান্ন ভোজন করে, সে মরণান্তে অন্নদাতার পশু হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ॥ ম-সং ৩।১০৪।

অন্নাভাবে চ দৌর্ভিক্ষ্যে বিপদি প্রাণসংকটে।
নিষিদ্ধেনাদনেনাপি রক্ষন্ প্রাণান্ন পাতকী ॥

যৎকালে অন্নাভাব হইবে, দুর্ভিক্ষ হইবে, বিপদ কিংবা প্রাণ-সঙ্কট উপস্থিত হইবে, তৎকালে যদি কেহ নিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়া প্রাণরক্ষা করে, তাহা হইলে সে পাপভাগী হইবে না॥ ম-নি-ত-১১।১৩১।

আপৎকালে তু বিপ্রেণ ভুক্তং শূদ্রগৃহে যদি।
মনস্তাপেন শুদ্ধ্যেত দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ॥

যদি কোন বিপ্র আপৎকালে শূদ্র গৃহে ভোজন করেন, তাহা হইলে তিনি মনস্তাপ দ্বারা অথবা শতবার গায়ত্রী জপ দ্বারা শুদ্ধ হইবেন ॥ আ-সং ৮।২০।

করিপৃষ্ঠে তথানেকোদ্বাহ্যপাষাণদারুষু।
অলক্ষিতেহপি দুষ্যাণাং ভক্ষ্যদোষো ন বিদ্যতে ॥

করি পৃষ্ঠের উপর, যে পাষাণ বা কাষ্ঠাদি একজন বহন করিতে অসমর্থ হয়, এবম্বিধ কাষ্ঠ পাষাণাদির উপর, যে স্থানে দুষ্য সংসর্গ লক্ষিত না হয়, সেই স্থানে ভোজন করিলে স্পর্শদোষ হয় না॥

ম-নি-ত-১১।১৩২।

স্বধর্ম্মহীনা বিপ্রাশ্চাপ্যভক্ষ্যভক্ষণেন চ।
নিত্যং নিত্যং বিধর্ম্মেণ পতিতঃ শ্বপচাধমঃ ॥

স্বধর্ম্মহীন বিপ্র অভক্ষ্য ভক্ষণ দ্বারা এবং প্রত্যহ বিধর্ম্মাচরণ দ্বারা পতিত হইয়া চণ্ডাল অপেক্ষা অধম হয় ॥ না-প ১।২।৪১।

ভুঙ্‌ক্তে স্বভক্ষ্যং কোলশ্চ ম্লেচ্ছশ্চ শ্বপচাধমঃ।
বিপ্রো নিত্যমভক্ষ্যাশ্চ ভুঙ্‌ক্তে চ পতিতস্ততঃ॥

কোল, ম্লেচ্ছ এবং চণ্ডালাধমও স্বভক্ষ্য ভক্ষণ করে, কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রত্যহ অভক্ষ্য ভক্ষণ দ্বারা পতিত হয়, অর্থাৎ যে সমুদায় দ্রব্য ধর্ম্ম শাস্ত্রে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমুদায় গোপনেও ভক্ষণ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত অকর্ত্তব্য ॥

ঐ ৪৪।

(ভক্ষ্যাভক্ষ্য দ্রব্য নির্ণয়।

লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ।
অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্য প্রভবানি চ ॥

রশুন, গৃঞ্জন (সালগাম,) পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), কবক (ভূস্থত্র) এবং অশুচি স্থান (বিষ্ঠাদিতে) সম্ভূত শাকাদি দ্রব্যসকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভক্ষ্য জানিবে, শূদ্রে ভোজন করিলে দোষ নাই।।

ম-সং ৫।৫।

অনির্দ্দশাহা গোঃ ক্ষীর মৌষ্ট্র মৈকশফং তথা।
আবিকং সন্ধিনীক্ষীরং বিবৎসায়াশ্চ গোঃ পয়ঃ॥

আরণ্যানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মৃগাণাং মাহিষং বিনা।
স্ত্রীক্ষীরঞ্চৈব বর্জ্জ্যানি সর্ব্বশুক্তানি চৈব হি॥

গো প্রভৃতি যে সকল পশুর দুগ্ধ পান করা যায়, প্রসবের পর দশ দিন গত না হইলে তাহাদিগের দুগ্ধ, উষ্ট্রের দুগ্ধ, অশ্বাদি এক খুর-বিশিষ্ট পশুর দুগ্ধ, মেষের দুগ্ধ, ঋতুমতী গাভির দুগ্ধ, অসন্নিহিতবৎসা বা মৃতবৎসা গাভির দুগ্ধ, মহিষ ভিন্ন মৃগাদি যাবতীয় আরণ্য পশুর দুগ্ধ, স্ত্রীলোকের স্তন্য দুগ্ধ এবং শুক্ত (১) ভোজন করিবে না ॥ ম-সং ৫।৮-৯।

দধিভক্ষ্যঞ্চ শুক্তেষু সর্ব্বঞ্চ দধিসম্ভবং।
যানি চৈবাভিষূয়ন্তে পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ॥

উক্ত শুক্তের মধ্যে দধি ও দধি হইতে সম্ভূত নবনীতাদি এবং যে সকল উৎকৃষ্ট পুষ্প, মূল ও ফল জলের সহিত মিলিত হয় তাহা ভোজন করা যায় ॥ ঐ ১০।

যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥

যে যাহার মাংস আহার করে তাহাকে তন্মাংসাদ অর্থাৎ তাহার মাংসভোজী বলে, যেমন বিড়াল, মূষিক ইত্যাদি। কিন্তু মৎস্যকে সর্ব্ব মাংসভোজী বলে, এবম্বিধ মৎস্য আহার করিয়া সর্ব্বমাংসভোজী হওয়া বিষম পাপ, অতএব মৎস্য আহার পরিত্যাগ করিবে ॥ ম-সং ৫।১৫।

ব্রাহ্মণানাং সদা ভক্ষ্যং হবিষ্যান্নং নিরামিষং।
আমিষস্য পরিত্যাগাৎ সূর্য্যবত্তেজসা ভবেৎ॥

ব্রাহ্মণগণের নিত্য নিরামিষ হবিষ্যান্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য। বিপ্র আমিষ পরিত্যাগে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী হন ॥ ব্র-বৈ পু ৪।৮৩।৫২।

(মাংসাহারের দোষাদোষ কথন)

প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব সর্ব্বং প্রাণস্য ভোজনং॥

প্রাণী ও উদ্ভিদ, এতদুভয়ই জীবগণের অন্ন বলিয়া প্রজাধিপতি (ব্রহ্মা) নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থই প্রাণাত্যয় স্থলে আহার করা যাইতে পারে ॥ ম-সং ৫।২৮।

চরাণামন্নমচরা দংষ্ট্রিণামপ্যদংষ্ট্রিণঃ।
অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শূরাণাঞ্চৈব ভীরবঃ॥

হরিণাদি বিচরণশীল পশুগণ অচল তৃণাদি ভোজন করে, দংষ্ট্রাশালী ব্যাঘ্রাদি প্রাণীগণ সামান্য দন্তশালী হরিণাদি প্রাণীগণকে আহার করে, হস্তবিশিষ্ট মনুষ্যগণ হস্তবিহীন মৎস্যাদিকে আহার করে, এবং সিংহ প্রভৃতি বীর

(১) স্বভাবতঃ মধুরাদি রসবিশিষ্ট যে সকল দ্রব্য কালবশতঃ অম্লরসবিশিষ্ট হয়, তাহাদিগকে শুক্ত বলা যায়।

পশুরা ভয়শালী হস্তী প্রভৃতি পশুগণকে আহার করে; ঈশ্বরের নিয়মই এইরূপ জানিবে ।। ম-সং ৫।২৯।

যজ্ঞায় জগ্ধির্মাংসস্যেত্যেষ দৈবোবিধিঃ স্মৃতঃ
অতোঽন্যথা প্রবৃত্তিস্তু রাক্ষসোবিধিরুচ্যতে ।।

যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞীয় মাংস ভোজন করাকে দৈব অনুষ্ঠান বলা যায়, কিন্তু তদন্যথায় আপনার জন্য পশু বধ করিয়া মাংস ভোজনের যে প্রবৃত্তি তাহাকে রাক্ষসী প্রবৃত্তি বলা যায় (১) ।। ঐ ৩১।

যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥

যজ্ঞ সিদ্ধির জন্য স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা) স্বয়ংই পশু সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই জগতের বৃদ্ধির নিমিত্তই যজ্ঞ কার্য্য সকল সম্পাদিত হয়, অতএব যজ্ঞার্থ যে পশু বধ হয় তাহা বধ নহে (২) ।। ম-সং ৫।৩৯।

---

(১) ইহলোকে মাংস অপেক্ষা সুস্বাদু দ্রব্য আর কিছুই নাই। স্বভাবত দুর্ব্বল, কৃশ, স্ত্রীসম্ভোগপরায়ণ ও পথগমনক্লেশে ক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে মাংস পুষ্টিকর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মাংস ভক্ষণ করিলেই বল ও পুষ্টি লাভ হইয়া থাকে। মাংস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য আর কিছুই নাই; কিন্তু মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে অনেক উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। যাহারা অন্যের মাংস দ্বারা আপনাদিগের মাংস বর্দ্ধিত করিতে অভিলাষ করে, তাহাদিগের অপেক্ষা ক্ষুদ্রাশয় নিষ্ঠুর আর নাই। এই জীবলোকে জন্তুগণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই, অতএব মনুষ্য আপনার ন্যায় অন্যের প্রিয়প্রাণ সংহার করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। শুক্র হইতেই মাংস উৎপন্ন হয়। অতএব উহা ভক্ষণ করা নির্গুণের কর্ম্ম। মাংস ভক্ষণ করিলে সমধিক পাপ ও মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে বিপুল পুণ্যলাভ হয়। কিন্তু যদি বেদবিধানানুসারে মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কিছুমাত্র দোষ জন্মে না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, পশু সকল যজ্ঞের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব সেই যজ্ঞব্যতীত অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে পশুহিংসা করিলে রাক্ষসবৎ ব্যবহার করা হয়।

(২) দেবাদির উদ্দেশে যজ্ঞাদিতে পশুহিংসার দোষবাহিত্য বিষয়ে শাণ্ডিল্যসূত্রের একোনসপ্ততি ও সপ্ততিসূত্রে কথিত আছে যে,—"নির্ম্মায়োচ্চাবচং শ্রুতীশ্চ নির্ম্মিমীতে পিতৃবৎ। মিশ্রোপদেশান্নেতি চেন্ন স্বল্পত্বাৎ॥" এই সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যা এই যে, "ঈশ্বর ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারেই প্রাণী সকলকে উচ্চনীচ, অর্থাৎ উত্তমাধমরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং সেই সকল প্রাণির হিতকামনায় বেদের সৃষ্টি করেন। যেমন পিতা পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহাদিগের হিতসাধনার্থ অজ্ঞাতবিষয়ের জ্ঞান জন্মাইয়া থাকেন, সেইরূপ ঈশ্বর হিতাহিত পরিজ্ঞানার্থ স্বয়ং বাক্যস্বরূপ বেদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঈশ্বর সেই বেদবাক্যদ্বারা পশুহিংসাসমন্বিত যাগের উপদেশ করিছেন। তাহাতে পশুহিংসাজনিত পাপের স্বল্পত্ব হেতু সেই সকল যাগোপদেশও আমাদিগের হিতকর; কারণ, ঈশ্বর সর্ব্বদা পিতার ন্যায় হিতকারী। যজ্ঞেতে যে পশুহিংসা উক্ত আছে, তাহাতে অতি অল্পমাত্র পাপই হইয়া থাকে; পরন্তু অসাধারণ পুণ্যসঞ্চয়ই যাগাদির উদ্দেশ্য। যজ্ঞের প্রধান অংশ দেবপূজাদিদ্বারা অতুল সুখভোগাদি ফললাভ হয়। তাহার অঙ্গীভূত পশুহিংসা অল্পমাত্র পাপ উৎপাদন করে। অতএব যজ্ঞবিধানকারী পরমেশ্বর আমাদিগের অহিতকারী নহেন। যদি ক্রতুর অঙ্গীভূত হিংসার প্রধানফলত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে সামান্য হিংসা নিষেধের বিষয় কোথায় থাকিবে? অত-

অগ্নয়ো মাংস কামাশ্চ ইত্যপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ।
যজ্ঞেষু পশবো ব্রহ্মন্ বধ্যন্তে সততং দ্বিজৈঃ॥
সংস্কৃতাঃ কিল মন্ত্রৈশ্চ তেঽপি স্বর্গমবাপ্নুবন্।
যদি নৈবাগ্নয়ো ব্রহ্মন্ মাংসকামাঽভবন্ পুরা॥
ভক্ষ্যং নৈবাঽভবন্মাংসং কস্যচিদ্দ্বিজসত্তম।
অত্রাপি বিধিরুক্তশ্চ মুনিভির্মাংস ভক্ষণে॥

শ্রুতিতেও অগ্নি মাংসাভিলাষী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে মন্ত্রসংস্কৃত পশু সকল বধ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে অগ্নি যদি মাংসকাম না হইতেন, তাহা হইলে মাংস কদাপি লোকের ভক্ষ্য হইত না। আর মুনিগণও এ বিষয়ের বিলক্ষণ বিধান করিয়া গিয়াছেন॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৮।১১-১৩।

দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ ভুঙ্ক্তে দত্বাপি যঃ সদা।
যথাবিধি যথাশ্রাদ্ধং ন প্রদুষ্যতি ভক্ষণাৎ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিধানানুসারে শ্রাদ্ধে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে মাংস প্রদান করিয়া ভক্ষণ করে, তাহার মাংস ভোজন দোষাবহ নহে॥ ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৮।১৪।

অমাংসাশী ভবত্যেবমিত্যপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ।
ভার্য্যাংগচ্ছন্ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি ব্রাহ্মণঃ।
সত্যানৃতে বিনিশ্চিত্য অত্রাপি বিধিরুচ্যতে॥

প্রত্যুত সেই ব্যক্তিকে শ্রুত্যনুসারে অমাংসাশী বলা যায়। যেমন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে গমন করিলে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না, তদ্রূপ বিধিবোধিত মাংস ভক্ষণ করিলে কোন ক্রমে তাহাকে পাপস্পর্শ করিতে পারে না। এস্থলে সত্য ও অনৃত বিশেষরূপে বিনিশ্চয় করিয়া এই বিধি অভিহিত হইয়াছে॥ ঐ ১৫।

নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যো মাংসংনাত্তি মানবঃ।
স প্রেত্য পশুতাংযাতি সম্ভবানেক বিংশতিং।

যে মনুষ্য পিতৃ ও দেবোদ্দেশে বিধি পূর্ব্বক মাংস প্রদান করিয়া ঐ মাংস ভোজন না করে, সে মরণান্তে ক্রমে এক বিংশতি জন্ম পশুযোনি প্রাপ্ত হয়॥ ম-সং ৫।৩৫।

ন তাদৃশং ভবত্যেনো মৃগহন্তুর্দ্ধনার্থিনঃ।
যাদৃশং ভবতি প্রেত্য বৃথামাংসানি খাদকঃ।

বৃথা মাংসাহারী লোকদিগের

এব 'হিংসা করিবে এবং করিবে না', স্থলবিশেষেই এইরূপ বিকল্পকল্পনা হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাগের অঙ্গীভূত হিংসা অপূর্ব্ব ফলপ্রদান করে, অতএব তাহা বিরুদ্ধ নহে। কেবল সাধারণ হিংসাই পাপের হেতু বলিয়া পরিত্যাজ্য; সুতরাং 'হিংসা করিবে এবং করিবে না', এই বাক্যের অবিরোধিতা হইল। যে হিংসা প্রবল দুঃখের হেতুভূত, বিধিবাক্যে তাহারই নিষেধ বোধ হইতেছে। 'কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না', এই শ্রুতিবাক্যে দুঃখাদির হেতুতা নাই এবং যাগাঙ্গহিংসা প্রবলতরদুঃখপ্রদান করিতে পারে না; অতএব যজ্ঞের অঙ্গীভূত পশুহিংসা জনিত অল্পদুঃখ সুখভোগাদি প্রধান ফলের অন্তরায় হয় না। প্রবল পুণ্যসঞ্চয়ের নিমিত্ত স্বল্পপাপ দূষণীয় নহে।

পরলোকে যাদৃশ দুঃসহ দুঃখরাশি ভোগ হইয়া থাকে, যাহারা ধনাকাঙ্ক্ষায় মৃগ বধ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে তাহাদিগের সেই পাপ জন্য পরলোকে তাদৃশ দুঃখ ভোগ হয় না (১)॥ ম-সং ৫।৩৪।

নাদ্যাদবিধিনা মাংসং বিধিজ্ঞোঽনাপদি দ্বিজঃ।
জগ্ধ্বা হ্যবিধিনা মাংসং প্রেত্য তৈরদ্যতেঽবশঃ॥

বিধিজ্ঞ দ্বিজাতি বিপৎপাত না হইলে কদাচ অবৈধ মাংস ভক্ষণ করিবেন না; যদি তিনি অবৈধ মাংস ভোজন করেন, তাহা হইলে যে সকল জন্তুর মাংস ভোজন করা হয়, সেই সকল অনর্চ্চিত জন্তু পরলোকে তাঁহাকে ভোজন করে॥

ম-সং ৫।৩৩।

বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।
সম্মিতানি দুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশূন্॥

অবিধি পূর্ব্বক (অর্থাৎ দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন কিংবা কোন ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাওনের অভিপ্রায় অথবা মাংস ভিন্ন অন্য খাদ্য দ্রব্যের অভাবে প্রাণ রক্ষা করা দুষ্কর ইত্যাদি কারণ ব্যতীত) যে দুরাচার বৃথা পশু হিংসা করে, সে সেই হিংসিত পশুর রোমসংখ্যক দিন পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করে॥

যা-সং ১।১৭৯।

গৃহে গুরাবরণ্যে বা নিবসন্নাত্মবান্ দ্বিজঃ।
নাবেদবিহিতাং হিংসামাপদ্যপি সমাচরেৎ॥

কি গৃহস্থাশ্রমে কি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে কি বানপ্রস্থাশ্রমে সকল অবস্থাতেই শুদ্ধাত্মা দ্বিজাতিগণ বিপৎকালেও কদাচ বেদনিষিদ্ধ হিংসা করিবেন না॥

ম-সং ৫।৪৩।

মাংস ভক্ষণের দোষগুণের

---

(১) মহাভারতে কথিত আছে যে, "যে দুরাত্মারা জীবিতপ্রিয় পশুগণের মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে সেই সমস্ত নিহত পশু কর্ত্তৃক আবার ভক্ষিত হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা পশু বিনাশ করে, পরজন্মে তাহারা অগ্রে ও যাহারা সেই বিনষ্ট পশুর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা তৎপশ্চাৎ সেই পশু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, তাহাকে পরজন্মে অন্য কর্ত্তৃক আক্রুষ্ট ও যে অন্যের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে, তাহাকে তৎকর্ত্তৃক দ্বিষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি যে অবস্থায় যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই অবস্থাতেই সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলত অহিংসাই মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম, পরম দান, পরম তপ, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য ও পরম জ্ঞান। অহিংসাই সমস্ত যজ্ঞে দান ও সমস্ত তীর্থ স্নানের তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তু দানের ফলও অহিংসার ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে।"

অনুশাসন পর্ব্ব ১১৬ অঃ।

যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ॥

এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতে শ্রুতিবিহিত যে পশু হিংসা তাহাকে অহিংসা বলিয়া জানিবে, যেহেতু বেদ হইতেই ধর্ম্মের প্রকাশ হইয়াছে॥ ম-সং ৫।৪৪।

যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিৎ সুখমেধতে॥

যে ব্যক্তি আপনার সুখের নিমিত্ত অহিংসক পশুগণকে বিনাশ করে, সে কি জীবিতাবস্থায় ইহলোকে কি জীবনান্তে পরলোকে কুত্রাপি সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না॥ ঐ ৪৫।

যো বন্ধনবধক্লেশান্ প্রাণিনাং ন চিকীর্ষতি।
স সর্ব্বস্য হিতপ্রেপ্সুঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে॥

যে ব্যক্তি প্রাণিগণকে বধ বন্ধনাদিরূপ ক্লেশ প্রদান করিতে ইচ্ছা না করেন, পরন্তু সকলের কেবল হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিই চিরকাল অনন্ত সুখভোগ করেন॥

ঐ ৪৬।

অহিংসায়াস্তু নিরতা যতয়ো দ্বিজসত্তম।
কুর্ব্বন্ত্যেব হি হিংসাং তে যত্নাদল্পতরা ভবেৎ॥

(ইহা সত্য বটে যে,) অহিংসানিরত যতিগণও হিংসা করিয়া থাকেন, (১) কিন্তু তাঁহারা অহিংসার নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান্ থাকেন বলিয়া তাঁহাদের হিংসাদোষ অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৮।৩৪।

যদ্ধ্যায়তি যৎ কুরুতে ধৃতিং বধ্নাতি যত্র চ।
তদবাপ্নোত্যযত্নেন যো হিনস্তি ন কিঞ্চন॥

যে ব্যক্তি দংশ মশকাদি কোন জীবের হিংসা না করেন, তিনি যাহা ধ্যান (চিন্তা) করেন, যে শ্রেয়স্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং যে পরমার্থ তত্ত্বানুসন্ধানে মনোনিবেশ করেন, তিনি তৎসমুদায় অনায়াসেই প্রাপ্ত হইতে পারেন, অর্থাৎ অহিংসকের ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি সকল কার্য্যই অনায়াসে সিদ্ধ হয়॥ ম-সং ৫।৪৭।

---

(১) এই জগৎ বহুবিধ অসংখ্য জীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে; এই নিমিত্ত মনুষ্যগণ ভ্রমণ করিতে করিতে পদাঘাতে শত শত জীব জন্তুর প্রাণ সংহার করে এবং উপবিষ্ট ও শয়ান হইয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেকানেক প্রাণিগণকে বিনষ্ট করে। সমুদায় পৃথিবী ও আকাশ জীবে পরিপূর্ণ, অণুমাত্রও প্রাণিগণশূন্য স্থান নাই, অতএব লোকে অজ্ঞাতসারে অবশ্যই তাহাদিগকে বিনষ্ট করে। এই নিমিত্ত বলা হইয়াছে যে, অহিংসানিরত যতিগণও হিংসা করিয়া থাকেন। ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৮ অধ্যায়।

সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌচ দেহিনাং।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ॥

যে সকল পদার্থ হইতে মাংসের উৎপত্তি হয়, সেই সকল পদার্থের বিষয় এবং দেহীদিগের বধবন্ধনাদি নিষ্ঠুরাচরণের বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া সকল প্রকার মাংস ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইবে (১)॥ ম-সং ৫।৪৯।

ন ভক্ষয়তি যো মাংসং বিধিং হিত্বা পিশাচবৎ।
স লোকে প্রিয়তাং যাতি ব্যাধিভিশ্চ ন পীড্যতে॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধি সমুদয় উল্লঙ্ঘন করিয়া পিশাচের ন্যায় মাংস ভক্ষণ না করে, সে লোক-সমূহের প্রিয় হয় এবং ব্যাধি কর্ত্তৃক পীড়িত হয় না॥ ঐ ৫০।

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয় বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥

পশু হত্যা করিতে যে অনুমতি করে, যে পশু বন্ধনাদি করে, যে হনন করে, যে ক্রয় বিক্রয় করে, যে সংস্কার করে, যে উপহার দেয় এবং যে ভক্ষণ করে, তাহারা সকলেই ঘাতক বলিয়া পরিগণিত (২)॥ ম-সং ৫।৫১।

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুন ইত্যাদি কার্য্য সকল যে দোষাবহ এমন নহে, কিন্তু ঐ সকল কার্য্যে জীবগণের যে প্রবৃত্তি অর্থাৎ অনুরাগ তাহাই দোষাবহ, আর নিবৃত্তি অর্থাৎ বিরাগই মহাফল॥ ঐ ৫৬।

সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বাজিমেধফলং তথা।
গৃহেঽপি নিবসন্ বিপ্রোমুনির্মাংসস্য বর্জ্জনাৎ॥

যে ব্রাহ্মণ মাংস বর্জ্জন করেন, তিনি গৃহবাসী হইলেও মুনি তুল্য এবং সেই মাংস বর্জ্জন জন্য তাঁহার

(১) পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ মাংসোৎপত্তি কারক পদার্থ সকলের বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, মাংস অতিশয় উত্তেজক উহাতে শরীরের তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং তমোগুণানুসারে জীবের কেবল অধোগতিই লাভ হইয়া থাকে। আবার, মাংস ভক্ষণ করিলে প্রাণী হিংসা করিতে হয়, এবং হিংসাও একটী অধঃস্রোতস্বিনী বৃত্তি। অতএব উক্ত উভয় কারণেই মাংস ভক্ষণে আত্মার সমূহ অমঙ্গল সাধন হয়। সুতরাং কি বিহিত কি অবিহিত উভয়বিধ মাংসই অভক্ষ্য।

(২) হিংসা তিন প্রকার, কৃতা, কারিতা ও অনুমোদিতা। যে ব্যক্তি স্বয়ং পশুদিগের বধ-বন্ধন করে, তাহার কৃতাহিংসা, যে ব্যক্তি বধ করিতে অনুমতি দেয়, তাহার কারিতা হিংসা এবং যে ব্যক্তি হিংসার অনুমোদন করে, তাহার অনুমোদিতা হিংসা। ভগবান্ মনু এই তিন প্রকার হিংসার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্তরূপ ব্যবস্থা লিখিয়াছেন॥

সকল কামনাই সিদ্ধ হয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়॥

যা-সং ১।১৮০।

দেবোদ্দেশং বিনা ভদ্রে হিংসাং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ।
কৃতায়াং বৈধ হিংসায়াং নরঃ পাপৈর্ন লিপ্যতে॥

দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণেই হিংসা করিবে না। যদি কেহ দেবতাদির উদ্দেশে অথবা সংগ্রামস্থলে বৈধ হিংসা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হইবে না॥

ম-নি-ত ১১।১৪৩।

যোঽত্তি যস্য যদা মাংসমুভয়োঃ পশ্যতান্তরং।
একস্য ক্ষণিকী প্রীতিরন্যঃ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে॥

যে ব্যক্তি যাহার মাংস ভোজন করে, সে ব্যক্তি তাহার মাংসের পীড়াদায়ক হয়, কিন্তু তদুভয়ের বিভিন্নতা দেখ, একের ক্ষণমাত্র প্রীতি জন্মে কিন্তু অন্যের প্রাণ বিয়োগ হয় (১)॥ হি-উ।

মর্ত্তব্যমিতি যদ্দুঃখং পুরুষস্যোপজায়তে।
শক্যতে নানুমানেন পারোঽপি পরিবর্ণিতুং॥

মরিতে হইল, এই যে দুঃখ পুরুষের জন্মায় তাহা অপর ব্যক্তি অনুমানের দ্বারা বর্ণন করিতে পারে না॥ হি-উ।

পশূনভক্ষ্যমাংসাংশ্চ ব্যাধিযুক্তানপি প্রিয়ে।
নহন্যাদ্দেবতার্থেঽপি হত্বা চ পাতকী ভবেৎ॥

হে প্রিয়ে! যে সকল পশুর মাংস অভক্ষ্য এবং যে সকল পশু রোগযুক্ত, দেবোদ্দেশেও সে সকল পশু বধ করিবে না, বধ করিলে পাতকী হইবে॥

ম-নি ত ১১।১৩৩।

নরমাংসং ন ভুঞ্জীয়াৎ নরাকৃতি পশূংস্তথা।
বহূপকারকান্ গাশ্চ মাংসাদান্ রসবর্জ্জিতান্॥

মাংস ভোজন করা নিতান্ত

---

(১) পরের প্রাণ বিনাশ করিলে, কখন আত্মার তুষ্টিসাধন হইতে পারে না, যদিও হয়, তাহা ক্ষণিক মাত্র, কিন্তু অন্যের প্রাণ একবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়, অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি কদাচ প্রাণী হিংসা করিবেন না।

কোন কোন ধনবান্ ব্যক্তি "পরহিংসা করা অকর্ত্তব্য" এই বিধিকে দরিদ্রনির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ দরিদ্রদিগের বাক্য বলিয়া অনুমান করে। দৈব তাহাদের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের ইহা বিবেচনা করা উচিত, এই জীবলোকে কাহারই সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্ বা সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি অন্যে তাহার অনিষ্ট করিলে সহ্য করিতে পারে না, অন্যের অনিষ্টাচরণ করা কি তাহার উচিত? যে ব্যক্তি স্বয়ং কোন রমণীর উপপতি হয়, অন্যের দোষ সহ্য করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু সে প্রায়ই অন্যকে সেই রমণীর উপপতি হইতে দেখিলে তাহার সেই দোষ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি স্বয়ং জীবিত থাকিতে অভিলাষ করে, অন্যের প্রাণসংহার করা তাহার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যাহা আপনার হিতকর বলিয়া বোধ করিবে, তাহা অন্যের প্রিয়কর বলিয়া জ্ঞান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আবশ্যক হইলে, নরমাংস, নরাকৃতি পশুর মাংস, বহুপ্রকারক গো সমুদায়ের মাংস, গৃধ্র প্রভৃতি মাংসভোজী জন্তুদিগের নীরস মাংস ভোজন করিবে না ॥

ম-নি-ত ৮।১০৮।

নকুলানাং গণ্ডকানাং মহিষাণাঞ্চ পক্ষিণাং।
সর্পাণাং শূকরাণাঞ্চ গর্দ্দভানাং বিশেষতঃ ॥
মার্জ্জারাণাং শৃগালানাং কুক্কুরাণাং ব্রজেশ্বর।
ব্যাঘ্রাণামপি সিংহানাং ত্যাজ্যংমাংসং নৃনাং সদা ॥

নকুল, গণ্ডক, মহিষ, পক্ষী, বিশেষতঃ সর্প, শূকর, গর্দ্দভ, মার্জ্জার, শৃগাল, কুক্কুর, ব্যাঘ্র ও সিংহগণের মাংস পরিত্যজ্য, অতএব মানবগণ ঐ সমুদায়ের মাংস কদাচ ভোজন করিবে না ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।১৩-১৪।

জলৌকসানাং নক্রাণাং গোধিকানাং তথৈব চ।
মণ্ডূকানাং কর্কটীনাং কঞ্চুকানাঞ্চ নিশ্চিতং।
গবাঞ্চ চমরীণাঞ্চ কলৌমাংসমভক্ষ্যকং ॥

জলৌকা, কুম্ভীর, গোধিকা (গোসাপ) মণ্ডূক, কর্কটী, কঞ্চুক, (সাপের খোলস) গো ও চমরীর মাংস কলিযুগে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ঐ ১৫

হস্তিনাং ঘোটকানাঞ্চ নৃণাৱেব চ রাক্ষসাং।
দংশশ্চ মশকশ্চৈব মক্ষিকা চ পিপীলিকা।
অন্যেষাঞ্চ নিষিদ্ধানাং লোকে বেদে ব্রজেশ্বর ॥

হস্তী, ঘোটক, মানব, রাক্ষস ও অন্যান্য নিষিদ্ধ জন্তুর মাংস এবং দংশ, মশক, মক্ষিকা ও পিপীলিকাদি ভোজন বৈদিক ও লৌকিক নিয়মে নিষিদ্ধ আছে ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।১৬।

ফলানি গ্রাম্যবন্যানি মূলানি বিবিধানি চ।
ভূমিজাতানি সর্ব্বাণি ভোজ্যানি স্বেচ্ছয়া শিবে ॥

হে শিবে! ভূমিজাত গ্রাম্য ও বন্য নানাবিধ ফলমূল স্বেচ্ছানুসারে ভোজন করিতে পারিবে ॥

ম-নি-ত ৮।১০৯।

স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ ॥

বনমধ্যে স্বচ্ছন্দে জাত যে শাক তাহাতেও উদর পূরণ হয়, তবে এই দগ্ধোদরের জন্য প্রাণিহিংসা করিয়া কে মহাপাতক করে? ॥

হি-উ

বধেচ ক্ষুদ্র জন্তূনাং হিংসকানাঞ্চ পণ্ডিতঃ।
কার্ষাপণং সমুৎসৃজ্য মৃত্যুকালে প্রমুচ্যতে ॥

দংশ মশকাদি হিংস্র ক্ষুদ্র জন্তুর বধেও যে পাপ সঞ্চয় হয়, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সেই পাপক্ষালনার্থ মৃত্যুকালে কার্ষাপণ পরিমিত বরাটক উৎসর্গ করিয়া নিষ্পাপ হইয়া থাকেন ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৭।২০।

অহিংসকানাং ক্ষুদ্রাণাং বধে শতগুণংধ্রুবং।
প্রায়শ্চিত্তং মৃত্যুকালে কথিতং পদ্মযোনিনা ॥

হিংস্র জন্তুর বধে যে পাপ হয়,

অহিংসক ক্ষুদ্র জন্তুর বিনাশে নিশ্চয় তাহার শতগুণ পাপ জন্মে। পদ্মযোনি ব্রহ্মা মানবের মৃত্যুকালে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধি নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৭।২১।

সংবৎসরস্যৈকমপি চরেৎ কৃচ্ছ্রং দ্বিজোত্তমঃ।
অজ্ঞাতভুক্ত শুদ্ধ্যর্থং জ্ঞাতস্য তু বিশেষতঃ ॥

অজ্ঞাতসারে অভক্ষ্য ভক্ষণ-জনিত পাপক্ষয়ের নিমিত্ত দ্বিজাতিগণ সংবৎসরের মধ্যে একবারও কৃচ্ছ্র অর্থাৎ প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন, কিন্তু জ্ঞাতসারে তাদৃশ আচরণ করিলে তজ্জন্য বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে ॥ ম-সং ৫।২১।

(অন্ন ভোজনের নিয়ম কথন)

অহুত্বা চ তথাঽজপ্ত্বা অদত্বা যস্তু ভুঞ্জতে।
দেবাদীনামৃণীভূত্বা দরিদ্রশ্চ ভবেন্নরঃ ।।

যিনি হোম, জপ ও দান না করিয়া ভোজন করেন, তিনি দেব, পিতৃ ও মনুষ্যাদির নিকট ঋণী-হইয়া দেহান্তে দরিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন ॥ দং-সং ২।৫৮।

হবিষ্যান্নং ব্রাহ্মণানাং প্রশস্তং গৃহিণাং সদা।
নারায়ণোচ্ছিষ্ট মিষ্ট মনিবেদ্যমভক্ষকং ।।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে নিত্য হবিষ্যান্ন ভোজন করাই প্রশস্ত ও একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা নারায়ণ হরিকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতে হইবে। নিবেদন না করিয়া অন্নাদি ভক্ষণ করিলে অভক্ষ্য ভক্ষণ করা হয় ॥ ব্র-বৈ-পু ১।২৭।৫।

অন্নংবিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতং।
বিন্মূত্রংসর্ব্বপাপোক্ত মন্নঞ্চ হরিবাসরে ।।

পরম পুরুষ বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ করিলে, খাদ্যদ্রব্য বিষ্ঠা সদৃশ এবং পেয়বস্তু মূত্রতুল্য হয়। আর হরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীতে ব্রাহ্মণে অন্ন ভোজন করিলে তাহা বিষ্ঠা মূত্র স্বরূপ এবং সর্ব্ব পাপ জনক হইয়া থাকে ॥

ঐ ৬

অস্নাতাশী মলং ভুঙ্‌ক্তে অজপী পূয়শোণিতং।
অসংস্কৃতান্নভুঙ্‌মূত্রং বালাদি প্রথমং শকৃৎ ।।

যে ব্যক্তি অস্নাত হইয়া ভোজন করে তাহার মল ভক্ষণ করা হয়, যে ব্যক্তি জপ না করিয়া আহার করে তাহার পূয় ও শোণিত পান করা হয়, যে ব্যক্তি অসংস্কৃত অন্ন ভোজন করে তাহার মূত্র পান করা হয় এবং যে ব্যক্তি বালকাদির অগ্রে আহার করে তাহার বিষ্ঠা ভক্ষণ করা হয় ।। অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি উক্তরূপ অসদাচরণ পরিত্যাগ করিবেন ।। বি-পু ৩।১২।৭১।

একোহি ভুঙক্তে হ্যন্নং অপরোঽন্যেন ভোজ্যতে।
ন ভুঙ্ক্তে স একো বৈ যো ভুঙ্ক্তে তু
সমাংশকম্॥

কোন ব্যক্তি একক ভোজন করে, আবার কোন ব্যক্তি অন্যকে ভোজন করায়। যিনি একা ভোজন করেন, তিনি ভোজন করেন না। যিনি অংশ করিয়া ভোজন করেন, তিনিই যথার্থ ভোজন করেন॥ দ-সং ২।৬০।

ভক্ষ্যদ্রব্যং তথান্নঞ্চ ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
পাদ প্রক্ষালনং কৃত্বা ভুংক্তে স্থানে পরিস্কৃতে॥

ব্রাহ্মণ পাদ প্রক্ষালন ও ধৌত বস্ত্র যুগল পরিধান করিয়া পরিস্কৃত স্থানে ভক্ষ্যদ্রব্য বা অন্ন ভোজন করিবেন।। ব্র-বৈ-পু ৪।৮৩।৫৭।

অনর্চ্চিতং বৃথামাংসং কেশকীট সমন্বিতং।
শুক্তংপর্য্যুষিতোচ্ছিষ্টং শ্বস্পৃষ্টং পতিতেক্ষিতং।
উদক্যাস্পৃষ্টসংঘুষ্টং পর্য্যায়ান্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
গোঘ্রাতং শকুনোচ্ছিষ্টং পদাস্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ॥

অনাদরপূর্ব্বক প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্য, বৃথামাংস (অর্থাৎ যে মাংস দেবাদির উদ্দেশে প্রদত্ত না হয়) কেশকীটাদি সংযুক্ত, দ্রব্যান্তর সংযোগে অথবা কালান্তর বশতঃ যাহার স্বাভাবিক আস্বাদের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট, কুক্কুরস্পৃষ্ট, মহাপাতকী কর্ত্তৃক দৃষ্ট, রজঃস্বলা ও চাণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিস্পৃষ্ট এবং "কে খাবে" ইত্যাদি রূপ ঘোষণা দ্বারা প্রদত্ত অন্ন, পর্য্যায়ান্ন,(১) গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত,কাকাদির উচ্ছিষ্ট ও জ্ঞানপূর্ব্বক পাদস্পৃষ্ট, এরূপ অন্ন পরিত্যজ্য অর্থাৎ অভোজ্য (২)॥ যা-সং ১।১৬৬-১৬৭

---

(১) ব্রাহ্মণের অন্ন শূদ্রকে ও শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণকে দিলে তাহাকে পর্য্যায়ান্ন কহে, এই পর্য্যায়ান্নও অভোজ্য।

(২) এতদ্ভিন্ন পরস্পর একপাত্রে ভোজন করাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। মহাভারতে লিখিত আছে যে, "যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তাঁহার শুদ্ধিলাভের আর উপায় নাই। যিনি বৈশ্যের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তিনি তিন রাত্রি ভিক্ষা করিলে এবং যিনি ক্ষত্রিয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তিনি পরিহিত বস্ত্রের সহিত স্নান করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। শূদ্র শূদ্রের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার কুলক্ষয়, বৈশ্য বৈশ্যের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার পশু ও বান্ধবনাশ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাঁহার শ্রীনাশ এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাঁহার তেজোহ্রাস হইয়া থাকে। অতএব পরস্পর একপাত্রে ভোজন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এইরূপ পরস্পর একপাত্রে ভোজন করিলে সাবিত্রী ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ, রেবতী যাগ ও কুষ্মাণ্ড হোম এবং গোরচনা, দূর্ব্বা ও হরিদ্রা প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ করা উচিত; তাহা হইলেই ঐ পাপের শান্তি হয়"।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৩৬ অঃ।

অনিন্দ্যং ভক্ষয়েদিত্থং বাগ্‌যতোঽন্নমকুৎসয়ন্।
পঞ্চগ্রাসান্মহামৌনং প্রাণাদ্যাপ্যায়নায় চ ॥

এইরূপে অনিবিদ্ধ অন্ন ভোজন করিবে, ভোজনকালে বাগ্‌যত হইয়া থাকিবে, কোনরূপ ঘৃণা প্রদর্শন করিবে না। ভোজনারম্ভ কালে মহামৌনাবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর পরিতোষের নিমিত্ত অগ্রে পঞ্চগ্রাস ভোজন করিবে॥ (১)

বি-পু ৩।১১।৮৬।

একপঙ্‌ক্ত্যুপবিষ্টানাং বিপ্রাণাং সহ ভোজনে।
যদ্যেকোঽপি ত্যজেৎ পাত্রং শেষমন্নং ন ভোজয়েৎ ॥

যদি অনেক ব্রাহ্মণ এক পঙ্‌ক্তি-তে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করেন এবং যদি তাঁহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিও পাত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক উঠিয়া যান, তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহই আর শেষ অন্ন ভোজন করিবেন না, অর্থাৎ সকলেই পাত্র পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইবেন॥

প-সং ১১।৮।

(১) মহামৌনাবলম্বন, অর্থাৎ মুখ দ্বারা কোন বাক্য উচ্চারণ করিবে না, অথচ সঙ্কেত-দ্বারাও কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবে না। প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা ও ব্যানায় স্বাহা, এই পঞ্চ মন্ত্র মনে মনে পাঠ করিয়া প্রথমে পঞ্চগ্রাস অন্ন ভক্ষণ করিবে॥

পরিবেশনকারী চ ভোক্তারং স্পৃশতে যদি।
অভক্ষ্যঞ্চ তদন্নঞ্চ সর্ব্বেষামেব সম্মতং ॥

যদি পরিবেশনকারী ভোক্তাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে তদীয় অন্ন অভক্ষ্যরূপে সকলে নিরূপণ করিয়াছেন॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।১২।

উপস্পৃশ্য দ্বিজো নিত্যমন্নমদ্যাৎ সমাহিতঃ।
ভুক্ত্বা চোপস্পৃশেৎ সম্যগদ্ভিঃ খানি চ সংস্পৃশেৎ ॥

দ্বিজাতিগণ নিত্য নিত্য আচমন করিয়া সমাহিত চিত্তে অন্ন ভোজন করিবেন এবং ভোজনান্তেও সম্যক্‌রূপে হস্ত পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া জলদ্বারা ছয়টী খানীন্দ্রিয় (অর্থাৎ মস্তকস্থিত চক্ষু কর্ণ ও নাসিকা) স্পর্শ করিবেন॥

ম-সং ২।৫৩।

ভবত্যেতৎ পরিণতৌ সমাপ্তব্যাহতং সুখং।
হস্তেন পরিমার্জ্জ্যাথ কুর্য্যাত্তাম্বুল ভক্ষণং ॥

অন্ন ভোজন করিয়া পরিপাক করিতে পারিলেই অব্যাহত সুখানুভব হইয়া থাকে। ভোজনান্তে হস্তদ্বারা মুখমার্জ্জন করিয়া তাম্বুল ভক্ষণ করিবে॥

গ-পু ১।২০৫।১৫২।

নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্দদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
নচৈবাত্যশনং কুর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্‌ব্রজেৎ ॥

কাহাকেও উচ্ছিষ্টান্ন প্রদান

করিবেন না, দিবা ও সায়াহ্ন ভোজন কালের পূর্ব্বে বা পরে আর ভোজন করিবেন না, অতি ভোজনও করিবেন না এবং উচ্ছিষ্ট মুখে কোথাও গমন করিবেন না ॥

ম-সং ২।৫৬।

দ্বি ভোজনং ন কর্ত্তব্যং স্থিতে সূর্য্যে দ্বিজাতিভিঃ।
নিষ্ফলং তদ্ভবেৎ কর্ম্ম ভুক্ত্বা চ নরকং ব্রজেৎ ॥

সূর্য্যের স্থিতি কাল মধ্যে দ্বি-ভোজন ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। যে ব্রাহ্মণ এই নিয়মের অন্যথা করে, তাহার সমস্ত কর্ম্ম বিফল হয় এবং সে অন্তে নরকে গমন করে ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৩।৫৮।

নিত্য নূতন ভাণ্ডেন কর্ত্তব্যঃপাক এব চ।
অথবা পক পর্য্যন্তং উতস্ত্যাজ্যঃ মনীষিভিঃ ॥

মনুষ্যগণ নিত্য নূতন ভাণ্ডে পাক করিবেন অথবা পাক সমাপনের পরেই ভাণ্ড পরিত্যাগ করিবেন ॥

ঐ ৫৩।

চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ বাশৌচ মৃতজাতয়োঃ।
স্পৃষ্টে চাশুচিনা সদ্যঃ পাকভাণ্ডং পরিত্যজেৎ ॥

চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণে, জনন ও মরণাশৌচে এবং অশুচিস্পর্শে মানব সদ্য পাক ভাণ্ড পরিত্যাগ করিবে ॥

ঐ ৫৬।

(সুরাপানের দোষ কথন)

সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্মা চ মলমুচ্যতে।
তস্মাদ্ব্রাহ্মণ রাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ ॥

যেহেতু সুরা অন্নের মল এবং পাপকে মল শব্দে বলা যায়, এই হেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা কদাচ সুরাপান করিবে না ॥

ম-সং ১১।৯৪।

যক্ষরক্ষঃ পিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবং।
তদ্ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানামশ্নতা হবিঃ ॥

যেহেতু মদ্য, (১) নিষিদ্ধ মাংস, সুরা (২) এবং আসব, (৩) এই চারি দ্রব্য যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচাদির খাদ্য, এইহেতু দেবতার হবির্ভোজী ব্রাহ্মণ কদাচ তাহা ভক্ষণ করিবে না ॥

ঐ ৯৬।

---

(১) পানস, দ্রাক্ষ, মাধুক, খাৰ্জ্জুর, তাল, ঐক্ষব, মাধ্বীক, টাঙ্ক, আরিষ্ট, মৈরেয়, এবং নারিকেলজ এই একাদশ প্রকার মদ্য।

(২) গৌড়ী, পৈষ্টি ও মাধ্বী এই তিন প্রকার মদ্যের নাম সুরা। গুড় হইতে উৎপন্ন মদ্যকে গৌড়ী, পিষ্ট হইতে জাত মদ্যকে পৈষ্টি এবং মধুক পুষ্পের মধু হইতে উদ্ভূত মদ্যকে মাধ্বী বলে।

(৩) সদ্যজাত মদ্যের নাম আসব।

অমেধ্যে বা পতেন্মত্তো বৈদিকং

বাপ্যুদাহরেৎ ।

অকার্য্যমন্যৎ কুর্য্যাদ্বা ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ ॥

ব্রাহ্মণ মদ্যপানে মত্ত হইয়া কি অশুচি স্থানে পড়িবে, কি বেদ বাক্য উচ্চারণ করিবে, কি ব্রহ্ম হত্যাদি অকার্য্য করিবে, এইরূপে মদ্যপানে নানা প্রকার দোষ ঘটিয়া থাকে, অতএব ব্রাহ্মণ কদাচ মদ্যপান করিবে না (১) ॥

ম-সং ১১।৯৭ ।

---

(১) কেবল যে বৈদিক মতেই সুরাপান নিষেধিত হইয়াছে এমন নহে। তান্ত্রিকমতেও সুরাপান নিবারিণী ব্যবস্থাসকল দেখিতে পাওয়া যায়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের একাদশোল্লাসে ভগবান্ শিব সুরার গুণসমূহ কীর্ত্তন করণান্তর কহিয়াছেন যে, "যদি বিধি বিধান ব্যতিরেকে এই বারুণীদেবীর সেবা করা হয়, তাহা হইলে ইনি মনুষ্যের বুদ্ধি, আয়ু, যশ, ধন সমুদায় নষ্ট করেন। যাহারা অত্যন্ত সুরাপান করে, সেই সকল লোক মত্ত ও উদ্ভ্রান্ত হৃদয় হয় এবং তাহাদের চতুর্ব্বর্গ সাধনোপায়স্বরূপ বুদ্ধি প্রায়ই কলুষিত ও নষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, তাহা হইতে পদে পদে তাহার নিজের ও পরের অনিষ্টাপাত হইয়া থাকে। অতএব যাহারা মদ্যে বা মাদক বস্তুতে অত্যন্ত আসক্ত, তাহাদিগকে রাজা বা চক্রেশ্বর শারীরিক দণ্ড দ্বারা বা অর্থ দণ্ড দ্বারা শোধন করিবেন। সুরা অধিক পরিমাণে পীত হউক, বা অল্প পরিমাণে পীত হউক, সুরাভেদে, ব্যক্তিভেদে, দেশভেদে ও কালভেদে মনুষ্যের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া থাকে। অতএব স্খলিত বাক্য, স্খলিত পাণি, স্খলিত পদ ও স্খলিত দৃষ্টিদ্বারা অতিরিক্ত পান বিচার করিবে, কারণ সুরার পরিমাণ অনুসারে অতি পান লক্ষিত হয় না। ইন্দ্রিয় সমুদায় যাহার বশতাপন্ন নহে, যাহার চিত্ত মদ দ্বারা বিহ্বল, যে ব্যক্তি মত্ততাপ্রযুক্ত দেবতা ও গুরুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, যে ব্যক্তিকে মত্ততাবস্থায় দর্শন করিলে ভয় হয়, যে ব্যক্তি নিখিল অনর্থের আকর, সেই ব্যক্তি পাপাত্মা ও শিবঘাতী। রাজা তাহার অর্থ হরণ পূর্ব্বক জিহ্বা দগ্ধ করিয়া দিবেন এবং তাহার তাড়না করিবেন। যাহার চরণ, বাক্য ও হস্ত বিচলিত ও স্খলিত হয়, যে ব্যক্তি ভ্রমযুক্ত, উন্মত্ত, উদ্ধত ও অবিনীত, সেই উগ্র ব্যক্তিকে রাজা দণ্ড করিবেন এবং তাহার সমুদায় সম্পত্তি গ্রহণ করিবেন। যে ব্যক্তি মত্ত হইয়া অশ্লীল বা অযুক্ত বাক্য উচ্চারণ করিবে, অথবা লজ্জা ভয় শূন্য হইবে, প্রজারঞ্জক রাজা তাহার ধন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে শাসন করিবেন।" যথা,—

"ইয়ঞ্চেৎ বারুণীদেবী নিপীতা বিধিবর্জ্জিতা ।
নৃণাংবিনাশয়েৎ সর্ব্বং বুদ্ধিমায়ুর্যশোধনম্ ॥
অত্যন্তপানান্মদ্যস্য চতুর্ব্বর্গপ্রসাধনী ।
বুদ্ধির্বিনশ্যতি প্রায়ো লোকানাং মত্তচেতসাম্ ॥
বিভ্রান্তবুদ্ধের্মনুজাৎ কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ ।
স্বানিষ্টং চ পরানিষ্টং জায়তেঽস্মাৎ পদে পদে ।
অতো নৃপো বা চক্রেশো মদ্যে মাদকবস্তুষু ।
অত্যাসক্তজনান্ কায়ধনদণ্ডেন শোধয়েৎ ॥
সুরাভেদাৎ ব্যক্তিভেদাৎ ন্যূনেনাপ্যধিকেন বা ।
দেশকালবিভেদেন বুদ্ধিভ্রংশো ভবেন্নৃণাম্ ॥
অতএব সুরামানাদতিপানং ন লক্ষ্যতে ।
স্খলদ্বাক্পাণিপাদদৃগ্ভিরতিপানং বিচারয়েৎ ॥
নেন্দ্রিয়াণি বশে যস্য মদবিহ্বলচেতসঃ ।
দেবতাগুরুমর্য্যাদোল্লঙ্ঘিনো ভয়রূপিণঃ ॥
নিখিলানর্থযোগস্য পাপিনঃ শিবঘাতিনঃ ।
দহেজ্জিহ্বাং হরেদর্থান্ তাড়য়েত্তং চ পার্থিবঃ ॥
বিচলৎ পাদবাক্পাণিং ভ্রান্তমুন্মত্তমুদ্ধতম্ ।
তমুগ্রং দণ্ডয়েদ্রাজা দ্রবিণং চাহরেত্ততঃ ॥
অপবাধাদিনং মত্তং লজ্জাভয়বিবর্জ্জিতম্ ।
ধনাদানেন তং শাসয়েৎ প্রজাপ্রীতিকরো নৃপঃ ॥

১১০—১১৯ ।

যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ ॥
তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি ॥

যে ব্রাহ্মণের দেহাবস্থিত বেদ মদ্যে একবারও সংস্পৃষ্ট হয়, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হয় এবং তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ম-সং ১১।৯৮।

কৃমিকীটপতঙ্গানাং বিড়্ভুজাঞ্চৈব পক্ষিণাং।
হিংস্রাণাঞ্চৈব সত্ত্বানাং সুরাপো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ ॥

সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ পরলোকে নরক ভোগাবসানে কৃমি, কীট, পতঙ্গ, বিষ্ঠাভোজী পক্ষি এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক প্রাণির যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ম-সং ১২।৫৬।

সুরাং পীত্বা দ্বিজোমোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ ॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যদি জ্ঞান-পূর্ব্বক সুরাপান করে, তাহা হইলে ঐ পাপক্ষয়ার্থ অগ্নিবর্ণ অর্থাৎ জ্বলন্ত সুরাপান করিবে; সেই জ্বলন্ত সুরা-দ্বারা স্বদেহ নির্দগ্ধ হইলে ঐ পাপ হইতে মুক্তি হয় ॥ ম-সং ১১।৯১।

কণান্ বা ভক্ষয়েদব্দং পিণ্যাকংবা সকৃন্নিশি।
সুরাপানাপনুত্ত্যর্থং বালবাসা জটী ধ্বজী ॥

অজ্ঞানকৃত সুরা পান করিলে গরুর লোম বিরচিত বস্ত্র পরিধান ও জটাধারণ পূর্ব্বক সুরাপাত্র ধারণ করিয়া তণ্ডুল কণা (খুদ) অথবা রাত্রিকালে একবার মাত্র ভোজন করিবে। ক্রমাগত এক বৎসর কাল এইরূপ নিয়ম ধারণ করিলে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ঐ ৯৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান।

(সর্ব্বতোভাবে শরীরকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য)

জীবন্ ভদ্রাণ্যবাপ্নোতি জীবন্ পুণ্যং করোতি চ।
মৃতস্য দেহনাশশ্চ ধর্ম্মাদ্যুপরমস্তথা।
আত্মানং সর্ব্বতো রক্ষ্যমাহুর্ধর্ম্মবিদো জনাঃ ॥

মানবগণ জীবিত থাকিলে মঙ্গল সাধনে সমর্থ হয়, জীবিত থাকিলে পুণ্যসাধন করিতে পারে, মরিলে দেহ বিনষ্ট হইবে এবং তৎসঙ্গে ধর্ম্মাদিও বিলুপ্ত হইবে। এই হেতু ধর্ম্মবিৎ সাধুগণ বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বতোভাবে শরীরকে রক্ষা করা সমুচিত"। মা-পু ৩।৪২।

প্রাণ এব পরং মিত্রং প্রাণ এব পরঃ সখা।
প্রাণতুল্যঃ পরোবন্ধুর্নাস্তি নাস্তি বরাননে॥

প্রাণই মনুষ্যদিগের প্রধান বন্ধু এবং প্রাণই পরম সখা। এই জগতে প্রাণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মিত্র কেহই নাই॥ প-স্ব ১৭৮।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতিহেতবঃ।
তান্নিঘ্নতা কিন্নহতং রক্ষতা কিন্ন রক্ষিতং॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সংস্থিতির কারণ যে প্রাণ তাহা যে ব্যক্তি নষ্ট করে তাহার দ্বারা কি না নষ্ট হয়, আর যে ব্যক্তি প্রাণকে রক্ষা করে তাহার দ্বারা কি না রক্ষিত হয়? অতএব আপনার প্রাণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে॥ হি-উ।

মৃত্যুর্বুদ্ধিমতাপোহ্যো যাবদ্বুদ্ধি বলোদয়ং।
যদ্যসৌন নিবর্ত্তেত নাপরাধোস্তি দেহিনঃ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপন বুদ্ধি, বল ও অভ্যুদয় অনুসারে, যাহাতে মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন; যদি কিছুতেই নিবারণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার দোষ নাই॥ ভা-পু ১০।১।৩৩।

জাতমাত্রং চিকিৎসেত নোপেক্ষ্যোল্পতয়া গদঃ।
বহ্নিশত্রুবিষৈস্তুল্যঃ স্বল্পোপি বিকরোত্যসৌ॥

রোগ জন্মিবামাত্র তাহার চিকিৎসা করিবে, তাহাকে স্বল্প বলিয়া কখন উপেক্ষা করিবে না। কারণ, বহ্নি, শত্রু ও বিষের ন্যায় স্বল্পমাত্র রোগও বিকার সংঘটিত করে॥ কা-ত ১১।৪।

যাবৎকণ্ঠাগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ং।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ॥

যাবৎ প্রাণ বায়ু কণ্ঠাগত না হয় এবং যাবৎ রোগী ইন্দ্রিয় বিহীন না হয়, তাবৎ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, কেন না কালের গতি অতি কুটিলা॥ বৈদ্যকঃ।

(রোগ পরীক্ষার নিয়ম কথন)

দর্শনস্পর্শন প্রশ্নৈঃ পরীক্ষা ত্রিবিধা মতা।
বয়োবর্ণ শরীরাণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ দর্শনাৎ॥

রোগীকে দর্শন, স্পর্শন (নাড়ী পরীক্ষাদি) ও রোগের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, এই ত্রিবিধোপায় দ্বারা এবং রোগীর বয়ঃক্রম, শরীরের বর্ণ ও ইন্দ্রিয়ের বলাবল দ্বারাও রোগ পরীক্ষা হইয়া থাকে॥ নিদান।

রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোহনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞান পূর্ব্বং সমাচরেৎ॥

অগ্রে রোগ পরীক্ষা করা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য; অনন্তর ঔষধ

পরীক্ষা করা উচিত। রোগ ও ঔষধ পরীক্ষা দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ হইলে চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য (১)॥ চ-সং।

(শারীরিক রোগোৎপত্তির কারণ কথন)

আধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব দ্বয়ং দুঃখস্য কারণং।
তন্নিবৃত্তিঃসুখং বিদ্যাৎ তৎক্ষয়ে মোক্ষ উচ্যতে॥

আধি (মনঃপীড়া) ও ব্যাধি (শারীরিক পীড়া) এই দুইটি দুঃখের কারণ; তন্নিবৃত্তিই (ঔষধি ও সান্ত্বনা দ্বারা তৎকালিক উপশমই) সুখ, আর উহার সমূলে নাশই মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ যো-বা-রা ৬।৮১।৮।

দেহদুঃখং বিদুর্ব্যাধিমাধ্যাখ্যং বাসনাময়ং।
মৌর্খমূলে হি তে বিদ্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানে পরিক্ষয়ঃ॥

দেহের দুঃখজনক ব্যাপারই ব্যাধি নামে কথিত হয় এবং মনের বাসনা হইতে উৎপন্ন দুঃখকে আধি বলা যায়। এই আধি মূর্খতা হইতে জাত হইয়া থাকে এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ক্ষয় হইয়া যায়॥ যো-বা-রা ৬।৮১।৯।

অতত্ত্বজ্ঞানবশতঃ স্বেন্দ্রিয়াক্রমণং বিনা।
হৃদিতানবমুৎসৃজ্য রাগদ্বেষেষনারতঃ॥
ইদং প্রাপ্তমিদংনেতি জাড্যাদ্বা ঘনমোহদাঃ।
আধয়ঃ সংপ্রবর্ত্তন্তে বর্ষাসু মিহিকা ইব॥

অতত্ত্বজ্ঞান বশতঃ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে না পারিলে রাগ দ্বেষের উৎপত্তি হয়। "আমি ইহা প্রাপ্ত হইলাম, ইহা প্রাপ্ত হইলাম না," এই প্রকার জড়, অথবা ঘনমোহ-দায়িনী আধি সকল বর্ষাকালীন হিমের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে॥ ঐ ১০-১১।

প্রাক্তনী চৈহিকী বাপি শুভা বাপ্যশুভা মতিঃ।
বৈবাধিকা সৈব তথা তস্মিন্ যোজয়তি ক্রমে॥

পূর্ব্ব জন্মাবস্থায় হউক, বা ইহকালেই হউক, জীবের যে কিছু শুভাশুভ বিষয়ে বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে, আধি ব্যাধিও তদনুসারে অধিক পরিমাণে প্রাদুর্ভূত হইয়া, কর্ম্মানুসারে তাহাতে জীবকে সংযোজিত করিয়া থাকে॥ ঐ ১৬।

(১) কোন্ কোন্ কারণে কি কি রোগ হয়, কোন্ রোগের কি লক্ষণ, কোন্ রোগ সাধ্য, কোন্ রোগ অসাধ্য, চিকিৎসক রোগীর লক্ষণাদি দ্বারা এইরূপে অগ্রে রোগ নির্ণয় করিবেন; অনন্তর কোন্ কোন্ রোগের শান্তি পক্ষে কি কি ঔষধ উপযোগী, উপবাস প্রভৃতি অদ্রব্যভূত ঔষধ, কেমন স্থলের উপযোগী, কিরূপ স্থলেই বা কি প্রকার দ্রব্যভূত ঔষধ সেবন বিধেয়, এই সকল বিষয় নির্ণয় করিয়া ঔষধ নিরূপণ করিবেন; দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে ঔষধের গুণাগুণ, জন্মস্থান ও অবস্থার তারতম্যে ঔষধের উপযোগিতা ও অনুপযোগিতাশক্তি, এই সকল বিষয়েও বিবেচনা করিতে হইবে। এইরূপে রোগ ও ঔষধ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসক অভিজ্ঞতা পূর্ব্বক, অর্থাৎ ভূয়োদর্শন ও অনুষ্ঠান জ্ঞান বশতঃ রোগীর কেমন অবস্থায় কি মাত্রায় ঔষধ সেবন করাইতে হইবে, ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

দ্বিবিধো ব্যাধিরস্তীহ সামান্যঃ সার এব চ।
ব্যবহারস্তু সামান্যঃ সারো জন্মময়ঃ স্মৃতঃ ॥

এই সংসারে জীবের ব্যাধি দুই প্রকার, সামান্য (কোমল) এবং সার (দৃঢ়তর); তন্মধ্যে যাহা ব্যবহারিক পীড়া, তাহা সামান্য এবং যাহা আজন্ম ভোগ করিতে হয়, তাহা সার॥ যো-বা-রা ৬।৮১।১৮।

প্রাপ্তেনাভিমতেনৈব নশ্যন্তি ব্যবহারিকাঃ।
আধিক্ষযেণাধিভবাঃ ক্ষীয়ন্তে ব্যাধয়োঽপ্যলং।

অভিমত অন্নপান ও স্ত্রীপুত্রাদি প্রাপ্ত হইলে ব্যবহারিক ব্যাধি সমুদায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং আধি ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তৎসম্ভূত ব্যাধিও বিনষ্ট হইয়া থাকে (১)॥ ঐ ১৯।

আত্মজ্ঞানং বিনা সারো নাধির্নশ্যতি রাঘব।
ভুয়ো রজ্জ্ববোধেন রজ্জুসর্পো হি নশ্যতি ॥

আত্মজ্ঞান সমুদিত না হইলে সার আধি বিনষ্ট হয় না; যেরূপ রজ্জু বলিয়া জানিতে পারিলে, তাহাকে আর সর্প বলিয়া বোধ হয় না, ইহাও তদনুরূপ॥

যো-বা-রা ৬।৮১।২০।

অনাধিজা ব্যাধয়স্তু দ্রব্যমন্ত্রশুভক্রমৈঃ।
চিকিৎসকাদি শাস্ত্রোক্তৈর্নশ্যন্ত্যা-
নৌরিহাথবা ॥

যে সমস্ত ব্যাধি আধি হইতে উৎপন্ন হয় না, তাহারা চিকিৎসকদিগের অবলম্বিত চিকিৎসা-শাস্ত্রোক্ত দ্রব্য, মন্ত্র ও শুভক্রম অথবা প্রাচীন পরম্পরা-প্রাপ্ত-ঔষধাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়॥ ঐ ২২।

সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতামলাঃ।
তৎ প্রকোপস্য তু প্রোক্তং বিবিধাহিত-
সেবনং।

---

(১) চিত্ত আধি দ্বারা ক্ষুব্ধ হইলে দেহও ক্ষুব্ধ হয়। যেরূপ শর-নিপীড়িত হরিণ প্রকৃত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপথে গমন করে, তদ্রূপ দেহধারী জীব, চিত্তের কাতরতা ঘটিলে, পুরঃস্থিত পন্থা দেখিতে না পাইয়া কুপথগামী হইয়া থাকে। যেমন গজপ্রবেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ সরোবরের জল তটে আসিয়া অপথে বহিতে থাকে, তদ্রূপ তৎকালে দেহস্থিত প্রাণবায়ু ক্ষুব্ধ হইয়া সাম্যভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবাহিত হইতে থাকে। রাজা যেরূপ কুপথগামী হইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও উচ্ছৃঙ্খলতা ধারণ করে, তাহার ন্যায় প্রাণ বিষম গতির আশ্রয় গ্রহণ করিলে নাড়ীসকলও বিষম ভাবে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ কফ পিত্তাদি দোষে দূষিত হইয়া থাকে। দেহ প্রাণকর্ত্তৃক সংক্ষুব্ধ হইলে, নদীর স্রোতের ন্যায় নাড়ীসকলও কখন পূর্ণতা এবং কখন রিক্ততা প্রাপ্ত হয়। প্রাণ-বায়ু-সঞ্চারের ব্যতিক্রম ঘটিলে অন্ন কখনও কুজীর্ণ, কখনও অজীর্ণ এবং কখনও অতিজীর্ণ হইয়া দোষাকর হইয়া থাকে। সলিলপ্রবাহ যেরূপ কাষ্ঠকে স্থানান্তরে নীত করে, সেইরূপ সমান নামক প্রাণবায়ু ভুক্ত অন্ন সমুদায়কে রসীকৃত করিয়া স্বীয় আশ্রয়ে (সর্ব্ব শরীরে) নীত করে। যে সমস্ত অন্ন নিরুদ্ধ হইয়া শরীরে অবস্থিতি করে, ধাতুর বৈষম্যবশতঃ পরিণামে তাহা পীড়াদায়ক হয়। এইরূপে আধি হইতে ব্যাধির উৎপত্তি হয় এবং আধির নাশ হইলে ব্যাধিও বিনষ্ট হয়। যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ।

কুপিত বাত, পিত্ত, কফই সর্ব্ব-রোগের নিদান অর্থাৎমূল কারণ; বহুবিধ অহিত আচরণ দ্বারা সেই বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপ হইয়া থাকে॥ গ-পু-১।১৪৬।১৪।

তিক্তোষণ কষায়াল্পরুক্ষাপ্রমিত ভোজনৈঃ।
ধাবনোদীরণনিশাজাগরাত্যুচ্চভাসনৈঃ॥
ক্রিয়াভিযোগভীশোক চিন্তা-ব্যায়াম-
মৈথুনৈঃ।
গ্রীষ্মাহোরাত্রভুক্তান্তে প্রকুপ্যতি সমীরণঃ॥

তিক্ত, ত্রিকটু, কষায়, অম্ল, রুক্ষ ও অপরিমিত ভোজনদ্বারা এবং ধাবন, উদীরণ (বাক্য কথন), নিশা জাগরণ, অত্যুচ্চ ভাষণ, দৃঢ় অধ্য-বসায় সহকারে কার্য্যপ্রবৃত্তি, ভীতি, শোক, চিন্তা, ব্যায়াম, মৈথুন প্রভৃতি দ্বারা এবং গ্রীষ্মকালে দিবা কি রাত্রিতে ভোজনের অন্তে বায়ু প্রকুপিত হয়॥

গ-পু ১।১৪৬।১৬-১৭

পিত্তং কট্বম্লতীক্ষ্ণোষ্ণ-কটু-ক্রোধবিদাহিভিঃ।
শরন্মধ্যাহ্নরাত্র্যর্দ্ধবিদাহসময়েষু চ॥

কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, দুর্গন্ধদ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ ও ক্রোধদ্বারা এবং শরৎকালে অর্দ্ধ রাত্র সময়ে, মধ্যাহ্ন সময়ে, বিদাহ সময়ে পিত্ত প্রকুপিত হয়॥ ঐ ১৮।

স্বাদ্বম্ল-লবণ-স্নিগ্ধ-গুর্ব্বভিষ্যন্দি-শীতলৈঃ।
আস্যাস্বপ্নসুখাজীর্ণ-দিবা স্বপ্নাদিবৃংহণৈঃ॥
প্রচ্ছর্দ্দনাদ্যযোগেন ভুক্তমাত্র বসন্তয়োঃ।
পূর্ব্বাহ্ণে পূর্ব্বরাত্রে চ শ্লেষ্মা বক্ষ্যামি
সঙ্করান্॥

স্বাদু, অম্ল, লবণ, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, তরল দ্রব্য ও শীতল দ্রব্য সেবন দ্বারা এবং বহুক্ষণ একস্থানে উপ-বেশন, নিদ্রাসুখের অভাব, দিবা-নিদ্রা ও অজীর্ণ এই সমুদায়ের আতিশয্য দ্বারা এবং বসন্তকালে পূর্ব্বাহ্ণে ও শেষ রাত্রিতে ভোজন দ্বারা ও বমন প্রভৃতি দ্বারা শ্লেষ্মার প্রকোপ হয়। এইক্ষণ দোষসঙ্কর বলিতেছি॥ গ-পু ১।১৪৬।১৯-২০।

ব্যাপন্ন-মদ্যপানীয় শুষ্কশাকামমূলকৈঃ।
পিণ্যাক মৃত্যবসর পূতিশুষ্ককৃষামিষৈঃ॥
দোষত্রয়করৈস্তৈস্তৈস্তথান্ন পরিবর্ত্ততঃ।
ধাতোর্দুষ্টাৎ পুরো বাতাৎ বিগ্রহাবেশ-
বিপ্লবাৎ॥
দুষ্টামান্নৈরতিশ্লেষ্মগ্রহৈর্জ্জন্মর্ক্ষপীড়নাৎ।
মিথ্যা যোগাচ্চ বিবিধাৎ পাপানাঞ্চ
নিষেবণাৎ॥

বিকৃত মদ্য, বিকৃত পানীয়, শুষ্ক শাক, আমমূলক, পিণ্যাক, স্বয়ং মৃতপ্রায়, দুর্গন্ধ, শুষ্ক ও কৃষ মৎস্যাদি ভক্ষণ দ্বারা, হঠাৎ অন্ন পরিবর্ত্তন দ্বারা, ঋতুদোষ দ্বারা, পূর্ব্ববায়ু সেবন দ্বারা, হঠাৎ শারীরিক কার্য্য-

বৈপরীত্য দ্বারা, দূষিত আমান্ন ভোজন দ্বারা, শ্লেষ্মাবেশদ্বারা, জন্ম-নক্ষত্র পীড়ন দ্বারা, মিথ্যা ব্যবহার দ্বারা এবং বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা দোষশঙ্কর অর্থাৎ বাতাদি ত্রিদোষের মিশ্রভাব ঘটিয়া থাকে ॥ গ-পু ১।১৪৬।১২-১৪।

প্রতিরোগমিতি ক্রুদ্ধা রোগবিধানুগামিনঃ।
রসায়নং প্রপদ্যাশু দোষা দেহে বিকুর্ব্বতে ॥

প্রত্যেক রোগেই রোগানুগামী বাতাদি দোষ সকল প্রকুপিত হইয়া রাসায়নিক সম্বন্ধ প্রাপ্তিপূর্ব্বক দেহেতে নানাপ্রকার বিকার উৎপাদন করে ॥ ঐ ২৫ ॥

মন্দস্তীক্ষ্ণোঽথ বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ।
কফপিত্তানিলাধিক্যাত্তৎ সাম্যাজ্জঠরোঽনলঃ ॥

সাধারণতঃ মনুষ্যের শ্লেষ্মাধিক্য হইতে মন্দাগ্নি, পিত্তাধিক্য হইতে তীক্ষ্ণাগ্নি, বাতাধিক্য হইতে বিষমাগ্নি এবং কফ-পিত্ত-বায়ুর সাম্য হইতে সমাগ্নি জন্মে। জঠরাগ্নি এই চারি ভাগে বিভক্ত হয়। নিদান।

বিষমোবাতজান্ রোগান্ তীক্ষ্ণঃ পিত্ত নিমিত্তজান্।
করোত্যগ্নি স্তথা মন্দো বিকারান্ কফ-সম্ভবান্ ॥

বিষমাগ্নি বাতজ রোগসকল, তীক্ষ্ণাগ্নি পিত্তজ রোগ সমুদয় এবং মন্দাগ্নি কফজ রোগসমূহ উৎপন্ন করে। নিদান।

সমাসমাগ্নেরশিতা মাত্রা সম্যগ্বিপচ্যতে।
স্বল্পাপি নৈব মন্দাগ্নে র্বিষমাগ্নেস্তু দেহিনঃ।
কদাচিৎ পচ্যতে সম্যক্ কদাচিচ্চ ন পচ্যতে।
মাত্রাতিমাত্রাপ্যশিতা সুখং যস্য বিপচ্যতে।
তীক্ষ্ণাগ্নি রিতি তং বিদ্যাৎ সমাগ্নেঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥

যে অগ্নিদ্বারা মনুষ্যের যথোচিত আহারীয় দ্রব্য সমগ্ররূপে পরিপাক হয়, সেই সমাগ্নি। যদ্দ্বারা লোকের আহারীয় দ্রব্য অল্পমাত্রায় ভোজন করিলেও সম্যক্রূপে পরিপাক না হয়, তাহাকে মন্দাগ্নি বলে। যে অগ্নিদ্বারা মনুষ্যের ভোজ্যবস্তু কোন দিন সম্যক্রূপে পরিপাক হয়, কোন দিন বা পরিপাক না হয়, তাহার নাম বিষমাগ্নি। যে অগ্নি দ্বারা উচিত মাত্রা এবং অতিরিক্ত মাত্রা ও সুখের সহিত সম্যক্রূপে পরিপাক হয়, তাহার নাম তীক্ষ্ণাগ্নি। এই চারি প্রকার অগ্নির মধ্যে সমাগ্নিই শ্রেষ্ঠ। ঐ।

অত্যম্বু পানাদ্বিষমাশনাচ্চ
সংধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ।
কালেঽপি সাত্ম্যং লঘুচাপি ভুক্ত
মন্নং ন পাকং ভজতে নরস্য ॥

অতিরিক্ত জল পান, বিষমাশন (কোন দিন অধিক, কোন দিন

অল্পাহার) মলমূত্রাদির বেগ সম্বরণ, স্বপ্ন বিপর্য্যয় (দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ) যথোচিত কালে উপযুক্ত সাত্ম বস্তু অল্প পরিমাণে ভোজন, এই সমস্ত কারণে মনুষ্যের ভুক্ত অন্ন সম্যক্ রূপে পরিপাক হয় না (১)। নিদান।

অনাত্মবন্তঃ পশুবদ্ভুঞ্জতে যেঽপ্রমাণতঃ।
রোগানীকস্য তে মূলমজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তি হি॥

যে সকল লোক লোভ পরতন্ত্র হইয়া পশুর ন্যায় অপ্রামাণিক ভোজন করে, তাহারা সকল রোগের কারণভূত অজীর্ণ রোগ প্রাপ্ত হয়। ঐ।

অব্যাহত গতির্যস্য স্থানস্থঃ প্রকৃতিস্থিতঃ।
বায়ুঃ স্যাৎ সোঽধিকং জীবে দ্বীতরোগঃ সমাঃশতং॥

যাহার শরীরস্থিত বায়ু দূষিত হয় নাই, যথাস্থানে অবস্থিত আছে, এবং গতিরোধ হয় নাই, সেই ব্যক্তি নিরোগী হইয়া এক শত বৎসর জীবিত থাকিবে॥ ঐ।

বাতবিণ্মূত্রজৃম্ভাশ্রু ক্ষবোদ্গারবমীন্দ্রিয়।
ক্ষুত্তৃষ্ণোচ্ছাসনিদ্রাণাং ধৃত্যোদাবর্ত্তসম্ভবঃ॥

বায়ু নিঃসরণ, মল, মূত্র, জৃম্ভা (হাই), অশ্রু, হাঁচি, উদ্গার, শুক্র, ক্ষুধা, পিপাসা, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও নিদ্রা, এই সকল রোধ করিলে উদাবর্ত্ত রোগ (১) উৎপন্ন হয়॥ নিদান।

বাতমূত্রপুরীষাণাং সঙ্গাধ্মানং ক্লমোরুজা।
জঠরে বাতজাশ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্বাত-নিগ্রহাৎ॥

বায়ু নিঃসরণ রোধ করিলে, বায়ু বন্ধ, মল ও মূত্র রোধ, আধ্মান (পেটফাঁপা), শরীরের দুর্ব্বলতা ও শরীরে বেদনা হয় এবং পেটে অন্য প্রকার রোগ, বাতজনিত রোগ অর্থাৎ সূচীবেধনবৎ বেদনা জন্মিয়া থাকে। ঐ।

আটোপশূলৌ পরিকর্ত্তিকা চ
সঙ্গঃ পুরীষস্য তথোর্দ্ধ্ববাতঃ।
পুরীষমাস্যাদথবানিরেতি
পুরীষবেগেঽভিহতে নরস্য॥

মলরোধ করিলে, পেটে গুড়্‌গুড়া শব্দ এবং নানাপ্রকার বেদনা, মলরোধ, ঊর্দ্ধ্ববাত (শ্বাস, হিক্কা প্রভৃতি) এবং মুখ দিয়া মল নির্গত হয়॥ ঐ।

বস্তিমেহনয়োঃ শূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং শিরোরুজা।
বিনামোবঙ্ক্ষণানাহঃ স্যাল্লিঙ্গংমূত্র নিগ্রহে॥

মূত্র রোধ করিলে, মূত্রাশয়ে ও

---

(১) অন্যান্য গ্রন্থকার ঈর্ষা (পরশ্রীকাতরতা), ভয়, ক্রোধ, মনঃক্ষোভ এবং অতিশয় লোভ, শোক ও পথশ্রম এবং প্রদ্বেষ (যে ভুর্য্যবস্তু দর্শনে মনের প্রীতি না হয়) এই সমস্তকেও অজীর্ণরোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

(১) মলমূত্ররোধক রোগ বিশেষ।

লিঙ্গনালে বেদনা, মূত্রে কৃচ্ছ্র, মস্তক বেদনা, বিনাম (শরীর নত) ও কুচকিতে বন্ধনবৎ যাতনা হইয়া থাকে॥ নিদান।

মন্যাগলস্তম্ভ শিরোবিকারা
জৃম্ভোপঘাতাৎ পবনাত্মকাঃ স্যুঃ।
তথাক্ষিনাসা বদনাময়াশ্চ
ভবন্তি তীব্রাঃ সহকর্ণরোগৈঃ॥

জৃম্ভা রোধ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া মন্যাস্তম্ভ, গলনলী রোধ, শিরো রোগ, এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখরোগ উৎপাদন করে॥ ঐ।

আনন্দজং বাপ্যথ শোকজংবা
নেত্রোদকং প্রাপ্তমমুঞ্চতো হি।
শিরোগুরুত্বং নয়নাময়াশ্চ
ভবন্তি তীব্রাঃ সহ পীনসেন॥

আনন্দজনিত বা শোকজনিত নেত্র-জল রোধ করিলে, মস্তক ভার হয়, এবং নেত্র রোগ ও পীনস (শর্দ্দি জন্মিয়া থাকে॥ ঐ।

মন্যাস্তম্ভঃ শিরঃশূল মর্দ্দিতার্দ্ধাবভেদকৌ।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ দৌর্ব্বল্যং ক্ষবথোঃ
স্যাদ্বিনিগ্রহাৎ॥

হাঁচি রোধ করিলে, মস্তকের অর্দ্ধদেশ বা সমস্ত মস্তক বেদনা, মন্যাস্তম্ভ ও অর্দ্দিত রোগ (বাত রোগ বিশেষ) এবং ইন্দ্রিয় শক্তির দুর্ব্বলতা ঘটিয়া থাকে॥ ঐ।

কণ্ঠাস্য পূর্ণত্বমতীবতোদঃ
কূজশ্চ বায়ো রথবাপ্রবৃত্তিঃ।
উদ্গারবেগেঽভিহতে ভবন্তি
ঘোরা বিকারাঃ পবন প্রসূতাঃ॥

উদ্গার রোধ করিলে বায়ুদ্বারা কণ্ঠ ও মুখ পরিপূর্ণ, অব্যক্ত ভাষণ (অস্পষ্ট কথা), নিশ্বাস রোধ, সূচীবেধনবৎ বেদনা, হিক্কা প্রভৃতি হইয়া থাকে॥ নিদান।

কণ্ডূ কোঠারুচিব্যঙ্গ শোথপাণ্ড্বাময়জ্বরাঃ।
কুষ্ঠবীসর্পহৃল্লাসা চ্ছর্দ্দিনিগ্রহজা গদাঃ॥

বমি রোধ করিলে কণ্ডূ (চুল-কনা), কোঠ (রোগবিশেষ), অরুচি, ব্যঙ্গ (রোগ বিশেষ,) শোথ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, কুষ্ঠরোগ, বীসর্প (ব্রণরোগ বিশেষ,) ও বিবমিষা উপস্থিত হয়॥ নিদান।

মূত্রাশয়ে বৈ গুদমুষ্কয়োশ্চ
শোথোরুজা মূত্রবিনিগ্রহশ্চ।
শুক্রাশ্মরী তৎস্রবণং ভবেচ্চ
তে তে বিকারা বিহতে চ শুক্রে॥

শুক্রবেগ রোধ করিলে, মূত্রাশয়, মলদ্বার ও অণ্ডকোষে শোথ ও বেদনা, মূত্ররোধ, শুক্রাশ্মরী ও শুক্রস্রাব হয়, এতদ্ভিন্ন শুক্রজনিত নানা প্রকার রোগ হইতে পারে॥ ঐ।

তন্দ্রাঙ্গমর্দ্দাবরুচিঃ শ্রমশ্চ
ক্ষুধাবিঘাতাৎ কৃশতা চ দৃষ্টেঃ।
কণ্ঠাস্যশোষঃ শ্রবণাবরোধ
স্তৃষাবিঘাতাৎ হৃদয়ে ব্যথা চ ॥

ক্ষুধা রোধ করিলে তন্দ্রা, অঙ্গ বেদনা, অরুচি, বিনাপরিশ্রমে শ্রমজ্ঞান, ও দর্শন শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে এবং তৃষ্ণারোধ করিলে কণ্ঠ ও মুখশোষ, শ্রবণ-শক্তির হ্রাস এবং হৃদয়ে ব্যথা জন্মে ॥ নিদান।

শ্রান্তস্য নিঃশ্বাস বিনিগ্রহেণ
হৃদ্রোগমোহাবথবাপি গুল্মঃ।
জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দোঽক্ষিশিরোঽতি জাড্যং
নিদ্রাভিঘাতাদথবাপি তন্দ্রা ॥

পরিশ্রান্ত ব্যক্তি নিশ্বাস রোধ করিলে হৃদ্‌রোগ, মোহ ও গুল্ম-রোগ জন্মে এবং নিদ্রারোধ করিলে জৃম্ভন (হাই) শরীরবেদনা, চক্ষু ও মস্তকের জড়তা ও তন্দ্রা জন্মিয়া থাকে ॥ ঐ।

(ব্যাধিগণের মধ্যে জ্বরের প্রাধান্য কথন)

জনকঃ সর্ব্বরোগানাং দুর্ব্বারো দারুণো জ্বরঃ।
শিবভক্তশ্চ যোগী চ নিষ্ঠুরো বিকৃতাকৃতিঃ ॥

ব্যাধিগণের মধ্যে জ্বরই অতি দারুণ, নিতান্ত দুর্নিবার ও সর্ব্ব-রোগের জনক। জ্বর অতি শিবভক্ত ও পরম যোগী, কিন্তু অতি নিষ্ঠুর ও বিকৃতাকৃতি ॥

ব্র-বৈ-পু ১।১৬।২৭।

ভীমস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরাঃ যড়্‌ভুজো নবলোচনঃ।
ভস্মপ্রহরণো রৌদ্রঃ কালান্তকযমোপমঃ ॥

জ্বরের তিন পাদ, তিন মস্তক, ছয় ভুজ, ও নব লোচন। সেই ভস্মপ্রহরণ ভীম-দর্শন জ্বর কালা-ন্তক যমের ন্যায় পরাক্রমশালী ॥

ঐ ২৮

মন্দাগ্নিস্তস্য জনকো মন্দাগ্নে র্জনকাস্ত্রয়ঃ।
পিত্তশ্লেষ্মসমীরাশ্চ প্রাণিনাং দুঃখদায়কাঃ ॥

তাহার জনক মন্দাগ্নি। পিত্ত, শ্লেষ্মা, ও বায়ু, প্রাণিদিগের দুঃখ-দায়ক এই তিনটী আবার ঐ মন্দা-গ্নির উৎপাদক ॥ ঐ ২৯

বায়ুজঃ পিত্তজশ্চৈব শ্লেষ্মজশ্চ তথৈব চ।
জ্বরভেদাশ্চ ত্রিবিধাশ্চতুর্থশ্চ ত্রিদোষজঃ ॥

জ্বর চারি প্রকার, প্রথম বায়ুজ, দ্বিতীয় পিত্তজ, তৃতীয় শ্লেষ্মজ এবং চতুর্থ ত্রিদোষজ ॥ ঐ ৩০

(জ্বরাক্রান্ত রোগীর কর্ত্তব্যতা কথন)

নবজ্বরে দিবাস্বপ্নস্নানাভ্যঙ্গান্ন মৈথুনম্।
ক্রোধপ্রবাতব্যায়ামকষায়াংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥

জ্বরাক্রান্ত রোগী, নবজ্বরে, দিবা-নিদ্রা, স্নান, অভ্যঙ্গ (তৈলমর্দ্দন) অন্নাহার, মৈথুন, ক্রোধ, প্রবলবায়ু-

সেবন, ব্যায়াম ও কষায় ভোজন (১) এই সকল নিদান সেবন (২) পরিত্যাগ করিবে ॥

চ-সং জ্বরাধিকার ৪।

জ্বরে লঙ্ঘনমেবাদাবুপদিষ্ট মৃতে জ্বরাৎ।
ক্ষয়ানিলভয়ক্রোধকামশোকশ্রমোদ্ভবাৎ ॥

শাস্ত্রকারেরা, নবজ্বরে প্রথম লঙ্ঘনেরই উপদেশ দিয়াছেন। অতএব জ্বর হইলে ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বেই উপবাস করা কর্ত্তব্য (৩)। কিন্তু ক্ষয়জ্বর (ধাতুক্ষয়কৃত জ্বর), অনিল জ্বর (বাতিক জ্বর), ভয়, ক্রোধ, কাম, শোক ও পরিশ্রম এই সকল কারণে জ্বর উৎপন্ন হইলে তাহাতে উপবাস বিহিত নহে ॥

চ-সং জ্বরাধিকার ৫।

আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামোমার্গান্ পিধাপয়ন্।
বিদধাতি জ্বরং দোসস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ ॥

সামদোষ অর্থাৎ অপক্ব রসযুক্ত দূষিত বায়ু, পিত্ত ও কফ; এই ত্রিদোষ আমাশয়ে অবস্থিত হইয়া অগ্নিমান্দ্য জন্মাইয়া দেয়; অনন্তর শরীরস্থ রসবহ পথসকল আবদ্ধ করিয়া জ্বরোৎপাদন করে। অতএব নবজ্বরে উপবাস করাই বিধেয় (১) ॥

ঐ ৬।

---

(১) কষায় রস শব্দে এক্ষণকার প্রচলিত পাচনাদি বুঝায়।

নবজ্বরে কষায়রস সেবন করিলে, তাহা পরিপাক হয় না, মলবদ্ধ হয়, বিষমজ্বর জন্মে এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ বদ্ধ হয়। যথা,—"শুভ্যন্তে ন বিপচ্যন্তে কুর্ব্বন্তি বিষম জ্বরম্। দোষাবদ্ধাঃ কষায়েণ স্তম্ভিত্বাৎ তরুণ জ্বরে"। চরক।

(২) নিদান অর্থাৎ রোগের কারণ, দিবা নিদ্রা প্রভৃতি নিদান পরিবর্জ্জন না করিলে ঔষধ সেবন বৃথা হয়। এই জন্য নিদান পরিবর্জ্জনকেই প্রথম চিকিৎসা বলা হইয়াছে।

(৩) এস্থলে লঙ্ঘন শব্দে নিরম্বু উপবাস নহে। লঘু ভোজনাদি করিতে নিষেধ নাই। শাস্ত্রকারেরা আমাশয় হইতে উত্থিত রোগ সমূহে লঙ্ঘনেরই উপদেশ দিয়াছেন। যথা,—"আমাশয় সমুত্থানাং পূর্ব্বং লঙ্ঘনমৌষধম্"। আমাশয় হইতে জাত রোগ সকলের পক্ষে প্রথম উপবাসই ঔষধ। জ্বর, আমাশয় সমুত্থিত রোগ; এজন্য নবজ্বরে লঙ্ঘনই বিধেয়।

(১) অগ্নিমান্দ্য না হইলে জ্বর জন্মে না এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, আম অর্থাৎ অপক্ব রসে দূষিত হইয়া আমাশয়ে অবস্থিতি না করিলে অগ্নিমান্দ্য হয় না। শাস্ত্রকারেরা কহেন যে, "আমরা যেরূপে পাকক্রিয়া সম্পাদন করি, আমাদের আভ্যন্তরীণ পরিপাকক্রিয়াও সেইরূপে সম্পন্ন হয়। আমরা যেমন স্থালীতে জল তণ্ডুলাদি নিক্ষেপ করিয়া নিম্নে অগ্নির উত্তাপ দিই, তাহাতেই পাকক্রিয়া সম্পন্ন হয়; সেইরূপ আমাদের ভুক্তান্নাদি প্রথমে আমাশয়ে উপস্থিত হয়, আমাশয়ের নিম্নেই পিত্তাশয় অর্থাৎ অগ্ন্যাশয়। সেই নিম্নস্থ অগ্নির উত্তাপে আমাশয়স্থ শ্লেষ্মা ও লালা দ্বারা আবৃত ভুক্তান্ন পরিপাক প্রাপ্ত হয়। দোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ, আম অর্থাৎ অপক্ব রসযুক্ত সুতরাং দূষিত হইয়া আমাশয়ে অবস্থিতি করিলে আমাশয়ের নিম্নস্থ অগ্ন্যাশয়ের তেজঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না, আমদোষ তাহার আবরণ স্বরূপ হয়, সুতরাং সেই অগ্নি স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বশরীরব্যাপী হইয়া হীনতেজঃ হয় ও

অনবস্থিতদোষাগ্নের্লঙ্ঘনং দোষপাচনম্।
জ্বরঘ্নং দীপনং কাঙ্ক্ষারুচিলাঘবকারকম্॥

যাহার দোষ, অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ ও অগ্নি অব্যবস্থিত হইয়া জ্বর জন্মে, তাহার উপবাসে দোষের পরিপাক, জ্বর নাশ, অগ্নিদীপ্তি, ভোজনেচ্ছা, আহার পটুতা ও শরীরের লঘুতা জন্মে॥

চ-সং জ্বরাধিকার ৭।

প্রাণাবিরোধিনা চৈনং লঙ্ঘনেনোপপাদয়েৎ।
বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ॥

রোগীর বল বিবেচনা করিয়া, যাহাতে অতিশয় বল হানি না হয়, এইরূপে উপবাস করাইবে। কারণ, আরোগ্য বলাধীন; যে আরোগ্যের নিমিত্ত এই চিকিৎসা-ক্রম বলা হইতেছে, বলই তাহার আশ্রয়, অর্থাৎ বল লাভ ভিন্ন আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা নাই॥

ঐ ৮।

তাহার পরিপাক শক্তি হ্রাস হয়। উক্ত সাম-দোষ এই প্রকারে অগ্নিমান্দ্য জন্মাইয়া দিয়া শরীরস্থ রসবহ প্রণালী আচ্ছাদন করিয়া ফেলে, তাহাতেই জ্বর জন্মে। এরূপ অবস্থায় আহার করিলে অগ্নির বল বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হইতে থাকে, সুতরাং অপরিপাক বশতঃ অজীর্ণ প্রভৃতি নানারোগ জন্মে, এই জন্যই উপবাস নিয়ম।"

তত্তু মারুতক্ষুত্তৃষ্ণামুখশোষভ্রমান্বিতে।
কার্য্যং ন বালে বৃদ্ধে বা ন গর্ভিণ্যাং ন দুর্ব্বলে॥

বায়ুপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি, ক্ষুধিত ও তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি, মুখশোষ ও ভ্রমযুক্ত ব্যক্তি, বালক, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তি এবং গর্ভবতী স্ত্রী, এই সকল রোগীর উপবাস অবিধেয়॥ চ-সং জ্বরাধিকার ৯।

বাতমূত্রপুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে॥
হৃদয়োদ্গারকণ্ঠাস্যশুদ্ধৌ তন্দ্রাক্লমে গতে॥
স্বেদে জাতে রুচৌ চাপি ক্ষুৎপিপাসাসহোদয়ে।
কৃতং লঙ্ঘনমাদেশ্যং নির্ব্যথে চান্তরাত্মনি॥

উপবাস করিয়া যখন রোগীর মল, মূত্র ও বায়ু নিঃসরণ হয়, গাত্রের লঘুতা সম্পাদিত হয়, হৃদয় বিশুদ্ধ অর্থাৎ তাহার ভার অপনীত হয়, বিশুদ্ধ উদ্গার উঠিতে থাকে, কণ্ঠ ও মুখ পরিষ্কৃত হয়, তন্দ্রা ও ক্লান্তি দূর হয়, ঘর্ম্ম জন্মায়, আহারে অভিরুচি হয়, এককালেই ক্ষুধা তৃষ্ণার উদয় হয় এবং অন্তঃকরণের প্রসন্নতা লাভ হয়, তখন তাহার সম্যক্‌রূপে উপবাস করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে॥ ঐ ১০-১১।

পর্ব্বভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ।
ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচিস্তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ॥

মনসঃ সম্ভ্রমোহঙ্গভীক্ষ্ণমূর্দ্ধ্বাতস্তমো হৃদি।
দেহাগ্নিবলহানিশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ॥

অতিরিক্ত উপবাস করিলে, রোগীর পর্ব্বভেদ (অর্থাৎ শরীরের সন্ধিস্থান সকলে বেদনা, অঙ্গবেদনা, কাস, মুখশোষ, অক্ষুধা, অরুচি, তৃষ্ণা, শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, মনের চাঞ্চল্য বা ভ্রান্তি, ও বাহুল্যরূপে ঊর্দ্ধবাত অর্থাৎ ঊর্দ্ধগত বাতাধিক্য প্রযুক্ত হিক্কা, শ্বাস, জৃম্ভা প্রভৃতি বায়ুরোগ সকল উপস্থিত হয়, মোহ আসিয়া হৃদয়কে আশ্রয় করে এবং শরীর দুর্ব্বল ও অগ্নির তেজোহ্রাস হইয়া থাকে॥ চ-সং জ্বরাধিকার ১২-১৩।

অভিচারাভিশাপোত্থৌ জ্বরৌ হোমাদিনা জয়েৎ।
দানস্বস্ত্যয়নাতিথ্যৈরুৎপাতগ্রহপীড়জৌ॥

অথর্ব্ব বেদ-বিহিত শ্যেনপাতাদি যাগকে অভিচার কহে এবং গুরু প্রভৃতির অনিষ্ট জন্য জ্বরকে অভিশাপ জ্বর বলে। অভিচার ও অভিশাপ হইতে জ্বর জন্মাইলে, হোমাদি দ্বারা অর্থাৎ হোম, প্রায়শ্চিত্ত, বলি ও মঙ্গলানুষ্ঠানাদি দ্বারা তাহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। আর নির্ঘাত প্রভৃতি উৎপাত হইতে জ্বর জন্মিলে, অথবা গুহ্যপীড়া জন্য জ্বর জন্মিলে, দান, স্বস্ত্যয়ন ও অতিথি সৎকার প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। চ সং জ্বরাধিকার। ২৫৮।

ক্রোধজে পিত্তজিৎ কাম্যা অর্থাঃ সদ্বাক্যমেব চ।
আশ্বাসেনেষ্টলাভেন বায়োঃ প্রশমনেন চ।
হর্ষণৈশ্চ শমং যান্তি কামশোকভয়জ্বরাঃ॥

ক্রোধজন্য জ্বর উপস্থিত হইলে যে ক্রিয়া দ্বারা রোগীর পিত্ত নাশ হয়, এরূপ ক্রিয়া করিবে, রোগীর অভীষ্ট বিষয় রোগীকে প্রদান করিবে, সৎকথা দ্বারা রোগীর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিবে, রোগীকে আশ্বাস ও ইষ্ট বস্তু প্রদান করিবে এবং যাহাতে বায়ুর প্রকোপ শান্তি হয়, তাহা করিবে। আর কাম, শোক ও ভয় হেতু জ্বর উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া অথবা যে ক্রিয়া দ্বারা রোগীর মনে হর্ষ জন্মে এরূপ ক্রিয়া দ্বারা রোগ শান্তি করিবে॥ ঐ ২৫৯।

কামাৎ ক্রোধজ্বরো নাশং ক্রোধাৎ কামসমুদ্ভবঃ।
যাতি তাভ্যামুভাভ্যাঞ্চ ভয়শোকসমুদ্ভবঃ॥

কামোদয়ে ক্রোধজ্বর বিনষ্ট হয় এবং ক্রোধোদয়ে কামজ্বর নিবারিত হয়। আর কাম ও ক্রোধের উদয় হইলে, ভয় ও শোক হইতে জাত জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে॥ ঐ ২৬০।

ভূতবিদ্যাসমুদ্দিষ্টৈর্বন্ধাবেশনতাড়নৈঃ।
জয়েৎভূতাভিসঙ্গোত্থং মনঃশান্ত্যৈশ্চ মানসম্॥

ভূতাবেশ জন্য জ্বর উপস্থিত হইলে, ভূত-বিদ্যার বিধি অনুসারে বন্ধন, আবেশন ও তাড়ন দ্বারা তাহার প্রতিকার করিবে (১)। আর মানসিক জ্বর উপস্থিত হইলে মনের শান্তিজনক ক্রিয়া দ্বারা তাহার নিবারণ করিবে॥

চ-সং জ্বরাধিকার ২৬১।

ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ স্নানংচংক্রমণানি চ।
জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্নো বলবান্‌ভবেৎ॥

জ্বরমুক্ত ব্যক্তি যতদিন বিশেষরূপে বললাভ করিতে না পারেন, ততদিন ব্যায়াম অর্থাৎ শ্রমজনক কর্ম্ম, ব্যবায় অর্থাৎ স্ত্রী-সংসর্গ, স্নান ও চংক্রমণ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ, এই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন॥ ঐ ২৬২

স্নানমাশুজ্বরংকুর্য্যাৎ জ্বরমুক্তস্য দেহিনঃ।
তস্মান্মুক্তজ্বরঃ স্নানং বিষবৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

জ্বরমুক্ত ব্যক্তি স্নান করিলেই শীঘ্র পুনর্জ্বরাক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব বিষের ন্যায় স্নান পরিত্যাগ করিবে॥ ঐ শ্লোকের টীকা।

দেহোলঘুর্ব্যপগতক্লমমোহতাপঃ
পাকো মুখে করণ-সৌষ্ঠবমব্যথত্বম্।
স্বেদঃ ক্ষবঃ প্রকৃতিগামিমনোঽন্নলিপ্সা
কণ্ডূশ্চ মূর্দ্ধ্নি বিগতজ্বরলক্ষণানি॥

জ্বর, শরীর হইতে সম্যক্‌রূপে অপগত হইলে, শরীরের লঘুতা সম্পাদিত হয়, দেহ ও মনের ক্লান্তি, মোহ ও সন্তাপ বিদূরিত হয়, মুখের পাক জন্মে, ইন্দ্রিয়গণের সুষ্ঠুতা লাভ হয়, শরীরের ব্যথা অপনীত হয়, ঘর্ম্ম জন্মায়, হাঁচি হয়, মনঃ প্রকৃতিস্থ হয়, অন্নেচ্ছা বলবতী হয় এবং মস্তকে কণ্ডু জন্মে। এই সমুদয় জ্বর মুক্তির লক্ষণ॥

চ-সং জ্বরাধিকার। ২৬৩।

(সুস্থ ব্যক্তির জ্বরাদি রোগ সকল হইতে শরীর রক্ষার বিধান কথন)

পাণ্ডুশ্চ কামলঃ কুষ্ঠঃ শোথঃ প্লীহা চ শূলকঃ।
জ্বরাতিসারগ্রহণী কাসব্রণহলীমকাঃ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রশ্চ গুল্মশ্চ রক্তদোষবিকারজঃ।
বিষমেহশ্চ কুব্জশ্চ গোদশ্চ গলগণ্ডকঃ॥
ভ্রমরী সন্নিপাতশ্চ বিসূচী দারুণী সতি।
এষাং ভেদপ্রভেদেন চতুঃ ষষ্টীরুজঃ স্মৃতাঃ॥
মৃত্যুকন্যাসুতাশ্চৈতে জরা তস্যাশ্চ কন্যকা।
জরা চ ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং শশ্বদ্ভ্রমতি ভূতলং॥

পাণ্ডু, কামল, কুষ্ঠ, শোথ,

(১) ভূত অর্থাৎ যক্ষ রাক্ষসাদির আশ্রয়ে জ্বর উপস্থিত হইলে, ভূতবিদ্যা অর্থাৎ যক্ষ রাক্ষসাদির পরিজ্ঞানার্থ ও প্রশমনার্থ "সুশ্রুত" ও "উত্তরতন্ত্র" প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত বিধানানুসারে বন্ধন, আবেশন ও তাড়ন দ্বারা তাহার প্রতীকার করিবে। বন্ধন শব্দে অনুপ্রবিষ্ট ভূতকে অপসৃত হইতে না দিয়া মন্ত্র দ্বারা তাহাকে বন্ধন অর্থাৎ সংযমন করিয়া রাখা; আবেশন শব্দে মন্ত্রদ্বারা ভূতকে আকর্ষণ করিয়া মস্তকে নিবেশিত করা এবং তাড়ন শব্দে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শ্বেত সর্ষপাদি দ্বারা আঘাত করা। এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা ভূতাবেশ জন্য জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

প্লীহা, শূল, জ্বরাতিসার, গ্রহণী, কাস, ব্রণ, হলীমক, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুল্ম, রক্তদোষ বিকারজ, বিষমেহ, কুব্জ, গোদ, গলগণ্ড, ভ্রমরী, সন্নিপাত এবং নিদারুণ বিসূচী ; ভেদ এবং প্রভেদ দ্বারা ইহারা চতুঃষষ্ঠী প্রকারে বিভিন্ন হইয়া থাকে, সকলেই মৃত্যু কন্যার আত্মজ। জরা তাঁহার কন্যা। এই জরা সমস্ত সহোদরে সমবেত হইয়া জগতীতলে দিবানিশি ভ্রমণ করিতেছে, সুযোগ পাইলেই অমনি দেহীদিগকে আক্রমণ করে ॥

ব্র-বৈ-পু ১।১৬।৩১-৩৪।

এতে চোপায়বেত্তারং ন গচ্ছন্তি চ সংযতং।
পলায়ন্তে চ তং দৃষ্ট্বা বৈনতেয়মিবোরগাঃ ॥

কিন্তু উপায়বেত্তা ও সংযতাত্মা ব্যক্তিদিগকে ইহারা কদাপি আক্রমণ করিতে পারে না ; প্রত্যুত গরুড় দর্শনে উরগের ন্যায় ভয়ে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে ॥ ঐ ৩৫।

চক্ষুর্জলঞ্চ ব্যায়ামঃ পাদাধস্তৈলমর্দ্দনং।
কর্ণয়োর্মূর্দ্ধ্নি তৈলঞ্চ জরাব্যাধিবিনাশনং ॥

যে ব্যক্তি চক্ষুদ্বয়ে জলসেক, ব্যায়াম ও পাদদ্বয়ের অধোভাগে, কর্ণে ও মস্তকে তৈল মর্দ্দন করেন, তাঁহার নিকট জরা ও ব্যাধি সকল আগমন করিতে পারে না ॥

ঐ ৩৬।

খাতশীতোদকস্নায়ী সেবতে চন্দনদ্রবং।
নোপযাতি জরা তঞ্চ নিদাঘেঽনিল সেবকং ॥

যিনি নদীর শীতল জলে স্নান, চন্দন দ্রব ও নিদাঘ সময়ের দিবাবসানে মন্দ মন্দ সমীরণ সেবন করেন, জরা তাঁহার নিকট আসিতে পারে না। ব্র-বৈ-পু ১।১৬।৩৮।

প্রাবিষুষ্যুষ্ণোদকস্নায়ী ঘনতোয়ং ন সেবতে।
সময়ে চ সমাহারী জরা তং নোপগচ্ছতি ॥

যিনি বর্ষাকালে মেঘাম্বু সেবন না করিয়া উষ্ণোদকে স্নান ও যথা সময়ে সমান আহার করেন, তাঁহার শরীরে জরা প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ঐ ৩৯।

শরদ্রৌদ্রং ন গৃহ্ণাতি ভ্রমণং তত্র বর্জ্জয়েৎ।
খাতস্নায়ী সমাহারী জরা তং নোপগচ্ছতি ॥

যিনি শরৎ কালে রৌদ্র সেবন ও ভ্রমণ বর্জ্জন করিয়া খাত জলে স্নান ও সমাহার করেন, তাঁহার নিকট জরা আগমন করিতে পারে না ॥

ঐ ৪০।

সদ্যোমাংসং নবান্নঞ্চ বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনং।
ঘৃতঞ্চ সেবতে যো হি জরা তং নোপগচ্ছতি ॥

যাঁহারা সদ্যোমাংস ও নবীন অন্ন ভোজন, নিয়ত দুগ্ধ পান, যুবতি বিহার ও ঘৃত সেবন করেন, তাঁহা-

দিগের নিকট জরা আগমন করিতে পারে না ॥ ব্র-বৈ-পু ১।১৬।৪৩।

শুষ্কমাংসং স্ত্রিয়ং বৃদ্ধাং বালার্কং তরুণং দধি।
সং সেবন্তং জরা যাতি প্রহৃষ্টা ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥

যাহারা শুষ্ক মাংস ভোজন, বৃদ্ধা স্ত্রী বিহার, বালার্ক সেবন ও তরুণ দধি ভোজন করে, জরা সহোদর গণের সহিত সানন্দে তাহাদিগের দেহে প্রবেশ করে ॥ ঐ ৪৬।

রাত্রৌ যে দধি সেবন্তে পুংশ্চলীশ্চ রজস্বলাঃ।
তানুপৈতি জরা হৃষ্টা ভ্রাতৃভিঃ সহ সুন্দরী ॥

যাহারা রাত্রিকালে দধি ভোজন ও পুংশ্চলী অথবা রজস্বলা স্ত্রী বিহার করে, জরা ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পরমানন্দে তাহাদিগের দেহে প্রবেশ করে ॥ ঐ ৪৭।

পাপানাং ব্যাধিভিঃ সার্দ্ধং মিত্রতা সন্ততং ধ্রুবং।
পাপং ব্যাধিজরাবীজং বিঘ্নবীজঞ্চ নিশ্চিতং।

ব্যাধিনিচয়ের সহিত পাপের পরম মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত আছে। ব্যাধি, জরা, অথবা অন্য যে কোন রূপ বিঘ্ন হউক না কেন, পাপই সমুদায়ের কারণ ॥ ঐ ৫০।

পাপেন জায়তে ব্যাধিঃ পাপেন জায়তে জরা।
পাপেন জায়তে দৈন্যং দুঃখং শোকো ভয়ঙ্করঃ ॥

ব্যাধি, জরা, দৈন্য, দুঃখ ও শোক সমুদায় কেবল পাপ সংসর্গেই দেহীকে আক্রমণ করিয়া থাকে ॥ ব্র-বৈ-পু ১।১৬।৫১।

তস্মাৎ পাপং মহাবৈরং দোষবীজমমঙ্গলং।
ভারতে সন্ততং সন্তো নাচরন্তি ভয়াতুরাঃ ॥

এজন্য এই ভারতক্ষেত্রে সাধু পুরুষেরা ভয়াতুর হইয়া সেই অশুভজনক দোষ কারণ পরম শত্রু পাতকের কদাপি অনুষ্ঠান করেন না ॥ ঐ ৫২।

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি।

বেদ অভ্যাস না করায়, সদাচার পরিত্যাগ করায়, সামর্থ থাকিলেও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করায়, অভোজ্যান্ন ভোজন করায়, মৃত্যু ব্রাহ্মণদিগের হিংসা করিয়া থাকে, অর্থাৎ অধর্ম্ম উৎপাদনে মনুষ্যের আয়ু ক্ষয় হয় ॥ ম-সং ৫।৪।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্তিষ্ঠেৎ সুস্থো রক্ষার্থমায়ুষঃ।
শরীরচিন্তাং নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধিস্ততঃ ॥

সুস্থ ব্যক্তি পরমায়ু রক্ষার্থ ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিবে, তৎপরে শারীরিক কর্ম্ম সমাধা করিয়া শৌচকার্য্য করিবে ॥

চ-সং, সুস্থাধিকার। ১।

শরীরচেষ্টা যা চেষ্টা স্থৈর্য্যার্থা বলবর্দ্ধিনী।
দেহব্যায়ামসংখ্যাতা মাত্রয়া তাং সমাচরেৎ।
বাতপিত্তাময়ো বালো বৃদ্ধোঽজীর্ণী চ তাং ত্যজেৎ॥

শরীরচেষ্টা অবশ্য করা কর্ত্তব্য, নিয়মিতরূপে ব্যায়ামাদিদ্বারা শরীর চালন করিলে স্বাস্থ্য রক্ষা ও বল বৃদ্ধি হয়। বাতপিত্ত রোগী, বালক, বৃদ্ধ ও অজীর্ণরোগী ব্যায়াম পরিত্যাগ করিবে॥

চ-সং সুস্থাধিকার ৭।

উদ্বর্ত্তনং ততঃ কার্য্যং ততঃ স্নানং সমাচরেৎ।
উষ্ণাম্বুনাধঃ কায়স্য পরিষেকো বলাবহঃ।
তেনৈবতূত্তমাঙ্গস্য বলকৃৎ কেশচক্ষুষাং॥

তৎপরে উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ শরীর নির্ম্মলীকরণ দ্রব্য দ্বারা বিলেপনাদি করিয়া স্নান করিবে। উষ্ণ জল দ্বারা দেহের অধোভাগ সেচন করিবে, মস্তকে শীতল জল দিবে, মস্তকে উষ্ণ জল সেক করিলে বল, হৃদয়, কেশ ও চক্ষুর হানি হয়॥

ঐ ৮।

নীচরোমনখশ্মশ্রুনির্ম্মলাঙ্ঘ্রি মলায়নঃ।
স্নানশীলঃ সুসুরভিঃ সুবেশোনির্ম্মলাম্বরঃ॥
ধারয়েৎ সততং রত্নং সিদ্ধমন্ত্রমহৌষধীঃ।
সাতপত্রপদত্রাণোবিচরেদ্যুগমাত্রদৃক্॥

স্নানশীল ব্যক্তি নখ, লোম ও শ্মশ্রু পরিত্যাগ করিবে এবং চরণদ্বয় নির্ম্মল রাখিবে। নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সুগন্ধাদি সেবন করিবে,সতত রত্ন, সিদ্ধমন্ত্র ও ঔষধি ধারণ করিবে এবং ছত্র ধারণ ও পাদুকাদি পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিবে॥ চ-সং সুস্থাধিকার ১০-১১।

অতীব জাগরস্বপ্নে তদ্বৎ স্থানাসনে বুধঃ।
ন সেবেত তথা শয্যাং ব্যায়ামঞ্চ নরেশ্বর॥

জ্ঞানবান্ লোক জাগরণ, নিদ্রা, অবস্থান, উপবেশন, শয়ন, ব্যায়াম ও স্ত্রীসংসর্গ, এই সকল বিষয় অত্যন্ত সেবন করিবেন না॥

বি-পু ৩।১২।১৭।

উদ্বেগঃ কলহঃ কণ্ডূর্ঘৃতমত্যন্ত ভোজনং।
আহারোমৈথুনং নিদ্রা সেবামানন্ত বর্দ্ধতে॥

উদ্বেগ, কলহ, গাত্রকণ্ডূ, অত্যন্ত ঘৃতভোজন, আহার, মৈথুন ও নিদ্রা, এই সকল বিষয়ের যত সেবা করিবে ততই তাহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে॥ ক-বা।

অত্যম্বুপানং কঠিনাশনঞ্চ
ধাতুক্ষয়োবেগবিধারণঞ্চ।
দিবাশয়ো জাগরণঞ্চ রাত্রৌ
ষড়্ভির্নরাণাং নিবসন্তি রোগাঃ॥

অধিক জলপান, কঠিন দ্রব্য ভোজন, ধাতুক্ষয়, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, দিবাতে নিদ্রা এবং রাত্রিতে জাগরণ, এই ষড়্বিধ কার্য্যদ্বারা মানবশরীরে রোগ সকল বাস করে॥ গ-পু ১।১১৪।২৯।

ন স্নানমাচরেদ্ভুক্ত্বা নাতুরো ন মহানিশি।
ন বাসোভিঃ সহাজস্রং নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে॥

ভোজনান্তে স্বেচ্ছাক্রমে স্নান করিবে না, পীড়া হইলে স্নান করিবে না, মধ্যরাত্রিকালে স্নান করিবে না, বহুবস্ত্রযুক্ত হইয়া স্নান করিবে না এবং কুম্ভীরাদি সমাকুল অবিজ্ঞাত জলাশয়েও স্নান করিবে না॥ ম-সং ৪।১২৯।

ভুক্ত্বা তু সুখমাস্থায় তদন্নং পরিণাময়েৎ।

ভোজনের পর চিন্তা, আয়াস ও ভ্রমণাদি না করিয়া সুখে উপবিষ্ট থাকিয়া ভুক্তান্নের পরিণাম করিবেন॥ দ-সং ২।৬৩ শ্লোকার্দ্ধ।

ভুক্ত্বা রাজবদাসীত যাবন্ন বিকৃতং গতঃ।
ততঃ শতপদং গত্বা বামপার্শ্বেতু সংবিশেৎ॥

ভোজনান্তে রাজার ন্যায় বসিবেন যাবৎ ভুক্তান্ন বিকার প্রাপ্ত না হয়, তদনন্তর এক শত পদ গমন করিয়া বাম পার্শ্বে ভর দিয়া উপবেশন করিবেন॥ বৈদকঃ।

স্বস্থঃ প্রশান্তচিত্তস্তু কৃতাসন পরিগ্রহঃ।
অভীষ্টদেবতানাস্তু কুর্ব্বীত স্মরণং নরঃ॥

মনুষ্য আহারান্তে আসন পরিগ্রহ করিয়া সুস্থ ও প্রশান্ত চিত্তে আপনার অভীষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিবে॥ বি-পু ৩।১১।৮৮।

প্রাচ্যাং দিশি শিরঃ শস্তং যাম্যায়ামথবা নৃপ।
সদৈব স্বপতঃ পুংসো বিপরীতন্তু রোগদম্॥

হে রাজন্! পূর্ব্ব কিংবা দক্ষিণ শিরা হইয়া শয়ন করাই প্রসস্ত, তদ্বিপরীত দিকে শয়ন করিলে রোগগ্রস্ত হইতে হয়॥ বি-পু ৩।১১।১১০।

বর্ষাতপাদিকে ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যটবীষু চ।
শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানৎকঃ সদা-
ব্রজেৎ॥

শরীর রক্ষা করণাভিলাষী ব্যক্তি বর্ষা ও আতপাদিতে ছত্রহস্ত হইয়া এবং রাত্রিকালে ও বন প্রদেশে দণ্ডপাণি হইয়া গমন করিবে এবং যথা তথা গমনাগমন কালে সর্ব্বদা চর্ম্ম পাদুকা ব্যবহার করিবে॥

বি-পু ৩।১২।৩৮।

নোর্দ্ধং ন তির্যগ্দূরং বা নিরীক্ষণ্ পর্য্যটেদ্
বুধঃ।
যুগমাত্রং মহীপৃষ্ঠং নরো গচ্ছেদ্বিলোকয়ন্॥

পণ্ডিত ব্যক্তি ঊর্দ্ধ বা পার্শ্ব অথবা দূরতর প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতে করিতে গমন করিবেন না, কিন্তু কেবল সম্মুখবর্ত্তী চতুর্হস্ত পরিমিত ভূমি অবলোকন করিতে করিতে গমন করিবেন॥ ঐ ৩৯।

দংষ্ট্রিণঃ শৃঙ্গিণশ্চৈব প্রাজ্ঞো দূরেণ বর্জ্জয়েৎ।
অবশ্যায়ঞ্চ রাজেন্দ্র পুরোবাতাতপৌ তথা॥

হে রাজেন্দ্র! দংষ্ট্রী, শৃঙ্গি, নীহার, সম্মুখ বায়ু ও সম্মুখ আতপ,

ইহাদিগকে বিজ্ঞ লোক দূরে পরিত্যাগ করিবেন ॥ বি-পু ৩।১২।১৮।

দশধা পাপকর্ম্মাণি কায়বাঙ্মানসৈ সন্ত্যজেৎ ।
কালেহিতং মিতং ব্রূয়াদবিসম্বাদিপেশলং ॥

কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দশবিধ পাপকর্ম্ম (১) পরিত্যাগ করিবেন, কার্য্য উপস্থিত হইলে পরিমিত যথার্থ মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিবে, অসম্বন্ধ প্রলাপ করিবেন না ॥ চ-সং সুস্থাধিকার। ১৩।

আত্মবৎ সততং পশ্যেদপিকীটপিপীলিকং ।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ ॥

কীট ও পিপীলিকাদি জীব সমূহের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করিবে। নিজের প্রতিকূল কার্য্য অন্যের প্রতিও প্রয়োগ করিবে না ॥ চ-সং সুস্থাধিকার ১৪।

নক্তং দিনানি মে যান্তি কথং ভূতস্য সংপ্রতি ।
দুঃখভাঙ্ নভবত্যেবং নিত্যং সন্নিহিতস্মৃতিঃ ॥

আমার দিন রাত্রি কি কার্য্যে যাইতেছে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই চিন্তা করে, সেই ব্যক্তি কদাচ দুঃখভাগী হয় না ॥ ঐ ১৫।

দেশানামাশয়ানাঞ্চ বিপরীতং গুণং গুণৈঃ ।
সাত্মমিচ্ছন্তি সাত্মজ্ঞাশ্চেষ্টিতং চাদ্যমেব চ ।
তচ্চ নিত্যং প্রযুঞ্জীত স্বাস্থ্যং যেনানুবর্ত্ততে ।

দেশ, কালও রোগের যথাযোগ্য নিয়মের বিপরীত আচরণ করিলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। অতএব শরীরের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় এইরূপ ঋতুবিহিত নিয়মানুসারে কার্য্য করিবে ॥ ঐ ৪০।

---

(১) অদত্ত ধন গ্রহণ, অবৈধ হিংসা এবং পরদার সেবা এই ত্রিবিধ শারীরিক পাপকর্ম্ম। পরুষবাক্য, মিথ্যা বাক্য, পরদোষাবিষ্কার এবং অসম্বন্ধপ্রলাপ, এই চতুর্ব্বিধ বাচনিক পাপকর্ম্ম। পরদ্রব্যে স্পৃহা, পরের অনিষ্ট চিন্তা, এবং পরলোক নাই, দেহই আত্মা, ইত্যাদি প্রকার মিথ্যাভিনিবেশ, এই ত্রিবিধ মানসিক পাপকর্ম্ম। লোকে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ও শব্দ, এই পাঁচ ভোগ্য বিষয়ের আস্বাদ পরিজ্ঞাত হইয়া প্রথমে তৎসমুদায় ভোগ করিতে ইচ্ছা করে। ঐ সমুদায় ভোগ্য বিষয়ের প্রভাবেই লোকের কাম ও দ্বেষ উৎপন্ন হয়। তখন সে অভিলষিত বস্তু লাভ ও দ্বেষ্য ব্যক্তির অনিষ্ট সাধন করিতে যত্নবান্ হইয়া মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে এবং বারংবার রূপ রসাদি ভোগ করিতে যত্নবান্ হয়। তৎপরে তাহার অন্তঃকরণে ক্রমে ক্রমে লোভ, মোহ, রাগ, ও দ্বেষের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। মনুষ্য লোভ মোহে অভিভূত ও রাগ দ্বেষে সমাক্রান্ত হইলে, তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। তখন কপট ধর্ম্মাচরণ ও ছলপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। ছল সহকারে অনায়াসে অর্থ সংগৃহীত হইলে তাহার ঐরূপ অর্থোপার্জ্জন করিতে নিতান্ত স্পৃহা জন্মে; তাহার সুহৃদ ও পণ্ডিতগণ ঐ বিষয়ে নিবারণ করিলে সে বিবিধ হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের বাক্যে হতাদর করে। তখন ঐ পাপাত্মার রাগ ও মোহজনিত পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান, পাপকার্য্যের চিন্তা ও পাপকার্য্য প্রকাশ নিবন্ধন কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়।

অজাতানাং বিকারাণামনুৎপত্তিকরঞ্চ যৎ।
নাগরী নাগরস্যেব রথস্যেব রথী সদা।
স্বশরীরস্য মেধাবী কৃত্যেষ্ববহিতো ভবেৎ॥

যে ব্যক্তির শরীরের কোন বিকৃতি হয় নাই, সেই ব্যক্তি যাহাতে শারীরিক কোন বিকার না জন্মে এইরূপ কার্য্য করিবে। যেরূপ নাগর নাগরীকে ও সারথী রথকে রক্ষা করে, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীয় শরীর রক্ষার বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া থাকিবে॥ চ-সং সুস্থাধিকার ৪১।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ধনোপার্জ্জনের ব্যবস্থা।

(পোষ্যবর্গকে পোষণ করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম)

মাতা পিতা গুরু ভার্য্যা প্রজা দীনঃ সমাশ্রিতঃ।
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ॥

মাতা, পিতা, গুরু, ভার্য্যা, সন্তান, দরিদ্র, আশ্রিত, অভ্যাগত, অতিথি এবং অগ্নি, ইহারা পোষ্যবর্গ বলিয়া পরিগণিত হয়॥

দ সং ২।৩৪।

ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকঃ পীড়নে তস্য তস্মাদ্‌যত্নেন তং ভরেৎ॥

পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণ করা স্বর্গ লাভের প্রশস্ত দ্বার, আর তাহাদিগকে পীড়ন করা নরকের দ্বার, অতএব গৃহস্থ তাহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক ভরণ পোষণ করিবে॥

ঐ ৩৭।

সজীবতি য এবৈকো বহুভিশ্চোপজীব্যতে।
জীবন্তো মৃতকাস্ত্বন্যে পুরুষাঃ স্বোদরম্ভরাঃ॥

যে ব্যক্তি একক হইয়াও বহু প্রাণীর উপজীব্য হয়, তাহাকেই জীবিত বলা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি স্বোদরম্ভরি হয়, সে জীবিত থাকিয়াও মৃত তুল্য॥ দ-সং ২।৩৮।

বহ্বর্থে জীব্যতে কৈশ্চিৎ কুটুম্বার্থে তথাহপরৈঃ।
আত্মার্থেঽন্যো ন শক্নোতি স্বোদরেণাপি দুঃখিতঃ॥

কোন ব্যক্তি বহু জনের জন্য, কেহ বা কুটুম্বগণের জন্য, কেহ বা আপনার নিমিত্ত জীবিত থাকে, আর কেহ বা স্বোদর পূরণেও অশক্ত হইয়া দুঃখিত থাকে॥ ঐ ৪০

যস্মিন্ জীবতি জীবন্তি বহবঃ সতু জীবতু।
কাকোঽপি কিং ন কুরুতে চঞ্চ্বা স্বোদর পূরণং ॥

যে জীবিত থাকিলে অনেকে জীবিত থাকে সেই জীবিত থাকুক, নতুবা কাকও কি চঞ্চুদ্বারা আপনার উদর পূরণ করে না ? ॥ হি-উ

(অর্থ ব্যতিরেকে ধর্ম্ম ও সুখ লাভ হয় না)

ন ক্লেশেন বিনা দ্রব্যং বিনা দ্রব্যেণ ন ক্রিয়া।
ক্রিয়াহীনে ন ধর্ম্মঃ স্যাদ্ধর্ম্মহীনে কুতঃ সুখম্ ॥

ক্লেশ ব্যতিরেকে দ্রব্য হয় না, দ্রব্য ব্যতিরেকে ক্রিয়া হয় না, ক্রিয়া হীন ব্যক্তির ধর্ম্ম হয় না, এবং ধর্ম্মহীন ব্যক্তির সুখ কোথায় ? ॥ দ-সং ৩।২২।

অর্থেভ্যোঽথ প্রবৃদ্ধেভ্যঃ সংবৃত্তেভ্যস্ততস্ততঃ।
ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ প্রবর্ত্তন্তে পর্ব্বতেভ্য ইবাপগাঃ ॥

যেমন পর্ব্বত হইতে নদী সকল নিঃসৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ দিক্ দিগন্ত হইতে আহৃত প্রবৃদ্ধ অর্থ হইতে সমস্ত ধর্ম্ম ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয় ॥ বা-রা। ৬।৮৩।৩২।

অর্থেন হি বিমুক্তস্য পুরুষস্যাল্পচেতসঃ।
বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা ॥

অর্থহীন ক্ষুদ্রচিত্ত পুরুষের সমস্ত কার্য্য গ্রীষ্মকালে স্বল্পতোয়া নদীর ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ॥ ঐ ৩৩

সোঽয়মর্থং পরিত্যজ্য সুখকামঃ সুখৈধিতঃ।
পাপমাচরতে কর্ত্তুং তদা দোষঃ প্রবর্ত্তত ॥

যে ব্যক্তি অর্থ ব্যতীত সুখ কামনা করে, সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, এবং তন্নিবন্ধন দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ বা-রা ৬।৮৩।৩৪।

যস্যার্থা ধর্ম্মকামার্থাস্তস্য সর্ব্বং প্রদক্ষিণম্।
অধনেনার্থকামেন নার্থঃ শক্যং বিচিন্বতা ॥

যাহার অর্থ আছে তাহারই ধর্ম্ম কামে প্রয়োজন এবং তাহার সমস্তই অনুকূল; অর্থাভিলাষী নির্ধন ব্যক্তি পৌরুষ ব্যতীত অর্থলাভে কখনই সমর্থ হয় না ॥ ঐ ৩৮।

হর্ষঃ কামশ্চ দর্পশ্চ ধর্ম্মঃ ক্রোধঃ শমোদমঃ।
অর্থাদেতানি সর্ব্বাণি প্রবর্ত্তন্তে নরাধিপ ॥

হর্ষ, কাম, দর্প, ধর্ম্ম, ক্রোধ, শান্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই সমস্তই অর্থের আয়ত্ত ॥ ঐ ৩৯।

(ইহ লোকে ধনবান্ লোকই ধন্য)

ধনবান্ বলবান্ লোকে সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
প্রভুত্বং ধন মূলং হি রাজ্ঞামপ্যপজায়তে ॥

ইহ লোকে সর্ব্বত্রে ও সর্ব্বকালে ধনবান্ লোকই বলবান্; রাজাদিগেরও যে প্রভুত্ব জন্মায় তাহার মূল কারণ ধন ॥ হি-উ।

ব্রহ্মহাপি নরঃ পূজ্যো যস্যাস্তি বিপুলং ধনং।
শশিনস্তুল্যবংশোঽপি নির্ধনঃ পরিভূয়তে ॥

যাহার বিপুল ধন থাকে, সে

ব্যক্তি ব্রহ্মঘ্ন হইলেও পূজনীয় হয় এবং চন্দ্র তুল্য নির্ম্মল বংশও নির্ধন হইলে তিরস্কৃত হয়॥ চাণক্য।

দরিদ্রস্য মনুষ্যস্য প্রাজ্ঞস্য মধুরস্য চ।
কালে শ্রুত্বা হিতং বাক্যং ন কশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে॥

দেখ, দরিদ্র ব্যক্তি প্রাজ্ঞ ও মধুরভাষী হইলেও তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কেহ কখন প্রীতিলাভ করে না॥ গ-পু ১।১১৩।৪৩।

যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ॥

যাঁহার ধন আছে, তাঁহার অনেক মিত্র আছে, যাঁহার অর্থ আছে, তাঁহার অনেক বন্ধু আছে, যাহার অর্থ আছে, তিনিই লোকে পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত এবং যাহার অর্থ আছে, তিনিই পণ্ডিত॥

গ-পু ১।১১১।১৮।

ত্যজন্তি মিত্রাণি ধনৈর্ব্বিহীনং
পুত্রাশ্চ দারাশ্চ সুহৃজ্জনাশ্চ
তে চার্থবন্তং পুনরাশ্রয়ন্তি
অর্থো হি লোকে পুরুষস্য বন্ধুঃ॥

ধনবিহীন হইলে পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করে, এবং যখন আবার সেই পুরুষের ধনসঞ্চয় হয়, তখন সেই সকল বন্ধুবান্ধব পুনর্ব্বার আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব অর্থই পুরুষের বন্ধু, অন্য কেহই বন্ধু নহে॥

গ-পু ১।১১১।১৯।

(ধনহীন ব্যক্তিকে কেহই সমাদর করে না)

মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তা চ নালিঙ্গ্যতে।
অর্থ প্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপ মাত্রং সুহৃৎ
তস্মাদর্থমুপার্জ্জনং কুরু সখে চার্থেন সর্ব্বে বশাঃ॥

ধনহীন ব্যক্তিকে তাহার মাতা নিন্দা করেন, পিতাও প্রশংসা করেন না, ভ্রাতাও সম্ভাষণ করেন না, ভৃত্যও কুপিত হন, পুত্রও অনুগত হন না, কান্তাও আলিঙ্গন করেন না এবং সুহৃদ্গণও অর্থ প্রার্থনার আশঙ্কায় আলাপও করেন না, অতএব হে সখে! অর্থ উপার্জ্জন কর, কেন না অর্থ দ্বারা সকলেই বশীভূত হয়॥ ক-বা।

বরং বনং ব্যাঘ্র গজেন্দ্র সেবিতং
দ্রুমালয়ঃ পক্ক ফলাম্বু ভোজনং।
তৃণানি শয্যা পরিধান বল্কলং
ন বন্ধু মধ্যে ধনহীন জীবনং॥

বরং ব্যাঘ্র ও গজেন্দ্র সেবিত বন মধ্যে বাস করাও ভাল, কিম্বা দ্রুমাশ্রয় করিয়া পক্ক ফলাম্বু ভোজন করাও

ভাল, অথবা তৃণ শয্যায় শয়ন ও বল্কল পরিধান করাও ভাল, তথাপি বন্ধুগণ মধ্যে ধনহীনের জীবন ধারণ করা ভাল নয় ।। হি-উ

(যাচ্ঞার তুল্য নীচতা আর কিছুই নাই)

সেবেব মানমখিলং জ্যোৎস্নেব তমো জরেব লাবণ্যং।
হরিহর কথেব দুরিতং গুণশতমপ্যর্থিতা হরতি ।।

যেমন সেবা সমুদায় মান হরণ করে, জ্যোৎস্না তমোনাশ করে, জীর্ণতা লাবণ্য নষ্ট করে এবং হরিহরের কথা পাপ নাশ করে, সেই রূপ অর্থপ্রার্থনা পুরুষের গুণ সমূহকে হরণ করে ।। ঐ

মুখভঙ্গঃ স্বরোদীনো গাত্রস্বেদো মহদ্ভয়ং।
মরণে যানি চিহ্নানি তানি চিহ্নানি যাচতঃ ।।

মুখবৈকৃত্য, স্বরভঙ্গ, গাত্রস্বেদ ও মহাভয়, যাচক ব্যক্তির যাচনকালে এই সকল মরণচিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে ।। গ-পু ১।১১৫।৭৮।

কুব্জস্য কীটঘাতস্য বাতান্নিষ্কাসিতস্য চ।
শিখরে বসতস্তস্য বরং জন্ম ন যাচিতং ।।

যে ব্যক্তি উচ্চপদস্থ,তাহাকে যদি কীটে ভক্ষণ করে, সে কুব্জ হইয়া থাকে, বাতপীড়িত হয়, অথবা দেহত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, তাহাও সে শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু তথাপি তাহার যাচ্ঞা করা সহ্য হয় না ।। গ-পু ১।১১৫।৭৯।

জগৎপতির্হি যাচিত্বা বিষ্ণুর্ব্বামনতাঙ্গতঃ।
কোঽন্যোঽধিকতরস্তস্য যোঽর্থী যাতি ন লাঘবং ॥

যিনি জগৎপতি বিষ্ণু, তিনিও বলিরাজের যজ্ঞে যাচ্ঞা করিতে গিয়া খর্ব্ব হইয়াছিলেন, অতএব সেই বিষ্ণু হইতে অধিক কে আছে যে, যাচনাতে লাঘবতা প্রাপ্ত হয় না ? ।। ঐ ৮০।

(ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা থাকে না)

ত্যজেৎ ক্ষুধার্ত্তো মহিলাং স্বপুত্রং
খাদেৎ ক্ষুধার্ত্তাভুজগী স্বমণ্ডং।
বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং
ক্ষীণা নরাঃ কিষ্ককরুণাভবন্তি ।।

ক্ষুধার্ত্ত লোক আপনার স্ত্রী ও পুত্রকে পরিত্যাগ করে এবং ক্ষুধার্ত্তা ভুজগী আপনার অণ্ডকে ভক্ষণ করে, অতএব ক্ষুধাতুর ব্যক্তি কোন্ পাপ না করে এবং অনাহার প্রযুক্ত ক্ষীণ লোকের কি কখন দয়া হইতে পারে ? ।। হি-উ।

(অর্থোপার্জ্জনার্থ চতুর্ব্বর্ণের স্ব স্ব ধর্ম্মানুগত বৃত্তি কথন)

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনন্তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ ।।

বেদের অধ্যাপন ও অধ্যয়ন,

যজন ও যাজন এবং দান ও প্রতি-গ্রহ এই ষট্কর্ম্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে জানিবে। ম-সং ১০।৭৫।

ষণ্ণাস্তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥

উক্ত ষট্কর্ম্মের মধ্যে যাজন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই তিন কর্ম্ম ব্রাহ্মণের জীবনার্থ জানিবে। ঐ ৭৬।

ত্রয়োধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ংপ্রতি।
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ॥

ব্রাহ্মণের বৃত্ত্যর্থ অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিন কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিবৃত্ত হইবে; কেবল বেদাধ্যয়ন, যজন ও দান এই তিন কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের জানিবে॥ ঐ ৭৭।

বৈশ্যংপ্রতি তথৈবৈতে নিবর্ত্তেরন্নিতি স্থিতিঃ।
ন তৌ প্রতি হি তান্ ধর্ম্মান্মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥

বৈশ্যের প্রতিও পূর্ব্বোক্ত তিন কর্ম্ম নিবৃত্তি থাকিবে, যেহেতু প্রজাপতি মনু ঐ উভয় জাতির অধ্যাপনাদি কর্ম্মের উক্তি করেন নাই॥ ঐ ৭৮।

শস্ত্রাস্ত্রভৃত্বং ক্ষত্রস্য বণিক্ পশুকৃষিবিশঃ।
আজীবনার্থং ধর্ম্মস্তু দানমধ্যয়নং যজিঃ॥

প্রজারক্ষণ নিমিত্ত খড়্গাদি অস্ত্র ও বাণাদি শস্ত্র ধারণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্ত্যর্থ; বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষি এই তিন কর্ম্ম বৈশ্যের জীবনার্থ এবং বেদাধ্যয়ন, যজন ও দান এই তিন কর্ম্ম উক্ত উভয় জাতিরই ধর্ম্মার্থ জানিবে॥ ম-সং ১০।৭৯।

বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণং।
বার্ত্তাকর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্ম্মসু॥

ব্রাহ্মণের স্ব কর্ম্মের মধ্যে কেবল বেদাধ্যাপন, ক্ষত্রিয়ের প্রজা পালন এবং বৈশ্যের বাণিজ্য ও পশুপালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জানিবে॥ ঐ ৮০।

বরং স্বধর্ম্মোবিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ।

বরং স্বজাতীয় নিকৃষ্ট বৃত্ত্যাবলম্বন করা শ্রেয়, তথাপি পরকীয় উৎকৃষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত নহে; যে ব্যক্তি (স্বজাতীয় কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইয়াও) পরধর্ম্মবিহিত জীবিকা অবলম্বন করে, সে তৎক্ষণাৎ পতিত হয়। ঐ ৯৭।

যেহর্থা ধর্ম্মেণ তে সত্যা যে ধর্ম্মেণ গতাঃশ্রিয়ঃ।
ধর্ম্মার্থী মহতো লোকে তৎস্মৃত্বা হ্যর্থকারণাৎ॥

ধর্ম্মপালন করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ এবং যে সম্পদ ধর্ম্মে উপার্জ্জিত হয়, তাহাই প্রকৃত সম্পদ; অতএব ধর্ম্ম স্মরণ করিয়াই অর্থ উপার্জ্জন করিবে। গ-পু ১।১১৩।৩৫।

(আপৎকালে চতুর্ব্বর্ণের বৃত্তি নিরূপণ)

ক্ষাত্রং কর্ম্ম দ্বিজস্যোক্তং বৈশ্যকর্ম্ম তথাপদি।
রাজন্যস্য চ বৈশ্যোক্তং শূদ্রকর্ম্ম ন বৈ তয়োঃ॥
সামর্থ্যে সতি তৎ ত্যাজ্যম্ উভাভ্যামপি পার্থিব।
তদেবাপদি কর্ত্তব্যং ন কুর্য্যাৎ কর্ম্মসঙ্করম্॥

আপৎকালে (অর্থাৎ স্বজাতীয় বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে) ব্রাহ্মণ (শস্ত্রধারণ ও প্রজাপালনাদি দ্বারা) ক্ষত্রিয়কর্ম্ম করিবে, তদভাবে (পশুপালন ও কৃষিবাণিজ্যাদি দ্বারা) বৈশ্যকর্ম্ম করিবে, এবং ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে; কিন্তু উক্ত বর্ণত্রয় কদাপি শূদ্রের বৃত্তি অর্থাৎ দাস্যকর্ম্ম অবলম্বন করিবে না। হে রাজন! দ্বিজাতিগণ সাধ্যানুসারে শূদ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিবে, পরন্তু নিতান্ত অসাধ্য হইলে, অনুপায়ে তাহাও অবলম্বন করিবে, কিন্তু যাহাতে পরস্পরের বর্ণবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মের সাঙ্কর্য্য অর্থাৎ মিশ্রণ না হয় ঈদৃশ আচরণ করিবে॥ বি-পু ৩।৮।৩৮—৩৯।

অধ্যাপনং যাজনঞ্চ বিপ্রাণাং ব্রতমুত্তমম্।
অশক্তৌ ক্ষত্রিয়বিশাং বৃত্তৈনির্ব্বাহমাচরেৎ॥

অধ্যাপন ও যাজন এই দুইটী বৃত্তিই ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে প্রশস্ত, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে তাঁহারা ক্ষত্রিয় বৃত্তি ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন॥ ম-নি-ত ৮।১১০।

নাধ্যাপনাদ্যাজনাদ্বা গর্হিতাদ্বা প্রতিগ্রহাৎ।
দোষো ভবতি বিপ্রাণাং জ্বলনাম্বু সমাহি তে॥

আপৎকালে গর্হিতের অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ করিলে ব্রাহ্মণের দোষ হয় না, যেহেতু ব্রাহ্মণ অগ্নি ও জলের সমান॥

ম-সং ১০।১০৩।

অযাচিতোপপন্নে তু নাস্তি দোষঃ প্রতিগ্রহে।
অমৃতং তৎ বিদুর্দ্দেবাস্তস্মাত্তন্নৈব বর্জ্জয়েৎ॥

অযাচিত ধন গ্রহণে দোষ নাই, অর্থাৎ যাচ্ঞা না করিয়া অসৎ প্রতিগ্রহ করিলেও পাপ হইবে না। দেবগণ অযাচিত ধনকে অমৃততুল্য বলিয়া থাকেন, অতএব তাহা কখনও বর্জ্জন করিবে না॥

গ পু ১।২০৫।১০১।

সাধুতঃ প্রতিগৃহ্নীয়াদথবা সাধুতো দ্বিজঃ।
গুণবানল্পদোষশ্চ নির্গুণো হি নিমজ্জতি॥

ব্রাহ্মণ সদ্ব্যক্তির নিকটই প্রতিগ্রহ করিবে; পরন্তু অসৎ প্রতিগ্রহ করিলেও ব্রাহ্মণের দোষ হইবে না; কারণ গুণবান্ ব্যক্তির অল্প দোষ থাকিলে তাহা নিমগ্ন হইয়া যায়॥ ঐ ১০৩।

ঋতামৃতাভ্যাঞ্জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥

বরং ঋত, (১) অমৃত, (২) মৃত, (৩) প্রমৃত, (৪) ও সত্যানৃত (৫) এই পঞ্চ প্রকার জীবিকা অবলম্বন করিবে, কিন্তু কদাচ কুক্কুর বৃত্তি অর্থাৎ দাসত্ব অবলম্বন করিবে না ।। ম-সং ৪।৪ ।

কুষীদকৃষিবাণিজ্যং প্রকুর্ব্বীত স্বয়ংকৃতং।
আপৎকালে স্বয়ংকুর্ব্বন্ নৈনসা যুজ্যতে দ্বিজঃ।।

যদি ব্রাহ্মণ আপৎকালে কুষীদ, কৃষি অথবা বাণিজ্য কর্ম্ম (৬) করে, তাহা হইলে তাহাতে সেই ব্রাহ্মণের পাপস্পর্শ হইবে না ।।

গ-পু ১।২০৫।৯২ ।

এবম্বক্ষ্যরবৃত্ত্যা বা কুত্বাভরণমাত্মনঃ।
কুর্য্যাদ্বিশুদ্ধিং পরতঃ প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তমঃ।।

ব্রাহ্মণ উক্ত প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, পরে শুদ্ধি কামনায় প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা দোষ ক্ষালন করিবেন (১) ।। গ-পু ১।২০৫।১০৪ ।

---

(১) ক্ষেত্র মধ্যে পরিত্যক্ত শস্যাদি এক একটী করিয়া সংগ্রহের নাম ঋত বা উঞ্ছশীল বৃত্তি ।

২। বিনা প্রার্থনায় স্বয়ং উপস্থিত দ্রব্যে জীবিকা নির্ব্বাহের নাম অমৃত বা অযাচিত বৃত্তি ।

৩। মরণ সদৃশ যাচ্ঞা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করণের নাম মৃত বা ভিক্ষা বৃত্তি ।

৪। ভূমিকর্ষণ দ্বারা অনেক প্রাণীর মৃত্যু হয়, এই হেতু কৃষি বৃত্তিকে প্রমৃত বলা যায় ।

৫। বাণিজ্য ও ঋণ দানাদি ব্যাপারে সত্য-মিথ্যা ব্যবহার হয়, এই কারণে ইহাকে সত্যানৃত বলা যায় ।।

(৬) আপৎকালে ব্রাহ্মণ বাণিজ্য কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি কদাপি "সুরা, লবণ, অশ্ব ও গোমহিষাদি পশু, মধু, মাংস ও পক্কান্ন বিক্রয় করিবেন না । ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাঁহাকে নরকগামী হইতে হয় । অজ বিক্রয় করিলে অগ্নি, মেষ বিক্রয় করিলে বরুণ, অশ্ব বিক্রয় করিলে সূর্য্য, অন্ন বিক্রয় করিলে পৃথিবী এবং ধেনু বিক্রয় করিলে যজ্ঞ ও সোমরস বিক্রয় করা হয় । অতএব ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের নিতান্ত অকর্ত্তব্য"। ম-ভা-শান্তি পর্ব্ব ৭৮ অঃ ।

(১) যে সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানান্বেষী, তাঁহারা আপৎকালে জীবিকা নির্ব্বাহার্থ গর্হিতের অধ্যাপনাদি আপদ্ধর্ম্মের অনুসরণ করিলে তাঁহাদিগের দোষ হয় না, যেহেতু "বিধাতা তাঁহাদিগের আপদুত্তরণান্তর প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন । অতএব যাহারা আপদুত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত থাকে, তাহারা প্রশংসনীয় ; আর যাহারা আপৎকাল অতীত হইলেও কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকে, তাহারা সজ্জনগণের নিন্দাস্পদ হয় । মনীষিগণের তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণার্থ সজ্জনগণ সমীপে ভিক্ষা করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করা শাস্ত্রসম্মত ; কিন্তু যাহারা অব্রাহ্মণ অথচ তত্ত্বজ্ঞানান্বেষী নহে, তাহাদিগের স্ব স্ব জাতি ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক কালাতিপাত করাই শ্রেয় ।" ম-ভা উদ্যোগপর্ব্ব ২৭ অধ্যায় । বস্তুতঃ আপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত যে কোন প্রকারে হউক প্রাণ ধারণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি কি বিপদ কি সম্পদ সর্ব্বকালেই স্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন । আপৎকালেই ধার্ম্মিকগণের ধর্ম্মের বিঘ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অতএব যিনি আপৎ সময়েও স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক ।

রাজন্যানাঞ্চ সদ্বৃত্তং সংগ্রামো ভূমিশাসনম্।
অত্রাশক্তৌ বণিগ্বৃত্তং শূদ্রবৃত্তমথাশ্রয়েৎ ॥

সংগ্রাম ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়-দিগের সদ্বৃত্তি; কিন্তু যদি তদ্দ্বারা তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, তবে তাহারা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে; যদি বৈশ্যবৃত্তি দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে তাহারা পরিশেষে শূদ্রবৃত্তিও অবলম্বন করিবে ॥

ম-নি-ত ৮।১১১।

বৈশ্যানাংকৃষিবাণিজ্যং বৃত্তংবিদ্ধি সনাতনম্।
যেনোপায়েন লোকানাং দেহযাত্রা প্রসিধ্যতি ॥

কৃষিবাণিজ্যকেই বৈশ্যদিগের সনাতন বৃত্তি বলিয়া জানিবে। বৈশ্য-কৃত কৃষিবাণিজ্যরূপ উপায় দ্বারাই সমস্ত লোকের শরীর রক্ষা হইয়া থাকে ॥ ঐ ১৩৩।

অতঃ সর্ব্বাত্মনা দেবি বাণিজ্যকৃষিকর্ম্মসু।
প্রমাদব্যসনালস্যং মিথ্যা শাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥

এই কারণে বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মে অনবধানতা, ব্যসন, আলস্য, মিথ্যা ব্যবহার ও শঠতা সর্ব্বদা সর্ব্বতো-ভাবে পরিত্যাগ করিবে ॥

ঐ ১৩৪।

নিশ্চিত্য বস্তুতন্মূল্যমুভয়োঃ সম্মতৌ শিবে।
পরস্পরাঙ্গীকরণং ক্রয়সিদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে বস্তু ও তন্মূল্য অবধারিত হইলে এবং পরস্পর স্বীকার করিলে ক্রয় সিদ্ধ হইবে ॥

ম-নি-ত ৮।১৩৫।

মত্তবিক্ষিপ্ত বালানামরিগ্রস্তনৃণাং প্রিয়ে।
রোগবিভ্রান্তবুদ্ধীনামসিদ্ধৌ দানবিক্রয়ৌ ॥

মত্ত, বিক্ষিপ্ত, শোকার্ত্ত, বিশেষ উৎকণ্ঠিত, বালক, শত্রু কর্ত্তৃক গৃহীত এবং রোগপ্রভাবে ভ্রান্তবুদ্ধিদিগের কৃত দানবিক্রয় অসিদ্ধ হইবে ॥

ঐ ১৩৬।

ক্রয়সিদ্ধিরদৃষ্টানাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ।
বিপর্য্যয়ে তদ্গুণানামন্যথা ভবতি ক্রয় ॥
কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গানাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ।
বিপর্য্যয়ে তদ্গুণানামন্যথা ভবতি ক্রয় ॥

অদৃষ্ট বস্তুর গুণ শ্রবণেই ক্রয় সিদ্ধ হয়, কিন্তু তদ্গুণের বিপর্য্যয় হইলে বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে। হস্তী, উষ্ট্র ও অশ্বদিগের গুণ শ্রবণে ক্রয় সিদ্ধ হয়, পরন্তু যদি বর্ণিত গুণ না থাকে, তাহা হইলে সেই ক্রয় অসিদ্ধ হইবে ॥ ঐ ১৩৭।

কুঞ্জরোষ্ট্র তুরঙ্গানাং গুপ্তদোষ প্রকাশনাৎ।
বর্ষাতীতেঽপি তৎক্রেয়মন্যথা কর্ত্তুমর্হতি।

হস্তী, উষ্ট্র ও অশ্বদিগের গুপ্ত-দোষ প্রকাশ হইলে এক বৎসর পরেও সেই ক্রয় অন্যথা করিতে পারিবে ॥ ঐ ১৩৮।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ভাজনং মানবং বপুঃ।
অতঃকুলেশি তৎক্রেয়ো ন সিধোমম
শাসনাৎ॥

হে কুলেশ্বরী! মানবগণের শরীর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ভাজন। অতএব আমার শাসন আছে যে, এই শরীর কেহ ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারিবে না, করিলেও সিদ্ধ হইবে না॥ ম-নি-ত ৮।১৩৯।

যবগোধূমধান্যানাং লাভো বর্ষে গতে প্রিয়ে।
যুক্তশ্চতুর্থো ধাতুনামষ্টমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

যব, গোধূম ও ধান্যের (ঋণে) বৎসরান্তে মূল্যের চতুর্থাংশ মাত্র লাভ, অর্থাৎ বৃদ্ধি হইবে। ধাতু দ্রব্যের (ঋণ) এক বৎসরে অষ্টম অংশ লাভ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে॥ ঐ ১৪০।

ঋণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু।
যদ্যদঙ্গীকৃতং মর্ত্ত্যৈস্তৎ কার্য্যংশাস্ত্রসম্মতম্॥

ঋণ, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য এবং অন্যান্য সমুদায় কার্য্যেই মনুষ্যগণ শাস্ত্রসম্মত যাহা স্বীকার করে, সেই রূপই করিবে॥ ঐ ১৪১।

বাণিজ্যাশক্তবৈশ্যানাং শূদ্রবৃত্তমদূষণম্।
শূদ্রানাং পরমেশানি সেবাবৃত্তিং বিধীয়তে॥

বৈশ্যগণ বাণিজ্যাদিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিবে, তাহাতে দোষ নাই। আর শূদ্রগণ সেবাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে॥ ম-নি-ত ৮।১১২।

দ্বিজাতি সংশ্রয়ং কর্ম্ম তাদর্থং তেন পোষণম্।
ক্রয়বিক্রয়জৈর্ব্বাপি ধনৈঃ কারুভবেন বা॥
দানঞ্চ দদ্যাৎ শূদ্রোঽপি পাকযজ্ঞৈর্যজেত চ।
পিত্র্যাদিকঞ্চ বৈ সর্ব্বং শূদ্রঃ কুর্ব্বীত তেন বৈ॥

শূদ্রগণ দ্বিজাতিগণের আশ্রিত থাকিয়া তাহাদিগের সেবালব্ধ ধনে, তদভাবে বাণিজ্য বা শিল্প-কর্ম্ম-লব্ধ ধনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং তাহারাও দানাদি কর্ম্ম, পাকযজ্ঞ ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি নিত্য নৈমিত্তিক সমুদায় কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে॥ বি-পু ৩।৮।৩২-৩৩।

সামান্যানান্তু বর্ণনাং বিপ্রবৃত্ত্যন্যবৃত্তিষু।
অধিকারোঽস্তি দেবেশি দেহযাত্রা প্রসিদ্ধয়ে॥

আর যাহারা সামান্য বর্ণ, তাহাদিগের দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থ ব্রাহ্মণ বৃত্তি ভিন্ন অন্যান্য সমুদায় বৃত্তিতেই অধিকার আছে॥ ম-নি-ত ৮।১১৩।

(ধনাদি উপার্জ্জন বিষয়ে পুরুষের ভাগ্যই বলবান্)

ন মন্ত্রবলবীর্য্যেণ প্রজ্ঞয়া পৌরুষেণ চ।
অলভ্যং লভ্যতে মর্ত্যৈস্তত্র কা পরিবেদনা॥

কোন মনুষ্য মন্ত্র, বল, বীর্য্য, প্রজ্ঞা, ও পৌরুষদ্বারা অলভ্য বস্তু লাভ করিতে পারে না। যাহার যে বস্তু লাভের অদৃষ্ট নাই, তাহার সেই

বস্তু লাভ না হইলেও কোনরূপ মনস্তাপ করিবে না ॥

গ-পু ১।১১৩।৪৪।

অযাচিতো ময়া লব্ধস্তৎপ্রেষিতপুনর্গতঃ।
যত্রাগতস্তত্রগতস্তত্র কা পরিবেদনা ॥

কোন সময় যাচ্ঞা না করিয়াও লাভ করা যায়, কখন বা প্রার্থনা করিয়াও লাভ হয় না। যে বস্তু যে স্থানের উচিত, সেই বস্তু সেই স্থানেই গমন করে। অতএব ইহাতে আর দুঃখের বিষয় কি? ॥ ঐ ৪৫।

একসার্থপ্রয়াতানাং সর্ব্বেষাং তত্র গামিনাং।
যস্ত্বেকস্ত্বরিতো যাতি কা তত্র পরিবেদনা ॥

এক বস্তুর অভিলাষে অনেক ব্যক্তি প্রস্থান করিলে তাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ ত্বরিত গমনে সর্ব্বাগ্রে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারে, তাহাতে অন্যের দুঃখ করা উচিত নহে ॥ ঐ ৪৭।

লব্ধব্যান্যেব লভতে গন্তব্যান্যেব গচ্ছতি।
প্রাপ্তব্যান্যেব প্রাপ্নোতি দুঃখানি চ সুখানি চ ॥

যে দ্রব্য লব্ধব্য, লোকে তাহাই লাভ করে; যে স্থান গন্তব্য, মনুষ্য সেই স্থানেই গমন করে; আর যে সকল সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তব্য, লোকে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥

গ-পু ১।১১৩।৫০।

যদ্ভবেত্তদ্ভবত্যেব ভবিতা যদ্ভবিষ্যতি।
সত্যং নৈষেকিকং কর্ম্মঃ নিসেকঃ কেন বার্য্যতে।

যাহা ঘটিবার হয়, তাহা অবশ্যই ঘটিয়া থাকে, আর যাহা ঘটিবে, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। বিধিকৃত কর্ম্মের নিত্যতা আছে, অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের কেহই নিবারণ করিতে পারে না ॥

ব্র-বৈ-পু ৩।২৭।৫৬।

ভূতংভব্যং ভবিষ্যঞ্চ যৎকৃষ্ণেন নিরূপিতং।
নিরূপিতং যৎ তৎ কর্ম্ম কেন বৎস নিবার্য্যতে ॥

সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ যাহা যাহা নিরূপণ করিয়াছেন, তত্তদ্বিষয় ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে, তৎকৃত কর্ম্ম নিবারণ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই ॥ ঐ ৫৭।

বালো যুবা চ বৃদ্ধশ্চ যঃ করোতি শুভাশুভং।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং ভুঙ্‌ক্তে জন্মনি জন্মনি ॥

বাল্য, যৌবন অথবা বার্দ্ধক্য প্রভৃতি যে যে অবস্থাতে শুভাশুভ কর্ম্ম করা যায়, সেই সেই অবস্থাতে জন্মে জন্মে সেই কর্ম্মের ফলভোগ হইয়া থকে ॥ গ-পু ১।১১৩।৩০।

ভূতপূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুতিষ্ঠতি।
যথা ধেনু সহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং ॥

পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করা হইয়াছে, সেই কর্ম্ম কর্ত্তার অনুসরণ

করে, যেমন সহস্র সহস্র ধেনু ও বৎস একস্থানে বাস করিলেও দুগ্ধ-পান কালে বৎসগণ আপন আপন মাতাকে লাভ করে॥

গ-পু ১।১১৩।৫৪।

পুরাধীতা চ যা বিদ্যা পুরা দত্তঞ্চ যদ্ধনং।
পুরা কৃতানি কর্ম্মাণি অগ্রে ধাবন্তি ধাবতঃ॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছে, যেরূপ দান করিয়াছে, এবং যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, পরজন্মেও সেই ব্যক্তি সেইরূপ বিদ্যা, সেইরূপ দান ও সেইরূপ কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥

ঐ ২৫।

ভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ রতিশক্তির্বরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
বিভবো-দানশক্তিশ্চ নাল্পশ্চ তপসঃ ফলং॥

উৎকৃষ্ট ভোজন-দ্রব্য, ভোজন-শক্তি, রতিশক্তি, উত্তমা স্ত্রী, অতুল সম্পত্তি, ও দানশক্তি, এই সকল অল্প তপস্যার ফল নহে। যে ব্যক্তির জন্মান্তরীণ সমধিক সুকৃতি থাকে, তাহারই এই সকল লাভ হইয়া থাকে॥ গ-পু ১।১১০।৪।

অনিচ্ছমানোপি নরোবিদেশস্থোঽপি মানবঃ।
স্বকর্ম্মপোতবাতেন নীয়তে যত্র তৎ ফলং॥

মনুষ্য অনিচ্ছুক ও বিদেশস্থ হইলেও তাহার স্বকীয় কর্ম্ম-বায়ু তাহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে লইয়া যায়। কর্ম্ম ফলভোগে ইচ্ছা না থাকিলেও সেই কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়॥ গ-পু ১।১১৩।৩১।

অনর্থাস্বর্থরূপেণ অর্থাশ্চানর্থরূপিণঃ।
ভবন্তি তে বিনাশায় দৈবাত্তস্য রোচতে॥

যখন দৈবদুর্ব্বিপাক উপস্থিত হয়, তখন অহিতকে হিত এবং হিতকে অহিত বলিয়া বোধ হয় এবং সেই সকল কার্য্যেই অভিরুচি হইয়া থাকে এবং উক্ত কার্য্য সকল কর্ত্তাকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়॥

গ-পু ১।১১০।২৪।

কার্য্যকালোচিতা পাপৈর্ম্মতিবুদ্ধির্বিহীয়তে।
সানুকূলা তু বৈ দৈবাৎ পুংসঃ সর্বত্র জায়তে॥

যখন দৈব অনুকূল হয়, তখন কার্য্যকালে অহিত বুদ্ধি বিনাশ পায় এবং সৌভাগ্যবান্ পুরুষের সদ্বুদ্ধি উৎপন্ন হয়॥ ঐ ২৫।

যস্মৈ দেবাঃ প্রযচ্ছন্তি পুরুষায় পরাভবম্।
বুদ্ধিংতস্যাপকর্ষন্তি সোঽর্ব্বাচীনানি পশ্যতি॥

দেবগণ যাহাকে পরাভব করিতে বাঞ্ছা করেন, ক্রমে তাহার বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়,তাহাতে সে ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া যায়॥

ম-ভা-সভাপর্ব্ব ৮০।৮।

বুদ্ধৌ কলুষভূতায়াং বিনাশে সমুপস্থিতে।
অনয়ো নয়সঙ্কাশো হৃদয়ান্নাপসর্পতি॥

বুদ্ধি কলুষিত ও বিনাশ সমুপস্থিত হইলে পর, অনয় নয়ের ন্যায়,

অর্থাৎ অনর্থ অর্থের ন্যায় ও অর্থ অনর্থের ন্যায়, বোধ হইতে থাকে ॥
ম-ভা সভাপর্ব্ব ৮০।৭।

ন কালো দণ্ডমুদ্যম্য শিরঃ কৃন্ততি কস্যচিৎ।
কালস্য বলমেতাবদ্বিপরীতার্থদর্শনম্ ॥

কাল স্বয়ং দণ্ড উদ্যত করিয়া কাহারও মস্তক চূর্ণ করেন না, তাঁহার প্রভাবেই লোকের বিপরীত বুদ্ধি উৎপন্ন হয় ॥ ঐ ১১।

অসম্ভবে হেমময়স্য জন্তো-
স্তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়।
প্রায়ঃসমাসন্নপরাভবানাং
ধিয়ো বিপর্য্যস্ততরা ভবন্তি ॥

দেখ, জীবের হেমময় কলেবর হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, ইহা জানিয়াও শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণমৃগলুব্ধ হইয়াছিলেন; অতএব লোকের বিপৎকাল আসন্ন হইলে প্রায়ই বুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে ॥ ঐ ৭৫।৫

প্রাপ্তব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো
দেবোপি তং বারয়িতুং নশক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে
ললাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি (যদস্মদীয়ং ন তু তৎপরেষাং) ॥

প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে যে অর্থ প্রাপ্তব্য তাহাই মনুষ্যেরা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, দেবগণও তাহা নিবারণ করিতে পারেন না। অতএব স্বকর্ম্ম ফলভোগ বিষয়ে আমি শোক বা আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না, ললাটের লেখা কেহ নিবারণ করিতে পারে না ॥ গ-পু ১।১১৩।৩২।

(পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক যথা নিয়মে কর্ম্মারম্ভ করিলে অভীষ্ট ফল অবশ্যই লাভ হয়)

কর্ম্মখল্বিহ কর্ত্তব্যং জানতোঽমিত্রকর্ষণ।
অকর্ম্মাণো হি জীবন্তি স্থাবরা নেতরে জনাঃ ॥

হে শত্রু-নিসূদন! এই জন্ম-মরণশালী সংসারে জ্ঞানবানদিগের কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য; যেহেতু কি স্থাবর কি ইতর জন, কেহই কর্ম্মবিহীন হইয়া কাল যাপন করিতে পারে না ॥ ম-ভা বনপর্ব্ব ৩২।৩

যাবদ্গোস্তনপানাচ্চ যাবচ্ছায়োপসেবনাৎ।
জন্তবঃ কর্ম্মণা বৃত্তিমাপ্নোবন্তি যুধিষ্ঠির ॥

হে যুধিষ্ঠির! পশুগণ মাতৃস্তন পান অবধি ছায়োপবেসন প্রভৃতি বিবিধ কর্ম্মদ্বারা আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করে ॥ ঐ ৪।

জঙ্গমেষু বিশেষেণ মনুষ্যা ভরতর্ষভ।
ইচ্ছন্তি কর্ম্মণা বৃত্তিমবাপ্তুং প্রেত্য চেহ চ ॥

বিশেষতঃ জঙ্গমদিগের মধ্যে মনুষ্যগণ কর্ম্মদ্বারা ইহলোক ও পরলোকে আপনাদিগের জীবিকা লাভ করিবার বাসনা করে ॥ ঐ ৫।

উত্থানমভিজানন্তি সর্ব্বভূতানি ভারত।
প্রত্যক্ষং ফলমশ্নন্তি কর্ম্মণাং লোকসাক্ষিকম্ ॥

হে ভারত! সমস্ত প্রাণীই

আপন আপন প্রাক্তন কর্ম্মজনিত সংস্কার অবলম্বন পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া তাহার প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিয়া থাকে ॥ ম-ভা-বনপর্ব্ব ৩২।৬।

অকর্ম্মণাং বৈ ভূতানাং বৃত্তিঃ স্যান্নহি কাচন।
তদেবাভিপ্রপদ্যেত ন বিহন্যাৎ কদাচন ।।

কর্ম্মপরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা কখনই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে না ; তন্নিমিত্ত সকলেরই কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য ; দৈব-পর হইয়া কর্ম্ম করিতে বিমুখ হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে ॥ ঐ ৮।

অকস্মাদিহ যঃ কশ্চিদর্থং প্রাপ্নোতি পুরুষঃ।
তং হঠেনেতি মন্যন্তে স হি যত্নো ন কস্যচিৎ ॥

মনুষ্য অকস্মাৎ যে অর্থ লাভ করে, তাহাকে হঠপ্রাপ্ত বলা যায় ; উহা কাহারও যত্নে উপার্জ্জিত নহে ॥ ঐ ১৬।

যচ্চাপি কিঞ্চিৎ পুরুষো দিষ্টং নাম ভজত্যত।
দৈবেন বিধিনা পার্থ তদ্দৈবমিতি নিশ্চিতম্ ।।

পুরুষ দৈববশে যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়, তাহাই দিষ্টলব্ধ বলিয়া নিশ্চিত হয় ॥ ঐ ১৭।

যৎ স্বয়ং কর্ম্মণা কিঞ্চিৎ ফলমাপ্নোতি পুরুষঃ।
প্রত্যক্ষমেতল্লোকেষু তৎ পৌরুষমিতি স্মৃতম্ ।।

পুরুষ স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া যে কিছু ফল লাভ করে, তাহাকে প্রত্যক্ষ বা পৌরুষলব্ধ কহিয়া থাকে ॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ৩২।১৮।

স্বভাবতঃ প্রবৃত্তো যঃ প্রাপ্নোত্যর্থং ন কারণাৎ।
তৎ স্বভাবাত্মকং বিদ্ধি ফলং পুরুষসত্তম ॥

আর স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণ বশতঃ পুরুষ যাহা লাভ করে, তাহাকে স্বভাবজ ফল কহিয়া থাকে ।।

ঐ ১৯।

এবং হঠাচ্চ দৈবাচ্চ স্বভাবাৎ কর্ম্মণস্তথা।
যানি প্রাপ্নোতি পুরুষস্তৎফলং পূর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥

লোকে এইরূপে হঠাৎ, দৈবাৎ স্বভাবতঃ এবং কর্ম্মদ্বারা যাহা লাভ করে, তাহা তাহাদিগের জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ফল। ঐ ২০।

ধাতাপি হি স্বকর্ম্মৈব তৈস্তৈর্হেতুভিরীশ্বরঃ।
বিদধাতি বিভজ্যেহ ফলং পূর্ব্বকৃতং নৃণাম্ ॥

সর্ব্বভূতেশ্বর বিধাতাও কর্ম্মাধীন হইয়া মনুষ্যগণের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ঐ ২১ ।।

যদ্যয়ং পুরুষঃ কশ্চিৎ কুরুতে বৈ শুভাশুভম্।
তদ্ধাতৃবিহিতং বিদ্ধি পূর্ব্বকর্ম্মফলোদয়ম্ ।।

মনুষ্য যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম করে, উহা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের

ফল, কিন্তু বিধাতৃবিহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ৩২।২২।

কারণং তস্য দেহোঽয়ং ধাতুঃ কর্ম্মণি বর্ত্ততে।
স যথা প্রেরয়েত্তেনং তথোঽয়ং কুরুতেঽবশঃ॥
তেষু তেষু হি বৃত্তেষু বিনিয়োক্তা মহেশ্বরঃ।
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় কারয়ত্যবশান্যপি॥

শরীরিগণের দেহ বিধাতার কর্ম্ম সাধনের কারণস্বরূপ। দেহ স্বয়ং অবশ, বিধাতা উহাকে যে কার্য্যে প্রেরণ করেন, সে তাহাই করিয়া থাকে। সর্ব্বভূতেশ্বর বিধাতা স্বয়ং সর্ব্বকর্ম্মের নিয়োক্তা হইয়া অনাত্মবশ জীবগণকে সেই সকল কর্ম্মে প্রেরণ করেন॥ ঐ ২৩—২৪।

মনসার্থান্ বিনিশ্চিত্য পশ্চাৎপ্রাপ্নোতি কর্ম্মণা।
বুদ্ধিপূর্ব্বং স্বয়ং বীর পুরুষস্তত্র কারণম্॥

তিনিই স্বয়ং মনে মনে অর্থ নিশ্চয় করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করতঃ তাহা লাভ করেন; মনুষ্য কেবল তাহার কারণমাত্র॥ ঐ ২৫।

সঙ্খ্যাতুং নৈব শক্যানি কর্ম্মাণি পুরুষর্ষভ।
আগার নগরাণাং হি সিদ্ধিঃপুরুষহৈতুকী॥

যে সকল আগার ও নগর প্রস্তুত হইয়াছে উহারও কারণ কর্ম্ম; অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! কর্ম্ম যে কত প্রকার তাহা সংখ্যা করা যায় না॥ ঐ ২৬।

তিলে তৈলং গবি ক্ষীরং কাষ্ঠে পাবকমন্ততঃ।
ধিয়াধীরো বিজানীয়াদুপায়ঞ্চাস্য সিদ্ধয়ে॥
ততঃ প্রবর্ত্ততে পশ্চাৎ কারণৈস্তত্র সিদ্ধয়ে।
তাং সিদ্ধিমুপজীবন্তি কর্ম্মজামিহ জন্তবঃ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা তিলে তৈল, গাবীতে দুগ্ধ ও কাষ্ঠে পাবক সমুৎপন্ন হয় বুঝিতে পারিয়া ঐ সমুদায় প্রস্তুত করিবার উপায়ও স্থির করেন, পরে স্থিরীকৃত উপায় সহকারে কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে প্রবৃত্ত হন। এইরূপে প্রাণীগণ কর্ম্মসিদ্ধি করিয়া আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করে॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ৩২।২৭—২৮।

কুশলেন কৃতং কর্ম্ম কর্ত্তা সাধু স্বনুষ্ঠিতম্।
ইদন্তকুশলেনেতি বিশেষাদুপলভ্যতে॥

কর্ত্তা কার্য্য-কুশল হইলে কর্ম্ম সুসম্পন্ন ও সাধু-ফলপ্রদ হয়, কিন্তু কর্ত্তা কার্য্যাক্ষম হইলে বিস্তর ফল ভেদ হইয়া থাকে॥ ঐ ২৯।

কর্ত্তব্যমেব কর্ম্মেতি মনোরেষ বিনিশ্চয়ঃ।
একান্তেন হ্যনীহোঽয়ং পরাভবতি পুরুষঃ॥

ভগবান্ মনুও কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পুরুষ দৈবপর হইয়া একান্ত নিশ্চেষ্ট হইলে অবশ্যই পরাভূত ও দুঃস্থ হয়॥ ঐ ৩৭।

কুর্ব্বতো হি ভবত্যেব প্রায়েণেহ যুধিষ্ঠির।
একান্তফলসিদ্ধিন্তু ন বিন্দত্যহলসঃ ক্বচিৎ॥

হে যুধিষ্ঠির! কর্ম্ম করিলে প্রায়ই ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু অসম্যক্‌কারী ব্যক্তি কখনই অভীষ্ট লাভ করিতে পারে না।

ম-ভা-বনপর্ব্ব ৩২।৪০।

অসম্ভবে স্বস্য হেতুঃপ্রায়শ্চিত্তন্ত লক্ষয়েৎ।
কৃতে কর্ম্মণি রাজেন্দ্র তথানৃণ্যমবাপ্নুতে॥

হে রাজেন্দ্র! অঙ্গভঙ্গ প্রযুক্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয় বলিয়া কদাচ কর্ম্মের বৈয়র্থ্য স্বীকার করা যায় না, যেহেতু প্রায়শ্চিত্ত করিলে অবশ্যই ফললাভ হয়, অতএব কর্ম্ম কদাচ ফলশূন্য নহে। কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে যদি ফলপ্রাপ্ত না হয়, তাহাতেও কোন দোষ হইতে পারে না॥ ঐ ৪১।

অলক্ষ্মীরাবিশত্যেনং শয়ানমলসং নরম্।
নিঃসংশয়ং ফলং লব্ধা দক্ষো ভূতিমবাপ্নুতে॥

যে ব্যক্তি আলস্য-পরায়ণ হইয়া কেবল শয়ান থাকে, তাহাতে আলক্ষ্মীর আবেশ হয়। আর যে পুরুষ কার্য্যদক্ষ, সে নিশ্চয়ই আপন কর্ম্মের ফল লাভ করত অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করে॥ ঐ ৪২।

অনর্থাঃ সংশয়াবস্থাঃ সিদ্ধন্তে মুক্তসংশয়াঃ।
ধীরা নরাঃ কর্ম্মরতা ন তু নিঃসংশয়াঃ ক্বচিৎ॥

সংশয়ই অনর্থের মূল; অসংশয় চিত্তে কর্ম্ম করিলে অবশ্যই কার্য্য সিদ্ধি হয়, কিন্তু নিতান্ত সংশয়বিহীন ধীর ব্যক্তি সংসারে অতি দুর্ল্লভ॥ ম-ভা-বনপর্ব্ব ৩২।৪৩।

পৃথিবীং লাঙ্গলেনেহ ভিত্ত্বা বীজংবপত্যুত।
আস্তেঽয়ং কর্ষকস্তূষ্ণীং পর্য্যন্যস্তত্র কারণম্॥
বৃষ্টিশ্চেন্নানুগৃহ্নীয়াদনেনাস্তত্র কর্ষকঃ।
যদন্যঃ পুরুষঃ কুর্য্যাৎ কৃতং তৎ সফলংময়া॥
তচ্চেদফলমস্মাকমপরাধো ন মে ক্বচিৎ।
ইতি ধীরোঽন্ববেক্ষৈব নাত্মানং তত্র গর্হয়েৎ॥

দেখ, কৃষক লাঙ্গলদ্বারা পৃথিবী কর্ষণ করত শস্য বপনপূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া কেবল বৃষ্টির অপেক্ষা করিতে থাকে। যদিও বৃষ্টি না হয়, তাহাতে কৃষকের তত ক্ষোভ হয় না; সে মনে করে যে, "পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিয়াছি, সফল হইল না, ইহাতে আমার কোন অপরাধ নাই"। পণ্ডিত ব্যক্তি "পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য তাহা যথাসাধ্য করিয়াছি, এক্ষণে সফল হইল না, ইহাতে আমি কোন ক্রমে অপরাধী নই," এই বিবেচনা করিয়া আত্মনিন্দা করেন না॥

ঐ ৪৭—৪৯।

কুর্ব্বতো নার্থসিদ্ধির্মে ভবতীতিহ ভারত।
নির্ব্বেদো নাত্র কর্ত্তব্যো দ্বাবন্যৌ হ্যত্র কারণম্॥

হে ভারত! "আমি কর্ম্ম করিলে

অর্থসিদ্ধি হয় না," এই বলিয়া কর্ম্মে বৈরাগ্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ফল সিদ্ধিবিষয়ে পুরুষকার ও অবৈরাগ্য এই দুইটী কারণ আছে॥ ম-ভা-বনপর্ব্ব ৩২।৫০।

সিদ্ধির্বাপ্যথবাসিদ্ধির প্রবৃত্তিরতোঽন্যথা।
বহূনাং সমবায়ে হি ভাবানাং কর্ম্মসিদ্ধয়ঃ॥

কর্ম্মসিদ্ধি হউক বা না হউক, কর্ম্ম করিতে উপেক্ষা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সমুদায় কারণ একত্র হইলে অবশ্যই কর্ম্মসিদ্ধি হয়॥
ঐ ৫১।

গুণাভাবে ফলং ন্যূনং ভবত্যফলমেব চ।
অনারম্ভে তু ন ফলং ন গুণো দৃশ্যতে কচিৎ॥

প্রধান অঙ্গের অভাব থাকিলে কর্ম্মের সম্পূর্ণ ফল হয় না, হয় ত একেবারেই কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া যায়; কর্ম্ম আরম্ভ না করিলে ফল বা শৌর্য্যাদি গুণ কিছুই দৃষ্ট হয় না॥
ঐ ৫২।

দেশকালাবুপায়াংশ্চ মঙ্গলং স্বস্তিবৃদ্ধয়ে।
যুনক্তি মেধয়া ধীরো যথাশক্তি যথাবলম্॥

মনুষ্য আপনার কল্যান লাভের নিমিত্ত স্বীয় বুদ্ধি ও বলানুসারে দেশ, কাল, উপায় ও মঙ্গল প্রয়োগ করিবে॥ ঐ ৫৩।

অপ্রমত্তেন তৎকার্য্যমুপদেষ্টা পরাক্রমঃ।
ভূয়িষ্ঠং কর্ম্মযোগেষু দৃশ্যমেব পরাক্রমঃ॥

পরাক্রমই কার্য্যসাধনের মুখ্য উপায়, ইহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে; অতএব পরাক্রম অবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া কার্য্য করিবে (১)॥
ম-ভা-বনপর্ব্ব ৩২।৫৪।

উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥

কার্য্য সকল উদ্‌যোগের দ্বারা সিদ্ধি হয়, মানসের দ্বারা হয় না; দেখ, নিদ্রিত সিংহের মুখে মৃগ কখন স্বয়ং প্রবেশ করে না॥ হি-উ।

উদ্‌যোগিনং পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্রদোষঃ॥

উদ্যোগী পুরুষ-সিংহকে লক্ষ্মী

---

(১) দৈব ও পুরুষকার পরস্পরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে। উদারস্বভাব পুরুষেরা ঐ উভয়ের মধ্যে পুরুষকার শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন। আর, অসার ব্যক্তিরা দৈবকেই বলবান্ জ্ঞান করিয়া প্রতিনিয়ত উহার উপাসনা করিয়া থাকে। যে কার্য্য আপনার হিতকর, তাহা তীক্ষ্ণ হউক বা মৃদুই হউক, তাহার অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কার্য্যবিহীন মূর্খদিগকেই সর্ব্বদা অনর্থগ্রস্ত হইতে হয়, অতএব দৈব অবলম্বন না করিয়া পরাক্রম সহকারে কার্য্য করাই বিধেয়। মানবগণ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও আপনার হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে।

আশ্রয় করেন, কিন্তু "দৈব বা অদৃষ্ট প্রযুক্ত মনুষ্য লক্ষ্মীবন্ত হয়" এমন কথা কেবল কাপুরুষেরাই বলিয়া থাকে; অতএব দৈবকে হতাদর করিয়া আত্মশক্ত্যনুসারে পুরুষার্থ সাধন করা বিধেয়; যত্ন করিলেও যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তবে ইহাতে দোষ কি? হি-উ

উদ্‌যোগং সাহসং ধৈর্য্যং বুদ্ধিঃশক্তিঃ পরাক্রমঃ।
ষড়্‌বিধে যস্য উৎসাহস্তস্য দেবোপি শঙ্কাতে॥

উদ্‌যোগ, সাহস, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, শক্তি ও পরাক্রম এই ষড়্‌বিধ কার্য্যে যাহার উৎসাহ আছে, সেই ব্যক্তিকে দেবগণও শঙ্কা করেন॥

গ-পু ১।১১১।৩৩।

শর ইব পতন্তীহ বিমুক্তা দৃঢ়ধন্বিনঃ।
অন্যথা শাস্ত্রগর্ব্বিণ্যা ধিয়া ধীরোঽর্থমীহতে॥

যেমন দৃঢ়ধন্বী ব্যক্তিরা অতি দ্রুতবেগে শর নিক্ষেপ করিলেও সেই শর ভূতলে পতিত হয়, সেই-রূপ যাঁহারা ধীর তাঁহারাও কখন কখন পতিত হইয়া থাকেন, অতএব পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া শাস্ত্র-যুক্ত বুদ্ধিদ্বারা কার্য্য করিবেন॥

গ-পু ১।১১৩।২৯।

দোষভীতেরনারম্ভস্তৎ কাপুরুষ লক্ষণং।
কৈরজীর্ণ ভয়াদ্ভ্রাতর্ভোজনং পরিহীয়তে॥

দোষের ভয়ে কার্য্যারম্ভ না করা কাপুরুষের লক্ষণ; হে ভ্রাত! বল দেখি, অজীর্ণ ভয়ে কে ভোজন পরিত্যাগ করে? হি-উ।

যদশক্যং ন তচ্ছক্যং যচ্ছক্যং শক্যমেব তৎ।
নোদকে শকটং যাতি ন চ নৌর্গচ্ছতি স্থলে॥

অসাধ্য যে কার্য্য তাহা সাধন হয় না এবং সাধ্য যে কার্য্য তাহা অবশ্যই সাধন হয়, যেমন জলেতে শকট যায় না এবং স্থলেতে নৌকা যায় না। হি-উ।

শ্বঃকার্য্যমদ্য কর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকং।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতংবাস্য ন বাকৃতং॥

আগত কল্যের কার্য্য অদ্যই সম্পন্ন করিবে এবং পরাহ্নের কার্য্য পূর্ব্বাহ্নেই সম্পন্ন করিবে, যেহেতু মৃত্যু কাহারও কৃত বা অকৃত কার্য্যের প্রতীক্ষা করে না (১)॥

বি-সং।

অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠকে।
স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎপ্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসেন মূর্খতা॥

অপমানকে পুরস্কার করিয়া ও

(১) যে কার্য্য পরদিনে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা অদ্যই সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য এবং যাহা অপ-রাহ্ণে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বাহ্ণেই সম্পন্ন করা উচিত। কারণ, কার্য্য সম্পাদন হউক বা না হউক, মৃত্যু কখনই তাহার প্রতীক্ষা করে না। কাহার কোন্ সময়ে মৃত্যু হইবে তাহা কেহই অবগত নহে। কার্য্য শেষ না হইলেও মৃত্যু মানবগণকে আক্রমণ করিয়া থাকে; অতএব যাহা কর্ত্তব্য তাহা অদ্যই সম্পাদন করা বিধেয়।

মানকে পশ্চাৎ রাখিয়া প্রাজ্ঞ লোক স্বকার্য্য উদ্ধার করেন, কেন না কার্য্য নষ্ট হইলে মূর্খতা প্রকাশ হয়।।

হি-উ।

সাবশেষাণি কার্য্যাণি কুর্ব্বন্নর্থৈশ্চ যুজ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি কার্য্যাণি সাবশেষাণি কারয়েৎ॥

যে ব্যক্তি যখন যে কার্য্য করিবে, সেই ব্যক্তি সেই কার্য্যের শেষ না রাখিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে সাধন করিবে, তাহা হইলেই সেই ব্যক্তি অর্থশালী হইতে পারে। অতএব সমুদায় কার্য্যই নিঃশেষ করিয়া করিবে।। গ-পু ১।১১৩।৫।

নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্ল্লভাং॥

প্রথমে ধনোপার্জ্জনে উদ্যোগী হইয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে অসমর্থ হইলে,"আমি নিতান্ত মন্দভাগ্য, আমার দ্বারা কিছুই হইবে না", এই বলিয়া আত্মাকে অবমাননা করিবে না, কিন্তু আমরণকাল পর্য্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ যত্নবান্ হইবে এবং উহা দুর্ল্লভ বলিয়াও মনে করিবে না।।

ম-সং ৪।১৩৭।

(সর্ব্বদা ন্যায়পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবে)

ন্যায়োপার্জ্জিতবিত্তেন কর্ত্তব্যং জ্ঞানরক্ষণং।
অন্যায়েন তু যো জীবেৎ সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।।

ন্যায়পথ অবলম্বন পূর্ব্বক উপার্জ্জিত ধন দ্বারা জ্ঞান রক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি অন্যায়পথ অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে সমুদায় ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়(১)॥

প-সং ১২।৪০।

ন স্বাধ্যায়বিরোধ্যর্থমীহতে নয়তস্ততঃ।
রাজান্তেবাসিগোত্রেভ্যঃ সীদন্নীচ্ছেদ্ধনং ক্ষুধা।
দম্ভহেতুক-পাষণ্ডি-বকবৃত্তীশ্চ বর্জ্জয়েৎ ।।

যাহাতে স্বাধ্যায়ের (বেদপাঠের) ব্যাঘাত হয়, ব্রাহ্মণ এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিবে না। যদি অন্নাভাবে ক্ষুধাদ্বারা ক্লেশ হয়, তবে রাজা, ছাত্র কিংবা স্বজাতীয় হইতেও অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে। দাম্ভিকবৃত্তি অর্থাৎ দম্ভ করিয়া অর্থোপার্জ্জন, পাষণ্ডবৃত্তি ও ভণ্ডতপস্বীর বৃত্তি আশ্রয় করিবে না।। গ-পু ১।৯৬।৩৬।

অতিক্লেশেন যেঽপ্যর্থা ধর্ম্মস্যাতিক্রমেণ চ।
অরেব্বা প্রণিপাতেন মাভূবংস্তে কদাচন ।।

যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে সাতি-

(১) নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া উন্নতি লাভের ইচ্ছা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মপথে অবস্থান পূর্ব্বক যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ। ইহলোকে ধর্ম্মই নিত্য পদার্থ; ধনলাভের নিমিত্ত সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। অধর্ম্ম পথ অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যদি বিপুল অর্থও লাভ হয়, তথাপি তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত নহে।

শয় ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, যে অর্থ উপার্জ্জনে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, অথবা শত্রুর উপাসনা দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, সেই অর্থের প্রয়োজন নাই ॥ গ-পু ১।১০৯।২৯।

অর্থেনাপি হি কিং তেন যস্থানর্থে তু সঙ্গতিঃ।
কোহি নাম শিখাজাতং পন্নগস্ত মণিং হরেৎ ॥

যে অর্থ গ্রহণ করিলে অনর্থ সংঘটন হয়, সেই অর্থে লালসা করিবে না। কোন্ ব্যক্তি ভুজঙ্গের শিখাস্থ মণি আহরণ করিতে ইচ্ছা করে? গ-পু ১।১১০।৭।

নেহেতার্থান্ প্রসঙ্গেন ন বিরুদ্ধেন কর্ম্মণা।
ন বিদ্যমানেম্বর্থেষু নার্ত্ত্যামপি যতস্ততঃ ॥

গীত বাদিত্রাদি দ্বারা, অথবা অযাজ্য যাজনাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা, কিম্বা সম্পত্তি বিদ্যমান থাকিলে অথবা ধনাভাবে প্রকারান্তরে জীবিকা নির্ব্বাহ হইলে, পতিতাদির নিকট হইতে অর্থোপার্জ্জন করিবে না ॥ ম-সং ৪।১৫।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবাপি বৃদ্ধিং নৈব প্রযোজয়েৎ।
কামন্তু খলুধর্ম্মার্থং দদ্যাৎ পাপীয়সেহল্পিকাং ॥

ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় আপৎকালেও বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদে ধন প্রয়োগ করিবেন না; যদি আবশ্যক হয়, তবে নিকৃষ্টকর্ম্মার নিকট অল্প সুদে ধন প্রয়োগ করিবেন ॥ ম-সং ১০।১১৭।

(দাস্যবৃত্তি অতীব নিন্দনীয়)

অধমা ধনমিচ্ছন্তি ধনমানৌ হি মধ্যমাঃ।
উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানোহি মহতাং ধনং ॥

অধম লোকেরা কেবল ধনই ইচ্ছা করে, মানাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, যে কোন প্রকারেই হউক, তাহাদিগের অর্থ উপার্জ্জন হইলেই হয়; মধ্যবিধ ব্যক্তিরা মান ও ধন উভয়ই প্রার্থনা করে, আর উত্তম প্রকৃতির মনুষ্যেরা কেবল সম্মানই কামনা করেন, কারণ মানই মহাত্মাদিগের ধন ॥ গ-পু ১।১১৫।১৪।

বনেপি সিংহা ন নমন্তি কর্ণং
বুভুক্ষিতা নাংশনিবীক্ষণঞ্চ।
ধনৈর্ব্বিহীনাঃ সুকুলেষু জাতা
ন নীচকর্ম্মাণি সমারভবন্তি ॥

যেমন বনবাসী সিংহ ক্ষুধায় কাতর হইলেও কর্ণ নম্র করে না এবং মস্তক অবনত করিয়া আপন বাহুমূল নিরীক্ষণ করে না, সেইরূপ সৎকুলজাত ব্যক্তি নিতান্ত ধনহীন হইলেও কখন নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না ॥ ঐ ১৫।

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।
এতদ্বিদ্যাৎসমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥

পরবশে থাকিয়া যাহা কিছু ভোগ

করা যায়, তৎসমস্তই দুঃখ এবং স্বাধীন থাকিয়া দুঃখ পাইলেও তাহা সুখ বলিয়া বোধ হয়। ইহাই সামান্যতঃ প্রকৃত সুখদুঃখের লক্ষণ জানিবে॥ গ-পু ১।১১৩।৬১।

স্বাধীনবৃত্তেঃ সাফল্যং ন পরাধীনবৃত্তিতা।
যে পরাধীনকর্ম্মাণো জীবন্তোপি চ তে মৃতাঃ॥

স্বাধীনবৃত্তিই সফল, পরাধীন বৃত্তির সফলতা নাই। যাহারা পরাধীনবৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা জীবিত থাকিয়াও মৃততুল্য॥ গ-পু ১।১১৫।৩৮।

এতাবজ্জন্মসাফল্যং যদনায়ত্তবৃত্তিতা।
যে পরাধীনতাং যাতা স্তে বৈ জীবন্তি কে মৃতাঃ॥

স্বাধীন উপজীবিকাই জন্ম সাফল্য, কিন্তু পরাধীন ব্যক্তিকে যদি জীবিত বলা যায় তবে কাহাকে মৃত বলা যাইবে? (১)॥ হি-উ।

শীতবাতাতপক্লেশান্ সহন্তে যান্ পরাশ্রিতাঃ।
তদংশেনাপি মেধাবী তপস্তপ্ত্বা সুখী ভবেৎ॥

পরাশ্রিত ব্যক্তি শীত, বাত ও আতপে যত ক্লেশ সহ্য করে, প্রাজ্ঞ লোক তাহার একাংশও সহ্য করিয়া তপস্যা করিলে সুখী হয়॥ হি-উ।

মৌনান্মূর্খঃ প্রবচনপটুর্ব্বাতুলো জল্পকো বা
ক্ষান্ত্যা ভীরুর্যদি ন সহতে প্রায়শো নাভিজাতঃ।
ধৃষ্টঃ পার্শ্বে বসতি নিয়তং দূরতশ্চাপ্রগল্‌ভঃ
সেবাধর্ম্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ।

সেবক মৌন থাকিলে মূর্খ বলে, বাক্‌পটু হইলে বাতুল কিম্বা বাচাল বলে, ক্ষমাশীল হইলে ভীরু বলে, অসহিষ্ণু হইলে প্রায় অনভিজাত (অশুভক্ষণিয়া) বলে, পার্শ্বে বসিলে ধৃষ্ট (নির্লজ্জ) বলে এবং দূরে বসিলে প্রগল্‌ভ (দাম্ভিক) বলে, অতএব সেবাধর্ম্ম অতি দুর্ব্বোধ, ইহা যোগীগণেরও বোধের অগম্য॥ ঐ

প্রণমত্যুন্নতিহেতো র্জীবিতহেতো র্বিমুঞ্চতি প্রাণান্।
দুঃখায়তি সুখহেতোঃ কো মূঢ়ঃ সেবকাদন্যঃ॥

উন্নতির জন্য প্রণত হয়, জীবনের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করে, এবং সুখের জন্য দুঃখ ভোগ করে, অতএব সেবক ভিন্ন আর কাহাকে মূঢ় বলা যায়?॥ ঐ।

মনুষ্যজাতৌ তুল্যায়াং ভৃত্যত্বমতিগর্হিতং।
প্রথমো যো ন তত্রাপি স কিং জীবৎসু গণ্যতে॥

মনুষ্যজাতির মধ্যে সকলেই সমতুল্য, ইহার মধ্যে যে দাসত্ব তাহা অতি গর্হিত; তন্মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান নহে, সে কি জীবিতের মধ্যে গণ্য?॥ ঐ

(১) পরাধীন ব্যক্তি কখন আত্মবশে চলিতে পারেনা, স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না এবং নিজের মানাপমান ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া চলিবারও অবসর প্রাপ্ত হয় না। অতএব পরাধীন ব্যক্তির জীবনধারণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

(নীচের সেবা করা কর্ত্তব্য নহে)

নীচঃ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥

নীচাশয় লোকেরা পরের সর্ষপ-মাত্র ছিদ্র (দোষ) থাকিলেও তাহা অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু আপনার বিল্বপ্রমাণ ছিদ্র থাকিলেও তাহা দেখিয়াও দেখে না॥

গ-পু ১।১১৩।৫৭।

হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।
পয়োপি শৌণ্ডিকীহস্তে মদ্যমিত্যভিধীয়তে॥

নীচের সেবা করা কর্ত্তব্য নহে, মহতের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য, যে হেতু শৌণ্ডিকের হস্তস্থিত দুগ্ধও মদ্য বলিয়া অভিহিত হয়॥ হি-উ।

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃফলচ্ছায়া সমন্বিতঃ।
যদিদৈবাৎফলংনাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে॥

ফল ও ছায়াসমন্বিত মহাবৃক্ষেরই সেবা করা উচিত; কারণ যদি দৈবাৎ ফল না থাকে, তথাপি ছায়া কে নিবারণ করে?॥ হি-উ।

বৈরিণং নোপসেবেত সহায়ঞ্চৈব বৈরিণঃ।
অধার্ম্মিকং তস্করঞ্চ পরস্যৈব চ যোষিতং॥

শত্রু বা শত্রুর সাহায্যকারী ব্যক্তির সেবা করিবে না, আর অধর্ম্মশীল, চোর ও পরস্ত্রী ইহাদিগেরও সেবা করিবে না॥ ম-সং ৪।১৩৩।

(ধনসঞ্চয় ও রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম)

কর্ত্তব্যঃ সঞ্চয়ো নিত্যং কর্ত্তব্যো নাতি সঞ্চয়ঃ।
অতিসঞ্চয় দোষেণ ধনুষা জম্বুকো হতঃ॥

প্রত্যহ সঞ্চয় করিবে, কিন্তু অতি-শয় সঞ্চয় করা বিধেয় নহে, যেহেতু অতিসঞ্চয় দোষে ধনু দ্বারা শৃগাল হত হইয়াছিল *॥ ঐ

---

* এক গ্রামে এক জন ব্যাধ বাস করিত। সে প্রতিদিন মৃগ, বরাহ প্রভৃতি নানাবিধ বন্য পশু বধ করিয়া তাহাদিগের মাংস বিক্রয় দ্বারা পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিত। এক দিন সেই ব্যাধ ধনুঃশর হস্তে ধারণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল এবং এক মৃগকে তথায় বিচরণ করিতে দেখিয়া তৎপ্রতি শরক্ষেপণ করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল। অনন্তর তাহাকে আপনার স্কন্ধদেশে তুলিয়া লইয়া অন্য পশুর অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অনতি-দূরে এক ভয়ঙ্কর বরাহ তাহার নয়ন পথে পতিত হওয়াতে, সে অবিলম্বে মৃত হরিণকে ভূমিতলে রাখিয়া সেই বরাহের প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। ঐ শরাঘাতে বরাহ বিষম বেদনাগ্রস্ত হইয়া সকা-তরে গর্জ্জন করিতে করিতে ধরাতলে লুণ্ঠিত ও পাদাস্ফালন করিতে লাগিল। তখন ব্যাধ তাহাকে ধৃত করিবার মানসে দ্রুতবেগে ধাবমান হইল এবং তাহার নিকটস্থ হইয়া করদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক তাহাকে ধারণ করিবার উপক্রম করি-তেছে, ইত্যবসরে তাহার মুষ্কদেশে বরাহ অকস্মাৎ এক সাঙ্ঘাতিক পদাঘাত করিল। সেই প্রহারেই ব্যাধ মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পরে ঐ বরাহের পাদাস্ফালনে এক সর্পও মুমূর্ষু দশা প্রাপ্ত হইয়া ব্যাধের অনুগামী হইল। তদ-নন্তর এক শৃগাল আপনার আহারের অন্বেষণে সেই বনে ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় সমাগত

অলব্ধঞ্চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেদপক্ষয়াৎ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েৎসম্যগ্‌বৃদ্ধং তীর্থেষু নিঃক্ষিপেৎ॥

অলব্ধ ধন লাভ করিবার চেষ্টা করিবে, লব্ধ ধন অপব্যয় হইতে রক্ষা করিবে, রক্ষিত ধন বর্দ্ধিত করিবে এবং বর্দ্ধিত ধন তীর্থাদিতে নিক্ষেপ করিবে॥ হি-উ।

অব্যবসায়িনমলসং দৈবপরং সাহসাচ্চ পরিহীনং।
প্রমদেব বৃদ্ধপতিংনেচ্ছত্যুপগ্রহীতুং লক্ষ্মীঃ॥

যেমন প্রমদাগণ বৃদ্ধ পতিকে অগ্রাহ্য করে, সেইরূপ অব্যবসায়ী, অলস, দৈবপর ও সাহসহীন লোককে লক্ষ্মী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না॥ ঐ

ষড়্‌দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধমালস্যং দীর্ঘসূত্রতা॥

ঐশ্বর্য্যেচ্ছু পুরুষ নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা (অবিলম্বে কার্য্যসম্পাদন) এই ষড়্‌দোষ পরিত্যাগ করিবে॥ হি-উ

যোঃধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবং পরিসেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব চ॥

যে ব্যক্তি আপনার স্থিরতর উপায় পরিত্যাগ করিয়া অনবস্থিত লাভের আশায় ধাবমান হয়, তাহার স্থিরতর উপায় নষ্ট হইয়া যায়, আর অনিশ্চিত উপায় ত নষ্টই হইয়াছে॥

গ-পু ১।১১০।২।

বৃত্ত্যর্থং নাতি চেষ্টেত সা হি ধাত্রৈব নির্ম্মিতা।
গর্ভাদুৎপতিতে জন্তো মাতুঃ প্রস্রবতঃস্তনৌ॥

ধনের জন্য অতিশয় চেষ্টা করিবে না, কেন না তাহাও বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন; দেখ, গর্ভ হইতে জীবের উৎপত্তি হইবামাত্র মাতৃস্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হয়॥ হি-উ

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলংহি সুখংদুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥

সুখার্থী ব্যক্তি একান্ত সন্তোষ অবলম্বন করিয়া আপনার ও পরিবারের প্রাণধারণ ও পঞ্চযজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত ভিন্ন অধিক ধনো-

---

হইয়া সেই হরিণ, বরাহ, ব্যাধ ও সর্পকে ভূপৃষ্ঠে মৃতাবস্থায় দর্শন করতঃ যৎপরোনাস্তি আহ্লাদে পুলকিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "অহো! আজি আমার কি শুভাদৃষ্ট! আজি এখানে আমার যথেষ্ট খাদ্য উপস্থিত। যাহা-হউক, ইহাদিগের মাংস দ্বারা আমি তিন মাসেরও অধিক কাল পরম সুখে যাপন করিতে পারিব, যেহেতু "মাসমেকং নরোযাতি দ্বৌমাসৌ মৃগশূকরৌ। অহিরেকং দিনং যাতি অদ্যভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ।" অর্থাৎ এই মনুষ্যে এক মাস, মৃগ ও শূকরে দুই মাস এবং সর্পে এক দিন যাপন হইবে, অতএব অদ্য আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত থাকা প্রযুক্ত কেবল এই রসহীন ধনুর্গুণটী আহার করি। এই বলিয়া শৃগাল দন্ত দ্বারা সেই ধনুস্থিত চিলাটী ছেদন করিবামাত্র ধনুর অগ্রভাগ সতেজে তাহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিল এবং সে তৎক্ষণাৎ ঐ আঘাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অতএব সঞ্চয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু অতিশয় সঞ্চয় করাই দোষাবহ।

পার্জ্জনে বিরত হইয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন, যেহেতু সন্তোষই সুখের কারণ এবং অসন্তোষই দুঃখের কারণ হয়।। ম-সং ৪।১২।

সদাসন্তুষ্ট মনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়াদিশঃ।
শর্করা কণ্টকাদিভ্যো যথোপানৎপদঃ শিবং।।

যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, তিনি সর্ব্বদিকেই মঙ্গল লাভ করেন; যাঁহার পদে পাদুকা থাকে, কর্কর ও কণ্টকাদি হইতে তাঁহার কখনও কষ্ট হয় না।। ভা-পু ৭।১৫।১৪।

অসন্তুষ্টস্য বিপ্রস্য তেজোবিদ্যা তপোযশঃ।
স্রবন্তীন্দ্রিয়লৌল্যেন জ্ঞানঞ্চৈবাবকার্য্যতে।।

যে বিপ্রের চিত্ত অসন্তুষ্ট, তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল চঞ্চল; সুতরাং তাঁহার তেজ, বিদ্যা, তপস্যা ও যশঃ ভ্রষ্ট হইয়া যায় এবং জ্ঞানও লোপ পায় (১)।। ঐ ১৫।

কামস্যান্তংহি ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং ক্রোধস্য তৎফলোদয়াৎ।
জনো যাতি ন লোভস্য জিত্বাভুক্ত্বা দিশোভুবঃ।
পণ্ডিতা বহবোরাজন্ বহুজ্ঞাঃসংশয়চ্ছিদঃ।
সদসস্পতয়োপ্যেকে অসন্তোষাৎ পতন্ত্যধঃ।।

মনুষ্য বরং ক্ষুধাতৃষ্ণা চরিতার্থ করিয়া কামের, এবং হিংসা করিয়া ক্রোধের পারে গমন করিতে পারে; কিন্তু দশদিক্ জয় এবং যাবতীয় পৃথিবী ভোগ করিয়াও কখন লোভের অন্ত দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজন্!

---

(১) পদ্মপুরাণান্তর্গত সৃষ্টিখণ্ডের ১৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে,—"ব্রাহ্মণের পক্ষে অর্থ অতি অনর্থ, যেহেতু সামান্য অর্থের দ্বারা ব্রাহ্মণের মহদর্থ ব্রহ্মতেজ বিনষ্ট হয়; ব্রাহ্মণ ঐশ্বর্য্যশালী হইলে, তাঁহার শ্রেয়ঃ অনায়াসে বিনষ্ট হইয়া যায়। অর্থের একটী চমৎকার শক্তি আছে, অর্থ সঞ্চয় হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিমোহ জন্মিয়া থাকে, এবং ঐ বিমোহ নরকের কারণ; এই নিমিত্ত শ্রেয়োর্থী পুরুষ অর্থকে দূরে পরিহার করিয়া থাকেন। গাত্রে পঙ্কলিপ্ত করিয়া প্রক্ষালন করা অপেক্ষা দূর হইতে উহা পরিত্যাগ করাই ভাল। ফলতঃ এই সংসারে অর্থ সর্ব্বদা নিন্দনীয়, তাহার চেষ্টা করাও উচিত নহে" (১৭০-১৭২ শ্লোক)। অপিচ, "সন্তুষ্ট হইলে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ ফল ভোগ করিতে না পারে? ব্রাহ্মণের লোভ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, যে কোন স্থল হউক, যদি ব্রাহ্মণ লোভ প্রকাশ করে, তাহা হইলে কোনরূপে শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারে না, পদে পদেই সঙ্কটাপন্ন হইয়া থাকে। যাহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা সন্তোষরত্নে সুশোভিত, তাহার সর্ব্বত্রই উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা কোনরূপ দুঃখে দুঃখ বোধ না করিয়া সন্তোষরূপ অমৃতপানে তৃপ্ত হইয়াছেন, সেই শান্তচেতা মহাত্মাগণ যে প্রকার অতুল সুখ অনুভব করেন, ধনলাভেচ্ছায় ইতস্ততঃ ধাবমান ব্যক্তিগণের তাদৃশ সুখানুভব কোথায় হইতে পারে? সংসারে অসন্তোষ পরম দুঃখ এবং সন্তোষ পরম সুখকর বলিয়া অবধারিত আছে, অতএব যে পুরুষ সুখ লাভের ইচ্ছা করেন, তিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে তাঁহার কোন প্রকার সুখের অভাব থাকিবে না"। (১৭৭-১৭৯ শ্লোক)।

অনেকানেক বহুজ্ঞ, অন্যের সন্দেহ-ভঞ্জন পণ্ডিত এবং অনেকানেক সভাপতিগণও কেবল অসন্তোষ হেতুই অধঃপতিত হইয়াছেন ॥

ভা-পু ৭।১৫।১৬।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

ন্যায়োপার্জ্জিত ধনের সদ্ব্যবহার কথন।

(দানের প্রশংসা)

পরং হি দানান্ন বভূব শাশ্বতম্
ভব্যংত্রিলোকে ভবতে কুতঃ পুনঃ।
তস্মাৎ প্রধানং পরমং হি দানম্
বদন্তি লোকেষু বিশিষ্টবুদ্ধয়ঃ ॥

দান অপেক্ষা শাশ্বত ফলপ্রদ আর কিছুই নাই। ত্রিলোক মধ্যে দান হইতেই শ্রেয়োলাভ হয়, এই নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ লোকেরা দানকেই প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০০।১২৯।

কলাবন্নগতপ্রাণা নোপবাসঃ প্রশস্যতে।
উপবাসপ্রতিনিধাবেকং দানং বিধীয়তে ॥

কলিকালে মনুষ্যগণের অন্নগত প্রাণ, এহেতু তাহাদিগের পক্ষে উপবাস প্রশস্ত নহে। এই যুগে একমাত্র দানই উপবাসের প্রতিনিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥

ম-নি-ত ৮।৯৪।

কলৌদানং মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধিকরং ভবেৎ।
তৎপাত্রংকেবলং জ্ঞেয়ো দরিদ্রঃ সৎক্রিয়ান্বিতঃ ॥

মহেশ্বরি! কলিযুগে একমাত্র দানই সর্ব্বসিদ্ধিকর হয় এবং কেবল সৎক্রিয়ান্বিত দরিদ্র ব্যক্তিই দানের পাত্র বলিয়া কথিত আছে ॥

ম-নি-ত ৮।৯৫।

যথাদানে তথাস্নানে জপে সৎ পুণ্যকর্ম্মসু।
এবং সর্ব্বত্র বোদ্ধব্যং নরাণাং কর্ম্মণাং ফলং ॥

দানে যেমন ফল লাভ হয়, তদ্রূপ তীর্থে স্নান ও ইষ্টমন্ত্র জপ প্রভৃতি সমুদায় সৎ কর্ম্মে মনুষ্যদিগের পুণ্য সঞ্জাত হইয়া থাকে ॥

ব্র-বৈ-পু ২।৩৭।৩০।

দানমেব পরো ধর্ম্মো দানাৎ সর্ব্বমবাপ্যতে।
দানং স্বর্গঞ্চরাজ্যঞ্চ দদ্যাৎ দানং ততো নরঃ ॥

একমাত্র দানই পরম ধর্ম্ম; দান হইতেই পুরুষের সর্ব্বপ্রকার অভি-লষিত লাভ হয়। ঐ দানই পুরুষকে

স্বর্গ ও রাজ্যপ্রদান করে; অতএব মনুষ্যগণ অবশ্য দান করিবে॥

গ-পু ১।২১৩।৫।

নাভূমিদো ভূমিমশ্নাতি রাজন্
নাযানদো যানমারুহ্য যাতি।
যান্ যান্ কামান্ ব্রাহ্মণেভ্যো দদাতি
তাংস্তান্ কামান্ জায়মানঃ সভুঙ্‌ক্তে॥

যিনি ভুমিদান করেন নাই, তিনি পরজন্মে কখন ভুমি ভোগ করিতে সমর্থ হন না; যিনি যান প্রদান করেন নাই, তিনি যানারোহণে বঞ্চিত হন। ব্রাহ্মণদিগকে যে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান করা যায়, পরজন্মে সেই সকল অভীষ্ট বস্তুর উপভোগ লাভ হয়॥ ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০০।১২৭।

দীনানাথবিশিষ্টেভ্যো দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
অদত্তদানা জায়ন্তে পরভাগ্যোপজীবিনঃ॥

যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি দীন, অনাথ ও বিশিষ্ট পাত্রে দান করিবেন; যে ব্যক্তি দান না করে, সে পরভাগ্যোপজীবী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে॥ দ-সং ২।৪১।

(কষ্টলব্ধ ধন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করা অতি দুষ্কর কার্য্য)

সুলভা যুধি বিপ্রর্ষে হ্যনিবৃত্তাস্তনুত্যজঃ।
ন তথা তীর্থ আয়াতে শ্রদ্ধয়া যে ধনত্যজঃ॥

হে বিপ্রর্ষে! প্রতিযোদ্ধার প্রার্থনানুসারে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এরূপ ব্যক্তি অনেক পাওয়া যায়; কিন্তু অর্থী উপস্থিত হইলে তাঁহাকে শ্রদ্ধাপুর্ব্বক ধন দান করেন, এরূপ মনুষ্য সে প্রকার সুলভ নহে॥

ভা-পু ৮।২০।৭।

দানান্ন দুষ্করং তাত পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন।
অর্থে চ মহতী তৃষ্ণা স চ দুঃখেন লভ্যতে॥

এই পৃথিবীতে দান অপেক্ষা দুষ্কর আর কিছুই নাই। লোকের অর্থতৃষ্ণা অতি বলবতী; অর্থও অতি কষ্টে লাভ হইয়া থাকে॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ২৫৯।২৮।

পরিত্যজ্য প্রিয়ান্ প্রাণান্ ধনার্থং হি মহামতে।
প্রবিশন্তি নরা ধীরাঃ সমুদ্রমটবীস্তথা॥
কৃষিগোরক্ষমিত্যেকে প্রতিপদ্যন্তি মানবাঃ।
পুরুষাঃ প্রেষ্যতামেকে নির্গচ্ছন্তি ধনার্থিনঃ॥
তস্মাদ্দুঃখার্জ্জিতস্যৈব পরিত্যাগঃ সুদুষ্করঃ।
ন দুষ্করতরং দানাত্তস্মাদ্দানং মতং মম॥

দেখ, মনুষ্য ধনলাভে লোলুপ হইয়া প্রিয়তর প্রাণের প্রত্যাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাগর ও অরণ্যে প্রবেশ করে; কেহ কেহ কৃষি ও গোরক্ষণে নিযুক্ত হয়; কেহ বা দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকে; সুতরাং এইরূপ দুঃখার্জ্জিত ধন পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর। অতএব দানের তুল্য দুষ্কর কার্য্য আর কিছুই নাই॥ ঐ ২৯-৩১।

বিশেষতস্তু বিজ্ঞেয়ো ন্যায়েনোপার্জ্জিতং ধনম্।
পাত্রে কালে চ দেশে চ সাধুভ্যঃ প্রতিপাদয়েৎ॥

বিশেষতঃ ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ দেশ,

কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রদান করা অতিশয় সুকঠিন ॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ২৫৯।৩২।

(কৃপণতা অত্যন্ত দোষাবহ)

নিজ সৌখ্যংনিরুন্ধানো যো ধনার্জ্জনমিচ্ছতি।
পরার্থ ভারবাহীব ক্লেশস্যৈব হি ভাজনং ॥

যে জন নিজের সুখ নিরোধ করিয়া ধনোপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা করে, সে পরের জন্য ভারবাহীর ন্যায় কেবল ক্লেশভাজন মাত্র ॥

হি-উ।

ভাগ্যক্ষয়েষু ক্ষীযন্তে নোপভোগেন সম্পদঃ।
পূর্ব্বার্জ্জিতানি যন্ত্যত্র সুকৃতানি চ দুষ্কৃতং ॥

যখন ভাগ্য ক্ষীণ হয়, তখনই বিভব ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, উপভোগে সম্পত্তি বিনষ্ট হয় না। যেহেতু পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই বিদ্যমান্ থাকে, যাবৎ সুকৃতির ক্ষয় না হয়, তাবৎ ভাগ্যপ্রসন্ন থাকে এবং সুকৃতি নষ্ট হইলেই দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয় ॥ গ-পু ১।১১৩।১৬।

অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা বল্মীকস্য তু সঞ্চয়ং।
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাদ্দানাধ্যয়নকর্ম্মসু ॥

কালীর ক্ষয় ও বল্মীকের বৃদ্ধি দর্শন করিয়া প্রতিদিনই কিছু কিছু দান ও অধ্যয়ন করিবে। যেমন প্রত্যহ অল্পমাত্রায় মসী ব্যয় হয়, সেই অল্প মসীতেও অনেক দিন লিপিকার্য্য চলে, সেইরূপ অল্প পরিমাণে প্রতিদিন দান করিলে অল্পধনেই বহু কালের দানকার্য্য চলিতে পারে ॥ গ-পু ১।১১৩।৭।

মনস্বী ম্রিয়তে কামং কার্পণ্যং ন তু গচ্ছতি।
অপি নির্ব্বাণমায়াতি নানলো যাতি শীততাং ॥

বুদ্ধিমান লোক মৃত্যুও কামনা করেন, তথাপি কৃপণতা স্বীকার করেন না; কেন না দেখ, অনল বরং নির্ব্বাণতা লাভ করেন, তথাপি শীতলতা অবলম্বন করেন না ॥ হি-উ।

দানোপভোগহীনেন ধনেন ধনিনো যদি।
ভবামঃকিম্ন তেনৈব ধনেন ধনিনঃ কথং ॥

দান ও উপভোগবিহীন ধনেতে যদি কেহ ধনবান্ হয়, তবে সেই ধনবানের ধনে আমরাও কেন ধনবান্ না হই? ঐ

অসম্ভোগেন সামান্যং কৃপণস্য ধনংপরৈঃ।
অস্যেদমিতি সম্বন্ধো হানৌ দুঃখেন গম্যতে ॥

কৃপণের অভোগ্য ধন পরধনের তুল্য হয়; ঐ ধন "ইহার" এই শব্দমাত্র সম্বন্ধ; পরন্তু সেই ধন নষ্ট হইলে সে ব্যক্তি দুঃখভাগী হয় ॥ ঐ

যদ্দদাতি বিশিষ্টেভ্যো যচ্চাশ্নাতি দিনে দিনে।
তচ্চ বিত্তমহংমন্যেংশেষং কস্যাপি রক্ষতি ॥

বিশিষ্ট পাত্রে যাহা দান করিবে এবং প্রত্যহ যাহা ভোজন করিবে, তাহাই তোমার ধন, অবশিষ্ট কাহার জন্য রাখিবে? ব্যা-সং ৪।১৬।

যদ্দদাতি যদশ্নাতি তদেব ধনিনোধনং।
অন্যে মৃতস্য ক্রীড়ন্তি দারৈরপি ধনৈরপি ॥

যাহা দেওয়া যায় ও যাহা খাওয়া যায় তাহাই ধনবানের ধন, কেন না মৃত ব্যক্তির স্ত্রীতে ও ধনেতে অন্য লোক ক্রীড়া করে ॥ ব্যা-সং ৪।১৭।

অদাতা পুরুষস্ত্যাগী ধনং সংত্যজ্য গচ্ছতি।
দাতারংকৃপণং মন্যে মৃতোঽপ্যর্থং ন মুঞ্চতি ॥

অদাতাকেই দাতা বলা যায়, কেন না (তাহার মৃত্যু হইলে) ধন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করে, আর দাতাকেই কৃপণ বলা যায়, যেহেতু তাহার মৃত্যু হইলেও ধন তাহাকে পরিত্যাগ করে না॥ ব্যা-সং ৪।২৪।

ন দেবেভ্যো ন বিপ্রেভ্যো বন্ধুভ্যো নৈব চাত্মনি।
কদর্য্যস্য ধনং যাতি অগ্নিতস্কররাজসু ॥

কৃপণের ধন দেবার্চ্চনায় লাগে না, ব্রাহ্মণের ভোগে আইসে না, তদ্দ্বারা বন্ধুদিগের কোন উপকার দর্শে না এবং আপনিও ভোগ করে না, অবশেষে রাজা, অগ্নি, অথবা তস্কর ঐ ধন গ্রহণ করে।

গ-পু ১।১০৯।২৯।

পশ্যামি ধনিনাং ক্লেশং লুব্ধানামজিতাত্মনাং।
ভয়াদলব্ধনিদ্রাণাং সর্ব্বতোভিবিশঙ্কিনাং ॥

অজিতাত্মা, লুব্ধ ধনীদিগের ক্লেশ দেখা যাইতেছে। ভয় প্রযুক্ত তাহাদিগের নিদ্রা হয় না। যাবতীয় স্থান বা বস্তু হইতেই তাহারা ভয় পাইয়া থাকে। ভা-পু ৭।১৩।২৭।

রাজতঃ সলিলাদগ্নেশ্চৌরতঃ স্বজনাদপি।
ভয়মর্থবতাং নিত্যং মৃত্যোঃ প্রাণ ভৃতামিব ॥

রাজা, জল, অগ্নি, চৌর ও দুর্জ্জন ইহাদিগের হইতে ধনীদিগের এমন ভয় হয়, যেমন মৃত্যু হইতে প্রাণীদিগের হইয়া থাকে। হি-উ।

বরং বিভবহীনেন প্রাণৈঃ সন্তর্পিতোঽনলঃ।
নোপচার পরিভ্রষ্টঃ কৃপণঃ প্রার্থ্যতে জনৈঃ ॥

বিভবহীন লোক বরং অগ্নিতে প্রাণ সমর্পণ করেন, তথাপি ব্যবহারভ্রষ্ট কৃপণের নিকট প্রার্থনা করেন না। ঐ।

এহি গচ্ছ পতোত্তিষ্ঠ বদ মৌনং সমাচর।
এবমাশাগ্রহগ্রস্তৈঃ ক্রীড়ন্তি ধনিনোঽর্থিভিঃ ॥

"আইস, যাও, পড়, উঠ, বল, চুপ কর" ইত্যাদি প্রকার বাক্যদ্বারা আশারূপ গ্রহগ্রস্ত অর্থিগণের সহিত ধনী লোকেরা ক্রীড়া করিয়া থাকে। ঐ।

প্রায়েনার্থঃকদর্য্যাণাংন সুখায় কদাচন।
ইহ চাত্মোপতাপায় মৃতস্য নরকায় চ ॥

কদর্য্যদিগের (১) ধন প্রায় কখনই

(১) আপনাকে, ধর্ম্মকার্য্যকে, স্ত্রীপুত্রকে দেবতাকে, অতিথিকে, এবং ভৃত্যদিগকে যে ব্যক্তি পীড়ন করে, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের প্রাপ্য দান না করে, তাহাকে কদর্য্য কহে।

সুখের নিমিত্ত হয় না; ইহলোকে আত্মার উপতাপের নিমিত্ত এবং মরিলে নরকের নিমিত্ত।

ভা-পু ১১।২৩।১৩।

দেবর্ষি পিতৃ ভূতানি জ্ঞাতিবন্ধূংশ্চ ভাগিনঃ।
অসং বিভজ্য চাত্মানং যক্ষবিত্তঃ পতত্যধঃ॥

যক্ষ-বিত্ত ব্যক্তি (১) অংশী দেবতা, ঋষি, পিতৃ ও ভূতগণকে; এবং জ্ঞাতি ও বন্ধুগণকে; আর, আপনাকেও (প্রাপ্য) বিভাগ করিয়া না দিয়া অধঃপতিত হয়॥ ঐ ২১।

যদি লোভান্ন যচ্ছন্তি কালে হ্যাতুরসংজ্ঞকে।
মৃতাঃ শোচন্তি তে সর্ব্বে কদর্য্যাঃ পাপিনস্তথা॥

যদি আতুর ব্যক্তিরা আসন্ন মৃত্যু জানিয়াও লোভবশতঃ দান না করে, তাহা হইলে সেই সকল কদর্য্য পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা মরণের পর অনুতাপ করিয়া থাকে॥ গ-পু ২।২৬।৩২

অতিক্লেশেন লব্ধস্য প্রকৃত্যা চঞ্চলস্য চ।
গতিরেকৈব বিত্তস্য দানমন্যা বিপত্তয়ঃ॥

ধন অতি ক্লেশে উপার্জ্জিত হয় এবং তাহা কাহারও নিকট চিরকাল থাকে না, এই ধনের দানই একমাত্র সদ্গতি, অন্য সকলই তাহার বিপত্তি॥ ঐ ৩৩।

(১) অর্থাৎ যাহার বিত্ত, অর্থাৎ ধন, যক্ষের ন্যায় কেবল রক্ষণীয়।

মৃত্যুঃ শরীরগোপ্তারং বসুরক্ষং বসুন্ধরা।
দুশ্চরিত্রেব হসতি স্বপতিং পুত্রবৎসলং॥

যখন কোন দুশ্চরিত্রা কামিনীর পতি পুত্রকে লইয়া আমোদ করিতে থাকে, তখন যেমন তাহার ব্যভিচারিণী স্ত্রী "তুমি কাহার সন্তান লইয়া আমোদ করিতেছ", এই বলিয়া মনে মনে হাসিয়া থাকে, এইরূপ যিনি আপন শরীরকে চিরকাল রক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন, তাঁহাকে যমরাজ, আর যিনি যত্নপূর্ব্বক ধন রক্ষা করেন, তাঁহাকে বসুন্ধরা, উপহাস করেন॥

গ-পু ২।২৬।৩৪।

ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তং বরংত্যাগোবিনাশে নিয়তে সতি॥

জ্ঞানীলোক ধন ও জীবন পরের জন্য উৎসর্গ করেন; কেন না যখন তাহারা অবশ্যই বিনাশ দশা প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহাদিগকে সৎকার্য্যে ব্যয় করাই শ্রেয়স্কর॥ হি-উ।

শ্লাঘ্যঃ স একো ভুবি মানবানাং
স উত্তমঃ সৎপুরুষঃ স ধন্যঃ।
যস্যার্থিনো বা শরণাগতা বা
নাশাবিভঙ্গা বিমুখাঃ প্রয়ান্তি॥

মানবগণের মধ্যে সেই শ্লাঘনীয়, সেই উত্তম, সেই সৎপুরুষ ও সেই ধন্য, যাহার নিকট প্রার্থক বা শরণাগতলোক আসিয়া নৈরাশ্য ভাবে বিমুখ হইয়া না যায়॥ হি-উ।

(দানের পাত্রাপাত্র নিরূপণ)

ন্যায়াগতেন দ্রব্যেণ কর্ত্তব্যং পারলৌকিকম্।
দানং হি বিধিনা দেয়ংকালে পাত্রে গুণান্বিতে।

ন্যায়োপার্জ্জিত ধনে পারলৌকিক কার্য্য করিবে এবং কাল ও পাত্র বিবেচনায় গুণবান্ ব্যক্তিকে বিধিপূর্ব্বক দান করিবে॥ দ-সং ৩।২৪।

সমদ্বিগুণসাহস্রমানন্ত্যঞ্চ যথাক্রমম্।
দানে ফলবিশেষঃ স্যাৎবিশেষাদযত্র এব হি॥

দানের ফল যথাক্রমে সমান, দ্বিগুণ, সহস্রগুণ ও অনন্তগুণ হইয়া থাকে। অতএব পাত্রভেদে দানের বিশেষ বিশেষ ফল আছে॥ ঐ ২৫।

সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
সহস্রগুণমাচার্য্যে ত্বনন্তং বেদপারগে॥

অব্রাহ্মণে দান করিলে সমান ফল (যাহা আছে তাহাই), ব্রাহ্মণকুলে জন্ম কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে বিরত, এমন ব্যক্তিকে দান করিলে তাহার দ্বিগুণ ফল, আচার্য্যকে দান করিলে তাহার সহস্রগুণ ফল এবং বেদপারগকে দান করিলে তাহার অনন্তগুণ ফল হয়। ঐ ২৬।

কালভেদে দেশভেদে পাত্রভেদে চ কর্ম্মণাং।
ন্যুনতাধিকতা বাপি তাবদেব হি কর্ম্মণাং॥

কালভেদে (১), দেশভেদে (২), ও পাত্রভেদে (৩) দানাদি কর্ম্ম সমুদায়ের ন্যূনাতিরিক্ত ফল সঞ্জাত হইয়া থাকে॥ ব্র-বৈ-পু ২।৩৭।২২।

বিধিহীনং তথাঽপাত্রে যো দদাতি প্রতিগ্রহম্।
ন কেবলং হি তদ্দ্রব্যং শেষমন্যচ্চ নশ্যতি॥

অপাত্রে ও অবৈধরূপে কোন দ্রব্য দান করিলে কেবল সে দ্রব্য নষ্ট হয় এমত নহে, কিন্তু তদানুষঙ্গিক যে কিছু সমস্তই নষ্ট হয়॥ দ-সং ৩।২৭।

সুক্ষেত্রে বাপয়েদ্বীজং সুপাত্রে দাপয়েদ্ধনং।
সুক্ষেত্রে চ সুপাত্রে চ ক্ষিপ্তং নৈব বিনশ্যতি॥

সুক্ষেত্রেই বীজ বপন করিবে আর সুপাত্রেই দান করিবে, যেহেতু সুক্ষেত্রে ও সুপাত্রে যাহা নিক্ষিপ্ত হয় তাহা নিরর্থক হয় না॥ ব্যা-সং ৪।৪৮।

ব্রাহ্মণস্য মুখং ক্ষেত্রংনিষ্কর্কর মকন্টকং।
বাপয়েত্তত্র বীজানি সা কৃষিঃ সার্ব্বকামিকী॥

ব্রাহ্মণের মুখ কর্কর ও কণ্টকশূন্য ক্ষেত্রস্বরূপ হয়, অতএব সর্ব্ব ফলাকাঙ্খী কৃষক এবম্বিধ সুক্ষেত্রেই বীজবপন করিবে॥ ঐ ৪৭।

ব্রাহ্মণে পরিতুষ্টেচ তুষ্টো নারায়ণঃ স্বয়ং।
নারায়ণেচ সন্তুষ্টে সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥

ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইলে স্বয়ং নারায়ণ সন্তুষ্ট হন এবং নারায়ণ

(১) চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ব্বকাল।
(২) তীর্থ্যাদি দেশ।
(৩) ব্রাহ্মণাদি পাত্র।

সন্তুষ্ট হইলে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট হন ॥ ব্র-বৈ-পু ১।১১।১৫।

সংভুঙ্ক্তে স দ্বিজো ভুঙ্ক্তে সমশেষনিরূপণং।
তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন দ্বিজঃপূজ্যঃ প্রযত্নতঃ।।

ব্রাহ্মণগণ যাহা কিছু ভোগ করেন, তাহাই সম্ভোগ মধ্যে পরিগণিত হয়, অতএব যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা করিবে ॥

গ-পু ১।১১৫।৫১।

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণজ্ঞা ব্রাহ্মণাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তদুক্তাচারচরণা ইতরে নামধারকাঃ ।।

যাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ অবগত এবং তদুক্ত-ব্যবহার-নিষ্ঠ, তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলে, তদিতর নামমাত্র ব্রাহ্মণ ॥ কা-খ ২।৭২।

স্বধর্ম্মনিরতো বিপ্রঃপবনাচ্চ হুতাশনাৎ।
পবিত্রশ্চাপি তেজস্বী তস্মাদ্ভীত সুরঃসদা ।।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বিপ্র পবন অপেক্ষাও পবিত্র এবং হুতাশন অপেক্ষাও তেজস্বী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহা হইতে দেবতারও সর্ব্বদা ভয় উপস্থিত হয় ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।১৭।

জপৈর্ম্মন্ত্রৈশ্চ হোমৈশ্চ স্বাধ্যায়াধ্যয়নেন চ।
নাবং বেদময়ীং কৃত্বা তারয়ন্তি তরন্তি চ ।।

ব্রাহ্মণেরা জপ, মন্ত্র, হোম ও স্বাধ্যায় দ্বারা বেদময়ী তরণী প্রস্তুত করিয়া অন্যকে এবং আপনাকে উদ্ধার করেন ॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০০।১৩।

ব্রাহ্মণাংস্তোষয়েদ্ যস্তু তুষ্যন্তে তস্য দেবতাঃ।
বচনাচ্চাপি বিপ্রাণাং স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ ।।

ব্রাহ্মণগণের তুষ্টি সম্পাদন করিলে দেবতারা সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণের বাক্যবলেই লোকে স্বর্গলোক লাভ করিতে সমর্থ হয় ।।

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০০।১৪।

তস্মিন্দেয়ং দ্বিজে দানং সর্ব্বাগমবিজানতা।
প্রদাতারং তথাত্মানং তারয়েদ্যঃ স শক্তিমান্ ।।

যে ব্রাহ্মণ স্বশক্ত্যনুসারে প্রদাতা ও আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তি তাঁহাকেই দান করিবেন ॥ ঐ ২১।

অন্যেভ্যো ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যশ্চৈব
ক্রিয়া পরাঃ।
ব্রহ্মবেত্তা চ তেভ্যোঽপি পাত্রবিদ্যাস্তপোন্বিতঃ।।

অন্যান্য বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যেও যাঁহারা ক্রিয়াপরায়ণ তাঁহারাই প্রধান, আবার তন্মধ্যেও যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ এবং বিদ্যা ও তপস্যানিষ্ঠ, তাঁহারাই সৎপাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

গ-পু-১।৭৮।২।

যৎফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনৈঃ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জ্ঞানিনং যস্তভোজয়েৎ ॥
জ্ঞানিভ্যো দীয়তে যচ্চ তৎকোটিগুণিতং
ভবেৎ ।।

মনুষ্য কোটিসংখ্যক ব্রাহ্মণ

ভোজন করাইলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, একটী আত্মজ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। আত্মজ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে যাহা দান করা যায়, তাহা কোটীগুণ ফলপ্রদান করে ॥

শি-গী ১১।৪৪—৪৫।

বিদ্যাতপোভ্যাং হীনেন ন তু গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ।
গৃহ্নন্ প্রদাতারমধো নয়ত্যাত্মানমেব চ ॥

বিদ্যা ও তপস্যাশূন্য ব্যক্তি প্রতিগ্রহ স্বীকার করিবে না, যদি প্রতিগ্রহ স্বীকার করে, তবে আপনাকে ও দাতাকে অধোগামী করে।

গ-পু ১।৯৮।৪।

ধনানি তু যথাশক্তি বিপ্রেষু প্রতিপাদয়েৎ।
বেদবিৎসু বিবিক্তেষু প্রেত্য স্বর্গং সমশ্নুতে ॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে এবং পুত্র কলত্রাদি ভরণপোষণে অসমর্থ ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি ধনদান করিলে দাতা তজ্জন্য পরলোকে স্বর্গভোগ করে।

ম-সং ১১।৬।

ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত্তু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।
ন বকব্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, বিড়ালব্রতী (১) বা বকব্রতী (২) অথবা বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বিন্দুমাত্র বারিও দান করিবে না ॥ ম-সং ৪।১৯২।

সার্ব্বভৌতিকমন্নাদ্যং কর্ত্তব্যন্ত বিশেষতঃ।
জ্ঞানবদ্ভ্যঃ প্রদাতব্যমন্যথা নরকং ব্রজেৎ ॥

প্রাণীমাত্রকেই অন্নদান, বিশেষতঃ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে অন্নদান করা কর্ত্তব্য, ইহার অন্যথাচরণ করিলে নরকে গমন করিতে হয় ॥

দ-সং ২।৩৬।

ব্যসন প্রতিকারার্থং কুটুম্বার্থঞ্চ যাচতে।
এবমন্বিষ্য দাতব্যং সর্ব্বদানেম্বয়ং বিধিঃ ॥

দুঃখের প্রতিকারার্থ ও কুটুম্বগণের প্রতিপালনার্থ যাচ্ঞা করিতেছে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া দান করিবে, সকল প্রকার দানেরই এই বিধি ॥ দ-সং ৩।২৮।

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মাপ্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥

হে কৌন্তেয়! দরিদ্রকে প্রতিপালন কর, ধনবানকে ধন দান করিও না, কারণ রোগীরই ঔষধ পথ্য হয়, অরোগীর ঔষধে প্রয়োজন কি? হি-উ ॥

(১) যাহারা ছদ্মবেশধারী, লোকবঞ্চক, পরহিংসাপরায়ণ ও সর্ব্বাভিসন্ধক, তাহাদিগকে বড়ালব্রতী বা বিড়ালতপস্বী বলা যায়।

(২) যাহারা আপনাদিগের বিনীতত্ব প্রকাশ করণার্থ সর্ব্বদা অধোদৃষ্টি, বিমর্ষভাবাপন্ন, নিষ্ঠুরাচারী, স্বার্থসাধনে তৎপর, শঠ ও মিথ্যাবিনিত, তাহাদিগকে বকব্রতী বা বকধর্ম্মী বলা যায়।

(দানীয় দ্রব্যবিশেষে ফলের তারতম্যতা কথন)

যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাত্মদয়িতম্ভবেৎ।
তত্তদ্‌গুণবতে দেয়ংতদেবাক্ষয়মিচ্ছতা।।

ইহলোকে যাহা যাহা ইষ্টতম ও যাহা যাহা আপনার অত্যন্ত প্রিয়তম হয়, অক্ষয়ফলেচ্ছু ব্যক্তি তাহা তাহাই দান করিবে॥

দ-সং ৩।৩১।

নান্ন দানাৎ পরং দানং কিঞ্চিদস্তি বৃষধ্বজ।
অন্নেন ধার্য্যতে সর্ব্বং চরাচরমিদং জগৎ।।

হে বৃষধ্বজ! অন্নদান হইতে প্রধান দান আর কিছুই নাই, যেহেতু এই সচরাচর জগৎ অন্নদ্বারাই প্রতিষ্ঠিত আছে॥ (১)

গ-পু ১।২১৩।২০।

(১) পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে,—"শক্তি খড়্গ, গদা, চক্র ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্র শরীরে বিদ্ধ হইলে যাদৃশী বেদনা ঘটিয়া থাকে, ক্ষুধা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর বেদনা প্রদান করে; কারণ, শস্ত্রপীড়িত ব্যক্তি ক্ষুধাবিষ্ট হইলে আর তাহার শস্ত্রাদি বেদনা অনুভূত হয় না, কেবল ক্ষুধার যাতনাই বলবতী হয়। শ্বাস, কাস ও ক্ষয়াদি ব্যাধি এবং জ্বর ও অপস্মার রোগে যে প্রকার যাতনা হয়, ক্ষুধিত ব্যক্তি তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। অধিক কি, ক্ষুধাপীড়িত মানবগণ স্বর্ণ নির্ম্মিত অঙ্গদ, কেয়ূর, উজ্জ্বল মুকুট এবং কুণ্ডলাদি অলঙ্কারের শোভাসুখ অনুভব করিতে পারে না। মৃত্তিকার উপরে জল পতিত হইলে যেরূপ সূর্য্য-কিরণ দ্বারা শুষ্ক হইয়া থাকে, সেইরূপ জঠরানল প্রজ্বলিত হইলে, সমুদায় শরীর শুষ্ক হইয়া যায়। ফলতঃ মনুষ্য ক্ষুধায় পীড়িত হইলে, তাহার কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, সে অনায়াসে অভ্যাগত ঋষিকেও নিন্দা করিয়া থাকে এবং কাহার কথা শ্রবণ বা কোন বস্তু দর্শন করিতে তাহার ইচ্ছা হয়না, সমুদায়ই তাহার বিষবৎ বোধ হয়। হে গুণসখ! আমরা তোমাকে ক্ষুধিত ব্যক্তির যে সকল চরিত্র কহিলাম, তৃপ্তব্যক্তি ইহার বিপরীত রীতিসম্পন্ন হইয়া থাকে, সে কাহার অবমাননা করে না, সকলের মর্য্যাদা রক্ষা করে। সে যাহা হউক, লোকমধ্যে অন্ন সদৃশ কোন দ্রব্য অদ্যাপি উৎপন্ন হয় নাই। এবং পরেও যে হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই, অতএব অন্নই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; অন্ন এই সমস্ত জগতের মূল স্বরূপ এবং সমুদায় জগৎ একমাত্র অন্নেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। হে দ্বিজ! তুমি কেবল মনুষ্যগণকে অন্নময় বিবেচনা করিও না, সমস্ত পিতৃগণ, দেবতাগণ, দৈত্যগণ, যক্ষগণ, রাক্ষস, কিন্নর এবং পিশাচগণ ইহারা সকলেই অন্নময় বলিয়া অবধারিত হইয়াছেন। কুক্কুট, বায়স, কুক্কুর, বিলেশয়, মূষিক, জলচর, মৎস্য, কীট ও পিপীলিকা প্রভৃতি যে সকল প্রাণী দেখিতেছ, ইহারা সকলেই অন্নময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এই জন্য ধার্ম্মিকগণ প্রযত্ন সহকারে সর্ব্বদা অন্নদান করিয়া থাকেন এবং অন্নদাতা ইহকালে পরিতৃপ্ত হইয়া চরমে অক্ষয় শাশ্বত লোক প্রাপ্ত হয়। হে বিপ্র! তপস্যা, তীর্থস্নান, জপ, হোম, ধ্যান, যোগ, গতি অথবা ধর্ম্ম সমুদায় অন্নদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। চন্দ্রলোক, বরুণলোক, যমলোক, কুবের লোক, ব্রহ্মলোক এবং বসুলোক প্রভৃতি সমুদায় লোক একমাত্র অন্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে"॥ সৃষ্টিখণ্ড ১৯ অ ১৯২—২০২॥ অপিচ, মহাভারতে কথিত আছে যে, "এই ভূলোকে অন্নদান অপেক্ষা পুণ্যতর কর্ম্ম আর কিছুই নাই। যিনি স্বশক্ত্যনুসারে বিপ্রগণকে সুসংস্কৃত অন্নদান করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। অন্নই একমাত্র উৎকৃষ্ট; অন্ন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট

কন্যাদানং বৃষোৎসর্গ স্তীর্থসেবাশ্রু তস্তথা।
হস্ত্যশ্বরথদানানি মণিরত্নবসুন্ধরাঃ॥
অন্নদানস্য সর্ব্বাণি কলাংনার্হন্তি ষোড়শীং।
অন্নাৎপ্রাণা বলং তেজশ্চান্নাদ্বীর্য্যং ধৃতিঃ স্মৃতিঃ॥

কন্যাদান, বৃষোৎসর্গ, তীর্থসেবা বেদাধ্যয়ন, হস্তী, অশ্ব ও রথাদি দান, মণি, রত্ন, ও পৃথিবী দান, এই সকল কর্ম্মও অন্নদানের ষোড়-শাংশ ফল প্রদান করিতে পারে না, যেহেতু অন্ন হইতেই প্রাণিগণের প্রাণ, বল, তেজ, বীর্য্য ধৃতি, স্মৃতি, এই সকল প্রতিষ্ঠিত হয়॥

গ-পু ১।২১৩।২১—২২।

অগ্নেরপত্যং প্রথমং হিরণ্যং
ভূর্বৈষ্ণবী সূর্য্যসুতাশ্চ গাবঃ।
লোকত্রয়ন্তেন ভবেৎ প্রদত্তং
যঃ কাঞ্চনঙ্গাঞ্চ মহীং প্রদদ্যাৎ॥

অগ্নির প্রথম অপত্য স্বর্ণ, বিষ্ণুর অপত্য ভূমি এবং সূর্য্যের অপত্য গো; অতএব যে ব্যক্তি সুবর্ণ, গো ও ভূমি দান করে, সেই ব্যক্তির লোকত্রয় প্রদানের ফল লাভ হয়॥

গ-পু ২।৩১।৪॥

সবৎসারোমতুল্যানি যুগান্যুভয়তোমুখীং॥
দাতাঽস্যাঃ স্বর্গমাপ্নোতি পূর্ব্বেণ বিধিনা দদৎ॥

বিধি অনুসারে উভয়তোমুখী সবৎসা ধেনু দান করিলে, সেই গো ও বৎসের দেহে যত সংখ্যক রোম থাকে দান কর্ত্তার তত সংখ্যক যুগ স্বর্গভোগ হয় (১)॥

যা-সং ১।২০৫।

শ্রান্তসম্বাহনং রোগি পরিচর্য্যা সুরার্চ্চনং।
পাদশৌচং দ্বিজোচ্ছিষ্টমার্জনং গোপ্রদানবৎ॥

(আসনাদি প্রদান দ্বারা) শ্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করা, (ঔষধাদি দান ও পরিচর্য্যা দ্বারা) রোগীর সেবা শুশ্রূষা করা, (গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা) দেবার্চ্চনা করা, (ব্রাহ্মণ বা তুল্য অথবা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির) পাদ-ধৌত করা এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট

আর কিছুই নাই। অন্ন সাক্ষাৎ প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে এবং উহাকেই সম্বৎসরযজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সেই সম্বৎসরযজ্ঞে সমস্ত বস্তুই প্রতিষ্ঠিত আছে। এই নিমিত্ত তাহাতেই স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি ভূত সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে; অতএব অন্নদানই সর্ব্বাপেক্ষা উৎ-কৃষ্ট দান"॥ বনপর্ব্ব ২০০।৩৫-৩৯।

(১) বৎসের পাদদ্বয় বহির্গত হইয়াছে, এবং মুখটী মাত্র যোনিমধ্যে রহিয়াছে, এমন অবস্থায় গোকে উভয়তোমুখী বলা যায়। যখন বৎসের পাদ ও মস্তক পরিদৃশ্যমান হইবে, তদ-বসরে প্রযত মনে সেই প্রসবোন্মুখী গো দান করিলে পৃথিবী দানের ফল হয়; কারণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তরীক্ষগত বৎস যোনিদেশে বাস করিয়া থাকে, তাবৎকাল সেই ধেনু পৃথিবী তুল্য হয়। এইরূপ ধেনু দান করিলে, ধেনুও বৎসের গাত্রে যত গুলি লোম থাকে, দাতা তৎ সমসংখ্যক যুগ স্বর্গলোকে পূজিত হয়॥

মার্জ্জন করা, গো দানের তুল্য কর্ম্ম হয়॥ যা-সং ১।২০৮।

যেবাং তড়াগানি মহোদকানি
বাপ্যশ্চ কূপাশ্চ প্রতিশ্রয়াশ্চ।
অন্নস্য দানং মধুরা চ বাণী
যমস্য তে নির্ব্বচনা ভবন্তি॥

যাঁহারা অগাধ সলিল, তড়াগ, হ্রদ, বাপী, কূপ, গৃহ ও অন্ন প্রদান করেন; যাঁহাদিগের বাক্য অতি মধুর, তাঁহাদিগের আর কৃতান্তের ভয় থাকে না॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ২০০।৪০।

ভূতভাবি বর্ত্তমানং পাপং জন্মত্রয়ার্জ্জিতং।
প্রক্ষালয়তি তৎসর্ব্বংবিপ্রকন্যাবিবাহনাৎ॥

ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ করাইলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জন্মত্রয়ার্জ্জিত পাপরাশি বিনাশ পায়॥

গ-পু ২।২৮।৩৩।

দশকূপসমা বাপী দশবাপী সমং সরঃ।
দশানাং সরসাং সাম্যংপ্রপা তাক্ষ্য বিনির্জ্জলে॥

দশটী কূপ দানে যে পুণ্য হয়, একটী পুষ্করিণী দানে সেই পুণ্য হয়; দশটী পুষ্করিণীর তুল্য একটী সরোবর, এবং দশটী সরোবর দান করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, নির্জ্জন দেশে একটী প্রপা (জলছত্র) দান করিলে সেই পুণ্য হইয়া থাকে॥ ঐ ৩৪।

প্রপাপি নির্জ্জলে দেশে ধনদানং নির্দ্ধনে দ্বিজে।
প্রাণিনাং যো দয়াঙ্কতে স ভবেল্লোকনায়কঃ॥

নির্দ্ধন ব্রাহ্মণকে ধন দান করিলে যে পুণ্য হয়, নির্জ্জনদেশে প্রপা দান করিলেও সেইরূপ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি সকল লোকের অধিনায়ক হইতে পারে॥ গ-পু ২।২৮।৩৫।

জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি।
সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥

যিনি পথিকদিগের নিমিত্ত পথিমধ্যে জলাশয় খনন, বৃক্ষরোপণ, বিশ্রামগৃহ নির্ম্মাণ এবং সেতু প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি সেই সকল পুণ্যকর্ম্ম ফলে ত্রিভুবন জয় করেন॥ কা-ত ৯।৫০।

সর্ব্বকাম সমৃদ্ধস্য অশ্বমেধস্য যৎফলং।
তৎফলং লভতে সম্যক্ রক্ষিতে শরনাগতে॥

সর্ব্বকামফলপ্রদ অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল তাহা শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করিলেই লাভ হয়॥ হি-উ

ন ভূপ্রদানং ন সুবর্ণ দানং
ন গোপ্রদানংন তথান্নদানং।
যথা বদন্তীহ মহা প্রদানং
সর্ব্বেষুদানেষভয় প্রদানং॥

পণ্ডিতেরা অভয়দানকে যেমন সর্ব্ব দানাপেক্ষা মহা দান বলিয়া

থাকেন, ভূমি দান, বা সুবর্ণ দান, অথবা গো দান, কিম্বা অন্ন দানকে সেরূপ বলেন না ।। হি-উ।

মাতাপিতৃবিহীনং হি সংস্কারোদ্বাহনাদিভিঃ।
যঃ স্থাপয়তি তস্যেহ পুণ্যসংখ্যা ন বিদ্যতে ।।

যে ব্যক্তি মাতৃ-পিতৃহীন অনাথকে উপনয়ন ও বিবাহাদি সংস্কার দ্বারা গার্হস্থ্যে স্থাপনা করে, তাহার পুণ্যের সংখ্যা নাই ।।

দ-সং ৩।২৯।

যৎশ্রেয়ো নাহগ্নিহোত্রেণ নাগ্নিষ্টোমেন লভ্যতে
তচ্ছ্রেয়ঃপ্রাপ্ন য়াম্মর্ত্ত্যো বিপ্রেণ স্থাপিতেন বৈ।

অগ্নিহোত্র দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চয় না হয়, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞেও যে পুণ্য লাভ না হয়, মনুষ্য ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া তাহা প্রাপ্ত হয় ।। ঐ ৩০।

তপোজপ মহাদান পৃথিবী তীর্থ দর্শনাৎ।
শ্রুতি পাঠাদনশনাদ্ব্রত দেবার্চ্চনাদপি।
দীক্ষায়াঃ সর্ব্ব যজ্ঞেষু যৎফলং লভতে নরঃ।
ষোড়শীং জ্ঞানদানস্য কলাং নার্হন্তি তৎফলং ।।

তপস্যারূপ জপ, পৃথিবীর সমুদায় তীর্থ দর্শন, বেদপাঠ, অনশনব্রত, দেবার্চ্চনা, ও সমস্ত যজ্ঞদীক্ষায় মনুষ্যের যে রূপ ফল লাভ হয়, তাহা জ্ঞানদান ফলের ষোড়শাংশের ও যোগ্য হইতে পারে না ।।

ব্র-বৈ-পু ৪।১।২০-২১

জীবাভয় প্রদানঞ্চ শরণাগতরক্ষণং।
অজ্ঞানায় জ্ঞানদানং পরং নির্ব্বাণকারণং ।।

জীব সমূহকে অভয়দান, শরণাগতরক্ষণ এবং অজ্ঞানকে জ্ঞানদান, এই কএকটী পরম নির্ব্বাণ মুক্তির কারণ হয় ।।

না-প ২।৭।৪৯।

বেদার্থং যজ্ঞশাস্ত্রাণি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
মূল্যেন লেখয়িত্বা যো দদ্যাদ্যাতি স বৈদিকং

বেদার্থ, যজ্ঞশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র, এই সকল পুস্তক যিনি মূল্যদ্বারা লিখিত করিয়া প্রদান করেন, তিনি সমুদায় বৈদিক কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকেন ।।

গ-পু ১।২০৫।৭৮।

ইতিহাস পুরাণানি লিখিত্বা যঃ প্রযচ্ছতি।
ব্রহ্মদানসমং পুণ্যং প্রাপ্নোতি দ্বিগুণীকৃতং ।।

যিনি ইতিহাস ও পুরাণাদি গ্রন্থ স্বয়ং লিখিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মদানের দ্বিগুণীকৃত পুণ্য লাভ করিতে পারেন ।।

ঐ ৭৯।

সর্ব্বধর্ম্মময়ং ব্রহ্ম প্রদানেভ্যোঽধিকং যতঃ।
তদ্দদৎ সমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকমবিচ্যুতং ।।

যিনি অধ্যাপনাদি দ্বারা সর্ব্বধর্ম্মময় ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ দান করেন, তাঁহার অক্ষয় ব্রহ্মলোক লাভ হয় ॥

যা-সং ১।২১১।

সর্ব্বেষামেব দানানাং বিদ্যাদানং ততোঽধিকং।
পুত্রাদিস্বজনে দদ্যাদ্বিপ্রায় চ ন কৈতবে।
সকামঃ স্বর্গমাপ্নোতি নিষ্কামো মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥

এতৎ সর্ব্বদানাপেক্ষা বিদ্যা (বেদ) দানের অধিক ফল হয়। ইহা পুত্রাদি স্বজন ও দ্বিজাতিগণকে দান করিবে, কিন্তু কপট ব্যক্তিকে দান করিবে না। সকাম দানে স্বর্গ ফল ও নিষ্কাম দানে মোক্ষপদ লাভ হয়॥ অত্রি-সং।

(দানের বিশেষণ কথন)

যদ্দীয়তে তু পাত্রেভ্যস্তদ্দানং সাত্ত্বিকং বিদুঃ॥
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বিমলং দানমীরিতং।

সৎপাত্র উদ্দেশ করিয়া যে দান করা যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলে। এই সাত্ত্বিক দান চারি প্রকার,—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও বিমল॥ গ-পু ১।৫১।৫।

অহন্যহনি যৎকিঞ্চিদ্দীয়তেঽনুপকারিণে।
অনুদ্দিশ্য ফলং তস্মাদ্ব্রাহ্মণায় তু নিত্যশঃ॥

প্রত্যহ কোন উপকারের প্রত্যাশা কিম্বা কোন ফলাভিলাষ না করিয়া ব্রাহ্মণকে যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাকে নিত্য দান বলে॥ ঐ ৬।

যত্তু পাপোপশান্ত্যৈ চ দীয়তে বিদুষাংকরে।
নৈমিত্তিকং তদুদ্দিষ্টং দানং সদ্ভিরনুষ্ঠিতং॥

কোন প্রকার পাপশান্তির নিমিত্ত বিদ্বদ্বৃন্দের হস্তে যে দান করা যায়, সেই দানকে সদ্ব্যক্তিরা নৈমিত্তিক দান বলিয়া কীর্ত্তন করেন॥ গ-পু ১।৫১।৭।

অপত্য-বিজয়ৈশ্বর্য্য-স্বর্গার্থং যৎ প্রদীয়তে।
দানংতৎকাম্যমাখ্যাতং ঋষিভির্ধর্ম্মচিন্তকৈঃ॥

সন্তান, বিজয়, ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গ কামনায় যে দান করা যায়, দানধর্ম্মবিদ্ ঋষিগণ সেই দানকে কাম্যদান বলিয়া থাকেন॥ ঐ ৮।

ঈশ্বর-প্রীণনার্থায় ব্রহ্মবিৎসু প্রদীয়তে।
চেতসা সত্ত্বযুক্তেন দানং তদ্বিমলং শিবং॥

ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত সত্ত্বযুক্ত চিত্তে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণকে যে দান করা যায়, সেই দানকে বিমল দান বলে। এই দানই মনুজগণের মঙ্গলপ্রদ॥ ঐ ৯।

অভিগম্যোত্তমং দানমাহূতঞ্চৈব মধ্যমং।
অধমং যাচ্যমানং স্যাৎ সেবাদানঞ্চ নিষ্ফলং॥

গ্রহীতার নিকট গমন পূর্ব্বক যে দান করা হয়, তাহাই উত্তম, গ্রহীতাকে আহ্বান করিয়া যে দান করা হয়, তাহা মধ্যম; যাচিত হইয়া যে দান করা হয়,তাহা অধম (১); আর সেবা করিলে যে দান করা হয়, তাহা নিষ্ফল॥ প-সং ১।২৮।

(১) ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা মতে মহাত্মা ভিষ্ম কহিয়াছিলেন "বৎস! যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যে অযাচক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ তাহার

(দত্তাপহরণের ফল কথন)

আশাং দত্ত্বা ন দদ্যাদ্যঃ দাতারং প্রতিষেধকঃ।
স্বয়ংদত্তা হরেদ্যস্তু স পাপিষ্ঠস্ততোধিকঃ।।

যে ব্যক্তি আশা দিয়া না দেয় এবং যে ব্যক্তি দাতাকে দান করিতে নিষেধ করে এবং যে ব্যক্তি দান করিয়া হরণ করে, এই তিন ব্যক্তি (ব্রহ্মঘ্ন) অপেক্ষা পাপিষ্ঠ॥ হি-উ

সন্দেহ নাই। যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অযাচক ব্রাহ্মণকে দান করিলেই মহৎ ফল লাভ হয়। যাচ্ঞা ক্ষত্রিয়ের ও অযাচ্ঞা ব্রাহ্মণের ধৈর্য্যস্বরূপ। ধৈর্য্যশীল বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া দেবগণকে প্রীত করিতে পারেন। যাচক ব্রাহ্মণগণ দস্যুদিগের ন্যায় লোকদিগকে বিপদগ্রস্ত করে, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা যাচ্ঞাকে চৌর্য্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাচকেরা মৃতকল্প বলিয়া অভিহিত হয়। দানশীল মহাত্মাদিগকে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না; প্রত্যুত তাঁহারা আপনার ও অন্যের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া পরম সুখে কালহরণ করিয়া থাকেন। মানবগণ দয়ার অধীন হইয়া যাচক ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করেন বটে, কিন্তু যে সমুদায় ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুঃখী হইয়াও কাহারও নিকট প্রার্থনা না করেন, তাঁহাদিগকে দান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি তোমার রাজ্য মধ্যে অযাচক দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তুমি তাহাদিগকে ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় জ্ঞান করিবে। ঐ তপোবলসম্পন্ন মহাত্মারা পৃথিবীকেও অনায়াসে দগ্ধ করিতে পারেন। অতএব তাঁহাদিগের সৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি সতত জ্ঞান, বিজ্ঞান, তপস্যা, ও যোগবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং অযাচক মহাত্মাদিগের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদিগকে ধনদান করিবে" * * * "যাঁহারা বেদবিধানানুসারে বিদ্যোপার্জ্জন ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া কাহারও আশ্রয় না লইয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং যে সকল ব্রাহ্মণ প্রশংসা লাভের নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান না করেন, তুমি গৃহনির্ম্মাণ, ভৃত্যনিয়োগ এবং বিবিধ পরিচ্ছদ ও ভোগ্য বস্তু প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিবে। তাঁহারা যাঁহার ধনাদি প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার পরম ধর্ম্মসাধন করা হয়"।

ম-ভা-অনুশাসন পর্ব্ব ৬০অঃ।

আশার্ত্তানামদাতাচ দাতৃশ্চ প্রতিষেধকঃ।
শরণাগতং যস্ত্যজতি স চাণ্ডালো নরাধমঃ॥

যে ব্যক্তি আশা প্রদানপূর্ব্বক দানে বিমুখ হয়, দাতাকে দান করিতে নিষেধ করে, এবং শরণাগত জনগণকে পরিত্যাগ করে, সেই নরাধম চণ্ডাল বলিয়া পরিগণিত।।

বা-পু ১৫।৩২।

দত্তাপহারী বাগ্দানং কৃত্বাপহরতে পুনঃ।
স ভবেন্ম্লেচ্ছযোনৌ চ ভুক্ত্বা চ নরকংচিরং।।

যে ব্যক্তি বাগ্দান করিয়া পুনর্ব্বার তাহা হরণ করে, অথবা যে ব্যক্তি দত্তবস্তু পুনরায় আত্মসাৎ করে, সে দীর্ঘকাল নরক ভোগ করিয়া ম্লেচ্ছ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।।

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।১২০।

(পরিজনবর্গকে দুঃখে নিপতিত করিয়া যশোলাভার্থ অন্যকে ধনদান করা অকর্ত্তব্য)

শক্তঃ পরিজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ।।

যদি কোন ব্যক্তি অবশ্য প্রতিপাল্য

মাতা পিতা ও ভার্য্যাদি পরিজন বর্গকে দুঃখান্বিত থাকিতেও জন সমাজে যশোলাভার্থ অন্য ব্যক্তিকে ধন দান করে, তাহা হইলে তাহার ঐ দান ধর্ম্মপ্রতিরূপ আপাততঃ মধুররূপে প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা বিষতুল্য হয়, অর্থাৎ উহাদ্বারা পুণ্য হয় না, বরং তজ্জন্য নরকই হয় ॥ ম-সং ১১।৯।

ভৃত্যানামুপরোধেন যৎ করত্যৌর্দ্ধদেহিকং।
তদ্ভবত্যসুখোদর্কং জীবতশ্চ মৃতস্য চ ॥

যে ব্যক্তি অবশ্য পোষ্য ভার্য্যা পুত্রাদির পীড়নাদিদ্বারা পারলৌকিক ধর্ম্মবুদ্ধিতে দানাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার জীবদ্দশায় ও মরণোত্তর ঐ ধর্ম্ম নিষ্ফল হয় ॥ ঐ ১০।

সর্ব্বার্থ সংভবো দেহো জনিতঃ পোষিতো যতঃ।
ন তয়োর্যাতি নির্বেশং পিত্রোর্মর্ত্যঃশতায়ুধা ॥

সমুদায় অর্থ (১) দেহেই উৎপন্ন হয়; এই দেহ যাঁহাদিগের হইতে জন্মিয়াছে এবং যাহাদিগেরদ্বারা পুষ্ট হইয়াছে, মনুষ্য শতবৎসর জীবিত থাকিয়াও সেই পিতামাতার ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হন না ॥

ভা-পু ১০।৪৫।৫।

যস্তয়ো রাত্মজঃ কল্প আত্মনা চ ধনেন চ।
বৃত্তিং ন দদ্যাত্তং প্রেত্য স্বমাংসং খাদয়ন্তি হি ॥

যিনি পিতামাতার সমর্থ পুত্র, তিনি যদি ধন বা দেহদ্বারা তাহাদিগের জীবিকা সম্পাদন না করেন, লোকান্তরে (যমদূতেরা) তাঁহাকে তাঁহার নিজের মাংস আহার করায় ॥

ভা-পু ১০।৪৫।৬।

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং সাধ্বীং ভার্য্যাং সুতংশিশুং।
গুরুং বিপ্রং প্রপন্নঞ্চ কল্যো বিভ্রচ্ছসন্মৃতঃ ॥

সমর্থ ব্যক্তি যদি বৃদ্ধ মাতা পিতা, সাধ্বীভার্য্যা, শিশুসন্তান, গুরু, ব্রাহ্মণ ও প্রপন্ন ব্যক্তিকে ভরণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জীবন্মৃত বলিতে হয় ॥ ঐ ৭।

পিতা মাতা গুরুর্ভার্য্যা শিশুশ্চানাথ বান্ধবাঃ।
এতে পুংসাং নিত্য পোষ্যা ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥

পিতা, মাতা, গুরু, ভার্য্যা, শিশু সন্তান এবং বান্ধবহীন অনাথ ব্যক্তিগণ পুরুষগণের নিত্যপোষ্য বলিয়া ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৬০।৫।

যশ্চৈ তাংশ্চ ন পুষ্ণাতি ভস্মান্তং তস্য সূতকং।
দৈব পৈত্র্যে ন কর্ম্মার্হঃ সোঽপীত্যাহ মহেশ্বরঃ ॥

মহেশ্বর কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি উক্ত পিতামাতা প্রভৃতিকে পোষণ না করে, তাহার দেহ যাবৎ ভস্মীভূত না হয়, তাবৎ সে অশুচি থাকে এবং

---

(১) ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

সে দৈব ও পৈত্র্য কার্য্যে অনধিকারী হয়॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৬০। ৬।

জীবন্তো মৃতকাস্ত্বন্যে পুরুষাঃ স্বোদরম্ভরাঃ।
স্বকীয়োদরপূর্ণঞ্চ কুক্কুরস্যাপি বিদ্যতে॥

যাহারা কেবল আত্মোদরমাত্র ভরণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তাহারা জীবদবস্থাতেও মৃতকল্প; যেহেতু কুক্কুরও আপন উদর পূর্ণ করিতে পারে॥ গ-পু ১।২০৫।৮৩।

(অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দানের ফল কথন)

অন্যায়াৎ সমুপাত্তেন দানধর্ম্মো ধনেন যঃ।
ক্রিয়তে ন স কর্ত্তারং ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥
পাত্রে দানংস্বল্পমপি কালে দত্তং যুধিষ্ঠির।
মনসা হি বিশুদ্ধেন প্রেত্যানন্তফলংস্মৃতম্॥

যে ব্যক্তি অন্যায়ত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সম্প্রদান করে, সেই দান তাহাকে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যথার্থ অবসরে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অর্থীকে ন্যায়োপার্জ্জিত স্বল্পমাত্র অর্থ প্রদান করিলেও তাহার অনন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ২৫৯।৩৩—৩৪।

অপহৃত্য পরস্বং হি যস্তু দানং প্রযচ্ছতি।
স দাতা নরকং যাতি যস্যার্থস্তস্য তৎফলং॥

যে ব্যক্তি পরস্ব অপহরণ করিয়া দান করে, সেই দাতা নরকে গমন করে, এবং যাহার অর্থ সেই ব্যক্তিরই দানের ফল লাভ হয়॥

গ-পু ১।১১৪।৬৮।

(ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা প্রত্যহ পঞ্চ মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা কথন)

পঞ্চ সূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্॥

গৃহস্থের (নিত্য ব্যবহার্য্য) চুল্লী (উনান), পেষণী (শীল লোড়া), উপস্কর (সম্মার্জ্জনী), কণ্ডনী (উদূখল মুষল) ও উদকুম্ভ (জলকলস), এই পঞ্চ প্রকার সূনা অর্থাৎ হত্যাস্থানে জীবহিংসা হয়॥ ম-সং ৩।৬৮।

তাসাং ক্রমেন সর্ব্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ।
পঞ্চকৢপ্তা মহাযজ্ঞাঃপ্রত্যহং গৃহমেধিনাং॥

উক্ত চুল্ল্যাদি পঞ্চসূনাজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মহর্ষিগণের বিহিত গৃহস্থের পক্ষে প্রত্যহ ক্রমানুয়ে পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য॥ ঐ ৬৯।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তুতর্পণং।
হোমোদৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি-
পূজনং॥

বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃতর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের

নাম দেবযজ্ঞ, বলির নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিপূজার নাম মানুষ যজ্ঞ ।। ম-সং ৩।৭০।

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃস্যাদ্দৈবে চৈবেহ কর্ম্মণি।
দৈবকর্ম্মণি যুক্তো হি বিভর্ত্তীদং চরাচরং ।।

(দারিদ্র্যাদি দোষজন্য উক্ত পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে না পারিলে) গৃহস্থ প্রত্যহ কেবল বেদাধ্যয়ন ও হোমকর্ম্ম করিবে, কেন না দৈবকর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিই এই স্থাবর জঙ্গম সমুদায় ধারণ করেন ।। ঐ ৭৫।

স্বর্গার্থমুভয়ার্থং বা বিপ্রাণারাধয়েত্তু সঃ।
জাত ব্রাহ্মণশব্দশ্য সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা ।।

শূদ্র স্বর্গার্থ, অথবা স্বর্গ ও স্ববৃত্তি এই উভয় প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের সেবা করিবে। "ব্রাহ্মণ সেবক" এই শব্দটী যে শূদ্রের পক্ষে খ্যাত হয়, তাহাতেই শূদ্র ইহলোকে ও পরলোকে কৃতার্থ হয় ।। ম-সং ১০।১২২।

ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি।
নাস্যাধিকারোধর্ম্মেহস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনং ।।

যথাবিহিত ধর্ম্মকার্য্য না করিলে শূদ্রের কোন পাপ নাই, উহার উপনয়নাদি দ্বিজাতি-সংস্কার নাই, অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যে অধিকার নাই এবং পাক-যজ্ঞাদি কর্ম্মে নিষেধও নাই ।। ঐ ১২৬।

ধর্ম্মেপ্সবস্তু ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাং বৃত্তিমনুষ্ঠিতাঃ।
মন্ত্রবর্জ্জং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তি চ ।।

যে ধর্ম্মজ্ঞ শূদ্র ধর্ম্মপ্রাপ্তি কামনায় দ্বিজাতিগণের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করে, সে পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল নমস্কার মন্ত্র দ্বারা নির্ব্বাহ করিলে কোন প্রত্যবায় নাই বরং তাহাতে সে সুখ্যাতি লাভ করিতে পারে ।। ম-সং ১০।১২৭।

যথা যথা হি সদ্বৃত্তমাতিষ্ঠত্যনসূয়কঃ।
তথা তথেমঞ্চামুঞ্চ লোকংপ্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ ।।

পরগুণানিন্দক শূদ্র যে যে রূপে দ্বিজাতিগণের আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করে, সেই সেই রূপে ইহ লোকে অনিন্দিত হইয়া মান্য হয় এবং পরলোকে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয় ।। ঐ ১২৮।

শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যোধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রোহি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে ।।

শূদ্র ধনার্জ্জনে সমর্থ হইলেও পোষ্যবর্গ প্রতিপালন ও পঞ্চযজ্ঞাদি সাধনোপযুক্তের অধিক ধন সঞ্চয় করিবে না, যেহেতু শাস্ত্রানভিজ্ঞ শূদ্র ধনমদে শুশ্রূষাদি অকরণ দ্বারা ব্রাহ্মণের পীড়ন করিতে পারে ।। ঐ ১২৯।

স্বেভ্যঃ স্বেভ্যস্ত কর্ম্মভ্যশ্চ্যুতা বর্ণাহ্যনাপদি।
পাপান্ সংসৃত্য সংসারান্ প্রেষ্যতাং যান্তি শত্রুষু॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় যদি আপদ ব্যতিরিক্ত কালে পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি নিত্যকর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করে, তবে তাহারা কুৎসিত যোনি প্রাপ্তির পরে জন্মান্তরে শত্রুর দাসত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ম-সং ১২।৭০।

ন যজ্ঞার্থং ধনং শূদ্রাদ্বিপ্রোভিক্ষেত কর্হিচিৎ।
যজমানোহি ভিক্ষিত্বা চাণ্ডালঃ প্রেত্য জায়তে॥

যজ্ঞ নিমিত্ত শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ কদাচ ভিক্ষা করিবেন না, তাহা করিলে ব্রাহ্মণ পরলোকে চণ্ডাল হয়েন, অযাচিত ধনে যজ্ঞ করিলে ক্ষতি নাই॥ ম-সং ১১।২৪।

যজ্ঞার্থমর্থং ভিক্ষিত্বা যোন সর্ব্বংপ্রযচ্ছতি।
স যাতি ভাসতাং বিপ্রঃকাকতাং বা শতংসমাঃ॥

যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞ নিমিত্ত যাচ্ঞা দ্বারা ধন গ্রহণ করিয়া সমুদায় ধন ব্যয় না করেন, তিনি জন্মান্তরে শত বর্ষ পর্য্যন্ত ঐ পাপে শকুন অথবা কাক হয়েন॥ ঐ ২৫।

(অপ্রতিগ্রহের ফল কথন)

প্রতিগ্রহাদ্ যাজনাদ্বা তথৈবাধ্যাপনাদপি।
প্রতিগ্রহঃপ্রত্যবরঃ প্রেত্য বিপ্রস্য গর্হিতঃ॥

ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দিতের অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ, এই তিনের মধ্যে প্রতিগ্রহ অতি নিকৃষ্ট কর্ম্ম॥ ম সং ১০।১০৯।

জপহোমৈরপৈত্যেনো যাজনাধ্যাপনৈঃ কৃতঃ।
প্রতিগ্রহনিমিত্তস্তু ত্যাগেন তপসৈব চ॥

শূদ্রাদির যাজন ও অধ্যাপনে যে পাপ জন্মে, তাহা জপ ও হোমদ্বারা নষ্ট হয়, কিন্তু অসৎ প্রতিগ্রহজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই যে,ঐ প্রতিগ্রহিত দ্রব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাস পয়ঃপান করিবে (১)॥ ঐ ১১১।

---

(১) মহাভারতে লিখিত আছে যে,—"যিনি সাধু ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি অল্প দোষভাগী হন এবং যিনি অসাধুর নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি বহুদোষে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ সাধুর নিকট হউক বা অসাধুর নিকট হউক, প্রতিগ্রহ করিলেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়"। * * * "যে ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারই তপস্যা অক্ষয়। কিন্তু যাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়"। অনুশাসন পর্ব্ব ৯৩ অঃ।" আর, নীচ জাতিকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করাও ব্রাহ্মণের পক্ষে বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে উপদেশ প্রদান করিলে কখনই দূষিত হন না। কিন্তু শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ধর্ম্মের গতি নিতান্ত সূক্ষ্ম, পাপাত্মারা কখনই তাহার অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না। মুনিগণ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগভয়ে বাঙ্নিষ্পত্তিপরাঙ্মুখ হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। লোকে ধার্ম্মিক ও সত্যসরলতাদি গুণযুক্ত হইয়াও একমাত্র দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ দ্বারা ঘোরতর পাপে লিপ্ত হয়। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া অন্যকে উপদেশ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কারণ, উপদিষ্ট ব্যক্তি

প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি নাদত্তে যঃ প্রতিগ্রহং।
যে লোকা দানশীলানাং সতানাপ্নোতি পুষ্কলান্॥

যিনি দান গ্রহণে সমর্থ হইয়াও দান গ্রহণ না করেন, দানশীলদিগের যে সকল লোক লব্ধ হয় তিনিও সেই সকল লোক প্রাপ্ত হয়েন॥

যা-সং ১।২১২।

ন দ্রব্যাণামবিজ্ঞায় বিধিংধর্ম্ম্যং প্রতিগ্রহে।
প্রাজ্ঞঃপ্রতিগ্রহং কুর্য্যাদবসীদন্নপি ক্ষুধা॥

প্রাজ্ঞ লোক ক্ষুধায় অবসন্ন হইলেও দ্রব্যাদির প্রতিগ্রহ বিষয়ক ধর্ম্মবিধান জ্ঞাত না হইয়া কদাচ প্রতিগ্রহ করিবেন না॥

ম-সং ৪।১৮৭।

শয্যাং গৃহান্কুশান্ গন্ধানপঃ পুষ্পং মণীন্দধি।
ধানা মৎস্যান্ পয়োমাংসং শাকঞ্চৈব ন নির্ণুদেৎ॥

শয্যা, গৃহ, কুশ, গন্ধদ্রব্য, জল, পুষ্প, হীরকাদি মণি, দধি, তণ্ডুল, মৎস্য, ক্ষীর, মাংস ও শাক, এই সকল দ্রব্য অযাচিত উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যান করিবে না॥

ঐ ৪।২৫০।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধাদিরূপ পৈত্র্যকর্ম্মের ফলাফল কথন।

(মৃতদেহের দাহাদি সংকার্য্য কথন)

সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চাপি ভুক্ত্বা লোকে যথার্জ্জিতং।
কর্ম্মযোগাত্তদা কশ্চিদ্ব্যাধিরুৎপদ্যতে খগ॥

(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গরুড় মহাশয়কে কহিতেছেন) হে খগ! মনুষ্য ইহলোকে সুকৃত বা দুষ্কৃত যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, সেই সকল ভোগ করিয়া কর্ম্মযোগ বশতঃ তাহাদের ব্যাধি উৎপন্ন হয়॥ গ-পু ২।৫।৪।

যদি দৈবাৎ উপদেষ্টার বাক্যানুসারে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে উপদেষ্টাকে নিশ্চয়ই সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই বিধেয়। ধনলোভ নিবন্ধন উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মক্ষয় হয়। কেহ প্রশ্ন করিলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহাতে ধর্ম্মলাভ হয়, সেইরূপ উপদেশ প্রদান করাই উচিত। নীচ জাতিকে উপদেশ প্রদান করিলে মহাক্লেশ উপস্থিত হয়; অতএব নীচ জাতিকে উপদেশ প্রদান করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে'।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০ অঃ।

নিমিত্তমাত্রঃসর্ব্বেষাং কৃতকর্ম্মানুসারতঃ।
যো যস্য বিহিতো মৃত্যুঃ স তং ধ্রুবমবাপ্নুয়াৎ॥

স্বকৃত কর্ম্মানুসারে মনুষ্যের মৃত্যু সংঘটিত হয়। যাহার যেরূপে মৃত্যু বিহিত হয়, সেই ব্যক্তি সেই রূপে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥

গ-পু ২।৫।৫।

যাবত্তস্য মৃতস্যোহ ন ভূতং চৌর্দ্ধদেহিকং।
বায়ুভূতঃ ক্ষুধাবিষ্টো ভ্রমতে চ দিবানিশং॥

যাবৎ মৃত জীবের ইহলোকে ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য না হয়, তাবৎ সে ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া দিবানিশি বায়ু রূপে ভ্রমণ করিতে থাকে॥

গ-পু ২।৩।১৬।

কৃমিকীটপতঙ্গো বা জায়তে মৃযতেহপি সঃ।
অসদ্গর্ভে বশেৎ সোপি জাতঃ সদ্যো বিনশ্যতি॥

মৃতের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া না হইলে সেই জীব কখন কৃমি, কখন কীট, কখন পতঙ্গ হইয়া উৎপন্ন হয় এবং অল্পকালেই মৃত্যু লাভ করে এবং কখন অসৎ গর্ব্ভে বাস করিয়া জন্ম মাত্রেই বিনাশ পায়॥

ঐ ১৭।

কর্ম্মযোগাত্তদা দেহী মুক্তত্যত্র নিজংবপুঃ।
তদাভূমিগতং কুর্য্যাদ্গোময়েনোপলিপ্য চ॥
তিলান্ দর্ভান্ বিকীর্য্যাথ মুখে স্বর্ণং বিনিক্ষিপেৎ।
তুলসীসন্নিধৌ কৃত্বা শালগ্রামশিলান্তথা॥

যখন মনুষ্য কর্ম্মযোগ বশতঃ দেহ পরিত্যাগ করে, তখন মুমূর্ষুকে ভূতলে স্থাপন করিবে; যে স্থলে তাহাকে স্থাপন করিবে, তাহা গো-ময় দ্বারা লেপন করিয়া তাহাতে তিলবিকিরণপূর্ব্বক দর্ভ আস্তরণ করিয়া সেইমুমূর্ষুর মুখে স্বর্ণ নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে তাহাকে তুলসী-বৃক্ষ ও শালগ্রাম শিলা সন্নিধানে রাখিতে হইবে॥

গ-পু ২।৫।৬—৭।

এবং সামাদিসূক্তৈশ্চ মরণং মুক্তিদায়কং।
শলাকাস্বর্ণবিক্ষেপঃ প্রেতপ্রাণ গৃহেষু চ॥

মরণ সময়ে মুমূর্ষুর নিকট সামাদি সূক্ত পাঠ করিবে। এইরূপে যাহার মৃত্যু হয়, তাহার মুক্তি হইয়া থাকে। অনন্তর প্রেতের দেহে শলাকাকৃতি স্বর্ণ নিক্ষেপ করিতে হইবে॥ ঐ ৮।

একা বক্ত্রে তু দাতব্যাঘ্রাণযুগ্মে তথা পুনঃ।
অক্ষোশ্চ কর্ণয়োশ্চৈব দ্বেদ্বে দেয়ে যথাক্রমং॥
অথলিঙ্গে তথা চৈকা চৈকাব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষিপেৎ।
করযুগ্মে চ কণ্ঠে চ তুলসীঞ্চ প্রদাপয়েৎ॥

মুখে এক, নাসিকাদ্বয়ে দুই, চক্ষু-দ্বয়ে দুই ও কর্ণদ্বয়ে দুই খণ্ড সুবর্ণ নিক্ষেপ করিয়া লিঙ্গে এক, ব্রহ্মরন্ধ্রে এক ও করযুগলে দুইটী তুলসী নিক্ষেপ করিবে॥ ঐ ৯—১০।

বস্ত্রযুগ্মঞ্চ দাতব্যং কুঙ্কুমৈশ্চাক্ষতৈর্যজেৎ।
পুষ্পমালাযুতং কুর্য্যাদন্যদ্বারেণ সন্নয়েৎ॥

পরে সেই প্রেতকে বস্ত্রযুগল

পরিধাপন করিয়া কুঙ্কুমদ্বারা তাহার দেহ অনুলিপ্ত করিবে এবং পুষ্প-মাল্যদ্বারা বিভূষিত করিয়া সকলে বহন করিয়া অন্য দ্বার দিয়া লইয়া যাইবে ।। গ-পু ২।৫।১১।

পুত্রস্তু বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং বিপ্রস্তু পুরবাসিভিঃ।
পিতুঃপ্রেতগতং পুরঃ স্কন্ধমারোপ্য বান্ধবৈঃ ॥

পরে পুত্র, বান্ধব,ব্রাহ্মণ ও পুরো-বাসীদিগের সহিত পিতার সেই মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবে ঐ ১২।

গত্বা শ্মশানদেশেতু প্রাঙ্মুখঞ্চোত্তরা মুখং।
অদগ্ধপূর্ব্বা যা ভূমিশ্চিতাস্তত্রৈব কারয়েৎ ।।

অনন্তর শ্মশানস্থানে গমন করিয়া পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখে প্রেতকে স্থাপন করিতে হইবে। যে স্থানে কখনও মৃতদাহ হয় নাই, সেই স্থানে চিতা প্রস্তুত করিবে ।। ঐ ১৩।

শ্রীখণ্ডতুলসীকাষ্ঠসমিৎ পালাশসম্ভবাং।
এবং সামাদি সূক্তৈশ্চ মরণং মুক্তিদায়কং ।।

পরে চন্দন, তুলসী ও পলাশ-কাষ্ঠের অগ্নিতে সামাদিসূক্ত পাঠ করিয়া দাহ করিবে। এইরূপ মরণ নিশ্চয় প্রেতের মুক্তিদায়ক হয় ।। ঐ ১৪।

মৃতস্থানে তথাদ্বারে চত্বরে তার্ক্ষ্যকারয়েৎ।
বিশ্রামে কাষ্ঠচয়নে তথা সঞ্চয়নে চ ষট্ ।।

মরণ স্থানে,মৃতব্যক্তির দ্বারদেশে, চত্বরে, বিশ্রামস্থানে, কাষ্ঠচয়ন-প্রদেশে ও মৃতের স্থাপন ভূমিতে, এই ছয় স্থানে ছয় পিণ্ড দিতে হইবে ।। গ-পু ২।৫।৩০।

সংমৃজ্য চোপলিপ্যাথ উল্লিখ্যোদ্ধৃত্য বেদিকাং।
অভ্যুক্ষ্যীয় সমাধায় বহ্নিস্তত্র বিধানতঃ ।।

তদনন্তর চিতাবেদী প্রস্তুত করিয়া তাহা মার্জ্জন ও লেপন করিতে হইবে। অনন্তর তাহা অভ্যুক্ষণ করিয়া তাহাতে প্রেতকে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে বিধি অনুসারে অগ্নি প্রদান করিবে ।। ঐ ৪২।

অর্দ্ধদেহে তথা দগ্ধে দদ্যাদাজ্যাহুতিস্ততঃ।
লোমভ্যস্ত্বনুবাক্যেন কুর্য্যাদ্ধোমং যথাবিধি ।।

সেই দেহ অর্দ্ধ দগ্ধ হইলে তাহাতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। প্রথমত লোম হইতে আরম্ভ করিয়া যথাবিধি শরীর হোম করিবে ।। ঐ ৪৫।

রোদিতব্যং ততোগাঢ়ং এবং তস্য সুখংভবেৎ
দাহস্যানন্তরে তত্র কৃত্বা সঞ্চয়নক্রিয়াং ।।

দাহ কার্য্য সমাপনান্তর পুত্র গাঢ়-রূপে রোদন করিবে। এইরূপ করি-লেই প্রেতের সুখ বৃদ্ধি হইয়া থাকে দাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া অস্থি সঞ্চয়নাদি কার্য্য করিতে হইবে ।। ঐ ৫০।

প্রেতপিণ্ডং প্রদদ্যাচ্চ দাহার্ত্তিশমনংখগ।
তেন দূতাঃ প্রতীক্ষন্তে তংপ্রেতং বান্ধবার্থিনং ।।

দদ্যাদনন্তরং কার্য্যং পুত্রৈঃ স্নানং সচেলকং।
তিলোদকংততো দদ্যান্নামগোত্রেণ চাশ্মনি ॥

হে খগ! প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিলে তাহার দাহজনিত ক্লেশ শান্তি হয়। এই নিমিত্ত যমদূতগণ অপেক্ষা করিয়া থাকে। অতএব বন্ধুগণ বান্ধবার্থী প্রেতকে পিণ্ড প্রদান করিবে। পরে পুত্র বস্ত্র সহিত স্নান করিবে এবং প্রেতের নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া পাষাণোপরি তিলোদক প্রদান করিবে ॥

গ-পু ২।৫।৫১-৫২।

ততো জনপদৈঃ সর্ব্বৈর্দ্দাতব্যা করতাড়নী।
বিষ্ণুঃবিষ্ণুরিতি ক্রয়াৎ গুণৈঃ প্রেতমুদীরয়েৎ।

অনন্তর গ্রামবাসী সকল করতালী দিয়া বিষ্ণু বিষ্ণু বলিয়া হরিনাম স্মরণ পূর্ব্বক প্রেতের গুণানুকীর্ত্তন করিবে ॥ ঐ ৫৩।

জনাঃ সর্ব্বে সমাস্তস্য গৃহমাগত্য সর্ব্বশঃ।
দ্বারস্থ দক্ষিণে ভাগে গোময়ং গৌরসর্ষপান্ ॥
নিধায় বরুণন্দেবমন্তর্দ্ধায় স্ববেশ্মনি।
ভক্ষয়েন্নিম্বপত্রাণি ঘৃতং প্রাশ্য গৃহং ব্রজেৎ ॥

পরে জন সকল গৃহে আগমন করিয়া দ্বারদেশের দক্ষিণ ভাগে গোময়, শ্বেত সর্ষপ স্থাপন পূর্ব্বক গৃহে উপবেসন করিয়া মনে মনে বরুণ দেবকে ধ্যানকরিবে। অনন্তর নিম্বপত্র ভক্ষণ করিয়া ঘৃতপ্রাশন পূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিবে। ঐ ৫৪-৫৫

কেচিদ্দুগ্ধেন সিঞ্চন্তি চিতাস্থানং খগেশ্বর।
অশ্রুপাতং ন কুর্ব্বীত দত্বা চাথ জলাঞ্জলিং ॥

হে খগেশ্বর! তৎপরে কতিপয় বন্ধু দুগ্ধ দ্বারা চিতাসেচন করিবে। প্রেতের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে, কিন্তু কেহই অশ্রুপাত করিবেনা ॥ গ-পু ২।৫।৫৬।

শ্লেষ্মাশ্রু বান্ধবৈর্ম্মুক্তং প্রেতো ভুঙ্ক্তে যতোঽবশঃ।
অতো ন রোদিতব্যংহি ক্রিয়া কার্য্যা স্বশক্তিতঃ ॥

বন্ধুগণ রোদন করিয়া শ্লেষ্মা ও অশ্রুপাত করিলে সেই শ্লেষ্মা ও অশ্রু প্রেত ভক্ষণ করে, অতএব প্রেতের নিমিত্ত রোদন করিবে না, স্বীয় শক্তি অনুসারে যথাবিধি তাহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য করিতে হইবে ॥ ঐ ৫৭।

দুগ্ধঞ্চ মৃণ্ময়ে পাত্রে তোয়ং দদ্যাদ্দিনত্রয়ং।
সূর্য্যেঽস্তমাগতে তার্ক্ষ্য বলভ্যাঞ্চত্বরে তথা ॥

পরে সূর্য্যাস্তগমন সময়ে মৃৎপাত্রে দুগ্ধ ও জল প্রদান করিবে। হে তার্ক্ষ্য! এই রূপে তিন দিবস চত্বর স্থানে প্রেতের নিমিত্ত প্রদান করিতে হইবে ॥ ঐ ৫৮।

বদ্ধঃ সংমূঢ়হৃদয়ো দেহমিচ্ছন্ কৃতাম্বগঃ।
শ্মশানঞ্চত্বরং গেহং বীক্ষন্ বায়্যোঽস নীয়তে ॥

সংসারবদ্ধ মূঢ়হৃদয় ব্যক্তিরা পুনর্ব্বার দেহ ইচ্ছা করত শ্মশান, চত্বর

ও গৃহ দর্শন করিতে করিতে যমদূত কর্ত্তৃক নীত হয়॥ গ-পু ২।৫।৫৯।

গর্ত্তপিণ্ডান্ দশাহানি প্রদদ্যাচ্চ দিনে দিনে।
জলাঞ্জল্যঃ প্রদাতব্যাঃ প্রেতমুদ্দিশ্য প্রত্যহং॥

মরণের পর দশাহ পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ড ও জলাঞ্জলি প্রদান করিবে॥ গ-পু ২।৫।৬০।

তাবদ্বৃদ্ধিশ্চ কর্ত্তব্যা যাবৎ পিণ্ডং দশাহ্নিকং।
পুত্রেণ হি ক্রিয়া কার্য্যা ভার্য্যয়া তদভাবতঃ॥

দশাহ পর্য্যন্ত পিণ্ডপ্রদান করিয়া এক এক অঞ্জলি বৃদ্ধি করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রথম দিবসে এক অঞ্জলি, দ্বিতীয় দিবসে দুই অঞ্জলি এবং তৃতীয় দিবসে তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। পুত্র এইরূপ কার্য্য করিবে, পুত্রাভাবে ভার্য্যাই উক্ত কার্য্যের অধিকারিণী॥ ঐ ৬১।

তদভাবে চ শিষ্যেণ শিষ্যাভাবে সহোদরঃ।
শ্মশানে চান্যতীর্থে বা জলং পিণ্ডঞ্চ দাপয়েৎ॥

ভার্য্যাভাবে শিষ্য এবং শিষ্যাভাবে সহোদরই প্রেতের কার্য্য করিবে। শ্মশানে অথবা অন্য তীর্থে জল ও পিণ্ডপ্রদান করিবে॥ ঐ ৬২

ওদনানি চ সক্তূংশ্চ শাকমূলফলাদি বা।
প্রথমেঽহনি যদ্দদ্যাত্তদ্দদ্যাদুত্তরেঽহনি॥

অন্ন, সক্তু (ছাতু) শাক, মূল, অথবা ফল প্রদান করিবে। প্রথম দিবসে যেরূপ দিবে, দ্বিতীয়াদি দিবসেও সেইরূপ দিতে হইবে॥

গ-পু ২।৫।৬৩।

দিনানি দশপিণ্ডানি কুর্ব্বীতাত্র সুতাদয়ঃ।
প্রত্যহস্তে বিভজ্যন্তে চতুর্ভাগৈঃ খগোত্তম॥
ভাগদ্বয়ন্ত দেহার্থে প্রীতিদং ভূতপঞ্চকং।
তৃতীয়ং যমদূতানাঞ্চতুর্থেনোপজীবতি॥

পুত্রাদিরা দশ দিন প্রত্যহ পিণ্ডদান করিবে। হে খগেশ্বর! সেই পিণ্ড পুত্রাদিরা চতুর্ভাগে বিভক্ত করিবে। তাহার ভাগদ্বয় দেহপ্রাপ্তি ও ভূতগণের নিমিত্ত, তৃতীয় ভাগ যমদূতের নিমিত্ত এবং চতুর্থ ভাগ আপন উপজীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত হইবে॥ ঐ ৬৪-৬৫

অহোরাত্রৈস্তু নবভিঃ প্রেতো নিষ্পত্তিমাপ্নুয়াৎ
জন্তোর্নিষ্পন্নদেহস্য দশমে তু ভবেৎ ক্ষুধা॥

নয় দিবস ও নয় রাত্রিতে প্রেতের দেহনিষ্পত্তি হয়। এইরূপে দেহ নিষ্পন্ন হইলে দশম দিবসে জন্তুর ক্ষুধা সমুৎপন্ন হয়॥ ঐ ৬৬।

দগ্ধে দেহে পুনর্দ্দেহংপ্রাপ্নোত্যেব খগেশ্বর
প্রথমেঽহনি যঃ পিণ্ডস্তেন মূর্দ্ধা প্রজায়তে

মনুষ্যের মরণের পর দেহ দগ্ধ হইলেই তাহার দেহান্তর প্রাপ্তি হয় হে খগেশ্বর! প্রথম দিবসে যে পিণ্ড প্রদান করা যায়, তাহাতে মূর্দ্ধা (মস্তক) উৎপন্ন হয়॥ ঐ ৬৮।

গ্রীবাস্কন্ধৌ দ্বিতীয়ে তু তৃতীয়ে হৃদয়ন্তবেৎ ।
চতুর্থেহহ্নি ভবেৎ পাণির্নাভির্বৈ পঞ্চমে তথা ॥

দ্বিতীয় দিবসের পিণ্ড হইতে গ্রীবা ও স্কন্ধ, তৃতীয় পিণ্ডে হৃদয়দেশ, চতুর্থ দিবসীয় পিণ্ড হইতে হস্ত এবং পঞ্চম দিবসের পিণ্ড হইতে নাভি উৎপন্ন হয় ॥ গ-পু ২।৫।৬৯।

ষষ্ঠে চ সপ্তমে চৈব কটির্গুহ্যং প্রজায়তে ।
ঊরু চাষ্টমকে চৈব জান্বজ্ঘ্রী নবমে তথা ॥

ষষ্ঠ দিনের পিণ্ড হইতে কটি এবং সপ্তম দিবসীয় পিণ্ড হইতে গুহ্য হইয়া থাকে। অষ্টম দিবসের পিণ্ড হইতে ঊরুদ্বয় এবং নবম দিবসের পিণ্ড হইতে জানু ও চরণদ্বয় উৎপন্ন হয় ॥ ঐ ৭০।

নবভির্দেহমাসাদ্য দশমেহহ্নি ভবেৎ ক্ষুধা ।
দেহভূতঃ ক্ষুধাবিষ্টো গৃহদ্বারে স তিষ্ঠতি ॥

মৃত ব্যক্তি উক্তরূপে নব পিণ্ড দ্বারা দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং দশম দিবসে তাহার ক্ষুধা হয়। অনন্তর সেই জীব দেহধারী ও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া দ্বারদেশে বর্ত্তমান থাকে ॥ ঐ ৭১।

দশমেহহনি যঃ পিণ্ডস্তন্দদ্যাদামিষেণ তু ।
যতো দেহঃ সমুৎপন্নঃ প্রেতস্তীব্রক্ষুধান্বিতঃ ॥

দশম দিবসে যে পিণ্ড প্রদান করিবে, তাহা আমিষ সহযোগে দিতে হইবে। যেহেতু দেহ সমুৎপন্ন হয়, অতএব তাহার তীব্র ক্ষুধা হইয়া থাকে ॥ গ-পু ২।৫।৭২।

অতস্ত্বামিষবাহ্যস্ত ক্ষুধা তস্য ন নশ্যতি ।
একাদশাহং দ্বাদশাহং প্রেতো ভুঙ্‌ক্তে দিনদ্বয়ং ॥

আমিষ ভিন্ন পিণ্ড প্রদান করিলে প্রেতের ক্ষুধা বিনাশ পায় না। একাদশাহ ও দ্বাদশাহ এই দুই দিবসেই প্রেত ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ঐ ৭৩।

পরিত্যজ্য তদাত্মানং জীর্ণত্বচমিবোরগঃ ।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষো বায়ুভূতঃ ক্ষুধার্দ্দিতঃ ॥
তস্মাদ্দেয়ানি দানানি মৃতে তস্মিন্ সুনিশ্চিতঃ ।
জন্মতঃ পঞ্চবর্ষাণি ভুঙ্‌ক্তে দত্তমসংস্কৃতং ॥

যেমন সর্পগণ জীর্ণ চর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জীব দেহ পরিত্যাগ করিয়া বায়ুরূপী অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাকে। অতএব মরণের পর তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তির নিমিত্ত বিবিধ দান করিতে হইবে। জন্মাবধি পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত প্রদত্ত অসংস্কৃত বস্তু ভোজন করে ॥ গ-পু ২।১৫।১৪-১৫।

পঞ্চবর্ষাধিকে বালে বিপত্তির্যদি জায়তে ।
বৃষোৎসর্গাদিকং কর্ম্ম সপিণ্ডীকরণন্বিনা ॥

পঞ্চবর্ষাধিক বালকের মরণ হইলে সপিণ্ডীকরণ ব্যতিরেকে বৃষোৎ-

সর্গাদি সমস্ত কার্য্য করিবে॥

গ-পু ২।১৫।১৬।

অহন্যেকাদশে পুত্রঃ কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধানি ষোড়শ।
উদকুম্ভপ্রদানঞ্চ অন্যদানানি যানি চ॥

একাদশাহে পুত্র ষোড়শ-শ্রাদ্ধ করিবে এবং জলকুম্ভ প্রদান ও অন্যান্য দান সকলও করিতে হইবে॥ ঐ ১৭।

ভোজনানি দ্বিজে দদ্যান্মহাদানানি শক্তিতঃ।
দীপদানানি যৎকিঞ্চিৎ পঞ্চবর্ষাধিকে সদা॥

শ্রাদ্ধ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন ও যথাশক্তি মহাদানাদি করিবে। আর পঞ্চবর্ষাধিক বয়স্ক বালকের মরণে দীপ প্রদান করাও বিধেয়॥ ঐ ১৮।

স্ত্রীণামপি বিশেষেণ পঞ্চবর্ষাধিকে শিশৌ।
বৃষোৎসর্গাদিকং কর্ম্ম প্রেতত্ববিনিবৃত্তয়ে॥

স্ত্রীগণের ও পঞ্চবর্ষাধিক বয়স্ক বালকেরও প্রেতত্বমুক্তির নিমিত্ত বিশেষরূপে বৃষোৎসর্গাদি ক্রিয়া করিবে॥ গ-পু ২।৩।৩।

জীবন্ বাপি মৃতো বাপি বৃষোৎসর্গং করোতি যঃ।
প্রেতত্বং ন ভবেত্তস্য বিনা দানৈর্ব্বিনা মখৈঃ॥

বৃষোৎসর্গ ব্যতিরেকে অবনীতলে অন্য কোন উৎকৃষ্ট ক্রিয়া নাই, যাহা দ্বারা প্রেতত্ব পরিহার হইতে পারে। বাঁচিয়া থাকিয়া যে বৃষোৎসর্গ করে, অথবা মৃত হইলে যাহার উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ হয়, দান যজ্ঞাদি না করিলেও তাহাদের প্রেতত্ব পরিহার হয়॥ গ-পু ২।৩।৪।

অকৃত্বা তু বৃষোৎসর্গং কুরুতে পিণ্ডপাতনং।
নোপতিষ্ঠতি তচ্ছ্রেয়ো দত্তং প্রেতস্য নিষ্ফলং॥

বৃষোৎসর্গ না করিয়া প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে তাহাতে কোন ফল হয় না এবং প্রদত্ত পিণ্ডও প্রেতের পক্ষে নিষ্ফল হয়॥ ঐ ৬।

অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রস্য জননঞ্চরেৎ।

যদি বল, যাহার পুত্রাদি কেহই না থাকে, তাহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য কি প্রকারে হইতে পারে? তাহার উত্তর দিতেছেন যে, অপুত্রের গতি নাই, তাহার স্বর্গ হয় না; অতএব যে কোন উপায়ে পুত্রোৎপাদন করিবে॥ ঐ ১০।

সপুত্রো বা হ্যপুত্রো বা নরো নারী পতিস্তথা।
জীবন্নেব স্বয়ং কুর্য্যান্মৃতো হ্যক্ষয়মাপ্নুয়াৎ॥

অপুত্র, সপুত্র, নর, নারী অথবা পতি আপনার জীবন কালে স্বয়ং বৃষোৎসর্গ ক্রিয়া করিবে, এইরূপ করিলে মৃত হইয়া নিশ্চয়ই অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হইবে॥ ঐ ১১।

যানি কানি চ দানানি স্বয়ং দত্তানি মানবৈঃ।
তানি তানি চ সর্ব্বাণি হ্যপতিষ্ঠন্তি চাগ্রতঃ ॥

মানবগণ স্বয়ং অথবা প্রেতের উর্দ্দেশে যে কোন দানদ্রব্য প্রদান করিয়াছে, তৎসমস্তই মৃতের অগ্রে উপস্থিত হয় ॥ গ-পু ২।৩।১২।

ব্যঞ্জনানি বিচিত্রাণি ভক্ষ্যভোজ্যানি যানি চ।
স্বয়ং হস্তেন দত্তানি দেহান্তে চাক্ষয়ং ফলং ॥

বিবিধ ব্যঞ্জন, ভক্ষ্য, ভোজ্য যাহা কিছু স্বহস্তে দান করিয়াছে, মরণান্তে তাহার অক্ষয় ফল ভোগ করিতে পারে ॥ ঐ ১৩।

গোভূহিরণ্যবাসাংসি ভোজনানি পদানি চ।
যত্র যত্র বসেজ্জন্তুস্তত্র তত্রোপতিষ্ঠতি ॥

গো, ভূমি, হিরণ্য, বস্ত্র, ভোজন ও আসন এই সকল দান করিলে জন্তুগণ যে যে স্থানে বাস করে, সেই সেই স্থানে স্বয়ং উপস্থিত হয় (১) ॥ ঐ ১৪।

একা গৌ স্বস্থচিত্তস্য হ্যস্বস্থস্য চ গোশতং।
সহস্রং ম্রিয়মাণস্য দত্তং চিত্তবিবর্জ্জিতং ॥

মৃতস্যৈব পুনর্লক্ষং বিধিহীনঞ্চ নিষ্ফলং।
তীর্থপাত্রসমাযোগ্যদেকা বৈ লক্ষপুণ্যদা ॥

স্বস্থচিত্ত ব্যক্তির এক গোদান, অস্বস্থের শত ও ম্রিয়মাণ অজ্ঞানীর সহস্র গোদানের এবং মৃতের লক্ষ গোদানের সমান। বিধিহীন দান নিষ্ফল জানিবে এবং তীর্থে ও সৎপাত্রে এক গোদান করিলে লক্ষ গোদানের সমতুল্য পুণ্য লাভ হয় ॥ গ-পু-২।৪।২-৩।

পাত্রে দত্তং খগশ্রেষ্ঠ হ্যহন্যহনি বর্দ্ধতে।
দাতুর্দ্দানমপাপায় জ্ঞানিনাং ন প্রতিগ্রহঃ।
বিবশীতাপহৌ মন্ত্রংবহ্নিঃকিং দোষভাজিনৌ ॥

হে খগশ্রেষ্ঠ! সৎপাত্রে যে দান করা যায়, তাহার ফল দিন দিন

(১) পদ্মপুরাণে কথিত আছে যে,—"পিতা মাতা যদি স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে মরণোত্তর দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পুত্রাদির প্রদত্ত অন্নাদি সেই দেবভোজ্য অমৃত স্বরূপ হইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। অপর, পিতৃগণ স্বীয় প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে যদি দানব-যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সন্তানগণ পিত্রাদির উদ্দেশে যে হব্য ও কব্য সমস্ত দান করেন, তাহা দানবাদির উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রীরূপে ঐ দানব যোনি প্রাপ্ত পিতৃলোকের সমীপে উপস্থিত হয়। পিতা মাতা যদি কর্ম্মানুসারে দৈবাৎ পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাহইলে পিত্রাদির প্রদত্ত হব্য কব্য পশুখাদ্য তৃণ স্বরূপ হইয়া উঁহাদের ভোগ্য হয়। হে কৌরব প্রবর! এই লোক মধ্যে কাহার রতিশক্তি, কোন ব্যক্তির অতি সুন্দরী রমণী, কোন ব্যক্তির অপরিমিত উত্তম ভোজ্য দ্রব্য এবং দানশক্তি ও ঐশ্বর্য্যাদি যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এ সমস্তই সন্তানাদির প্রদত্ত শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য পরিণাম ফল মাত্র। এইরূপ ভোগ শ্রাদ্ধপুষ্প বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং জীবের ব্রহ্মলাভ শ্রাদ্ধফল বলিয়া অবধারিত আছে। সন্তানদিগের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া ফলেই লোক মধ্যে কেহ দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট, কেহ বহু পুত্রসমন্বিত, কেহ বা অতিশয় বিদ্বান্, এবং কেহ বা লোক-গণের রাজা হইয়া থাকেন"॥

সৃষ্টি খণ্ড ১০অ-৩৩—৩৮।

বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পাপশুদ্ধির নিমিত্ত দাতা ব্যক্তি দান করিয়া থাকেন, জ্ঞানীগণ ঐ প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করিলে প্রতিগ্রহজনিত পাপভাগী হন না। মন্ত্র বিষ বিনাশ করে, বহ্নি শীত বিনাশ করে, তাহাতে মন্ত্র ও বহ্নি উহারা কখন দোষভাগী হয় না॥ গ-পু ২।৪।৪।

দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমিত্তেষু বিশেষতঃ।
নাপাত্রে বিদুষা কিঞ্চিদাত্মনঃ শ্রেয়-ইচ্ছতা॥

দাতা ব্যক্তি প্রত্যহ সৎপাত্রে বিশেষত অক্ষয়াদি পুণ্যপ্রদ দিবসে দান করিবে। আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী বুধগণ কখনও অপাত্রে কিছু দান করিবেন না॥ ঐ ৫।

অপাত্রে সা চ গৌর্দ্দত্তা দাতারং নরকং নয়েৎ।
কুলৈকবিংশতিযুতং গৃহীতারঞ্চ পাতয়েৎ।
দেহান্তরং যদা বাপ্য স্বহস্তসুকৃতঞ্চ যৎ॥

অপাত্রে গো দান করিলে ঐ গো দাতা ও গৃহীতাকে এক বিংশতি কুলের সহিত নরকে পাতিত করিয়া রাখে এবং দাতা দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং যে কিছু সুকৃতি সঞ্চয় করে, তাহাও বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ঐ ৬।

ধনং ভূমিগতং যদ্বৎ স্বহস্তেন নিবেশিতং।
তদ্বৎফলমবাপ্নোতি হ্যহং বচ্মি খগেশ্বর॥

স্বহস্তে ধন ভূমিতে নিহিত করিলে যে ফল, অপাত্রে দান করিয়া ধনদ ব্যক্তিও সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। হে খগেশ্বর! আমি তোমাকে এই যথার্থ তত্ত্ব কহিলাম॥ গ-পু ২।৪।৭।

অপুত্রোপি বিশেষণ ক্রিয়াঞ্চৈবৌর্দ্ধদেহিকীঃ
প্রকুর্য্যান্মোক্ষকামশ্চ নির্দ্ধনশ্চ বিশেষতঃ॥

অপুত্রক বিশেষতঃ প্রেতত্ব-মোক্ষকামী নির্ধন ব্যক্তি স্বয়ং জীবদবস্থায় ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিবে, তাহা হইলে মরণান্তে তাহার প্রেতত্ব পরিহার হয়॥ ঐ ৮।

তস্মাৎ সর্ব্বং প্রকুর্ব্বীত চঞ্চলে জীবিতে সতি।
গৃহীতদানপাথেয়ঃসুখং যাতি মহাধ্বনি॥

সকলেরই জীবন চঞ্চল, অতএব দানাদি সৎকার্য্য করিবে। ঐ দানাদি জনিত পাথেয় গ্রহণ করিয়া মহাপথে গমন করিতে পারে, অর্থাৎ পুণ্য সম্বল থাকিলে পরলোক গমনে কোন ক্লেশ হইতে পারে না॥ ঐ ১১

অন্যথা ক্লিশ্যতে জন্তুঃ পাথেয়রহিতঃ পথি।
এবংজ্ঞাত্বা খগশ্রেষ্ঠ বৃষযজ্ঞং সমাচরেৎ॥

জন্তুগণ পাথেয় বর্জ্জিত হইয়া গমন করিলে ক্লেশ পায়। হে খগেশ্বর! এইরূপ জানিয়া নরগণ বৃষযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে॥ ঐ ১২

অকৃত্বা ম্রিয়তে যস্তু সপুত্রোপি ন মুক্তিভাক্ ॥
অপুত্রোপি হি যঃ কুর্য্যাৎ সুখং যাতি মহাপথে।

বৃষোৎসর্গ ক্রিয়া না করিয়া যাহার মৃত্যু হয়, সে সপুত্র হইলেও প্রেতত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। আর অপুত্র হইয়াও যে ক্রিয়া করে, সে মহাপথে সুখে গমন করে ॥ গ-পু ২।৪।১৩।

সর্ব্বেষামেব যজ্ঞানাং বৃষযজ্ঞস্তথোত্তমঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৃষযজ্ঞং সমাচরেৎ ॥

সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞ মধ্যে বৃষযজ্ঞ উত্তম, অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে বৃষযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ঐ ১৫।

স্বর্গং মোক্ষঞ্চ নরকং যান্তি চ প্রাণিনস্তথা।
স্বর্গস্থনরকস্থানাং শ্রাদ্ধৈরাপ্যায়নম্ভবেৎ।
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধানি কুর্ব্বীত বিবিধানি বিচক্ষণঃ ॥

প্রাণীসমূহ, স্বর্গ, মোক্ষ অথবা নরক ভোগ করে; তাহাদিগের মধ্যে যাহারা স্বর্গস্থ ও নরকস্থ, শ্রাদ্ধ দ্বারা তাহাদিগের তৃপ্তি হইয়া থাকে; অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশে বিবিধ শ্রাদ্ধ করিবেন ॥ গ-পু ২।২০।৩০।

সপিণ্ডীকরণাদর্ব্বাক্কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধানি ষোড়শ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু পদদানানি দাপয়েৎ ॥

আদ্য, একোদ্দিষ্ট, চতুর্দ্দশ মাসিক ও সপিণ্ডীকরণ,এই ষোড়শ-শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন সমাপন পূর্ব্বক দান করা কর্ত্তব্য ॥

গ-পু ২।৪।৩৪।

ভবসাগরমগ্নানাং শোকতাপোর্ম্মিদুঃখিনাং।
ধর্ম্মপ্লববিহীনানাং তারকো হি জনার্দ্দনঃ ॥

শোকতাপরূপ তরঙ্গগণে সমাকুল, ধর্ম্মরূপ প্লববিহীন ভবসাগর-নিমগ্ন জনগণের তারণকর্ত্তা একমাত্র জনার্দ্দন আছেন; অতএব তাঁহার উদ্দেশে দানাদি করিবে ॥

ঐ ৩৮।

তিলং লৌহং হিরণ্যঞ্চ কার্পাসং লবণং তথা।
সপ্তধান্যং ক্ষিতির্গাব একৈকং পাবনং স্মৃতং ॥

তিল, লৌহ, হিরণ্য, কার্পাস, লবণ, সপ্তধান্য, ক্ষিতি ও গো, ইহাদের প্রত্যেকেই পবিত্র বস্তু ॥

ঐ ৩৯।

তিলপাত্রাণি কুর্ব্বীত শয্যাদানঞ্চ কারয়েৎ।
দীনানাথবিশিষ্টেভ্যো দদ্যাচ্ছক্ত্যা চ দক্ষিণাং

শ্রাদ্ধে তিলপাত্র ও শয্যা দান করিবে। দীন, অনাথ ও সাধুগণকে যথা শক্তি দক্ষিণা দান করা কর্ত্তব্য ॥ ঐ ৪০।

দেয়মেতন্মহাদানং প্রেতোদ্ধারণ হেতবে।
রুদ্রলোকে চিরংবাসস্ততো রাজা ভবেদিহ ॥

প্রেতের উদ্ধারের নিমিত্ত এই মহাদান করিলে প্রেতের মুক্তি হইয়া

থাকে এবং দাতা চিরকাল রুদ্র লোকে বাস করিয়া রাজকুলে জন্ম-গ্রহণ করে ॥ গ-পু ২।২০।৩।

রূপবান্ সুভগো বাগ্মী শ্রীমানতুলবিক্রমঃ।
বিহায় যমলোকংসঃস্বর্গং তার্ক্ষ্যপ্রগচ্ছতি ॥

যে ব্যক্তি মহাদান করে, সে রূপবান্, সৌভাগ্যশালী, বাগ্মী, শ্রীমান্ ও অতুলবীর্য্যশালী হয় এবং সে ব্যক্তি যমলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করে ॥

ঐ ৪।

তিলাংশ্চ গাং ক্ষিতিং হেম যো দদাতি দ্বিজোত্তমে।
তস্য জন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥

যে ব্যক্তি তিল, গো, ভূমি ও সুবর্ণ এই সকল ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহার জন্মার্জ্জিত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় ॥

ঐ ৫।

তিলাগাবো মহাদানং মহাপাতকনাশনং।
তদ্দ্বয়ংদীয়তে বিপ্রে নান্যবর্ণে কদাচনং ॥

তিলদান ও গোদান এই সকলই মহাদান। উক্ত মহাদান মহাপাপ সকল নাশ করে। উক্ত উভয় দান কেবল ব্রাহ্মণকে দিবে, কদাচ অন্য বর্ণকে দিবে না ॥

ঐ ৬।

কল্পিতং দীয়তে বিপ্রে তিলা গাবশ্চ মেদিনী।
অন্যেষু নৈব বর্ণেষু পোষ্যবর্গে কদাচন ॥

তিল, গো ও ভূমি এই সকল কল্পনা করিয়া ব্রাহ্মণকেই দিতে হইবে; পোষ্যবর্গ বা অন্য কোন বর্ণকে ঐ সকল মহাদান করিবে না ॥

গ-পু ২।২০।৭।

গর্ভে নষ্টে ক্রিয়া নাস্তি দুগ্ধন্দেয়ং শিশৌ মৃতে।
ঘটাংশ্চ পায়সং ক্ষীরং দদ্যাদ্বালবিপত্তিতঃ ॥

গর্ভ নষ্ট হইলে কোনরূপ ক্রিয়া নাই এবং শিশুর মরণ হইলে জল-পূর্ণ ঘট, পায়স ও দুগ্ধ প্রদান করিবে ॥ গ-পু ২।১৫।৪।

একাদশাহে দ্বাদশাহে বৃষোৎ সর্গবিধিম্বিনা।
মহাদানবিহীনন্তু কুমারে কৃত্যমাচরেৎ ॥

কৌমারাবস্থায় মৃত্যু হইলে একাদশাহে অথবা দ্বাদশাহে বৃষোৎসর্গ ও মহাদান ব্যতিরেকে অন্যান্য কার্য্য করিবে ॥ ঐ ৫।

কুমারাণাঞ্চবালানাং ভোজনং বস্ত্রবেষ্টনং।
বালে বা তরুণে বৃদ্ধে ঘটো ভবতি দেহিনাং ॥

কুমার ও বালকের ভোজন বস্ত্র-বেষ্টন করিয়া দিতে হইবে। বালক, বৃদ্ধ কিম্বা তরুণ দেহীর ঘটই ভোজন হয় ॥ ঐ ৬।

ভূমৌ নিক্ষেপণং বালস্যাবর্ষদ্বয়মেব চ।
ততঃপরং খগশ্রেষ্ঠ দেহদাহো বিধীয়তে ॥

দুই বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্ক বালকের মৃত্যু

হইলে, তাহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। হে খগবর! দুই বর্ষ বয়ক্রমের পরেই মনুষ্যের দেহ দাহ করিবে।। গ-পু ২।১৫।৭।

শিশুরাদন্তজননাদ্বালঃ স্যাদ্‌যাবদাশিখঃ।
কথ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু কুমারো মৌঞ্জিবন্ধনাৎ।।

সর্ব্ব শাস্ত্রেই কথিত আছে যে, দন্তজনন পর্য্যন্তই শিশু, শিখোৎপত্তি পর্য্যন্ত বালক এবং উপনয়ন পর্য্যন্ত কুমার।। ঐ ৮।

মৃতো হি পঞ্চমে বর্ষে অব্রতঃ সব্রতোপি বা।
পূর্ব্বোক্তমেব কর্ত্তব্যমীহতে দশপিণ্ডকং।।

পঞ্চম বর্ষেতে অনুপনীত কিম্বা উপনীতের মৃত্যু হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধানে কার্য্য করিবে। এইরূপ ব্যক্তি দশপিণ্ড জন্য ভোজন ইচ্ছা করে।। ঐ ৯।

স্বল্পকর্ম্মপ্রসঙ্গাচ্চ স্বল্পাদ্বিষয়বন্ধনাৎ।
স্বল্পে বপুষি বাসাচ্চ ক্রিয়াংস্বল্পামপীচ্ছতি।।

যে অল্পকর্ম্মপ্রসঙ্গী, অল্পবিষয়সংশক্ত ও অল্পশরীরবাসী, সে ক্রিয়াও অল্প ইচ্ছা করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত বালকদিগের অল্প ক্রিয়া উক্ত হইল।। ঐ ১০।

যাবচ্চ পঞ্চবর্ষে তু বালকস্য ভবেন্মৃতিঃ।
যদ্‌যদ্‌যস্যোপজীব্যং স্যাত্তত্তদ্দেয়মিহেচ্ছতি।।

পঞ্চম বর্ষের মধ্যে বালকের মরণ হইলে, যাহা যাহা যে যে বালকের উপজীবী, তাহারা সেই সেই দ্রব্য প্রদান ইচ্ছা করে।।

গ-পু ২।১৫।১১।

সত্যং হি কথয়িষ্যামি সপিণ্ডীকরণং যথা।
বর্ষং যাবৎ খগশ্রেষ্ঠ মার্গে গচ্ছতি মানবঃ।।
ততঃপিতৃগণৈঃ সার্দ্ধং পিতৃলোকে স গচ্ছতি।
তস্মাৎ পুত্রেণ কর্ত্তব্যং সপিণ্ডীকরণং পিতুঃ।।

হে খগবর! যেরূপে সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়, তাহা আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি। মানবগণ মরণের পর এক বৎসর আকাশমার্গে গমন করে। তৎপরে পিতৃগণের(১) সহিত পিতৃলোকে গমন করিয়া থাকে। অতত্রব পুত্র পিতার সপিণ্ডীকরণ করিবে।।

গ-পু ২।১৬।৬-৭।

সম্বৎসরেণ তু সম্পূর্ণে কুর্য্যাৎ পিণ্ডপ্রবেশনং।
পিণ্ডপ্রবেশ বিধিনা তস্য নিত্যং মৃতাহ্নিকং।।

মরণের পর সংবৎসর পূর্ণ হইলে পিণ্ড প্রয়োজন, অর্থাৎ পিতৃলোকের সহিত সমান পিণ্ডভাগ নির্দ্দেশ করিবে। যাহার যে

---

(১) যিনি যজমান্, তাঁহার পূর্ব্ব দশ পুরুষ এবং অপর দশ পুরুষ এবং সেই যজমান, এই সমুদায়ে এক বিংশতি পুরুষ হয়। ইহারাই পিতৃলোক বলিয়া বিখ্যাত। যথা, —
যজমানো ভবেদেকো দশপূর্ব্বে দশাপরে।
ইত্যেতে পিতরো জ্ঞেয়া একবিংশতিসংখ্যকাঃ।।
গ-পু ২।২৫।৩।

বিধানে পিণ্ড প্রবেশন করিবে, তাহার মৃতাহ্নিক শ্রাদ্ধও সেই বিধানে করিতে হইবে ॥

গ-পু ২।১৬।৮।

নিশ্চিতং পক্ষিশার্দ্দুল বর্ষান্তে পিণ্ডমেলনং।
সহ পিণ্ডে কৃতে প্রেতস্ততো যাতি পরাঙ্গতিং ॥

পক্ষিরাজ! বর্ষান্তে প্রেতের পিণ্ড মিলন হয় এবং সপিণ্ডীকরণ হইলেই প্রেত পরমগতি লাভ করে ॥ ঐ ৯

তন্নাম সংপরিত্যজ্য ততঃ পিতৃগণোভবেৎ।
ত্রিপক্ষে বাথ ষন্মাসে মেলয়েচ্চ পিতামহৈঃ ॥

যাবৎ যে প্রেতের সপিণ্ডীকরণ না হয়, তাবৎ তাহার নাম পরিত্যাগ করিয়া পিতৃলোকের গণনা হইয়া থাকে; অতএব ত্রিপক্ষে, ষন্মাসে, অথবা বৎসরান্তে সপিণ্ডীকরণ করিয়া পিতাকে পিতামহাদির সহিত মিলিত করিবে ॥ ঐ ১০

জ্ঞাত্বা বৃদ্ধিবিবাহাদি স্বগোত্রবিহিতানি চ।
বিবাহং নৈবকুর্ব্বীত মৃতেচ গৃহমেধিনি।
ভিক্ষুর্ভিক্ষাং ন গৃহ্লাতি যাবৎকুর্য্যাৎ সপিণ্ডনং ॥

গৃহস্থ, পিতার মরণের পর সপিণ্ডীকরণ না হইলে, বৃদ্ধি-বিবাহাদি স্বগোত্রবিহিত ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত জানিয়া বিবাহাদি করিবে না এবং যাবৎ সপিণ্ডী-করণ না হয়, তাবৎ সেই গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষুকগণ ভিক্ষা-গ্রহণও করিবে না ॥ ঐ ১১

স্বগোত্রেস্বাশুচিস্তাবদ্যাবৎ পিণ্ডং ন মেলয়েৎ।
মেলনাৎ প্রেতশব্দশ্চ নিবর্ত্তেত খগেশ্বর ॥

হে খগেশ্বর! যাবৎ পিতৃ-লোকের সহিত পিণ্ডমিলন না হয়, তাবৎ তাহার স্বগোত্রের নিকট অশুচি থাকে এবং সপিণ্ডীকরণ হইলেই তাহার প্রেতশব্দ নিবৃত্তি হয়, সপিণ্ডীকরণ হইলে আর প্রেতশব্দ উল্লেখ করিবে না ॥

গ-পু ২।১৬।১২।

আনন্ত্যাৎ কুলধর্ম্মাণাং পুংসাংচৈবায়ুষঃ ক্ষয়াৎ
অস্থিরত্বাচ্ছরীরস্য দ্বাদশাহঃপ্রশস্যতে ॥

সকলেরই অনন্ত কুলকর্ম্ম আছে এবং সর্ব্বদা পুরুষের আয়ুঃক্ষয় হয়, বিশেষতঃ শরীর অস্থির, অত-এব মরণের দ্বাদশ দিবসেই সপিণ্ডী-করণের প্রশস্ত কাল ॥

ঐ ১৩।

নিরগ্নিকঃ সাগ্নিকো বা দ্বাদশাহে সপিণ্ডয়েৎ।
দ্বাদশাহে ত্রিপক্ষে বা ষণ্মাসে বৎসরেপি বা ॥

নিরগ্নিক কিম্বা সাগ্নিক সকলেই দ্বাদশাহে সপিণ্ডীকরণ করিবে। দ্বাদশাহে অশক্ত হইলে, ত্রিপক্ষে, ষণ্মাসে অথবা সংবৎসরে সপিণ্ডী-করণের ব্যবস্থা জানিবে ॥ ঐ ১৪।

সপিণ্ডীকরণং প্রোক্তং ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
সপুত্রস্য ন কর্ত্তব্য মেকোদ্দিষ্টং কদাচন ॥

তত্ত্বদর্শী মুনিগণ সপিণ্ডীকরণ-

বলিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, কদাচ সপুত্রক ব্যক্তির একোদ্দিষ্ট করিবে না॥ গ-পু ২।১৬।১৫।

সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং যত্র যত্র প্রদীয়তে।
তত্র তত্র ত্রয়ং কার্য্যং বর্জ্জয়িত্বা ক্ষয়েহহনি॥

সপিণ্ডীকরণের পর মৃতাহ ব্যতিরেকে যে যে দিনে শ্রাদ্ধ করিবে, সেই সেই দিনেই ত্রৈপুরুষিক শ্রাদ্ধ করা বিধেয়॥ ঐ ১৬।

পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
একোদ্দিষ্টং ত্রয়াণাং স্যাদন্যথা পিতৃঘাতকঃ॥

পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিনের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে, অন্যথা সেই ব্যক্তি পিতৃঘাতী হইবে॥ ঐ ১৭।

ত্রিভিঃ কুর্য্যাদশক্তস্তু পার্ব্বণং মুনিনোদিতং।
তদ্দিনে তদ্দিনে কুর্য্যাৎ পিতামহমুখান্ যতঃ॥

মুনিগণ ত্রৈপুরুষিক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ নিরূপিত করিয়াছেন, অশক্ত ব্যক্তি পার্ব্বণদিবসে পিতামহ প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করিবে॥ ঐ ১৮।

অজ্ঞানাদ্দিনমাসানাং তস্মাৎ পার্ব্বণমিষ্যতে।
অনুৎপন্নশরীরস্য ন দানং পিতৃভিঃ সহ॥

মৃতদিন ও মৃতমাস অজ্ঞাত থাকিলে, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধই বিধেয়। কারণ শ্রাদ্ধদ্বারা শরীর উৎপন্ন না হইলে, সে কদাচ পিতৃগণের সহিত দান গ্রহণ করিতে পারে না॥

গ-পু ২।১৬।১৯।

দত্তৈঃ ষোড়শভিঃ শ্রাদ্ধৈঃ পিতৃভিঃসহমোদতে।
পিতুঃ পুত্রেণ কর্ত্তব্যং সপিণ্ডীকরণং সদা॥

ষোড়শ শ্রাদ্ধ কৃত হইলেই সে পিতৃগণের সহিত আমোদ করিতে পারে। অতএব পুত্র অবশ্যই পিতার সপিণ্ডীকরণ করিবে॥

ঐ ২০।

পুত্রাভাবেতু পত্নী স্যাৎ পত্ন্যভাবে সহোদরঃ।
ভ্রাতা বা ভ্রাতৃপুত্রো বা সপিণ্ডঃ শিষ্য এব বা।
সপিণ্ডং ন ক্রিয়াং কৃত্বা কুর্য্যাদভ্যুদয়ং ততঃ॥

পুত্রের অভাবে পত্নী শ্রাদ্ধ করিবে, পত্নীর অভাবে সহোদর ভ্রাতা, সহোদরের অভাবে ভ্রাতৃপুত্র, তাহার অভাবে সপিণ্ড এবং সপিণ্ডের অভাবে শিষ্য শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অধিকারী। সপিণ্ডীকরণ করিয়াই আভ্যুদয়িক কার্য্য করিবে, অর্থাৎ যাবৎ পিতার সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ না হয়, তাবৎ বিবাহাদি কার্য্য নিষিদ্ধ॥ ঐ ২১।

জ্যেষ্ঠস্যৈব কনিষ্ঠেন ভ্রাতৃপুত্রেণ ভার্য্যয়া।
সপিণ্ডীকরণং কার্য্যং পুত্রহীনে খগেশ্বর॥

কনিষ্ঠ সহোদর, ভ্রাতৃপুত্র ও ভার্য্যা ইহারাই অপুত্রক ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ করিবে॥

ঐ ২২।

ভ্রাতৃণামেকজাতানাং একশ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ।
সর্ব্বে বৈ তেন পুত্রেণ পুত্রিণো মনুরব্রবীৎ ।।

একগর্ভজাত ভ্রাতৃগণের মধ্যে যদি এক ভ্রাতা পুত্রবান্ হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রদ্বারা সকল ভ্রাতাই পুত্রবান্ হইতে পারে, ইহাই মনু বলিয়াছেন ।।

গ-পু ২।১৬।২৩।

সর্ব্বেষাং পুত্রহীনানাং পত্নী কুর্য্যাৎ সপিণ্ডনং।
ঋত্বিজঃ কারয়েদ্বাপি পুরোহিতমথাপি বা ।।

পত্নিই পুত্রহীন ব্যক্তিদিগের সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিবে। স্ত্রী স্বয়ং সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিতে অশক্তা হইলে, সেই স্ত্রী ঋত্বিক অথবা পুরোহিত দ্বারা সেই সপিণ্ডীকরণ করাইবে ।। ঐ ২৪।

কৃতচূড়ৈঃস্বতৈশ্চাপি পিতৃশ্রাদ্ধঞ্চ কারয়েৎ।
উদাহরেৎ স্বধাকারং ন তু বেদাক্ষরাণি বৈ।
ভর্ত্তাদিভিস্ত্রিভিঃকার্য্যং সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়াঃ ।।

কৃতচূড় পুত্রও পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু স্বধাশব্দ অথবা বেদাক্ষর উচ্চারণ করিবে না। স্ত্রীর সপিণ্ডনকালে ভর্ত্তৃপ্রভৃতি তিন পুরুষের পিণ্ডমিশ্রণ করিবে ।।

ঐ ২৫।

পিতৃবৎ ভ্রাতৃপুত্রেণ সোদরেণ কনীয়সা।
অর্ব্বাক্ সম্বৎসরাদূর্দ্ধং পূর্ণে সম্বৎসরেঽপি বা ।

যেমন পুত্র পিতৃসপিণ্ডন করিবে, সেইরূপ কনিষ্ঠ সহোদর জেষ্ঠের সপিণ্ডীকরণ করিতে পারে। সংবৎসর মধ্যে অথবা পূর্ণ সংবৎসরে সপিণ্ডীকরণ করিবে ।।

গ-পু ২।১৬।২৬।

যে সপিণ্ডীকৃতাঃ প্রেতাস্তেষাং স্যান্ন পৃথক্‌ক্রিয়া
সপিণ্ডনে কৃতে বৎস পৃথক্তত্ত্ব বিগর্হিতং ।।

যে প্রেতের সপিণ্ডীকরণ হইয়াছে, তাহার আর পৃথক্ ক্রিয়া করিতে হয় না। হে বৎস! সপিণ্ডনশ্রাদ্ধ হইলে তাহার পৃথক্ শ্রাদ্ধ অতি গর্হিত জানিবে ।।

ঐ ২৭।

যস্তু কুর্য্যাৎ পৃথক্ পিণ্ডং পিতৃহা সোঽভিজায়তে।
পৃথক্ত্বে তু কৃতে পশ্চাৎ পুনঃ কুর্য্যাৎ সপিণ্ডতাং ।।

সপিণ্ডীকরণ হইলেও যে ব্যক্তি তাহার পৃথক্ শ্রাদ্ধ করে, সে পিতৃবধের পাপভাগী হয়। সপিণ্ডীকরণ করিয়া পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিলে পুনর্ব্বার সপিণ্ডীকরণ করিতে হয় ।। ঐ ২৮।

সপিণ্ডীকরণং কৃত্বা যেঽকোদ্দিষ্টং করোতি যঃ।
আত্মানঞ্চ তথাপ্রেতং স নয়েদ্‌যমশাসনং ।।

সপিণ্ডীকরণ করিয়া যে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করে, সে আপনাকে এবং প্রেতকে যম-শাসনের অধীন করিয়া রাখে ।।

ঐ ২৯।

বর্ষং যাবৎ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ প্রেতত্ত্ববিনিবৃর্ত্তয়ে।
তাঃসর্ব্বাশ্চৈকতঃ কুর্য্যান্নামগোত্রেণ ধীমতা ॥

এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রেতত্ব-নিবৃত্তির নিমিত্ত ক্রিয়া সকল করিবে, অনন্তর নাম গোত্রদ্বারা সেই সকল কার্য্য একদা করিবে ॥

গ-পু ২।১৬।৩০

পিণ্ডান্তে তস্য সংকল্পো বর্ষাবৃত্তিঃ স্বশক্তিতঃ।
দিব্যদেহো বিমানস্থো স্বতৃপ্তো ধর্ম্মশাসনে ॥

স্বশক্তি অনুসারে পিণ্ডদান করিলে বর্ষপর্য্যন্ত তাহাই প্রেতের জীবনবৃত্তি হয় এবং সেই প্রেত দিব্যদেহধারী ও বিমানস্থ হইয়া ধর্ম্মশাসনে পরিতৃপ্ত থাকে ॥ ঐ ৩৩।

জীবমানে চ পিতুরি ন হি পুত্রে সপিণ্ডতা।
স্ত্রীণাং সপিণ্ডনং নাস্তি ভর্ত্তৃমাতরি জীবতি ॥

পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের সপিণ্ডী-করণ নাই, আর স্বামীর মাতার জীবিতাবস্থায় স্ত্রীর সপিণ্ডন হইতে পারে না। ঐ ৩৪।

মৃতা মাতা পিতা তিষ্ঠেৎ জীবেদপি পিতামহী।
সপিণ্ডনং ততঃ কুর্য্যাৎ প্রপিতামহ্যা সহৈব চ ॥

পিতা ও পিতামহীর জীবিতা-বস্থায় মাতার মরণ হইলে প্রপিতা-মহীর সহিত মাতার সপিণ্ডী-করণ করিবে ॥ ঐ ৩৫।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং শ্রূয়তাংবচনং মম।
ন পিণ্ডো মেলিতো যেষাং মৃতানাস্তু নৃণাংভুবি ॥
উপতিষ্ঠেন্ন বৈ তেষাং পুত্রৈর্দ্দত্তমনেকধা।
হন্তকারস্তদুদ্দেশে শ্রাদ্ধং নৈব জলাঞ্জলিঃ ॥

হে গরুড়! আমার এই সত্য বাক্য শ্রবণ কর। লোকে যাহার সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ হয় নাই, তাহার উদ্দেশে পুত্রগণ শতসহস্র বস্তুদান করিলেও সে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব তাহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধ বা জলাঞ্জলি প্রদান করিবে না। গ-পু ২।১৬।৩৬-৭।

হুতাশং যা সমারূঢ়া চতুর্থেহ্নি পতিব্রতা।
তস্যা ভর্ত্তৃদিনে কার্য্যং বৃষোৎ সর্গাদিস্তকং ॥

যে পতিব্রতা রমণী পতির মরণের পর চতুর্থ দিবসে অগ্নি প্রবেশ করে, ভর্ত্তার শ্রাদ্ধ দিবসেই তাহার বৃষোৎসর্গাদি শ্রাদ্ধ করিবে এবং সেইদিবসেই অশৌচ নিবৃত্তি হইবে। ঐ ৩৮।

পুত্রিকা পতিগোত্রা স্যাদধস্তাৎ পুত্রজন্মতঃ।
পুত্রানুৎপাদ্য পশ্চাত্তু সাপি গোত্রে ব্রজেৎ পিতুঃ ॥

পুত্রজন্মের পর কন্যা পতির নামগোত্রভাগিনী হয়। পুত্রোৎপাদন না করিলে সে পুনর্ব্বার পিতৃগোত্রে গমন করে ॥

ঐ ৩৯।

পতিপত্ন্যোঃ সদৈকস্থং হুতাশং যাধিরোহতি।
পুত্রেণৈব পৃথক্ শ্রাদ্ধংক্ষয়াহে তস্য বাসরে॥

যে ভার্য্যা পতির সহিত অগ্নি-প্রবেশ করে, সেইপতির শ্রাদ্ধ দিবসেই পুত্র মাতার পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিবে॥ গ-পু ২।১৬।৪০।

অপুত্রৌ চেম্মৃতৌ স্যাতাং একচিত্যাং সমেহনি।
পৃথক্ শ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত সপিণ্ডং পতিনা সহ॥

যদি অপুত্রক স্ত্রীপুরুষ এক দিবসে মরে এবং এক চিতাতে তাহাদিগের দাহন হয়, তাহা হইলে তাহার পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিবে না এবং পতির সহিতই সেই স্ত্রীর সপিণ্ডন হইবে॥ ঐ ৪১।

পৃথক্ পিণ্ডে তু সংযোজ্য দম্পতি পতিনা সহ।
স লিপ্যতি মহাদোষৈরিতি সত্যম্বচো মম॥

দম্পতিকে পৃথক্ পিণ্ডে সংযোজিত করিলে সেই ব্যক্তি মহাদোষে লিপ্ত হয়, ইহা আমার সত্য বাক্য জানিবেক॥

ঐ ৪২।

একচিত্যাং সমারূঢ়ৌ ম্রিয়তে দম্পতী যদি।
একপাকং প্রকুর্ব্বীত পিণ্ডান্ দদ্যাৎ পৃথক্ পৃথক্॥

যদি স্ত্রী ও পুরুষ এক চিতাতে সমারূঢ় হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে এক পাকেতেই তাহাদিগের শ্রাদ্ধ হইবে, কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ড প্রদান করিবে॥ গ-পু ২।১৬।৪৩।

বৃষোৎসর্গংনবশ্রাদ্ধং প্রথক্ শ্রাদ্ধানি ষোড়শ।
ঘটাদিপদদানানি মহাদানানি যানি চ।
বর্ষং যাবৎ পৃথক্ কুর্য্যাৎ প্রেততৃপ্তির্ভবেচ্চিরং॥

বৃষোৎসর্গ, নবশ্রাদ্ধ ও ষোড়শ শ্রাদ্ধ এই সকল পৃথক্ করিবে। আর ঘটাদি বিবিধ দান ও যে সকল মহাদান উক্ত হইয়াছে, বর্ষমধ্যে সেই সমুদায়ই পৃথক্রূপে করিতে হইবে, তাহা হইলে প্রেতের চিরকালীন তৃপ্তি হয়। ঐ ৪৪।

মৃতস্যৈবং পুনঃ কুর্য্যাৎ প্রেতোপ্যক্ষয়মাপ্নুয়াৎ।
অর্ব্বাক্ বৃদ্ধেশ্চ করণাৎ পক্ষিরাজ সপিণ্ডতাং॥

হে পক্ষিরাজ! প্রেতের উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ পিণ্ডদানাদি কার্য্য করিবে, তাহা হইলে সেই প্রেত অক্ষয় ভোগ লাভ করে॥

ঐ ৬৬।

পূর্ব্বোক্তকং সর্ব্ববিধিং সমুক্তং
সপিণ্ডনং যো হি করোতি পুত্রঃ।
তথাপি মাসং প্রতিপিণ্ড মেক-
মন্নং সকুম্ভং সজলঞ্চ দদ্যাৎ॥

পুত্র পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া সপিণ্ডনক্রিয়া সাধন করিবে। বর্ষমধ্যে সপিণ্ডন করিলেও প্রতি মাসে এক একটী পিণ্ড প্রদান, অন্ন ও সজলকুম্ভদান করিতে হইবে॥

ঐ ৬৭।

যানি যানি চ দানানি কৃতানি ভুবি মানবৈঃ।
যমলোকপথে তানি তিষ্ঠন্ত্যগ্রে সমীপতঃ ॥

যে মানব যে যে দ্রব্য দান করে, সেই সকল দ্রব্য যমলোকের পথে অগ্রে বর্ত্তমান থাকে ॥

গ-পু ২।২৪।৮।

ব্যঞ্জনানি বিচিত্রাণি ভক্ষ্যভোজ্যানি যানি চ।
বিধিনা দদতে পুত্রঃ পিত্রে তদুপতিষ্ঠতি ॥

পুত্র পিতার উদ্দেশে বিধিপূর্ব্বক বিবিধ ব্যঞ্জন ও ভোজ্য দ্রব্য দান করে, পিতা যমলোকে গমন করিলে তাহার সমীপে সেই সকল দ্রব্য উপস্থিত হয় ॥ ঐ ৯।

কর্ত্তব্যন্তু খগশ্রেষ্ঠ ক্রিয়াদি প্রেততৃপ্তয়ে।
যদা ন ক্রিয়তে সর্ব্বং পিশাচত্বং স গচ্ছতি ॥

খগরাজ! প্রেতের তৃপ্তির নিমিত্ত অবশ্য ক্রিয়া করিবে। যদি প্রেতের উদ্দেশে কোন ক্রিয়া না করা যায়, তাহাহইলে তৎক্ষণাৎ সেই প্রেত পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয় ॥

গ-পু ২।১৫।১৯।

যদ্‌যৎ কুর্ব্বন্তি তে প্রেতাঃ পিশাচত্বে ব্যবস্থিতাঃ।
তেষাংস্বরূপং বক্ষ্যামি চিহ্নং স্বপ্নঃ যথাতথং।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতাস্তে বৈ প্রবিশেয়ুঃ স্ববেশ্মনি॥

প্রেতগণ পিশাচরূপে অবস্থিত হইয়া যাহা যাহা করিয়া থাকে, তাহাদের স্বরূপ, চিহ্ন ও স্বপ্ন যথাযথরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রেতগণ ক্ষুধা তৃষ্ণায় পরিপীড়িত হইয়া তাহাদের নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করে ॥ গ-পু ২।১১।৫।

প্রবিষ্টা বায়ুদেহেন শয়ানান্ স্ববংশজান্।
তত্র লিঙ্গানি যচ্ছন্তি নির্দ্দিশন্তি খগেশ্বর ॥

হে খগেশ্বর! প্রেতগণ বায়ুরূপ দেহ ধারণ পূর্ব্বক নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় শয়ান নিজবংশীয়গণকে নির্দ্দেশ করিয়া চিহ্নিত করে ॥ ঐ ৬।

স্বপুত্র-স্বকলত্রাণি স্ববন্ধূন্ তে প্রয়ান্তি বৈ।
গজোহয়োবৃষো ভূত্বা দৃশ্যন্তে বিকৃতাননাঃ।

সেই প্রেত গজ, অশ্ব বা বৃষমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বিকৃতানন হইয়া আপনার পুত্র, কলত্র ও বন্ধুগণের নিকট গমন করে ॥ ঐ ৭।

শয়নং বিপরীতং বা আত্মানঞ্চ বিপর্য্যয়ং।
উত্থিতঃ পশ্যতি তু যঃ স প্রেতৈঃ পীড্যতেভৃশং ॥

বিপরীত শয়ন বা আত্মবিপর্য্যয় দর্শন করিলে, অথবা নিদ্রাবস্থায় হঠাৎ উত্থিত হইয়া অবলোকন করিলে, সেই ব্যক্তি প্রেতকর্ত্তৃক পরিপীড়িত হয় ॥ ঐ ৮।

নিগড়ৈর্ব্বধ্যতে যস্তু বধ্যতে বহুধা যদি।
অন্নঞ্চ যাচ্যতে স্বপ্নে কুরুতে পাপমাত্মনা ॥

প্রেত স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া যাহাকে আশ্রয় করে, সেই ব্যক্তি নিগড় বদ্ধ হয়। কখন বা অন্যান্য

প্রকারেও বদ্ধ হইয়া থাকে। প্রেতাধিষ্ঠিত ব্যক্তি স্বপ্নে অন্ন যাচ্ঞা করে এবং স্বীয় অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয় ॥ গ-পু ২।১১।৯।

নির্গচ্ছতো গৃহাদ্রাত্রৌ স্বপ্নে পুত্রাংস্তথা পশূন্।
পিতৃভ্রাতৃকলত্রাণি প্রেতদোষৈঃ স পশ্যতি ॥

যাহার প্রতি প্রেতাধিষ্ঠান হয়, সেই ব্যক্তি রজনীযোগে স্বপ্নাবস্থায় দেখিতে পায় যে, তাহার পুত্র, কলত্র, ভ্রাতা ও পশু সকল গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছে ॥ ঐ ১৪।

আত্মৈব শ্রেয়সাযুজ্যেৎ প্রেতস্তৃপ্তিং ব্রজেচ্চিরং।
তে তৃপ্তাঃ শুভমিচ্ছন্তি স্বাত্মবন্ধুষু সর্ব্বদা ॥

বন্ধুগণ প্রেতের মুক্তির নিমিত্ত কার্য্য করিলে তাহাতে চিরকালের জন্য প্রেতের তৃপ্তি হয় এবং আপনারও শুভসাধন হইয়া থাকে। প্রেতগণ পরিতৃপ্ত হইয়া সর্ব্বদা আত্মবন্ধুগণের শুভ ইচ্ছা করে ॥ ঐ ১৮।

অন্যে পাপা দুরাত্মানঃ ক্লেশয়ন্তি স্ববংশজান্।
নিবারয়ন্তি তৃপ্তাস্তে জায়মানানুপদ্রবান্ ॥

যাহারা বর্ত্তমান উপদ্রব সকল দর্শন করিয়াও নিবারণ করে না, সেই সকল পাপাশয় দুরাত্মারা স্ববংশজ বন্ধুগণকে ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে ॥ ঐ ১৯।

পশ্চাত্তে মুক্তিমায়ান্তি কালে প্রাপ্তে তু পুত্রতঃ।
সদা বন্ধুষু বাঞ্ছন্তি ঋদ্ধিং বৃদ্ধিং খগাধিপ ॥

প্রেতগণ কাল সহকারে পুত্র হইতে মুক্তিলাভ করে, এই নিমিত্ত তাহারা সর্ব্বদা বন্ধুগণের সুখসমৃদ্ধি ইচ্ছা করিয়া থাকে॥ গ-পু ২।১১।২০।

দর্শনাদ্ভাষণাদ্যস্তু চেষ্টনাৎ পীড়নাদপি।
ন প্রাপয়তি মূঢ়াত্মা প্রেতশাপৈঃ স লিপ্যতে ॥

যে ব্যক্তি প্রেতের দর্শন, কথন, চেষ্টন ও পীড়নাদি অনুভব করিয়াও তাহার মুক্তির উপায় না করে, সেই মূঢ়াত্মা প্রেতের অভিসম্পাতে লিপ্ত হয় ॥ ঐ ২১।

অপুত্রকোঽপশুশ্চৈব দরিদ্রো ব্যাধিতস্তথা।
বৃত্তিহীনশ্চদীনশ্চ ভবেজ্জন্মনি জন্মনি ॥

প্রেতের মুক্তির উপায় না করিলে, সেই ব্যক্তি জন্মে জন্মে অপুত্রক, দরিদ্র, ব্যাধিপীড়িত, বৃত্তিহীন ও দৈন্যাবস্থ হইয়া থাকে এবং তাহার পশুযোনি প্রাপ্তি হয় ॥ ঐ ২২।

বিরোধোবন্ধুভিঃ সার্দ্ধং প্রেতদোষোঽস্তি তত্র বৈ।
সন্ততির্নৈব দৃশ্যেত সমুৎপন্নো বিনশ্যতি।
পশুস্ত্র ব্যবিনাশশ্চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥

একজনের বন্ধুগণের সহিত বিরোধ হয়, কাহারও সন্ততি দৃষ্ট হয় না, কাহারও সন্তান উৎপন্ন

ছইয়া বিনষ্ট হয়, কাহারও বা পশু-বিনাশ ও দ্রব্যবিনাশজনিত দুঃখ-ভোগ ঘটে, এই সকলই প্রেতদোষ হইতে উৎপন্ন হয়॥

গ-পু-২।১০।২০।

প্রকৃতিশ্চ বিবর্ত্তেত বিদ্বেষঃ সহ বন্ধুভিঃ।
অকস্মাদ্ব্যসন প্রাপ্তিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা॥

প্রকৃতির বিপর্য্যয়, বন্ধুর সহিত বিদ্বেষ এবং অকস্মাৎ বিপৎপাত, এই সকল প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে॥ ঐ ২১।

নাস্তিক্যং ব্রতলোপশ্চ মহালোভস্তথৈব চ।
দম্ভশ্চ কলহোনিত্যং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা॥

নাস্তিকতা, ব্রতলোপ, মহালোভ, দম্ভ ও নিত্যকলহ এই সকল প্রেত-সম্ভব পীড়া জানিবে॥ ঐ ২২।

মাতাপিত্রোশ্চ হন্তা চ দেবব্রাহ্মণদূষকঃ।
হত্যাদোষমবাপ্নোতি সা পীড়া প্রেতসম্ভবা॥

মাতৃপিতৃহিংসা, দেবনিন্দা, ব্রাহ্মণের দোষকীর্ত্তন এবং হত্যা-দোষ, এই সমস্তই প্রেতদোষে উৎপন্ন হয়॥ ঐ ২৩।

তীর্থং গত্বা পরাসক্তঃ স্বকৃত্যঞ্চ পরিত্যজেৎ।
ধর্ম্মকার্য্যে ন সম্পত্তিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা॥

তীর্থে গমন করিয়া পরের প্রতি আসক্তি, নিজক্রিয়া পরিত্যাগ, ধর্ম্মকার্য্যে অপ্রবৃত্তি, এই সকল প্রেতদোষে সংঘটিত হয়॥ ঐ ২৫।

হীনজাতিষু সখ্যো হীনকর্ম্ম করোতি চ।
অধর্ম্মে রমতে নিত্যং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা॥

হীনজাতির সহিত বন্ধুতাবন্ধন, হীনকর্ম্মে অনুরাগ এবং অধর্ম্মে রতি, এই সকল প্রেতদোষে উৎপন্ন হয়॥

গ-পু ২।১০।২৮।

ব্যসনৈর্দ্রব্যনাশঃ স্যাদুপক্রান্তঞ্চ নশ্যতি।
চৌরাগ্নিরাজভির্হানিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা॥

ব্যসনে দ্রব্যনাশ, কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহার ধ্বংস, চৌর, রাজা ও অগ্নিকর্ত্তৃক হানি, এই সকল প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে॥

ঐ ২৯।

মহারোগোপপত্তিশ্চ স্বতনুপীড়নন্তু যৎ।
জায়া সংপীড্যতে যত্র সা পীড়া প্রেতসম্ভবা॥

মহারোগের (১) উৎপত্তি, নিজ দেহের পীড়ন ও জায়াপীড়ন, এই সকলই প্রেতদোষ হইতে উৎপন্ন হয়॥ ঐ ৩০।

স্ত্রীণাং গর্ভবিনাশঃ স্যান্ন পুষ্পং দৃশ্যতে তথা।
বালানাং মরণং যত্র সা পীড়া প্রেতসম্ভবা॥

স্ত্রীগণের গর্ভ বিনাশ এবং তাহাদিগের পুষ্পের অদর্শন এবং বালকগণের মরণ, এই সকল প্রেত-সম্ভব পীড়া জানিবে॥ ঐ ৩৩।

---

(১) উন্মাদ, ত্বগ্‌দোষ, রাজযক্ষ্মা, শ্বাস, মধুমেহ, ভগন্দর, উদরী ও অশ্মরী এই অষ্টবিধ রোগ মহারোগ নামে অভিহিত হয়।

ভাবশুদ্ধ্যা ন কুরুতে শ্রাদ্ধং সাম্বৎসরাদিকং।
স্বয়মেব ন কুর্ব্বীত সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥

শুদ্ধভাবে পিতৃগণের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধাদি করে না এবং আপনারও কোন কার্য্য সম্পাদন করে না, এই সকলও প্রেতসম্ভূত পীড়া জানিবে॥ গ-পু ২।১০।৩৫।

কলহো ঘাতকাশ্চৈব পুত্রাঃ শত্রুমিবাত্মজাঃ।
ন প্রীতির্ন চ সৌখ্যঞ্চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা॥

কলহ, কার্য্যব্যাঘাত, পুত্র ও আত্মজগণের সহিত শত্রুবৎ ব্যবহার, প্রীতি ও সুখের অভাব, এই সকল প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে॥ ঐ ৩৬।

গৃহে দ্বন্দকলিশ্চৈব ভোজনে কোপসংযুতঃ।
পরদ্রোহমতিশ্চৈব সা পীড়া প্রেতসম্ভবা॥

সর্ব্বদা গৃহে বিবাদ ও কলহ, ভোজনকালে ক্রোধের উদ্রেক, এবং পরদ্রোহ উপস্থিত হইয়া থাকে, এই সকলই প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে॥ ঐ ৩৭।

পিত্রোর্ব্বাক্যং ন কুরুতে স্বপত্নীং ন চ সেবতে।
পরদারাপকর্ষী চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা॥

পিতামাতার বাক্য শ্রবণ করে না, আপনার পত্নীর সহিত সঙ্গম ঘটে না, এবং সর্ব্বদা পরদার কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, ইহাও প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে॥ ঐ ৩৮।

প্রেতদোষঃ কুলে যস্য সুখং তস্য ন বিদ্যতে।
মতিঃপ্রীতীরতির্বুদ্ধির্লক্ষ্মীঃ পঞ্চবিনাশনং॥
তৃতীয়ে পঞ্চমে পুংসি বংশচ্ছেদোঽভিজায়তে।
দরিদ্রো নির্দ্ধনশ্চৈব পাপকর্ম্মা ভবে ভবেৎ॥

যাহার কুলে প্রেতদোষ উৎপন্ন হয়, তাহার কুলে সুখ থাকে না এবং মতি, প্রীতি, রতি, বুদ্ধি ও লক্ষ্মী এই পঞ্চ বিনষ্ট হয়, আর তৃতীয় ও পঞ্চম পুরুষে বংশচ্ছেদ হয় এবং সেই কুলে সকলেই দরিদ্র, নির্ধন ও সংসারে পাপকর্ম্মা হইয়া থাকে॥ গ-পু ২।১০।৪৩-৪৪।

এবং জ্ঞাত্বা খগশ্রেষ্ঠ প্রেতমুক্তিং সমাচরেৎ।
যো বৈ ন মন্যতে প্রেতান্ মৃতঃ প্রেতত্বমাপ্নুয়াৎ॥

এই সকল জানিয়া প্রেতের মুক্তির নিমিত্ত অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যে প্রেতগণকে মনে করে না, সেই ব্যক্তি মরণান্তে প্রেত হয়॥ ঐ ৪২।

আত্মা বৈ পুত্রনামা হি পুত্রস্ত্রাতা যমালয়ে।
নরকাৎ পিতরং ত্রায়েত্তেন পুত্র ইতি স্মৃতঃ॥
অতো দেয়ঞ্চ পুত্রেণ শ্রাদ্ধমাজীবিতাবধি॥
অতিবাহস্তদা প্রেতো ভোগাংশ্চ লভতে হি সঃ॥

আত্মাই পুত্র নামে আবির্ভূত হয়, ঐ পুত্রই যমালয়ে পিতার পরিত্রাণকর্ত্তা। নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করে বলিয়াই "পুত্র" এই

নাম হইয়াছে; অতএব পুত্র জীবিতাবধি পিতার শ্রাদ্ধ করিবে। পিতা আতিবাহিক শরীরে ঐ পুত্রপ্রদত্ত দ্রব্য সকল ভোগ করে॥

গ-পু ২।২৪।১০।১১।

পিতৃমাতৃসমো লোকে নাস্ত্যন্যদ্দৈবতং পরং।
প্রভুঃশরীরপ্রভবঃ প্রত্যক্ষদৈবতং পিতা॥

কোন লোকেই পিতামাতার তুল্য পরম দেবতা কেহ নাই। পিতা শরীরের উৎপাদক, সুতরাং তিনিই প্রভু ও প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ (১)॥ গ-পু ২।১১।৩৪।

হিতানামুপদেষ্টা চ প্রত্যক্ষো গুরুদেবতা।
অন্যা যা দেবতা লোকে শরীরপ্রভবা মতাঃ॥

পিতা সর্ব্বদা হিতোপদেশ প্রদান করেন, অতএব তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা রূপী গুরু। অন্য অন্য দেবতারা ইহলোকে শরীর প্রভবমাত্র॥

গ-পু ২।২৪।৩৫।

শরীরমেব জন্তূনাং নরকস্বর্গমোক্ষদং।
শরীরং সম্পদো দারাঃ সুতা লোকাঃ সনাতনাঃ॥

শরীরই জন্তুগণের নরকভোগ, স্বর্গভোগ ও মোক্ষ প্রদানের কর্ত্তা এবং শরীরই সম্পদ, শরীরই দারা, শরীরই সনাতন লোক ও পুত্র স্বরূপ॥ ঐ ৩৬।

যস্য প্রসাদাৎপ্রাপ্যন্তে কোঽন্যঃ পূজ্যতমস্ততঃ।
এবংসঞ্চিন্ত্য হৃদয়ে পিতৄণাং যঃপ্রযচ্ছতি।
তৎসর্ব্বমাপ্নোত্যুক্তং দানং বেদবিদো বিদুঃ॥

যাহার প্রসাদে জন্মলাভ হয়, সেই পিতা হইতে পূজ্যতম আর কে আছে? স্বীয় হৃদয়ে এইরূপ চিন্তা করিয়া যিনি পিতৃগণের উদ্দেশে দানাদি ক্রিয়া করেন, সেই সকল দানীয় দ্রব্য স্বয়ং ভোগ করিতে পারেন। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা ইহাকেই দান বলিয়া থাকেন॥

ঐ ৩৭।

---

(১) পদ্মপুরাণে কথিত আছে যে, "যে হতভাগা পিতামাতার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন না হয়, তাহার উভয় লোকেই দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। অধিক কি, সে ইহকালে শ্রীভ্রষ্ট ও পরকালে ঘোর নরক প্রাপ্ত হয়। বরং ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি দুরন্ত পাতকরাশিও শ্রেষ্ঠ বোধ হয়, যেহেতু তাহাতে কদাচিৎ নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু পিতামাতার অবজ্ঞাজনিত দারুণ দুষ্কৃতির আর কোন কালেই ধ্বংস নাই। যে পুণ্যবৃক্ষ বহুল আয়াসে উপার্জ্জিত হয়, এবং সমুদায় ক্লেশ নিবারণ করে, পিতামাতার অবজ্ঞারূপ প্রখর কুঠার দ্বারা মানবগণ তাহার মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। হে পরন্তপ! ভগবান্ বিষ্ণু সাক্ষাৎ পিতৃরূপ, ভক্তিপূর্ব্বক সেই পিতৃগণের উদ্দেশে যাহা কিছু প্রদান করা যায়, তিনি স্বয়ং তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ পিতামাতা প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ, যাহারা তাঁহাদের সেবা করে, তাহারা মহাশয়; জগৎপতি বিষ্ণুর প্রসাদে তাহাদের সমুদায় সিদ্ধি লাভ হয়। মনুষ্য পিতৃভক্তি বিরহিত হইয়া যতদিন অবস্থান করে, তাবৎ কাল [illegible] ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে।

ক্রিয়াযোগসার [illegible]।

পিতৃন্দেশেন যৈঃ পুত্রৈর্দ্ধনং বিপ্রকরেপিতং।
আত্মনঃ সাধনন্তৈস্তু কৃতং পুত্রপ্রপৌত্রকৈঃ ॥

যে সকল পুত্র পিতার পারত্রিক সুখ কামনায় বিপ্রকরে ধন সমর্পণ করে, সেই সকল পুত্রপ্রপৌত্র আপনাদিগেরই হিতসাধন করিয়া থাকে ॥ গ-পু ২।২৬। ৩০।

পিতুঃশতগুণং পুণ্যং সহস্রং মাতুরুচ্যতে।
ভগিন্যৈ শতসাহস্রং সোদর্য্যে দত্তমক্ষয়ং ॥

পিতার উদ্দেশে দান করিলে শতগুণ, মাতার উদ্দেশে দান করিলে সহস্রগুণ, ভগিনীর উদ্দেশে দান করিলে শতসহস্রগুণ এবং ভ্রাতার উদ্দেশে দান করিলে অক্ষয় ফল হইয়া থাকে ॥ ঐ ৩১।

ভাবভক্তিং পুরস্কৃত্য পিতৃভক্তিপরায়ণঃ।
কৃত্বা বিষ্ণুবলিং তত্র পুরশ্চরণপূর্ব্বকং ॥
জপৈর্হোমৈ স্তথা দানৈঃ প্রকুর্য্যাদ্দেহশোধনং।
কৃতেন তেন বিঘ্নানি বিনশ্যন্তি খগেশ্বর ॥

মানবগণ ঈশ্বরভক্তি পুরঃসর পিতৃভক্তিপরায়ণ হইয়া বিষ্ণুপূজা, পুরশ্চরণপূর্ব্বক জপ, হোম ও দান দ্বারা আত্মদেহ শোধন করিবে। খগেশ্বর! এইরূপ করিলে তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিনাশ পায় ॥
গ-পু ২।১১।২৭।২৮।

ভূতপ্রেতপিশাচৈশ্চ ন কদাচিন্ন পীড্যতে।
পিতৃনুদ্দিশ্য যঃ কুর্য্যান্নারায়ণবলিং [illegible]॥

যে ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশে নারায়ণের অর্চনা করে, সে কদাচ ভূত, প্রেত, পিশাচ কিম্বা অন্য কোন জন্তুকর্ত্তৃক পরিপীড়িত হয় না ॥ গ-পু ২।১১।২৯।

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রনাসত্য সূর্য্যাগ্নিবসুমারুতান্।
বিশ্বেদেবানৃষিগণান্ বয়াংসি মনুজান পশূন্ ॥
সরীসৃপান্ পিতৃগণান্ যচ্চান্যদ্ভূতসংজ্ঞকম্।
শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধান্বিতঃ কুর্ব্বন্ তর্পয়ত্যখিলং হি তৎ ॥

মনুষ্য শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিলে, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার, সূর্য্য, অগ্নি, বসুগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ, ঋষিগণ, পক্ষীগণ, মনুষ্যগণ, পশুগণ, সরীসৃপগণ, পিতৃগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণের তৃপ্তি সাধন হয় ॥

বি-পু ৩।১৪।১২।

গয়ামুপেত্য যঃ শ্রাদ্ধং করোতি পৃথিবীপতে।
সফলং তস্য তজ্জন্ম জায়তে পিতৃতুষ্টিদম্ ॥

যে ব্যক্তি গয়াতীর্থে গমন করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড দান করেন, তিনি পিতৃগণের পরম প্রীতি উৎপাদন করেন এবং (তিনি পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়াতে) তাঁহার মানবজন্ম গ্রহণ করা সার্থক হয় ॥
বি-পু ৩।১৬।৪।

[illegible]।
[illegible] ॥

হে রাজন! পক্ষীর পুংসবনাদি,

পুত্রের জাত-কর্ম্মাদি এবং আপনার যজ্ঞদীক্ষাদি সংস্কার সময়ে, মৃতের দাহ দিবসে, মৃত্যুতিথিতে এবং অন্যান্য আভ্যুদয়িক কালেও শ্রাদ্ধাদি মাঙ্গল্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়॥ ভা-পু ৭।১৪।২২।

যদেব তর্পযত্যদ্ভিঃ পিতৄন্ স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
তেনৈব কৃৎস্নমাপ্নোতি পিতৃযজ্ঞক্রিয়াফলং॥

ব্রাহ্মণাদি নিত্যশ্রাদ্ধ করণে অশক্ত হইয়া স্নানান্তর জল দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিলে তদ্দ্বারা নিত্যশ্রাদ্ধের ফল লাভ করিতে পারেন। ম-সং ৩।২৮৩।

তূষ্ণীং শ্রাদ্ধঞ্চ শূদ্রাণাম্ভার্য্যায়াস্তৎ শ্রুতেন বা।
কন্যায়াশ্চ দ্বিজাতীনামন্ত্রমুরেতদ্বিচক্ষতে॥

মনু বলিয়া থাকেন, শূদ্র ও দ্বিজাতিস্ত্রীদিগের মৌনশ্রাদ্ধ বিধেয়। ইহারা মন্ত্রপাঠ না করিয়া শ্রাদ্ধ করিলেও শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইবে। গ-পু ২।৩২।১৩।

বিদ্যাশীলগুণোপেতান্ স্বকীয়াস্বকুলোত্তমান্।
অব্যঙ্গাশ্চ প্রশস্তাশ্চ ন হ্যবর্জ্জান্ কদাচন॥

শ্রাদ্ধকার্য্যে বিদ্যাশীল, গুণবান্, স্বকুলপ্রতিষ্ঠিত, অব্যঙ্গ, প্রশস্ত এবং উত্তম ব্রাহ্মণদিগকে আবাহন করা বিধেয়; কিন্তু বর্জ্জনীয় ব্রাহ্মণকে কদাচ আবাহন করিবে না। গ-পু ২।৩০।৩১।

যাত্রা যুদ্ধং নদীপারং পুনর্ভোজনমৈথুনং।
বর্জ্জয়েৎ শ্রাদ্ধদিবসে হবিষ্যাশী চ সংযমে॥

ব্রাহ্মণ পিতৃগণের শ্রাদ্ধ দিবসে ও শ্রাদ্ধের সংযমদিনে, যাত্রা, যুদ্ধ, নদীপার, পুনঃভোজন ও মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। ব্র-বৈ-পু ৪।৮৩।৫৯।

দ্বিজায় বিষ্ণুভক্তায় পাত্রং দদ্যাদ্বুধায় চ।
বৃষলীপতয়ে চৈব ন দদ্যাৎ শূদ্রযাজিনে॥

ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের পাত্রীয়ান্ন বিষ্ণুভক্ত জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। বৃষলীপতি ও শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণকে প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ ৬০।

সন্ধ্যাহীনায়দুষ্টায় বৃষবাহায় যত্নতঃ।
শুক্রবিক্রয়িণে চৈব দেবলায় কদাচন॥
প্রদদ্যাৎ পাত্রমেতেভ্যো ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ।
পাত্রংভুক্ত্বা তদ্দিবসে মৈথুনান্নরকং ব্রজেৎ॥

ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যাবন্দনাবর্জ্জিত, দুষ্ট, বৃষবাহক, শুক্রবিক্রয়ী ও দেবল ব্রাহ্মণকে যত্নপূর্ব্বক পাত্রীয়ান্ন প্রদান করিলে নরকগামী হয়। শ্রাদ্ধদিনে পাত্রীয়ান্ন ভোজন করিয়া মৈথুন করিলেও ব্রাহ্মণ নরকে গমন করিয়া থাকে। ঐ ৬১—৬২।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

দেবারাধনারূপ দৈবকর্ম্মের ফলাফল কথন।

(দেবগণের মাহাত্ম্য বর্ণন)

জরায়ুজোঽণ্ডজশ্চৈব স্বেদজশ্চোদ্ভিজ্জস্তথা।
এবং চতুর্ব্বিধঃ প্রোক্তো দেহোঽয়ং
পাঞ্চভৌতিকঃ॥
মানসস্তু পরঃ প্রোক্তো দেবানামেব সংস্মৃতঃ॥

পাঞ্চভৌতিক দেহ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই চতুর্ব্বিধ দেহ হইতে ভিন্ন যে মানস-দেহ, তাহা সর্ব্বপ্রধান; সুর অর্থাৎ দেবগণের দেহই মানস-দেহ বলিয়া জানিবে। শি-গী ৮।৩।৪।

দৈবতানি হি মান্যানি পুরুষেণ বিশেষতঃ।
বলিহোমনমস্কারৈর্মন্ত্রৈশ্চ ভরতর্ষভ।
দৈবতানি প্রসাদং হি ভক্ত্যা কুর্ব্বন্তি ভারত॥

দেবগণ মনুষ্যদিগের মান্য হয়েন; তাঁহারা বলি, হোম, নমস্কার, মন্ত্র ও ভক্তিদ্বারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন॥ ম-ভা-বনপর্ব্ব ১৫০।২৪।

আচারসম্ভবো ধর্ম্মো ধর্ম্মে বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বেদৈর্যজ্ঞাঃ সমুৎপন্না যজ্ঞৈর্দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥

আচার হইতে ধর্ম্মের সম্ভব হইয়াছে; বেদ সকল ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আছে; বেদ হইতে যজ্ঞ সমুদায় সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং দেবগণ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন॥ ম-ভা-বনপর্ব্ব ১৫০।২৮।

বেদাচারবিধানোক্তৈর্যজ্ঞৈর্ধার্য্যন্তি দেবতাঃ।
বৃহস্পত্যুশনোক্তৈশ্চ নয়ৈর্ধার্য্যন্তি মানবাঃ॥

দেবগণ বেদাচার বিধানোক্ত যজ্ঞ এবং মনুষ্যগণ বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের নীতি অবলম্বন করিয়া আছেন॥ ঐ ২৯।

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ যদ্ যদিষ্টং সুপক্বণাং।
অগ্নৌহুতেন হবিষা তৎসর্ব্বংলভতে দিবি॥

ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পেয় প্রভৃতি যে সকল বস্তু সুরগণের পরম সন্তোষপ্রদ, বিপ্রগণ তত্তৎ দ্রব্য দ্বারা ঘৃত সহযোগে অনলে যে আহুতি সমর্পণ করেন, তাহাতেই সুরপুরবাসীগণের পরমা প্রীতি লাভ হইয়া থাকে॥ শি-গী ১।১০।

সুখংদুঃখংভয়ংশোকঃ সন্তাপঃ কর্ম্মণাং নৃণাং।
ঐশ্বর্য্যং পরমানন্দো জন্ম মৃত্যুশ্চ মোক্ষণং॥
দেবাশ্চ সর্ব্বজনকা দাতারঃ কর্ম্মণাং ফলং।
কর্ত্তারঃ কর্ম্মবৃক্ষাণাং মূলোচ্ছেদঞ্চ লীলয়া॥

এই জীবলোকে জীবগণের কর্ম্ম-

জনিত সুখ, দুঃখ, শোক, সন্তাপ, ভয়, ঐশ্বর্য্য, আনন্দ, জন্ম, মৃত্যু ও মোক্ষ প্রভৃতি যাহাই কেন না বলুন, দেবতারাই সমুদায়ের জনক, কর্ম্ম ফলের প্রদাতা, কর্ম্মবৃক্ষের কর্ত্তা এবং উহার মূলোচ্ছেদন করিতেও তাঁহারাই প্রভু ॥

ব্র-বৈ-পু ১।১৪।১৯।২০।

ন হি দেবাৎ পরো বন্ধুর্ণহি দেবাৎপরো বলী।
দয়াবান্নহি দেবাচ্চ ন চ দাতা ততঃ পরঃ ॥

এই ত্রিলোকীতলে দেবতাদিগের সমান পরম বন্ধু আর নাই, বলবান্ আর নাই, এবং তাঁহাদিগের সমান দয়াবান্ ও দাতাও আর নাই ॥

ঐ ২১।

কর্ম্মণাং ফলদাতারো দেবাঃ সত্যঞ্চ মালতি।
ন সদ্যঃ স্বচিরেণৈব ধান্যং কৃষকবপ্রণাং ॥
গৃহী চ কৃষকদ্বারা ক্ষেত্রে ধান্যং বপেৎসতি।
তদঙ্কুরো ভবেৎ কালে কালে বৃক্ষঃ ফলত্যপি॥
কালে সুপক্কং ভবতি কালে প্রাপ্নোতি তদ্গৃহী।
এবং সর্ব্বং সমুন্বেয়ং চিরেণ কর্ম্মণঃ ফলং ॥

দেবতারা কর্ম্মফল প্রদাতা সত্য, কিন্তু যথাকালে। যেমন গৃহী ব্যক্তি কৃষক দ্বারা ক্ষেত্রে ধান্যবীজ রোপণ করিলে, কালে তাহার অঙ্কুরোদ্গম, কালে বৃক্ষ, কালে ফলবান্, কালে সুপক্ক হইলে যথাকালে উহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মফলও সহসা লভ্য নহে ॥ ঐ ২৬-২৮।

পুণ্যবান্ পুণ্যভূমৌ চ করোতি সুচিরন্তপঃ।
তেষাঞ্চ ফলদাতারো দেবাঃ সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

এই পুণ্যভূমি (১) (ভারতক্ষেত্রে) পুণ্যবান্ লোকেরা যে তপঃসঞ্চয় করেন, পরিণামে দেবতারাই তাহার ফল প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা নিশ্চয়; কিন্তু ধান্যের ন্যায় উহা ইচ্ছামত লভ্য নহে ॥

ব্র-বৈ-পু ১।১৪।৩০।

(গৃহস্থগণ যথানিয়মে গণেশাদি প্রধান প্রধান দেবগণের অর্চ্চনা করিবেন)

গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বিষ্ণুং শম্ভুং হুতাসনং।
দুর্গা মেতান্ সম্পূজ্যৈব পূজয়েদ্দেবতান্তরং ॥

মনুষ্য প্রথমতঃ যথাক্রমে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, অগ্নি ও ভগবতী দুর্গাদেবীর পূজা করিয়া তবে অন্য দেবের পূজা করিবে ॥

ব্র-বৈ-পু ৬।৬।৯৯।

গণেশ পূজনে বিঘ্ন নির্ব্বিঘ্নঃ জগতাং ভবেৎ।
নির্ব্ব্যাধিঃ সূর্য্য পূজায়াং শুচিঃ শ্রীবিষ্ণু পূজনে ॥

জগত্রয় মধ্যে জীবের গণেশ পূজায় বিঘ্ন নাশ, সূর্য্য পূজায় ব্যাধি-

---

(১) হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত স্থান পুণ্য ক্ষেত্র ভারত নামে প্রসিদ্ধ, উহা সর্ব্বস্থানের প্রধান ও মুনিগণের তপস্যার স্থল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা,—
হিমালয়াদাসমুদ্রং পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতং।
শ্রেষ্ঠং সর্ব্বস্থলানাঞ্চ মুনীনাঞ্চ তপঃস্থলং ॥
ব্র-বৈ-পু ৪।৫৯.৮১।

মুক্তি এবং বিষ্ণুপূজায় পবিত্রতা লাভ হইয়া থাকে। ব্র-বৈ-পু ৩৬।১০০।

মোক্ষশ্চ পাপ নাশশ্চ যশঃশ্চৈশ্বর্য্য বর্দ্ধনঃ।
তত্ত্বজ্ঞান সুতৃপ্তানাং বীজং শঙ্কর পূজনং॥

শঙ্কর পূজায় জীবের পাপ নাশ, ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি ও পরম তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় এবং জীব তাহাতে মুক্তি লাভ করিতে পারে॥ ঐ ১০১।

সুবুদ্ধি সুস্ত্রী সুভূমি সুপ্রজাবন্ধু কারণং।
হরি ভক্তি প্রদঞ্চৈব পরং দুর্গার্চ্চনং শিবং॥

ভগবতী দুর্গা দেবীর আরাধনায় মনুষ্য সুবুদ্ধি, উত্তমা স্ত্রী, সুসন্তান, বন্ধু ও ভূমি লাভ করে এবং পরম হরিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥

ঐ ১০২।

বিধান সংস্কৃতাগ্নিশ্চ জ্ঞান মৃত্যুঞ্জয়ং ভবেন্নরঃ।
দাতা ভোক্তা চ ভবতি শঙ্করস্য নিষেবণাৎ॥

বিধি বোধিতরূপে সংস্কৃতাগ্নির অর্চ্চনা করিলে মানব জ্ঞানমৃত্যু লাভ করে এবং শঙ্কর সেবায় মনুষ্য দাতা ও ভোক্তা হয়॥

ঐ ১০৩।

বিপরীতং ত্রিজগতামেতেষাং পূজনং বিনা।
এবং ক্রমো মহাদেব কল্পে কল্পেস্তি নিশ্চিতং॥

হে মহাদেব! জগত্রয় মধ্যে এই সমুদায়ের পূজা ভিন্ন পূজকের বিপরীত ফললাভ হয়। এইরূপ নিয়ম প্রতি কল্পেই নিশ্চয় স্থিরতর রহিয়াছে॥ ঐ ১০৪।

এতেশশ্বদ্বিদ্যমানা নিত্যাঃ সৃষ্টি পরায়ণাঃ।
আবির্ভাব তিরোভাবৌচৈতেষামীশ্বরেচ্ছয়া॥

ঐ সমস্ত দেব সৃষ্টিপরায়ণ হইয়া নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন, কেবল ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহাদিগের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়॥

ব্র-বৈ-পু ৩৬।১০৫।

ব্রহ্মাণং ভজতে যো হি লভেৎ সোহপি প্রজাং শ্রিয়ং।
বিদ্যাঞ্চৈশ্বর্য্যমানন্দং বরেণ ব্রহ্মণো নরঃ॥

আর, যিনি একান্ত চিত্তে ভগবান্ ব্রহ্মাকে ভজনা করেন, তদীয় বর-প্রভাবে তাঁহারও পুত্র, শ্রী, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও আনন্দ লাভ হয়॥

ব্র-বৈ-পু ১।১৪।৩৮।

ধর্ম্মং যো ভজতে ধর্ম্মী সর্ব্বধর্ম্মং লভেৎ ধ্রুবং।
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং॥

আর, যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক দেবপ্রধান ধর্ম্মকে ভজনা করেন, তিনি প্রকৃত ধর্ম্ম অধিকার করিয়া পরম সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক অন্তে ভগবানের পাদপদ্ম সন্নিধানে গমন করেন॥ ঐ ৪৬।

যো যং দেবং ভজেদ্ভক্ত্যা সচাদৌ লভতে চ তং।
কালে পশ্চাত্তেন সার্দ্ধং পরং বিষ্ণোঃ পদং লভেৎ॥

এইরূপে যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক যে দেবতার উপাসনা করেন, তিনি

প্রথমে তাঁহাকে লাভ করেন, এবং কালে তৎসহ মিলিত হইয়া পশ্চাৎ বিষ্ণুর পরম পদ অধিকার করেন ॥

ব্র-বৈ-পু ১।১৪।৪৭।

যো যদ্দেবপ্রতিকৃতিং প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রিয়ে।
স তল্লোকমবাপ্নোতি ভোগানপি তদুদ্ভবান্ ॥

যে ব্যক্তি যে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে, সেই ব্যক্তি সেই দেবলোক এবং তল্লোকভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥

ম-নি-ত ১৩।২১।

মৃণ্ময়ে প্রতিবিম্বে তু বসেৎ কল্পাযুতং দিবি।
দারুপাষাণধাতূনাং ক্রমাদ্দশগুণাধিকম্ ॥

মৃণ্ময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিলে দশ সহস্র কল্প স্বর্গে বাস করে। দারুময়ী, পাষাণময়ী ও ধাতুময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠাতে ক্রমে দশ দশ গুণ অধিক ফল লাভ হয়, অর্থাৎ দারুময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠাতে লক্ষ-কল্প স্বর্গবাস ইত্যাদি ॥ ঐ ২২।

তৃণাদিনির্ম্মিতং গেহং যো দদ্যাৎ পরমেশ্বরি।
বর্ষকোটিসহস্রাণি স বসেদ্দেববেশ্মনি ॥

হে পরমেশ্বরি! যে ব্যক্তি দেবোদ্দেশে তৃণাদি নির্ম্মিত গৃহ দান করে, সে বহু সহস্র কোটি বৎসর দেবলোকে বাস করে ॥

ঐ ২৪।

ইষ্টকাগৃহদানে তু তস্মাচ্ছতগুণং ফলম্।
ততোঽযুতগুণং পুণ্যং শিলাগেহপ্রদানতঃ ॥

ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ দানে ইহা হইতে শত গুণ ফল। প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ দানে উহা অপেক্ষা অযুতগুণে পুণ্য ॥ ম-নি-ত ১৩।২৫।

সেতুসংক্রমদাতাসৌ যমলোকং ন পশ্যতি।
সুখং সুরালয়ং প্রাপ্য মোদতে স্বর্নিবাসিভিঃ ॥

সেতু এবং সংক্রম, অর্থাৎ সেতু বিশেষের নির্ম্মাণকর্ত্তাকে যমলোক দর্শন করিতে হয় না। সে ব্যক্তি সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গবাসী-দিগের সহিত আমোদ করে।

ঐ ২৬।

বৃক্ষারামপ্রতিষ্ঠাতা গত্বা ত্রিদশমন্দিরম্।
কল্পপাদপবৃন্দেষু নিবসন্ দিব্যবেশ্মনি ॥
ভুঙ্ক্তে মনোরমান্ ভোগান্ মনসো যানভীপ্সিতান্।

যে ব্যক্তি বৃক্ষ ও উপবন প্রতিষ্ঠা করে, সে স্বর্গে গমন করিয়া কল্প-পাদপবৃন্দ-সন্নিহিত দিব্যগৃহে বাস করতঃ মনের অভিলাষানুসারে মনোরম ভোগ্য বস্তু সকল উপভোগ করিয়া থাকে। ঐ ২৭।

প্রীতয়ে সর্ব্বসত্ত্বানাং যে প্রদদ্যুর্জ্জলাশয়ম্।
বিধূতপাপাস্তে প্রাপ্য ব্রহ্মলোকমনাময়ম্।
নিবসেয়ুঃ শতং বর্ষানন্তসাং প্রতিনীকরম্ ॥

যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বপ্রাণীর

প্রীতির নিমিত্ত জলাশয় উৎসর্গ করে, তাহারা নিষ্পাপ হইয়া অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং সেই জলাশয়ে যত সংখ্যক জলবিন্দু থাকিবে তত শত বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস করে। ম-নি ১৩।২৮।

যো দদ্যাদ্বাহনং দেবি দেবতা প্রীতিকারকম্।
স তেন রক্ষিতো নিত্যং তল্লোকে নিবসেচ্চিরম্॥

যে ব্যক্তি কোন দেবতার প্রীতিকারক বাহন দান করে, সে সেই বাহন কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিরক্ষিত হইয়া সেই দেবলোকে চিরকাল বাস করে। ঐ ২৯।

মৃন্ময়ে বাহনে দত্তে যৎফলং জায়তে ভুবি।
দারুজে তদ্দশগুণং শিলাজে তদ্দশাধিকম্॥

এই ভূমণ্ডলে মৃণ্ময় বাহন দানে যে ফল হয়, কাষ্ঠনির্ম্মিত বাহন দানে তাহার দশগুণ ফল হয় এবং প্রস্তরনির্ম্মিত বাহন দান করিলে তাহা হইতেও দশগুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে॥ ঐ ৩০।

রিত্তিকা কাংস্যতাম্রাদিনির্ম্মিতে দেববাহনে।
দত্তে ফলমবাপ্নোতি ক্রমাৎ শতগুণাধিকম্॥

পিত্তল, কাংস্য ও তাম্র প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত দেববাহন দান করিলে ক্রমতঃ শতগুণ অধিক ফললাভ হয়, অর্থাৎ প্রস্তর হইতে পিত্তলে শতগুণ এবং পিত্তল হইতে কাংস্যে শতগুণ ইত্যাদি। ঐ ৩১।

দেব্যাগারে মহাসিংহং বৃষভং শঙ্করালয়ে।
গরুড়ং কৈশবে গেহে প্রদদ্যাৎ সাধকোত্তমঃ

সাধকশ্রেষ্ঠ, ভগবতীর গৃহে মহাসিংহ, শিবালয়ে বৃষভ এবং বিষ্ণুমন্দিরে গরুড় নির্ম্মাণ করিয়া প্রদান করিবেন। ম-নি ১৩।৩২।

বাসোভূষণপর্য্যঙ্কযানসিংহাসনানি চ।
পানপ্রাশনতাম্বুলভাজনানি পতদ্গ্রহম্॥
মণিমুক্তাপ্রবালাদিরত্নান্যাত্মপ্রিয়ঞ্চ যৎ।
যো দদ্যাদ্দেবমুদ্দিশ্য শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিতঃ।
স তল্লোকং সমাসাদ্য তত্তৎ কোটিগুণং লভেৎ॥

যে ব্যক্তি বস্ত্র, অলঙ্কার, পর্য্যঙ্ক, যান, সিংহাসন, পানপাত্র, ভোজনপাত্র, তাম্বুলপাত্র, পিকদান, মণিমুক্তা প্রবালাদি রত্ন ও অন্যান্য নিজ প্রিয়বস্তু দেবোদ্দেশে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে দান করে, সে ব্যক্তি সেই দেবতার স্থানে গমন করিয়া দত্তবস্তুর কোটিগুণ লাভ করিতে পারে। ম-নি-ত ১৩।৩৯—৪০।

কামিনাং ফলমিত্যুক্তংক্ষয়িষ্ণুং স্বপ্নরাজ্যবৎ।
নিষ্কামানান্ত নির্ব্বাণং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্॥

যাঁহারা কামনা পূর্ব্বক (দানাদি) কর্ম্ম করেন, তাঁহাদিগের সেই সকল কর্ম্মফল স্বপ্নলব্ধ রাজ্য সদৃশ ক্ষয়শীল। যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহাদিগকে আর পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহারা নির্ব্বাণ মুক্তিপদ লাভ করেন॥ ঐ ৪১।

যজ্ঞাদযো বিমুক্তানাং নিষ্কামানাং বিমুক্তযে।
অন্তঃ করণশুদ্ধ্যর্থং উচ্যতেবাত্র কেচন ॥

যজ্ঞাদি কার্য্য নিষ্কামীদিগের মুক্তি সম্পাদন করে, অর্থাৎ যজ্ঞাদি-দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলেই মুক্তি লাভ হইতে পারে ॥

গ-পু ১।২২৮।১০।

দেবানাং সাত্ত্বিকী পূজা শুভদা মুক্তিদা মুনে।
অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ পরংনির্ব্বাণকারণং ॥

হে মুনে! দেবগণের সাত্ত্বিকী পূজাই শুভপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ হয় এবং অহিংসাই প্রধান ধর্ম্ম ও নির্ব্বণ মুক্তির কারণ হয় ॥

না-প ২।৭।৪২।

একাহমর্চ্চনাবাধে দ্বিগুণং দেবমর্চযেৎ।
দিনদ্বযে তদ্দ্বিগুণং তদ্দ্বিগুণং দিনত্রযে ॥

যদি অকস্মাৎ এক দিবস দেবতার পূজাবাধ হয়, তৎপর দিবস সেই দেবমূর্ত্তিতে দ্বিগুণ পূজা করিবে। দুই দিবস পূজাবাধ হইলে চতুর্গুণ এবং তিন দিবস পূজাবাধ হইলে অষ্টগুণ পূজা করিবে ॥

ম-নি-ত ১৪।৯৭।

ততঃ ষণ্মাসপর্য্যন্তং যদি পূজা ন সম্ভবেৎ।
তদাষ্টকলসৈর্দ্দেবং স্নাপয়িত্বা যজেৎ সুধীঃ ॥

যদি ছয় মাস পর্য্যন্ত পূজাবাধ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানী অষ্ট কলস জল দ্বারা দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া পূজা করিবে ॥ ঐ ৯৮।

ষণ্মাসাৎ পরতো দেবঃ প্রাক্সংস্কারবিধানতঃ।
পুনঃ সুসংস্কৃতং কৃত্বা পূজয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥

যদি ছয় মাস হইতে অধিক কাল পূজা না হয় তাহা হইলে সাধকোত্তম পূর্ব্ব কথিত সংস্কার বিধানানুসারে দেবমূর্ত্তি পুনঃ সুসংস্কৃত করিয়া পূজা করিবে ॥ ম-নি-ত ১৪।৯৯।

খণ্ডিতং স্ফুটিতং ভগ্নং দেবং তোয়ে বিসর্জ্জয়েৎ।
পতিতং দুষ্টভূম্যাদৌ ন দেবং পূজয়েৎ বুধঃ ॥

যে দেবমূর্ত্তি ভগ্ন, সচ্ছিদ্র, অথবা কুষ্ঠরোগী কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট কিম্বা অঙ্গ-হীন হয়, তাহাকে জলে বিসর্জ্জন করিবে এবং যে দেবমূর্ত্তি দূষিত ভূমিতে পতিত হইয়াছে, জ্ঞানী তাহার পূজা করিবে না ॥

ঐ ১০০।

ছিন্নাঙ্গংস্ফুটিতং ভগ্নং দেবং তোয়ে বিসর্জ্জয়েৎ।
স্পর্শাদিদোষদুষ্টন্তু সংস্কৃত্য পুনরর্চ্চয়েৎ ॥

যে দেবমূর্ত্তি অঙ্গহীন, সচ্ছিদ্র, অথবা যাহা ভগ্ন হইয়াছে, তাহা জলে বিসর্জ্জন করিবে; পরন্তু যে দেবমূর্ত্তি স্পর্শাদি দোষে দূষিত হইয়াছে, তাহার পুনঃসংস্কার করিয়া পূজা করিতে পারে।

ঐ১০১।

মহাপীঠেঽনাদিলিঙ্গে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতে।
সর্ব্বদা পূজয়েত্তত্র স্বং স্বমিষ্টং সুখাপ্তয়ে ॥

যাহা মহাপিঠ ও অনাদি লিঙ্গ,

তাহাতে অস্পৃশ্য স্পর্শাদি দোষ হয় না, সুতরাং তাহাতে সুখলাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা স্ব স্ব অভিষ্ট দেবতার পূজা করিবে ॥ ম-নি-ত ১৪।১০২।

যশ্চ যস্য যদা দুষ্টঃ স তং যত্নেন পূজয়েৎ।
ব্রহ্মণৈষাং বরো দত্তঃ পূজিতাঃ পূজয়িষ্যথ ॥

যখন যাহার যে গ্রহ দুষ্ট অর্থাৎ বিরুদ্ধ হইবে, তখন অতিযত্ন পূর্ব্বক সেই গ্রহের পূজা করিবে, যেহেতু পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা গ্রহদিগকে এই বর দিয়াছিলেন যে "তোমাদিগকে পূজা করিলে তোমরাও পূজকদিগের অভিলষিত প্রদান দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে ॥ যা-সং ১।৩০৬।

গ্রহাধীনা নরেন্দ্রাণামুচ্ছ্রায়াঃ পতনানি চ।
ভাবাভাবৌ চ জগতস্তস্মাৎ পূজ্যতমা গ্রহাঃ ॥

গ্রহগণ প্রজাদিগের অপেক্ষা রাজাদিগের নিকট অধিক পূজ্য, কেননা প্রজাবর্গের উন্নতি ও অবনতি, অধিক কি, এই জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব গ্রহদিগেরই অধীন; এই হেতু তাঁহারা রাজাদিগের পূজ্যতম হয়েন ॥

ঐ ৩০৭।

পুণ্যেহ্হি শুভনক্ষত্রে গ্রহান্ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
হোমং কুর্য্যাদ্যথাশক্তি মন্ত্রৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ ॥

পুণ্য দিবসে, শুভ নক্ষত্রে গ্রহগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা এবং বিবিধ শুভকর মন্ত্রদ্বারা যথাশক্তি হোম করিবে ॥ গ-পু ২।৪।১৭।

ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন শিলায়াং ন মৃৎসু চ।
ভাবে হি বসতে দেবো তস্মাৎ ভাবো হি কারণং ॥

কাষ্ঠে, শিলাতে কিম্বা মৃৎপিণ্ডে দেবতার অধিষ্ঠান হয় না, কেবল ভাবেই দেবতার অধিষ্ঠান হয়, অতএব ভাব অর্থাৎ ভক্তিই মুক্তির কারণ জানিবে। কাষ্ঠাদিতে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিলেই মুক্তি হইতে পারে ॥

গ-পু ২।২৮।১১।

প্রাতঃ প্রাতঃ প্রপশ্যন্তি নর্ম্মদাং মৎস্যঘাতিনঃ।
ন তেষাং শুদ্ধিমায়াতি চিত্তবৃত্তির্গরীয়সী ॥

মৎসজীবীরা প্রতিদিন প্রাতঃকালে নর্ম্মদাতীরে গমন করিয়া মৎস্য গ্রহণার্থ অবগাহন করে, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের শুদ্ধি হয় না, কারণ সর্ব্ববিষয়েই চিত্তবৃত্তি গুরুতরা। মৎস্যজীবী ধীবরগণের নর্ম্মদাবগাহনে চিত্তবৃত্তি নাই, মৎস্য গ্রহণই তাহাদিগের উদ্দেশ্য, সুতরাং তাহারা নর্ম্মদাতে প্রাতঃকালে অবগাহন করে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের শুদ্ধি হইতে পারে না ॥ ঐ ১২।

যাদৃশী চিত্তবৃত্তিঃস্যাত্তাদৃক্কর্ম্মফলং নৃণাং।
পরলোকে গতিস্তাদৃক্ প্রতীতিঃ ফলদায়িকা॥

যাহার যেরূপ চিত্তবৃত্তি তাহার সেইরূপ কর্ম্মফল হয় এবং পরলোকে তাহাদিগের গতিও সেইরূপ হইয়া থাকে; যেহেতু প্রতীতিই ফল প্রদান করে॥ গ-পু ২।২৮।১৩।

দেবে দেয়ানি দ্রব্যানি দেবে দেয়া চ দক্ষিণা।
তৎসর্ব্বং ব্রাহ্মণে দদ্যাত্তদনন্তায় কল্পতে॥

দেবতার উদ্দেশে যে সকল দ্রব্য বা দক্ষিণা প্রদত্ত হয়, তৎসমস্তই ব্রাহ্মণে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। দেবদ্রব্য বিপ্রসাৎ হইলে অনন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে॥

ব্র-বৈ-পু ৪।১২৪।২১।

ব্রাহ্মণানাং মুখং রাধা দেবানাং মুখমুখ্যকং।
বিপ্রভুক্তঞ্চ যৎ দ্রব্যং প্রাপ্তবন্তেব দেবতাঃ॥

রাধে! ব্রাহ্মণগণের মুখই দেবগণের প্রধান মুখ। কারণ, ব্রাহ্মণগণ যে দ্রব্য ভোগ করেন, তাহাতে দেবগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন॥ ঐ ২২।

ব্রাহ্মণানাং মুখে ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠেঽনুর্ব্বর এব চ।
যো যজ্জুহোতি ভক্ত্যা চ স তৎ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং॥

ব্রাহ্মণের মুখস্বরূপ উর্ব্বরা ভূমিতে ভক্তি পূর্ব্বক যিনি যাহা অর্পণ করেন, পরিণামে তিনি তাহা অবশ্যই লাভ করেন॥

ব্র-বৈ-পু ১।১৪।৩১।

(গো-ব্রাহ্মণের পূজা করিলেই সকল দেবতার পূজা করা হয়)

সর্ব্বাশ্রমপরো বিপ্রো নাস্তি বিপ্রসমো গুরুঃ।
বেদবেদাঙ্গসর্ব্বার্থমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥

সর্ব্ববর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই এবং এই সংসারে ব্রাহ্মণের সমান গুরু আর নাই। ভগবান্ কমলাসন স্বয়ং কহিয়াছিলেন যে, বেদ ও বেদাঙ্গ প্রভৃতি কেহই ব্রাহ্মণের মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই॥

ব্র-বৈ-পু ১।১১।২০।

ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা কল্পকোটিশতেন চ।
তপসা ব্রহ্মণত্বঞ্চ ন প্রাপ্নোতি শ্রুতৌ শ্রুতং॥

বেদে কথিত আছে, ক্ষত্রিয়ই হউক বা বৈশ্যই হউক, শত কোটি কল্প তপস্যা করিলেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না (১)॥ ব্র-বৈ-পু ২।২৬।৬৫।

---

(১) ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। জীব পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইয়া নানা যোনি পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই ব্রাহ্মণত্ব লাভের উপায় জানিবার জন্য মহামতি ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, পিতামহ! আপনি বৃদ্ধ

এবং প্রাজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞানী, সচ্চরিত্র ও বিবিধ সদ্‌গুণসম্পন্ন। এই নিমিত্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় কোন্ কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হয়? তপস্যা, সৎকার্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এই কয়েকটীর মধ্যে কোন্‌টী উহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব লাভের উপযোগী, তাহা আপনি সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন "ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে আমি মতঙ্গগর্দ্দভী সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রের নাম মতঙ্গ। মতঙ্গ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে আপনার ঔরসজাত বিবেচনা করিয়া উঁহার জাতকর্ম্মাদি সমুদায় অনুষ্ঠান করেন। একদা ঐ ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে কহিলেন, বৎস! আমি দেবগণের উদ্দেশে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, তুমি অবিলম্বে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ কর। মতঙ্গ ব্রাহ্মণের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র বেগগামী গর্দ্দভশিশুযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণার্থ প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, রথযোজিত গর্দ্দভশিশু সেই দিকে গমন না করিয়া স্বীয় জননীর অভিমুখেই গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মতঙ্গ রোষাবিষ্ট হইয়া বারংবার উঁহার নাসিকায় কশাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন পুত্রবৎসলা গর্দ্দভী পুত্রের নাসায় অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে দেখিয়া করুণভাবে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল বৎস! তুমি দুঃখিত হইও না। এক্ষণে এক চণ্ডাল তোমাকে সঞ্চালিত করিতেছে। ব্রাহ্মণ কদাচ এইরূপ নিষ্ঠুর স্বভাব হন না। ব্রাহ্মণ জগতের মিত্র। তিনি সকল ভূতের আচার্য্য ও শাসনকর্ত্তা; এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে কি তোমাকে এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে পারিত? এই দুরাত্মা অতিশয় পাপস্বভাব, শিশুর প্রতি ইহার কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইতেছে না। এই নির্দ্দয় যেমন ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তদনুরূপ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহার জাতিস্বভাবজাত অসদ্ভাব ইহাকে তোমার প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শনে একান্ত পরাঙ্মুখ করিতেছে। গর্দ্দভী এইরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মতঙ্গ তাহা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে রথ হইতে অবরোহণ করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি! আমার জননী যেরূপে দূষিত হইয়াছেন, আমি যে নিমিত্ত চণ্ডাল হইয়াছি এবং যে কারণে আমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়াছে, তুমি তৎসমুদায় অকপটে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

তখন গর্দ্দভী কহিল, তুমি কামোন্মত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে নাপিতের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। এই নিমিত্ত তোমার ব্রাহ্মণত্ব তিরোহিত হইয়াছে এবং তুমি চণ্ডাল হইয়াছ। মতঙ্গ গর্দ্দভীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণের অভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অচিরাৎ গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

তখন সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে যজ্ঞীয়দ্রব্য আহরণরূপ গুরুতর কার্য্যসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তুমি তাহা সুসিদ্ধ না করিয়া কি নিমিত্ত প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তোমার কোন অমঙ্গল হয় নাই ত? মতঙ্গ কহিলেন, পিতঃ! যে ব্যক্তি চণ্ডালজাতি বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার আর মঙ্গল কি? যাহার জননী দুঃশীলা, সে কিরূপে কুশলী হইবে? এই গর্দ্দভী কহিতেছে যে, তুমি ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। ইহার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। অতএব আমি এক্ষণে ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিব। মতঙ্গ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন, এবং তথায় অবস্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভের অভিলাষে যত্নসহকারে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ তাঁহার সেই দুষ্কর তপস্যা দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া সেই অরণ্য মধ্যে সুররাজ ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র তথায় আগমনপূর্ব্বক তপস্বী মতঙ্গকে

সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মতঙ্গ! তুমি বিবিধ পার্থিব ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক কি নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান করিতেছ? এক্ষণে আমি তোমাকে বর প্রদান করিতে আসিয়াছি; তুমি আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। মতঙ্গ কহিলেন, ভগবন্! আমি ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত এই তপোনুষ্ঠান করিতেছি। ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন অন্য কোন বরই প্রার্থনা করি না। ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইলেই আমি গৃহে প্রতিগমন করিব। তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র মতঙ্গের সেই অসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মতঙ্গ! তুমি যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ তাহা নিতান্ত দুর্লভ। তুমি এই অসুলভ বিষয় লাভের চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তপস্যা দ্বারা কোন ক্রমেই উহা অধিকার করিতে পারা যায় না। অতএব তুমি অবিলম্বে এই দুরাশা পরিত্যাগ কর। ত্রিলোক মধ্যে যাহা পরম পবিত্র বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে, তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে তাহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে।

দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ কহিলে, ব্রতধারী মতঙ্গ তাঁহার বাক্যে তপস্যায় বিরত না হইয়া এক শত বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন পুরন্দর পুনরায় তাঁহার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, বৎস! ব্রহ্মণ্য নিতান্ত দুর্লভ। তুমি উহা লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই কালকবলে নিপতিত হইবে। আমি তোমাকে বারংবার নিষেধ করিতেছি, তুমি ব্রহ্মণ্য লাভের বাসনা করিও না। তুমি সহস্র চেষ্টা করিলেও কোন ক্রমেই উহা লাভ করিতে পারিবে না। জীব তীর্য্যক্‌যোনি হইতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া প্রথমতঃ পুক্কশ বা চণ্ডালযোনিতে উৎপন্ন হইয়া সহস্র বৎসর সেই নিকৃষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শূদ্রতা লাভ করে। তৎপরে ত্রিংশত সহস্র বৎসর অতীত হইলে তাহার বৈশ্যতা, বৈশ্যতা লাভের পর এক লক্ষ অশীতি সহস্র বৎসর অতীত হইলে ক্ষত্রিয়ত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের পর এক শত অশীতি লক্ষ বৎসর অতীত হইলে পতিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। তৎপরে সেই পতিত ব্রাহ্মণকুলে দ্বিশত ষোড়শ কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণের কুলে, তৎপরে চতুঃষষ্টি সহস্র অষ্টশত কোটি বৎসর অতীত হইলে গায়ত্রীসেবী ব্রাহ্মণবংশে এবং পরিশেষে ঐ বংশে দুই শত ঊনষষ্টি লক্ষ বিংশতি সহস্র কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া শ্রোত্রিয়গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করে। ঐ শ্রোত্রিয় বংশে পরিভ্রমণের সময় হর্ষ, শোক, কাম, দ্বেষ, অভিমান ও বৃথা বাধিতণ্ডা তাহাকে আক্রমণ করে। ঐ সময় যদি সে হর্ষশোকাদি শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার সদ্গতি লাভ হয়; আর যদি সে ঐ সকল শত্রুর বশীভূত হয়, তাহা হইলে তাহার এককালে অধোগতি লাভ হইয়া থাকে। হে মতঙ্গ! এক্ষণে আমি তোমার নিকট যে কথা কহিলাম, তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অন্য অভীষ্টবর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণত্ব লাভের লোভ করা তোমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ কহিলেও মতঙ্গ তপস্যায় বিরত না হইয়া সংযতচিত্তে পুনরায় সহস্র বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন।

অনন্তর সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে বলাসুরনিপাতী পুরন্দর পুনরায় তথায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমুদায় কীর্ত্তন পূর্ব্বক মতঙ্গকে তপোনুষ্ঠানে নিষেধ করিলেন।

তখন মতঙ্গ কহিলেন, হে পুরন্দর! আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতচিত্তে সহস্র বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান রহিয়াছি; তথাপি কি নিমিত্ত আমার ব্রহ্মণ্য লাভ হইতেছে না?

দেবরাজ কহিলেন, বৎস! তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ; অতএব কোন রূপেই ব্রহ্মণ্য লাভে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আর তোমার বৃথা পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি অন্য অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন মতঙ্গ ইন্দ্রবাক্য শ্রবণে একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া গয়াতীর্থে গমন পূর্ব্বক এক বৎসর অঙ্গুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

পৃথিব্যাং ব্রাহ্মণা দেবা ইতি বেদৈ র্নিরূপিতং।
সর্ব্বেষাং পূজনাত্তাত সুপ্রশস্তং দ্বিজার্চ্চনং॥

(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দ মহাশয়কে কহিয়াছিলেন) তাতঃ! ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর দেবতা; এই জন্য তাঁহারা ভূদেব বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট আছেন; অতএব সকলের পূজা অপেক্ষা ব্রাহ্মণের পূজাই সুপ্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়॥

ব্র-বৈ-পু ৪।২১।৫৩।

ঐরূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান করাতে তাঁহার শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট ও শিরা সমুদায়ে পরিব্যাপ্ত হইল। অনন্তর একদা তিনি সেই ঘোরতর নিয়মানুষ্ঠান করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সর্ব্বভূতহিতৈষী বরদাতা বাসব তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণত্ব লাভ তোমার পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে, ফলতঃ ব্রাহ্মণ্য লাভ নিতান্ত সুকঠিন; উহার লাভ চেষ্টা করিলে অশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। ব্রাহ্মণকে পূজা না করিলে অশেষ দুঃখ এবং পূজা করিলে বিবিধ সুখ লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সমুদায় প্রাণীর মঙ্গলদাতা। ব্রাহ্মণ হইতেই দেবতা ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন। ব্রাহ্মণগণ যখন যাহা বাসনা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারেন। জীব পর্য্যায়ক্রমে বহুতর যোনি পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণ্য লাভ করে। অতএব তুমি সেই দুর্লভ ব্রাহ্মণ্যলাভের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বর প্রার্থনা কর। তুমি কখনই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে না।

মতঙ্গ কহিলেন, দেবেন্দ্র! আপনি আর কি নিমিত্ত আমাকে তিরস্কার করিয়া পীড়িতপীড়ন ও মৃতব্যক্তির উপর প্রহার করিতেছেন। আমি তপোবলে ব্রাহ্মণ্য লাভের উপযুক্ত হইলেও আপনি কি নিমিত্ত আমাকে উহা প্রদান করিতেছেন না। অনেকে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও নিয়মিত রূপে তাহা প্রতিপালন করিতেছে না। যাহারা দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া তাহা প্রতিপালন না করে, তাহারা নিতান্ত পাপাত্মা ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও অধম। কিন্তু জনসমাজে তাদৃশ ব্যক্তিগণ ও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব যখন অনেকে অহিংসা, সমদমাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তখন আমি আত্মারাম, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ ও অহিংসাদি ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ্য লাভে বঞ্চিত হইব। হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! আমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কেবল একমাত্র মাতৃদোষে এতাদৃশ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। যখন আমি এতাদৃশ যত্নবান্ হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভে অসমর্থ হইলাম, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, পুরুষকার প্রভাবে দৈবকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। যাহা হউক, অতঃপর অগত্যা আমাকে ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। এক্ষণে যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহবুদ্ধি হইয়া থাকে, অথবা আমার যদি কিছুমাত্র সুকৃত থাকে,তাহা হইলে আপনি আমাকে অন্য অভিলষিত বর প্রদান করুন।

মহাত্মা মতঙ্গ এই কথা কহিবামাত্র সুররাজ ইন্দ্র তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন মতঙ্গ কহিলেন, দেবরাজ! আমি যেন আপনার বর প্রভাবে কামচারী ও কামরূপী বিহঙ্গম হই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমুদায় বর্ণই যেন আমার পূজা করে এবং আমার কীর্ত্তি যেন অক্ষয় হয়। তখন ইন্দ্র মতঙ্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৎস! তুমি ছন্দোদেব নামে বিখ্যাত হইয়া কামিনীগণের পূজ্য হইবে এবং ত্রিলোকমধ্যে তোমার খ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না।

হে ধর্ম্মরাজ! ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র মতঙ্গকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত

সাক্ষাৎ খাদতি নৈবেদ্যং বিপ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
ব্রাহ্মণে পরিতুষ্টৈচ সন্তুষ্টাঃ সর্ব্ব দেবতাঃ ।।

ব্রাহ্মণ হরির রূপভেদ মাত্র, সুতরাং বিপ্ররূপী হরি স্বয়ং নিবেদিত বস্তু ভোজন করেন; ফলতঃ ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইলেই সকল দেবতার তুষ্টি লাভ হয় সন্দেহ মাত্র নাই ।।

ব্র-বৈ-পু ৪।২১।৫৪।

কিংতস্য দেব পূজায়াং যো নিযুক্তো দ্বিজার্চ্চনে।
পূজিতা ব্রাহ্মণা যেন পূজিতাঃ সর্ব্ব দেবতাঃ ।।

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের পূজা করেন, তাঁহার দেবপূজার কোন প্রয়োজন নাই; যৎকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণগণ পূজিত হন, তাঁহার সমস্ত দেবের পূজা করা হয় ॥ ঐ ৫৫।

দেবায় দত্ত্বা নৈবেদ্যং ন দত্তং ব্রাহ্মণায় চেৎ।
ভস্মীভূতঞ্চ তদ্দ্রব্যং পূজনং নিষ্ফলং ভবেৎ ।।

যে ব্যক্তি দেবতাকে কোন বস্তু নিবেদন করিয়া তাহা ব্রাহ্মণকে প্রদান না করে, তাহার সেই বস্তু ভস্মীভূত ও পূজা নিষ্ফল হয়।

ঐ ৫৬।

বিপ্রায় দেব নৈবেদ্যং দানাৎ ধ্রুব মনন্তকং।
তুষ্টো দিব্যং বরং দত্ত্বা প্রযাতি চ স্ব মন্দিরং ।।

দেব নৈবেদ্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে তাহা নিশ্চয়ই অনন্ত গুণে ফল প্রদান করে, কারণ ব্রাহ্মণ দেবদ্রব্য লাভে সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় ভবনে গমন করেন ।।

ব্র-বৈ-পু ৪।২১।৫৭।

দত্ত্বা দেবায় নৈবেদ্যং মূঢ়ো ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদি
দত্তাপহারী দেবস্বং ভুক্ত্বা চ নরকং ব্রজেৎ ।।

যদি কোন মূঢ় ব্যক্তি দেবোদ্দেশে দত্ত বস্তু স্বয়ং ভোজন করে, সে দত্তাপহারী বলিয়া গণ্য হয় এবং সে দেবস্ব ভোগ করিয়া নরকে গমন করে ।। ঐ ৫৮।

দেব দত্তং ন ভোক্তব্যং নৈবেদ্যঞ্চ বিনা হরেঃ।
প্রশস্তং সর্ব্ব দেবেষু বিষ্ণোর্নৈবেদ্য ভোজনং ॥

যে বস্তু বিষ্ণুকে নিবেদন করিবে, মানব তাহাই ভোজ করিবে, তদ্ভিন্ন দেবোদ্দেশে দত্ত বস্তু ভোজন করিবে না, সমস্ত দেবের মধ্যে বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভোজন প্রশস্ত বলিয়া বেদে উক্ত আছে ।। ঐ ৫৯।

ন দত্ত্বা বস্তু দেবায় দত্তং বিপ্রায়চেৎ সুধীঃ।
ভুক্ত্বা বিপ্রমুখে দেবাস্তুষ্টাঃ স্বর্গং প্রযন্তি চ ।।

যে সুবুদ্ধি পুরুষ মিষ্টান্নাদি দেবগণকে নিবেদন না করিয়া যদি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করে, তাহা হইলে দেবগণও বিপ্রমুখে ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়া থাকেন ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।২১।৬১।

হইলেন। মহাত্মা মতঙ্গও অচিরাৎ প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন। অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন"। ম-ভা অনুশাসন পর্ব্ব ২৭—২৯অধ্যায়।

জপ স্তপশ্চ পূজা বা যজ্ঞদানং মহোৎসবং।
সর্ব্বেষাংকর্ম্মণাং সার বিপ্র তুষ্টিশ্চ দক্ষিণা॥

জপ, তপস্যা, পূজা, যজ্ঞ, দান ও মহোৎসব, এই সমস্ত কার্য্যে ব্রাহ্মণগণের সন্তোষজনক দক্ষিণাই সার রূপে কথিত আছে।

ব্র-বৈ-পু ৪।২১।৬৩।

ব্রাহ্মণানাং শরীরেষু তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদেবতাঃ।
পাদেষু সর্ব্ব তীর্থানি পুণ্যানি পাদধূলিষু॥

অধিক কি বলিব, ব্রাহ্মণগণের শরীরে সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠান এবং চরণে ও চরণরেণুতে সমস্ত পুণ্যতীর্থের অবির্ভাব আছে॥

ঐ ৬৪।

পাদোদকেষু বিপ্রাণাংতীর্থ তোয়ানি সন্তিচ
তৎস্পর্শাৎ সর্ব্বতীর্থেষু স্নান জন্য ফলং ভবেৎ॥
মস্তুন্তি ভক্ষ্যাদ্রোগাশ্চ ভক্তিভাবেন বল্লভ।
সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপাম্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

ব্রাহ্মণগণের পাদোদকে সমস্ত তীর্থজলের অধিষ্ঠান আছে, অতএব মানব বিপ্রপাদোদক স্পর্শে সর্ব্ব তীর্থে স্নান জন্য ফলভোগী হইয়া থাকে। আর ভক্তিভাবে প্রিয়বোধে সেই বিপ্রপাদোদক পানে মানব অশেষ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে এবং সপ্ত জন্মকৃত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়॥

ঐ ৬৫-৬৬।

পাপং পঞ্চবিধংকৃত্বা যো বিপ্রং প্রণমেৎ দ্বিজঃ।
সস্নাতঃ সর্ব্ব তীর্থেষু সর্ব্ব পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥

যে দ্বিজ পঞ্চবিধ পাপাচার করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে, তাহার সর্ব্ব তীর্থে স্নান করা হয় এবং সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।২১।৬৭।

ব্রাহ্মণ স্পর্শ মাত্রেণ মুক্তো ভবতি পাতকী।
দর্শনাম্মুচ্যতে পাপা দিতি বেদে নিরূপিতঃ॥

পাতকীজন ব্রাহ্মণ স্পর্শমাত্র মুক্তি লাভ করে, আর ব্রাহ্মণ দর্শনে পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, ইহা বেদে নিরূপিত আছে॥ ঐ ৬৮।

ব্রাহ্মণঞ্চসুরং দৃষ্ট্বা ন নমেদ্ যো নরাধমঃ।
যাবজ্জীবন পর্য্যন্তমশুচিযবনো ভবেৎ॥

যে নরাধম ব্রাহ্মণ ও দেবতা দর্শন করিয়া প্রণাম না করে, সে যাবজ্জীবন অশুচি থাকে এবং জন্মান্তরে যবন হয়॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।১৬৮।

দেবতা প্রতিমাং দৃষ্ট্বা গুরুং বা ব্রাহ্মণং সতি
সম্ভ্রমান্ন নমেত্তোহি স গোহত্যাং লভেৎ ধ্রুবং॥

যে ব্যক্তি দেবপ্রতিমা, গুরু, কিম্বা ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া নিজের সম্ভ্রম প্রযুক্ত প্রণাম (ভক্তি শ্রদ্ধাতিশয় যুক্ত নমস্কার) না করে, তাহাকে নিশ্চয়ই গোহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়॥

ব্র-বৈ-পু ২।৩০।১৬৯।

---

(১) পদ্মপুরাণে কথিত আছে যে,—'ব্রাহ্মণগণ

অপ্রণামে তু শূদ্রেঽপি স্বস্তি যো বদতি দ্বিজঃ।
শূদ্রোঽপি নরকং যাতি ব্রাহ্মণোঽপি তথৈবচ॥

শূদ্র প্রণাম না করিলেও যদি কোন ব্রাহ্মণ তাহার প্রতি স্বস্তি (মঙ্গলবাচক) বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ ও সেই শূদ্র উভয়েই নরকে গমন করে॥

অঙ্গিরা সং ৫০।

ন দদাত্যাশিষং কোপাৎপ্রণতায়চ যো দ্বিজঃ।
বিদ্যার্থিনে চ বিদ্যাঞ্চ ন গোহত্যাংলভেৎ ধ্রুবং॥

যে ব্রাহ্মণ ক্রোধ বশতঃ প্রণত ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ ও বিদ্যার্থিকে বিদ্যাদান না করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই গোহত্যা পাপে লিপ্ত হয়॥

ব্র-বৈ-পু ২।৩০।১৭০।

ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধা কৃতম।
একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরেকত্র তিষ্ঠতি॥

যে ব্রাহ্মণ, সেই গো, আকার মাত্রে ভিন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একে মন্ত্র ও অপরে ঘৃত প্রতিষ্ঠিত আছে (১)॥ কা-খ ২।৭৩।

ব্রাহ্মণং জঙ্গমং তীর্থং নির্ম্মিতং সর্ব্বকামিকম।
তেষাং বাক্যোদকেনৈব শুদ্ধ্যন্তি মলিনো জনাঃ॥

ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ জঙ্গমতীর্থরূপে সৃষ্ট হইয়াছেন; তাঁহারা সমস্ত

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সকল জাতির পূজনীয় এবং গুরু। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বিষ্ণু জ্ঞান করিয়া প্রণাম করে, তাহার আয়ু, কীর্ত্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে মূঢ় ব্রাহ্মণ দেখিয়া প্রণাম না করে, ভগবান্ সুদর্শন চক্র দ্বারা তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করেন। ব্রাহ্মণকে যখন পুষ্পহস্ত, পয়োহস্ত, দেবহস্ত এবং তৈলপ্রলিপ্তগাত্র দর্শন করিবে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সে সময়ে কখন প্রণাম করিবে না। জলে, দেবগৃহে, ধ্যান সময়ে এবং দেবপূজা কালে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিবে না। বহিঃক্রিয়া করিবার সময়, ভোজন করিবার সময়, অথবা সামবেদ গান করিবার সময় ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিবে না। যে স্থানে বহুতর ব্রাহ্মণ অবস্থিত থাকেন, সেস্থলে প্রত্যেককে নমস্কার করিবে না। কোন ব্রাহ্মণ প্রণাম করিলে, যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিপ্রণাম না করে, সে চণ্ডাল সদৃশ, কাহারও অভিবাদনীয় নহে। পুত্র প্রণাম করিলে পিতা তাহাকে প্রণাম করিবে না, তদ্ভিন্ন যে কোন ব্রাহ্মণ প্রণাম করিলেই ব্রাহ্মণেরা তাহাকে প্রতিপ্রণাম করিবেন। বিচক্ষণ

ব্যক্তিগণ গো এবং ব্রাহ্মণ সদোষ হইলেও তাহার প্রতি বিদ্বেষাচরণ করিবেন না, যদ্যপি মোহ প্রযুক্ত তাহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করেন, তাহা হইলে হরি তাহার প্রতি রুষ্ট হন"॥ ক্রিয়াযোগ সার ২০ অ ১০-১৯।

(১) শাস্ত্রে ধেনু সমুদায়কে যজ্ঞাঙ্গ ও যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধেনু ব্যতীত কখনই যজ্ঞ সম্পাদিত হয় না। প্রজাগণ ধেনু সমুদায় হইতে সমুৎপন্ন দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। উহাদের গর্ভজাত বৃষ দ্বারা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হইলে ধান্য ও বিবিধ বীজ উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা যজ্ঞ ও হব্য কব্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পরম পবিত্র গো সমুদায় হইতেই যজ্ঞসাধন দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হয়। উহারা ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াও বিবিধ ভার বহন করে এবং অমায়িক ব্যবহার ও সৎকার্য্য দ্বারা ঋষি, দেবতা, মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণিগণকে রক্ষা করিয়া থাকে। এই সকল কারণ বশতঃ গো ও ব্রাহ্মণ উভয়ে সমতুল্য পদে প্রতিষ্ঠিত এবং উভয়েই সমান ভাবে মাননীয় হইয়া থাকে।

কামনাই পূরণ করা থাকেন। তাঁহাদের বাক্যরূপ উদক স্পর্শ মাত্রেই পাপমলিন মানবগণ আত্মশুদ্ধি লাভ করে ॥ কা-খ ২।৭৪।

গাবঃ পবিত্রমতুলং গাবো মঙ্গলমুত্তমম।
যাসাং খুরোত্থিতো রেণুর্গঙ্গাবারিসমো ভবেৎ ॥
শৃঙ্গাগ্রে সর্ব্বতীর্থানি খুরাগ্রে সর্ব্বপর্ব্বতাঃ।
শৃঙ্গয়োরন্তরে যস্যাঃ সাক্ষাৎ গৌরীমহেশ্বরৌ ॥

গো সকলের ন্যায় পবিত্র ও মঙ্গলময় উৎকৃষ্ট বস্তু দ্বিতীয় নাই। তাহাদের খুরোত্থিত রেণু গঙ্গাজলের সমান। তাহাদের শৃঙ্গাগ্রে সমুদায় তীর্থ, খুরাগ্রে সমুদায় পর্ব্বত, এবং শৃঙ্গদ্বয়ের অন্তরে সাক্ষাৎ হরগৌরী বিরাজমান্ ॥ ঐ ৭৫।৭৬।

দীয়মানাঞ্চ গাং দৃষ্ট্বা নৃত্যন্তি প্রপিতামহাঃ।
প্রীয়ন্তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে ভূষ্যামো দৈবতৈঃ সহ ॥

দীয়মান্ গো দৃশ্যমান্ হইলে, প্রপিতামহগণ নর্ত্তমান্, ঋষিগণ প্রীয়মান্ এবং আমরা, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, সকলেই দেবগণের সহিত প্রীতিমান্ হইয়া থাকি ॥ ঐ ৭৭।

ধাত্র্যঃ সর্ব্বস্য লোকস্য গাবো মাতেব সর্ব্বথা।
রোরুয়ন্তে চ পাপানি দারিদ্র্যব্যাধিভিঃ সহ ॥

গো সকল মাতার ন্যায়,সর্ব্বতোভাবে সকল লোকের ধাত্রী। তাহাদের দর্শন মাত্র পাপ সকল দারিদ্র্য ও ব্যাধির সহিত রোদন করিয়া থাকে ॥ কা-খ ২।৭৮।

গবাং স্তুত্বা নমস্কৃত্য কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্।
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥

স্তব ও নমস্কারপূর্ব্বক গোদিগকে প্রদক্ষিণ করিলে, সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণ করা হয় ॥ ঐ ৭৯।

যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষ্ববস্থিতা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী দাতুঃ পাপং ব্যপোহতি ॥

যিনি সর্ব্বভূতের লক্ষ্মী ও যিনি সর্ব্বদেবে অধিষ্ঠাতা, সেই ধেনুরূপা দেবী দাতার পাপ ব্যপোহিত করেন ॥ ঐ ৮০।

বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ।
স্বধা যা পিতৃমুখ্যানাং সা ধেনুঃ সর্ব্বদা শুভা।
গঙ্গাক্ষীরস্তু যাসাং বৈ কিং পবিত্রমতঃ পরম্ ॥

যিনি বিষ্ণুর হৃদয়বিহারিণী লক্ষ্মী, যিনি অগ্নির স্বাহা এবং যিনি পিতৃমুখ্যগণের স্বধা, সেই ধেনু সর্ব্বদাই শুভস্বরূপ। ভগীরথী যাহাদের ক্ষীর,সেই ধেনু অপেক্ষা পবিত্র আর কি আছে ॥ ঐ ৮১।

গবামঙ্গেষু তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
যস্মাত্তস্মাচ্ছিবস্তাসাদিহ লোকে পরত্র চ ॥

গোর শরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন বিরাজমান্। এই কারণে গো উভয়লৌকিক মঙ্গল বিধান করেন ॥ ঐ ৮২।

নীরাজয়তি যোঽঙ্গানি গবাং পুচ্ছেন ভাগ্যবান্।
অলক্ষ্মীঃ কলহো রোগাস্তস্যাঙ্গাদ্যান্তি দূরতঃ ॥

যে ভাগ্যবান্ পুরুষ গোপুচ্ছে

স্বীয় শরীর নীরাজিত করেন, অলক্ষ্মী, কলহ ও রোগ সমূহ তাঁহার দেহ হইতে দূরে পলায়ন করে ॥

কা-খ ২।৮৬।

গোভির্বিপ্রৈশ্চ বেদৈশ্চ সতীভিঃ সত্যবাদিভিঃ।
অলুব্ধৈর্দ্দানশীলৈশ্চ সপ্তভির্ধার্য্যতে মহী ॥

গো, ব্রাহ্মণ, বেদ, সতীস্ত্রী, সত্যবাদী, লোভহীন ও দানশীল লোক, এই সাত জন পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন ॥ ঐ ৮৭।

গোষ্পদাক্ত মৃদা যোহি তিলকং কুরুতে নরঃ।
তীর্থ স্নাতো ভবেৎ সদ্যোহভয়ং তস্য পদেপদে ॥

যে মানব গোষ্পদাক্ত মৃত্তিকা দ্বারা তিলক করেন, সদা তাঁহার তীর্থে স্নান করা হয়, এবং পদে পদে তাঁহার অভয় প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।২১।৯২।

গাবস্তিষ্ঠন্তি যত্রৈব তত্তীর্থং পরিকীর্ত্তিতং।
প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা নরস্তত্র সদ্যো মুক্তো ভবেৎধ্রুবং ॥

যে স্থানে গো সমুদায় অবস্থান করে, সেই গোষ্ঠ তীর্থরূপে কথিত হয়; মানব তথায় প্রাণত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করিতে পারে সন্দেহ নাই ॥

ঐ ৯৩।

ব্রাহ্মণানাং গবামঙ্গং যো হন্তি মানবাধমঃ।
ব্রহ্মহত্যা সমং পাপং ভবেত্তস্য ন সংশয়ঃ ॥

যে মানবাধম ব্রাহ্মণগণের ও গো সমুদায়ের অঙ্গে আঘাত করে, সে নিশ্চয়ই ব্রহ্ম হত্যার তুল্য পাপে লিপ্ত হয় ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।২১।৯৪।

নারায়ণাংশান্ বিপ্রাংশ্চ গাশ্চ যে ঘ্নন্তি মানবাঃ।
কালসূত্রঞ্চ তে যান্তি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ ॥

যে নরাধমগণ নারায়ণের অংশ-জাত বিপ্রগণকে ও গো সমুদায়কে পীড়ন করে, তাহারা দেহান্তে চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কালসূত্র নামক নরকে বাস করিয়া থাকে ॥ ঐ ৯৫।

গাঞ্চ যো ব্রাহ্মণানাঞ্চ কামতশ্চোপপাতকী।
দন্দশূকঞ্চ প্রাপ্নোতি গোলোমসমবর্ষকং ॥

ব্রাহ্মণের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছা-ক্রমে গোহত্যা করে, সেই পাতকী ব্যক্তি দেহান্তে গাভীর লোম পরি-মিত বর্ষ দন্দশূক নামক নরকে বাস করে ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।৪৪।

অকামত স্তদর্দ্ধঞ্চ ক্ষত্রিয়স্যাপি কামতঃ।
অকামতস্তদর্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধং বৈশ্যস্তথা।
তদর্দ্ধং শূদ্রগোঘ্নশ্চ ভুংক্তে পাপং ন সংশয়ঃ ॥

ব্রাহ্মণ অনিচ্ছাপূর্ব্বক গোহত্যা করিলে উক্ত নিয়মের অর্দ্ধ পাপে লিপ্ত হয়। ক্ষত্রিয় স্বেচ্ছাক্রমে গোহত্যা করিলে ঐরূপ পাপভাগী এবং অনিচ্ছাপূর্ব্বক গোবধে তদর্দ্ধ পাপভাগী হয়। উক্ত নিয়মানুসারে

গোয় বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের অর্দ্ধ পাপ এবং গোঘাতক শূদ্র বৈশ্যের অর্দ্ধ পাপ ভোগ করে॥ ব্র-বৈ-পু৪।৮৫।৪৮।

চতুর্গুণঞ্চ গোঘ্নানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ পাতকী।
ভুংক্তে পাপঞ্চ ব্রহ্মঘ্নো ব্রাহ্মণশ্চেতরেঽপি বা।

ব্রাহ্মণ কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করিলে গোহত্যাকারী ব্রাহ্মণের চতুর্গুণ পাপ ভোগ করে॥ ঐ ৫০।

ক্রমেণানেন বোধ্যঞ্চ কামতোঽকামতোঽপি বা
প্রায়শ্চিত্তং জন্মকর্ম্ম ব্যাধিরেব ন সংশয়ঃ॥

ইচ্ছা পূর্ব্বক হউক বা অনিচ্ছা পূর্ব্বকই হউক, যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, ক্রমানুসারে জন্ম, কর্ম্ম ও ব্যাধিই তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে পরিকল্পিত হয়, সন্দেহ নাই। ঐ ৫১।

অবিদ্বাংশ্চৈব বিদ্বাংশ্চ ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ।
প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যথাগ্নির্দৈবতং মহৎ॥

ব্রাহ্মণ বিদ্বানই হউন বা অবিদ্বান্ হউন, তিনি মহা দেবতা স্বরূপ; যেমন অগ্নি সংস্কৃত হউন বা অসংস্কৃত হউন, তিনি মহা দেবতা স্বরূপ (১)॥ ম-স ৯।৩১৭।

ব্রাহ্মণায়াবগুর্য্যৈব দ্বিজাতির্বধকাম্যয়া।
শতং বর্ষাণি তামিস্রে নরকে পরিবর্ত্ততে॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যদি কেহ কোন ব্রাহ্মণের হননার্থ দণ্ডাদি নিপাতিত না করিয়া কেবল মাত্র উদ্যত করে, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি মরণান্তে তামিস্র নামক নরকে এক শত বৎসর পরিভ্রমণ করে॥ ম-সং ৪।১৬৫।

শোণিতং যাবতঃ পাংশূন্ সংগৃহ্ণাতি মহীতলাৎ।
তাবতোঽব্দানমুত্রান্যৈঃ শোণিতোৎপাদকোঽদ্যতে॥

ব্রাহ্মণের গাত্র হইতে নির্গত শোণিত দ্বারা পৃথিবীর যত সংখ্যক ধূলিকণা একত্রিত হয়, শোণিতোৎপাদক তত সংখ্যক বৎসর পর্য্যন্ত পরলোকে কুক্কুর শৃগালাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকে॥ ঐ ১৬৮।

ন কদাচিদ্দ্বিজে তস্মাদ্বিদ্বানবগুরেদপি।
ন তাড়য়েত্তৃণেনাপি ন গাত্রাৎ স্রাবয়েদসৃক্।

অতএব ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিতান্ত আর্ত্ত হইলেও বিদ্বান্ ব্যক্তি কখ-

(১) মহাভারতে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন যে, "ব্রাহ্মণেরা প্রজ্বলিত হুতাশনের তুল্য, অধ্যাপন, যাজন বা কোন প্রকার প্রতিগ্রহ দ্বারা তাঁহাদিগকে কোনরূপ দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ বেদানভিজ্ঞ হউন বা বেদজ্ঞই হউন; সামান্যই হউন বা সংস্কৃতই হউন; ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায়, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগকে কদাচ অবমাননা করিবে না। যাদৃশ শ্মশানদেশে প্রদীপ্ত পাবক দোষাবহ নহে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ হউন বা মূর্খই হউন, অবশ্যই তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ গণ্য করিতে হইবে॥

বনপর্ব্ব ১৯৯ অধ্যায়।

নই তাঁহার প্রতি দণ্ড উত্থাপন, বা তাঁহাকে তৃণ দ্বারাও তাড়ন, অথবা তাঁহার গাত্র হইতে শোণিত-পাৎ করিবে না॥ ম-স ৪।১৬৯।

হুঙ্কারং ব্রাহ্মণস্যোক্ত্বা ত্বঙ্কারঞ্চ গরীয়সঃ।
স্নাত্বা তিষ্ঠন্নহঃ শেষমভিবাদ্য প্রসাদয়েৎ॥

যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি হুঙ্কার প্রয়োগ করে, অথবা যদি কোন ব্যক্তি বয়োজ্যেষ্ঠ বা গুণজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি 'তুমি' (১) এই বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে স্নানের পর সমস্ত দিবস সেই ব্রাহ্মণকে বা সেই জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রণামাদির দ্বারা প্রসন্ন করিতে থাকিবে। ইহাতেই তাহার সেই পাপক্ষয় হইবে॥

প-সং ১২।৫০।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

একাদশী প্রভৃতি নানাবিধ পর্ব্বদিবসে গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কথন।

গৃহী শৈবশ্চ শাক্তশ্চ ব্রাহ্মণোজ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
প্রযাতি কালসূত্রঞ্চ ভুক্ত্বা চ হরিবাসরে॥

শৈবই হউন বা শাক্তই হউন, যদি কোন গৃহী ব্রাহ্মণ জ্ঞান দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত হরিবাসরে অন্ন ভোজন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কালসূত্র নামক নরকে গমন করিতে হয়॥ ব্র-বৈ-পু ১।২৭।৯।

জন্মাষ্টমী দিনে রামনবমী দিবসে হরেঃ।
শিবরাত্রৌ চ যো ভুঙ্ক্তে সোপি দ্বিগুণ পাতকী॥

এতদ্ভিন্ন হরির জন্মাষ্টমী দিনে, শ্রীরামনবমী দিবসে এবং শিবরাত্রি বাসরে যিনি অন্ন ভোজন করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত পাতকাপেক্ষা দ্বিগুণ পাতকে লিপ্ত হয়েন॥

ব্র-বৈ-পু ১।২৭।১১।

---

(১) এই বলেছেকে মাননীয় ব্যক্তি যত দিন সম্মান লাভ করেন, ততদিন তিনি জীবিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন। তিনি অপমানিত হইলেই তাঁহাকে জীবন্মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। গুরু প্রভৃতি মান্যতম লোককে 'তুমি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে তাঁহাকে এক প্রকার বধ করা হয়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে 'তুমি' এই বাক্য মৃত্যু তুল্য। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণাদি পূজ্যতম লোকের প্রতি তুমি শব্দ কখনই প্রয়োগ করিবে না। পরন্তু তাঁহাদিগের প্রতি 'মহাশয়', 'আপনি' ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিবে। বয়ঃ কনিষ্ঠ, সমবয়স্ক বা শিষ্যদিগের প্রতি 'তুমি' বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে॥

উপবাসাসমর্থশ্চ ফলমূলং জলং পিবেৎ।
নষ্টে শরীরে স্বভবেদন্যথাচাত্মঘাতকঃ॥

যদি কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত পর্ব্ব-দিবসে উপবাস করিতে অসমর্থ হয়েন, তাহা হইলে তিনি ফল মূল আহার করিয়া জলপান করিবেন। ইহার অন্যথাচরণ করিলে, যখন তাঁহার শরীর ধ্বংস হইবে, তখন তিনি আত্মঘাতক বলিয়া গণ্য হইবেন, অর্থাৎ আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইবেন॥ ব্র-বৈ-পু ১।২৭।১২।

সকৃদ্ভুঙক্তে হবিষ্যান্নং বিষ্ণোর্নৈবেদ্যমেব চ।
ন ভবেৎ প্রত্যবায়ী স চোপবাস ফলং লভেৎ॥

যদি কোন ব্যক্তি উপবাসে কিংবা ফল মূল জলাহারে অসমর্থ হয়েন, তাহা হইলে তিনি বিষ্ণুকে নিবেদন পূর্ব্বক একবারমাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাকে অনুপবাসজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না, প্রত্যুত তিনি উপবাসের ফল লাভ করিতে পারিবেন॥ ঐ ১৩।

একাদশ্যামনাহারং গৃহী বিপ্রশ্চ ভারতে।
স চ তিষ্ঠতি বৈকুণ্ঠে যাবদ্বৈব্রহ্মণোবয়ঃ॥

বিশেষতঃ এই ভারতক্ষেত্রে যে গৃহী ব্রাহ্মণ একাদশীতে উপবাসে কালযাপন করেন, তিনি ব্রহ্মার পরমায়ু কাল পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে হরি-সন্নিধানে বাস করিতে সমর্থ হয়েন॥ ব্র-বৈ-পু ১।২৭।১৪।

একাদশীবিহীনশ্চ ব্রাহ্মণঃ পতিতো ভবেৎ।
ভক্ষ্যস্য দ্বিগুণং দত্বা তেন পাপেন মুচ্যতে॥

একাদশীব্রতবিহীন ব্রাহ্মণ পতিত হয়, কিন্তু নিজ ভক্ষ্যের দ্বিগুণ বিপ্রকে দান করিলে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।১৫৭।

একাদশীব্রতং নিত্যং তৎ কুর্য্যাৎ পক্ষয়োদ্বয়োঃ।
অঘৌঘনরকং হন্যাৎ সর্ব্বদং বিষ্ণুলোকদং॥

একাদশী ব্রত নিত্য, অর্থাৎ একাদশী ব্রত কখনও লঙ্ঘন করিবে না। শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষেই একাদশী ব্রত করিবে। একাদশী ব্রত করিলে ব্রতীর সর্ব্ব-প্রকার পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সকল প্রকার কামনা পূর্ণ হয় এবং অন্ত-কালে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়॥ গ-পু ২।১২৩।১২।

দশম্যেকাদশী যত্র তত্রস্থা শ্চাসুরাদয়ঃ।
দ্বাদশ্যাং পারণং কুর্য্যাৎ সূতকে মৃতকে চরেৎ॥

দশমীসংযুক্ত একাদশী দিবসে উপবাস করিলে আসুরিক উপবাস হয়, অতএব দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করা বিধেয় নহে। একা-দশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে

পারণ করিবে। জনন ও মৃতা-শৌচাদিতে একাদশী ব্রতের বাধ হয় না ॥ গ-পু ১।১২৩।১৪ ॥

একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীমথবা দ্বিজ।
ত্রিমিশ্রাঞ্চৈব কুর্ব্বীত ন দশম্যাযুতাং কচিৎ॥

যে দিনে শুদ্ধ একাদশী থাকে, অথবা দ্বাদশীযুক্ত একাদশী হয়, কিম্বা যে দিনে একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিথিত্রয়ের মিলন হয়, সেই দিনেই উপবাস করা বিধেয়, কিন্তু কদাচ দশমীযুক্তা একা-দশীতে উপবাস করিবে না ॥

গ-পু ১।১২৫।৭।

রাত্রৌ জাগরণং কুর্ব্বন্ পুরাণশ্রবণং নৃপঃ।
গদাধরং পূজয়ংশ্চ উপোষ্যৈকাদশীদ্বয়ঃ॥

রাত্রিকালে জাগরণ, পুরাণশ্রবণ ও বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে ॥ ঐ ৮।

মাঘফাল্গুনয়োর্মধ্যে কৃষ্ণা যা তু চতুর্দ্দশী।
তস্যাং জাগরণাদ্রুদ্রঃ পূজিতো ভক্তিমুক্তিদঃ॥

মাঘ ও ফাল্গুণ মাসের মধ্যে যে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী, তাহাতে উপ-বাস ও জাগরণ করিলে মহাদেব পূজিত হইয়া ভক্তি ও মুক্তি প্রদান করেন ॥ গ-পু ১।১২৪।৪।

কামযুক্তো হরিঃ পূজ্যো দ্বাদশ্যামিব কেশবঃ।
উপোষিতৈঃ পূজিতঃ সন্নরকাত্তারয়েত্তথা॥

যেমন একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে বিষ্ণুর পূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার কামনা সিদ্ধি হয়, সেইরূপ শিবরাত্রি ব্রত করিলে মহাদেব ব্রতীকে নরক হইতে ত্রাণ করেন ॥ গ-পু ১।১২৪।৫।

চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবাস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ॥

হে রাজেন্দ্র! চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ও সংক্রান্তি, এই কয়েকটিকে পর্ব্ব বলে ॥

বি-পু ৩।১১।১১৫।

তৈলস্ত্রীমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্।
বিণ্মূত্রভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং নৃপ॥

যে ব্যক্তি এই সকল পর্ব্ব দিবসে তৈলমর্দ্দন, মাংসভোজন ও স্ত্রী-সম্ভোগ করে, তাহাকে বিণ্মূত্র-ভোজন নামক নরকে গমন করিতে হয় ॥ ঐ ১১৬।

অশেষপর্ব্বস্বেতেষু তস্মাৎ সংযমিভির্বুধৈঃ।
ভাব্যং সচ্ছাস্ত্রদেবেজ্যাধ্যানজপ্যপরৈর্নরৈঃ॥

অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা এই সকল ও অন্যান্য অশেষ পর্ব্ব দিবসে জিতেন্দ্রিয় হইয়া সৎশাস্ত্র অনুশীলন, দেবপূজা, যাগ, ধ্যান ও জপ করিবেন ॥ ঐ ১১৭।

(দক্ষিণাবিহীন কর্ম্মের ফলাফল কথন)

সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং দেবি সারভূতাচ দক্ষিণা।
যশোদা ফলদা নিত্যং ধর্ম্মিষ্ঠে ধর্ম্ম কর্ম্মণি॥

ভগবান শিব ভগবতী পার্ব্ব-

তীকে কহিয়াছিলেন, হে দেবী! দক্ষিণা সমস্ত কর্ম্মের সারভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, দক্ষিণা ভিন্ন কোন কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধর্ম্মপরায়ণে! সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মে দক্ষিণাই নিত্য যশ ও ফল প্রদান করিয়া থাকে ।। ব্র-বৈ-পু ৩।৭।২৩।

দৈবং বা পৈতৃকং বাপি নিত্যং নৈমিত্তিকং প্রিয়ে।
যৎ কর্ম্ম দক্ষিণাহীনং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।
দাতা চ কর্ম্মণা তেন কালসূত্রং ব্রজেৎ ধ্রুবং ।।

হে প্রিয়ে। কি দৈবকর্ম্ম, কি পৈত্রকর্ম্ম, কি নিত্যকর্ম্ম, কি নৈমিত্তিককর্ম্ম, যে কোন কর্ম্ম দক্ষিণাহীন হয়, তাহাই নিষ্ফল হয়। এমন কি, দাতা সেই দক্ষিণাহীন কর্ম্মদোষে নিশ্চয় কালসূত্র নামক নরকে গমন করে ।। ঐ ২৪।

ইহান্তে দৈন্যমাপ্নোতি শত্রূণামপি পীড়িতঃ।
দক্ষিণা বিপ্রমুদ্দিশ্য তৎকালন্তু ন দীয়তে ।।

কর্ম্ম সমাপন হইলে যে ব্যক্তি ব্রতী-ব্রাহ্মণকে তৎকালে দক্ষিণা প্রদান না করে, সে জন্মান্তরে শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও দৈন্যগ্রস্ত হয় ।। ঐ ২৫।

তন্মুহূর্ত্তেব্যতীতে তু দক্ষিণা দ্বিগুণা ভবেৎ।
চতুর্গুণা দিনাতীতে পক্ষে শত গুণোভবেৎ ।।
মাসে পঞ্চশতগুণা ষণ্মাসে তচ্চতুর্গুণা।
সম্বৎসরে ব্যতীতে তু তৎ কর্ম্মনিষ্ফলং ভবেৎ ।।
দাতা চ নরকং যাতি যাবদ্বর্ষ সহস্রকং।
পুত্রঃ পৌত্রঃ ধনৈশ্বর্য্যং ক্ষয়মাপ্নোতি পাতকাৎ।
ধর্ম্মো নষ্টো ভবেত্তস্য ধর্ম্ম হীনে চ কর্ম্মণি ।।

কর্ম্ম সমাপনের পর এক মুহূর্ত্ত অতীত হইলে দক্ষিণা দ্বিগুণ, একদিন অতীত হইলে চতুর্গুণ, এক পক্ষ অতীত হইলে শতগুণ, এক মাস অতীত হইলে পঞ্চশতগুণ ও ষণ্মাস অতীত হইলে দুই সহস্রগুণ প্রদান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সংবৎসর অতীত হইলে কৃতকর্ম্ম সমুদায় বিফল হইয়া যায় এবং দক্ষিণাহীন কার্য্যে ধর্ম্ম বিলোপ জন্য দাতা ধর্ম্মচ্যুত হওয়াতে সেই পাপে তাহার পুত্র, পৌত্র ও ধনৈশ্বর্য্য সমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং সে অন্তে নিরয়গামী হইয়া সহস্র বর্ষ নরক ভোগ করিয়া থাকে ।। ঐ ২৬-২৮।

পুণ্যানানানি কুর্ব্বীত শ্রদ্ধধানোজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ন ত্বল্পদক্ষিণৈর্যজ্ঞৈর্যজেতেহ কথঞ্চন ।।

যে ব্যক্তি যজ্ঞশাস্ত্রোক্ত দক্ষিণা দিতে অসমর্থ, সে শ্রদ্ধাবান্ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া যজ্ঞের পরিবর্ত্তে যপ, তপ, ও তীর্থযাত্রাদি অন্যান্য পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে ।।

ম-সং ১১।৩৯।

ত্রিংশ অধ্যায় ।

অতিথি-সৎকারের ফল কথন ।

যথা ভর্ত্তা প্রভুঃ স্ত্রীণাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণোযথা ।
অতিথিস্তদ্বদেবাস্য গৃহস্থস্য প্রভুঃ স্মৃতঃ ।।

যেমন স্ত্রীলোকের ভর্ত্তাই প্রভু এবং সকল বর্ণের ব্রাহ্মণই প্রভু, সেই রূপ গৃহস্থের পক্ষে অতিথিই দেবতা স্বরূপ প্রভু বলিয়া উক্ত হয়েন ।।

শ-সং ৫।৭ ।

অতিথিঃ পূজিতো যেন পূজিতাঃ সর্ব্ব দেবতাঃ ।
অতিথির্যস্য সন্তুষ্ট স্তস্যাতুষ্টো হরিঃ স্বয়ং ।।

একমাত্র অতিথি পূজা করিলে সমস্ত দেবতার পূজা করা হয় এবং অতিথি পরিতুষ্ট হইলে হরি স্বয়ং পরিতুষ্ট হন ।।

ব্র-বৈ-পু ৩।৪৪।৪৪ ।

স্নানেন সর্ব্বতীর্থানাং সর্ব্ব দানেন যৎ ফলং ।
সর্ব্ব ব্রতোপবাসাভ্যাং সর্ব্ব যজ্ঞেষু দীক্ষয়া ।।
সর্ব্বৈস্তপোভির্বিবিধৈ নিত্যৈ নৈমিত্তিকাদিভিঃ ।
তদেবাতিথি সেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীঃ ॥

সর্ব্ব তীর্থে স্নান, সর্ব্ব প্রকার দান, সর্ব্ব প্রকার ব্রতানুষ্ঠান, উপবাস, সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষা, বিবিধ তপশ্চরণ এবং নানাবিধ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিয়াও অতিথি সেবার ষোড়শাংশেরও একাংশ ফল লাভ হয় না ।।

ব্র-বৈ-পু ৩।৪৪।৪৫-৪৬ ।

স্বাগতেনাগ্নয়স্তৃপ্তা আসনেন শতক্রতুঃ ।
পিতরঃ পাদশৌচেন অন্নাদ্যেন প্রজাপতিঃ ॥

অতিথিকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে হুতাশন, আসন প্রদানে দেবরাজ, পাদ প্রক্ষালনে পিতৃলোক এবং অন্নাদি দানে প্রজাপতি ব্রহ্মার সাতিশয় তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে ।। ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০০।৬৮ ।

অজ্ঞাতকুলনামানমন্যতঃ সমুপাগতম্ ।
পূজয়েদতিথিং সম্যক্ নৈকগ্রামনিবাসিনম্ ॥

যে ব্যক্তির কুল ও নাম অজ্ঞাত এবং যিনি অন্যত্র হইতে সমাগত হইয়াছেন, গৃহস্থ ঈদৃশ ব্যক্তিকে অতিথি ভাবে পূজা করিবে, পরন্তু এক গ্রামবাসী ব্যক্তিকে অতিথি জ্ঞান করা বিধেয় নহে ।।

বি-পু ৩।১১।৫৯ ।

অকিঞ্চনমসংবন্ধম্ অন্যদেশাৎ সমাগতম্ ।
অসংপূজ্যাতিথিং ভুঞ্জন্ ভোক্তুকামং ব্রজত্যধঃ ।

যিনি অকিঞ্চন অর্থাৎ দরিদ্র, যাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই এবং যিনি অন্য দেশ হইতে উপাগত,

ঈদৃশ ব্যক্তি যদি অতিথি হইয়া ভোজনাভিলাষী হন, তাহা হইলে তাঁহার সেবা না করিয়া অগ্রে ভোজন করিলে গৃহস্থকে নিরয়গামী হইতে হয়॥ বি-পু ৩।১১।৬০।

স্বাধ্যায়গোত্রচরণমপৃষ্ট্বা চ তথা কুলম্।
হিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী॥

গৃহস্থ ব্যক্তি সেই অভ্যাগত ব্যক্তির গোত্র, শাখা, কুল ও বিদ্যাদির পরিচয় না লইয়া হিরণ্যগর্ভ-বোধে তাঁহার অতিথি সৎকার করিবে॥ ঐ ৬১।

শ্রদ্ধয়া চান্নদানেন প্রিয়প্রশ্নোত্তরেণ চ।
গচ্ছতশ্চানুযাতেন প্রীতিমুৎপাদয়েদ্ গৃহী॥

সেই অতিথিকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নদান দ্বারা, প্রিয় প্রশ্ন ও প্রিয় উত্তর দ্বারা এবং গমনকালে অনুগমন দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিবে॥ ঐ ৫৮।

দিবাতিথৌ তু বিমুখে গতে যৎ পাতকং নৃপ।
তদেবাষ্টগুণং পুংসাং সূর্য্যোঢ়ে বিমুখে গতে॥

হে রাজন্! দিবাভাগে অতিথি সমাগত হইয়া বিমুখ হইলে যে পরিমাণে পাতক হয়, সূর্য্যাস্তগমনের পর অতিথি বিমুখ হইয়া গমন করিলে তাহার অষ্টগুণ পাতক হইয়া থাকে॥ ঐ ১০৫।

তস্মাৎ স্বশক্ত্যা রাজেন্দ্র সূর্য্যোঢ়মতিথিং নরঃ।
পূজয়েৎ পূজিতে তস্মিন্ পূজিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥

হে রাজেন্দ্র! এই কারণে সূর্য্যাস্তগমনের পর অতিথি সমাগত হইলে, তাঁহাকে যথাশক্তি পূজা করিবে। রাত্রিকালে উপস্থিত অতিথির পূজা করিলে সমুদায় দেবতার পূজা করা হয়॥ বি-পু ৩।১১।১০৬।

অন্নশাকাম্বুদানেন স্বশক্ত্যা প্রীণয়েৎপুমান্।
শয়ন প্রস্তরমহী প্রদানৈরথবাপি তম্॥

গৃহস্থ ব্যক্তি অসক্ত হইলে ভোজনার্থ শাক, অন্ন ও জল প্রদান এবং শয়নার্থ শয্যা, প্রস্তর বা ভূমি প্রদান দ্বারা যথাশক্তি অতিথির প্রীতি উৎপাদন করিবে॥ ঐ ১০৭।

সন্ন্যাশিনশ্চ স্পর্শেন নিষ্পাপো জায়তে নরঃ।
ভুক্ত্বা সন্ন্যাশিনং লোকশ্চাশ্বমেধফলং লভেৎ॥
নত্বা চ কামতো দৃষ্ট্বা রাজসূয়ফলং লভেৎ।
ফলং সন্ন্যাশিনাং তুল্যং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং॥

মানব, সন্ন্যাসি স্পর্শে নিষ্পাপী হয়, সন্ন্যাসীকে ভোজন করাইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং সন্ন্যাসী দর্শনে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নমস্কার করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। যতি ও ব্রহ্মচারিগণের প্রতি ঐরূপ আচরণেও মনুষ্য উক্ত ফল লাভ করিয়া থাকে॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৩।৮৪-৮৫।

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎপ্রতিনিবর্ত্ততে।
স দত্ত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥

অতিথি যাহার গৃহ হইতে নৈরাশ হইয়া প্রতিনিবর্ত্ত হয়, তাহাকে সেই অতিথি আপনার পাপরাশি প্রদান করিয়া তাহার পুণ্য রাশি লইয়া গমন করে॥

বি-পু ৩।১১।৬৬।

পিতরস্তস্য গৃহ্নন্তি পিণ্ড দানঞ্চ তর্পণং।
তস্যাহুতিং ন গৃহ্নন্তি বহ্নিঃ পুষ্পং জলং সুরাঃ॥

অতিথি যাহার গৃহ হইতে বিমুখ হয়, তাহার পিতৃগণ তৎপ্রদত্ত পিণ্ডোদক, অগ্নি তৎপ্রদত্ত আহুতি এবং দেবগণ তদর্পিত পুষ্প ও জল গ্রহণ করেন না॥

ব্র-বৈ-পু ৩।৯।৫।

একত্রিংশ অধ্যায়।

তীর্থাভিগমনের ফল কথন।

ঋষিভিঃ ক্রতবঃ প্রোক্তা বেদেষ্বপি যথাক্রমম্।
ফলঞ্চৈব যথাতথ্যং প্রেত্য চেহ চ সর্ব্বশঃ॥

মহর্ষিগণ দেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ইহ ও পরলোকে তাহার যথার্থ ফল সকল কহিয়া গিয়াছেন॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ৮২।১৩।

ন তে শক্যা দরিদ্রেণ যজ্ঞাঃ প্রাপ্তুং মহীপতে।
বহূপকরণা যজ্ঞা নানাসম্ভারবিস্তরাঃ॥
প্রাপ্যন্তে পার্থিবৈরেতৈঃ সমৃদ্ধৈর্ব্বা নরৈঃ ক্বচিৎ।
নার্থন্যূনৈর্নাবগণৈরেকাত্মভিরসাধনৈঃ॥

কিন্তু যজ্ঞ সকল বহূপকরণ-সাধ্য, কেবল পার্থিবগণ বা সমৃদ্ধ ব্যক্তিরাই উহার অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়, সহায়-সম্পত্তিহীন দরিদ্রেরা কখনই উহা সম্পন্ন করিতে পারে না॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ৮২।১৪-১৫।

যো দরিদ্রৈরপি বিধিঃ শক্যঃ প্রাপ্তুং নরেশ্বর।
তুল্যো যজ্ঞফলৈঃ পুণ্যৈস্তন্নিবোধ যুধাংবর॥
ঋষীণাং পরমং গুহ্যমিদং ভরতসত্তম।
তীর্থাভিগমনং পুণ্যং যজ্ঞৈরপি বিশিষ্যতে॥

একণে দরিদ্রগণও যাহা অনায়াসে সুসম্পন্ন করিতে পারে, এবং যাহার অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের তুল্য ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়, ঋষিগণের পরম গুহ্য সেই পবিত্র তীর্থাভিগমনের বিষয় সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর॥ ঐ ১৬-১৭।

অনুপোষ্য ত্রিরাত্রাণি তীর্থান্যনভিগম্য চ।
অদত্ত্বা কাঞ্চনং গাশ্চ দরিদ্রো নাম জায়তে॥

লোকে ত্রিরাত্র উপবাস, তীর্থাভিগমন এবং কাঞ্চন ও গো প্রভৃতি দান না করিয়াই দরিদ্র হয়; অতএব তীর্থাভিগমন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য॥ ম-ভা-বনপর্ব্ব ৮২।১৮।

অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ।
ন তৎফলমবাপ্নোতি তীর্থাভিগমনেন যৎ॥

লোকে তীর্থাভিগমন করিয়া যে ফল লাভ করে, বিপুলদক্ষিণ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও তাদৃশ ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না॥ ঐ ১৯।

গৃহাৎ প্রচলিতস্তীর্থং মরণে সমুপস্থিতে।
পদে পদে তু গোদানং হিংসা নো বর্ত্ততে যদি॥

মরণ উপস্থিত হইলে! যদি কেহ গৃহ হইতে প্রচলিত হইয়া তীর্থে গমন করে, তাহা হইলে তাহার পদে পদে গোদানের ফললাভ হইয়া থাকে, কিন্তু হিংসা না হইলেই উক্তরূপ ফল হইতে পারে॥

গ-পু ২।২৬।২৪।

স্বগৃহে যৎকৃতং পাপস্তীর্থন্তন্নৈশ্চিত্তমতি।
তত্র দেয়ানি দানানি হ্যক্ষয়াণি সদা খগ॥

যদি কেহ স্বগৃহে পাপাচরণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তীর্থস্থান দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে এবং তীর্থস্থলে যে দান করা যায় তাহা অক্ষয় হয়॥ গ-পু ২।২৬।২৫।

কুরুতে তত্র চেৎ পাপং বজ্রলেপসমং হি তৎ।
ক্লেশোৎপাদেন সন্দেহো যাবচ্চন্দ্রার্কতারকঃ॥

তীর্থস্থানে পাপ সঞ্চয় করিলে সেই পাপ বজ্রলেপবৎ অক্ষয় হয় এবং সেই পাপানুসারে যাবৎ চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকাগণ বিদ্যমান থাকে, তাবৎকাল ক্লেশ ভোগ হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥

ঐ ২৬।

ইয়ং রাজর্ষিভির্জ্জাতা পুণ্যকৃদ্ভির্যুধিষ্ঠির।
মন্বাদিভির্মহারাজ তীর্থযাত্রা ভয়াপহা॥

পুণ্যশীল মনু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ এই ভয়াপহ তীর্থ যাত্রার অনুসরণ করিয়াছিলেন॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ৯২।১০।

নানৃজুর্নাকৃতাত্মা চ নাশুচির্ন চ পাপকৃৎ।
স্নাতি তীর্থেষু কৌরব্য ন চ বক্রমতির্নরঃ॥

যে সকল ব্যক্তি ঋজুতা বৰ্জ্জিত, আত্মজ্ঞান বিহীন, অকৃতবিদ্য, পাপকারী ও কুটীলমনা, তাহারা কদাচ তীর্থস্নানে সমুৎসুক হয় না॥

ঐ ১১।

ভাবিতৈঃ করণৈঃ পূর্ব্বমাস্তিক্যাচ্ছ্রুতিদর্শনাৎ।
প্রাপ্যন্তে তানি তীর্থানি সদ্ভিঃ শাস্ত্রানুদর্শিভিঃ॥

ভাবিতাত্মা, আস্তিক, বেদজ্ঞ ও

শাস্ত্রদর্শী সাধু পুরুষেরাই তীর্থে গমন করিয়া থাকেন ॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ৮৫।১০৭।

শরীরনিয়মং প্রাহুর্ব্রাহ্মণা মানুষং ব্রতম্।
মনোবিশুদ্ধাং বুদ্ধিঞ্চ দৈবমাহুর্ব্রতং দ্বিজাঃ ॥

ব্রাহ্মণগণ শারীরিক নিয়মকে মানুষব্রত ও মনোবিশুদ্ধ বুদ্ধিকে দৈবব্রত বলিয়া থাকেন ॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ৯৩।২১।

মনোহদুষ্টং শৌচায় পর্য্যাপ্তং বৈ নরাধিপ।
মৈত্রীংবুদ্ধিং সমাস্থায় শুদ্ধাস্তীর্থানি ব্রক্ষ্যথ ॥

হে নরনাথ! মনের নির্দ্দোষিতাই শুচিতার পর্য্যাপ্ত কারণ। শান্ত স্বভাব অবলম্বনপুর্ব্বক বিশুদ্ধ হইয়া তীর্থ দর্শন করিতে হইবে ॥

ঐ ২২।

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥

যাহার হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, মন, বিদ্যা, তপ ও কীর্ত্তি সুসংযত আছে, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল লাভ করে ॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ৮২।৯।

প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অহঙ্কারনিবৃত্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥

যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ ও সতত সন্তুষ্ট, যাহার শরীরে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে ॥ ঐ ১০।

অকল্ককো নিরারম্ভো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥

যে ব্যক্তি দাম্ভিকতাদি রহিত, উদ্যোগশূন্য, অল্পাহারী, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে ॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ৮২।১১।

অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যশীলো দৃঢ়ব্রতঃ।
আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমশ্নুতে ॥

হে রাজেন্দ্র! যে ব্যক্তি ক্রোধবিহীন, সত্যপরায়ণ, দৃঢ়ব্রত ও আত্মোপমাক্রমে সর্ব্বভূতে দয়াবান্, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল লাভ করে ॥

ঐ ১২।

গঙ্গাজলে কিং ন বসন্তি মৎস্যাঃ
দেবালয়ে পক্ষিগণা বসন্তি।
ভাবোজ্ঝিতাস্তে ন ফলং লভন্তে
তীর্থাচ্চ দেবায়তনাচ্চ মুখ্যাৎ ॥

গঙ্গাজলে যে মৎস্যগণ বাস করে, তাহাদের কি গঙ্গাবাসের ফল হয়? এবং দেবালয়ে পক্ষিগণ বাস করে বটে, তাহাদিগেরও দেবালয়-নিবাসের ফল হয় না। যেহেতু মৎস্য ও পক্ষী প্রভৃতিরা ভক্তি-বিহীন, এই নিমিত্ত তাহারা ফল লাভ করিতে পারে না। অতএব তীর্থ দেবালয়াদি হইতে ভক্তিই প্রধান। ভক্তি ভিন্ন কেবল তীর্থাদি

দ্বারা মুক্তিলাভ হইতে পারে না ॥ শাণ্ডিল্যসূত্রের ৭১ সূত্রান্তর্গত শ্লোক।

তাক্ত্বা স্বাগমনং পিত্রোঃ শুশ্রূষাং দাররক্ষণম্।
নরকায় ভবেত্তীর্থং তীর্থায় ব্রজতাং নৃণাম্ ॥

যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন, পিতামাতার শুশ্রূষা, পত্নীরক্ষা, এই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে গমন করে, তাহার পক্ষে তীর্থ নরকের কারণ হয় ॥ ম-নি-ত ৮।৯৯।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ভগবান্ বিষ্ণু আরাধনার আবশ্যকতা প্রতিপাদন।

বিশ্চ ব্যাপ্তিবচনো ণুশ্চ সর্ব্বত্র বাচকঃ।
সর্ব্বব্যাপী চ সর্ব্বাত্মা তেন বিষ্ণুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

বি এবং মূর্দ্ধন্য ষ ব্যাপ্তিবাচক, আর ণু শব্দের অর্থ সর্ব্বাত্মা, অতএব যিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাত্মা, তিনিই বিষ্ণু নামে অভিহিত হয়েন ॥ ব্র-বৈ-পু ১।১৭।১৬।

যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্ব্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ।
তস্মাৎস প্রোচ্যতে বিষ্ণুর্বিশোর্ধাতোঃপ্রবেশনাৎ॥

সেই সনাতন বিষ্ণুর অনন্ত শক্তি এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এই নিমিত্ত তিনি বিষ্ণু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, কারণ বিশ্‌ধাতুর অর্থ প্রবেশ ॥

বি-পু ৩।১।৪৬।

সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে ॥

তিনি সর্ব্বদা এই বিশ্বের সর্ব্ব স্থানে সকল বস্তুতে বাস করেন, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ বি-পু ১।২।১১।

স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যঞ্চ পাতি চ।
উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্ত্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ ॥

প্রভু বিষ্ণুই স্বয়ং স্রষ্টা ও সৃষ্ট-পদার্থ, পাল্য ও পালক এবং প্রলয়-কালে উপসংহর্ত্তা ও উপসংহ্রিয়মাণ হয়েন ॥ ঐ ৬২।

পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ান্তঃকরণং পুরুষাখ্যং হি যজ্জগৎ ॥

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ,

ইন্দ্রিয় সকল, এবং অন্তঃকরণাদি সমস্ত জগৎ এক পুরুষ, অর্থাৎ বিষ্ণু নামে অভিহিত হয়॥ বি-পু ১।২।৬৩।

স এব সৃজ্যঃ স চ সর্গকর্ত্তা
স এব পাত্যত্তি চ পাল্যতে চ।
ব্রহ্মাদ্যবস্থাভিরশেষমূর্ত্তি-
র্বিষ্ণুর্বরিষ্ঠো বরদো বরেণ্যঃ॥

সেই বিষ্ণুই সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্ট-পদার্থ, পালনকর্ত্তা ও পালিত হয়েন; তিনিই ব্রহ্মাদি অশেষ মূর্ত্তি, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই বরদ ও বরণীয় হয়েন॥ ঐ ৬৫।

সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দ্দনঃ॥

এক ভগবান্ জনার্দ্দনই (১) সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নামে অভিহিত হয়েন॥ ঐ ৬১।

বিষ্ণুরেব পরং ব্রহ্ম ত্রিভেদমিহ পঠ্যতে।
বেদসিদ্ধান্তমানেষু তন্ন জানন্তি মোহিতাঃ॥

একমাত্র বিষ্ণুই পরংব্রহ্ম, বেদ-সিদ্ধান্ত প্রমাণে সেই বিষ্ণুর ত্রিধা-ভেদ পঠিত হয়; পরন্তু যাহারা ভেদজ্ঞানী, তাহারা কিছুই জানে না এবং তাহাদিগকে মোহিত বলিতে হইবে। গ-পু ১।২১৯।৪০।

চতুর্ব্বাহাত্মনে তস্মৈ ত্রিগুণায়াগুণায় চ।
বরিষ্ঠায় গরিষ্ঠায় বরেণ্যায়ামৃতায় চ॥

তিনি সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিন গুণস্বরূপ, কিন্তু তাঁহাতে কোন গুণেরই সম্বন্ধ নাই। তিনি সকলের বরেণ্য এবং তাঁহার ইয়ত্তা নাই॥ মা-পু ৪।৩৭।

যস্মাদণুতরন্নাস্তি যস্মান্নাস্তি বৃহত্তরং।
যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তমজেন জগদাদিনা॥

তাঁহার অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পদার্থ আর নাই, তাঁহার অপেক্ষা বৃহত্তর পদার্থও কিছুই নাই। তিনি অজ ও অখিল জগতীর আদি। তিনি এই জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়া-ছেন॥ ঐ ৩৮।

অশব্দগোচরস্যাপি তস্য বৈ ব্রহ্মণো দ্বিজ।
পূজায়াং ভগবচ্ছব্দঃ ক্রিয়তে হ্যৌপচারিকঃ॥

হে দ্বিজ! যদিও পরমব্রহ্ম শব্দের অগোচর, তথাপি তাঁহার পূজার নিমিত্ত তাঁহাতে ভগবান্ শব্দটী ঔপচারিক ভাবে প্রয়োগ করা যায়॥ বি-পু ৬।৫।৭১।

(১) যেহেতু সেই ভগবান্ মহাপ্রলয় কালে জন সমূহকে অর্দ্দিত, অর্থাৎ প্রপীড়িত করেন, এই নিমিত্ত তিনি জনার্দ্দন শব্দের বাচ্য হইয়াছেন। যথা—

"জনার্দ্দয়তে যস্মাৎপ্রলয়ে মহতি দ্বিজ।
অতঃ স প্রোচ্যতে বেদে জনার্দ্দন ইতি প্রভুঃ॥
মা-প ৫।৮।১৮।

শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরব্রহ্মণি বর্ত্ততে।
মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে॥

হে মৈত্রেয়! পরম ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য অচিন্ত্য, তিনি শুদ্ধস্বরূপ। তিনি সমুদায় কারণের কারণ, তাঁহাতেই ভগবান্ শব্দটী ব্যবহৃত হয়॥

বি পু ৬।৫।৭২।

সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে॥

তিনি সকলের ভর্ত্তা, অর্থাৎ পালনকর্ত্তা ও ধারণকর্ত্তা, অথবা আধার; ভগবান্ শব্দের ভকার দ্বারা এই দুই প্রকার অর্থ করা যায়। তিনি সকলের নেতা, অর্থাৎ কর্ম্মফল ও জ্ঞানফল প্রদাতা, তিনি গময়িতা, অর্থাৎ প্রলয় কালে কার্য্যসমূহের কারণ এবং তিনি স্রষ্টা, অর্থাৎ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা; গকার দ্বারা এই তিন প্রকার অর্থ করা যায়॥ ঐ ৭৩।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

অণিমাদি সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষড়্ বিষয় ভগ শব্দ দ্বারা সঙ্কেত করা হয়॥ ঐ ৭৪।

বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
সর্ব্বভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ॥

যাঁহাতে সর্ব্বভূত বাস করে, যিনি ভূতময় ও অখিল ব্রহ্মাণ্ডময় এবং যিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে অব্যয় (অক্ষয়), বকারার্থে তিনিই প্রতিপাদিত হয়েন॥ বি-পু ৬।৫।৭৫।

এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তম।
পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যতঃ॥

হে সাধুশ্রেষ্ঠ! "ভগবান্" এই মহাশব্দ কেবল পরমব্রহ্মময় বাসুদেবেরই জ্ঞাপক, অন্য কাহারও নহে (১)। ঐ ৬।

উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥

যিনি সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, প্রলয়, আগম ও গতি এবং সমস্ত বিদ্যা ও অবিদ্যা অবগত আছেন, তিনিই ভগবান্ শব্দবাচ্য॥ ঐ ৭৮।

জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥

যাঁহাতে অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজ, এই ষড়্গুণ বর্ত্তমান্ ও যাঁহাতে তদ্বিপরীত প্রাকৃতিক ষড়্গুণের (২) অভাব, তিনিই ভগবান্ নামে অভিহিত হয়েন॥ ঐ ৭৯।

অথাপি যৎ পাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।

---

(১) পরব্রহ্মের প্রতি "ভগবান্" শব্দটী মুখ্যরূপে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু অন্যের প্রতিও ঐ শব্দটী যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা কেবল গৌণরূপে মাত্র।

(২) অজ্ঞান, অশক্তি, অবল, অনৈশ্বর্য্য, অবীর্য্য এবং অতেজ এই ষড়্বিধ প্রাকৃতিক গুণ।

সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎ পদার্থঃ ॥

আরও দেখ, বিরিঞ্চি যে বারি অর্ঘস্বরূপে শিবকে অর্পণ করেন, যাহা স্পর্শ করিলে সমস্ত জগৎ এবং সাক্ষাৎ শিবও পবিত্র হন, তাহা সেই মুকুন্দেরই চরণ-নখর হইতে নিঃসৃত হইয়াছে; অতএব তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও ভগবান্ বলা যায় না ॥

ভা-পু ১।১৮।২১।

যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽপি সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষন্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্পন্তি তরবো বনে ॥
কালং কালয়তে কালে মৃত্যোর্ম্মৃত্যুর্ভিয়ো ভয়ম্।
বেদান্তবেদ্যো ভগবান্ যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ ॥
সর্ব্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ তন্ময়াঃ সুরবন্দিতে।
আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ ॥

হে সুরপূজিতে! যাঁহার শাসনে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহার শাসনে সূর্য্য তাপ প্রদান করিতেছেন, যাঁহার শাসনে মেঘগণ বারি বর্ষণ করিতেছে, যাঁহার শাসনে তরুগণ পত হইতেছে, যিনি প্রলয়কালে কালকেও কবলিত করেন, যিনি মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ এবং ভয়েরও ভয়স্বরূপ, এবং যিনি বেদান্তবেদ্য যৎ তৎ শব্দে উপলক্ষিত ভগবান্, সমুদায় দেবগণ ও দেবীগণ এবং আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ তন্ময় ॥ ম-নি-ত ২।৪৪-৪৬।

তস্মিংস্তুষ্টে জগৎতুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।
তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ ॥

সেই ভগবান্ তুষ্ট হইলে জগৎ তুষ্ট হয় এবং তিনি প্রীত হইলে জগৎ প্রীত হয়। অতএব তাঁহার আরাধনা করিলে সকলেরই প্রীতি উৎপাদন করা হয় ॥ ম-নি-ত ২।৪৭।

তরোর্মূলাভিষেকেণ যথা তদ্ভুজপল্লবাঃ।
তৃপ্যন্তি তদনুষ্ঠানাৎ তথা সর্ব্বেঽমরাদয়ঃ ॥

যেমন বৃক্ষের মূলে অভিষেক করিলে তাহার শাখা পল্লব প্রভৃতি সমস্তই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, তদ্রূপ সেই একমাত্র ভগবানের আরাধনা করিলে দেবতা প্রভৃতি সকলেই পরিতৃপ্ত হয়েন ॥ ঐ ৪৮।

যথা গচ্ছন্তি সরিতোঽবশেনাপি সরিৎপতিম্।
তথার্চ্চাদীনি কর্ম্মাণি তদুদ্দেশ্যানি পার্ব্বতি ॥

হে পার্ব্বতি! যেরূপ নদী সকল অবশ হইয়া সমুদ্রে গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ পূজা ধ্যান প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম সেই পরমেশ্বরে উপনীত হয় ॥ ঐ ৫০।

যো যো যান্ যান্ যজেদ্দেবান্ শ্রদ্ধয়া যদ্ যদাপ্তয়ে।
তত্তদ্দদাতি সোঽধ্যক্ষৈস্তৈস্তৈর্দেবগণৈঃ শিবে ॥

হে শিবে! যে যে ব্যক্তি যে যে বস্তু প্রাপ্তির কামনা করিয়া শ্রদ্ধা

সহকারে যে যে দেবতার আরাধনা করে, সেই পরমেশ্বর অধ্যক্ষ (ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক) স্বরূপ থাকিয়া সেই সেই দেবতার দ্বারা সেই সেই ব্যক্তিকে সেই সেই ফল প্রদান করেন (১) ॥

ম-নি ত ২।৫১।

বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে কথাতে প্রিয়ে।
ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারাধ্যস্তং বিনা নাস্তি মুক্তয়ে ॥

হে প্রিয়ে! এবিষয়ে আর অধিক কি কহিব, আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে এই কথামাত্র বলিতেছি যে, সেই ভগবানই ধ্যেয়, পূজ্য ও সুখারাধ্য। তিনি ব্যতিরেকে মুক্তির উপায়ান্তর নাই ॥ ঐ ৫২।

পুরা সত্যযুগে দেবি বিশুদ্ধোমতয়োহখিলাঃ।
যজন্তি বিষ্ণু মেবৈকং জ্ঞাত্বা সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং ॥

হে দেবি! পূর্ব্বকালে সত্যযুগে বিশুদ্ধবুদ্ধি সাধকেরা সেই পরম পুরুষ বিষ্ণুকেই একমাত্র সকল দেবতার ঈশ্বর জানিয়া পূজা করিতেন ॥

না-প ৪।২।১৩।

স্মর্ত্তব্যঃসততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন কর্হিচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতযোরেব কিঙ্করাঃ ॥

একমাত্র বিষ্ণুই সতত স্মরণীয় হয়েন, কদাচ তাঁহাকে বিস্মরণ করা উচিত নহে, যেহেতু বিধি নিষেধ প্রভৃতি সমুদায় তাহারই কিঙ্কর, অর্থাৎ অধীন মাত্র ॥ না-প ৪।২।২৩।

কিন্তু ব্রহ্মাদিভির্দ্দেবৈঃ পুরা দৃষ্টা নিরংহসঃ।
নিঃশঙ্কং বিষ্ণুনাম্নৈব যথেষ্টং পদমাগতান্ ॥

প্রত্যুত পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাদি দেবতারা নিঃশঙ্ক ও বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবান্ বিষ্ণুর নাম জপ দ্বারাই যথেষ্ট পদ লাভ করিয়াছেন ॥ ঐ ২৪।

ততঃ সাক্ষাজ্জগন্নাথঃ প্রসন্নো ভক্তবৎসলঃ।
অংশাংশেনাত্মনো দেবান্ পূজয়ামাস কেশবঃ ॥

তদনন্তর সেই সুপ্রসন্ন ভক্তবৎসল সাক্ষাৎ ভগবান্ জগন্নাথ শ্রীকেশব আপনার অংশাংশে উদ্ভব এই সমস্ত দেবাদিকে পূজ্য করিয়াছেন ॥

ঐ ২৬।

দেবান্ পিতৄন্ দ্বিজান্ হব্যকব্যাশান্ করুণাময়ঃ।
ততঃ প্রভৃতি পূজ্যাস্তে ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥

তদবধি সেই করুণাময় হরি হব্য, কব্য ও অন্নাদিভোজী দেব, পিতৃ ও দ্বিজগণকে সচরাচর ত্রৈলোক্যে পূজনীয় করিয়াছেন ॥ ঐ ২৭।

জীবরাশিভিরাকীর্ণজণ্ডকোষাঙ্ঘ্রিপোমহান্।
তন্মূলত্বাদচ্যুতে জ্ঞাসর্ব্বজীবাত্মতর্পণং ॥

দেখ, একমাত্র ভগবান্ অচ্যুতই (১)

(১) মুক্তিবিচারক নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যে মানব নিরন্তর ভক্তিপূর্ব্বক যাদৃশ রূপবিশিষ্ট দেবতার ধ্যান করে, পরমেশ্বর তাদৃশ রূপবিশিষ্ট হইয়া তাহার অভিলাষ পূরণ করেন। যথা,—

"যো যো যাদৃশ ভাবেন নিত্যং ধ্যায়তি ভক্তিতঃ।
তত্তদ্রূপেণ তস্যেষ্টং পূরয়েৎ পরমেশ্বরঃ।"

(১) যেহেতু ভক্তগণ মহাপ্রলয়েও চ্যুত (ক্ষয় প্রাপ্ত) হয়েন না, এই হেতু সেই বিশ্বাত্মা পুরুষোত্তম অচ্যুত নামে অভিহিত হয়েন, অথবা সেই অব্যয়

এই অসংখ্য জীবে সমাকীর্ণ ব্রহ্মাণ্ড-রূপ মহাবৃক্ষের মূল। অতএব কেবল অচ্যুতকে অর্চ্চনা করিলেই সকল জীবের আত্মা পরিতৃপ্ত হয়॥

ভা-পু ৭।১৪।৩০।

পুরাণ্যনেন সৃষ্টানি নৃতির্য্যগৃষিদেবতাঃ।
শেতে জীবেন রূপেণ পুরেষু পুরুষো হ্যসৌ॥

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ঋষি ও দেবতা-রূপ পুর, অর্থাৎ শরীর সকল তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই সৃষ্টি করিয়া ঐ সমস্ত পুর মধ্যে স্বয়ং জীবরূপে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; এই জন্য তাঁহার নাম পুরুষ॥

ঐ ৩১।

তেষেষু ভগবান্রাজং স্তারতম্যেন বর্ত্ততে।
তস্মাৎপাত্রং হি পুরুষো যাবানাত্মা যথেযতে॥

ভগবান্ হরি (১) এই সকল শরীরমধ্যে তারতম্যরূপে, অর্থাৎ পশু পক্ষ্যাদি অপেক্ষা পুরুষ(মনুষ্য)শরীরে অধিকাংশ পরিমাণে অবস্থিতি করি-তেছেন, অতএব পুরুষই পূজার পাত্র। পুরুষদিগের মধ্যে আবার যাঁহাদি-গের জ্ঞানাংশ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তাঁহারা তদনুসারেই পূজার পাত্র হয়েন॥ ভা-পু ৭।১৪।৩২।

দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ॥
ত্রেতাদিষু হরেরর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা॥

কালক্রমে পুরুষেরা পরস্পর পরস্পরকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিলেন; তদ্দর্শনে পণ্ডিতগণ ত্রেতাদি যুগে হরির অর্চ্চনার নিমিত্ত প্রতিমার সৃষ্টি করেন॥ ঐ ৩৩।

ততোঽর্চ্চায়াং হরিং কেচিৎ সংশ্রদ্ধায় সপর্য্যয়া।
উপাসত উপাস্তাপি নার্থদা পুরুষদ্বিষাং॥

সেই (ত্রেতাদি যুগ) অবধি কতকগুলিন লোক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজোপকরণ দ্বারা হরিকে প্রতিমায় পূজা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু ঐ প্রতিমা পুরুষদ্বেষী ব্যক্তিদিগের দ্বারা পূজিত হইয়াও তাহাদিগকে অভীষ্ট ফলপ্রদান করে না॥ ঐ ৩৪।

যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমং।
নাধীতবেদশাস্ত্রোপি ন কৃতোহধ্বরসম্ভবঃ।
যো ভক্তিং বহতে বিষ্ণৌ তেন সর্ব্বং কৃতং ভবেৎ॥

যিনি সর্ব্বেশ্বর হরিকে ভজনা

পুরুষ, যিনি জগতের আদি, অন্ত ও মধ্য হয়েন, তাঁহার চ্যুতি না থাকাতে তিনি অচ্যুত নামে বিখ্যাত হয়েন। যথা,—

ন চ্যবন্তি যতো ভক্তা মহতি প্রলয়ে সতি।
অতোঽচ্যুতঃ স বিশ্বাত্মা গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥
চ্যুতিহীনোঽব্যয়ো যস্মাদথবাচ্যুত ঈর্য্যতে।
জগতামাদিভূতশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ যঃ স্মৃতঃ॥

না-প ৫।৮।২৬-২৭।

(১) সেই পরম পুরুষ মনুষ্যদিগের অশেষ দুঃখ-প্রদ পাপ সকল সংহরণ করেন এবং নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হরি হই-য়াছে। যথা,—

হরিহরণশীলত্বাৎ পাপানাং দুঃখদো নৃণাং।
নরসিংহবপুযস্মাদতো ব্রহ্মন্ হরিঃ স্মৃতঃ॥

না-প ৫।৮।২৫।

করেন না, সেই ব্যক্তিকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে। বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে এবং কোনরূপ যজ্ঞাদি আচরণেও যাঁহার অনুরাগ নাই, সেই ব্যক্তি যদি হরির ভজনা করেন, তাহা হইলে তিনি বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সর্ব্বপ্রকার যাগজনিত ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন ॥

গ-পু ১।২১৯।১৮।

যজনঃ ক্রতুমুখ্যানাং বেদানাং পারগা অপি।
নতাংযান্তি গতিং ভক্তা যাং যান্তি মুনিসত্তমাঃ॥

হরিভক্ত মুনিগণ যেরূপ সদ্গতি লাভ করেন, সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠাতা ও সর্ব্ববেদান্তপারগ ঋষিরা সেইরূপ সদ্গতির অধিকারী হইতে পারেন না॥ ঐ ১৯।

ধ্যায়ন্ কৃতে জপেন্মন্ত্রৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংস্মৃত্য কেশবং॥

সত্যযুগে নারায়ণকে ধ্যান করিবে, ত্রেতাযুগে ঐ নারায়ণ নাম জপ করিবে, দ্বাপরযুগে হরির অর্চ্চনা এবং কলিযুগে কেবল কেশবের নাম স্মরণ করিবে। তাহা হইলেই নরগণ মুক্তি লাভ করিতে পারে॥

গ-পু ১।২২০।১৯।

ন দানৈর্ব্বিবিধৈর্দ্রব্যৈর্নপুষ্পৈর্নানুলেপনৈঃ।
তোষমেতি মহাত্মাসৌ যথাভক্ত্যা জনার্দ্দনঃ॥

কেবল ভক্তিদ্বারা মহাত্মা জনার্দ্দনের যেরূপ সন্তোষ সাধিত হইতে পারে, নানাবিধ দ্রব্য প্রদান, পুষ্প ও সুগন্ধি অনুলেপন দ্বারা বিষ্ণুর সেরূপ সন্তোষ হইতে পারে না॥ গ-পু ১।২২১।৯।

গঙ্গাস্নান সহস্রেষু পুষ্করস্নানকোটিষু।
যৎপাপং বিলয়ং যাতি স্মৃতে নশ্যতি তদ্ধরৌ।

সহস্রবার গঙ্গাস্নান ও কোটিবার পুষ্করতীর্থে স্নান করিলে যে সকল পাপ বিনষ্ট হয়, ভক্তিপূর্ব্বক একবার নারায়ণকে স্মরণ করিলে মনুষ্যের সেই সকল পাপ লয় পাইয়া থাকে॥

গ-পু১।২২২।১৯।

প্রাণায়াম সহস্রৈস্তু যৎপাপং নশ্যতি ধ্রুবং।
ক্ষণমাত্রেণ তৎপাপং হরের্ধ্যানাৎ প্রণশ্যতি।

সহস্র প্রাণায়াম দ্বারা মনুষ্যের যে পাপ বিনাশ পায়, ক্ষণমাত্র হরির ধ্যান করিলে সেই পাপ বিনষ্ট হইতে পারে॥ ঐ ২০।

পতিতঃ স্খলিতো বার্ত্তঃ ক্ষুত্ত্বা বা বিবশো গৃণন্।
হরয়েনম ইত্যুচ্চৈ র্মুচ্যতে ঘোরকিল্বিষাৎ॥

পতিত, স্খলিত, পীড়িত, অথবা ক্ষুধায় বিবশ হইয়াও যদি কেহ উচ্চৈঃস্বরে "হরয়ে নম" এই শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়॥

ভা-পু ১২।১২।৩৩।

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥

অধিক কি, যে ব্যক্তি একবার "হরি" এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তি যেন বদ্ধ-পরিকর হইয়া মুক্তিলাভে অগ্রসর হইয়াছে ॥

গ-পু-১।১১৪।৪।

আসীনো বা শয়ানো বা তিষ্ঠন্ বা যত্র তত্র বা।
নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রৈকশরণো ভবেৎ ॥

মনুষ্য উপবেশন কিম্বা শয়ন করিয়া থাকুক, অথবা যে কোন অবস্থায় বিদ্যমান্ থাকুক, সকল সময়েই "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রের শরণাপন্ন হইবে (১)।।

গ-পু ১।২২০।৯।

সা তিথিস্তদহোরাত্রং সযোগঃ স চ চন্দ্রমাঃ।
লগ্নং তদেব বিখ্যাতং যত্র সংস্মর্য্যতে হরিঃ ॥

যে সময়ে হরিকে স্মরণ করা যায়, সেই তিথি, সেই অহোরাত্র, সেই যোগ, সেই চন্দ্র এবং সেই লগ্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হয় ॥

গ-পু-১।২২২।২২।

সা হানিস্তন্মহাচ্ছিদ্রং সা চান্ধজড়মূকতা।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণো বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ ॥

যে ক্ষণে বা যে মুহূর্ত্তে হরির চিন্তা না হয়, তাহা নিষ্ফল এবং সেই সময়কে মহাহা-নিকর বলিয়া জানিবে ও সেই সময়ে জড়তা ও মূকতা মনুষ্যকে আশ্রয় করে ।। ঐ ২৩।

কলৌ কৃতযুগস্তস্য কলিস্তস্য কৃতে যুগে।
হৃদয়ে যস্য গোবিন্দো যস্য চেতসি নাচ্যুতঃ।

যাহার হৃদয়ে গোবিন্দ বিদ্যমান্ আছেন, তাহার পক্ষে কলিযুগও সত্যযুগের ন্যায়, আর যে ব্যক্তি নিজচিত্তে অচ্যুতকে স্মরণ করে না, তাহার পক্ষে সত্যযুগও কলিযুগ তুল্য ।। ঐ ২৪।

যস্যাগ্রতস্তথা পৃষ্ঠে গচ্ছতস্তিষ্ঠতোপি বা।
গোবিন্দে নিয়তং চেতঃ কৃতকৃত্যঃ সদৈব সঃ ॥

যিনি অগ্রে ও পশ্চাদ্ভাগে গোবিন্দকে চিন্তা করেন এবং গমনকালে ও অবস্থিতিকালে যাঁহার চিত্তে গোবিন্দ নিয়ত বাস করেন, সেই ব্যক্তিই কৃতকৃত্য হইয়াছেন ॥ ঐ ২৫।

(১) পদ্মপুরাণে কথিত আছে যে,—"বিষ্ণুর সংস্মরণ সমুদায় পাতক দূরীকৃত করে। উহা যে কোন উপায়ে স্মরণ করিলে, কুত্রাপি কিছুমাত্র অমঙ্গল থাকে না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কর্ম্মদ্বারা সমুদায়ই অপায় বলিয়া উল্লিখিত হয়, কিন্তু বিষ্ণুর স্মরণে কিছুমাত্র অপায় বা অত্যাহিত নাই। প্রত্যুত বিষ্ণুর স্মরণ করিলে, সকল প্রকার পাপ বিগলিত হইয়া যায়। কি শয়ন, কি ভোজন, কি বাক্য বিন্যাস, কি অবস্থান, কি গমন, মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই বিষ্ণুর স্মরণ করিবেন। তজ্জন্য মহর্ষিগণ কমলাপতির স্মরণে কোন প্রকার কালনিয়ম নির্দ্দেশ করেন নাই। যে সময় ইচ্ছা, স্মরণ কর, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বিনষ্ট হইবে"।

ক্রিয়াযোগসার ১৪ অ-৪—৭।

অর্চ্চনং বন্দনং মন্ত্র জপং সেবন মেবচ।
স্মরণং কীর্ত্তনং শশ্বদ গুণ শ্রবণ মীপ্সিতং॥
নিবেদনং তস্য দাস্যং নবধা ভক্তি লক্ষণং।
করোতি জন্ম সফলং শ্রুত্বৈতানি চ ভারতে॥

হরির অর্চ্চনা, হরির বন্দন, হরি-মন্ত্র জপ, হরিসেবা, হরিস্মরণ, হরিগুণকীর্ত্তন, নিরন্তর অভীষ্ট হরিগুণ শ্রবণ, হরিতে আত্মনিবেদন এবং হরির দাস্য, এই নবধা ভক্তি-লক্ষণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে; জীব ভারতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ঐ নবধাভক্তিপ্রসঙ্গ শ্রবণে স্বীয় জন্ম সফল করে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।১।৩৩-৩৪।

ইন্দ্রিয় দ্রব্য সংযোগ সুখং বিধ্বংসনাবধি।
হরি সংলাপ রূপঞ্চ সুখং তৎসর্ব্ব কালিকং॥

ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর দ্রব্য সংযোগে যে সুখের উৎপত্তি হয় তাহা নশ্বর, অর্থাৎ সেই দ্রব্যের বিয়োগে সুখেরও বিয়োগ হয়, কিন্তু হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা যে অপূর্ব্ব সুখের আবির্ভাব হয় তাহার কখনই ক্ষয় নাই, তাহাই নিত্য সুখ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সুতরাং হরিচিন্তায় নিবিষ্ট চেতা সাধুর কখন বৃথা আয়ু ক্ষয় হয় না॥ ব্র-বৈ-পু ৩।৮।৬৪।

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া॥

এই সূর্য্য উদিত ও অস্তমিত হইয়া মনুষ্যদিগের পরমায়ু হরণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি হরির গুণানুবাদে জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহারই পরমায়ু কেবল বিফল হয় না। ভা-পু ২।৩।১৭।

তরবঃ কিংন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিংগ্রামে পশবোঽপরে॥
শবিড্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥

বৃক্ষদিগেরও কি জীবন নাই? ভস্ত্রা অর্থাৎ চর্ম্মনির্ম্মিত জাঁতাও কি নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে না? গ্রামবাসী অপরাপর পশুরাও কি আহার বা স্ত্রীসঙ্গ করে না? গদাগ্রজ হরি যাহার কর্ণপথে কখন গমন করেন নাই, সে ব্যক্তি পশুর তুল্য। কুক্কুর, গ্রাম্যশূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ হইতে তাহার বিভেদ নাই॥ ঐ ১৮-১৯।

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য॥
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
নচোপগায়ত্যুরুগায় গাথাঃ॥

যে মনুষ্য কখন হরি-কথা শ্রবণ করে নাই, তাহার শ্রোত্রদ্বয় কেবল গর্ত্তমাত্র। সূত! যে ব্যক্তি হরি-গুণ গান করে না, তাহার জিহ্বা ভেকের জিহ্বার ন্যায় নিন্দনীয়।
ঐ ২০।

ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দং।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরেল্লসৎ কাঞ্চনকঙ্কণৌ বা॥

উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্র এবং কিরীটে সুশোভিত হইলেও যে মস্তক মুকুন্দকে নমস্কার না করে, সে ভারমাত্র। যে বাহুযুগল হরির অর্চ্চনা না করে, সে কাঞ্চনময়-বলয়ে বিরাজিত হইলেও মৃত ব্যক্তির বাহুর ন্যায় নিষ্ফল॥

ভা-পু ২।৩।২১।

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥

যে চক্ষু হরির রূপ দর্শন না করে, সে ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় অনর্থক চিত্রিত। যে চরণ-যুগল হরি-ক্ষেত্রে গমন না করে, সে বৃক্ষের মূলের তুল্য॥ ঐ ২২।

জীবন্ শবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুন্
ন জাতুমর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসন্ শবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥

যে মনুষ্য ভগবদ্ভক্তদিগের চরণ-রেণু লাভ না করে, সে জীবিত থাকিয়াও শবের ন্যায়। আর যে ব্যক্তি বিষ্ণুর পাদ-লগ্ন তুলসীর আঘ্রাণ না লয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস পরি-ত্যাগ করিবার ক্ষমতা থাকিলেও, সে শব-প্রায়॥ ভা-পু ২।৩।২৩।

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্ গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

অহো! হরির নাম শুনিয়া যে হৃদয় অবিক্রিত থাকে, সুতরাং তজ্জন্য নেত্রে জলোদ্রেক এবং অঙ্গে রোমোদ্গম না হয়, তাহা হইলে সে হৃদয় প্রস্তরের ন্যায়॥

ঐ ২৪।

সা জিহ্বা যা হরিং স্তৌতি তচ্চিত্তং যত্তদর্পিতং।
তাবেব কেবলৌ শ্লাঘ্যৌ যৌ তৎপূজাকরৌ করৌ॥

যে জিহ্বাদ্বারা হরির স্তব করা যায়, সেই জিহ্বাই প্রকৃত জিহ্বা, যে চিত্তে হরির অধিষ্ঠান আছে, সেই চিত্তই প্রশংসনীয়, আর যে করদ্বয় হরির পূজাতে কার্য্যকারী হয়, সেই করদ্বয়ই প্রশস্ত॥

গ-পু ১।২২২।৪০।

অর্চ্চিতঃ স্যাজ্জগদিদং তেন সর্ব্বং চরাচরং।
যো ন পূজয়তে বিষ্ণুং তংবিদ্যাদ্ব্রহ্মঘাতকং॥

যিনি ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, তিনি সচরাচর জগতের অর্চ্চনাজনিত ফল প্রাপ্ত হন, আর যে ব্যক্তি বিষ্ণুর অর্চ্চনা করে না,

তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া জানিবে॥

গ-পু ১।২২১।৩।

নারাধিতো যদি হরির্যেন পুংসাধমেন চ।
কিং তস্য তপসা ব্যর্থং নিষ্ফলং তৎ পরিশ্রমং।

যে পুরুষাধম শ্রীহরির আরাধনা না করে, তাহার তপস্যায় ফল কি? তাহার সেই তপস্যাতে সমুদায় পরিশ্রমই নিষ্ফল হয়॥

না-প ১।২।২৭।

ব্রতান্যেব হি দানানি তপাংস্যনশনানি চ।
বেদোপযুক্তা যজ্ঞাশ্চ কর্ম্মাণি চ শুভানি চ।
ন নিষ্পুনাত্যভক্তঞ্চ সুরাকুম্ভমিবাপগা॥

গঙ্গা যেমন সুরাকুম্ভকে পবিত্র করিতে পারেন না, সেইরূপ ব্রত, দান, তপস্যা, অনশন ও বেদোপযুক্ত যজ্ঞাদি শুভ কর্ম্ম সকল অভক্ত জনকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয় না॥ ঐ ২৮।

ব্রাহ্মণানাং স্বধর্ম্মশ্চ ত্রিসন্ধ্যা মর্চ্চনং হরেঃ।
তৎপাদোদক নৈবেদ্যং ভক্ষণঞ্চ সুধাধিকং॥

ত্রিসন্ধ্যা শ্রীহরির অর্চ্চনা করাই ব্রাহ্মণদিগের স্বধর্ম্ম। ব্রাহ্মণগণ হরির চরণোদক পান ও হরির নিবেদিত নৈবেদ্য ভোজন সুধা অপেক্ষাও উপাদেয় জ্ঞান করিয়া থাকেন॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৫৯।৭৩।

অন্নং বিষ্ঠাং জলং মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতং।
ভবন্তি শূকরাঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণা যদি ভুঞ্জতে॥

বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠা স্বরূপ এবং জল মূত্র স্বরূপ; ব্রাহ্মণগণ যদি বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন ভোজন বা জলপান করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে শূকররূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৫৯।৭৪।

ব্রহ্মা চ ব্রহ্মপুত্রাশ্চ সর্ব্বে বিষ্ণুপরায়ণাঃ।
ব্রাহ্মণস্তৎকুলে জাতো বিমুখশ্চ হরৌ কথং॥

যখন স্বয়ং ব্রহ্মা এবং তদীয় পুত্রগণ সকলেই হরিপরায়ণ, তখন ব্রাহ্মণেরা তৎকুলজাত হইয়া কেনই বা শ্রীহরির প্রতি বিমুখ হইবেন॥

ব্র-বৈ-পু ১।১১।৩৬।

পিত্রোর্ম্মাতামহাদীনাং সংসর্গদা গুরোশ্চ বা।
দোষেণ বিমুখাঃ কৃষ্ণে বিপ্রা জীবন্মৃতাশ্চ তে॥

কিন্তু তথাপি পিতা, মাতা বা মাতামহাদি পূর্ব্বপুরুষ, অথবা গুরুর সংসর্গ বশতঃ যাহারা শ্রীহরির আরাধনায় পরাঙ্মুখতা প্রকাশ করে, মহীতলে তাহাদিগের মরণ ও জীবন ধারণ উভয়ই তুল্য॥ ঐ ৩৭।

স কিং গুরুঃ স কিং তাতঃ স কিং পুত্রঃ স কিং সখা।
স কিং রাজা স কিং বন্ধু র্ন দদ্যাদ্যো হরৌ মতিং॥

তপোধন! সেও কি গুরু, সেও কি পিতা, সেও কি পুত্র, সেও কি সখা, সেই কি রাজা, আর তাহাকেও কি বন্ধু বলা যায়, যিনি হরিতে

ভক্তি করিতে উপদেশ প্রদান না করেন ॥ ব্র-বৈ-পু ১।১১।৩৮।

অবৈষ্ণবাদ্দ্বিজাদ্বিপ্র চণ্ডালো বৈষ্ণবো বরঃ।
সগণঃ শ্বপচো মুক্তো ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ॥

দ্বিজ হইলেই যে তিনি মান্যাস্পদ হইবেন, এমত নহে, তাঁহার যদি হরিতে ভক্তি না থাকে, তবে হরি-ভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে; আর ঐ হরি-ভক্তিবিহীন সুতরাং শ্বপচাধম ব্রাহ্মণকে স্বগণ সহ নরকে গমন করিতে হয়॥ ঐ ৩৯।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং।
তং যো ন ধ্যায়তে বিষ্ণুং স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভবেৎ॥

যে বিষ্ণু হইতে অনন্ত জীবের জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় এবং যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত আছেন, যে পাপাত্মা তাঁহাকে ধ্যান করে না, সেই নরাধম বিষ্ঠাতে ক্রিমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে॥ গ পু ১।২২১।৪।

ন চিন্তয়ন্তি দেবেশং কেবলন্তু হরিং পরম।
আরাধয়ন্তি দেবং ন প্রাণিনাং মুক্তিদং প্রভুম॥
নাস্তিকাস্তে নরাঃ জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতাঃ।
এতৈঃ সহাসনং স্পর্শং মনসাপীহ নাচরেৎ॥

প্রাণীসমূহের মুক্তিদায়ক সেই পরম পুরুষ ভগবান্ হরিকে যে ব্যক্তি চিন্তা না করে এবং তাঁহার আরাধনায় বিমুখ হয়, সে সর্ব্বধর্ম্ম বর্জ্জিত নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত। মনঃদ্বারাও এতাদৃশ লোকের আসন স্পর্শ করিবে না॥

জৈ-ভা ৮।৩১—৩২।

আরাধয়ন্তি দেবেশং প্রাণিনাং মুক্তিদং হরিম।
দেবতুল্যাশ্চ তে জ্ঞেয়া শ্চাণ্ডালোপি হরেঃপ্রিয়ঃ॥

যে মানব প্রাণীগণের মুক্তি-প্রদায়ক দেবদেব হরির আরাধনায় নিরত থাকে, সে ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও দেবতুল্য এবং হরির প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ (১)॥

ঐ ৩৩।

ঈশ্বরস্য প্রিয়ঃকোবা প্রিয়ঃকোবা জগত্রয়ে।
যঃ শিষ্টস্তং ভজেৎ শশ্বদ্ধ্যায়তে চ শতং সদা॥

বিলক্ষণ বিচার করিয়া দেখিলে

(১) পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে,—"ব্রাহ্মণই হউক, ক্ষত্রিয়ই হউক, বৈশ্যই হউক, আর শূদ্র বা অন্ত্যজই হউক, হরিভক্তি-সম্পন্ন হইলেই কৃতার্থ হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহার হরিভক্তি নাই, তিনি ব্রাহ্মণ হইলেও চণ্ডাল অপেক্ষা অধিক বলিয়া পরিগণিত হন। আবার হরির প্রতি ভক্তি-সম্পন্ন হইলে, চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। যাহার ভগবানে ভক্তি নাই, সে কি ব্রাহ্মণ হইতে পারে? যাহার হৃদয় নারায়ণে ভক্তিযোগসম্পন্ন, তাহাকেই বা কিরূপে চণ্ডাল বলিতে পারা যায়? ফলতঃ চণ্ডালও হরির প্রতি ভক্তিমান হইলে, চতুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়।"

ক্রিয়াযোগসার ১; ২-৫৫অ।

ত্রিজগতে ঈশ্বরের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই, যে শিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে ভজনা করিয়া নিরন্তর তাঁহাকে ধ্যান করেন, তিনিই তাঁহার প্রিয় হন ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।২৫।৭৩।

ভজনং বিমলং বিষ্ণোর্ভক্তিভাবেন চাসকৃৎ।
পুংসাং ন পুরুষার্থোঽন্যো ভজনাদিতি চিন্তয়েৎ ।।

ভক্তিভাবে সর্ব্বদা বিষ্ণুর ভজনই বিমল অর্থাৎ পাপশূন্য পবিত্র কার্য্য। ভজন ব্যতিরেকে মনুষ্যের অন্য কোন পুরুষার্থই নাই এইরূপ চিন্তা করিবে ।।

আ-পু ৮।১৯।

তর্পণেন চ হোমেন সন্ধ্যায়া বন্দনেন চ।
প্রাপ্যতে ভগবান্ বিষ্ণুর্ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ ।।

তর্পণ, হোম ও সন্ধ্যাবন্দনাদি দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিবে। তাহা হইলে হরি সন্তুষ্ট হইয়া, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ প্রদান করেন ॥

গ-পু-১।২১৫।৩।

ধর্ম্মো হি ভগবান্ বিষ্ণুঃ পূজা বিষ্ণুশ্চ তর্পণং।
হোমঃ সন্ধ্যা তথা ধ্যানং ধারণা সকলং হরিঃ ॥

ভগবান্ বিষ্ণুই ধর্ম্ম, বিষ্ণুই পূজা, বিষ্ণুই তর্পণ, বিষ্ণুই হোম, বিষ্ণুই সন্ধ্যা, বিষ্ণুই ধ্যান এবং বিষ্ণুই ধারণা অর্থাৎ সকলই বিষ্ণুময় জ্ঞান করিবে ॥

ঐ ৪।

বেদোক্তং কুর্ব্বতস্তস্য হরিস্তুষ্টো দিবানিশং।
হরৌ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং তস্মিন্ রুষ্টে ভবেদ্রিপুঃ

যে ব্যক্তি বেদবিহিত কার্য্যের আচরণ করে, সনাতন হরি দিবানিশি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন; হরি তুষ্ট হইলে সমস্ত জগৎ তুষ্ট হন, কিন্তু যাহার প্রতি হরি রুষ্ট হন, সমস্ত জগৎ তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকে ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৩২।২৯।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণং ।।

লোক সকল স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোপযোগী ধর্ম্ম ও আচার পালন করিলেই পরম পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়, তদ্ভিন্ন তাঁহার সন্তোষ সাধনের অন্য কোন উপায় নাই ॥

বি-পু ৩।৮।৯।

যজন্ যজ্ঞান্ যজত্যেনং জপত্যেনং জপন্ নৃপ।
ঘ্নংস্তথান্যং হিনস্ত্যেনং সর্ব্বভূতো যতো হরিঃ ।।

হে রাজন! যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে তাঁহারই যাজন করা হয়, জপ করিলে তাঁহারই জপ করা হয়, আর কাহাকেও হত্যা করিলে তাঁহারই হিংসা করা হয়, কেননা হরিই সর্ব্বভূতময় ॥

ঐ ১০।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ ধরণীপতে।
স্বধর্ম্মতৎপরো বিষ্ণুমারাধয়তি নান্যথা ।।

হে মহারাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য ও শূদ্র, ইহারা স্ব স্ব ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকিলেই ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়, ইহার অন্যথা হয় না। বি-পু ৩।৮।১২।

পরাপবাদং পৈশুন্যং অনৃতঞ্চ ন ভাষতে।
অন্যোদ্বেগকরঞ্চাপি তোষ্যতে তেন কেশবঃ॥

যিনি পরাপবাদ ও পরহিংসা না করেন, অনৃত বাক্য না কহেন, এবং অন্যের উদ্বেগকর কোন কার্য্যানুষ্ঠান না করেন, তাঁহারই প্রতি কেশব সন্তুষ্ট হন। ঐ ১৩।

পরপত্নী পরদ্রব্য পরহিংসাসু যো মতিং।
ন করোতি পুমান্ ভূপ তোষ্যতে তেন কেশবঃ।

হে রাজন্! পরপত্নী হরণে, পরদ্রব্য গ্রহণে ও পরহিংসায় যাঁহার প্রবৃত্তি না থাকে, তাঁহার প্রতিই কেশব সন্তুষ্ট থাকেন। ঐ ১৪।

ন তাড়য়তি নোহন্তি প্রাণিনোহন্যাংশ্চ দেহিনঃ।
যোমনুষ্য মনুষ্যেন্দ্র তোষ্যতে তেন কেশবঃ॥

হে নরেন্দ্র! যে ব্যক্তি কোন প্রাণিকে বা কোন উদ্ভিদকে তাড়ন কিম্বা হনন না করেন, তাঁহার প্রতিই কেশব পরিতুষ্ট হন। ঐ ১৫।

দেবদ্বিজগুরূণাং যো শুশ্রূষাসু সদোদ্যতঃ।
তোষ্যতে তেন গোবিন্দঃ পুরুষেণ নরেশ্বর॥

হে নরনাথ! যিনি দেব, দ্বিজ ও গুরুগণের শুশ্রূষায় সর্ব্বদা উদ্যুক্ত থাকেন, তাঁহার প্রতিই গোবিন্দ (১) পরিতুষ্ট হন॥ বি-পু ৩।৮।১৬।

যথাত্মনি চ পুত্রে চ সর্ব্বভূতেষু যস্তথা।
হিতকামো হরিস্তেন সর্ব্বদা তোষ্যতে সুখং॥

যিনি আপনার আত্মা ও পুত্রের ন্যায় অপর সাধারণের হিত কামনা করেন, তাঁহাতেই হরি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন॥ ঐ ১৭।

যস্য রাগাদি দোষেণ ন দুষ্টং নৃপ মানসং।
বিশুদ্ধচেতসা বিষ্ণুস্তোষ্যতে তেন সর্ব্বদা॥

হে নৃপ! রাগাদি দোষে যাঁহার মন দূষিত না হয়, সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির প্রতি বিষ্ণু সর্ব্বদাই তুষ্ট থাকেন। ঐ ১৮।

রতিঃ কৃষ্ণ কথায়াঞ্চ যস্যাশ্রু পুলকোদ্গমঃ।
মনো নিমগ্নং তত্রৈব সভক্তঃ কথিতো বুধৈঃ॥

যে ব্যক্তি হরি কথায় আত্যন্তিকী রতিপ্রযুক্ত পুলকাঞ্চিত কলেবর হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তাহাতে নিবিষ্ট-চেতা হন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই ভক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ব্র-বৈ-পু ৪।১।৪৪।

---

(১) যিনি অবলীলাক্রমে গো অর্থাৎ পৃথিবী ও বিশ্বসংসার বিন্দন অর্থাৎ ধারণ করিতেছেন, যিনি সমুদয় জ্ঞানের সিন্ধুস্বরূপ, তিনিই গোবিন্দ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। যথা,—

"গাঞ্চবিশ্বসমূহঞ্চ বিন্দতে যোঽবলীলয়া।
জ্ঞানসিন্ধুসমূহঞ্চ গোবিন্দস্তেনকীর্ত্তিতঃ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।১১১।৬৩।

পুত্র দারাদিকং সর্ব্বং জানাতি যো হরে রপি।
আত্মান মনসা বাচা সভক্তঃ কথিতো বুধৈঃ॥

যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে পুত্র কলত্রাদি হরিতে অর্পণ করিয়া তৎসমুদায়কে হরির পরিবার বলিয়া অবধারণ করেন, তিনিই পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ভক্তরূপে কথিত হন।

ব্র-বৈ-পু ৪।১।৪৫।

লব্ধা মিষ্টানি বস্তূনি প্রদাতুং হরয়ে মুদা।
তূর্ণং যস্য মনোহৃষ্টং সভক্তো জ্ঞানিনাং বরঃ॥

সুস্বাদু মিষ্টবস্তু লাভ করিবামাত্র তাহা পরাৎপর হরিকে নিবেদন করণার্থ যাঁহার অন্তঃকরণ পুলকিত হয়, তিনিই জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য ভক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। ঐ ৪৯।

যন্মনো হরিপাদাব্জে স্বপ্নে জ্ঞানং দিবানিশং।
পূর্ব্ব কর্ম্মোপভোগঞ্চ বহির্ভুঙ্ক্তে স বৈষ্ণবঃ॥

যে ব্যক্তি বাহ্যিক পূর্ব্ব কর্ম্মার্জ্জিত ফল ভোগ করেন, স্বপ্ন কি জাগ্রদবস্থায় দিবারাত্রি মনকে হরির চরণকমলে নিবিষ্ট রাখেন, তিনিই বৈষ্ণব নামে অভিহিত হন। ঐ ৫০।

সর্ব্ব জীবেষু যো বিষ্ণুং ভাবয়েৎ সমতা ধিয়া।
হরৌ করোতি ভক্তিঞ্চ হরি ভক্তঃ সচ স্মৃতঃ॥

যে ব্যক্তি সকল জীবে সমভাবে বিষ্ণুর সত্তা (বিদ্যমানতা) ভাবনা করেন এবং শ্রীহরির চরণপঙ্কজে চিত্তভ্রমরকে একান্ত বিলীন করিয়া রাখেন, তিনিই যথার্থ হরিভক্ত।

ব্র-বৈ-পু ৩।৩৫।৭৩।

ক্ষিপ্তাবমানিতা ধ্বস্তাস্তাড়িতাঃ পীড়িতা অপি
ন বিক্রিয়া প্রভবতি প্রতীকারং ন কুর্ব্বতে।
হিতং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বেষাং করুণাদীনবৎসলাঃ॥
তিতিক্ষবোঽল্পবাচো মহান্তো লোক পাবনাঃ।
তে প্রিয়াঃ শ্রীহরেভক্তাঃ প্রেমমাধ্বীকমক্ষিকাঃ।

বলাৎকার সহকারে অপমানিত, ধ্বস্ত, তাড়িত ও পীড়িত হইয়াও যাঁহাদিগের ক্রোধাদি বিকার উচ্ছ্বসিত না হয় এবং যাঁহারা সেই হিংসার নিমিত্ত প্রতীকারপরায়ণ না হন এবং যাঁহারা সকলের হিতকারী, করুণ, দীনবৎসল, ক্ষমাশীল, মিতভাষী, মহৎ প্রকৃতি ও লোকপাবন তাঁহারাই শ্রীহরির প্রেমমধুর মক্ষিকাস্বরূপ প্রিয় ভক্ত।

আ-পু ৮।১৭-১৮।

ন চলতি নিজবর্ণ ধর্ম্মতো যঃ
সমমতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষ পক্ষে।
ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ
সিতমনসং তবৈহি বিষ্ণুভক্তম্॥

যিনি নিজ বর্ণের নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট না হন, যিনি নিজের প্রতিও সুহৃদ্বর্গের প্রতি সমা দৃষ্টি রাখেন, যিনি কাহারও কিছু হরণ করেন না, কোন জীব হিংসা করেন না এবং যাঁহার অন্তঃকরণ রাগাদিশূন্য ও পরিশুদ্ধ, তাঁহাকেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে॥

পু বি- ৩।৭।২০।

কলিকলুষ মলেন যস্য নাত্মা
বিমলমতের্মলিনী কৃতোঽস্তমোহে।
মনসি কৃতজনার্দ্দনং মনুষ্যং
সততমবৈহি হরেরতীবভক্তম্॥

যাঁহার নির্ম্মল অন্তঃকরণ কলি-কলুষ দ্বারা মলিন না হয়, যিনি মোহ শূন্য মনে সর্ব্বদা জনার্দ্দনকে ধারণ করেণ, তাঁহাকেই হরির পরম ভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে॥

বি-পু ৩।৭।২১।

কনকমপি রহস্যবেক্ষ্যবুদ্ধ্যা
তৃণমিব যঃ সমবৈতি বৈ পরস্বম্।
ভবতি চ ভগবত্যনন্যচেতাঃ
পুরুষবরং তমবৈহি বিষ্ণুভক্তম্॥

যিনি নিভৃত স্থানে অন্যের সুবর্ণ দেখিলেও তাহা তৃণতুল্য জ্ঞান করেন, যিনি অনন্যচিত্তে ভগবানের চিন্তা করেন, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে॥

ঐ ২২।

স্ফটিকগিরিশিলামলঃক বিষ্ণু-
র্মনসি নৃণাংক্ক চ মৎসরাদি দোষঃ।
ন হি তুহিনময়ূখরশ্মিপুঞ্জে
ভবতি হুতাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ॥

দেখ, স্ফটিকগিরির ন্যায় নির্ম্মল অর্থাৎ দোষপরিশূন্য বিষ্ণু ও মাৎসর্য্যাদি দোষবিশিষ্ট মনুষ্য, এ উভয়ের অনেক অন্তর। অনল-তেজের নিকট কি হিম-রশ্মি অবস্থান করিতে পারে? অর্থাৎ মাৎসর্য্যযুক্ত মনে কখনই হরি অবস্থান করেন না, সুতরাং মৎসরী ব্যক্তিকে বিষ্ণুভক্ত বলা যায় না॥ বি-পু ৩।৭।২৩।

বিমলমতিবিমৎসরঃপ্রশান্তঃ
শুচিচরিতোঽখিল সত্ত্বমিত্রভূতঃ।
প্রিয়হিতবচনোঽস্তমানমায়ো
বসতি সদা হৃদি তস্য বাসুদেবঃ॥

যিনি নিরন্তর নির্ম্মলচিত্ত, নির্ম্মৎসর, প্রশান্ত, বিশুদ্ধচরিত, শত্রু মিত্রে সমজ্ঞানসম্পন্ন, প্রিয়বাদী, হিতবাদী, অভিমানশূন্য, ও মায়াবিরহিত, তাঁহার অন্তকরণেই বাসুদেব বাস করেন। ঐ ২৪।

হরতি পরধনং নিহন্তি জন্তূন্
বদতি তথানৃতনিষ্ঠুরাণি যশ্চ।
অশুভ জনিতদুর্মদস্য পুংসঃ
কলুষমতের্হৃদি তস্য নাস্ত্যনন্তঃ॥

যে ব্যক্তি পরধন হরণ, প্রাণি হত্যা এবং মিথ্যা ও নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে, যাহার মন নির্ম্মল নহে, যাহার বুদ্ধি সর্ব্বদা পাপকার্য্যে আসক্ত থাকে, ঈদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে অনন্তদেব বাস করেন না॥

ঐ ২৮।

ন সহতি পরসম্পদং বিনিন্দাং
কলুষমতিঃ কুরুতে সতামসাধুঃ।
ন যজতি ন দদাতি যশ্চ সন্তং
মনসি ন তস্য জনার্দ্দনোঽধমস্য॥

যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদ সহ্য করিতে অসমর্থ ও সাধুদিগের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়, যাহার অন্তঃকরণ কলুষিত, যে অসাধু ব্যক্তি

যজ্ঞানুষ্ঠান ও সৎপাত্রে দান না করে, এরূপ অধম ব্যক্তির মনে জনার্দ্দন বাস করেন না ॥

বি-পু-৩।৭।২৯।

পরমসুহৃদি বান্ধবে কলত্রে
সুততনয়াপিতৃমাতৃভৃত্যবর্গে।
শঠমতিরুপযাতি যোহর্থতৃষ্ণাং
তমধম চেষ্টমবেহি নাস্য ভক্তম্ ॥

যে ব্যক্তি প্রিয় সুহৃদের নিমিত্ত, বন্ধুর নিমিত্ত, স্ত্রীর নিমিত্ত, পুত্র কন্যার নিমিত্ত, পিতামাতার নিমিত্ত বা ভৃত্যবর্গের নিমিত্ত শঠতা অবলম্বন করিয়া অন্যায়পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করে, সেই নীচ-চেষ্টান্বিত ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত নহে, বিবেচনা করিবে ॥ ঐ ৩০।

অশুভমতিরসৎ প্রবৃত্তিসক্তঃ
সততমনার্য্যকুশীলসঙ্গমত্তঃ।
অনুদিন কৃতপাপবন্ধযত্নঃ
পুরুষপশুর্নহি বাসুদেবভক্তঃ ॥

যে ব্যক্তি নিরন্তর অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, অসৎ প্রবৃত্তির অনুসরণ, অসৎ সংসর্গে বাস ও পাপরাশিতেই লিপ্ত হইবার যত্ন করে, সেই পুরুষ-পশু বাসুদেবভক্ত নহে ॥

ঐ ৩১।

বরং হুতবহজ্বালাং ভক্তো বাঞ্ছতি পঞ্জরং।
বরঞ্চ কণ্টকে বাসং বরঞ্চ বিষভক্ষণং ॥
হরিভক্তিবিহীনানাং ন সঙ্গং নাশকারণং।
স্বয়ং নষ্টো ভক্তিহীনো বুদ্ধিভেদং করোতি চ ॥

হরিভক্তগণ বরং অগ্নিজ্বালা সহ্য করিতে বাঞ্ছা করেন, বরং পিঞ্জর মধ্যে আবদ্ধ হইতে অগ্রসর হইয়া থাকেন, বরং কণ্টকাকীর্ণ স্থানে বাস করিতে সম্মত হন, বরং বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে অভিলাষ করেন, তথাপি ভ্রমেও কখন বিনাশমূলক হরিভক্তিবিহীন মানবগণের সংসর্গ করিতে বাসনা করেন না। ভক্তিবিহীন ব্যক্তিরা ভ্রমরূপ অন্ধতমসে নিপতিত হইয়া স্বয়ং বিনষ্ট হয় এবং ভক্তগণের বুদ্ধিভেদ করিয়া থাকে ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।১১১।১২-১৩।

অঙ্কুরো ভক্তিবৃক্ষস্য ভক্তসঙ্গেন বর্দ্ধতে।
পরং হরিকথালাপপীযূষসেচনেন চ ॥

ভক্তের সংসর্গ এবং হরিকথালাপরূপ সুধাবৃষ্টি ভিন্ন কখনও ভক্তিবৃক্ষের অঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না ॥ ঐ ১৪।

অভক্তালাপদীপাগ্নিজ্বালায়াঃ কথয়াপি চ।
অঙ্কুরং শুষ্কতাং যাতি পুনঃ সেকেন বর্দ্ধতে ॥

অভক্তের সহিত আলাপ প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাসদৃশ। সুতরাং সে উত্তাপে ভক্তিবৃক্ষের অঙ্কুর শুষ্ক হইয়া যায়। পুনরায় হরিকথারূপ সুধাবৃষ্টি বর্ষণ হইলে আবার ঐ অঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥

ঐ ১৫।

তস্মাদভক্তসঙ্গঞ্চ সাবধানং পরিত্যজ।
যথাদৃষ্ট্বা কালসর্পং নরো ভীতঃপলায়তে ॥

অতএব, যেমন মানবগণ কালসর্প দর্শনে ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করে, সেইরূপ ভক্তগণ সাবধানে অভক্তের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিবেন ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।১১১।১৬।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বেদাধ্যয়ন ও গায়ত্র্যুপাসনাদি বৈদিক কর্ম্মের ফল কথন।

(বেদাধ্যয়নের ফল)

দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥

ব্রহ্ম দুই প্রকার, শব্দব্রহ্ম ও পরম-ব্রহ্ম। এই দুই প্রকার ব্রহ্মই পরিজ্ঞাত হওয়া বিধেয়, যেহেতু শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, পশ্চাৎ পরমব্রহ্মে অধিগমন করিতে সমর্থ হওয়া যায় ॥

বি-পু ৬।৫।৬৪।

বেদাভ্যাসো হি বিপ্রাণাং পরমংতপ উচ্যতে।
ব্রহ্মযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ষড়ঙ্গসহিতস্তু সঃ ॥

বেদাভ্যাসই বিপ্রগণের পরম তপস্যা। ষড়ঙ্গ সহিত বেদাধ্যয়নই ব্রহ্মযজ্ঞ বলিয়া জানিবে ॥

দ-সং ২।৩১।

যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব শুভানাংচৈব কর্ম্মণাং।
বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিশ্রেয়সকরঃপরঃ ॥

যজ্ঞ, তপস্যা ও অন্যান্য শুভ কর্ম্ম সকলের মধ্যে বেদাধ্যয়নই দ্বিজাতিগণের পরম পদ প্রাপ্তির এক মাত্র কারণ ॥ যা-সং ১।৪০।

মধুনা পয়সা চৈব স দেবাংস্তর্পয়েৎ দ্বিজঃ।
পিতৃন্মধুঘৃতাভ্যাঞ্চ ঋচোঽধীতে চ যোঽন্বহম্ ॥

যে দ্বিজ প্রতিদিন ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করেন, তাঁহার মধু ও দুগ্ধ দ্বারা দেবতর্পণ এবং মধু ও ঘৃত দ্বারা পিতৃতর্পণ করা হয় ॥ যা-সং ১।৪১।

যজূংষি শক্তিতোঽধীতে যোঽন্বহং স ঘৃতামৃতৈঃ।
প্রীণাতি দেবানাজ্যেন মধুনা চ পিতৃংস্তথা ॥

যিনি প্রত্যহ শক্ত্যনুসারে যজুর্ব্বেদ অভ্যাস করেন, তিনি ঘৃত ও মধু দ্বারা পিতৃগণকে তৃপ্ত করেন ॥

ঐ ৪২।

স তু সোমঘৃতৈর্দেবাংস্তর্পয়েদ্ যোঽন্বহং পঠেৎ।
সামানি তৃপ্তিং কুর্য্যাচ্চ পিতৃণাং মধুসর্পিষা ॥

যিনি প্রত্যহ সামবেদ পাঠ

করেন, তিনি সোমরস ও ঘৃত দ্বারা দেবতাদিগকে এবং ঘৃত ও মধু দ্বারা পিতৃলোককে তৃপ্ত করেন॥

যা-সং ১।৪৩।

মেদসা তর্পযেদ্দেবানথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পঠন্।
পিতৃংশ্চ মধুসর্পির্ভ্যামন্বহং শক্তিতোদ্বিজঃ॥

দ্বিজ এইরূপে প্রত্যহ যথাশক্তি অথর্ব্ববেদ পাঠ করিলে, মাংসদ্বারা দেবতাদিগের এবং ঘৃত ও মধুদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করা হয়॥

ঐ ৪৪।

বাকোবাক্যং পুরাণঞ্চ নারাশংসীশ্চ গাথিকাঃ।
ইতিহাসাংস্তথা বিদ্যাঃ যোঽধীতে শক্তিতোঽন্বহং।
মাংসক্ষীরৌদনমধুতর্পণং স দিবৌকসাং।
করোতি তৃপ্তিঞ্চ তথা পিতৃণাং মধুসর্পিষা॥

যে দ্বিজ প্রত্যহ প্রশ্নোত্তররূপ বেদাংশ, ব্রাহ্মাদি পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, রুদ্র-দেবতার মন্ত্র, বেদের গাথা, মহাভারতাদি ইতিহাস ও বারুণী প্রভৃতি বিদ্যা যথাশক্তি অধ্যয়ন করেন, তাঁহার মাংস, ক্ষীর, অন্ন, মধু ও ঘৃত দ্বারা পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করা হয়॥ ঐ ৪৫।৪৬।

তে তৃপ্তাস্তর্পয়ন্ত্যেনং সর্ব্বকামফলৈঃ শুভৈঃ।
যং যং ক্রতুমধীতেঽসৌ তস্য তস্যাপ্নুয়াৎ ফলম্॥

তাঁহারাও সেই তৃপ্তিকারককে সকল প্রকার শুভ ও কাম্য ফল প্রদান দ্বারা তৃপ্ত করেন। যিনি যে যজ্ঞ-প্রতিপাদক বেদাংশ অধ্যয়ন করেন, তিনি সেই যজ্ঞেরই ফল প্রাপ্ত হন॥ যাসং ১।৪৭।

ত্রির্ব্বিত্তপূর্ণাপৃথিবীদানস্য ফলমশ্নুতে।
তপসশ্চ পরস্যেহ নিত্যং স্বাধ্যায়বান্ দ্বিজঃ॥

তিনবার রত্নপূর্ণা পৃথিবী দান করিলে যে ফল হয়, অথবা তপস্যা করিলে যে ফল হয়, নিত্য বেদাধ্যায়ী দ্বিজ সেই ফল প্রাপ্ত হন॥ ঐ ৪৮।

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়োমৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥

যেমন কাষ্ঠময় হস্তী ও চর্ম্মময় মৃগ অকর্ম্মণ্য বিধায় কেবল নাম মাত্র ধারণ করে, সেইরূপ বেদাধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণ কোন কার্য্যক্ষম নহেন, সুতরাং তিনিও উহাদিগের ন্যায় নাম মাত্র ধারণ করেন॥

ম-সং ২।১৫৭।

যথা ষণ্ঢোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ॥

যেমন নপুংসক ব্যক্তি স্ত্রীতে নিষ্ফল, যেমন স্ত্রীগো গোবিতে নিষ্ফলা এবং যেমন অজ্ঞ ব্যক্তিতে দান নিষ্ফল, সেইরূপ বেদাধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণ নিষ্ফল, অর্থাৎ কোন কার্য্যকারক হয়েন না॥ ঐ ১৫৮।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥

যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্যান্য অর্থশাস্ত্রাদিতে যত্ন করেন, তিনি জীবিত থাকিয়াই সবংশে শীঘ্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন ॥

ম-সং ২।১৬৮।

অটনেন মহারণ্যে সুপন্থা জায়তে শনৈঃ।
বেদাভ্যাসাত্তথাজ্ঞানং শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনং ॥

যেমন মহারণ্য মধ্যে চলিতে চলিতে ক্রমে পন্থা হয় ও যেমন পর্ব্বতকে ক্রমে ক্রমে লঙ্ঘন করা যায়, সেইরূপ বেদাভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে জ্ঞানোদয় হয় ॥

হি-উ।

অগ্নিমেব প্রযুঞ্জানো হ্যগ্নিমেব প্রতীয়তে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন স্বাধ্যায়ং সর্ব্বদাভ্যসেৎ ॥

আশ্রম ধর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি বেদ হইতেই জ্ঞান প্রাপ্ত হন, এই নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক নিত্য বেদাভ্যাস করিবেন ॥ দ-সং ২।৭০।

বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
তং হ্যস্যাহুঃ পরংধর্ম্মমুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে ॥

প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবসরে নিজের মঙ্গলের নিমিত্ত আলস্যশূন্য হইয়া বেদপাঠ করিবে, যে হেতু মন্বাদি ঋষিগণ ইহাকেই ব্রাহ্মণাদির শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং এতদ্ভিন্ন সমুদয় ধর্ম্মকে অপকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ম-সং ৪।১৪৭।

বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীং ॥

সর্ব্বদা বেদাভ্যাস, অন্তর্বাহ্য শৌচ, তপস্যা এবং প্রাণীগণের অহিংসা, এই সকল কার্য্য দ্বারা পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হয় ॥ ঐ ১৪৮।

পৌর্ব্বিকীং সংস্মরন্ জাতিং ব্রহ্মৈবাভ্যস্যতে পুনঃ।
ব্রহ্মাভ্যাসেন চাজস্রমনন্তং সুখমশ্নুতে ॥

পূর্ব্ব জন্মপরম্পরা স্মরণ থাকিলে মনুষ্য নিরন্তর বেদাভ্যাসে রত থাকেন, অনবরত বেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং তদ্দ্বারা অবিনশ্বর পরমানন্দ স্বরূপ মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ঐ ১৪৯।

ঋচো যজূংষি চান্যানি সামানি বিবিধানি চ।
এষ জ্ঞেয়স্ত্রিবৃদ্বেদো যো বেদৈনং স বেদবিৎ ॥

ঋক্ মন্ত্র, যজুর্মন্ত্র ও বৃহদ্রথাদি বিবিধ প্রকার সামমন্ত্র, এই তিন বেদের পরস্পরের মন্ত্রাত্মক ও মন্ত্রেতর যে বেদভাগ তাহাকে ত্রিবৃদ্বেদ বলিয়া জানিবে, ইহা যে ব্যক্তি জানে তাহাকেই বেদবিৎ বলা যায় ॥

ম-সং ১১।২৬৫।

আত্মংযত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম ত্রয়ী যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা।
সগুহ্যোঽন্যস্ত্রিবৃদ্বেদো যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥

অকার, উকার ও মকার, এই যে তিন অক্ষর তিন বেদাত্মক প্রণবের রূপ, ইহা অতি গুহ্য, ইহাকে ত্রিবৃদ্বেদ বলা যায়; ইহার স্বরূপ ও অর্থ যে ব্যক্তি জানে, তাহাকেও বেদজ্ঞ বলা যায়॥ ম-সং ১১।২৬৬।

তৈলধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।
অবাচ্যং প্রণবস্যাগ্রং যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥

বেদার্থ জ্ঞানব্যতিরেকে বেদপাঠ মাত্রেই বেদজ্ঞ হয় না, কিন্তু বেদার্থ ও বেদতাৎপর্য্যগোচর যে ব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ তৈল ধারার ন্যায় ও দীর্ঘ ঘণ্টার নিনাদের ন্যায় বিচ্ছেদরহিত, ও অবাচ্য অর্থাৎ বাক্য ও মনের অগোচর এবং প্রণবদ্বারা লক্ষ্য যে ব্রহ্ম তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ হয়েন॥ উ-গী ১।২৩।

ন বেদং বেদমিত্যাহুর্ব্বেদো ব্রহ্ম সনাতনং।
ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ॥

বেদকে বেদ বলা যায় না, কিন্তু নিত্য যে ব্রহ্ম তিনিই বেদ। যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যায় রত, তিনিই ব্রাহ্মণ ও বেদপারগ॥ জ্ঞা-সং-ত-৫০।

(ওঙ্কারোপাসনার ফল)

ওঁকারাদক্ষরাৎ সর্ব্বাস্তেতা বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ।
মন্ত্রপূজা তপোধ্যানং কর্ম্মাকর্ম্ম তথৈব চ॥

"ওঁ" এই অক্ষর হইতে চতুর্দ্দশ বিদ্যা, মন্ত্র, পূজা, তপস্যা, ধ্যান, কর্ম্ম, অকর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত উদ্ভব হইয়াছে॥ জ্ঞা-সং-ত-৪।

সর্ব্বং জাতং জায়মানং তদোঙ্কারে প্রতিষ্ঠিতং।
বিশ্বং ভূতঞ্চ ভুবনং বিচিত্রং বহুধা তথা॥

কি জাত, কি জায়মান সমস্ত পদার্থই ওঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত। এই বিশ্ব, পঞ্চভূত, ও বিচিত্র ভুবন প্রভৃতি সকলই এই ওঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত॥ শি-গী ১৫।২২।

প্রবিলীনা তদোঙ্কারে পরংব্রহ্ম সনাতনং
তস্মাদোঙ্কারজাপী যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥

সনাতন পরমব্রহ্ম ওঙ্কারেই বিলীন রহিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি এই ওঙ্কার জপ করে, সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিতে পারে, ইহাতে কোন সংশয় নাই॥ ঐ ২৪।

অঘোষমব্যঞ্জনমস্বরঞ্চ
অকণ্ঠতাল্বোষ্ঠ মনাসিকঞ্চ।
অরেফজাত মুভয়োষ্ঠবর্জ্জিতং
যদক্ষরং ন ক্ষরতে কদাচিৎ॥

এই যে একাক্ষর ওঙ্কার বর্ণ ইহা অঘোষবান্, অর্থাৎ ইহা ঘোষ বর্ণ নহে(১), কোন ব্যঞ্জনবর্ণ বা স্বর-

(১) বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ, ষ, স, এই কয়েকটী বর্ণকে অঘোষ বর্ণ বলা যায়; এতদ্ভিন্ন বর্গের সমুদায় বর্ণ অর্থাৎ গ, ঘ, ঙ; জ, ঝ, ঞ; ড, ঢ, ণ; দ, ধ, ন; ব, ভ, ম; য, র, ল এবং হ এই সকল বর্ণকে ঘোষ বর্ণ বলা যায়।

বর্ণও নহে এবং কণ্ঠ্য তালব্য, ওষ্ঠ্য, অনুনাসিক বা মূর্দ্ধন্য বর্ণও নহে। ইহাকে দন্ত্য বর্ণও বলা যায় না; ফলতঃ ইহা কোনরূপ বর্ণ শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। এই বর্ণ নিত্য, কদাচিৎ ইহার ক্ষয় হয় না, অতএব "ওম" এই একাক্ষর মন্ত্র সকল সময়ে জপ করিতে পারাযায়, ইহাতে কালাকাল বিবেচনা নাই ॥অ-উ২৪।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরম্ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরংজ্ঞাত্বা যোযদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥

"ওম" এই অক্ষরই পরং ব্রহ্মের বাচক, অতএব এই ওঙ্কারই অসার সংসারের সারভূত পরংব্রহ্ম স্বরূপ। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা কায়-মনোবাক্যে এই ওঙ্কারের ধ্যান করেন, তিনি যখন যাহা অভিলাষ করেন তৎক্ষণাৎ তাহা লাভ করিতে পারেন ॥ ক-উ ২।১৬।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি বিষয়ে যে সকল উপায় আছে, তন্মধ্যে ওঙ্কারের অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ। এই ওঙ্কার যেমন ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের প্রধান কারণ, তেমন ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় আর নাই। এই ওঙ্কারাবলম্বন উপায় দ্বারাই সকলে নিত্যানন্দ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। ওঙ্কার মন্ত্র উচ্চারণ ও ওঙ্কারতত্ত্ব ধ্যান করিলেই ব্রহ্মধ্যান করা হয় এবং সেই ধ্যান দ্বারাই পরম পদ লাভ হয় ॥ ক-উ ২।১৭।

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥

যাহারা স্ব-দেহকে অরণি (অগ্নি উৎপাদক কাষ্ঠ) ও প্রণবকে উত্তরারণি (ঘর্ষণকাষ্ঠ) স্বরূপ করিয়া ব্রহ্মধ্যানরূপ ঘর্ষণ করেন, তাঁহারা জ্ঞাননেত্রে নিগূঢ় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন ॥ শ্বে-উ ১।১৪।

বীজাক্ষরাৎ পরং বিন্দুঃ নাদংবিন্দোঃপরেস্থিতম্।
সুশব্দঞ্চাক্ষরে ক্ষীণে নিঃশব্দং পরমং পদম্ ॥

বীজাক্ষর অর্থাৎ অকার, উকার ও মকার এই অক্ষরত্রয়ের পরে বিন্দু এবং বিন্দুর পরে নাদ অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অক্ষরবিশেষ, এই অক্ষরসমষ্টিই প্রণব, এই প্রণব স্বয়ং ব্রহ্মরূপ ও নির্গুণ (১)। উহার অকারাদি স্পষ্টাক্ষর হইতে ব্যক্ত

(১) অ, উ, ম, এই তিন অক্ষরে একটী ওঙ্কার প্রণব হয়। অকারের অর্থ বিষ্ণু অর্থাৎ পালনকর্ত্তা, উকারের অর্থ মহেশ্বর অর্থাৎ সংহারকর্ত্তা এবং মকারের অর্থ ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা। অতএব অ, উ, ম, এই অক্ষরত্রয় হইতে যে ওঙ্কার প্রণব হয়, তদ্দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-

ব্রহ্মাদি দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ সকল অক্ষর ক্ষীণ হইলেই পরম ব্রহ্ম আবির্ভূত হয়েন ॥ ধ্যা-উ ৪।

অনাহতস্য যচ্ছব্দংতস্য শব্দস্য যৎপরম্।
তৎপরংচিন্তয়েদ যস্ত স যোগী ছিন্নসংশয়ঃ ॥

সেই শব্দব্রহ্মরূপী প্রণবের কারণ শক্তি এবং সেই শক্তির কারণস্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম। যিনি সেই পরম ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন, তিনিই পরম যোগী এবং তাঁহার কোন বিষয়ে সংশয় থাকে না, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন ॥ ধ্যা-উ ৫।

পালনকর্ত্তা সগুণব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর বুঝায়। যথা,—"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্ত মহেশ্বরঃ। মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়ো মতাঃ"। দ্বাদশ কলাত্মক সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু; তদধিষ্ঠিত অক্ষর "অকার," এই নিমিত্ত অকারকে বিষ্ণুরূপে প্রণবাক্ষর কহে। ষোড়শ কলাত্মক চন্দ্রমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা শিব, তদধিষ্ঠিত অক্ষর "উকার," এহেতু উকারকে শিবরূপে প্রণবাক্ষর বলা যায়। দশ কলাত্মক মহাগ্নিমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, তদধিষ্ঠিত অক্ষর "মকার," এই কারণে মকারকে ব্রহ্মারূপে প্রণবাক্ষর কহে। এই অক্ষরত্রয়ের সংযোগকারিণী বিদ্যা, সেই বিদ্যাকে নাদবিন্দুরূপে ভগবতী উমা কহে, একারণ দ্বিবিন্দুযুক্ত প্রণব হয়েন। সাক্ষাৎ ব্রহ্ম সগুণাবতার, তদবলম্বন ব্যতীত উপাসনা হয় না, তিনি চৈতন্যস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মেরই রূপ। এতদ্ভিন্ন নির্গুণ পরব্রহ্মের ভাবনা নাই, তিনি শব্দাদি উপলক্ষণের অযোগ্য এবং সর্ব্বধর্ম্মবর্জ্জিত বিধায় কখন কাহারও ইন্দ্রিয়গোচর হয়েন না. কেবল মনোমাত্রের গোচরীভূত হয়েন, সুতরাং তৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, প্রভৃতির যে উপাসনা তাহা সেই পরব্রহ্মেরই উপাসনা হয়। কারণ, শাস্ত্রান্তর প্রমাণে জানা যায় যে, ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণাদিপ্রতিমাতে ব্রহ্মভাব কল্পনা করিয়া ওঙ্কারদ্বারা ধ্যান করিলেও ব্রহ্ম প্রসন্ন হয়েন. যেহেতু পর ও অপর, অর্থাৎ নির্গুণ ও সগুণ এই উভয়বিধ ব্রহ্মই ওঙ্কারাত্মক। বিদ্বান্ ব্যক্তি আত্মপ্রাপ্তির সাধনীভূত ওঙ্কার ধ্যানদ্বারাই পর কিম্বা অপর ব্রহ্ম লাভ করেন। অতএব ওঙ্কারই ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রধান অবলম্বন। ওঙ্কারোপাসনা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলেই স্বয়ং ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন. (ক্ষুরিকোপনিষৎ ও প্রশ্নোপনিষৎ) "ওম" এই অক্ষরই সর্ব্বমন্ত্রব্রাহ্মণাদির দেবতা এবং "ওম" এই অক্ষরকে সর্ব্বমন্ত্র ও ধ্যানের আদিতে প্রয়োগ করিতে হইবে, কারণ এই "ওমই" প্রথমপ্রযুক্ত ধ্যানমন্ত্র ও ধ্যানার্হ। ইহা চতুষ্পাদবিশিষ্ট, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও গণদেবতা চতুর্ব্বিধ এবং ইহার বেদও চতুঃসংখ্যক, অর্থাৎ ঋক, যজুঃ. সাম ও অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয় ওঙ্কার হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে। যথা "ওমিত্যেতদক্ষরমাদৌ প্রযুক্তংধ্যানংধ্যায়িতব্যম্"। "ওমিত্যেতদক্ষমাদৌ প্রযুক্তং ধ্যানং ধ্যায়িতব্যম্। ওমিত্যেতদক্ষরস্য পাদাশ্চত্বারো দেবাশ্চত্বারো বেদাশ্চত্বারঃ" (অথর্ব্বশিখোপনিষৎ)। যেহেতু এই ওঙ্কার উচ্চারণ করিবামাত্র প্রাণাদি পঞ্চবায়ু ঊর্দ্ধে সংক্রামিত হয়. এই কারণে ইহাকে "ওঙ্কার" বলে। আর যেহেতু এই ওঙ্কার উচ্চারণমাত্র ঋগাদি বেদচতুষ্টয় প্রণত হয় এবং যে সকল ব্রাহ্মণ বেদ অভ্যাস করেন, ওঙ্কার উচ্চারণে তাঁহাদিগের সেই অধীত বেদচতুষ্টয় আয়ত্ত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ইহাকে "প্রণব" বলা যায়। যথা,—"যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব প্রাণানূর্দ্ধমুৎক্রাময়তি তস্মাদুচ্যতে ওঙ্কারঃ"। "যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব ঋগযজুঃ সামাথর্ব্বাঙ্গিরসং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রণাময়তি নময়তি চ তস্মাদুচ্যতে প্রণবঃ"। অথর্ব্বশির উপনিষৎ।

ওঙ্কারং রথমারুহ্য বিষ্ণুং কৃত্বা তু সারথিম্ ।
ব্রহ্মলোকপদান্বেষী রুদ্রারাধনতৎপরঃ ॥

যাঁহারা ব্রহ্মলোকের প্রকৃত পথ অন্বেষণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ওঙ্কাররূপ রথে আরোহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুকে সারথি করিয়া রুদ্রদেবের আরাধনায় তৎপর থাকিবেন, অর্থাৎ ওঙ্কারই ব্রহ্মলোক গমনের প্রধান উপায়, সেই ওঙ্কার আশ্রয় করিলেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়(১) ॥ অ উ ২ ।

তাবদ্রথেন গন্তব্যং যাবদ্রথ-পথি স্থিতঃ ।
স্থিত্বা রথপথস্থানং রথমুৎসৃজ্য গচ্ছতি ॥

যেমন যাবৎ রথ গন্তব্যস্থানে গমন করিতে পারে তাবৎরথ দ্বারাই পথিমধ্যে গমন করিতে হয়, পরন্তু যখন সেই রথ গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় গতি নিবৃত্তি করে, তখন যেমন রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, সেইরূপ যাবৎ ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব না হয়, তাবৎ ওঙ্কারের উপাসনা করিবে

(১) এস্থলে ব্রহ্মলোক শব্দে কেবল যে ব্রহ্মার ধাম (সত্যলোক) বুঝায়, এমন নহে,—ইহাতে অদ্বৈত ধাম, অর্থাৎ বিষ্ণুর পরমপদও বুঝায়। বস্তুতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তি ও তিন নাম একমাত্র সগুণ ব্রহ্মেরই মূর্ত্ত্যন্তর ও রূপান্তর মাত্র। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে ভগবান্ শিব কহিয়াছিলেন,—রজোভাবে ব্রহ্মা, সত্ত্বভাবে বিষ্ণু ও ক্রোধভাবে রুদ্র স্থিত আছেন। এই তিন দেবতা ও তিনগুণ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব, এই তিন দেবতা একমূর্ত্তি। ইহাতে যাহার মনে নানা ভাব উপস্থিত হয়, তাহার মোক্ষলাভ হয় না। * * * এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ এক ব্রহ্ম হইতেই হয়, যাহার মনে নানা ভাবের উদয় হয়, তাহার মোক্ষলাভ হয় না। যথা,—"রজোভাবস্থিতোব্রহ্মা সত্ত্বভাবস্থিতোহরিঃ। ক্রোধভাবস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়োদেবাস্ত্রয়োগুণাঃ ॥ একমূর্ত্তিস্ত্রয়োদেবাঃ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। নানাভাবং মনো যস্য তস্য মুক্তির্নজায়তে ॥ * * * একং তুর্য্যং পরং ব্রহ্ম জগৎসর্ব্বচরাচরং। নানাভাবং মনো যস্য তস্য মুক্তির্নজায়তে"। (৮০, ৮১ ও ৮৪ শ্লোক)। অপিচ, কাশীখণ্ডের পূর্ব্ব ভাগে ২৭ অধ্যায়ে ১৮১ শ্লোকে লিখিত আছে যে, যাহারা বিষ্ণু ও রুদ্রের এবং শ্রী ও গৌরীর প্রভেদজ্ঞান করে, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত ও মূর্খ, তাহাদিগের বাক্য সর্ব্বদা শাস্ত্রবিগর্হিত। যথা,—"বিষ্ণুরুদ্রান্তরং জ্ঞানাদ্যঃ শ্রীগৌর্য্যন্তরং তথা। তদ্ভ্রান্তিকস্য মূর্খস্য বাক্যং শাস্ত্রবিগর্হিতম্"। অপরঞ্চ, শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ বিষ্ণু প্রজাপতি প্রধান দক্ষকে তদীয় যজ্ঞস্থলে কহিয়াছিলেন,—"এই যে আমাকে জগতের আদি কারণ, আত্মা, ঈশ্বর, সাক্ষী এবং ভেদভ্রমশূন্য বলিয়া দর্শন করিতেছ, আমিই ব্রহ্মা এবং আমিই হর। দ্বিজ। আমিই আপন গুণময়ী মায়াকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বকে সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করতঃ কার্য্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছি। আমি একমাত্র, অদ্বিতীয়, পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্ম। অজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মা, রুদ্র ও ভূতদিগকে আমা হইতে ভিন্ন বলিয়া দর্শন করে। যেরূপ মনুষ্য মস্তক ও হস্ত প্রভৃতি নিজ অঙ্গ সকলকে কখন পরকীয় বলিয়া বোধ করে না, সেইরূপ আমার একান্ত অনুগত ব্যক্তি ভূতমাত্রকেই ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করেন না। ব্রহ্মা, ভব ও আমি, আমরা তিনই এক এবং সর্ব্বভূতের আত্মা। যিনি আমাদিগের মধ্যে ভেদ দর্শন না করেন, ব্রহ্মন্! তিনিই শান্তি লাভ করিতে পারেন"।

এবং যখন ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইবে, তখন আর কোনরূপ উপাসনার আবশ্যক নাই ॥ অ-উ ৩।

মাত্রা লিঙ্গপদং ত্যক্ত্বা শব্দব্যঞ্জনবর্জিতা।
অস্বরেণ মকারেণ পদং সূক্ষ্মঞ্চ গচ্ছতি ॥

ওঙ্কারেতে যে অকারাদি মাত্রা আছে, সেই সকল মাত্রার স্থান পরিত্যাগ করিলে স্বররহিত মকারস্বরূপ অতি সূক্ষ্ম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ঐ ৪।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥

প্রণব ধনুঃ স্বরূপ, আত্মা তাহার শর এবং ব্রহ্ম সেই শরের লক্ষ্য। যিনি অপ্রমত্তভাবে সেই লক্ষ্য বেধ করিতে পারেন, তাঁহার সেই শর লক্ষ্যেতে বিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রণবের ধ্যান করিয়া আত্মাকে ব্রহ্মে প্রবেশিত করিতে পারিলে আত্মা তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আত্মা ব্রহ্মময় হয় ॥

ধ্যা-উ ১৯।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন যে,—ব্রহ্মবাচক "ও" এই একাক্ষর উচ্চারণ করিয়া আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যে ব্যক্তি দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন ॥

ভ-গী ৮।১৩।

ধ্যায়ন্ যদি ত্যজেৎ প্রাণান্ যাতি ব্রহ্মসসন্নিধিং।
হরিং সংস্থাপ্য দেহান্তে ধ্যায়ন্ যোগী চ মুক্তিভাক্ ॥

যদি ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে কোন ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারেন। আর যোগী ব্যক্তি দেহাভ্যন্তরস্থ পদ্মমধ্যে হরিকে সংস্থাপন করিয়া ধ্যান করিলে মুক্তিভাগী হইতে পারেন ॥ গ-পু ১।২২৭।৪১।

বিপ্রস্যানুপনীতস্য বিধিরেবমুদাহৃতঃ।
নাভিব্যাহারয়েদ্ ব্রহ্ম স্বধানি নয়নাদৃতে ॥

যাবৎ উপনয়ন সংস্কার না হয়, তাবৎ ওঙ্কার ও স্বধা প্রভৃতি বেদ-বাক্য উচ্চারণ করিবে না, অনুপনীত ব্রাহ্মণের পক্ষে এইরূপ বিধিই নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ শি-গী ১৬।১১।

স শূদ্রেণ সমস্তাবদ যাবদ্ বেদান্ন জায়তে।
নামসংকীর্ত্তনে ধ্যানে সর্ব্ব এবাধিকারিণঃ ॥

যাবৎ উপনয়ন সংস্কার না হয়, তাবৎ সেই ব্যক্তি শূদ্রসম বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের নাম সংকীর্ত্তনে এবং ধ্যানে সকলেই অধিকারী হইতে পারে ॥ ঐ ১২।

সংসারান্মুচ্যতে জন্তুঃ শিবতাদাত্ম্যভাবনাৎ।
তথা দানং তপো বেদাধ্যয়নং চান্যকর্ম্ম বা॥
সহস্রাংশং তু নার্হন্তি সর্ব্বদা ধ্যানকর্ম্মণঃ।
জাতিমাশ্রমমঙ্গানি দেশং কালমথাপি বা॥
আসনাদীনি কর্ম্মাণি ধ্যানং নাপেক্ষতে ক্বচিৎ॥

শিবতাদাত্ম্যভাবনা দ্বারা জীব সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। কি দান, কি তপস্যা, কি বেদাধ্যয়ন, কি অন্য কোন কর্ম্ম কিছুই ধ্যানের সহস্রাংশের সমান নহে। ধ্যান করিতে হইলে কি জাতি, কি আশ্রম, কি অঙ্গ, কি দেশ, কি কাল, কি আসনাদি কর্ম্ম কিছুই অপেক্ষা করে না॥ শি-গী ১৬।১৩-১৫।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

ধ্যান করিতে কোনরূপ ক্রমনাশ বা প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই। কারণ অল্পমাত্র ধর্ম্মও মহৎভয় হইতে পরিত্রাণ করে॥ ঐ ১৭।

ব্রহ্মধ্যানং পরং তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দমস্তীর্থন্তু পরমং ভাবশুদ্ধিঃ সরস্তথা॥
জ্ঞানহ্রদে ধ্যানজলে রাগদ্বেষমলাপহে।
যঃ স্নাতি মানসে তীর্থে স যাতি পরমাংগতিং॥

এই ভূমণ্ডলে যত প্রকার তীর্থ আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে ব্রহ্মধ্যান ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহই মহাতীর্থ। পার্থিব তীর্থ অপেক্ষা ব্রহ্মধ্যানরূপ মহাতীর্থে মনুষ্যের আশাতিরিক্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। ভাবশুদ্ধি ঐ তীর্থের সরোবর, জ্ঞান তাহার হ্রদ, উক্ত হ্রদের রাগদ্বেষাদিরূপ মলবিহীন ধ্যানস্বরূপ জলে যিনি স্নান করিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ পরমাগতি লাভ করেন॥ গ-পু ১।৮১।২৩-২৪।

ইদং তীর্থমিদং নেতি যে নরা ভেদদর্শিনঃ।
তেষাং বিধীয়তে তীর্থগমনং তৎফলঞ্চ যৎ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যোঽবৈতি নাতীর্থং তস্য কিঞ্চন॥

যাহারা এইটী তীর্থ এইটী তীর্থ নহে, এইরূপ ভেদজ্ঞান করে, তাহাদিগের পক্ষে তীর্থগমন ও সেই সেই তীর্থের ফলভোগাকাঙ্ক্ষা বিধেয়, কিন্তু যাহারা সকলকেই ব্রহ্মময় তীর্থ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদিগের পক্ষে কোন প্রকার তীর্থের প্রয়োজন নাই॥ ঐ ২৫।

(ওঁ তৎসৎ এই মন্ত্রোপাসনার ফল কথন)

ওঁ তৎসদিতি মন্ত্রেণ যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ।
গৃহস্থো বাপ্যুদাসীনস্তস্যাভীষ্টায় তদ্ভবেৎ॥

"ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্রদ্বারা যিনি যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি গৃহস্থই হউন্ বা উদাসীন হউন, তাহাতেই তাঁহার অভিষ্ট ফল লাভ হইবে॥ ম-নি-ত ১৪।১৫৪।

জপো হোমঃ প্রতিষ্ঠা চ সংস্কারাদ্যখিলাঃ ক্রিয়াঃ।
ওঁ তৎসন্মন্ত্রনিষ্পন্নাঃ সম্পূর্ণাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ॥

জপ, হোম, প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া ওঁ তৎসৎ

মন্ত্রদ্বারা নিষ্পন্ন হইলেই সম্পূর্ণ হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥

ম-নি-ত ১৪।১৫৫।

কিমন্যৈর্ব্বহুভির্ম্মন্ত্রৈঃ কিমন্যৈর্ভূরিসাধনৈঃ।
ব্রাহ্মোণানেন মন্ত্রেণ সর্ব্ব কর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥

অন্যান্য বহু মন্ত্রের কি আবশ্যক এবং ভূরি সাধনেই বা কি প্রয়োজন। ওঁ তৎসৎ এই ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা সকল কর্ম্মই সাধন করিবে ॥ ঐ ১৫৬।

সুখসাধ্যমবাহুল্যং সম্পূর্ণফলদায়কং।
নাস্ত্যেতস্মান্মহামন্ত্রাদুপায়ান্তরমম্বিকে ॥

এই মন্ত্রটী অতি সুখসাধ্য এবং ইহাতে কোন বাহুল্য নাই, অথচ ইহা সম্পূর্ণ ফলদায়ক। অতএব হে অম্বিকে! এই মহামন্ত্র ব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই ॥ ঐ ১৫৭।

নিগমাগমতন্ত্রাণাং সারাৎসারং ভবেৎ মনুঃ।
ওঁ তৎসদিতি দেবেশি তবাগ্রে সত্যমীরিতং ॥

হে দেবি! আমি তোমার সম্মুখে সত্য করিয়া বলিতেছি যে, নিগম আগম ও তন্ত্র সমূহের মধ্যে ওঁ তৎসৎ এই মন্ত্রই সারাৎসার ॥

ঐ ১৫৯।

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং ভিত্ত্বা তালু শিরঃ শিখাঃ।
প্রাদুর্ভূতোহয়মোঁতৎসৎ সর্ব্বমন্ত্রোত্তমোত্তম ॥

ওঁ তৎসৎ এই মহামন্ত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বরের তালু, মস্তক ও ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, অতএব ইহা সর্ব্বমন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠতম মন্ত্র ॥ ঐ ১৬০।

চতুর্ব্বিধানামন্নানামন্যেষামপি বস্তুনাং ॥
মন্ত্রান্যৈঃ শোধনেনালং সাঙ্কেতেনেন শোধিতং ॥

যদি ঐ মন্ত্রদ্বারা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন কিম্বা অন্য বস্তু শোধন করা হয়, তাহা হইলে অন্য কোন বৈদিক বা তান্ত্রিক মন্ত্রদ্বারা শোধন করিবার প্রয়োজন থাকে না ॥

ম-নি-ত ১৪।১৬১।

জপাদস্য ভবেৎ সিদ্ধো মুক্তঃ সার্থবিচিন্তনাৎ।
সাক্ষাদ্ব্রহ্মময়ো দেহী সার্থমেনং জপন্ মনুম্ ॥

মনুষ্য এই মন্ত্র জপ করিলে সিদ্ধ হয়, ইহার অর্থ (১) চিন্তা করিলে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় এবং যে ব্যক্তি অর্থ চিন্তাপূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করেন, তিনি দেহবিশিষ্ট হইয়াও সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন ॥ ঐ ১৬৩।

(গায়ত্র্যুপাসনার ফল কথন)

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ ॥

প্রজাপতি (ব্রহ্মা) সাম, ঋক ও যজুঃ, এই বেদত্রয় হইতে ওঙ্কার প্রণবের অবয়বীভূত অকার (বিষ্ণু), উকার (শিব) ও মকার (ব্রহ্মা), এই অক্ষরত্রয় এবং ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, এই ব্যাহৃতি (শব্দ) ত্রয় উদ্ধৃত করিয়াছেন ॥ ম-সং ২।৭৬।

---

(১) "ওঁতৎসৎ" মন্ত্রের অর্থ এই যে,—"যাঁহাতে সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, সেই পরম ব্রহ্মই নিত্য"॥

ত্রিভ্য এব চ বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ।
তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ।

পরমেষ্ঠী প্রজাপতি (ব্রহ্মা) উক্ত বেদত্রয় হইতে এক এক পাদ করিয়া তদিত্যাদি গায়ত্রীর তিনপাদ উদ্ধার করিয়াছেন ॥ ম-সং ২।৭৭।

ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব গায়ত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং ॥

ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অব্যয় ফলের কারণ স্বরূপ ওঙ্কার প্রণব, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিনটী মহাব্যাহৃতি ও ত্রিপদা গায়ত্রীই বেদের মুখ অর্থাৎ আদি বলিয়া জানিবে ॥ ঐ ৮১।

সবিতা দেবতা যস্যা মুখমগ্নিস্ত্রিপাদস্থিতা।
বিশ্বামিত্রঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী সা বিশিষ্যতে ॥

সবিতা (জগৎ প্রসবকর্ত্তা) যাঁহার দেবতা, অগ্নি যাঁহার মুখ, যিনি ত্রিপাদে অবস্থিতা, বিশ্বামিত্র যাঁহার ঋষি (প্রথম জ্ঞাতা) এবং যাঁহার ছন্দঃ গায়ত্রী, সেই গায়ত্রীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানা ॥

দ-সং ২।৫১।

আদৌ তৎ সবিতুঃ পশ্চাদ্বরেণ্যং পদমুচ্চরেৎ।
ভর্গঃ পদান্তে দেবস্য ধীমহীতি পদং বদেৎ ॥

প্রথমে তৎসবিতুঃ এই পদ উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ বরেণ্যং এই পদ উচ্চারণ করিবে, তদনন্তর ভর্গঃ এই পদের অন্তে দেবস্য ধীমহি এই পদ পাঠ করিবে ॥

ম-নি-ত-৯।২১৩।

ততস্তু পরমেশানি ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ।
পুনঃ প্রণবমুচ্চার্য্য সাবিত্র্যর্থং গুরুর্বদেৎ ॥

তৎপরে ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ, এই পদ উচ্চারণ করিয়া প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক গুরু শিষ্যকে গায়ত্রীর অর্থ বুঝাইয়া দিবেন ॥ ঐ ২১৪।

ত্র্যক্ষরাত্মকতারেণ পরেশঃ প্রতিপাদ্যতে।
পাতা হর্ত্তা চ সংস্রষ্টা যো দেবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥

তিন অক্ষরাত্মক ওঙ্কার প্রণব দ্বারা, যে দেব প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা, সেই পরমেশ্বর প্রতিপাদিত হয়েন ॥ ঐ ২১৫।

অসৌ দেবস্ত্রিলোকাত্মা ত্রিগুণঃ ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
অতো বিশ্বময়ং ব্রহ্মবাচ্যং ব্যাহৃতিভিস্ত্রিভিঃ ॥

সেই দেব ত্রিলোকের আত্মা, তিনি গুণত্রয় ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। অতএব ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয় দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডময় ব্রহ্ম অভিহিত হয়েন ॥ ঐ ২১৬।

তারব্যাহৃতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যা জ্ঞেয় এব সঃ।
জগদ্রূপস্য সবিতুঃ সংস্রষ্টু দীব্যতো বিভোঃ ॥
অন্তর্গতং মহদ্বর্চো বরনীয়ং যতাত্মভিঃ।
ধ্যায়েম তৎপরং সত্যং সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্ ॥

যিনি প্রণব দ্বারা প্রতিপাদ্য, যিনি ব্যাহৃতিত্রয়ের বাচ্য, সাবিত্রী দ্বারা তিনিই জ্ঞেয় হইতেছেন। যিনি

জগতের সবিতা, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি দীপ্ত্যাদি ক্রিয়াশ্রয় বিভু, তাঁহার অন্তর্গত যোগিদিগের বরণীয় মহা-জ্যোতিঃ ধ্যান করি। সেই ব্রহ্মই পরম সত্য, তিনিই সর্ব্বব্যাপী ও সনাতন॥ ম-নি-ত ৯।২১৭-২১৮।

যো ভর্গঃ সর্ব্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি নঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিযোজয়েৎ।

যিনি সেই মহাজ্যোতি, সর্ব্বসাক্ষী ও ঈশ্বর, তিনি আমাদিগের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে বিনিযোজিত করুন॥ ঐ ২১৯।

একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামাঃ পরন্তপঃ।
সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে॥

একাক্ষর ওঙ্কার প্রণবই পরমব্রহ্ম স্বরূপ, প্রাণায়ামত্রয় এবং প্রণব ও ব্যাহৃতিযুক্ত ত্রিপদা গায়ত্রী জপই পরম তপস্যা। গায়ত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মন্ত্র নাই এবং মৌনাবলম্বন অপেক্ষা সত্য বাক্যই শ্রেষ্ঠ॥ ম-সং ২।৮৩।

সাবিত্রীমাত্রসারোহপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিতস্ত্রিবেদোহপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী॥

দ্বিজাতিগণ শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া যদি কেবল মাত্র গায়ত্রীর উপাসনা করেন, তথাপি তাঁহারা বিধিনিষেধের অবশীভূত, অভক্ষ্যভোজী ও নিষিদ্ধবিক্রেতা ত্রিবেদজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হয়েন॥ ম-সং ২।১১৮।

এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাং।
সন্ধ্যয়োর্ব্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যার সময়ে ঐ ওঙ্কার প্রণব ও ভূরাদি তিন ব্যাহৃতি পূর্ব্বিকা ত্রিপদা গায়ত্রী জপ করেন, সেই ত্রিবেদজ্ঞ ব্যক্তি বেদত্রয় অধ্যয়নের পুণ্যে যুক্ত হয়েন॥ ঐ ৭৮।

সব্যাহৃতিকাং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
যে জপন্তি সদা তেষাং ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আদ্যন্ত প্রণব সংযুক্তা ও ব্যাহৃতি পূর্ব্বিকা ত্রিপদা গায়ত্রী জপ করে, তাহার কখন কোনও ভয় থাকে না॥ শ-সং ১১।১।

দশজপ্তা তু সা দেবী দিনপাপপ্রণাশিনী।
শতং জপ্তা তথা সা তু সর্ব্বকল্মষনাশিনী॥

গায়ত্রী দেবীকে দশ বার জপ করিলে তিনি দিনের পাপ ক্ষয় করেন এবং শতবার জপ করিলে তিনি সর্ব্বপাপ ধ্বংশ করেন॥ ঐ ২।

সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেকত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোহপ্যেনসো মাসাত্ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে॥

যে দ্বিজ উক্ত প্রণব ও ব্যাহৃতি সংযুক্তা ত্রিপদা গায়ত্রী কোন নির্জ্জন প্রদেশে সহস্রবার জপ করেন, তিনি কঞ্চুক নির্ম্মুক্ত সর্পের

ন্যায় এক মাসের মধ্যে মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়েন ॥ বি-সং ৫৫।৭।

যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
সব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূত খমূর্ত্তিমান্।

যিনি প্রত্যহ আলস্য পরিত্যাগ করিয়া তিন বৎসর কাল ঐ প্রণব ও ব্যাহৃতিযুক্তা ত্রিপদা গায়ত্রী জপ করেন, তিনি বায়ুর ন্যায় কামচারী হইয়া পরম ব্রহ্মাভিমুখে গমন করেন এবং ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥ ঐ ১০।

বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ ॥

বিধিযজ্ঞ অর্থাৎ দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞ অপেক্ষা (ওঙ্কারাদি সংযুক্ত) জপরূপ যজ্ঞ দশগুণে বিশিষ্ট; সেই জপ যদি অন্য কাহারও কর্ণগোচর না হয়, তবে তাহাতে শতগুণ ফল হয় এবং মানস জপে সহস্রগুণ ফল হয় ॥ ম-সং ২।৮৫।

যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ।
সর্ব্বেতে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥

চতুর্ব্বিধ পাকযজ্ঞ (পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গতবৈশ্বদেব হোম, বলিকর্ম্ম, নিত্যশ্রাদ্ধ ও অতিথি ভোজন) এবং (দর্শপৌর্ণমাসাদি) বিধিযজ্ঞ এতৎ সমস্তই উক্তরূপ জপযজ্ঞের ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য নহে ॥ বি-সং ৫৫।১৪।

জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্রসংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥

ব্রাহ্মণেরা কেবল জপ দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, তাঁহারা অন্য কোন বৈদিক কার্য্য করুন্ বা না করুন্, হিংসাশূন্য জপপরায়ণ হইলেই তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইবেন, অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হইবেন ॥ ম-সং ২।৮৭।

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং গায়ত্রীং জপতাং প্রিয়ে।
জ্ঞানাৎ ব্রহ্মেতি তদ্বাচ্যং সন্ধ্যা ভবতি বৈদিকী।

যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক, তাঁহারা যৎকালে গায়ত্রী জপ করিবেন, তৎকালে তাঁহারা গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান করিলেই বৈদিক সন্ধ্যা হইবে ॥ ম-নি-ত ৮।৭৭।

অন্যেষাং বৈদিকী সন্ধ্যা সূর্য্যোপস্থানপূর্ব্বকম্।
অর্ঘ্যদানং দিনেশায় গায়ত্রীজপনন্তথা ॥

পরন্তু যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক নহেন, তাঁহাদিগের সন্ধ্যোপাসনার সময় সূর্য্যোপাসনা, সূর্য্যার্ঘ্যদান ও সূর্য্যের উদ্দেশে গায়ত্রী জপ করিতে হইবে ॥ ঐ ৭৮।

অষ্টোত্তরং সহস্রং বা শতং বা দশধাপি বা।
জপানাং নিয়মো তন্ত্রে সর্ব্বত্রাহ্নিককর্ম্মণি ॥

সমস্ত আহ্নিক কার্য্যের সময় অষ্টোত্তর সহস্র বা অষ্টোত্তর শত

অথবা দশবার গায়ত্রী জপ করিবার নিয়ম অবধারিত আছে॥

ম-নি-ত ৮।৭৯।

ইয়ন্তু ব্রহ্মসাবিত্রী যথা ভবতি বৈদিকী।
তথৈব তান্ত্রিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তোভয়কর্ম্মণি॥

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসাবিত্রীকে যেমন বৈদিকী বলা যায়, সেইরূপ ইহাকে তান্ত্রিকীও বলা যায়; ফলতঃ ঐ গায়ত্রী উভয় পক্ষেই প্রশস্ত॥

ঐ ৮৭।

কালাত্যয়েঽপি সন্ধ্যায়াঃ কর্ত্তব্যা দেববন্দিতে।
ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মচোচ্চার্য্য মোক্ষেপ্সুভিরনাতুরৈঃ॥

যাঁহারা মুক্তি কামনা করেন, তাঁহারা সন্ধ্যাকাল অতীত হইলেও "ওঁ তৎসৎব্রহ্ম" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বৈদেকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবেন, কিন্তু আতুরে কোন নিয়ম নাই॥ ঐ ৯০।

এতয়াঽপরিসংযুক্তাকালে চ ক্রিয়য়া স্বয়া।
বিপ্রক্ষত্রিয়বিড্জাতির্গর্হণং যাতি সাধুষু॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সন্ধ্যার সময়ে অথবা অন্য কোন সময়ে এই গায়ত্রীজপ না করে, সে সাধুলোকদিগের নিন্দনীয় হয়॥ বি-সং ৫৫।৮।

গায়ত্রীরহিতো বিপ্রঃ শূদ্রাদপ্যশুচির্ভবেৎ।
গায়ত্রী ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ সংপূজ্যাস্তে দ্বিজোত্তমাঃ॥

গায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণ শূদ্র অপেক্ষাও অশুচি ও অধম। যে সকল ব্রাহ্মণ গায়ত্রীনিষ্ঠ ও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারাই পূজ্য ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ॥ প-সং ৮।৩১।

সন্ধ্যাং নোপাসতে যস্তু ব্রাহ্মণো হি বিশেষতঃ।
স জীবন্নেব শূদ্রঃ স্যান্মৃতঃ শ্বা চৈব জায়তে॥

যে দ্বিজ, বিশেষতঃ যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা উপাসনা না করে, সে জীব-দ্দশাতেই শূদ্র হয় এবং জীবনান্তে কুক্কুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে॥

দ সং ২।২১।

সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলমশ্নুতে॥

সন্ধ্যাহীন দ্বিজ সর্ব্বদাই অশুচি ও সর্ব্বকর্ম্মেই অনধিকারী হয় এবং সে অন্যান্য যে কোন কর্ম্ম করে, তাহারও ফল প্রাপ্ত হয় না॥ ঐ ২২।

সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যং কৃষ্ণে বা বিমুখো দ্বিজ।
স এব ব্রাহ্মণাভাসো বিষহীনো যথোরগঃ॥

যিনি সন্ধ্যাবিহীন, নিয়ত অশুচি এবং ভগবানে কদাপি মনোনিবেশ না করে, লোকে যেমন বিষহীন সর্পকেও সর্প বলিয়া থাকে, তাদৃশ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্বোধন করাও তদ্রূপ॥ ব্র-বৈ-পু ১।১১।৪০।

ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চসমেব চ॥

ঋষিগণ দীর্ঘকাল সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠান করেন বলিয়া দীর্ঘপরমায়ু, উৎকৃষ্ট বুদ্ধি, জীবিতাবস্থায় বিমল যশ ও মরণানন্তর বেদাধ্যয়ন জন্য

বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন, অতএব আয়ু প্রভৃতি কামনাশীল ব্যক্তিরা অবশ্য সন্ধ্যার উপাসনা করিবেন ॥ ম সং ৪।৯৪।

দিনান্তসন্ধ্যাং সূর্য্যেণ পূর্ব্বামৃক্ষৈর্যুতাং বুধঃ।
উপতিষ্ঠেদ্ যথান্যায়ং সম্যগাচম্য পার্থিব ॥

হে রাজন্! নক্ষত্র থাকিতে প্রাতঃসন্ধ্যা ও সূর্য্য অর্দ্ধাস্তমিত হইলে সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিবে। সন্ধ্যোপাসনা আরম্ভ কালে উপবেসন পূর্ব্বক যথাবিধি আচমন করিতে হইবে ॥ বি পু ৩।১১।৯৭।

সর্ব্বকালমুপস্থানং সন্ধ্যয়োঃ পার্থিবেষ্যতে।
অন্যত্র সূতকাশৌচবিভ্রমাতুরভীতিতঃ ॥

হে ভুপতে! সূতকাশৌচ, মৃতকাশৌচ, চিত্তভ্রম, পীড়া ও অনিষ্টাশঙ্কা, এই কয়েকটী প্রতিবন্ধক ব্যতীত অন্য সকল দিনই সন্ধ্যোপাসনা করিবে ॥ ঐ ৯৮।

সূর্য্যেণাভ্যুদিতো যশ্চ ত্যক্তঃ সূর্য্যেণ চ স্বপন্।
অন্যত্রাতুরভাবাৎ তু প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ নরঃ ॥

যিনি শারীরিক পীড়া ব্যতীত সূর্য্যোদয় কালে বা সূর্য্যাস্ত সময়ে শয়ন করিয়া থাকেন, তিনি পাতকী হয়েন ॥ ঐ ৯৯।

তস্মাদনুদিতে সূর্য্যে সমুত্থায় মহীপতে।
উপতিষ্ঠেন্নরঃ সন্ধ্যামস্বপংশ্চ দিনান্তজাম্ ॥

হে মহীপতে! এই কারণে গৃহস্থ ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে উত্থানপূর্ব্বক সন্ধ্যা উপাসনা করিবে এবং দিনাবসানে সন্ধ্যাকালেও শয়ন না করিয়া সন্ধ্যাবন্দনে প্রবৃত্ত হইবে ॥ বি-পু-৩।১১।১০০।

উপতিষ্ঠন্তি যে সন্ধ্যাং ন পূর্ব্বাং ন চ পশ্চিমাং
ব্রজন্তি তে দুরাত্মানস্তামিস্রং নরকং নৃপ ॥

হে রাজন্! যে সকল দুরাত্মা প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা না করে, তাহারা অন্ধকারময় নরকে গমন করে ॥ ঐ ১০১।

(বৈদিক ব্যবহারসম্পন্ন ব্যক্তিই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়েন)

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা:
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠীর কহিয়াছিলেন, হে নাগেন্দ্র! যে ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অনৃশংস্য তপ ও ঘৃণা লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ ॥ ম-ভা-বনপর্ব্ব ১৮০।২১

শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্য দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তঃ স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ
যত্রৈতন্নভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥

অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ লক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব শূদ্রবংশ্য হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণ বংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয় এরূপ নহে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ

এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র ॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ১৮০।২৫।২৬।

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্ ॥

হে মহাসর্প! বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম; এই নিমিত্ত সর্ব্বদা পুরুষেরা জাতি বিচারে বিমূঢ় হইয়া নারীতে অপত্যোৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব মনুষ্য জাতির মধ্যে সমুদয় বর্ণের এইরূপ সঙ্করবশতঃ ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় ॥

ঐ ৩১-৩২।

ইদমার্যং প্রমাণঞ্চ যে যজামহ ইত্যপি।
তস্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বিদুর্যে তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা, তাহার মধ্যে "যাহারা যাগশীল তাহারাই ব্রাহ্মণ," এই আর্ষপ্রমাণানুসারে বৈদিক ব্যবহারেরই প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়াছেন ॥ ঐ ৩৩।

প্রাঙ্ নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে।
তদাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে।

বেদবিহিত কর্ম্মই ব্রাহ্মণত্ব লাভের হেতু বলিয়া নাভিচ্ছেদনের পূর্ব্বে পুরুষের জাতকর্ম্ম সমাধান করিতে হয়; তদবধি মাতা সাবিত্রী ও পিতা আচার্য্য স্বরূপ হয়েন ॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ১৮০।২৫।৩৪।

তাবচ্ছূদ্রসমো হ্যেষ যাবদ্বেদে ন জায়তে।
তস্মিন্নেবং মতিদ্বৈধে মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥
কৃতকৃত্যাঃ পুনর্ব্বর্ণা যদি বৃত্তং ন বিদ্যতে।
সঙ্করস্তত্র নাগেন্দ্র বলবান্ প্রসমীক্ষিতঃ ॥
যত্রেদানীং মহাসর্প সংস্কৃতং বৃত্তমিষ্যতে।
তং ব্রাহ্মণমহং পূর্ব্বমুক্তবান্ ভুজগোত্তম ॥

তিনি যত দিন পর্য্যন্ত বেদ পাঠ না করেন, তত দিন অবধি শূদ্র সমান থাকেন। জাতি-সংশয়স্থলে স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, যদি বৈদিক ব্যবহার না থাকিত, তাহা হইলে সকল বর্ণই শূদ্রতুল্য এবং সঙ্কর জাতিই সর্ব্বপ্রধান হইত। এই নিমিত্ত পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, বৈদিক ব্যবহারসম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন ॥

ঐ ৩৫-৩৭।

(দশবিধ ব্রাহ্মণের লক্ষণ কথন)

দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রাঃ দশবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥

ব্রাহ্মণগণ, স্ব স্ব গুণ ও কর্ম্মানুসারে, ক্রমান্বয়ে দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল, এই দশ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েন ॥ অত্রি-সং।

সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনং।
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥

যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাধ্যয়ন পূর্ব্বক

শাস্ত্রের বিধানানুসারে অহরহঃ সন্ধ্যোপাসনা, স্নান, প্রণবমন্ত্র জপ, হোম, দেবতার্চ্চন, অতিথিসৎকার ও বৈশ্বদেব-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে "দেব-ব্রাহ্মণ" বলা যায়॥ অত্রি-সং।

শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রোমুনিরুচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ প্রথম শ্লোকোক্ত গুণ-বিশিষ্ট হইয়া শাক, পত্র, ফল মূলাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করতঃ বনবাসী হইয়া প্রত্যহ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে "মুনি-ব্রাহ্মণ" বলা যায়॥ ঐ।

বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাঙ্খ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রোদ্বিজ উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ মোক্ষাভিলাষে সর্ব্ব-সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর বেদান্তাধ্যয়ন ও সাঙ্খ্যাদি যোগ-শাস্ত্র দ্বারা আত্মতত্ত্ব বিচারে তৎ-পর থাকেন, তিনি "দ্বিজ-ব্রাহ্মণ" নামে অভিহিত হয়েন॥ ঐ।

অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্রউচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়োচিত অধ্যয়ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া রণস্থলে ধনুঃ ধারণ করতঃ অস্ত্রাঘাতে বিপক্ষকে আহত ও পরাজিত করেন এবং ক্ষত্রিয়জনোচিত ভোগের অভিলাষী হয়েন; তিনি "ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ" নামে-উক্ত হয়েন॥ অত্রি-সং।

কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ বৈশ্যোচিত অধ্যয়ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া কৃষিকর্ম্মে রত থাকেন এবং গোপালক ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী হয়েন, তিনি "বৈশ্য-ব্রাহ্মণ" নামে কথিত হয়েন॥ ঐ

লাক্ষালবণসংমিশ্রং কুসুম্ভং ক্ষীরসর্পিষঃ।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ যৎকিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করতঃ লাক্ষালবণসম্মিশ্র বস্তু, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও মাংসাদি বিক্রয় করে, তাহাকে "শূদ্র-ব্রাহ্মণ" বলা যায়॥ অত্রি-সং।

চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ কিঞ্চিন্মাত্র অধ্যয়ন করিয়া চৌর, (লোকবঞ্চক) তস্কর, (পরস্বাপহারক), সূচক (পরস্পর ভেদশীল) দংশক, (পরানিষ্টকারী) এবং মৎস্য ও মাংসে লোলুপ হয়, তাহাকে "নিষাদ-ব্রাহ্মণ" কহে॥ ঐ

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্বানভিজ্ঞ, অথচ যজ্ঞোপবীত ধারন করিয়া "আমি ব্রাহ্মণ" এই বলিয়া গর্ব্ব করে, সে

ঐ পাপহেতু "পশু-ব্রাহ্মণ" বলিয়া কথিত হয়॥ অত্রি-সং।

বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, অথচ পরকর্তৃক পরোপকারার্থ প্রস্তুত বাপী (দীঘী) কূপ, তড়াগ, (পুষ্করিণী) আরাম (উপবন) ও সরোবরাদি নিঃশঙ্কচিত্তে অবরোধ করে, তাহাকে "ম্লেচ্ছ-ব্রাহ্মণ" বলে॥ অত্রি-সং।

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ বেদোক্ত ক্রিয়াবিহীন, সর্ব্বপ্রকার বৈদিক ধর্ম্মবিবর্জ্জিত, শিশ্নোদরপরায়ণ এবং সর্ব্বপ্রাণির প্রতি নির্দ্দয়, তাহাকে "চাণ্ডাল-ব্রাহ্মণ" কহে (১)॥ ঐ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

তন্ত্রোক্ত বিধান মতে মন্ত্র-দীক্ষার আবশ্যকতা কথন।

মননাত্ত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

যাহাকে স্মরণ করিবামাত্র পরিত্রাণ করে তাহারই নাম মন্ত্র॥ ঐ।

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥

দীক্ষা (১) মনুষ্যকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া তাহার পাপরাশি ক্ষয় করে, এই কারণে তন্ত্রবেত্তা মুনিগণ ইহাকে দীক্ষা বলেন॥ ঐ

(১) উপাস্যদেবতার মন্ত্র গ্রহণের নাম দীক্ষা॥

দীক্ষামূলং জপং সর্ব্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ।
দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেদ্যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্॥

জপ, তপস্যা প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য দীক্ষার উপর নির্ভর করে।

(১) মহাভারতে কথিত আছে যে,—"বেদের অপ্রামাণ্যনির্দ্দেশ, শাস্ত্রলঙ্ঘন ও সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করিলেই মনুষ্য অসৎপাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাভিমানী, বেদনিন্দক, শ্রুতিবিরোধী, কুতর্কে অনুরক্ত, আক্রোশনিরত, বহুভাষী, সর্ব্বাভিশঙ্কী, মূঢ়, অব্যবস্থিতচিত্ত ও কটুভাষী হয়, তাহাদিগকে স্পর্শ করাও কর্ত্তব্য নহে। পণ্ডিতেরা ঐ রূপ ব্রাহ্মণগণকে কুক্কুরতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন কুক্কুরগণ চীৎকার ও অন্যকে বধ করিবার চেষ্টা করে, তদ্রূপ উহারাও কেবল বৃথা বাগ্জাল বিস্তার ও সমুদায় শাস্ত্রের উচ্ছেদ করিবার চেষ্-

দীক্ষিত হইয়া যে ব্যক্তি যে আশ্রমেই থাকুক, সর্ব্বত্রই তাহার কার্য্য সিদ্ধি হইবে॥ তন্ত্রসার।

বৈষ্ণবঞ্চ তথা শৈবং শাক্তং সৌরঞ্চ গাণপং।
যো হঙ্কারান্ন গৃহ্লাতি মন্ত্রং সোদীক্ষিতঃ স্মৃতঃ॥

যে ব্যক্তি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর বা গাণপত্য এই পঞ্চবিধ মন্ত্রের মধ্যে কোন মন্ত্র গ্রহণ না করে, সে অদীক্ষিত বলিয়া কথিত হয়॥

ব্র-বৈ-পু ২।৩০।১৯৬।

অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপ পূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে। তেষাং শিলায়াং প্তবীজবৎ॥

ভগবান্ মহাদেব ভগবতী পার্ব্বতীকে কহিয়াছিলেন, হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি দীক্ষিত না হইয়া জপ পূজাদি কার্য্য করে, তাহার সেই সকল কার্য্য পাষাণে রোপিত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হয়॥ তন্ত্রসার।

দেবি দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ॥

হে দেবি! দীক্ষাবিহীন ব্যক্তির সিদ্ধি ও সদ্গতি লাভ হয় না, অতএব মনুষ্য সর্ব্বপ্রযত্নে গুরুর নিকট দীক্ষিত হইবে॥ ঐ

অদীক্ষিতোহপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
অদীক্ষিতস্য মরণে পিশাচত্বং ন মুঞ্চতি।
তস্মাদ্দীক্ষাং প্রযত্নেন সদা কুর্য্যাচ্চ তান্ত্রিকাৎ॥

অদীক্ষিত ব্যক্তি মরণান্তে ঘোরতর নরকে গমন করে এবং তাহার পিশাচত্ব মোচন হয় না, অতএব মনুষ্য অতি যত্নপূর্ব্বক তান্ত্রিক গুরুর নিকট অবশ্য দীক্ষিত হইবে।

তন্ত্রসার।

অদীক্ষিতানাং মর্ত্ত্যানাং দোষং শৃণু বরাননে।
অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতং।
তৎকৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্ব্বং যাতি হ্যধোগতিং।
অতঃ সদ্গুরোবাহিত্য দীক্ষা সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥

হে বরাননে! যে ব্যক্তি দীক্ষিত না হয়, তাহার অন্ন বিষ্ঠাসম ও জল মূত্রতুল্য জানিবে। তৎকর্ত্তৃক শ্রাদ্ধাদি সমস্ত কার্য্য অধঃপাতে যায়। অতএব সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে সেই দীক্ষামাহাত্ম্যে সমুদায় কার্য্যই সাধন হয়॥ ঐ।

কল্পে দৃষ্ট্বা তু মন্ত্রং বৈ যো গৃহ্লাতি নরাধমঃ।
মন্বন্তরসহস্রেষু নিষ্কৃতির্নৈব জায়তে॥

যে নরাধম গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইয়া পুস্তকাদি দৃষ্টে মন্ত্র গ্রহণ

করে। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ শিষ্টব্যবহার, ধর্ম্ম ও সমদমাদিগুণ আশ্রয় করেন, তাঁহারা বহুকাল উন্নতভাবে বর্ত্তমান থাকেন॥

অনুশাসন পর্ব্ব ৩৭ অধ্যায়।

* তারাচক্র ও রাশিচক্র বিচারে যে মন্ত্র স্বীয় রাশ্যাদির অনুকূল হইবে, সেই মন্ত্র গ্রহণ করা সর্ব্ব বর্ণের কর্ত্তব্য॥ তন্ত্রসার।

করে, সে সহস্র মন্বন্তরেও নিষ্কৃতি পায় না॥ তন্ত্রসার।

তেজীয়াং সং গুরুং দৃষ্ট্বা সর্ব্বত্র রক্ষেতুং ক্ষমঃ।
করোতি মন্ত্রগ্রহণং তস্মাৎ হৃষ্টো বিচক্ষণঃ॥

বিচক্ষণ ব্যক্তি, সর্ব্বত্র রক্ষায় সমর্থ তেজীয়ান্ গুরুকে দর্শন করিয়া প্রীতমনে তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৮৩।৪১

বয়োহীনাৎ জ্ঞানহীনাদ্বিদ্যাহীনাত্তথৈবচ।
জাতিহীনাৎ গুরোর্মন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াৎ কদাচন॥

বয়োহীন, জ্ঞানহীন, বিদ্যাহীন বা জাতিহীন পুরুষের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে॥ ঐ ৪২।

মূর্খাদাশ্রমহীনাচ্চ পিতুঃ সন্ন্যাসিনস্তথা।
ব্যাধিনো বংশহীনাচ্চ ভার্য্যাহীনাত্তথৈব চ।
মন্ত্রক্ষিপ্তাত্তথা মন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াৎ কদাচন॥

মূর্খ, অনাশ্রমী, পিতা, সন্ন্যাসী, ব্যাধিগ্রস্ত, বংশহীন, ভার্য্যাহীন, বা মন্ত্রক্ষিপ্ত ব্যক্তির নিকট মানব কখন মন্ত্রগ্রহণ করিবে না॥ ঐ ৪৩।

বিষ্ণুমন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াদ্বিষ্ণুভক্তিবিহীনতঃ।
ন চ শৈবান্ন শাক্তাচ্চ গৃহ্নীয়াদ্বৈষ্ণবাৎ দ্বিজাৎ॥

হরিভক্তিবিহীন শৈব বা শাক্ত গুরুর নিকট বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করা মনুষ্যের কখনই কর্ত্তব্য নহে। মানব বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নিকটেই বিষ্ণুমন্ত্র গ্রণ করিবে॥ ঐ ৪৪।

বয়োহীনাত্তথাল্পায়ু জ্ঞানহীনাদপণ্ডিতঃ।
বিদ্যাহীনাত্তবেন্মূঢ়ো জাতিহীনাৎ ক্ষয়ো ভবেৎ॥

মনুষ্য বয়োহীনের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে অল্পায়ু, জ্ঞানহীনের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে পাণ্ডিত্য বর্জ্জিত, বিদ্যাহীনের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে মূঢ় ও জাতিহীনের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৮৩।৪৫।

মূর্খাম্মূর্খো ভবেৎ সদ্যো দুঃখী চাশ্রমহীনতঃ।
যশোহানিঃ পিতুশ্চৈব মৃত্যুঃ সন্ন্যাসিনস্তথা॥

মানব মূর্খের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে মূর্খ, অনাশ্রমীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে দুঃখী, পিতার নিকট মন্ত্র গ্রহণে যশোহীন ও সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্র গ্রহণে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়॥ ঐ ৪৬।

ব্যাধিনো ব্যাধিযুক্তশ্চ নির্ব্বংশো বংশহীনতঃ।
ভার্য্যাহীনোপি স্ত্রীহীনাৎ মন্ত্রক্ষিপ্তাৎ গুরোঃ সমঃ॥

রোগগ্রস্ত গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে রোগগ্রস্ত, বংশহীনের নিকট মন্ত্র গ্রহণে নির্ব্বংশ, ভার্য্যাহীনের নিকট মন্ত্র গ্রহণে ভার্য্যাহীন এবং মন্ত্রক্ষিপ্তের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে মন্ত্রক্ষিপ্ত হয়॥ ঐ ৪৭।

বিষ্ণুভক্তিবিহীনাচ্চ ভক্তিহীনো ভবেন্নরঃ।
শৈবাচ্ছাক্তাদপি হ্রাসঃ চ হরে ভক্তির্ন বর্দ্ধতে॥

মনুষ্য বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্যক্তির

নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে ভক্তিহীন হয়, আর শৈব বা শাক্তের নিকট বিষ্ণু মন্ত্র গ্রহণ করিলে মানবের হরি-ভক্তি বর্দ্ধিত হয় না ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৩।৪৮ ।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥

গর্ব্বিত, কার্য্যানভিজ্ঞ ও উৎপথ-গামী গুরুকে পরিত্যাগ করা বিধেয় হয় ॥ না-প ১।১০।২০ ।

স গুরুঃ পরমো বৈরী যো দদাতি হ্যসন্মতিং ।
তং নমস্কৃত্য সৎ শিষ্যঃ প্রণাতি জ্ঞানদং গুরুং ॥

যে গুরু কুজ্ঞান প্রদান করেন, তিনি মহাশত্রু তুল্য । সৎশিষ্য এবম্বিধ গুরুকে প্রণাম করিয়া জ্ঞানদ গুরুর সেবা করিবে ॥ ঐ ২১ ।

পিতুর্ম্মন্ত্রং ন গৃহ্লীয়াৎ তথা মাতামহস্য চ ।
সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ ॥

পিতা, মাতামহ, কনিষ্ঠ সহোদর এবং শত্রুপক্ষাশ্রিত ব্যক্তির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না ॥ তন্ত্রসার ।

ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাং ।
ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ ॥

পতি পত্নীকে, পিতা পুত্র বা কন্যাকে এবং ভ্রাতা সহোদরকে দীক্ষিত করিবে না ॥ ঐ ।

সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ ।
শক্তিত্বেন বরারোহে ন চ সা পুত্রিকা ভবেৎ ॥

কিন্তু পতি যদি মন্ত্রসিদ্ধ হন, তাহা হইলে তিনি পত্নীকে দীক্ষিত করিয়া আপনার শক্তি স্বরূপে গ্রহণ করিবেন, কদাপি পুত্রিকাবৎ আচরণ করিবেন না ॥ তন্ত্রসার ।

(সদ্গুরুর লক্ষণ কথন)

গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য হারকঃ
উকারো বিষ্ণুরব্যক্ত স্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ ॥

গকার সিদ্ধিদাতা, রেফ পাপহারক, উকার স্বয়ং অব্যক্তরূপী বিষ্ণু, এই ত্রিতয়াত্মক গুরু পরম দৈবত ॥ ঐ ।

শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্ ।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্ ॥
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥

শান্ত (ধৈর্য্যশীল,) দান্ত (তপঃক্লেশ সহিষ্ণু ও জিতেন্দ্রিয়,) কুলাচারবান্, বিনীত, পবিত্র ও অকপটবেশ-ধারী, সদাচারপরায়ণ, যশস্বী, অন্তর্বাহ্য মলারহিত, কর্ম্মক্ষম সুবুদ্ধিমান্ গৃহস্থাদি আশ্রমবাসী, ঈশ্বরারাধনায় তৎপর, দেবার্চ্চনাদি কার্য্যে পারদর্শী, স্তুতিনিন্দায় হর্ষবিষাদরহিত, ইত্যাদি গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিই গুরুপদের বাচ্য হয়েন ॥ ঐ ।

উদ্ধর্ত্তুঞ্চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে ॥

মন্ত্রোপদেশ প্রদানাদি দ্বারা উদ্ধার করিতে ও অভিশাপাদি দ্বারা সংহার করিতে সমর্থ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, তপস্বী,

সত্যবাদী ও গৃহস্থ ব্যক্তিকেই গুরু করিবে ॥ তন্ত্রসার।

(স্ত্রী ও শূদ্রজাতির পক্ষে মন্ত্রগ্রহণের বিশেষ কথন)

অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সপ্তার্ণঃ শূদ্রযোষিতঃ।
প্রণবাদিশ্চ যো মন্ত্রো ন স্ত্রীশূদ্রে প্রশস্যতে ॥

সপ্তাক্ষর ও অষ্টাক্ষরযুক্ত মহামন্ত্রে ও প্রণবাদিযুক্ত মন্ত্রে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই ॥ তন্ত্রসার।

প্রণবাদ্যং ন দাতব্যং মন্ত্রং শূদ্রায় সর্ব্বথা।
আত্মমন্ত্রং গুরোর্ম্মন্ত্রং মন্ত্রঞ্চাজপসংজ্ঞকং ॥
স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ।
শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং ॥

প্রণব ও প্রণবঘটিত মন্ত্র শূদ্রকে প্রদান করিবে না। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে আত্মমন্ত্র, গুরুর মন্ত্র, অজপা মন্ত্র (হংস) স্বাহা ও স্বাহাপ্রণবসংযুক্ত মন্ত্র শূদ্রকে অর্পণ করে, সেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েই নরকগামী হয় ॥ তন্ত্রসার।

গোপালস্য মনুর্দেয়ো মহেশস্য চ পাদজে।
তৎপত্ন্যাশ্চাপি সূর্য্যস্য গণেশস্য মনুস্তথা।
এষাং দীক্ষাধিকারী স্যাদন্যথা পাপভাগভবেৎ।

গোপাল, শিব, দুর্গা, সূর্য্য ও গণেশ, ইহাদিগেরই মন্ত্রগ্রহণে শূদ্র অধিকারী, অন্য দেবতার মন্ত্রগ্রহণে শূদ্র পাপভাগী হয়। ঐ।

ওঁকারোচ্চারণাদ্ধোমাৎ শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ ॥

ওঁ শব্দ উচ্চারণ, হোম, শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা ও ব্রাহ্মণী গমন, এই সকল কর্ম্ম করিলে শূদ্র চাণ্ডালত্ব (১) প্রাপ্ত হয় ॥ ঐ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

অভীষ্টদেবতার মন্ত্রসিদ্ধার্থ পুরশ্চরণের ব্যবস্থা কথন।

গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় শুদ্ধান্তঃকরণো নরঃ।
ততঃ পুরস্ক্রিয়াং কুর্য্যান্মন্ত্রসংসিদ্ধি কাম্যয়া ॥

সাধক মনুষ্য গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে মন্ত্রসিদ্ধি কামনায় পুরশ্চরণ করিবে ॥ তন্ত্রসার।

জীবহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ।
পুরশ্চরণ হীনোপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাদাদৌ স্বয়ং কুর্য্যাদ্‌গুরুঃ বা কারয়েদ্বুধঃ ॥

যেরূপ জীবহীন দেহী সর্ব্বকার্য্যে

(১) চণ্ডাল সর্ব্ববর্ণের অস্পৃশ্য বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। চণ্ডালগণ গ্রামের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিয়া মৃতের বস্ত্রাদি গ্রহণ করিবে, উহাই তাহাদিগের জীবিকা। যথা—

বহির্গ্রামে বসাসশ্চ মৃতচেলস্য ধারণং।
ন সংস্পর্শশ্চৈবান্যৈশ্চণ্ডালস্য বিধীয়তে ॥

অ পু ১৫২।১৩।

অক্ষম, সেইরূপ পুরশ্চরণহীন মন্ত্র সিদ্ধি প্রদানে অক্ষম। অতএব স্বয়ং কিম্বা গুরুদ্বারা পুরশ্চরণ করিবে॥ তন্ত্রসার।

গুরোরভাবে বিপ্রঃ বা সর্ব্বপ্রাণিহিতেরতঃ।
স্নিগ্ধঃ শাস্ত্রবিদঃ মিত্রঃ নানাগুণসমন্বিতম্।
স্ত্রিয়ং বা সদ্গুণোপেতাং সপুত্রাং বিনিযোজয়েৎ

গুরুর অভাবে শাস্ত্রবেত্তা ও নানাগুণসম্পন্ন সদ্ব্রাহ্মণ দ্বারা পুরশ্চরণ করিবে। গুণশালিনী পুত্রবতী স্ত্রীগুরুকেওপুরশ্চরণ কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারে॥ ঐ।

জপহোমৌ তর্পণঞ্চাভিষেকৌ বিপ্রভোজনম্।
পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমুচ্যতে॥

জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনাকেই পুরশ্চরণ বলে॥ ঐ।

চন্দ্রতারানুকূলে চ শুক্লপক্ষে শুভেহনি।
আরভেত পুরশ্চর্য্যাং হরৌ স্বপ্তে ন চাচরেৎ।
গ্রহণে চ মহাতীর্থে ন কালমবধারয়েৎ॥

পুরশ্চরণকর্ত্তার চন্দ্র তারা শুদ্ধি সময়ে শুক্ল পক্ষে শুভদিনে পুরশ্চরণ আরম্ভ করিবে। হরিশয়নে পুরশ্চরণ করিবে না। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণকালে ও মহাতীর্থে কালাকাল বিচার করিতে হয় না॥ ঐ।

গ্রস্তাস্তে হ্যদিতে নৈব কুর্য্যাৎ দীক্ষাজপং প্রিয়ে
কৃতে নাশো ভবেদাশু হ্যায়ুঃ শ্রীসুতসম্পদম্॥

যদি চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যগ্রস্ত হইয়া উদয় কিম্বা অস্ত হয়, তবে সেই গ্রহণে পুরশ্চরণ ও দীক্ষানিষিদ্ধ। অতএব উক্তরূপ গ্রহণে পুরশ্চরণ অথবা দীক্ষা করিলে শীঘ্র আয়ুঃ, স্ত্রী, পুত্র ও সম্পদ বিনাশ হয়॥ তন্ত্রসার।

পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহাপর্ব্বতমস্তকম্।
তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধূনাং সঙ্গমঃ পাবনং মহৎ।
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ।
তুলসীকাননং গোষ্ঠং বৃষশূন্যং শিবালয়ম্।
অশ্বত্থামলকীমূলং গোশালা জলমধ্যতঃ।
দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজালয়ম্।
সাধনেষু প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাম্॥

পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পর্ব্বতের উপরিভাগ, তীর্থস্থান, নদীসঙ্গমস্থল, উদ্যান, নির্জনস্থান, বিল্বমূল, পর্ব্বততট, তুলসীকানন, গোষ্ঠ, বৃষশূন্য শিবালয়, অশ্বত্থ ও আমলকী বৃক্ষের মূল, গোশালা, দেবালয়, জলমধ্য, সমুদ্রতীর এবং নিজগৃহ, এই সকল স্থান সাধন কার্য্যে পবিত্র॥ ঐ।

সূর্য্যস্যাগ্নে গুরোরিন্দোর্দীপস্য চ জলস্য চ।
বিপ্রাণাঞ্চ গবাঞ্চৈব সন্নিধৌ শস্যতে জপঃ।
অথবা নিবসেত্তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি॥

সূর্য্য, অগ্নি, গুরু, চন্দ্র, প্রদীপ, জল, ব্রাহ্মণ এবং গো, ইহাদিগের সন্নিধানে জপ প্রশস্ত; অথবা যে স্থানে মনের প্রসন্নতা হয়, সেই স্থান মনোনীত করিয়া পুরশ্চরণাদি সিদ্ধি কার্য্য করিবে॥ ঐ।

গৃহে শতগুণং বিদ্যাদ্‌গোষ্ঠে লক্ষগুণং ভবেৎ।
কোটির্দেবালয়ে পুণ্যমনন্তং শিবসন্নিধৌ ॥

নিজগৃহে বসিয়া জপ করিলে শতগুণ, গোষ্ঠে লক্ষগুণ, দেবালয়ে কোটিগুণ এবং শিবসন্নিধানে অনন্ত ফল লাভ হয় ॥ তন্ত্রসার।

পর্ব্বতে সিন্ধুতীরে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে।
যদি কুর্য্যাৎ পুরশ্চর্য্যাং তত্র কূর্ম্মং ন চিন্তয়েৎ।
গ্রামে বা যদি বা বাস্তৌ গৃহে তঞ্চ বিচিন্তয়েৎ ॥

পর্ব্বত, সমুদ্রতীর, পুণ্যস্থল ও নদীতীর, এই সকল স্থানে পুরশ্চরণ করিলে কূর্ম্মচক্র বিচার করিতে হয় না, কিন্তু গ্রামে বা বাস্তুগৃহে বসিয়া জপ করিলে কূর্ম্মচক্র বিচার করিবে ॥ ঐ।

পুরশ্চরণকৃন্মন্ত্রী ভক্ষ্যাভক্ষ্যং বিভাবয়েৎ।
অন্যথা ভোজনাদ্দোষাৎ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে।
শস্তান্নঞ্চ সমশ্নীয়ান্মন্ত্রসিদ্ধিসমীহয়া।
তস্মান্নিত্যং প্রযত্নেন শস্তান্নাশী ভবেন্নরঃ ॥

পুরশ্চরণ কার্য্যে অবশ্য ভোক্ষ্যাভোক্ষ্য বিবেচনা করিবে, নতুবা ভক্ষ্যদোষে সিদ্ধি হানি হয়; অতএব সাধক প্রত্যহ যত্ন সহকারে প্রশস্ত অন্ন ভোজন করিয়া পুরশ্চরণ কার্য্য করিবে ঐ।

মৃদ্বন্নোষ্ণং সুপক্কঞ্চ কুর্য্যাদ্বৈ লঘুভোজনম্।
নেন্দ্রিয়াণাং যথাবৃদ্ধিস্তথা ভুঞ্জীত সাধকঃ ॥

লঘু, অনুষ্ণ ও সুপক্ক দ্রব্য ভোজন করিবে, ফলতঃ যাহাতে ইন্দ্রিয়ের বৃদ্ধি হয় এরূপ কোন বস্তু আহার করিবে না ॥ তন্ত্রসার।

যস্যান্নপানপুষ্টাঙ্গঃ কুরুতে ধর্ম্মসঞ্চয়ং।
অন্নদাতুঃ ফলস্যার্দ্ধং কর্ত্তুশ্চার্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥

যাহার অন্ন ভোজন করিয়া যে ধর্ম্ম সঞ্চয় করা হয়, সেই ধর্ম্মের অর্দ্ধ কর্ত্তার এবং অপর অর্দ্ধ অন্নদাতার হইয়া থাকে ॥ ঐ।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পরান্নং বর্জ্জয়েৎ সুধীঃ।
পুরশ্চরণ কালে তু সর্ব্বকর্ম্মসু শঙ্করি ॥

অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি পুরশ্চরণাদি ধর্ম্মসঞ্চয়কালে যত্নপূর্ব্বক পরান্ন (১) পরিত্যাগ করিবে ॥ ঐ।

জিহ্বা দগ্ধা পরান্নেন করৌ দগ্ধৌ প্রতিগ্রহাৎ।
পরস্ত্রীষু মনোদগ্ধং কথং সিদ্ধির্ব্বরাননে ॥

পরান্ন ভোজনে জিহ্বা, প্রতিগ্রহে হস্ত এবং পরস্ত্রীতে মন দগ্ধ হয়, অতএব কি প্রকারে সিদ্ধি হইতে পারে? ॥ ঐ।

মৈথুনং তৎ কথালাপং তদ্গোষ্ঠীং পরিবর্জ্জয়েৎ।
ঋতুকালং বিনা মন্ত্রী স্বস্ত্রিয়ং নাভিসংস্পৃশেৎ ॥

পুরশ্চরণকালে মৈথুন ও তৎসম্বন্ধীয় বাক্যালাপ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে এবং ঋতু সময় ভিন্ন স্ত্রী স্পর্শ করিবে না ॥ ঐ।

কৌটিল্যং ক্ষৌরমভ্যঙ্গমনিবেদিত ভোজনং।
অসঙ্কল্পিতকৃত্যঞ্চ বর্জ্জয়েন্মর্দ্দনাদিকং।

মনের কুটিলতা, ক্ষৌরকর্ম্ম, তৈল-

(১) এই পরান্ন শব্দ ভিক্ষাভিন্ন স্থানে বুঝিতে হইবে, যেহেতু ভিক্ষালব্ধ অন্নে নিজের সত্ত্ব হয়।

মর্দ্দন, অনিবেদিত অন্ন ভোজন এবং অসঙ্কল্পিত কার্য্য ইত্যাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। তন্ত্রসার।

স্নায়াচ্চ পঞ্চগব্যেন কেবলামলকেন বা।
মন্ত্রং জপ্তা তু পানীয়ং স্নানাচমনভোজনম।
কুর্য্যাদ্‌যথোক্তবিধিনা ত্রিসন্ধ্যং দেবতার্চ্চনম।
ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যংবা ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ॥

পঞ্চগব্য অথবা আমলকীর রস দ্বারা মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্নান করিয়া যথোক্ত বিধানে আচমন ও দেবতার অর্চ্চনা করিয়া ত্রিসন্ধ্যা বা একসন্ধ্যা মন্ত্র জপ করিবে॥ ঐ।

শক্ত্যা ত্রিসবনংস্নানমশক্তৌ দ্বে সকৃচ্চ বা।
অস্নাতস্য ফলং নাস্তি ন চাতর্পয়তঃ পিতৄন্।

শক্ত হইলে তিনবারএবং অশক্ত হইলে দুইবার বা একবার স্নান করিবে। স্নান বা পিতৃতর্পণ না করিয়া কার্য্য করিলে কোন ফল হয় না॥ ঐ।

অপবিত্রকরো নগ্নঃ শিরোহসংপ্রাবৃতোপি বা।
প্রলপন্ প্রজপেদ্‌বাবত্তাবন্নিষ্ফলমুচ্যতে॥

অপবিত্র হস্তে ও নগ্ন হইয়া অনাবৃত মস্তকে জপ করিলে, সেই জপ প্রলাপ বাক্যের ন্যায় নিষ্ফল হয়॥ ঐ।

মনঃ সংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থচিন্তনম্।
অব্যগ্রত্ব অনির্ব্বেদো জপসম্পত্তি হেতবঃ॥
উষ্ণিশী কঞ্চুকী নগ্নো মুক্তকেশো গণাবৃতঃ।
অপবিত্রকরোহশুদ্ধঃ প্রলপন্ন জপেৎ কচিৎ॥
অনাসনঃ শয়ানো, বা গচ্ছন্ ভুঞ্জান এব বা।
অপ্রাবৃতকরো রুষ্ঠা শিরোবা প্রাবৃতোপি বা॥
চিন্তাব্যাকুলচিত্তো বা ক্রুদ্ধো ভ্রান্তঃ ক্ষুধান্বিতঃ।
রথ্যায়ামশিবস্থানে ন জপেত্তিমিরাবৃতে॥

মৌনী ও শুচি হইয়া মনঃসংযমন ও মন্ত্রার্থ চিন্তন করতঃ অব্যগ্রচিত্তে জপ করিলে জপের ফল লাভ হয়। উষ্ণীশ কিম্বা বর্ম্ম পরিধান করিয়া অথবা নগ্ন, মুক্তকেশ, সঙ্গিগণাবৃত হইয়া অপবিত্র করে, নিরাসনে, অথবা গমন কালে, শয়নকালে, ভোজন সময়ে, চিন্তাব্যাকুলচিত্তে, এবং ক্রুদ্ধ, ভ্রান্ত, কিম্বা ক্ষুধান্বিত হইয়া জপ করিবে না। রথে, অমঙ্গলস্থানে ও অন্ধকারাবৃত গৃহে বসিয়া জপ করিবে না॥ তন্ত্রসার।

উপানদ্‌গূঢ়পাদো বা যান শয্যাগতস্তথা।
প্রসার্য্য ন জপেৎ পাদাবুৎকটাসন এব বা।
ন যজ্ঞকাষ্ঠে পাষাণে ন ভূমৌ নাসনে স্থিতঃ।

চর্ম্মপাদুকাদ্বারা পদদ্বয় আবৃত করিয়া এবং যান কিম্বা শয্যাতে বসিয়া জপ করিবে না। পাদদ্বয় প্রসারিত করিয়া বা উৎকটাসনে বা যজ্ঞকাষ্ঠে, পাষাণে ও মৃত্তিকাতে বসিয়া জপ করিবে না॥ ঐ।

লোম্নি চৈব যদাসীনস্তদা সর্ব্বং বিনশ্যতি।
লোমস্পর্শনমাত্রেণ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে॥

যে ব্যক্তি লোমযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া সাধনাদি কার্য্য করে, তাহার সমস্ত কার্য্য নিষ্ফল হয়।

লোম স্পর্শ মাত্রে সর্ব্বসিদ্ধি হানি হয়; অতএব লোমযুক্ত আসনে কোন সাধন কার্য্য করিবে না॥

তন্ত্রসার।

কাম্যার্থং কৃষ্ণং চৈব শ্রেষ্ঠঞ্চ রক্তকম্বলম্।
কৃষ্ণাজিনে জ্ঞানসিদ্ধির্মোক্ষঃ শ্রীর্ব্যাঘ্রচর্ম্মণি।
কুশাসনে মন্ত্রসিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

কাম্য কর্ম্ম সাধনে কম্বলাসন প্রশস্ত, তন্মধ্যে রক্ত কম্বল শ্রেষ্ঠ। মোক্ষ লাভার্থ জ্ঞানসিদ্ধি কার্য্যে কৃষ্ণসার চর্ম্মে, সম্পৎ কামনায় কার্য্য করিলে ব্যাঘ্রচর্ম্মে এবং মন্ত্রসিদ্ধি কার্য্যে কুশাসনে বসিয়া জপ পূজাদি করিবে॥ ঐ।

কৃষ্ণাজিনে ভবেজ্জ্ঞানমারোগ্যং পত্রনির্ম্মিতে
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি জপং পূজাং সমারভেৎ॥

কৃষ্ণসার চর্ম্মে সমাসীন হইয়া জপ করিলে জ্ঞান লাভ এবং পত্রাসনে উপবেশন করিয়া অর্চ্চনা করিলে আরোগ্য লাভ হয়। প্রাঙ্মুখ বা উত্তর মুখে বসিয়া জপ পূজার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য॥ শি-গী ১৬।৪০।

পাষাণে দুঃখমাপ্নোতি কাষ্ঠে নানাবিধান্ গদান্।
বস্ত্রেণ শ্রিয়মাপ্নোতি ভূমৌ মন্ত্রো ন সিদ্ধ্যতি॥

পাষাণে বসিয়া জপ পূজা করিলে দুঃখ, কাষ্ঠাসনে নানাবিধ রোগ এবং বস্ত্রাসনে শ্রীলাভ হয়। ভূমিতে উপবেশনপূর্ব্বক জপ পূজা করিলে মন্ত্র কদাচ সিদ্ধ হয় না॥ ঐ ৪১।

শক্ত্যা ত্রিসবনং স্নানমশক্তো দ্বিঃ সকৃচ্চ বা।
ত্রিসন্ধ্যং প্রজপেন্মন্ত্রং পূজনঞ্চ সমংভবেৎ॥

শক্ত ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা, অশক্ত ব্যক্তি দুইবার বা একবার স্নান করিয়া ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্র জপ ও দেবতার পূজা করিবে; অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিয়া পূজাঙ্গ অষ্টোত্তর শতবার জপ করা কর্ত্তব্য॥ তন্ত্রসার।

একদা বা ভবেৎ পূজা জপো ভবেৎ পূজনং বিনা।
জপান্তে বা ভবেৎপূজা পূজান্তে বা জপেন্মনুম্।
প্রাতঃকালং সমারভ্য জপেন্মধ্যন্দিনাবধি॥

অশক্ত হইলে একবার পূজা করিলেও পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইবে। জপের অন্তে পূজা অথবা পূজার অন্তে জপ করিবে। প্রাতঃকালে জপ আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত জপ করা বিধেয়; অর্থাৎ অধিক সময় জপ করিলে জিহ্বার জড়তাদি দোষে জপ সংখ্যার নিয়মভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা; অতএব অধিক সময় জপ করিবে না॥ ঐ।

মনঃসংহৃত্য বিষয়ান্ মন্ত্রার্থগতমানসঃ।
ন দ্রুতং ন বিলম্বঞ্চ জপেন্মৌক্তিক হারবৎ॥

জপকালে বিষয়চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক মন্ত্রার্থভাবনা করিয়া অতি দ্রুত ও অতি বিলম্ব না হয়, এইরূপে মুক্তাহারের ন্যায় জপ করিবে॥ ঐ

সকৃদুচ্চরিতে শব্দে প্রণবং সমুদীরয়েৎ।
প্রোক্তে গোনদবে শব্দে প্রাণায়ামং সমুচ্চরেৎ।

বহুপ্রলাপী আচম্য ন্যাসাঙ্গানি ততোজপেৎ ॥

জপ কালে অন্য শব্দ উচ্চারণ করিলে তৎক্ষণাৎ প্রণব মন্ত্র (ওঙ্কার) পাঠ করিয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে। পারস্য শব্দ উচ্চারণ করিলে একবার প্রাণায়াম করিবে। অনেক কথা বলিলে আচমন ও অঙ্গন্যাসাদি করিয়া পুনর্ব্বার জপ আরম্ভ করিবে ॥ তন্ত্রসার।

বিণ্মূত্রোৎসর্গশঙ্কাদিযুক্তঃ কর্ম্ম করোতি যঃ।
জপার্চ্চনাদিকং সর্ব্বমপবিত্রং ভবেৎ প্রিয়ে ॥

যে ব্যক্তি মলমূত্রাদির বেগ ধারণ করিয়া জপ পূজাদি করে, তাহার সেই জপপূজাদি সমস্ত কর্ম্মই অপবিত্র হয় ॥ ঐ।

মলিনাম্বরকেশাদি মুখদৌর্গন্ধসংযুক্তঃ।
যো জপেত্তং দহত্যাশু দেবতা গুপ্তিসংস্থিতা।

মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া কেশ ও মুখাদির দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া জপ করিলে, দেবতা গুপ্তভাবে সেই সকল জপফল শীঘ্র দগ্ধ করেন ॥ ঐ

আলস্যং জৃম্ভ[illegible]নিদ্রাঃ ক্ষুতং নিষ্ঠীবনংভয়ং।
নীচাঙ্গস্পর্শনং কোপং জপকালে বিবর্জ্জয়েৎ ॥

আলস্য, জৃম্ভন, নিদ্রা, ক্ষুত, (হাঁচি) থুৎকার,ভয়, নীচাঙ্গস্পর্শন ও কোপ এই সকল জপকালে পরিত্যাগ করিবে ॥ ঐ।

ন বীক্ষেৎ পতিতং ব্রাত্যং পিশুনং দেবনিন্দকং।
তথা নাশ্রমিনং বিপ্রং তথা বিশ্ববিনিন্দকং ॥

জপকালে পতিত, ব্রাত্য, খল, দেবনিন্দক, অনাশ্রমিব্রাহ্মণ ও বিশ্বনিন্দক এই সকল ব্যক্তিকে দর্শন করিবে না ॥ তন্ত্রসার।

পুরশ্চরণকালে তু যদি স্যাম্মৃতসূতকং।
তথাপি কৃতসঙ্কল্পো ব্রতংনৈব পরিত্যজেৎ ॥

পুরশ্চরণকালে মৃতাশৌচ বা জাতকাশৌচ উপস্থিত হইলেও সঙ্কল্পিত ব্রত পরিত্যাগ করিবে না ॥ ঐ।

শয়ীত কুশশয্যায়াং শুচিবস্ত্রধরঃ সদা।
প্রত্যহংক্ষালয়েৎ শয্যামেকাকী নির্ভয়ঃ স্বপেৎ ॥

পুরশ্চরণ কালে শুচিবস্ত্র পরিধান করিয়া কুশশয্যাতে শয়ন করিবে। প্রতিদিন শয্যা ধৌত করিয়া একাকী নির্ভয়চিত্তে শয়ন করিয়া থাকিবে ॥ ঐ।

মার্জ্জারং কুক্কুটং ক্রৌঞ্চং শ্বানং শূদ্রং কপিং খরং।
দৃষ্ট্বাচামা জপেচ্ছেষং স্পৃষ্ট্বা স্নানং বিধিয়তে ॥

মার্জ্জার, কুক্কুট, বক, কুক্কুর, শূদ্র, বানর ও গর্দ্দভ, জপকালে এই সকল দর্শন করিলে, আচমন করিয়া এবং স্পর্শ করিলে, স্নান করিয়া শেষজপ সমাপন করিবে ॥ ঐ

অশুচির্বা শুচির্ব্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি।
মন্ত্রৈকশরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদাভ্যসেৎ।
ন দোষো মানসে জাপ্যে সর্ব্বদেশেপি সর্ব্বদা।

মানস-জপে কোন নিয়ম নাই।

অশুচি কিম্বা শুচি হউক, গমনকালে, ভোজনকালে, স্থিতিকালে এবং নিদ্রাকালে সর্ব্বদা মানসে মন্ত্র স্মরণ করিবে। মানসজপে কোন স্থানাদি দোষ বিবেচনা করিতে হয় না। তন্ত্রসার।

জপঃ স্যাদক্ষবাবৃত্তির্মানসো পাংশু বাচিকৈঃ।
ধিয়া যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণস্বরপদাত্মিকাম্।
উচ্চবেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
জিহ্বৌষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিৎ দেবতাগতমানসঃ।
কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্যঃ স্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ।

অর্থ উদ্দেশ করিয়া মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণ করার নাম জপ। ইহা তিন প্রকার,—মানসিক, উপাংশু ও বাচনিক। মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করাকে মানসিক জপ বলে, আর জিহ্বা ও ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ চালনাপূর্ব্বক কেবল নিজের শ্রবণগোচর যে জপ, তাহা উপাংশু॥ ঐ।

উচ্চৈর্জপোঽধমঃপ্রোক্ত উপাংশুর্মধ্যমঃ স্মৃতঃ।
উত্তমোমানসো দেবি ত্রিবিধঃ কথিতো জপঃ।
অহম্মাজপঃ সবিজ্ঞেয়ঃ কেবলং জিহ্বয়া বুধৈঃ॥

বাক্যদ্বারা উচ্চারিত জপকে বাচিক জপ বলে। বাচিক জপ অধম, উপাংশু জপ মধ্যম এবং মানস জপ উত্তম। হে দেবি! এই তিন প্রকার জপ কথিত হইল॥ ঐ

অতিহ্রস্বো ব্যাধিহেতু রতিদীর্ঘো বসুক্ষয়ঃ।
অক্ষরাক্ষরসংযুক্তং জপেন্মৌক্তিকহারবৎ॥

অতি বিলম্ব জপে ব্যাধি জন্মে এবং অতি দ্রুত জপে ধনক্ষয় হয়, অতএব অক্ষরে অক্ষরে সংযোগ করিয়া, মুক্তাহারের ন্যায় সমভাবে জপ করিবে॥ তন্ত্রসার।

মনসা যৎস্মরেৎ স্তোত্রং বচসা বা মনুংস্মরেৎ।
উভয়ং নিষ্ফলং যাতি ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা॥

মানসে যে স্তব পাঠ এবং বাক্য দ্বারা যে মন্ত্র জপ করা হয়, সেই স্তব ও মন্ত্র উভয়ই ভগ্নভাণ্ডস্থিত জলের ন্যায় নিষ্ফল হয়॥ ঐ।

পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্তু কেবলাঃ।
সৌষুম্নধ্বন্যুচ্চরিতা প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি তে॥

পশুভাবে স্থিত যে মন্ত্র তাহা কেবল বর্ণ মাত্র। সুষুম্নাধ্বনিতে উচ্চারিত করিয়া জপ করিলে প্রভুত্ব লাভ হয়॥ ঐ।

মন্ত্রাক্ষরাণি চিৎশক্তৌ প্রোতানি পরিভাবয়েৎ।
তমেব পরমব্যোম্নি পরমানন্দবৃংহিতে॥

মন্ত্রের অক্ষর সকল চিৎশক্তিতে গ্রথিত করিয়া ভাবনা করিবে। তাহাতে পরমানন্দ বর্দ্ধিত হয়॥ ঐ।

মূলমন্ত্রং প্রাণবুদ্ধ্যা সুষুম্নামূলদেশকে।
মন্ত্রার্থংতস্য চৈতন্যং জীবংধ্যাত্বা পুনঃপুনঃ॥

মূলমন্ত্রের অর্থ ভাবনা করতঃ তাহাকে সুষুম্নার মূলদেশে জীবরূপে চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ জপ করিবে॥ ঐ।

মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।
ন সিদ্ধ্যতি বরারোহে কল্পকোটিশতৈরপি॥

মন্ত্র, শিব ও শক্তি ইহাদিগকে

বিভিন্ন স্থান করিলে শতকোটি কল্পেও সিদ্ধি হয় না ॥ তন্ত্রসার।

জাতসূতকমাদৌ স্যাত্তদন্তে মৃতসূতকং।
সূতকদ্বয়সংযুক্তো যো মন্ত্রঃ স ন সিদ্ধতি ॥

মন্ত্র উচ্চারণের পূর্ব্বে মন্ত্রের জাতকাশৌচ হয় এবং মন্ত্রোচ্চারণের পরে তাহার মৃতাশৌচ হয়, এই অশৌচদ্বয় সংযুক্ত মন্ত্র কদাচ সিদ্ধ হয় না ॥ কুলার্ণবে।

অতস্তদ্রহিতং কৃত্বা মন্ত্রমাবর্ত্তয়েৎ সদা।
সূতকদ্বয়সংযুক্তো যো মন্ত্রঃ স হি সিদ্ধতি ॥

অতএব উক্ত অশৌচদ্বয় রহিত করিয়া মন্ত্র জপ করিবে, অশৌচদ্বয় বিহীন মন্ত্র সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদান করে ॥ ঐ।

তস্মাদ্দেবি প্রযত্নেন প্রণবেণ পুটিতং মনুম্।
অষ্টোত্তরশতং বাপি সপ্তবারং জপাদিতঃ।
জপান্তে চ ততো জপ্যাচ্চতুর্ব্বর্গফলাপ্তয়ে।
ব্রহ্মবীজং মনোর্দ্দ্বা চাদান্তে পরমেশ্বরি।
সপ্তবারং জপেন্মন্ত্রং সূতকদ্বয়মুক্তয়ে ॥

অতএব সাধক, চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত জপের আদি ও অন্তে মূল মন্ত্রের পূর্ব্ব ও পরে ওঙ্কার সংযুক্ত করিয়া অষ্টোত্তর শতবার বা সপ্তবার মন্ত্র জপ করিয়া প্রকৃত জপ করিবে; এইরূপ করিলে মূল মন্ত্র উক্ত অশৌচদ্বয় হইতে বিমুক্ত হয় ॥ তন্ত্রসার।

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ।
শতকোটি জপেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥

যে ব্যক্তি মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতন্য ও যোনিমুদ্রা না জানিয়া জপ করে, শত কোটি জপ করিলেও তাহার সিদ্ধি লাভ হয় না। কুলার্ণবে।

লুপ্তবীজাশ্চ যে মন্ত্রা ন দাস্যন্তি ফলং প্রিয়ে।
মন্ত্রাশ্চৈতন্য সহিতাঃ সর্ব্বসিদ্ধিকরাঃ স্মৃতাঃ ॥

হে প্রিয়ে! চৈতন্যরহিত মন্ত্র কোন ফলদায়ক হয় না, চৈতন্য সহিত মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ॥ তন্ত্রসার।

চৈতন্যরহিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তবর্ণাস্তু কেবলাঃ।
ফলং নৈব প্রযচ্ছন্তি লক্ষকোটি শতৈরপি ॥

অচৈতন্য মন্ত্র কেবল বর্ণ মাত্র, তাহা শত লক্ষ কোটি জপেও কোন ফল প্রদান করিতে পারে না ॥ ঐ

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তমারভ্য মধ্যাহ্নং প্রজপেন্মনুম্।
অত ঊর্দ্ধং কৃতে জাপো বিনাশায় ভবেদ্ধ্রুবম্।
পুরশ্চর্য্যাবিধাবেবং সর্ব্বকাম্যফলেষ্বপি ॥
নিত্যে নৈমিত্তিকে বাপি তপশ্চর্য্যাসু বা পুনঃ।
সর্ব্বদৈব জপঃ কার্য্যো ন দোষস্তত্র কশ্চন ॥

ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে। ইহার অতিরিক্ত কাল জপ করিলে সাধক নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পুরশ্চরণ কার্য্যে, সকল প্রকার কাম্য কর্ম্মে, নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্যে এবং তপশ্চর্য্যাতে এইরূপ নিয়মানুসারে জপ করিবে, তাহা হইলে কোন দোষের সম্ভাবনা থাকে না ॥

শি-গী ১৬।৫৬-৫৮।

দেবতা গুরুমন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া।
জপেদেকমনাঃ প্রাতঃকালং মধ্যাহ্নাবধি ॥

প্রতিদিন গুরু, মন্ত্র ও দেবতার ঐক্যজ্ঞান করিয়া একাগ্রচিত্তে দিবার মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত জপ করিবে ॥ তন্ত্রসার।

যৎসংখ্যয়া সমারব্ধং তৎকর্ত্তব্যমহর্নিশম্।
যদি ন্যূনাধিকং কুর্য্যাদ্‌ব্রতভ্রষ্টো ভবেন্নরঃ ॥

আরম্ভ দিবসে যত সংখ্যায় জপ করিবে, প্রতিদিন তত সংখ্যাতে জপ করা কর্ত্তব্য। যদি কোন দিন ন্যূন কিম্বা কোন দিন অধিক জপ করা হয়, তাহা হইলে ব্রতভঙ্গ হইবে ॥ ঐ।

কৃতে জপস্তু কল্পোক্তস্ত্রেতায়াং দ্বিগুণো জপঃ
দ্বাপরে ত্রিগুণঃ প্রোক্তশ্চতুর্গুণজপঃ কলৌ ॥

সত্যযুগে যে দেবতার যত সংখ্যা জপ উক্ত আছে তাহাই করিবে, ত্রেতাযুগে দ্বিগুণ, দ্বাপর যুগে ত্রিগুণ ও কলিযুগে চতুর্গুণ জপ করিবে ॥ ঐ।

এবং জপং পুরা কৃত্বা তেজোরূপং সমর্পয়েৎ।
দেবস্য দক্ষিণে হস্তে কুশপুষ্পার্ঘ্যবারিভিঃ ॥

এইরূপে সাধক প্রকৃত জপ সংপূর্ণ করিয়া কুশ, পুষ্প, অর্ঘ্য ও জলের সহিত তেজোরূপ জপ দেবতার দক্ষিণ হস্তে সমর্পণ করিবে ॥ ঐ।

স কলং তদ্বিভাব্যৈবং প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।
জপস্যাদৌ জপান্তেচ ত্রিতয়ং ত্রিতয়ং চরেৎ ॥

তদনন্তর জপ সকল জ্ঞান করিয়া প্রাণায়াম করিবে। জপের আদি ও অন্তে তিনবার প্রাণায়াম করিবে। তন্ত্রসার।

এবং জপং পুরা কৃত্বা গন্ধাক্ষতকুশোদকৈঃ।
জপংসমর্পয়েদ্দেব্যা বামহস্তে বিচক্ষণঃ ॥

(শক্তি বিষয়েও) এইরূপে সাধক প্রকৃত জপ সংপূর্ণ করিয়া গন্ধ, আতপ তণ্ডুল, কুশ ও জলের সহিত সেই জপ দেবীর বাম হস্তে সমর্পণ করিবে ॥ ঐ।

জপান্তে প্রত্যহং দেবি হোময়েত্তদ্দশাংশতঃ।
তর্পণঞ্চাভিষেকঞ্চ তত্তদ্দশাং শতো মুনে ॥
প্রত্যহং ভোজয়েদ্বিদ্বান্ ন্যূনাধিক্য প্রশান্তয়ে।
অথবা সর্ব্বসংপূর্ণে হোমাদিকমথাচরেৎ ॥

পুরশ্চরণে প্রতিদিন জপান্তে জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক, অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণ ভোজনে জপের ন্যূনাধিক্য দোষ শান্তি হয় ॥ ঐ।

যদ্যদঙ্গং বিহীনং স্যাত্তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ।
কুর্ব্বীত ত্রিচতুঃপঞ্চ যথাসংখ্যং দ্বিজাদয়ঃ ॥

পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণে যে যে অঙ্গহীন হইবে, ব্রাহ্মণের পক্ষে সেই সেই অঙ্গ সংখ্যার দ্বিগুণ, ক্ষত্রিয়ের

ত্রিগুণ, বৈশ্যের চতুর্গুণ এবং শূদ্রের পঞ্চগুণ জপ করিতে হইবে॥

তন্ত্রসার।

যদি কামী ভবত্যত্র শূদ্রোপি হোমকর্ম্মণি।
বহ্নিজায়াং পরিত্যজ্য হৃদয়ান্তেন হোময়েৎ॥

যদি শূদ্র হোম কর্ম্মে অভিলাষী হয়, তবে স্বাহা শব্দের পরিবর্ত্তে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে।।

ঐ।

যদ্যদঙ্গং বিহীয়েত তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ।
কর্ত্তব্যশ্চাঙ্গসিদ্ধ্যর্থং তদশক্তেন ভক্তিতঃ॥
নচেদঙ্গং বিহীয়েত তদ্বিশিষ্টমবাপ্নুয়াৎ।
বিপ্রভোজন মাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গংভবেদ্ধ্রুবং।
যদ্যদ্ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজঃ সাক্ষাত্তত্তদ্ভুঙ্‌ক্তে হরিঃ স্বয়ং॥

পুরশ্চরণ কার্য্যে যে যে অঙ্গ বিহীন হয়, তত্তৎসংখ্যায় দ্বিগুণ জপ করিবে। ব্রাহ্মণ ভোজন মাত্রে অঙ্গহীন কার্য্য সংপূর্ণ হয়। যে যে দ্রব্য ব্রাহ্মণগণ ভোজন করেন, তৎসমুদায় স্বয়ং হরিরই ভোজন হইয়া থাকে॥

ঐ।

নিয়মঃ পুরুষে জ্ঞেয়ো ন যোষিৎসু কথঞ্চন।
ন ন্যাসো যোষিতামত্র ন ধ্যানং ন চ পূজনং।
কেবলং জপমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিদ্ধ্যন্তি যোষিতাং॥

পূর্ব্বে যে সকল নিয়ম কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায় কেবল পুরুষের পক্ষেই জানিবে; স্ত্রীর পক্ষে কোন নিয়ম নাই। ন্যাস, ধ্যান, পুজাদি না করিলেও কেবল জপ মাত্রেই স্ত্রীর সিদ্ধি লাভ হয়।।

তন্ত্রসার।

দীক্ষাহীনান্ পশূন্ যস্তু ভোজয়েদ্বা স্বমন্দিরে।
স যাতি পরমেশানি নরকানেকবিংশতিম্॥

যে ব্যক্তি দীক্ষাহীন ব্রাহ্মণকে নিজগৃহে ভোজন করায়, তাহার একবিংশতি প্রকার নরকভোগ হইয়া থাকে।।

ঐ।

গুরবে দক্ষিণান্দদ্যাদ্ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ।
গুরুসন্তোষমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্॥

পুরশ্চরণান্তে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া গুরুদেবকে দক্ষিণা দিবে। গুরু সন্তুষ্ট হইলেই সকল কার্য্য সফল হয়॥

ঐ।

গুরোরভাবে তৎপুত্রায় তৎপত্ন্যৈ বা নিবেদয়েৎ।
তয়োরভাবে দেবেশি ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ॥

গুরুর অভাবে গুরুপুত্র এবং গুরুপুত্রাভাবে গুরুপত্নীকে দক্ষিণা দিবে। গুরুপুত্র ও গুরুপত্নীর অভাবে ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিবে॥

ঐ।

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাদাদৌ তমর্চ্চয়েৎ।
তদন্তে মহতীং পূজাং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ॥

গুরুদেবই পরমব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন; অতএব আদিতে গুরুর অর্চ্চনা করিয়া তদন্তে মহা পূজা করিবে॥

ঐ।

সুবাসিনীঃ কুমারীশ্চ ভূষণৈরপি ভূষয়েৎ।
মিষ্টান্নং বহুশঃ কার্য্যং ভুঞ্জীত বন্ধুভিঃ সহ।
এবং সিদ্ধমনুর্মন্ত্রী সাধয়েৎ সকলেপ্সিতান্ ॥

তদনন্তর সুবাসিনী কুমারীর পূজা করিয়া তাহাদিগকে বিবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে। এইরূপে মন্ত্র সিদ্ধ হইলে সাধকের সকল মনোরথ পূর্ণ হয় ॥ কুলার্ণবে।

এবং যঃ কুরুতে দেবি পুরশ্চরণকং প্রিয়ে।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দেবীসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥

হে দেবি! এইরূপে যে ব্যক্তি পুরশ্চরণ করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেবীর সাযুজ্য লাভ করে ॥ ঐ।

গ্রহণেঽর্কস্য চেন্দোর্বা শুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ।
নদ্যাং সমুদ্রগামিন্যাং নাভিমাত্রোদকে স্থিতঃ ॥
স্পর্শাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥

চন্দ্র কিম্বা সূর্য্য গ্রহণকালে উপবাস করিয়া সমুদ্রে বা নদীতে নাভিমাত্র জলে অবস্থিত হইয়া একাগ্রচিত্তে গ্রহণ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইষ্ট মন্ত্র জপ করিবে ॥ তন্ত্রসার।

অপি শুদ্ধোদকে স্নাত্বা শুচৌ দেশে সমাহিতঃ।
গ্রাসাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥

(নদীতে কুম্ভীরাদির ভয় থাকিলে) শুদ্ধ জলে স্নান করিয়া পবিত্র স্থানে বসিয়া গ্রাস হইতে বিমুক্তি পর্য্যন্ত এক চিত্তে জপ করিবে ॥ তন্ত্রসার।

জপাদ্দশাংশতো হোমঃ তথা হোমাত্তু তর্পণং।
তর্পণস্য দশাংশেন চাভিষেকং সমাচরেৎ ॥
অভিষেকদশাংশেন কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণ ভোজনম্।
এবং কৃত্বা তু মন্ত্রস্য জায়তে সিদ্ধিরুত্তমা ॥

গ্রহণমুক্তি পর্য্যন্ত যত সংখ্যক জপ হইবে, তদ্দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক, অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পুরশ্চরণ সাঙ্গ করিবে। এইরূপে গ্রহণ কালে মন্ত্র জপ করিলে সকল সিদ্ধি লাভ হয় ॥ ঐ।

শ্রাদ্ধাদেরনুরোধেন যদি জপাংস্ত্যজেন্নরঃ।
স ভবেদ্দেবতাদ্রোহী পিতৄন্ সপ্তনয়ত্যধঃ ॥

গ্রহণকালে অবশ্য জপ করিবে, যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধাদির অনুরোধে জপ পরিত্যাগ করে, সে দেবদ্রোহী হইয়া পিতৃলোককে অধঃপাতিত করে। অর্থাৎ যদি পুরশ্চরণ আরম্ভ করিলে গ্রহণ হয়, তাহা হইলে আরব্ধ জপ পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিবে না ॥ ঐ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

অষ্টাঙ্গযোগ।

(যোগের প্রশংসা)

আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।
তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে॥

আত্মপ্রযত্ন, অর্থাৎ যম নিয়ম প্রভৃতির অধীন যে বিশিষ্ট সত্ত্বময়ী মনোবৃত্তি, তাহাদ্বারা পরম ব্রহ্মের সংযোগ হইলে তাহা যোগ শব্দে অভিহিত হয়॥ বি-পু, ৬।৭।৩১।

এবমত্যন্তবৈশিষ্ট্য-যুক্তধর্ম্মোপলক্ষণঃ।
যস্য যোগঃ স বৈ যোগী মুমুক্ষুরভিধীয়তে॥

এইরূপ বিশিষ্ট ধর্ম্মাক্রান্ত যোগ যে ব্যক্তিতে আছে, তিনিই যোগী ও মুমুক্ষু শব্দের বাচ্য হয়েন॥ ঐ ৩২।

যোগযুক্ প্রথমং যোগী যুঞ্জমানো বিধীয়তে।
বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু পরং ব্রহ্মোপলব্ধিমান্॥

যিনি প্রথমত যোগাভ্যাসে প্রবর্ত্ত হন, তাঁহাকে যোগযুক্ বলা যায়; যোগ যাঁহার অনেক অংশে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাঁহাকে যুঞ্জান বলা যায় এবং যিনি পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন তাঁহার নাম বিনিষ্পন্নসমাধি॥ ঐ ৩৩।

যদ্যান্তরায়দোষেণ দূষ্যতে নাস্য মানসম্।
জন্মান্তরৈরভ্যসতো মুক্তিঃ পূর্ব্বস্য জায়তে॥

যদি (আলস্য, তীব্র ব্যাধি, প্রমাদ, স্থান-সংশয়, অনবস্থিতচিত্ততা, অশ্রদ্ধা, ভ্রান্তিদর্শন, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, বিষয়-লোলতা প্রভৃতি) অন্তরায় দ্বারা মন সমধিক দূষিত না হয়, তাহা হইলে যোগযুক্ ব্যক্তি যোগাভ্যাস করিতে করিতে জন্মান্তরে মুক্তি লাভ করিতে পারেন॥ বি-পু ৬।৭।৩৪।

বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি।
প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নিদগ্ধকর্ম্মচয়োঽচিরাৎ॥

বিনিষ্পন্নসমাধি যোগী সেই এক-জন্মেই মুক্তি লাভ করেন। তাঁহার পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদায় যোগাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া থাকে॥ ৩৫।

ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন
যোগেনৈকেনামৃতত্বমাপুঃ।
পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং
বিভ্রাজতে যদ্‌যতয়ো বিশন্তি॥

যোগাভ্যাস ভিন্ন অন্যান্য কর্ম্মানুষ্ঠান, কিংবা অপত্যোৎপাদন, অথবা ধনোপার্জ্জন দ্বারা অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ হয় না। শুদ্ধ যোগ প্রভাবেই সাধক সর্ব্ব জীবের হৃৎ-পুণ্ডরীকস্থ পরমাত্মার সহিত সেই পরম ধামে বিরাজমান হয়েন, যথায়

যতি অর্থাৎ পরমহংসগণ অধিগমন করেন ॥(১) কৈবল্যোপনিষৎ ১।৪।

---

(১) মহাভারতে লিখিত আছে যে,—"সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা সাঙ্খ্যের ও যোগীরা যোগেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। যোগীগণ ঈশ্বরব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই বলিয়া আপনাদিগের মতের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন, কিন্তু সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা কহেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যিনি তত্ত্বসমূহ অবগত হইয়া বিষয় হইতে বিমুক্ত হন, তিনি দেহ নাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তিলাভে অধিকারী হন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এই মুক্তিকে সাঙ্খ্যমতোক্ত মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। * * * যোগ প্রত্যক্ষপ্রমাণ ও সাঙ্খ্যমত শাস্ত্রপ্রমাণ। এই উভয় মতই যথার্থ ও সাধুসম্মত। শাস্ত্রানুসারে ঐ উভয়ের মধ্যে অন্যতরের অনুষ্ঠান করিলেই মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে। * * * মানবগণ যোগবলে কাম, ক্রোধ, মোহ, অনুরাগ ও স্নেহ এই পাঁচ দোষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভে অধিকারী হয়। বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য সমুদায় যেমন জাল বিদারণপূর্ব্বক জলমধ্যে প্রবেশ করে এবং বলবান্ মৃগগণ যেমন বাগুরা ছিন্ন করিয়া নিরাপদ পথে সমুত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ যোগবলান্বিত যোগীগণ লোভজনিত বন্ধন সমুদায় ছেদন পূর্ব্বক যোগবলে অনায়াসে অতি সুবিমল মঙ্গলকর মোক্ষমার্গে গমন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু যে যোগীগণের যোগবল না জন্মে, তাঁহাদিগকে বাগুরানিপতিত দুর্ব্বল মৃগের ন্যায়, জালনিবদ্ধ বলহীন মৎস্যের ন্যায় ও পাশবদ্ধ ক্ষীণবল বিহঙ্গমের ন্যায় কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতে হয়। যোগবলই মুক্তিলাভের অদ্বিতীয় উপায়। যোগবলবিহীন যোগীরা বৃহত্তর কাষ্ঠ সমাক্রান্ত অল্পমাত্র অগ্নির ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যান। কিন্তু যে সকল যোগী যোগবলসম্পন্ন, তাঁহারা অনায়াসে সমীরণসঞ্চালিত প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায়, কল্পান্তকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সমুদায় জগৎ দগ্ধ করিতে পারেন। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা যেমন স্রোতঃ প্রভাবে দূরে অপনীত হয়, তদ্রূপ যোগবলবিহীন অজিতেন্দ্রিয় যোগীরা বিষয় কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু মহাস্রোত যেমন মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষয় সমুদায় যোগবলসম্পন্ন যোগীদিগকে কোনরূপেই বিচালিত করিতে পারে না। যোগবলান্বিত মহাত্মারা কাহারও বশীভূত না হইয়া প্রজাপতি, ঋষি, দেবতা ও মহাভূতগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। ভীমপরাক্রম কাল, যম ও মৃত্যু ক্রুদ্ধ হইয়াও তাঁহাদিগকে আক্রমন করিতে সমর্থ হন না। তাঁহারা যোগবলে অসংখ্য দেহ ধারণ করিয়া সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে পারেন। যোগবলান্বিত যোগীগণের মধ্যে কেহ কেহ যোগৈশ্বর্য্য মাত্র লাভ করিয়া নিরস্ত হন, আর কেহ কেহ, সূর্য্য যেমন কিরণজাল বিস্তার করিয়া ক্রমে ক্রমে উহা সঙ্কুচিত করেন, তদ্রূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া ক্রমে ক্রমে উহাতে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া থাকেন। সংসারপাশচ্ছেদনে সমর্থ,যোগবল—পরিপূর্ণ যোগীরা অনায়াসে মোক্ষ লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। * * * ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তিরা যেমন অপ্রমত্ত ও সমাহিত হইয়া লক্ষ্য ভেদ করেন, তদ্রূপ যোগীগণ অনন্যমনে যোগসাধন করিয়াই মোক্ষ লাভ করেন। লোকে যেমন স্নেহপূর্ণ পাত্র মস্তকে সংস্থাপিত করিয়া অনন্যমনে সোপানে আরোহণ করে, তদ্রূপ যোগশীল ব্যক্তি সাবধান হইয়া আত্মাকে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, নির্ম্মল ও নিশ্চল করিয়া ক্রমে ক্রমে যোগসম্বন্ধীয় উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়া থাকেন। কর্ণধারগণ যেরূপ সতর্ক চিত্তে অবিলম্বে অর্ণবগত পোত লইয়া পর পার প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যোগবিৎ মহাত্মারা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত ঐক্য করিয়া দুর্লভ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। সারথি যেমন রথে সুলক্ষণাক্রান্ত অশ্বগণকে সংযোজন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে সত্বরে রথীকে অভীষ্ট দেশে লইয়া যায়, তদ্রূপ যোগীগণের

অশান্তং মানসং লোকে শান্তং স্যাৎ *

যোগচার্য্যয়া।

তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন যোগঃ সাধ্যো মহেশ্বরি॥

মহেশ্বরি! লোকের মন স্বভাবতঃ অশান্ত; ইহা কেবল যোগবলেই শান্তি লাভ করে। অতএব সকল প্রকার যত্ন সহকারে যোগ সাধন করা কর্ত্তব্য॥ কা-ত ২।১।

নাস্তি মায়াসমং পাশং নাস্তি যোগাৎ পরং

বলং।

নাস্তি জ্ঞানাৎ পরোবন্ধুর্নাহঙ্কারাৎ

পরোরিপুঃ॥

যাদৃশ মায়ার সমান পাশ নাই, জ্ঞানের সমান মিত্র নাই ও অহঙ্কারের সমান শত্রু নাই, তাদৃশ যোগের সমান শক্তি নাই (১)॥

ঘে-সং।

অভ্যাসাৎ কাদি বর্ণানি যথা শাস্ত্রাণি

বোধয়েৎ।

তথা যোগং সমাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে॥

যেমন "ক, খ" প্রভৃতি বর্ণ সকল অভ্যাস দ্বারা ক্রমে সকল শাস্ত্র বোধ হয়, সেইরূপ যোগশাস্ত্র অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়॥ ঘে-সং।

সুকৃতৈর্দুষ্কৃতৈঃ কার্য্যৈর্জায়তে প্রাণিনাং ঘটঃ।

ঘটাদুৎপদ্যতে কর্ম্ম ঘটিযন্ত্রং যথা ভ্রমেৎ॥

ঊর্দ্ধাধো ভ্রমতে যদ্বদ্ঘটিযন্ত্রং গবাং বশাৎ।

তদ্বৎ কর্ম্মবশাজ্জীবো ভ্রমতে জন্মমৃত্যুভিঃ॥

সৎকার্য্য দ্বারা পুণ্য ও অসৎকার্য্য দ্বারা পাপ ভোগের নিমিত্ত প্রাণিবর্গের এই পার্থিব শরীর সৃষ্ট হইয়াছে। যেমন ঘটিকা যন্ত্র নিরন্তর ঊর্দ্ধাধোভাগে ভ্রাম্যমান হয়, তদ্রূপ জীবগণ কর্ম্মবশে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু, সুখদুঃখ প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থানুগত কর্ম্মফল ভোগ করে॥ ঐ।

আমকুম্ভমিবাম্ভস্থো জীর্য্যমাণঃ সদা ঘটঃ।

যোগানলেন সংদহ্য ঘটশুদ্ধিং সমাচরেৎ॥

যেমন জলপূর্ণ আমমৃত্তিকার কলস গলিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে

মন ইন্দ্রিয় সমুদায়ের সাহায্যে তাঁহাদের দেহস্থিত আত্মাকে পরম স্থানে নীত করে। সুশিক্ষিত রথীর হস্তনির্ম্মুক্ত শর যেমন লক্ষ্যে নিপতিত হয়, তদ্রূপ যোগবলসমন্বিত যোগীর আত্মা অচিরাৎ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। যে ব্যক্তি জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সংযোজন পূর্ব্বক অচলের ন্যায় স্থির হইয়া যোগসাধন করিতে পারেন, তিনিই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানীদিগের লভ্য সনাতন মোক্ষপদলাভে সমর্থ হন।"

শান্তিপর্ব্ব ৩০১ অধ্যায়।

(১) যোগীগণ যোগাভ্যাস দ্বারা অশেষবিধ অদ্ভুত ও অভাবনীয় শক্তি লাভ করেন। যোগসিদ্ধ হইলে, বাকসিদ্ধি, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, অতি সূক্ষ্মদর্শন, পরশরীরপ্রবেশ, অন্তর্দ্ধান শূন্যপথে বিচরণ, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্তি দেবতুল্যত্ব ও মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ প্রভৃতি ক্ষমতা জন্মে। ক[illegible] এই ব্রহ্মাণ্ডে যোগির অসাধ্য ও অগোচর কিছুই থাকে না। যোগধর্ম্ম ব্রহ্মস্বরূপ ও সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম্মদ্বারা জীবের মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

থাকে, কিন্তু উহাকে অগ্নি সংযোগ দ্বারা দগ্ধ করিলে স্থায়ী ও ব্যবহারোপযোগী হয়, তদ্রূপ এই জীবনবিশিষ্ট দেহও নিরন্তর জীর্ণ ও ক্ষয়িত হইতেছে, ইহাকে যোগাভ্যাস দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইবে ॥

যে-সং।

বিশ্বস্য বেশিকা শক্তির্নেত্রাভ্যাং পরিদৃশ্যতে।
তত্রস্থঃ তু মনোগম্যা যামমাত্রং ভবেদিহ।
তস্যায়ুর্বর্দ্ধতে নিত্যং ঘটিকাত্রিপ্রমাণতঃ।

যোগিব্যক্তি যোগবলে ব্রহ্মাণ্ডের প্রবেশিকাশক্তি স্বচক্ষে দর্শন করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় ব্যাপার অনায়াসে অবগত হয়েন, তাঁহার মন প্রহরকাল মধ্যে সমস্ত জগতে পরিভ্রমণসামর্থ্য ধারণ করিতে পারে এবং তাঁহার জীবন প্রতিক্ষণেই তিন ঘটিকা করিয়া বৃদ্ধি হয় ॥ প-স্ব ৩১৪।

(যোগসিদ্ধির উপায় কথন)

শ্রদ্ধয়াত্মবতাং পুংসাং সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতা।
অন্যেষাঞ্চ ন সিদ্ধিঃ স্যাত্তস্মাদ্যত্নেন সাধয়েৎ ॥

আত্মবশীভূতকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত পুরুষেরই নিশ্চিত সিদ্ধি লাভ হয়। তদ্ব্যতীত অশ্রদ্ধাবান্ ও অনাত্ম পুরুষের কখন সিদ্ধি লাভ হয় না। অতএব শ্রদ্ধাযুক্ত* হইয়া অতিশয় যত্ন সহকারে যোগ সাধন করিবে ॥ শি-সং ৩।১৬।

ন ভবেৎ সঙ্গযুক্তানাং তথা বিশ্বাসিনামপি।
গুরুপূজাবিহীনানাং তথা চ বহুসঙ্গিনাং।
মিথ্যাবাদরতানাঞ্চ তথা নিষ্ঠুরভাষিণাং।
গুরুসন্তোষহীনানাং ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচন ॥

ইন্দ্রিয়-সম্বযুক্ত বা অসজ্জন-সঙ্গযুক্ত ব্যক্তি, অবিশ্বাসী, গুরুপূজাবিহীন, বহুসঙ্গকারী, মিথ্যাবাক্যরত, নিষ্ঠুরভাষী এবং গুরু-সন্তোষবিহীন ব্যক্তিদিগের কদাচ সিদ্ধি লাভ হয় না ॥ ঐ ১৭।

ফলিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেঃ প্রথম লক্ষণং।
দ্বিতীয়ং শ্রদ্ধয়াযুক্তং তৃতীয়ং গুরুপূজনং ॥
চতুর্থঃ সমতাভাবং পঞ্চমেন্দ্রিয়নিগ্রহং।
ষষ্ঠঞ্চ প্রমিতাহারং সপ্তমং নৈব বিদ্যতে ॥

এই কর্ম্ম অবশ্যই সফল হইবে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাসই যোগসিদ্ধির প্রথম লক্ষণ, শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া দ্বিতীয় লক্ষণ, গুরুপূজাপরায়ণতা তৃতীয় লক্ষণ, সর্ব্বজীবে সমদর্শন চতুর্থ লক্ষণ, জিতেন্দ্রিয়তা পঞ্চম লক্ষণ, পরিমিত আহার ষষ্ঠ লক্ষণ, এতদ্ভিন্ন সপ্তম লক্ষণ নাই ॥ ঐ ১৮।

যোগোপদেশং সংপ্রাপ্য লব্ধা চ যোগবিৎ গুরুং।
গুরূপদিষ্টবিধিনা ধিয়া নিশ্চিত্য সাধয়েৎ ॥

যোগবিৎ গুরুকে লাভ করতঃ

যোগোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া গুরুর উপদিষ্ট বিধি অনুসারে নিঃসংশয়-জ্ঞানে যোগ সাধন করিবে (১)॥

শি-সং ৩।১৯।

দূরদেশে তথারণ্যে রাজধান্যৌ জনান্তিকে।
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ সিদ্ধিহা ভবেৎ॥

দূরদেশে, বনে, রাজধানীতে এবং লোকসমাজে যোগারম্ভ করিবে না, করিলে সিদ্ধি হইবে না॥ ঘে-সং।

অবিশ্বাসং দূরদেশে অরণ্যে রক্ষিবর্জ্জিতম।
লোকারণ্যে প্রকাশশ্চ তস্মাত্রীণি বিবর্জ্জয়েৎ॥

দূরদেশে যোগসাধনে অবিশ্বাস হয়, অরণ্যে যোগসাধনে যোগির শরীর সুরক্ষিত থাকিবার উপায় থাকে না, এবং রাজধানীতে বা লোকসমাজে যোগ প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা, অতএব এই ত্রিবিধ স্থানই পরিত্যাগ করিবে॥

বসন্তে বাপি শরদি যোগারম্ভং সমাচরেৎ।
তদা যোগো ভবেৎ সিদ্ধো বিনায়াসেন কথ্যতে॥

বসন্তকালে (চৈত্র ও বৈশাখ মাসে) অথবা শরৎকালে (আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে) যোগসাধন আরম্ভ করিবে, তাহা হইলে অনায়াসেই যোগসিদ্ধ হইবে॥ ঘে-সং।

মিতাহারং বিনা যস্তু যোগারম্ভন্তু কারয়েৎ।
নানারোগো ভবেত্তস্য কিঞ্চিদ্যোগো ন সিদ্ধতি॥

যে ব্যক্তি মিতাহার ব্যতিরেকে যোগসাধন আরম্ভ করে, তাহার নানাবিধ রোগ জন্মায়, এবং কিঞ্চিৎ যোগও সিদ্ধ হয় না॥ ঐ।

শুদ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং উদরার্দ্ধং বিবর্জ্জিতম্।
ভুজ্যতে সুরসং প্রীত্যা মিতাহারমিমং বিদুঃ॥

পবিত্র, সুমিষ্ট, স্নেহযুক্ত, সুরস, কোমল ও লঘুপাক দ্রব্য সকল ভক্ষণ দ্বারা উদরের অর্দ্ধভাগ মাত্র পূর্ণ করিবে এবং অন্য অর্দ্ধভাগ শূন্য রাখিবে, এইরূপ প্রীতি সহকারে ভোজনের নাম মিতাহার॥ ঐ।

অন্নেন পূরয়েদর্দ্ধং তোয়েন তু তৃতীয়কম্।
উদরস্য তুরীয়াংশং সংরক্ষেদ্বায়ুচারণে।

অন্ন ভক্ষণ দ্বারা উদরের অর্দ্ধ অংশ পূর্ণ করিয়া তৃতীয় অংশ জল পান দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং চতুর্থ-ভাগস্থান বায়ু চালনের নিমিত্ত শূন্য রাখিবে॥ ঐ।

অম্লং রুক্ষং তথা তীক্ষ্ণং লবণং সার্ষপং কটুং।
বহুলং ভ্রমণং প্রাতঃস্নানং তৈলবিদাহকং।
স্তেয়ং হিংসাং জনদ্বেষঞ্চাহঙ্কারমনার্জ্জবং।

(১) যোগবিৎ গুরু যেরূপ উপদেশ করেন, সেইরূপ জ্ঞানানুসারে যোগ সাধনা করিলেই সিদ্ধি লাভ হয়, তদ্ভিন্ন স্বকপোলকল্পিত যুক্তি অবলম্বন করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে তাহা নিষ্ফল হয়, কেবল নিষ্ফলও নহে, তৎসাধনায় সাধকের নিরর্থক দুঃখমাত্র লাভ হয়।

উপবাসমসত্যঞ্চ মোক্ষঞ্চ প্রাণিপীড়নং।
স্ত্রীসঙ্গমগ্নিসেবাঞ্চ বহ্বালাপঃ প্রিয়াপ্রিয়ং।
অতীবভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি লক্ষণঃ॥

অম্ল, রুক্ষদ্রব্য, ঝাল, লবণ, সর্ষপ ও সর্ষপতৈলাদি কটুদ্রব্য, অনেক ভ্রমণ, প্রাতঃস্নান, তৈলাদি শৈত্য-দ্রব্য, পরধনহরণ, প্রাণিহিংসা, লোকদ্বেষ, অহঙ্কার, কুটিলতা, একাদশী প্রভৃতিতে উপবাস, অসত্যভাষণ, অমুক্তিচিন্তা, প্রাণি-পীড়ন, স্ত্রীসঙ্গ, অগ্নিসেবন, প্রিয়া-প্রিয়াদি ভেদে বহু আলাপ ও অতিশয় ভোজন, এই সকল যোগ-বিঘ্নকর লক্ষণ যোগিব্যক্তি পরি-ত্যাগ করিবেন॥ শি-সং ৩।৩২।

সুস্থাসনে সমাসীনো নিদ্রামাহারমল্পকং।
চিন্তয়েৎ পরমাত্মানং যদ্বদেত্তত্তবিষ্যতি॥

যোগিব্যক্তি অল্পনিদ্র ও অল্পাহারী হইয়া সুস্থ শরীরে আসনে উপবেশন করিয়া পরম ব্রহ্মের চিন্তা করিবে, তাহাতেই যোগসিদ্ধি হইবে॥ প-স্ব, ৩২৪।

(যোগাঙ্গ কথন)

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ ততঃ পরম্।
প্রাণায়ামশ্চতুর্থঃ স্যাৎ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চমঃ।
ষষ্ঠী তু ধারণা প্রোক্তা ধ্যানং সপ্তমমুচ্যতে।
সমাধিরষ্টমঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বপুণ্যফলপ্রদঃ।
এবমষ্টাঙ্গযোগঞ্চ যাজ্ঞবল্ক্যাদয়োবিদুঃ॥

প্রথম যম, দ্বিতীয় নিয়ম, তৃতীয় আসন, চতুর্থ প্রাণায়াম, পঞ্চম প্রত্যাহার, ষষ্ঠ ধারণা, সপ্তম ধ্যান এবং অষ্টম সমাধি, যোগের এই অষ্টটী অঙ্গ, ইহাতে সর্ব্ব পুণ্যফল প্রাপ্তি হয়॥ দত্তাত্রেয় সংহিতা।

(যম লক্ষণ)

শান্তিঃ সন্তোষ আহারনিদ্রাল্পং মনসোদমঃ।
শূন্যান্তঃকরণঞ্চেতি যমাইতি প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

শান্তি, সন্তোষ, আহার ও নিদ্রার অল্পতা, মনের দমন এবং অন্তঃকরণের শূন্যতা, এই সকলের নাম যম॥ আদিযামলে।

(নিয়ম লক্ষণ।)

চাপল্যন্তু দূরে ত্যক্ত্বা মনঃ স্থৈর্য্যং বিধায় চ।
একত্রমেলনং নিত্যং প্রাণমাত্রেণ সা মতিঃ।
সদোদাসীনভাবস্তু সর্ব্বত্রেচ্ছাবিবর্জ্জনম্।
যথালাভেন সন্তুষ্টঃ পরমেশ্বরমানসঃ।
মানদানপরিত্যাগ এতত্তু নিয়মা ইতি॥

চাপল্যবিহীনতা, মনের স্থিরতা, সকল বিষয়ে সর্ব্বদা ঔদাসীন্য, সর্ব্বত্র অভিলাষশূন্যতা, যথা-লাভেই সন্তোষ, পরব্রহ্মে মতি ও মানদানাদি পরিত্যাগ, এই সকলকে নিয়ম কহে॥ ঐ।

(আসন লক্ষণ)

আসনানি চ তাবন্তি যাবন্তোজীবজন্তবঃ।

আসন বহুবিধ আছে। জীব জন্তু

আদির সংখ্যা যত, আসনেরও সংখ্যা তত (১) ॥ আদিযামলে।

চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ।
তেভ্যশ্চতুষ্কমাদায় ময়োক্তানি ব্রবীম্যহং।
সিদ্ধাসনং তথা পদ্মাসনঞ্চোগ্রঞ্চ স্বস্তিকং॥

শাস্ত্রোক্ত নানাবিধানানুষ্ঠানে চতুরশীতি প্রকার আসন আছে। যোগিব্যক্তি সেই সমুদায় আসনের মধ্যে আমা কর্ত্তৃক কথিত চতুর্ব্বিধ আসন গ্রহণ করিবে। প্রথম সিদ্ধাসন, দ্বিতীয় পদ্মাসন, তৃতীয় উগ্রাসন এবং চতুর্থ স্বস্তিকাসন॥

শি-সং ৩।৮৪।

যোনিং সম্পীড্য যত্নেন পাদমূলেন সাধকঃ॥
মেঢ্রোপরি পাদমূলং বিন্যসেৎ যোগবিৎ সদা।
ঊর্দ্ধে নিরীক্ষ্য ভ্রূমধ্যং নিশ্চলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ॥
বিশেষোঽবক্রকায়শ্চ রহস্যুদ্বেগবর্জ্জিতঃ।
এতৎ সিদ্ধাসনং জ্ঞেয়ং সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কং॥

যোগজ্ঞ সাধক যত্নপূর্ব্বক এক পাদমূল দ্বারা যোনিদেশ (১) পীড়িত করিয়া অপর পাদমূল শিশ্নোপরি সংস্থাপন করিবে এবং নির্জ্জন স্থানে নিরুদ্বিগ্ন স্থিরচিত্ত ও অবক্র শরীর হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহ সংযমনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধ দৃষ্টি দ্বারা উভয়ভ্রূর মধ্যভাগ নিরীক্ষণ করিবে। ইহার নাম সিদ্ধাসন, এই আসন সিদ্ধদিগের সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া জানিবে॥ শি-সং ৩।৮৫।

যেনাভ্যাসবশাৎ শীঘ্রং যোগনিষ্পত্তি-
মাপ্নুয়াৎ।
সিদ্ধাসনং সদা সেব্যং পবনাভ্যাসিভিঃ পরং।
যেন সংসারমুৎসৃজ্য লভ্যতে পরমাগতিঃ।
নাতঃ পরতরং গুহ্যমাসনং বিদ্যতে ভুবি।
যেনানুধ্যানমাত্রেণ যোগী পাপাদ্বিমুচ্যতে॥

এই সিদ্ধাসন অভ্যাসদ্বারা অবিলম্বে যোগসিদ্ধি লাভ হয়। প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তির এই আসন সর্ব্বদা সেবনীয়। এই আসন দ্বারা সাধক সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরম গতি লাভ করে। ভুবনে যত প্রকার আসন আছে, তন্মধ্যে এই

---

(১) জীবজন্তুর সংখ্যা যত আসনের সংখ্যাও তত। পূর্ব্বে ভগবান্ শিব কর্ত্তৃক চতুরশীতিলক্ষ প্রকার আসন উক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে চতুরশীতি প্রকার আসনই প্রধান। আবার, তন্মধ্যে ১ সিদ্ধ. ২ পদ্ম ৩ ভদ্র, ৪ মুক্ত, ৫ বজ্র, ৬ স্বস্তিক, ৭ সিংহ, ৮ গোমুখ, ৯ বীর, ১০ ধনুঃ, ১১ মৃত, ১২ গুপ্ত, ১৩ মৎস্য, ১৪ মৎস্যেন্দ্র, ১৫ গোরক্ষ ১৬ পশ্চিমোত্তান, ১৭ উৎকট, ১৮ সংকট, ১৯ ময়ূর, ২০ কুক্কুট ২১ কূর্ম্ম, ২২ উত্তানকূর্ম্মক, ২৩ উত্তানমণ্ডুক, ২৪ বৃক্ষ, ২৫ মণ্ডুক, ২৬ গরুড়, ২৭ বৃষ, ২৮ শলভ ২৯ মকর, ৩০ উষ্ট্র, ৩১ ভুজঙ্গ এবং ৩২ যোগ এই বত্রিশ প্রকার আসনই মর্ত্ত্যলোকে শুভদায়ক। যথা, "তেষাং মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে দ্বাত্রিংশদাসনং শুভম্।" কিন্তু গ্রন্থ বাহুল্যের আশঙ্কাপ্রযুক্ত উক্ত বত্রিশ প্রকার আসনের মধ্যে যোগিদিগের যোগ সাধনার্থ সুপ্রশস্ত যোগাসনের লক্ষণই এই স্থলে নিযুক্ত করা গেল। সাধকের অন্যান্য আসনের লক্ষণ জানিবার প্রয়োজন হইলে গ্রন্থান্তর দৃষ্ট করিবেন।

(১) গুহ্যদেশের ঊর্দ্ধভাগ হইতে কোষ মূলের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত স্থলকে যোনি কহে।

আসন শ্রেষ্ঠ ও অতি গোপনীয়। ইহার চিন্তামাত্রেই যোগির সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয়। শি-সং ৩।৮৬-৮৭।

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা উরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
উরু মধ্যে তথোত্তানৌ পাণী কৃত্বা তু তাদৃশৌ।
নাসাগ্রে বিন্যসেদ্দৃষ্টিং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া।
উত্তোল্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ।
যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ।
যথাশক্ত্যেব পশ্চাত্তু রেচয়েদবিরোধতঃ।
ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং॥

বাম উরুর উপরে দক্ষিণপাদ ও বামহস্ত এবং দক্ষিণ উরুর উপরে বামপাদ ও দক্ষিণহস্ত উত্তান (চিত) করিয়া রাখিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি সংস্থাপনপূর্ব্বক দন্তমূলে জিহ্বা স্থাপিত করিবে এবং চিবুক ও বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া যথাশক্ত্যনুসারে বায়ু অল্পে অল্পে পূরণ করতঃ অবিরোধে যথাশক্তি ধারণ করিবে ও পশ্চাৎ যথাসাধ্য রেচন করিবে। ইহার নাম পদ্মাসন এবং ইহা দ্বারা সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট হয়॥ ঐ ৮৮।

দুর্লভং যেন কেনাপি ধীমতা লভ্যতে পরং।

এই পদ্মাসন যে সে ব্যক্তি অনুষ্ঠান করিতে পারে না, অর্থাৎ ইহা সকলের পক্ষে অতি দুর্লভ, কেবল বুদ্ধিমান যোগীই ইহার অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হয়। ঐ ৮৯।

অনুষ্ঠানে কৃতে প্রাণঃ সমশ্চলতি তৎক্ষণাৎ।
ভবেদভ্যাসনে সম্যক সাধকস্য ন সংশয়ঃ॥

এই পদ্মাসনের অনুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু সমানরূপে নাড়ীছিদ্রে চলিতে থাকে। পদ্মাসনের অভ্যাসক্রমে নিঃসন্দেহ সাধকের প্রাণায়ামকালে বায়ুর সম্যক্‌রূপে সরল গতি হয়। শি-সং ৩।৯০।

পদ্মাসনে স্থিতো যোগী প্রাণাপানবিধানতঃ।
পূরয়েৎ স বিমুক্তস্যাৎ সত্যং সত্যং বদাম্যহং॥

যে যোগী পদ্মাসনস্থ হইয়া যথাবিধানে প্রাণ ও অপানবায়ুর পূরণ ও রেচনাদি করে, আমি সত্য কহিতেছি সেই ব্যক্তি সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। ঐ ৯১।

প্রসার্য্য চরণদ্বন্দ্বং পরস্পরমসংযুতং।
স্বপাণিভ্যাং দৃঢ়ংধৃত্বা জানুপরি শিরোন্যসেৎ।
আসনোগ্রমিদং প্রোক্তং ভবেদনিলদীপনং।
দেহাবসাদহরণং পশ্চিমোত্তানসংজ্ঞকং।
য এতদাসনং শ্রেষ্ঠং প্রত্যহং সাধয়েৎ সুধীঃ।
বায়ুঃ পশ্চিমমার্গেণ তস্য সঞ্চরতি ধ্রুবং॥

দুই চরণকে পরস্পর অসংলগ্নরূপে প্রসারিত করিয়া দুই হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক উভয় জানুর উপরে মস্তক সংস্থাপন করিবে। ইহাকে উগ্রাসন কহে, ইহার অন্য নাম পশ্চিমোত্তানাসন। পশ্চিমোত্তান অর্থাৎ উপড় হইয়া সাধনা করিবে। ইহা দ্বারা অগ্নি

প্রদীপ্ত হয় ও দেহের সমস্ত প্রকার অবসন্নতা নষ্ট হয়। যে যোগী এই উগ্র নামক শ্রেষ্ঠ আসন প্রত্যহ সাধন করে, তাহার নিশ্চয়ই বায়ু পশ্চিম পথে সঞ্চারিত হয়।

শি-সং ৩।৯২।

এতদভ্যাসশীলানাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
তস্মাদ্‌যোগী প্রযত্নেন সাধয়েৎ সিদ্ধিসাধকঃ॥
গোপ্তব্যং সুপ্রযত্নেন ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
যেন শীঘ্রং মরুৎসিদ্ধির্ভবেদ্দুঃখৌঘনাশিনী॥

এই উগ্রাসনের অভ্যাসদ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়, অতএব যোগী অতি যত্নপূর্ব্বক ইহা সাধন করিবেন এবং গোপনে রাখিবেন, যাহাকে তাহাকে দিবেন না। ইহাদ্বারা সর্ব্বদুঃখবিনাশক প্রাণায়াম সিদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ ৯৩—৯৪।

জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ ধৃত্বা পাদতলে উভে।
সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎপ্রচক্ষ্যতে॥

উভয় জানু ও উরুর মধ্যে উভয় পাদতলেকে সম্যক্‌রূপে সংস্থাপন করতঃ সরল শরীরে সুখে উপবিষ্ট হইবে। ইহার নাম স্বস্তিকাসন। ঐ ৯৫।

অনেন বিধিনা যোগী মারুতংসাধয়েৎ সুধীঃ।
দেহে ন ক্রমতে ব্যাধি স্তস্য বায়ুশ্চ সিদ্ধ্যতি॥
সুখাসনমিদং প্রোক্তং সর্ব্বদুঃখ প্রণাশনং।
স্বস্তিকং যোগিভির্গোপ্যং স্বস্থীকরণমুত্তমং॥

এই বিধান দ্বারা যোগী বায়ু সাধন করিবে। স্বস্তিকাসন সাধন করিলে কোন ব্যাধি শরীরকে আক্রমণ করিতে পারে না এবং অনায়াসে বায়ু (প্রাণায়াম) সিদ্ধি হয়। ইহার অন্য নাম সুখাসন। এই আসন প্রভাবে সমস্ত দুঃখ নষ্ট হয় ও শরীর সুস্থ থাকে। ইহা যোগিগণের অতি গোপনীয়॥

শি-সং ৩।৯৬-৯৭।

(প্রত্যাহারের লক্ষণ)

কৃত্বা কলেবরংশুদ্ধং কুর্য্যাদ্‌গস্তৈর্মহাত্মনা।
মনোনির্ব্বার্য্য সংসারে বিষয়কার্য্যে তথৈব চ॥
মনোবিকারভাবঞ্চ ত্যক্ত্বা শূন্যাময়োভবেৎ।
প্রত্যাহারোভবতোব সর্ব্বনিন্দাচমৎকৃতঃ॥

যোগিব্যক্তি অতি যত্নপূর্ব্বক শরীরকে পরিশুদ্ধ, সংসার ও বিষয়কার্য্য হইতে মনকে নিবৃত্ত ও মনের বিকার ভাব পরিত্যাগ করিয়া সকল প্রকার মায়া ও বাসনা-পরিশূন্য হওনের নাম প্রত্যাহার॥

আদিযামলে।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততোনিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশংনয়েৎ॥

অতিশয় চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করে, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া আত্মার বশীভূত করিবে॥ যো-সং।

পুরস্কারং তিরস্কারং সুশ্রাব্যং ভাবনাত্মকম্।
মনস্তস্মান্নিয়ম্যেতদাত্মন্যেব বশংনয়েৎ ॥

পুরস্কার ও তিরস্কার এবং সুশ্রাব্য ও কুশ্রাব্য বিষয় হইতে মনকে প্রত্যানয়ন করিয়া আত্মার বশীকৃত করিবে ॥ বে-সং।

সুগন্ধো বাপি দুর্গন্ধো ঘ্রাণেষু জায়তে মনঃ।
তস্মাৎ প্রত্যাহরেদেতদাত্মন্যেব বশংনয়েৎ ॥

কি সুগন্ধ কি দুর্গন্ধ যে কোন ঘ্রাণ গ্রহণে মন গমন করে, তাহা হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতে সংযুক্ত করিবে ॥ ঐ

মধুরাম্লকতিক্তাদিরসগাদি যদা মনঃ।
তস্মাৎ প্রত্যাহরেদেতদাত্মন্যেব বশংনয়েৎ ॥

মধুর, অম্ল ও তিক্ত প্রভৃতি যে কোন রস আস্বাদনে মন ধাবমান হয়, তাহা হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতে সংযত করিবে। ঐ

নিরাশী নির্ম্মলোযোগী ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।
বাসনামুন্মূলীকৃত্য কালং জয়তি লীলয়া ॥

যোগিব্যক্তি সমুদায় আশা পরিত্যাগ করিবে, মলবিরহিতশরীর হইবে, এবং সমুদায় বাসনার মূলোচ্ছেদ করিবে। এইরূপ করিলেই সে ব্যক্তি কালকে জয় করিতে পারিবে, অর্থাৎ অমর হইবে ॥ প-স্ব ৩১৩।

ষড়্‌বর্গ সংযমৈকান্তাঃ সর্ব্বানিয়ম চোদনাঃ।
তদন্তা যদি নো যোগা নাবহেয়ুঃ শ্রমাবহাঃ ॥

বস্তুতঃ যত প্রকার নিয়ম অনুষ্ঠান করিবার বিধি আছে, এক মাত্র ষড়্‌বর্গ (কাম ক্রোধাদি ষড়্‌রিপু) সংযমই সেই সকলের উদ্দেশ্য। আবার, কেবল ঐ ষড়্‌বর্গ পরাজিত হইলেই যে ঐ সকল নিয়মের যথার্থ ফল ফলিল এরূপও নহে; যদি ঐ সকলের দ্বারা সমাধি সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে কেবল পরিশ্রম মাত্র বলিতে হইবে ॥ ভা-পু ৭।১৫।২২।

রাগো দ্বেষশ্চ লোভশ্চ শোক মোহৌভয়ংমদঃ।
মানোঽবমানোঽসূয়া চ মায়া হিংসা চ মৎসরঃ ॥
রজঃপ্রমাদঃ ক্ষুন্নিদ্রা শত্রবস্ত্বেবমাদয়ঃ।
রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সত্ত্বপ্রকৃতয়ঃক্বচিৎ ॥

রজঃ ও তমোগুণজন্য রাগ, দ্বেষ, লোভ, শোক, মোহ, ভয়, মদ, মান, অপমান, অসূয়া, মায়া, হিংসা, মাৎসর্য্য, অভিনিবেশ, অনবধানতা, ক্ষুধা, এবং নিদ্রা, এই সকল (জেতব্য) শত্রু। কখন কখন সত্ত্বগুণজন্য (পরোপকারাদি) প্রবৃত্তিও সমাধিস্থ যতির শত্রু হইয়া থাকে ॥ ঐ ৩৪।

(দেহাভ্যন্তরস্থ নাড়ীবিজ্ঞান কথন)

দেহমধ্যে স্থিতা নাড্যো বহুরূপাঃ সবিস্তরাঃ।
জ্ঞাতব্যাশ্চ বুধৈর্নিত্যং স্বদেহজ্ঞানহেতবে॥

শরীরের অভ্যন্তরে বহুবিধ সুবিস্তৃত নাড়ী আছে। শরীর-বিজ্ঞানের নিমিত্ত সেই সকল নাড়ী পণ্ডিতগণের জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য॥ (১) প-স্ব২৪।

সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং নাড্যঃসন্তি দেহান্তরে নৃণাং।
প্রধানভূতা নাড্যস্তু তাসু মুখ্যাশ্চতুর্দ্দশঃ॥

মনুষ্যের শরীরাভ্যন্তরে প্রধান-ভূতা সার্দ্ধলক্ষত্রয় নাড়ী আছে। (২) তম্মধ্যে চতুর্দ্দশটী নাড়ী মুখ্যা॥ শি-সং ২।১৩।

সুষুম্নেড়াপিঙ্গলা চ গান্ধারী হস্তিজিহ্বিকা।
কুহূ সরস্বতী পূষা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী॥
বারুণ্যলম্বুষা চৈব বিশ্বোদরী যশস্বিনী।
এতাসু তিস্রো মুখ্যাঃস্যুঃ পিঙ্গলেড়া সুষুম্নিকা॥

তাহাদিগের নাম, যথা,—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, কুহূ, সরস্বতী, পূষা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী, বারুণী, অলম্বুষা, বিশ্বো-দরী এবং যশস্বিনী। ইহাদিগের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ী মুখ্যতরা। শি-সং ২।১৪-১৫।

তিসৃষ্বেকা সুষুম্নৈব মুখ্যা সা যোগবল্লভা।
অন্যাস্তদাশ্রয়ং কৃত্বা নাড্যঃ সন্তি হি দেহিনাং॥

এই তিনটী প্রধানা নাড়ীর মধ্যে একা সুষুম্না নাড়ী মুখ্যতমা। এই নাড়ী যোগিগণের প্রিয় হয়। অন্যান্য নাড়ী সকল এই সুষুম্নাকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্যদেহে অবস্থিতি করিতেছে। ঐ ১৬।

সর্ব্বাশ্চাধোমুখানাড্যঃ পদ্মতন্তুনিভাঃ স্থিতাঃ।
পৃষ্ঠ্যবংশং সমাশ্রিত্য সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী॥

এই সকল প্রধানা নাড়ী অধো-মুখে রহিয়াছে। ইহারা পদ্মসূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্মা। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ী চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপা, নরদেহের পৃষ্ঠদেশস্থ মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া রহি-য়াছে। ঐ ১৭।

তাসাং মধ্যে গতা নাড়ী চিত্রা সা মম বল্লভা।
ব্রহ্মরন্ধ্রঞ্চ তত্রৈব সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং গতং॥

উক্ত নাড়ীত্রয়ের মধ্যে চিত্রা নামে এক নাড়ী আছে। ঐ নাড়ী আমার

(১) প্রাণায়াম যোগাভ্যাস করণের পূর্ব্বে দেহস্থিত সমগ্র নাড়ীর বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। প্রাণায়াম সাধনে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটী প্রধান নাড়ীরই বিশেষ আব-শ্যকতা। ইহাদিগের বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিলেই যোগ সাধনের উপযোগিতা লাভ হয়।

(২) যদিও শাস্ত্রকারেরা মনুষ্যশরীরে সাড়ে তিন কোটি নাড়ী বর্ণনা করিয়াছেন, এই স্থলে যোগাধিকারে প্রধানরূপে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী উক্ত হই।

(শিবের) অত্যন্ত প্রিয়। ইহার মধ্যে অতি সুক্ষ্ম একটী রন্ধ্র আছে, তাহার নাম ব্রহ্মরন্ধ্র। শি-সং ২।১৮।

পঞ্চবর্ণোজ্জ্বলা শুদ্ধা সুষুম্না মধ্যচারিণী।
দেহস্যোপাধিরূপা সা সুষুম্না মধ্যরূপিণী॥

চিত্রা নাড়ী অতি নির্ম্মলা, উজ্জ্বলা, নানাবর্ণে চিত্রিতা ও সুষুম্নার মধ্য চারিণী। এই মধ্যরূপিনী সুষুম্না নাড়ী নরদেহের উপাধিস্বরূপা, অর্থাৎ ইহাই দেহধারণের মূলকারণ হয়। ঐ ১৯।

দিব্যমার্গমিদং প্রোক্তমমৃতানন্দকারকং।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো দুরিতৌঘং বিনাশয়েৎ॥

এই সুষুম্নান্তর্গতা চিত্রা নাড়ীকেই অমৃতানন্দদায়ক দিব্য পথ বলিয়া যোগীগণ উক্ত করিয়াছেন। ইহার ধ্যান মাত্রেই পাপরাশি বিনাশ হয়। ঐ ২০।

গুদাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদূর্দ্ধং মেঢ্রাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদধঃ।
চতুরঙ্গুলবিস্তারমাধারং বর্ত্ততে সমং॥

গুহ্যদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে এবং লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি অধোদিকে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত মূলাধারপদ্ম আছে॥ ঐ ২১।

তস্মিন্নাধারপদ্মে চ কর্ণিকায়াং সুশোভনা।
ত্রিকোণবর্ত্ততে যোনিঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।

সেই আধার পদ্মের কর্ণিকা (বীজকোষ) মধ্যে সুশোভন ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডল আছে, তাহার মাহাত্ম্য সকল তন্ত্রেই গুপ্ত রহিয়াছে॥ শি-সং ২।২২।

তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা।
সার্দ্ধত্র্যাকারা কুটিলা সুষুম্না মার্গসংস্থিতা॥

সেই যোনিমণ্ডলের মধ্যে বিদ্যুল্লতাকারা পরম দেবতা কুণ্ডলিনী শক্তি অধিষ্ঠিতা আছেন। সর্পাকার সার্দ্ধত্রিকুঞ্চিত বলয়ের ন্যায়, অর্থাৎ শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় কুটিলা; তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বার স্বরূপা সুষুম্না নাড়ীর দ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিতা আছেন॥ ঐ ২৩।

জগৎসংসৃষ্টিরূপা সা নির্ম্মাণে সততোদ্যতা।
বাচামবাচা বাগ্‌দেবী সদা দেবৈর্নমস্কৃতা॥

তিনি জগতের সৃষ্টিরূপিনী এবং সর্ব্বদা এই জগৎসৃষ্টিকার্য্যে উদ্যতা, পরমা ঈশ্বরীশক্তি এবং তাঁহাকে বাক্যের দ্বারা বর্ণন করিতে পারা যায় না; সেই বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (১) সর্ব্বদা সর্ব্বদেবগণ কর্ত্তৃক বন্দনীয়া॥ ঐ ২৪।

---

(১) কুণ্ডলিনী শক্তির প্রভাবে জীবের বাক্যোৎপত্তি হয়, এই নিমিত্ত তাঁহাকে বাগ্‌দেবী বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে লিখিত আছে যে,—"মূলাধার নামক পদ্মে কুণ্ডলিনী অবস্থিতি করিতেছে। উহা বীণার অগ্রভাগস্থিত কুণ্ডলাকার আবর্ত্তের ন্যায় লক্ষিত-

ইড়ানাম্নী তু যা নাড়ী বামমার্গে ব্যবস্থিতা।
সুষুম্নায়াং সমাশ্লিষ্য দক্ষনাসাপুটং গতা ॥

সুষুম্নার বামভাগে ইড়া নামে যে নাড়ী আছে, সেই ইড়া সুষুম্নাকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ নাসাপুটে গমন করিয়াছে ॥ শি, সং ২।২৫।

পিঙ্গলানাম যা নাড়ী দক্ষমার্গে ব্যবস্থিতা।
মধ্যনাড়ীং সমাশ্লিষ্য বামনাসাপুটং গতা ॥

সুষুম্নার দক্ষিণ ভাগে পিঙ্গলা নামে যে অপর এক নাড়ী আছে, সেই নাড়ী সুষুম্নাকে বেষ্টন করিয়া বাম নাসাপুটে গমন করিয়াছে (১)। শি-সং ২।২৬ ॥

সর্পের ন্যায় কুণ্ডলাকারে অবস্থিত, কিন্তু দেখিতে অর্দ্ধ ওঙ্কারের প্রতিকৃতি তুল্য। দেব, অসুর, মনুষ্য, মৃগ, কুম্ভীর, খগ, কীট প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীর শরীরে উহা বিরাজিত আছে। সীতার্ত্ত সর্প যেরূপ আত্মশরীরকে দৃঢ়রূপে কুণ্ডলিত করিয়া রাখে এবং শুভ্র কম্পাস্ত-কালানল দর্শনে যেরূপ কুণ্ডলিত দেহকে চন্দ্রসদৃশ প্রভান্বিত করিয়া থাকে, উহার অবস্থিতিও তদনুরূপ। গুহ্য স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, উরু এবং জঙ্ঘাযুগলের মধ্যস্থিত মর্ম্মস্থানকে স্পর্শ করিয়া, মনোবৃত্তির সাহায্যে অন্তরে চঞ্চল এবং বহিঃপ্রদেশে সতত সঞ্চরণ দ্বারা প্রাণাদি সংযোগে প্রবাহিত হইয়া থাকে। ঐ কুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে কদলী-কোশের ন্যায় কোমল মূলাধারে চিৎশক্তি বিরাজিত থাকে; উহার গতি বীণাবেগের ন্যায় দীপ্তিমতী, অর্থাৎ অতিশয় দুর্লক্ষ্য। যে সময়ে প্রাণ, হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া কুণ্ডলিনী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া অপান-বৃত্তির সাহায্যে কুণ্ডলিনী-পদ প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে পঞ্চীকৃত ভূতবীজের উপাদান ও জীবের সংবিদ জ্ঞান স্বরূপ স্মৃতি, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, অভিমান ও রাগাদি বৃত্তির সহিত অন্তঃকরণ সমুদিত হয়। পয়োদরে যেরূপ অগ্নির অবস্থিতি, সেইরূপ দেহমধ্যে কুণ্ডলিনী বিরাজিত থাকে, এবং সূক্ষ্মস্পর্শ বিষয়-সন্নিকর্ষ নিবন্ধন অন্তরে ইন্দ্রিয়ের কলকোলাহল সমুদিত হয়। সেই মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীতে হৃদয়কোশ-সাধিনী নাড়ীসমূহের কখন প্রবর্দ্ধিত কখন সঙ্কুচিত হইতে থাকে। সেই কুণ্ডলিনী সকলের বীজ স্বরূপ, উহা প্রাণের আশ্রয়ে ঊর্দ্ধ গমনে উৎসুক এবং অপান-সাহায্যে অধঃপ্রবিষ্ট হইয়া সাধারণ ভাবে অবস্থিতি করে, সুতরাং উহা সাধারণী বলিয়া কীর্ত্তিত"।

"এই স্থূলদেহাত্মক বীজপঞ্চক কুণ্ডলিনীর অন্তর্গত মূলাধারে প্রাণ পঞ্চকরূপে সর্ব্বদা প্রস্ফুরিত হইতেছে। অদ্ভুতম জীবনীশক্তি কুণ্ডলিনী দেহে অবস্থিতি করিয়া জীবন দ্বারা জীবরূপে, মনন দ্বারা মনরূপে, সঙ্কল্পদ্বারা সঙ্কল্পরূপে বোধ দ্বারা বুদ্ধিরূপে এবং অহং ভাবদ্বারা অহঙ্কাররূপে অবস্থিতি করেন। তিনিই অপানতা প্রাপ্ত হইয়া সতত অধোভাগে প্রবাহিত, নাভি মধ্যে থাকিয়া সমান ও উপরিভাগে থাকিয়া উদান নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে না পারিলে পুরুষ মৃত্যু-মুখে নিপতিত হয়। ইনি যখন ঊর্দ্ধ এবং অধো গমনাগমন পরিত্যাগ করিয়া দেহে অবস্থিতি করেন, তখন অন্তর্নীকৃত রোধ প্রযুক্ত জীবের ব্যাধির আক্রমণ ভয় বিদূরিত হয়। কফপিত্তাদির প্রাবল্য হেতু সামান্য নাড়ীর ব্যাপার রোধ হইলে সামান্য পীড়া এবং প্রধান নাড়ীর ব্যাপার রোধ হইলে মহারোগাদি উপস্থিত হয়।"

নির্ব্বাণ প্র, ৮০ ও ৮১ অধ্যায়।

(১) প্রতি চক্রেই ইড়া ও পিঙ্গলা এই দুই নাড়ী ধনুরাকারে বেষ্টন করিয়া মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রের নিম্নে জ্রচক্রের সন্নিহিত নাসারন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া সুষুম্নার সহিত মিলিতা হইয়াছে। ফলতঃ এই দুই নাড়ী কেবল আজ্ঞাচক্র

ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না যা ভবেৎ খলু।
ষট্স্থানেষু চ ষট্শক্তিং ষট্পদ্মং যোগিনো বিদুঃ॥

ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যভাগে সুষুম্না নামে যে নাড়ী আছে, তাহার ছয় গ্রন্থিতে ষট্ শক্তি (১) এবং পদ্মাকারে ষটচক্র (২) গ্রথিত রহিয়াছে। এই সকল সামান্য দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয় না, কেবল যোগীগণ দিব্যজ্ঞান দ্বারা জানিতে পারেন॥ শি-সং ২।২৭।

অন্যা যাস্ত্যপরা নাড়ী মূলাধারাৎ সমুত্থিতাঃ।
রসনা মেঢ্র বৃষণপাদাঙ্গুষ্ঠঞ্চ শ্রোত্রকং।
কুক্ষি কক্ষাঙ্গুষ্ঠকর্ণং সর্ব্বাঙ্গং পায়ুকুক্ষিকং।
লব্ধা তা বৈ নিবর্ত্তন্তে যথা দেশসমুদ্ভবাঃ॥

এতদ্ভিন্ন অপর যে সকল নাড়ী মূলাধার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা সকল শরীরের এক এক অঙ্গ পর্য্যন্ত গিয়া নিবৃত্ত হইয়া সেই সেই অঙ্গের কার্য্য সাধন করে। তাহারা জিহ্বা, মেঢ্র, মুষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, পদাঙ্গুষ্ঠ, কুক্ষি, কক্ষ, পায়ু ও হস্তাঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছে॥ ঐ ২৯।

এতাভ্যা এব নাড়ীভ্যঃ শাখোপশাখতঃ ক্রমাৎ।
সার্দ্ধ লক্ষত্রয়ং জাতং যথাভাগব্যবস্থিতং॥

এই সকল নাড়ীর শাখা প্রশাখায় ক্রমে সার্দ্ধ লক্ষত্রয় নাড়ী জন্মিয়া যথাভাগ ক্রমে ব্যবস্থিত হইয়াছে॥ শি-সং ২।৩০।

এতাভোগবহানাড্যো বায়ুসঞ্চাররক্ষকাঃ।
ওতঃপ্রোতাভি সংব্যাপ্য তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্ কলেবরে॥

এই সকল নাড়ী বায়ুসঞ্চার রক্ষিতা হইয়া শুদ্ধ ভোগ বহন করে এবং ওতপ্রোত, অর্থাৎ বস্ত্রের টানা পড়িয়ান তন্তুর ন্যায় সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে॥ ঐ ৩১।

নামানি নাড়িকানাঞ্চ বাতানাংশ্চবদাম্যহং।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানো ব্যান স্তথৈব চ
নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ॥

নাড়ীর নাম কথিত হইল, এক্ষণে বায়ু সকলের নাম বলিতেছি। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয়, এই দশবিধ বায়ু (১)॥ প-স্ব-৩১।

ব্যতীত বিশুদ্ধ চক্র পর্য্যন্ত পঞ্চ পদ্মকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

(১) ডাকিনী, রাকিনী, কাকিনী, লাকিনী, হাকিনী এবং শাকিনী, এই ষট্ শক্তি।

(২) দেহমধ্যে লিঙ্গস্থানে যথাক্রমে ছয়টী, পদ্ম বা চক্র আছে মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর। অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা পুর এই ছয় পদ্ম।

(১) জীবের হৃদয়দেশে অনাহত নামক দ্বাদশদলযুক্ত রক্তবর্ণ মনোহর এক পদ্ম আছে। ঐ পদ্মমধ্যে যে কর্ণিকা (বীজকোষ) আছে, তন্মধ্যে ত্রিকোণাকার পীঠে প্রাণ নামক বায়ু নিত্য অবস্থিতি করেন। সেই প্রাণ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মসংসৃষ্ট অহঙ্কারযুক্ত অর্থাৎ প্রাণাদি বায়ী। তিনি নানাপ্রকার বাসনাতে অলঙ্কৃত

হৃদি প্রাণো বহেন্নিত্যমপানো গুদমণ্ডলে।
সমানো নাভিদেশে চ উদানঃ কণ্ঠমধ্যগঃ।
ব্যানো ব্যাপী শরীরেষু প্রধানাঃ পঞ্চবায়বঃ॥

হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠমধ্যে উদান, এবং সর্ব্বশরীরে ব্যান, এই সকল বায়ু শরীরাভ্যন্তরে নিত্য বহিতেছে। এই পাঁচটী (অন্তরস্থ) বায়ুই প্রধান॥ প-স্ব ৩২।

প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চবিখ্যাতা নাগাদ্যাঃ পঞ্চবায়বঃ
তেষামপি চ পঞ্চানাং স্থানানি চ বদাম্যহং॥

প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুই বিখ্যাত; এক্ষণে নাগাদি পঞ্চ (বহিঃস্থ) বায়ুর স্থান বলিতেছি॥ ঐ ৩৩।

উদ্গারে নাগ আখ্যাত কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ।
কৃকরঃ ক্ষুৎকৃতো জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে।
ন জহাতি মৃতে কাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ।
এতে নাড়ীষু সর্ব্বাসু ভ্রমন্তে জীবরূপিণঃ॥

উদ্গারে নাগ, চক্ষু উন্মীলনে কূর্ম্ম, ক্ষুৎকারে (হাচিতে) কৃকর, বিজৃম্ভনে (হাই তোলায়) দেবদত্ত এবং সর্ব্বশরীরব্যাপী ধনঞ্জয়। মনুষ্যের মৃত্যু হইলেও সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয় বায়ু দেহ পরিত্যাগ করে না। জীবগণের জীবনরূপী এই সকল বায়ু সমস্ত নাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছে॥

প-স্ব ৩৪।

দশেতি বায়ু বিকৃতীস্তথা গৃহ্নাতি লাঘবম্॥

একমাত্র বায়ুই দেহমধ্যে এই দশভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থিতি করে। বায়ুর প্রভাবেই আকাশ গমনাদি লঘুতা সাধিত হয়।

শি-গী ৯।২৭।

প্রকটপ্রাণসঞ্চারং লক্ষয়েৎ দেহমধ্যতঃ।
ইড়াপিঙ্গলাসুষুম্নাভির্নাড়ীভিস্তিসৃভির্বুধঃ॥

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই নাড়ী ত্রয় দ্বারা স্বরতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত স্বদেহ মধ্যে ব্যক্তরূপে বায়ুসঞ্চার অনুভব করেন॥ প-স্ব ৩৫।

ইড়ায়াং সংস্থিতশ্চন্দ্রঃ পিঙ্গলায়াঞ্চ ভাস্করঃ।
সুষুম্না শম্ভুরূপেণ শম্ভুর্হংসস্বরূপকঃ॥

বাম নাসাপুটস্থিতা ইড়া নাড়ীতে চন্দ্র এবং দক্ষিণ নাসারন্ধ্রস্থিতা পিঙ্গলা নাড়ীতে সূর্য্য অবস্থিতি করিতেছেন। ব্রহ্মরন্ধ্রগামিনী সুষুম্না নাড়ী শম্ভু (শিব) রূপে মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে বিদ্যমান রহিয়াছেন। সেই শিব হংসরূপী॥

ঐ ৩৬।

হইয়া জীব-হৃদয়ে বাস করেন। কার্য্যভেদে ঐ এক প্রাণবায়ুই দশবিধ নাম ধারণ করেন, অর্থাৎ স্বকর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জীব-শরীরে স্ব স্ব অধিকারানুরূপ কার্য্য সম্পন্ন করেন। উক্ত দশ নাম যদিও প্রধান, তথাপি দশের মধ্যে প্রাণাপানাদি পঞ্চপ্রাণই শ্রেষ্ঠ। আবার, প্রাণপঞ্চকের মধ্যে প্রাণ ও অপান একদ্বয় শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয় হয়।

হংকারো নির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্তু প্রবেশনে
হংকারঃ শিবরূপেণ সকারঃ শক্তিরুচ্যতে ॥

শ্বাসনির্গমকালে হংকার এবং শ্বাসগ্রহণকালে সকার, উচ্চারিত হয়। হং শিবরূপী এবং স শক্তিরূপিনী ॥ প-স্ব ঐ ৩৮।

হকারস্য সকারস্য বিনা ভেদং স্বরঃ কথং।
সোঽহং হংসঃ পদেনৈব জীবো জপতি সর্ব্বদা।

হকার ও সকার, অর্থাৎ হংসঃ-চারের ভেদ না জানিলে যোগির স্বরতত্ত্ব সিদ্ধি কি রূপে হইতে পারে? সোঽহং এবং হংসঃ এই দুই পদ প্রাণবায়ু (জীব) সর্ব্বদা জপ করিতেছে। অর্থাৎ প্রকৃতি (শক্তিরূপিণী) দেবতার হংসঃ এবং পুরুষ (শিবরূপী) দেবতার সোঽহং, এই দুই বাক্য জপ হইয়া থাকে। সোঽহম্, অর্থাৎ তিনিই আমি, আমিই সেই পরম ব্রহ্মরূপী, ইত্যাকার নিত্যজ্ঞান মহাযোগির হইয়া থাকে ॥ ঐ ২০৪।

শক্তিরূপঃ স্থিতশ্চন্দ্রো বামনাড়ীপ্রবাহকঃ।
দক্ষনাড়ীপ্রবাহশ্চ শম্ভুরূপী দিবাকরঃ ॥

চন্দ্র শক্তিরূপে অবস্থিত হইয়া বাম (ইড়া) নাড়ীতে এবং সূর্য্য শম্ভুরূপে অবস্থিত হইয়া দক্ষিণ (পিঙ্গলা) নাড়ীতে প্রবাহিত হইতেছেন ॥ ঐ ৩৯।

অনেন লক্ষয়েদ্ যোগী চৈকচিত্তঃ সমাহিতঃ।
সর্ব্বমেব বিজানীয়ান্মার্গং তচ্চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥

ইহার দ্বারা যোগিব্যক্তি এক-চিত্ত ও সমাহিত হইয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের পথ, অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর বহনকাল, লক্ষ্য করিয়া সমুদয় বিষয় বিদিত হইবেন ॥

প-স্ব ঐ ৪১।

চন্দ্রসূর্য্যৌ যদাভ্যাসৌ যে কুর্ব্বন্তি সদা নরাঃ।
অতীতানাগতজ্ঞানং তেষাং হস্তগতং সদা ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা চন্দ্র সূর্য্য অভ্যাস করে, তাহার ভূত ও ভবিষ্যদ্ জ্ঞান করতলস্থ হইয়া থাকে। ঐ ৪৩।

(দেহাভ্যন্তরস্থ কুণ্ডলিনীশক্তিযুক্ত ষট্চক্রের সংস্থান নির্ণয়)

মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপুরমনাহতং।
বিশুদ্ধমপি চাজ্ঞাখ্যং ষট্চক্রং পরিকীর্ত্তিতং ॥

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাপুর, দেহাভ্যন্তরস্থ এই ছয় পদ্মকে ষট্-চক্র কহে ॥ না-প, ২।৮।৬।

শক্তিকুণ্ডলিনীযুক্তং স্বে স্বে স্থানে স্থিতং মুনে।
যোগোপযুক্তং নিয়তং যোগবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতং ॥

কুণ্ডলিনীশক্তিযুক্ত ও স্ব স্ব স্থানে স্থিত সেই ষট্ চক্রকে যোগজ্ঞ জন-গণ নিয়ত যোগোপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ঐ ৭।

অথাধারপদ্মং সুষুম্নাস্যলগ্নং
ধ্বজাধো গুদোর্দ্ধং চতুঃশোণপত্রং।
অধোবক্ত্র মুদ্যৎ সুবর্ণাভ বর্ণৈঃ
বকারাদি সান্তৈর্যুতং বেদবর্ণৈঃ।।

লিঙ্গের নিম্নে ও গুহ্যের ঊর্দ্ধে, অর্থাৎ লিঙ্গ ও গুহ্যের সম মধ্যভাগে সুষুম্নামুখে সংলগ্ন এক পদ্ম আছে; উহা (কুলকুণ্ডলিনী প্রভৃতির আধার হেতু) মূল ধারপদ্ম নামে অভিহিত হয এবং উহা তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ সদৃশ উজ্জ্বল, চতুঃশোণ পত্রের ন্যায (ব, শ, ষ, স) এতচ্চতুষ্টয বর্ণাত্মক চতুর্দ্দলযুক্ত ও অধোমুখে অবস্থিত (১)। ষ নি-৫।

অমুষ্মিন্ ধরায়াশ্চতুষ্কোণ চক্রং
সমুদ্ভাসি শূলাষ্টকৈরাবৃতস্তৎ।।
লসৎ পীতবর্ণং তড়িৎ কোমলাঙ্গং।
তদঙ্কে সমাস্তে ধরায়াঃ স্ববীজং।।

ঐ মূলাধারাখ্য চতুর্দ্দল পদ্মে চতুষ্কোণবিশিষ্ট পৃথ্বীচক্র আছে। সেই চক্র অষ্ট সংখ্যক উদ্দীপ্ত শূলযুক্ত, পীতবর্ণ, ও তড়িতের ন্যায় স্নিগ্ধ দীপ্তিশালী এবং উহার মধ্যে পৃথিবীর উৎপত্তি হওয়া হেতু উহা লকারাত্মক লক্ষ্মীবীজের স্থান।। ঐ৬

চতুর্ব্বাহু ভূষো গজেন্দ্রাধিরূঢ়
স্তদঙ্কে নবীনার্ক তুল্য প্রকাশঃ।
শিশুঃ সৃষ্টিকারী লসদ্বেদবাহু
র্মুখাম্ভোজ লক্ষ্মীশ্চতুর্ভাগ বেদঃ।।

উক্ত পৃথ্বীচক্রের অভ্যন্তরে যে পৃথ্বীবীজ আছে, তাহার ক্রোড়দেশে নবীনার্ক তুল্য রক্তবর্ণ ও মৃণাল-তন্তু সদৃশ সূক্ষ্ম চতুর্ব্বাহু সমন্বিত গজেন্দ্রাধিরূঢ় বালকরূপী সৃষ্টিকর্ত্তা (ব্রহ্মা) অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাঁহার মুখপদ্ম চতুষ্টয় সমাদি বেদ চতুষ্টয শোভা পাইতেছে।। ষ-নি ৭।

বসেদত্র দেবীচ ডাকিন্যভিখ্যা
লসদ্বেদ বাহূজ্জ্বলা রক্তনেত্রা।
সমানোদিতানেকসূর্য্যা প্রকাশা
প্রকাশং বহন্তী সদা শুদ্ধবুদ্ধেঃ।।

এই চতুষ্কোণ চক্রের মধ্যে ডাকিনী নাম্নী দেবী বাস করেন। তিনি দোলায়মান চতুর্ব্বাহু দ্বারা সুশোভিতা, রক্তনেত্রা, প্রলয়কালীন দ্বাদশাদিত্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্না এবং বিশুদ্ধবুদ্ধি যোগীদিগের অভীষ্ট ফলপ্রদা হয়েন।। ঐ ৮।

বজ্রাখ্যা বক্ত্রদেশে বিলসতি সততং
কর্ণিকা মধ্য সংস্থং, কোণং তৎ ত্রৈপুরাখ্যং
তড়িদিব বিলসৎ কোমলং কামরূপং।

(১) এই পদ্ম যদিও অধোমুখে অবস্থিত, তথাপি ধ্যানকালে ঊর্দ্ধমুখেই ধ্যান করিয়া ভাবনা করিতে হইবে।

কন্দর্পো নাম বায়ুর্নিবসতি সততং
তস্য মধ্যে সমন্তাৎ, জীবেশো বন্ধু জীব
প্রকরমভিহসন্ কোটিসূর্য্য প্রকাশঃ ॥

বজ্রা(১) নাম্নী নাড়ীর মুখ প্রদেশে ও মূলাধার পদ্মের কর্ণিকার মধ্য-ভাগে ত্রিপুরাখ্য দেবীর একটী বিদ্যুৎবৎ সমুজ্জ্বল, মনোজ্ঞ ও বিলাসাস্পদ ত্রিকোণ যন্ত্র আছে। ঐ যন্ত্র মধ্যে বান্ধুলী পুষ্পরাশির ন্যায় লোহিত বর্ণ ও কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান কন্দর্প নামক বায়ু বাস করতঃ জীবাত্মাকে স্ববশে রাখিয়া যথেচ্ছাক্রমে শরীরমধ্যে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছেন ॥

ষ-নি ৯।

তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী দ্রুত কনককলা
কোমলঃ পশ্চিমাস্যো, জ্ঞান ধ্যান প্রকাশঃ
প্রথম কিসলয়াকার রূপঃ স্বয়ম্ভুঃ ॥
উদ্যৎ পূর্ণেন্দুবিম্ব প্রকর করচয়
স্নিগ্ধ সন্তানহাসী, কাশীবাসী বিলাসী
বিলসতি সরিদাবর্ত্ত রূপঃপ্রকারঃ ॥

সেই ত্রিকোণ যন্ত্র মধ্যে জ্ঞান ও ধ্যানাধিগম্য লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু সরিদাবর্ত্তের ন্যায় বর্ত্তুলাকার ধারণ পূর্ব্বক নিরন্তর বিলাসানুভব করিতেছেন। তিনি দ্রবীভূত কনক সদৃশ কান্তিবিশিষ্ট নব পল্লবের ন্যায় আরক্ত বর্ণাভ পূর্ণেন্দু-রশ্মি-রাশির ন্যায় সুস্নিগ্ধ, মালহাস্যযুক্ত (শরীররূপ) কাশীবাসপরায়ণ ও আনন্দময় হয়েন ॥ ষ-নি ১০।

তস্যোর্দ্ধে বিষতন্তু সোদর লসৎ সূক্ষ্মা জগন্মোহিনী, ব্রহ্মদ্বারমুখেন মধুরং সাচ্ছাদয়ন্তী স্বয়ং
শঙ্খাবর্ত্তনিভা নবীন চপলামালা বিলাসাস্পদা
সুপ্তা সর্পসমা শিরোপরি লসৎ সার্দ্ধত্রিবৃত্তা-
কৃতিঃ ॥

সেই লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভুর উপরি-ভাগে মৃণালতন্তু সদৃশ সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মা জগন্মোহিনী কুলকুণ্ডলিনী দেবী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বদন বিস্তার করতঃ অমৃত-ক্ষরণ-রন্ধ্র-দ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ং সেই অমৃত পান করিতেছেন। তিনি নবীন বিদ্যুন্মালার ন্যায় বিলাসমানা এবং প্রসুপ্ত সর্পের ন্যায় সার্দ্ধ ত্রিকুটিলাকারে শঙ্খাবর্ত্তনবৎ স্বয়ম্ভুর শিরোপরি প্রকাশমানা হয়েন ॥ ঐ ১১।

মেধা সা মনসা যুক্তা সুনিদ্রাজননী নৃণাং।
ইড়া সা মনসা যুক্তা প্রাণিনাং ক্ষুদ্বিবর্দ্ধিনী ॥
পিঙ্গলা মনসা যুক্তা তৃষ্ণা মাতা চ প্রাণিনাং।
সুষুম্না মনসা যুক্তা নিদ্রাভঙ্গায় কল্পতে ॥
চঞ্চলা মনসা যুক্তা সম্ভোগেচ্ছা বিবর্দ্ধিনী।
বজ্রিণী মনসা যুক্তা কুপাকের বিচ্ছেদনী ॥

সেই কুণ্ডলিনীশক্তি মনের সহিত যুক্তা হইলে মনুষ্যের সুনি-দ্রার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। [illegible]

(১) বজ্রা নাড়ীর মধ্যে বজ্রানাড়ী [illegible] [illegible] [illegible] বিদ্যমান।

খ্যাতা হয়েন; মনোযুক্তা হইয়া প্রাণিদিগের ক্ষুধাবিবর্দ্ধিনী হইলে ইড়া নাম গ্রহণ করেন, মনসংযুক্তা প্রাণিদিগের তৃষ্ণাজননী হইলে পিঙ্গলা নাম ধারণ করেন; মনোযুক্তা সুষুম্না নাম ধারণপূর্ব্বক জনগণের নিদ্রাভঙ্গ করেন, মনোযুক্তা চঞ্চলা নাম ধারণপূর্ব্বক জীবগণের সন্তোগেচ্ছা বর্দ্ধন করেন এবং মনোযুক্তা সুষুম্না নাম গ্রহণ পুরঃসর জনগণকে বিচেতন করেন ॥

না-প, ২।৮।৮-১০।

ধ্যাত্বৈ তৎমূল চক্রান্তর বিবর লসৎ
কোটি সূর্য্য প্রকাশাং. বাচামীশো নরেন্দ্রঃ
সভবতি সহসা সর্ব্ববিদ্যাবিনোদী।
আরোগ্যঃ তস্য নিত্যং নিরবধিচ মহা-
নন্দ চিত্তান্তরাত্মা, বাক্যৈঃ কাব্য প্রবন্ধৈঃ
সকল সুরগুরূন্ সেবতে শুদ্ধশীলঃ ॥

উক্ত মূলাধার চক্রের অভ্যন্তরবর্ত্তী কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে যে সাধক নিরন্তর ধ্যান করেন, তিনি সহসা সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় পাণ্ডিত্য, নরেন্দ্রত্ব ও সর্ব্ববিদ্যাবিনোদিত্ব লাভ করেন এবং তিনি নিত্য অরোগী হয়েন ও সর্ব্বদা আনন্দ চিত্তে বিশুদ্ধ স্বভাবান্বিত হইয়া কাব্য-প্রবন্ধদ্বারা সুরগুরু প্রভৃতিকে প্রীতিযুক্ত করেন ॥ ষ-নি, ১৪।

সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী।
তদা সর্ব্বাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োহপিচ ॥

যখন গুরুদেবের প্রসন্নতাতে ব্রহ্মদ্বার মুখে প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রতা হন, তখন ষট্‌চক্রস্থ পদ্মগ্রন্থি সকল ভেদ হইয়া যায় ॥

শি-সং ৪।১৩।

যঃ করোতি সদা ধ্যানং মূলাধারে বিচক্ষণঃ।
তস্য স্যাদ্দার্দ্দুরীসিদ্ধিং ভূমিত্যাগক্রমেণ বৈ ॥

যে বিচক্ষণ সাধক নিয়ত এই মূলাধার চক্রের ধ্যান করেন, তাঁহার অবিলম্বে ভূমি ত্যাগের উপক্রম স্বরূপ দার্দ্দুরীসিদ্ধি লাভ হয় ॥

শি-সং ৫।৬৪।

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ বেত্তি সর্ব্বং সকারণং।
অশ্রুতান্যপি শাস্ত্রাণি সরহস্যং বদেৎ ধ্রুবং ॥

তদ্ভিন্ন তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানরূপ কালত্রয়বেত্তা ও সমস্ত কারণজ্ঞ হয়েন; আর তিনি যে সকল শাস্ত্র কখন শ্রবণ করেন নাই, তাহাও রহস্যের সহিত নিশ্চিত ব্যাখ্যা করিতে পারেন ॥

ঐ ৬৬।

মূলপদ্মং যদা ধ্যায়েৎ যোগী স্বয়ম্ভুলিঙ্গকং।
তদা তৎক্ষণমাত্রেণ পাপৌঘং নাশয়েদ্ধ্রুবং ॥

যোগিব্যক্তি যদি ক্ষণকাল মাত্র সেই মূলাধার পদ্ম ও স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে ধ্যান করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় ॥

৫।৬৫।

[illegible]
[illegible]

স্বাধিষ্ঠানা ভিধং তত্তু পঙ্কজং শোণরূপকং।
বালাখ্যো যত্র সিদ্ধোঽস্তি দেবী যত্রাস্তি রাকিনী॥

লিঙ্গমূলে সংস্থিত (ব,ভ,ম,য,র,ল), এই ষড়্‌বর্ণাত্মক সুপ্রদীপ্ত রক্তবর্ণ ষড়্‌দলবিশিষ্ট যে অপর একটী পদ্ম আছে, তাহার নাম স্বাধিষ্ঠান চক্র। এই চক্রে বালাখ্য সিদ্ধলিঙ্গের অধিষ্ঠান এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাকিনী-শক্তি॥ শি-সং ঐ ৭৫।

যো ধ্যায়তি সদা দিব্যং স্বাধিষ্ঠানারবিন্দকং।
তস্য কামাঙ্গনা সর্ব্বা ভজন্তে কামমোহিতাঃ॥
বিবিধঞ্চাশ্রুতং শাস্ত্রং নিঃশঙ্কো বৈ বদেদ্ধ্রুবং।
সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তো লোকে চরতি নির্ভয়ঃ॥

যে সাধক সর্ব্বদা এই স্বাধিষ্ঠানাখ্য পরম সুন্দর ষড়্‌দল পদ্মের ধ্যান করেন, কামরূপিণী দেবাঙ্গনাগণ তাঁহার ভজনা করিতে সমুৎসুকা হইয়া থাকেন এবং তিনি বিবিধ অশ্রুত শাস্ত্র সকল নিঃশঙ্কে নিশ্চিতরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন ও সর্ব্ব রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ভয়ে ত্রিলোকে পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হন॥ ঐ ৭৬-৭৭।

মরণং খাদ্যতে তেন স কেনাপি ন খাদ্যতে।
তস্য স্যাৎ পরমা সিদ্ধিরণিমাদিগুণাম্বিতা।
বায়ুঃ সঞ্চরতে দেহে রসবৃদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবং।
আকাশ পঙ্কজগলৎ পীযূষমপি বর্দ্ধতে॥

সেই সাধক নিজ মৃত্যুকে গ্রাস করেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ গ্রাস করিতে পারে না। তাঁহার অণিমাদি ঐশ্বর্য্যরূপ পরমা সিদ্ধি লাভ হয়, তাঁহার সর্ব্ব শরীরে প্রাণবায়ু সঞ্চারিত হয়, তৎপ্রযুক্ত বলপ্রদ রস পরিবর্দ্ধিত হয় এবং তিনি সহস্রার পদ্ম হইতে বিগলিত অমৃত নিরন্তর পান করিতে থাকেন॥ শি-সং ৫।৭৮।

তৃতীয়ং পঙ্কজং নাভৌ মণিপূরকসংজ্ঞকং।
দশারং ডাদি ফান্তার্ণং শোভিতং হেমবর্ণকং॥
রুদ্রাখ্যো যত্র সিদ্ধোঽস্তি সর্ব্বমঙ্গলদায়কঃ।
তত্রস্থা লাকিনী নাম্না দেবী পরমধার্ম্মিকা॥

নাভিমূলে (ড,ঢ,ণ,ত,থ,দ,ধ,ন,প,ফ), এই দশ বর্ণাত্মক স্বর্ণ বর্ণ ভ সুশোভন দশদলবিশিষ্ট মণিপুর নামক তৃতীয় পদ্ম আছে, এখানে সর্ব্ব মঙ্গলদায়ক রুদ্রাখ্য সিদ্ধলিঙ্গের অধিষ্ঠান এবং লাকিনী নাম্নী পরম ধার্ম্মিকা শক্তি তথাকার অধিদেবতা হয়েন॥ ঐ ৭৯-৮০।

তস্মিন্ ধ্যানং সদা যোগী করোতি মণিপূরকে।
তস্য পাতাল সিদ্ধিঃস্যান্নিরন্তর সুখাবহা।
ঈপ্সিতঞ্চ ভবেল্লোকে দুঃখরোগ বিনাশনং।
কালস্য বঞ্চনঞ্চাপি পরদেহপ্রবেশনং॥

যে যোগী সর্ব্বদা সেই মণিপুর চক্রের ধ্যান করেন, তাঁহার চির সুখাবহ পাতাল-সিদ্ধি লাভ হয়, সমুদায় দুঃখ ও রোগের নাশ হয়

এবং ইহ লোকে সর্ব্ব প্রকার অভি-লষিত ফল লাভ হয়। তিনি কালকে বঞ্চনা করেন এবং পরদেহ-প্রবেশন-শক্তি লাভ করেন॥ শি-সং ৫।৮১।

হৃদয়েঽনাহতং নাম চতুর্থং পঙ্কজং ভবেৎ।
কাদি ঠান্তার্ণসংস্থানং দ্বাদশচ্ছদশোভিতং।
অতিশোণং বায়ুবীজং প্রসাদস্থানমীরিতং॥

হৃদয়দেশে (ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ,ছ,জ,ঝ,ঞ,ট,ঠ), এই দ্বাদশ বর্ণাত্মক শোণবর্ণ সদৃশ দ্বাদশ দলবিশিষ্ট যে চতুর্থ পদ্ম আছে, তাহার নাম অনাহত চক্র। হৃদয় অতি প্রসন্ন স্থান এবং তথায় (যং) বায়ুবীজ স্থিতি করে॥ ঐ ৮৩।

পদ্মস্থং তৎপরং তেজো বাণলিঙ্গং প্রকীর্ত্তিতং।
যস্য স্মরণমাত্রেণ দৃষ্টাদৃষ্টফলং লভেৎ।
সিদ্ধঃ পিনাকী যত্রাস্তে কাকিনী যত্র দেবতা॥

এই অনাহত পদ্মে পরম তেজস্বী বাণলিঙ্গাখ্য শিবের অধিষ্ঠান, যাঁহার স্মরণ মাত্র দৃষ্টাদৃষ্ট ফল, অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে শুভ ফল লাভ হয়। কাকিনী নাম্নী শক্তি তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়েন॥ ঐ ৮৪।

তস্মিন্ সততং ধ্যানং হৃৎপাথোজে করোতি যঃ।
ক্ষুভ্যন্তে তস্য কান্তা বৈ কামার্ত্তা দিব্যযোষিতঃ।
জ্ঞানঞ্চাপ্রতিমং তস্য ত্রিকালবিষয়ং ভবেৎ।
দূরশ্রুতির্দূরদৃষ্টিঃ স্বেচ্ছয়া খগতাং ব্রজেৎ॥
সিদ্ধানাং দর্শনঞ্চাপি যোগিনীদর্শনং তথা।
ভবেৎ খেচরসিদ্ধিশ্চ খেচরাণাং জয়ন্তথা॥

যে যোগী সতত এই হৃৎপদ্মস্থ অনাহত চক্রের ধ্যান করেন, তাঁহার নিকট কামার্ত্তা দেবাঙ্গনাগণ ক্ষোভ-যুক্তা হন। তাঁহার ত্রিকাল বিষয়ক অতুল জ্ঞান জন্মে, দূরশ্রবণ, দূর-দর্শন এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আকাশ-গমনের শক্তি লাভ হয়। আর, সিদ্ধগণ ও যোগীগণের সন্দর্শন এবং খেচরসিদ্ধি ও খেচরগণ সন্নিধানে জয় লাভ হয়॥ শি-সং ৫।৮৫-৮৭।

কণ্ঠস্থানস্থিতং পদ্মং বিশুদ্ধং নাম পঞ্চমং।
সুহেমাভং (ধূম্রবর্ণং) স্বরোপেতং ষোড়শচ্ছদ-শোভিতং।
ছগলাণ্ডোঽস্তি সিদ্ধোঽত্র শাকিনী চাধিদেবতা॥

কণ্ঠদেশে (অ,আ,ই,ঈ,উ,ঊ,ঋ,ৠ,ঌ,ৡ,এ,ঐ,ও,ঔ,অং,অঃ), এই ষোড়শ বর্ণাত্মক স্বর্ণ (কোন মতে ধূম্র) বর্ণাভ ষোড়শ দল বিশিষ্ট যে পঞ্চম পদ্ম আছে, তাহার নাম বিশুদ্ধ চক্র। এই চক্রে ছগলাণ্ড নামক সিদ্ধলিঙ্গ এবং শাকিনীশক্তি নাম্নী দেবীর অধি-ষ্ঠান॥ ঐ ৯০।

ধ্যানং করোতি যো নিত্যং স যোগীশ্বর পণ্ডিতঃ।
কিন্তস্য যোগিনোঽন্যত্র বিশুদ্ধাখ্যে সরোরুহে।
চতুর্বেদা বিভাসন্তে সরহস্যা নিধেরিব॥

যে ব্যক্তি নিয়ত এই বিশুদ্ধ চক্রের ধ্যান করেন, তিনি যোগীশ্বর

ও যোগীশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত এবং রহস্য চতুর্ব্বেদকে রত্নের ন্যায় প্রকাশ্য ভাবে দেখিতে পান ॥

শি-সং ৫।৯১।

রহঃস্থানে স্থিতো যোগী যদা ক্রোধবশো ভবেৎ
তদা সমস্তং ত্রৈলোক্যং কম্পতে নাত্র সংশয়ঃ

এই চক্রের ধ্যানপরায়ণ যোগী নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া যদি ক্রোধাবিষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি ত্রিলোকীকে কম্পান্বিত করিতে পারেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥

ঐ ৯২।

ইহ স্থানে মনো যস্য দৈবাদ্যাতি লয়ং যদা।
তদা বাহ্যং পরিত্যজ্য স্বান্তরে রমতে ধ্রুবং ॥

এই বিশুদ্ধ চক্রে যদি দৈবাৎ সাধকের মন লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তিনি বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক, স্বশরীরাভ্যন্তরেই রমণ করিতে থাকেন ॥

ঐ ৯৩।

আজ্ঞাপদ্মং ভ্রুবোর্মধ্যে হক্ষোপেতং দ্বিপত্রক।
শুক্লাভং তন্মহাকালঃ সিদ্ধো দেবাত্র হাকিনী ॥
শরচ্চন্দ্রনিভং তত্রাক্ষরবীজং বিজৃম্ভিতং।
পুমান্ পরমহংসোঽয়ং যজ্জ্ঞাত্বা নাবসীদতি।

অক্ষর মধ্যে (হ, ক), এই দুই বর্ণাত্মক শুক্লবর্ণ বিশিষ্ট দ্বিদল পদ্মকে আজ্ঞাপুর চক্র বলা যায়। এই চক্রে মহাকাল নামক সিদ্ধলিঙ্গ অর্দ্ধ-[illegible]

নারীশ্বর কহে) এবং হাকিনী নাম্নী শক্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হয়েন। এই চক্রের কর্ণিকাতে শরচ্চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ (ঠং) চন্দ্রবীজ দীপ্তিমান রহিয়াছে। পরমহংস পুরুষ সেই বীজের ধ্যান করে অবসন্ন হন না ॥ শি-সং ৫।৯৬-৯৭।

এতদেব পরং তেজঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু মন্ত্রিণঃ।
চিন্তয়িত্বা পরাং সিদ্ধিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

এই পরম তেজঃ স্বরূপ আজ্ঞা চক্রের বিষয় সর্ব্ব তন্ত্রে গোপন রহিয়াছে। সাধক ইহার চিন্তা করিলে নিশ্চয়ই পরমা সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন ॥ ঐ ৯৮।

যঃ করোতি সদা ধ্যানমাজ্ঞাপদ্মস্য গোপিতং
পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম বিনশ্যেদবিরোধতঃ ॥

যিনি সর্ব্বদা এই আজ্ঞা চক্রের ধ্যান করেন, তাঁহার অনায়াসে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম সমুদায় বিনষ্ট হয় ॥

ঐ ১১১।

ইহ স্থিতো যদা যোগী ধ্যানং কুর্য্যান্নিরন্তরং
তদা করোতি প্রতিমা প্রতিজপমনর্থকং ॥
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বা অপ্সরোগণ কিন্নরাঃ।
সেবন্তে চরণৌ তস্য সর্ব্বে তস্য বশানুগাঃ ॥

যখন যোগী একান্ত চিত্তে, নিরন্তর এই চক্রের ধ্যান করেন, তখন প্রতিমাপূজা ও জপাদিকে নিরর্থক কল্পনা বলিয়া তাঁহার বোধ

হইতে থাকে, কারণ যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, অপ্সর ও কিন্নরগণ সকলেই তাঁহার বশীভূত হইয়া তাঁহার চরণ সেবা করিতে থাকে ॥

শি-সং ৫।১১২-১১৩।

যা[illegible] যামীতি প্রোক্তানি পঙ্কপদ্মে ফলানি বৈ।
তানি সর্ব্বাণি সুতরামেতজ্জ্ঞানান্তবন্তি হি ॥

মূলাধর হইতে আরম্ভ করিয়া [illegible] পর্য্যন্ত পঞ্চ পদ্মের যে ধ্যান [illegible] [illegible]ত হইয়াছে, সেই সমুদায় [illegible] একমাত্র আজ্ঞাচক্র জ্ঞানেই লাভ হইয়া থাকে ॥ ঐ ১১৫।

ধ্যানাদ্ধা সাধকেন্দ্রো ভবতি পরপুরে
শীঘ্রগামীমুনীন্দ্রঃ, সর্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী
সকলহিতকরঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা।
অদ্বৈতাচারবাদী বিলসতি পরমা
পূর্ব সিদ্ধিপ্রসিদ্ধিঃ, দীর্ঘায়ুঃ সোঽপিকর্ত্তা
ত্রিভুবনভবনে সংহৃতৌ পালনে বা ॥

সাধকেন্দ্র এই দ্বিদল পদ্ম ধ্যান দ্বারা পরশরীরে প্রবেশক্ষম, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বহিতৈষী, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, অদ্বৈতবাদী ও চিরজীবী হয়েন এবং তিনি হরিহরাদির ন্যায় ত্রিজগতের সৃষ্টি সংহার ও পালন করিতেও সমর্থ হয়েন ॥

ষ-নি ৩৬।

[illegible] স্ফুরতি সতত[illegible] শুক্রাকারাদ্য,
প্রদীপাভ জ্যোতিঃ প্রণব বিরচনা রূপ বর্ণঃ
প্রকাশঃ।
তদূর্দ্ধে চন্দ্রার্দ্ধস্তদুপরি বিলসদ্ বিন্দুরূপী মকার,
তদাদ্যে নাদোঽসৌ বলধবল সুধাধার সন্তান-
হাসী ॥

এই আজ্ঞা চক্রের সমীপে, অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়ের উপরিভাগে ও ললাটের অধোভাগে শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ অন্তরাত্মা বাস করেন। তিনি প্রদীপ শিখার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় এবং প্রণব প্রকাশক ওঙ্কার বর্ণাত্মক হয়েন। সেই ওঙ্কাররূপী অন্তরাত্মার উপরিভাগে অর্দ্ধচন্দ্র ও অর্দ্ধচন্দ্রোপরি বিন্দুরূপী ও নাদ শক্তিরূপাধার মকার বর্ণাত্মক শিব-লিঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছেন; ঐ নাদ চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুক্লবর্ণ হয় ॥

ষ-নি ৩৭।

ইহস্থানে লীনে সুসুখ সদনে চেতসি পুরং
নিরালম্বাং বধ্বা পরমগুরুসেবা সুবিদিতাং।
সদাভ্যাসাদ্যোগী পবন সুহৃদাং পশ্যতিকলাং
ততস্মধ্যান্তঃ প্রবিলসিত রূপানপি সদা ॥

এই অন্তরাত্মধামে চিত্ত বিলীন হইলে, পরম গুরুর সেবা দ্বারা নিরালম্ব মুদ্রা বিদিত হইয়া সর্ব্বদা তদভ্যাস দ্বারা সাধক পরম যোগী হয়েন। তখন তিনি আত্মজ্যোতির কলা দর্শন করেন এবং মূর্ত্তিমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আত্মস্বরূপেও দর্শন করিতে থাকেন ॥ ঐ ৩৮।

[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible]

(শূন্য প্রদেশে) দিব্যরূপ সহস্রদল পদ্ম আছে। এই পদ্ম ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহের বহির্ভাগে অবস্থিত এবং যোগীগণের মুক্তিপ্রদ ॥

শি-সং ৫।১৫১।

কৈলাসো নাম তস্যৈব মহেশো যত্র তিষ্ঠতি।
অকুলাখ্যো বিলাসী চ ক্ষয়বৃদ্ধিবিবর্জ্জিতঃ ॥

এই সহস্রদল পদ্মেরই নাম কৈলাস, যথায় মহেশ্বরের নিত্য অধিষ্ঠান। সেই পরম দেবকেই নকুল বলে, তিনি নিত্যবিলাসী, তাঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই ॥ ঐ ১৫২।

শিবস্থানংশৈবা পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণাঃ
লপন্তীতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদপরে।
পদং দেব্যা দেবী চরণযুগলানন্দরসিকা
মুনীন্দ্রা অপ্যন্যে প্রকৃতিপুরুষং স্থানমমলং ॥

এই শূন্যস্থানকে শৈবগণ শিবস্থান কহেন, বৈষ্ণবেরা পরমপুরুষ বিষ্ণু-ধাম বলিয়া ভাবনা করেন, বৈদান্তি-কেরা হরিহরপদ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, শাক্তগণ দেবিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং অন্যান্য মুনি-গণ প্রকৃতিপুরুষের নির্ম্মল স্থান বলিয়া নির্ণয় করেন। (কিন্তু উহা এই প্রকার বিবিধ নামে বিবিধ রূপে ভাবিত হইলেও ফলিতার্থ উহাকে এক সচ্চিদানন্দময় আত্মার স্থান বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন; কারণ সকল উপাসকই স্ব স্ব ইষ্ট-দেবতাকে ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন) ॥ ষ-নি ৪৬।

স্থানস্যাস্য জ্ঞানমাত্রেণ নৃণাং
সংসারেঽস্মিন্ সম্ভবো নৈবভূয়ঃ।
ভূতগ্রামং সন্ততাভ্যাসযোগাৎ
কর্ত্তুং হর্ত্তুং স্যাচ্চ শক্তিঃ সমগ্রাঃ ॥

এই স্থানের জ্ঞানমাত্র মানবগণের ইহসংসারে পুনর্জ্জন্ম হয় না এবং নিরন্তর ঐ জ্ঞানাভ্যাসযোগ প্রভাবে সাধকের বিশ্বসর্জ্জন ও সংহরণাদি সমগ্র শক্তি জন্মে ॥ শি-সং ৫।১৫৩।

স্থানে পরে হংসনিবাসভূতে
কৈলাসনাম্নীহ নিবিষ্টচেতাঃ।
যোগী হৃতব্যাধিরধঃ কৃতাধি-
রায়ুশ্চিরংজীবতিমৃত্যু মুক্তঃ ॥

এই কৈলাসাখ্য পরমহংস-নিবাস-রূপ সহস্রদল কমলে যে যোগীর চিত্ত সন্নিবিষ্ট হয়, তাঁহার আধি ব্যাধি সমুদায় বিনষ্ট হয় এবং তিনি চিরজীবী হইয়া মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হন ॥ ঐ ১৫৪।

চিত্তবৃত্তি র্যদা লীনঃ কুলাখ্যে পরমেশ্বরে।
তদা সমাধি সাম্যেন যোগী নিশ্চলতাংব্রজেৎ ॥

যখন এই কুলাখ্য পরমেশ্বরে যোগীর চিত্তবৃত্তি বিলীন হয়, তখন তিনি সমাধিসাম্যরূপ নিশ্চল চিত্ততা লাভ করেন ॥ ঐ ১৫৫।

নিরন্তরকৃত ধ্যানাজ্জগদ্বিস্মরণং ভবেৎ।
তদা বিচিত্র সামর্থ্যং যোগিনো ভবতিধ্রুবং॥

নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে যৎকালে যোগীর এই জগৎ বিস্মরণ হয়, তৎকালে তাঁহার অদ্ভুত সামর্থ্য জন্মে॥ শি-সং ৫।১৫৬।

তস্মাদ্গলিতপীযূষং পিবেদ্‌যোগী নিরন্তরং।
মৃত্যোর্ম্মৃত্যুংবিধায় স কুলংজিত্বা সরোরুহে।
অত্র কুণ্ডলিনীশক্তি র্লয়ং যাতি কুলাভিধা।
তদা চতুর্ব্বিধা সৃষ্টি র্লীয়তে পরমাত্মনি॥

যে যোগী এই সহস্রদলপদ্ম হইতে বিগলিত সুধা রস নিয়ত পান করেন, তিনি কুলজয় করতঃ আপনার মৃত্যুর মৃত্যু বিধান করিয়া চিরজীবী হন। এই সহস্রদল কমলে কুল-রূপা কুণ্ডলিনীশক্তির লয় হয়। কুণ্ডলিনীর লয় হইলেই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টিও পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়॥ ঐ ১৫৭।

তালুস্থানে চ যৎ পদ্মং সহস্রারংপুরাহিতং।
তৎকন্দে যোনিরেকাস্তি পশ্চিমাভিমুখীমতা॥
তস্যা মধ্যে সুষুম্নায়া মূলং সবিবরং স্থিতং।
ব্রহ্মরন্ধ্রং তদেবোক্তমামূলাধারপঙ্কজং।
ততস্তদ্রন্ধ্রে তচ্ছক্তিঃ সুষুম্না কুণ্ডলী সদা।

পূর্ব্বোক্ত তালু স্থানস্থ সহস্রদল কমলের মূলদেশে অধোমুখ ত্রিকোণাকার যে এক যন্ত্র আছে, তাহার মধ্যে অবস্থিত সুষুম্না নাড়ীর মূল; তাহাকেই ব্রহ্মরন্ধ্র বলে (১) এবং তাহারই আমূলাধারপদ্ম সংজ্ঞা হয়। সেই সুষুম্নার রন্ধ্রে তৎশক্তি কুণ্ডলিনী সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করেন॥ শি-সং ৫।১২২-১২৩।

ইয়ং কুণ্ডলিনীশক্তিরন্ধ্রং ত্যজতি নান্যথা॥

(নাড়ী সকল সরলা হইলে) এই কুণ্ডলিনীশক্তি চৈতন্যবিশিষ্টা হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রকে ত্যাগ করতঃ মুক্তিপথ প্রদর্শন করান॥ ঐ ১২৭ শ্লোকার্দ্ধ।

যদা পূর্ণাসু সর্ব্বাসু সংনিরুদ্ধানিলাস্তদা।
রন্ধ্রত্যাগে কুণ্ডলীস্যা মুখং রন্ধ্রাদ্বহি র্ভবেৎ॥

(প্রাণায়ামাদি ক্রমদ্বারা) যখন সমুদায় নাড়ীতে বায়ু সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়, তখন ব্রহ্মরন্ধ্রকে পরি-ত্যাগ করিয়া কুণ্ডলিনীর মুখ ব্রহ্ম-রন্ধ্র হইতে বাহির হইয়া যায়॥ ঐ ১২৮।

স্তুকালেনৈব দেবীং যমনিয়মসমা-
ভ্যাসশীলঃ সুশীলো, জ্ঞাত্বা শ্রীনাথবক্ত্রাৎ
ক্রমমপিচ মহামোক্ষবর্ত্ম প্রকাশং।

---

(১) এই ব্রহ্মরন্ধ্র মুখেই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার সঙ্গম, সেই সঙ্গমস্থানকে প্রয়াগ বলে। ইড়া নাড়ীকে গঙ্গা পিঙ্গলাকে যমুনা এবং তন্মধ্যগামিনী সুষুম্নাকে সরস্বতী বলা যায়। এই নাড়ীত্রয়ের সঙ্গমস্থান অতি দুর্লভ, তথায় যে সাধক মানস স্নানের সমাচরণ করেন, অর্থাৎ ঐ স্থানে যাঁহার মন লীন হয়, তিনিই সনাতন পরব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন এবং তিনিই নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন॥ শি-সং ৫।১৩১—১৩৫।

ব্রহ্মদ্বারস্থ মধ্যে বিরচয়তু ততাং
শুদ্ধবুদ্ধি প্রভাবো, ভিত্বা তল্লিঙ্গরূপং
পবন দহনয়োরাক্রমেণৈব গুপ্তাং ॥

যম নিয়মাদি অভ্যাসশীল ও সৎ-স্বভাবান্বিত সাধক গুরুমুখ হইতে মহামোক্ষপ্রকাশক ক্রম ও কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে বিদিত হইয়া হুঙ্কার-রূপ অঙ্কুশ-বীজদ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম-দ্বাররূপ মূলাধার পদ্মস্থ স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে ভেদ করতঃ সহস্রদল কমলে ঐ কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে ভাবনা করিবেন(১)। ঐ দেবী বায়ু ও বহ্নি সহকারে তপ্তা (প্রবুদ্ধা) হয়েন ॥ ষ-নি ৫২।

নিত্বা তাং কুলকুণ্ডলীং নবরসাং জীবেন সার্দ্ধংসুধী
মোক্ষে ধামনি শুদ্ধপদ্মসদনে শৈবেপরে স্বামিনি।
ধ্যায়েদিষ্টফলপ্রদাং ভগবতীং চৈতন্যরূপাংপরাং
যোগীশো গুরুপাদপদ্মযুগলালম্বী সমাধৌ যুতঃ ॥

গুরুপাদপদ্মাবলম্বী সমাধিযুক্ত যোগীশ্রেষ্ঠ ঐ কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে জীবাত্মার সহিত পরম শিবসম্বন্ধী মোক্ষধামস্বরূপ সহস্রদলপদ্মে লীনা করতঃ ঐ পদ্মেতেই তাঁহাকে ধ্যান করিবেন। তিনি চৈতন্যরূপিনী ও ও সাধকের ইষ্টফলদায়িনী হয়েন ॥ ঐ ৫৪।

(১) কুলকুণ্ডলিনী দেবী তড়িতের ন্যায় মূলাধারাদি-ক্রমে সকল পদ্মে অল্পকালমাত্র অবস্থান করতঃ সহস্রদল পদ্মেই [illegible] থাকেন, এহেতু তাঁহাকে সেই পদ্মেতেই ভাবনা করিতে হইবে।

(প্রাণায়াম-যোগ কথন)

প্রাণাখ্যমনিলং বশ্যমভ্যাসাৎকুরুতে তু যৎ।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সবীজোঽবীজ এব চ ॥

অভ্যাসদ্বারা প্রাণবায়ুকে যে বশতাপন্ন করা যায়, তাহার নাম প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম দুই প্রকার, সবীজ ও অবীজ। সবীজ, অর্থাৎ ভগবন্মূর্ত্তিধ্যান ও প্রণবমন্ত্রজপসহিত এবং অবীজ অর্থাৎ উক্ত প্রকার ধ্যান ও মন্ত্ররহিত ॥ বি-পু ৬।৭।৪০।

যথা পর্ব্বতধাতূনাং দহ্যন্তে ধমনান্মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়কৃতা দোষা দহ্যন্তে প্রাণনিগ্রহাৎ ॥

যেমন পর্ব্বতস্থ ধাতু সকলকে দগ্ধ করিলেই তাহারা নির্ম্মল হয়, সেই-রূপ প্রাণায়াম করিলেই ইন্দ্রিয়কৃত দোষ সকল বিদূরিত হইয়া দেহ বিশুদ্ধ হয়, অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা দেহগত দোষ সকল দূরীভূত হইলেই দেহ ব্রহ্মবিদ্যা সাধনে সক্ষম হয় (১) ॥ অ-উ ৭।

(১) "প্রাণায়ামোমরুজ্জয়ঃ" অর্থাৎ বায়ুজয়কে প্রাণায়াম কহে। আসনবন্ধন করিয়া স্থিরভাবে উপবেশন পূর্ব্বক শ্বাসবায়ুর রেচন, কুম্ভন ও পূরণ এই ত্রিবিধ কার্য্য দ্বারা বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থ বায়ুপ্রবাহের নিরোধ করিয়া প্রাণবায়ুকে ধারণ করিয়া রাখনের নাম প্রাণায়াম। যোগশাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা শরীরাভ্যন্তরে বায়ুধারণশক্তি যত প্রবল হইবে, ততই যোগসাধনের উপায় আয়ত্তীকৃত হইবে। কারণ, স্বভাবতঃ সর্ব্বদা নানাবিষয়ে বিক্ষিপ্ত যে চিত্ত তাহার একাগ্রতা সাধিত না হইলে কোন মতেই যোগসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রাণসংযমই চিত্তের একাগ্রতা

পূরকঃ কুম্ভকশ্চৈব রেচকশ্চ তৃতীয়কঃ।
জ্ঞাতব্যো যোগিভির্নিত্যং দেহসংসিদ্ধিহেতবে॥

শরীরের সংশোধনের নিমিত্ত পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা প্রাণায়াম সাধিত হয়, তাহা নিত্য যোগিগণের জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য॥ প-স্ব ৩০৫।

পূরকঃ কুরুতে পুষ্টিং ধাতুসাম্যং তথৈব চ।
কুম্ভকঃ স্তম্ভনং কুর্য্যাজ্জীবরক্ষাবিবর্দ্ধনম্।
রেচকো হরতে পাপং কুর্য্যাদ্যোগপদং ব্রজেৎ॥

পূরক দ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন হয় এবং বাত, পিত্ত ও কফ এই ত্রিবিধ ধাতুর সাম্যাবস্থা হয়। কুম্ভক দ্বারা উদরের অভ্যন্তরে শ্বাস স্তম্ভিত করিয়া রাখিলে জীবন রক্ষা ও বৃদ্ধি হয়। রেচক দ্বারা শরীরের সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয়। এইরূপ করিলে শরীর বিশুদ্ধ হইয়া যোগসাধনের উপযোগী হয়॥ প-স্ব ৩০৬।

সুশোভনে মঠে যোগী পদ্মাসনসমন্বিতঃ।
আসনোপরি সংবিশ্য পবনাভ্যাসমাচরেৎ॥

সুরম্য যোগমঠ মধ্যে আসনোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম সিদ্ধার্থী যোগী পবনাভ্যাস করিবে॥

শি-সং ৩।২০।

সমকায়ঃ প্রাঞ্জলিশ্চ প্রণম্য চ গুরূন্ সুধীঃ।
দক্ষে বামে চ বিঘ্নেশং ক্ষেত্রপালাম্বিকাং পুনঃ॥

সুবুদ্ধি যোগী ব্যক্তি সমকায় হইয়া, অর্থাৎ বক্র বা কুঞ্চিত কলেবর না হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক গুরুগণকে প্রণাম করিয়া বাম দিকে ও দক্ষিণ দিকে গণেশ, ক্ষেত্রপালাদিগণ ও অম্বিকাকে প্রণাম করিবে॥ ঐ ২১।

ততশ্চ দক্ষাঙ্গুষ্ঠেন নিরুধ্য পিঙ্গলাং সুধীঃ।
ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ।
ততস্ত্যক্ত্বা পিঙ্গলয়া শনৈরেব ন বেগতঃ॥

তদনন্তর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা দক্ষিণ নাসারন্ধ্র অবরুদ্ধ করিয়া বাম নাসারন্ধ্রে যথাশক্তি সংখ্যানুসারে বায়ু পূরণ করিবে এবং ঐ পূরিত বায়ুকে মধ্যনাড়ী-রন্ধ্রে যথাশক্তি সংখ্যানুসারে রোধ করতঃ দক্ষিণ নাসিকায় পিঙ্গলা নাড়ীছিদ্র দিয়া ক্রমে ক্রমে

সাধন করে। প্রাণবায়ুর প্রবৃত্তি অনুসারেই সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া থাকে। প্রাণবায়ু সংযত হইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তিও সংযত হয়। মনঃ ও প্রাণ ইহারা পরস্পরের সাহায্যে যোগসাধন করিয়া থাকে। প্রাণবায়ু ক্ষীয়মাণ হইলেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হইতে পারে। যোগশাস্ত্রে শ্রুত আছে যে, প্রাণসংযমই সমস্ত দোষ ক্ষয় করে, এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হইলে নানাপ্রকার দোষ সংঘটন হয়। অত এব প্রাণসংযমই সর্ব্বপ্রকার দোষ নিবারণপূর্ব্বক চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিয়া থাকে এবং চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হইলে সাধকের সমাধিসিদ্ধি লাভ হয়।

যথাশক্তি সংখ্যানুসারে বায়ুকে পরিত্যাগ করিবে ॥ শি-সং ৩।২২ ॥

পুনঃ পিঙ্গলয়া পূর্য্য যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ।
ইড়য়া রেচয়েদ্বায়ুং ন বেগেন শনৈঃ শনৈঃ ॥

পুনর্ব্বার বিপরীত দিকে যথাশক্তি সংখ্যানুসারে দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া যথাশক্তি মধ্যনাড়ীতে স্তম্ভিত করতঃ বামনাসারন্ধ্র দিয়া সেই পূরিত বায়ু অল্পে অল্পে যথাশক্তি সংখ্যানুসারে পরিত্যাগ করিবে (১) ॥

ঐ ২৩।

কূর্ম্মোহঙ্গানীব সংহৃত্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মাত্রাদ্বাদশযোগেন প্রণবেন শনৈঃ শনৈঃ।
পূরয়েৎ সর্ব্বমাত্মানং সর্ব্বদ্বারং নিরুধ্য চ ॥

কূর্ম্মের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কোচ (অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিক্ষেপাদি রহিত) করতঃ হৃদয়মধ্যে মনকে নিরুদ্ধ

---

(১) বাহ্য, অভ্যন্তর ও স্তম্ভ, এই ত্রিবিধ বৃত্তিভেদে প্রাণায়াম তিন প্রকার। রেচক (শ্বাস ত্যাগকরণ) পূরক (শ্বাস প্রবিষ্ট করণ) এবং কুম্ভক (শ্বাস রোধকরণ)। ফলতঃ কুম্ভে যেরূপ জল নিশ্চল ভাবে থাকে, প্রাণবায়ুও তদ্রূপ নিশ্চলভাবে থাকার নাম কুম্ভক। দেশ, কাল ও সংখ্যা নিরূপণপূর্ব্বক কার্য্য সাধন করিলে উক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়ামের দীর্ঘ সূক্ষ্ম সংজ্ঞা হয়। দীর্ঘ সূক্ষ্ম এই যে, ক্রমশঃ অভ্যাসদ্বারা দীর্ঘকাল বায়ুধারণে নিপুণ হইয়া স্থিতি করিতে পারা যায়। প্রাণায়ামের নিয়ম এই যে,—প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট অবরুদ্ধ করিয়া প্রণবমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বামনাসারন্ধ্র দিয়া যথাশক্তি প্রণবের সংখ্যানুসারে বায়ু পূরণ করিবে। পরে দক্ষিণ নাসা অঙ্গুষ্ঠদ্বারা এবং বামনাসা অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা রোধ করিয়া মধ্যনাড়ীরন্ধ্রে যথাসাধ্য সংখ্যানুসারে কুম্ভক, অর্থাৎ ঐ পূরিত বায়ুকে স্তম্ভিত করিবে। অনন্তর অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা বামনাসাপুট অবরুদ্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসাপথ মোচনপূর্ব্বক ক্রমশঃ ধীরে ধীরে রেচক, অর্থাৎ শ্বাস ত্যাগ করিবে। পুনর্ব্বার বামনাসারন্ধ্র রুদ্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়া যথাশক্তি সংখ্যানুসারে বায়ু পূরণ করিয়া মধ্যনাড়ীতে স্তম্ভিত করিবে এবং দক্ষিণ নাসা বদ্ধ করিয়া বাম নাসাদ্বারা ঐ পূরিত বায়ু অবেগে, অর্থাৎ ধীরে ধীরে যথাশক্তি সংখ্যানুসারে ত্যাগ করিবে। যত বার প্রণবমন্ত্র জপ করিবে, তত বার প্রণবের মাত্রা সকল নির্দ্দেশ করিবে। এইরূপ ক্রমে অভ্যাস দ্বারা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বায়ুরোধ করিবার শক্তি জন্মিবে। ক্ষুধাতুর হইয়া অথবা আহার করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণায়াম সাধন করিবে না। আহার করিলে তৎকালে নাড়ীছিদ্র রসাবৃত হয়, সুতরাং বায়ুর গমনাগমনে ব্যাঘাত জন্মে, তজ্জন্য সাধকের শ্বাসাদি রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির ধাতু ক্ষীণ হয়, তৎকালে পবনাভ্যাসে শরীর শোষণ হইয়া ক্ষয়রোগের উৎপত্তি হয়। সুতরাং এতদুভয় কালেই যোগাভ্যাস করা বিধেয় নহে। প্রথম অভ্যাসকালে অন্য কোন দ্রব্য ভোজন না করিয়া কেবল ঘৃত দুগ্ধান্ন ভোজন করিবে, যেহেতু তন্ত্রে কথিত আছে যে, "ক্ষীরাজ্যপ্রাশনং শস্তং"। অনন্তর অভ্যাস স্থিরীভূত হইলে আর এতাদৃশ নিয়ম পালনের আবশ্যকতা থাকে না, তখন অল্পে অল্পে অনেক প্রকার দ্রব্য ভোজন করিতে পারিবে। স্বভাবতঃ চন্দ্রে বায়ুর প্রবেশ হইলে, অর্থাৎ যখন বামনাসিকাতে বায়ু বহিবে, তখন কুণ্ডলিনী দেবীর নিদ্রাকাল, সুতরাং তাঁহার নিদ্রাকালে যোগীরা নিদ্রা ত্যজনা করিবেন। আর, সূর্য্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইলে, অর্থাৎ যখন দক্ষিণ নাসিকাতে বায়ু বহিবে, তখনি কুণ্ডলিনীর জাগরাবস্থা, সুতরাং তৎকালে আহার করিলেই কুণ্ডলিনীমুখে আহুতি প্রদান করা হয়, কেন না কুণ্ডলিনীমুখে আহুতি হইলেই যোগীর আহার শুদ্ধি হয়। অতএব কুণ্ডলিনীর জাগরাবস্থাতেই যোগীগণ আহার করিবেন। শি-সং ৩।৩৫—৩৬।

করিয়া প্রণবমন্ত্র জপদ্বারা দ্বাদশ মাত্রা যোগে (১) অল্পে অল্পে সমস্ত শরীর বায়ুতে পরিপূর্ণ করিবে এবং বায়ু ধারণার নিমিত্ত শরীরের সমস্ত দ্বারকে রুদ্ধ করিবে ॥

ক্ষুরিকোপনিষৎ ৩।

আহুঃ শরীরং রথমিন্দ্রিয়াণি-
হয়ানভীষূন্মন ইন্দ্রিয়েশং।
বর্ত্মানি মাত্রা ধিষণাঞ্চ সূতং
সত্বং বৃহদ্বন্ধু রমীশসৃষ্টং ॥
অক্ষং দশপ্রাণ মধর্ম্মধর্ম্মৌ
চক্রেঽভিমানং রথিনঞ্চ জীবং।
ধনুর্হিতস্য প্রণবং পঠন্তি
শরন্তু জীবং পরমেবলক্ষং ॥

পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, এই শরীর রথস্বরূপ; ইন্দ্রিয় সকল উহার অশ্ব; ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর মন বল্গা; শব্দাদি বিষয় সকল (গন্তব্য) পথ; বুদ্ধি সারথি; দেহব্যাপী চিত্ত ঈশ্বরসৃষ্ট বন্ধন; দশ প্রাণ অক্ষ; ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই চক্র; অহঙ্কারী জীব রথী; ওঙ্কার প্রণব তাঁহার ধনু; বিশুদ্ধ জীব তাঁহার বাণ এবং পরমব্রহ্ম তাঁহার লক্ষ্য ॥

ভা-পু ৭।১৫।৩২-৩৩।

ইন্দ্রিয়েষু ক্রিয়াযজ্ঞান্ জ্ঞানদীপেষু জুহ্বতি।
ইন্দ্রিয়াণি মনস্যূর্ম্মৌ বাচি বৈকারিকং মনঃ।
বাচং বর্ণ সমাম্নায়েতমোঙ্কারে স্বরে ন্যসেৎ।
ওঙ্কারং বিন্দৌ নাদেতং তন্তু প্রাণে মহত্যমূন্ ॥

(নিবৃত্তকর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি) যজ্ঞ ও ক্রিয়া সমূহকে জ্ঞানদ্যোতক ইন্দ্রিয়বর্গে, ইন্দ্রিয়বর্গকে সঙ্কল্পরূপ মনে, বিকারযুক্ত মনকে বাক্যে, বাক্যকে বর্ণ সমূহে, বর্ণসমূহকে স্বরত্রয়গ্রথিত ওঙ্কারে, ওঙ্কারকে বিন্দুতে, বিন্দুকে নাদে, নাদকে প্রাণবায়ুতে এবং প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মে ন্যাস করেন ॥

ভা-পু ৭।১৫।৪১ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেকেন রেচয়েৎ।
দিব্যমন্ত্রেণ বহুশঃ কুর্য্যাদাত্মমলচ্যুতিম্ ॥

"ওম্" এই একাক্ষরই পরমব্রহ্ম স্বরূপ, অতএব "ওম্" এই একাক্ষর ব্রহ্মময় মন্ত্রদ্বারা পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে, তাহা হইলে সাধকের পাপরাশি দগ্ধ হইবে (১) ॥

অ-উ ২০।

(১) দ্বাদশ মাত্রা অর্থাৎ দ্বাদশবার পূরক, দ্বাদশবার কুম্ভক ও দ্বাদশবার রেচক এতৎ ক্রমে প্রাণায়াম করিবে।

(১) অকার, উকার, মকার ও নাদ এই সার্দ্ধত্রি মাত্রিক প্রণবমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম করিলে শরীরমল বিনাশ ও নাড়ীশুদ্ধি হয়। সুতরাং নাড়ীশুদ্ধ হইলে আত্মমলস্বরূপ পাপ সকলও বিনষ্ট হয়। অপিচ, পাতঞ্জলদর্শনের যোগপাদের ২৭—৩০ সূত্রে ও তট্টীকায় লিখিত আছে যে, "প্রণবই ঈশ্বরের বাচক, যাহা দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে স্তব করা যায়, তাহারই নাম প্রণব। প্রণব উচ্চারণ করিলেই ঈশ্বরের স্তব করা হয়। ওঙ্কার ও ঈশ্বর এই উভয়ের বাচ্যবাচকরূপ সম্বন্ধ নিত্য। সেই ঈশ্বরই ওঙ্কারের বাচ্য এবং ওঙ্কার ঈশ্বরের বাচক। বাচ্যবাচক সম্বন্ধ সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশিত হয়; এই সম্বন্ধ কেহ সৃষ্টি করে নাই। যেমন পিতাপুত্রের সম্বন্ধ, এই

পশ্চাদ্ধ্যায়েত পূর্ব্বোক্তং ক্রমান্মন্ত্রং বিনির্দ্দিশেৎ
স্থূলাতিস্থূলমাত্রায়াং নাতিসূর্দ্ধমতিক্রমঃ।

তদনন্তর ক্রমান্বয়ে অকার, উকার, মকার ও নাদবিন্দুরূপ প্রণবের মাত্রা সকল ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা করিবে। স্থূলাতিস্থূলমাত্রা অতিক্রম করিয়া অধিক মাত্রায় প্রাণায়াম করিবে না (১)॥ অ-উ ২১।

ইদং যোগবিধানেন কুর্য্যাদ্বিংশতি কুম্ভকান্।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তঃ প্রত্যহং বিগতালসঃ॥

এই প্রাণায়ামযোগ অভ্যাসকালে সমস্ত দ্বন্দ্বে পরিমুক্ত হইয়া আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যহ যথোক্ত সময়ে একাসনে পূর্ব্বোক্ত বিধানে বিংশতি সংখ্যানুসারে কুম্ভক করিবে (২)।

শি-সং ৩।২৪।

উত্তমা বিংশতির্মাত্রা ষোড়শী মাত্রা মধ্যমা।
অধমা দ্বাদশী মাত্রা প্রাণায়ামাস্ত্রিধা স্মৃতাঃ।

ব্যক্তি অমুকের পিতা এবং এই ব্যক্তি অমুকের পুত্র, ইহা লোকে প্রকাশ করে মাত্র, কিন্তু ঐ সম্বন্ধ কেহ সৃজন করে নাই, সেইরূপ ঈশ্বর ও ওঙ্কারের বাচ্যবাচক সম্বন্ধও অন্যের অসম্পাদ্য, কেবল সঙ্কেত প্রকাশ্যমাত্র: এই প্রণবমন্ত্র যথাবৎ উচ্চারণ করিয়া চিত্তমধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ নিবেশ করিলেই ঈশ্বরের উপাসনা হয়। ঈশ্বরেতে চিত্তের একাগ্রতাই ঈশ্বরের উপাসনার উপায়। এই নিমিত্ত যোগিগণ বলেন যে, সমাধিসিদ্ধির নিমিত্ত প্রণবমন্ত্র জপ করিবে এবং ঈশ্বরকে ভাবনা করিবে। সেই প্রণবমন্ত্র জপ ও প্রণবার্থ ধ্যানরূপ উপাসনা করিলে যোগিগণের চৈতন্যাধিগম ও বিঘ্ন সকল নিবৃত্তি হয়"। যদি বল, কোন্ কোন্ বিঘ্ন নিবৃত্তি হয়? তন্নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে, ব্যাধি (ধাতু বৈষম্য জন্য জ্বরাদি), স্ত্যান (চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা), সংশয় (যোগসাধন করিলে ফলসিদ্ধি হইবে কি না, এইরূপ সন্দেহ), প্রমাদ (অনবধানতা), আলস্য (কায়মনের গুরুত্ব প্রযুক্ত যোগ বিষয়ে প্রবৃত্তির অভাব) অবিরতি (বিষয়ে দৃঢ় মনঃসংযোগ), ভ্রান্তিদর্শন (শুক্তিকা অর্থাৎ ঝিনুকে রজত জ্ঞানের ন্যায় বিপরীত জ্ঞান), অলব্ধভূমিকত্ব (যোগোপযুক্ত স্থানাভাবে সমাধির অলাভ) এবং অনবস্থিতত্ব (লব্ধ স্থানে প্রত্যয় না হওয়া প্রযুক্ত চিত্তের অস্থিরতা); এই নয়টী বিষয় রজঃ ও তমোগুণের কার্য্যরূপ চিত্তবিক্ষেপক বিধায়, ইহারা অন্তরায় নামে, অর্থাৎ যোগের বিঘ্নকররূপে কথিত হয়। অতএব ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা ইহাদিগের অভাব হইলে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয় বলিয়া প্রণবমন্ত্র জপদ্বারা প্রাণায়ামযোগ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

(১) অশীতিবার ওঙ্কাররূপ প্রণবমন্ত্র আবৃত্তি করিলে স্থূলমাত্রায় প্রাণায়াম করা হয়। প্রত্যহ, প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে এবং মধ্যরাত্রে, এই চারিবার প্রাণবায়ুর কুম্ভক করিবে। প্রতিবারেই স্থূলমাত্রায় প্রাণায়াম করিতে হইবে, এইরূপে প্রতিদিন, চারিবার প্রাণায়াম করিবে। অশীতির অধিক প্রণবমন্ত্র জপকালপর্য্যন্ত বায়ু ধারণ করিলে অতিস্থূলমাত্রায় প্রাণায়াম হয়, তদ্দ্বারা প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধে নীত হইয়া স্থিরভাবে অবস্থিত থাকে। কিন্তু তদতিরিক্ত প্রাণায়াম করিলে সিদ্ধি লাভ হওয়া দূরে থাকুক, হিক্কা, কাস, শ্বাস প্রভৃতি নানা দোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব যথোচিত প্রাণায়াম করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়॥

(২) প্রণবের মাত্রাসংখ্যা পূরকে এক গুণ, কুম্ভকে চারিগুণ এবং রেচকে দুই গুণ হইয়া থাকে। উত্তমমাত্রা প্রাণায়ামে বিংশতিমাত্রা পূরকে, উহার চারিগুণ অর্থাৎ অশীতিমাত্রা কুম্ভকে এবং দ্বিগুণ অর্থাৎ চত্বারিংশমাত্রা রেচকে গৃহীত হয়। ঐরূপ নিয়মানুসারে মধ্যম ও অধমমাত্রাপ্রাণায়ামে চারি ও দুইগুণক্রমে কুম্ভক ও রেচকে মাত্রাসংখ্যা বুঝিতে হইবে॥

অধমাজ্জায়তে ঘর্ম্মঃ মেরুকম্পশ্চ মধ্যমাৎ।
উত্তমাচ্চ ভূমিত্যাগস্ত্রিবিধং সিদ্ধিলক্ষণম্‌॥

বিংশতিমাত্রাসংখ্যা প্রাণায়াম উত্তম, ষোড়শমাত্রাসংখ্যা প্রাণায়াম মধ্যম এবং দ্বাদশমাত্রাসংখ্যা প্রাণায়াম অধম। অধমমাত্রা প্রাণায়াম সাধনে শরীর হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতে থাকে। মধ্যমমাত্রা প্রাণায়াম সাধনে পৃষ্ঠদেশস্থ মেরুদণ্ডের সমান যে একটী নাড়ী গুহ্যদেশ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে, সেই নাড়ীটী কম্পিত হইতে থাকে এবং উত্তমমাত্রা প্রাণায়াম সাধনে যোগী ভূমিতল পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশ-সঞ্চরণত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয়। এমতে ঘর্ম্ম নিঃসরণ প্রভৃতি এই তিনটীই প্রাণায়াম সিদ্ধির লক্ষণ॥ ঘে-সং॥

সহিতঃ সূর্য্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা।
ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছা কেবলী চাষ্টকুম্ভকাঃ॥

কুম্ভক অষ্ট প্রকার,—সহিত, সূর্য্যভেদ, উজ্জায়ী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা ও কেবলী॥ ঘে-সং।

(সহিতকুম্ভক)

সহিতো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।
সগর্ভো বীজমুচ্চার্য্য নির্গর্ভো বীজবর্জ্জিতঃ॥

সহিত কুম্ভক দ্বিবিধ,—সগর্ভ ও নির্গর্ভ। বীজমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যে কুম্ভক করা হয়, তাহাকে সগর্ভ প্রাণায়াম বলে এবং বীজমন্ত্রবর্জ্জিত যে কুম্ভক হয়, তাহাকে নির্গর্ভ প্রাণায়াম কহে॥ ঘে-সং।

প্রাণায়ামং সগর্ভঞ্চ প্রথমং কথয়ামি তে।
সুখাসনে চোপবিশ্য প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ।
ধ্যায়েদ্বিধিং রজোগুণং রক্তবর্ণমবর্ণকম্‌।
ঈড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং মাত্রয়া ষোড়শৈঃ সুধীঃ।
পূরকান্তে কুম্ভকাদ্যে কর্ত্তব্যস্তূড্ডীয়ানকঃ।
সত্ত্বময়ং হরিং ধ্যাত্বা উকারং কৃষ্ণবর্ণকম্‌।
চতুঃষষ্ট্যাচ মাত্রয়া কুম্ভকেনৈব ধারয়েৎ।

* * * *

তমোময়ং শিবং ধ্যাত্বা মকারং শুক্লবর্ণকম্‌।
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া চৈব রেচয়েদ্বিধিনা পুনঃ।
পুনঃপিঙ্গলয়াপূর্য্য কুম্ভকেনৈব ধারয়েৎ।
ঈড়য়া রেচয়েৎ পশ্চাৎ তদ্বীজেন ক্রমেণ তু।
অনুলোমবিলোমেন বারং বারঞ্চ সাধয়েৎ।
পূরকান্তে কুম্ভকান্তং ধৃতনাসাপুটদ্বয়ম্‌।
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈঃ তর্জ্জনী মধ্যমাং বিনা॥

প্রথমে সগর্ভ প্রাণায়ামের নিয়ম তোমাকে বলিতেছে, শ্রবণ কর। পূর্ব্ব কিম্বা উত্তরাভিমুখে সুখাসনে উপবেশন করিয়া অকাররূপী রক্তবর্ণ রজোগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে। তাহার পরে ঐ অংবীজ ষোড়শ সংখ্যামাত্রা জপদ্বারা বাম নাসিকায় বায়ু পূরিত করিবে। এইরূপ পূরক করিবার পরে এবং

কুম্ভক করিবার পূর্ব্বে উড্ডীয়ানবন্ধ(১) করিবে। পরে উকাররূপা কৃষ্ণবর্ণ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট বিষ্ণুর ধ্যান করতঃ উংবীজ চৌষট্টিমাত্রা জপদ্বারা কুম্ভক করিয়া বায়ু ধারণ করিবে এবং মকাররূপী শুক্লবর্ণ তমোগুণ-বিশিষ্ট শিবের ধ্যান করিয়া মংবীজ বত্রিশমাত্রা জপদ্বারা দক্ষিণ নাসা-রন্ধ্র দিয়া বায়ু রেচিত করিবে। পুন-র্ব্বার ঐরূপে ঐ ঐ বীজমাত্রা সংখ্য-জপদ্বারা বায়ু দক্ষিণ নাসায় পূরিত, কুম্ভকদ্বারা ধৃত এবং বাম নাসাদিয়া ক্রমে ক্রমে রেচিত করিবে। এই-রূপে অনুলোম ও বিলোম ক্রমে বারম্বার প্রাণায়াম সাধন করিবে। পূরকের শেষ অবধি কুম্ভকের শেষ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ কুম্ভক করিবার কালে তর্জ্জনী ও মধ্যমা-অঙ্গুলীদ্বয় ব্যতী-রেকে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ এই তিন অঙ্গুলীদ্বারা বাম ও দক্ষিণ এই দুই নাসাপুটই বন্ধ করিয়া বায়ু ধারণ করিবে, অর্থাৎ কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বামনাসাপুট এবং কেবল অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণনাসাপুট বন্ধ করিতে হইবে॥ ঘে-সং।

প্রাণায়ামং নির্গর্ভন্তু বিনা বীজেন জায়তে॥

নির্গর্ভ প্রাণায়াম বীজমন্ত্র ব্যতি-রেকে পূর্ব্বোক্তরূপে সাধিত হয়॥ ঐ

(সূর্য্যভেদকুম্ভক)

কথিতঃ সহিতঃ কুম্ভঃ সূর্য্যভেদনকং শৃণু।
পূরয়েৎ সূর্য্যনাড্যা চ যথাশক্তি বহির্ম্মরুৎ।
ধারয়েদ্বহুযত্নেন কুম্ভকেন জলন্ধরৈঃ।
যাবৎ স্বেদং নখকেশাভ্যাং তাবৎকুর্ব্বন্তু কুম্ভকম্॥
সর্ব্বে তে সূর্য্যসংভিন্না নাভিমূলাৎ সমুদ্ধরেৎ।
ঈড়য়া রেচয়েৎ পশ্চাৎ ধৈর্য্যেণাখণ্ডবেগতঃ।
পুনঃ সূর্য্যেণ চাকৃষ্য কুম্ভয়িত্বা যথাবিধি।
রেচয়িত্বা সাধয়েত্তু ক্রমেণ চ পুনঃ পুনঃ॥
কুম্ভকঃ সূর্য্যভেদস্তু জরামৃত্যুবিনাশকঃ।
বোধয়েৎ কুণ্ডলীং শক্তিং দেহানলংবিবর্দ্ধয়েৎ॥

সহিত নামক কুম্ভকের বিষয় কথিত হইল। এক্ষণে সূর্য্যভেদ নামক কুম্ভকের বিষয় শ্রবণ কর। প্রথমে জালন্ধরবন্ধমুদ্রা(১) করিয়া পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপুটে যথাশক্তি বায়ু পূরণ পূর্ব্বক বহু

---

(১) নাভির ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ এবং পশ্চিমদ্বারকে একভাবে কুঞ্চিত করিবে, অর্থাৎ কুম্ভক দ্বারা নাভির অধোভাগস্থ (উদরের অধঃস্থিত গুহ্যাদি চক্রস্থ) নাড়ী প্রভৃতিকে নাভির ঊর্দ্ধভাগে উত্তোলিত করিবে। ইহার নাম উড্ডয়ানবন্ধ। যথা,—

"নাভেরূর্দ্ধমধশ্চাপি তানং পশ্চিমমাচরেৎ।
উড্ডীয়ানো বন্ধ এষঃ স্যাৎ সর্ব্বদুঃখৌঘনাশনঃ।
উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরূর্দ্ধন্তু কারয়েৎ।
বন্ধোঽয়ং উড্ডীয়ানাখ্যো মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী॥"
শি-সং ৩।৯৯।

(১) কণ্ঠদেশ সঙ্কুচিত করিয়া চিবুক (দাড়ী) বক্ষঃ-স্থলে রাখিবে। ইহাকে জালন্ধরবন্ধমুদ্রা কহে। যথা,—

"কণ্ঠসংকোচনংকৃত্বা চিবুকং হৃদয়ে ন্যসেৎ।
জালন্ধরে কৃতে বন্ধে ষোড়শাধারবন্ধনম্।
জালন্ধরং মহামুদ্রা মৃত্যোরক্ষয়কারিণী॥" ঘে-সং।

যত্নের সহিত কুম্ভক করিয়া ঐ বায়ু ধারণ করিবে। যাবৎ নখ ও কেশ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত না হয়, তাবৎ কাল কুম্ভক করিতে হইবে। এই কুম্ভক করিবার সময়ে প্রাণ, অপান প্রভৃতি বায়ু সকলকে সূর্য্যনাড়ী অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ী দ্বারা ভেদ করিয়া সমান বায়ুকে নাভিমূল হইতে উদ্ধৃত করিবে। পরে ঈড়া অর্থাৎ বামনাসাপথে ধৈর্য্যের সহিত ক্রমশঃ সম্পূর্ণবেগে রেচন করিবে। পুনর্ব্বার দক্ষিণনাসাতে পূরক, সুষুম্নাতে কুম্ভক ও বামনাসাপথে রেচক করিবে। এইরূপ বারম্বার করিবে। এই সূর্য্যভেদনামক কুম্ভকদ্বারা জরা ও মৃত্যু বিনষ্ট, কুলকুণ্ডলিনীশক্তি উদ্বোধিত এবং দৈহিক অগ্নি বর্দ্ধিত হয় ॥ ঘে-সং।

(মূর্চ্ছাকুম্ভক)

সুখেন কুম্ভকং কৃত্বা মনশ্চ ভ্রুবোরন্তরম্।
সংত্যজ্য বিষয়ান্ সর্ব্বান্ মনো মূর্চ্ছা সুখপ্রদা।
আত্মনি মনসো যোগাদানন্দং জায়তে ধ্রুবম্ ॥

প্রথমে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কুম্ভক করিয়া মনকে সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করতঃ ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী শুক্লবর্ণ দ্বিদল আজ্ঞাপুরনামক পদ্মে সংযুক্ত করিয়া ঐ পদ্মস্থিত পরমাত্মাতে লীন করিবে। এই সুখপ্রদ মূর্চ্ছানামক কুম্ভক হইতে পরমানন্দ ভোগ হইয়া থাকে ॥ ঘে-সং।

(কেবলীকুম্ভক)

হংকারেণ বহির্যাতি সঃকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
ষট্শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ।
অজপানামগায়ত্রীং জীবোজপতি সর্ব্বদা।
মূলাধারে যথা হংসস্তথা হি হৃদি পঙ্কজে।
তথা নাসাপুটদ্বন্দ্বে ত্রিবিধং সংগমাগমম্।
ষণ্ণবত্যঙ্গলীমানং শরীরং কর্ম্মরূপকম্।
দেহাদ্বহির্গতোবায়ুঃ স্বভাবো দ্বাদশাঙ্গুলিঃ।
গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যা ভোজনে বিংশতিস্তথা।
চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলীঃ পান্থাঃ নিদ্রায়াং ত্রিংশদঙ্গুলিঃ।
মৈথুনে ষট্ত্রিংশদুক্তং ব্যায়ামে চ ততোধিকম্।
স্বভাবেহস্য গতের্ন্যূনে পরমায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে।
আয়ুঃ ক্ষয়োঽধিকে প্রোক্তো মারুতে
চান্তরাদ্গতে।
তস্মাৎপ্রাণে স্থিতেদেহে মরণং নৈব জায়তে।
বায়ুনা ঘটসম্বন্ধে ভবেৎ কেবল কুম্ভকঃ।
যাবজ্জীবোজপেন্মন্ত্রমজপাসংখ্যকেবলম্।
অদ্যাবধি ধৃতং সংখ্যাবিভ্রমং কেবলীকৃতে।
অতএব হি কর্ত্তব্যঃ কেবলীকুম্ভকোনরৈঃ।
কেবলী চাজপাসংখ্যা দ্বিগুণা চ মনোন্মনী।
নাসাভ্যাং বায়ুমাকৃষ্য কেবলং কুম্ভকঞ্চরেৎ।
একাদিকচতুঃষষ্টিং ধারয়েৎ প্রথমে দিনে।
কেবলীমষ্টধা কুর্য্যাদ্যামে যামে দিনে দিনে।
অথবা পঞ্চধা কুর্য্যাদ্যথা তৎ কথয়ামি তে।
প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে মধ্যে রাত্রিচতুর্থকে।
ত্রিসন্ধ্যমথবা কুর্য্যাৎ সমমানে দিনে দিনে।
পঞ্চবারং দিনে বৃদ্ধির্ব্বারৈকঞ্চ দিনে তথা।
অজপাপরিমাণঞ্চ যাবৎ সিদ্ধিঃপ্রজায়তে।
প্রাণায়ামং কেবলীঞ্চ তদা বদতি যোগবিৎ।
কুম্ভকে কেবলীসিদ্ধৌ কিংন সিদ্ধতি ভূতলে ॥

শ্বাসবায়ুর নির্গমনকালে হংকার ও গ্রহণকালে সঃকার উচ্চারিত হয়। এই হংসঃ শব্দকেই অজপা গায়ত্রী বলা যায়। জীব অহোরাত্র মধ্যে একবিংশতি সহস্র ষট্‌শতবার এই অজপানাম গায়ত্রী জপ করিয়া থাকে, অর্থাৎ ২১৬০০বার নিঃশ্বাস বহির্গত ও প্রশ্বাস অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। গুহ্যদেশ ও লিঙ্গমূলের মধ্যবর্ত্তী মূলাধারপদ্ম,হৃদয়স্থিত অনাহতপদ্ম এবং ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীরূপ নাসাপুটদ্বয় এই ত্রিবিধ স্থান দ্বারাই হংসঃরূপ অজপাজপ, অর্থাৎ শ্বাসবায়ুর গমন ও আগমন হইয়া থাকে। এই শ্বাসবায়ুর বহির্গতির কর্ম্মরূপ পরিমান ষন্নবতি অঙ্গুলী হইয়া থাকে। শ্বাসবায়ুর স্বাভাবিক বহির্গতির পরিমাণ দ্বাদশ অঙ্গুলী, গায়নে ষোড়শ, ভোজনে বিংশতি, পথগমনে চতুর্ব্বিংশতি, নিদ্রাতে ত্রিংশৎ, মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশৎ এবং ব্যায়ামে ইহারও অধিক অঙ্গুলী পরিমাণ হইয়া থাকে। শ্বাস বহির্গমনের পরিমাণ স্বাভাবিক দ্বাদশাঙ্গুলের অপেক্ষা ন্যূন হইলে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি এবং অধিক হইলে আয়ুঃক্ষয় হয়। দেহমধ্যে প্রাণবায়ুর অবস্থানে কদাপি মৃত্যু সংঘটিত হয় না। প্রাণবায়ুই কুম্ভক সাধনের মূল হেতু। জীব জন্ম অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যথোক্ত পরিমিত সংখ্যায় অজপামন্ত্র জপ করে। দেহমধ্যে প্রাণবায়ুর কেবল গমনাগমনেই কেবলীকুম্ভক সাধিত হয়। এই কেবলীকুম্ভক সাধনে পূরক ও রেচক নাই, কেবল কুম্ভকই আছে। উভয় নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কেবল কুম্ভক করিবে। এই কুম্ভক সাধনে প্রথম দিবসে এক অবধি চতুঃষষ্টিবার পর্য্যন্ত হংসঃ এই মাত্রাজপ সংখ্যাদ্বারা শ্বাসবায়ু ধারণ করিবে। প্রত্যহ এই কেবলীকুম্ভক অষ্টপ্রহরে অষ্টবার কিংবা প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে এবং মধ্য ও শেষরাত্রিতে এই পঞ্চ সময়ে পঞ্চবার, অথবা প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই তিন সন্ধ্যাতে তিন বার মাত্রাজপের সমানসংখ্যায় সাধন করিবে। এই কেবলীকুম্ভক যে পর্য্যন্ত না সিদ্ধ হয়, সে পর্য্যন্ত দিন দিন অজপাজপের পরিমাণ এক বা পঞ্চবার ক্রমে বর্দ্ধিত করিবে। এই কেবলীকুম্ভক সিদ্ধি হইলে ভূতলে অসাধ্য কিছুই থাকে না॥ ঘে-সং।

(ভস্ত্রিকাকুম্ভক)

ভস্ত্রৈব লৌহকারাণাং যথাক্রমেণ সংভ্রমেৎ।
ততোবায়ুঞ্চ নাসাভ্যামুভাভ্যাং চালয়েচ্ছনৈঃ।
এবং বিংশতিবারঞ্চ কৃত্বা কুর্য্যাচ্চ কুম্ভকম্।

তদন্তে চালয়েদ্বায়ুং পূর্ব্বোক্তঞ্চ যথাবিধি ।
ত্রিবারং সাধয়েদেনং ভস্ত্রিকাকুম্ভকংসুধীঃ ।
ন চ রোগং ন চ ক্লেশমারোগ্যঞ্চ দিনে দিনে ॥

লৌহকারের ভস্ত্রিকা (যাঁতা) যন্ত্রের স্থায় উভয় নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ উদরে চালিত করিবে। এইরূপ বিংশতি-বার বায়ু চালন করিয়া কুম্ভকদ্বারা বায়ু ধারণ করিবে। তাহার পরে ভস্ত্রিকাদ্বারা যেরূপে বায়ু নিঃসৃত করা যায়, সেইরূপে উভয় নাসাপুট দ্বারা বায়ু রেচন করিবে। ইহার নাম ভস্ত্রিকাকুম্ভক। এইরূপে ইহাকে তিনবার সাধন করিতে হয়। ইহার সাধন করিলে কোন রোগ বা ক্লেশ থাকে না এবং দিন দিন আরোগ্য লাভ হয় ॥ ঘে-সং।

(ভ্রামরীকুম্ভক)

অর্দ্ধরাত্রিগতে যোগী জন্তূনাং শব্দবর্জ্জিতে।
কর্ণৌ নিধায় হস্তাভ্যাং কুর্য্যাৎ পূরককুম্ভকম্।
শৃণুয়াদ্দক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তর্গতং শুভম্।
প্রথমং ঝিঞ্জিনাদঞ্চ বংশীনাদং ততঃপরম্।
মেঘঝর্ঝরভ্রমরীঘণ্টাকাংস্যন্ততঃপরম্।
তূরীভেরীমৃদঙ্গাদিনিনাদানকদুন্দুভিঃ।
এবং নানাবিধং নাদং জায়তে নিত্যমভ্যাসাৎ।
অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতেরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
এবং ভ্রামরীসংসিদ্ধঃ সমাধিসিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥

অর্দ্ধরাত্রি গত হইলে যোগী জন্তু-গণের শব্দবর্জ্জিত যোগসাধনোপ-যোগী স্থানে গমনপূর্ব্বক হস্তদ্বারা উভয় কর্ণ বন্ধ করিয়া পূরক ও কুম্ভক করিবে। এইরূপে কুম্ভক করিলে দক্ষিণ কর্ণে শরীরাভ্যন্তরস্থ শব্দশ্রুত হইতে থাকিবে। প্রথমে ঝিল্লীর (ঝিঁঝিঁপোকার) শব্দ, তাহার পর বংশীরব, তদনন্তর মেঘগর্জ্জন, ঝর্ঝরীবাদ্যধ্বনি, ভ্রমরগুঞ্জন, ঘণ্টা-কাংস্য-তূরী-ভেরী-মৃদঙ্গ-আনকদুন্দুভি প্রভৃতি বিবিধবাদ্যের নিনাদ ক্রমশঃ শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপে ভ্রামরীকুম্ভক নিত্য অভ্যাস করিতে করিতে নানাবিধ শব্দ শ্রবণগোচর হইতে থাকে। শেষে হৃদয়স্থিত দ্বাদশদল অনাহত নামক পদ্মের অভ্যন্তর হইতে অভূতপূর্ব্ব শব্দ ও তাহা হইতে উদ্ভূত প্রতিশব্দ শ্রুতি-গোচর হইবে। পরে যোগী নয়ন-নিমীলনাবস্থায় অন্তর মধ্যে সেই অনাহত পদ্মস্থ প্রতিধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতিঃ দর্শন করিবে। সেই দীপকলিকাকার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মে যোগীর মনঃসংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর পরমপদে লীন হইবে। এইরূপে ভ্রামরীকুম্ভক সিদ্ধ হইলে সমাধিসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ॥ ঘে-সং।

(উজ্জায়ী কুম্ভক)

নাসাভ্যাং বায়ুমাকৃষ্য বায়ুংবক্ত্রেণ ধারয়েৎ।
হৃদ্গলাভ্যাং সমাকৃষ্য মুখমধ্যে চ ধারয়েৎ।
মুখং প্রক্ষাল্য সংবন্দ্য কুর্য্যাজ্জলন্ধরং ততঃ।
আশক্তি কুম্ভকং কৃত্বা ধারয়েদবিরোধতঃ।
উজ্জায়ীকুম্ভকং কৃত্বা সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ।
ন ভবেৎ কফরোগঞ্চ ক্রূরবায়ুরজীর্ণকম্।
আমবাতং ক্ষয়ং কাসং জ্বরপ্লীহা ন জায়তে।
জরামৃত্যুবিনাশায় চোজ্জায়ীং সাধয়েন্নরঃ॥

উভয় নাসিকা পথদ্বারা বহির্ব্বায়ু এবং হৃদয় ও গলদেশ দ্বারা অন্তর্ব্বায়ু আকর্ষণপূর্ব্বক মুখের মধ্যে কুম্ভক করিবে। পরে মুখ প্রক্ষালন করিয়া জালন্ধরবন্দমুদ্রা করিবে। এইরূপে যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া অবিরোধে বায়ু ধারণ করিবে। ইহার নাম উজ্জায়ীকুম্ভক। ইহাদ্বারা সর্ব্বকার্য্য সাধন হয়। এই কুম্ভক করিলে কফরোগ, ক্রূরবায়ু, অজীর্ণ রোগ, আমবাত, ক্ষয়রোগ, কাস, জ্বর, প্লীহা প্রভৃতি হয় না এবং জরা ও মৃত্যু বিনষ্ট হয়॥

ঘে-সং।

(শীতলীকুম্ভক)

জিহ্বয়া বায়ুমাকৃষ্য উদরে পূরয়েচ্ছনৈঃ।
ক্ষণঞ্চ কুম্ভকং কৃত্বা নাসাভ্যাং রেচয়েৎ পুনঃ।
সর্ব্বদা সাধয়েদ্‌যোগী শীতলীকুম্ভকং শুভম্।
অজীর্ণং কফপিত্তঞ্চ নৈব তস্য প্রজায়তে॥

জিহ্বাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে উদরে পূরণ করিবে। এইরূপে ক্ষণমাত্র কুম্ভক করিয়া উভয় নাসাদ্বারা রেচন করিবে। যোগী সর্ব্বদা এই শুভজনক কুম্ভক করিবে। এই কুম্ভক করিলে অজীর্ণ ও কফপিত্তাদি রোগ জন্মায় না॥

ঘে-সং।

প্রাতঃকালে চ মধ্যাহ্নে সূর্য্যাস্তে চার্দ্ধরাত্রকে
কুর্য্যাদেবং চতুর্ব্বারং কালেষেতেষু কুম্ভকান্॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্ন-কালে, সন্ধ্যাকালে এবং মধ্যরাত্রি-কালে, এই চারি বার, বিংশতি সংখ্যায় কুম্ভক করিবে॥

শি-সং ৩।২৫।

ইত্থং মাসত্রয়ং কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
ততো নাড়ী বিশুদ্ধিঃস্যাদবিলম্বেন নিশ্চিতং॥

মাসত্রয় আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যহ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাণায়াম করিলে নিশ্চয়ই অবিলম্বে নাড়ী পরিশুদ্ধ হয়॥

ঐ ২৬।

যদা তু নাড়ী শুদ্ধিঃ স্যাদ্যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
তদা নিরস্তদোষশ্চ ভবেদারম্ভসম্ভবঃ॥

যৎকালে তত্ত্বদর্শী যোগির নাড়ীর শুদ্ধি হয়, তৎকালে যোগারম্ভসম্ভব সকল প্রকার দোষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥

ঐ ২৭।

সমকায়ঃ সুগন্ধিশ্চ সুকান্তিঃ স্বরসাধকঃ।
আরম্ভ ঘটকশ্চৈব তথা পরিচয়স্তদা।
নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বযোগেষু যোগাবস্থাভবন্তি তাঃ॥

(সাধকের নাড়ীশুদ্ধিহেতু তাহার অঙ্গচিহ্ন কথিত হইতেছে)—সম-কায়বিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ কৃশ,স্থূল বা বক্র কুঞ্চিতাদি রহিত,শোভন গন্ধ-যুক্ত দেহ লাবণ্যবিশিষ্ট হয়। প্রাণসাধক যোগীর আরম্ভ ঘটক এই অঙ্গ পরিচয় সর্ব্বযোগেতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; এই অবস্থার নাম যোগাবস্থা॥ শি-সং ৩।২৯।

প্রৌঢ়বহ্নিঃ সুভোগী চ সুখী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।
সংপূর্ণহৃদয়ো যোগী সর্ব্বোৎসাহ বলান্বিতঃ।
জায়তে যোগিনোঽবশ্য মে তে সর্ব্বকলেবরে॥

প্রাণায়াম সাধক যোগির নাড়ী শুদ্ধি হইলে তাঁহার বৈগুণ্যরহিত জঠরানলের বৃদ্ধি হয়, উত্তমরূপ ভোগের সামর্থ হয়, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় এবং তিনি সর্ব্বতোভাবে সুখী, সম্পূর্ণহৃদয় অর্থাৎ অক্ষুণ্ণমনা, উৎসাহযুক্ত ও বলান্বিত হয়েন। যোগিদিগের শরীরে এই সকল চিহ্ন অবশ্যই লক্ষিত হয়॥ ঐ ৩১।

ততো যথেষ্টা শক্তিঃ স্যাদ্যোগিনো বায়ুসাধনে।
যথেষ্টং ধারণাদ্বায়োঃ কুম্ভকঃ সিদ্ধ্যতি ধ্রুবং।
কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে কিং নস্যাদিহ যোগিনঃ॥

প্রাণায়াম অভ্যাস স্থিরীকৃত হইলে পরে,যোগীর ইচ্ছানুরূপ বায়ু ধারণের শক্তি হয়। এই ইচ্ছানুরূপ বায়ুধারণের শক্তি হইলেই কুম্ভক সিদ্ধি হয়, ইহা নিশ্চয়। কেবল কুম্ভক সিদ্ধি হইলে যোগীর কি না হয়, অর্থাৎ সকল সাধনাই সুলভ হয়॥ শি-সং ৩।৩৯।

প্রাণানাং স্পন্দনাৎ স্পন্দস্তচ্ছান্তৌ তে দৃশৎ সমাঃ।
যতঃ স্থিতা ধারণয়া তন্ন নশ্যন্তি যোগিনঃ॥

প্রাণবায়ুর স্পন্দন প্রযুক্তই দেহ স্পন্দিত হয়; সেই প্রাণবায়ু শান্ত হইলেই দেহ শান্ত ও পাষাণ সদৃশ হয়; যোগীরা প্রাণবায়ুকে ধারণ করিয়া অবস্থিতি করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের দেহ নষ্ট হয় না, অর্থাৎ তাঁহারা চিরকাল জীবিত থাকেন॥

যো-বা-রা ৫।৮৯।২২।

সবাহ্যাভ্যন্তরং স্পন্দশ্চেতসো বাতজো যথা।
ন যস্য বিদ্যতে তস্য দূরস্থৌ বিকৃতিক্ষয়ৌ॥

বায়ু ধারণাদ্বারা যে ব্যক্তির চিত্ত অন্তর্বাহে স্পন্দিত না হয়, তাঁহার দেহের ক্ষয় ও যৌবনাদির বিকার দূরে অবস্থিতি করে॥

ঐ ২৩।

সবাহ্যাভ্যন্তরং শান্তে স্পন্দে পবনচেতসোঃ।
ধাতবঃ সংস্থিতিং দেহে ন ত্যজন্তি কদাচন॥

প্রাণ ও চিত্ত উভয়েই বাহ্যে ও অন্তরে স্পন্দনরহিত হইলে কদাচ রক্ত মাংসাদি ধাতু সমূহের ক্ষয় হয় না॥ ঐ ২৪।

স্বেদঃ সংজায়তে দেহে যোগিনঃ প্রথমোদ্যমে।
যদা সংজায়তে স্বেদো মর্দ্দনং কারয়েৎসুধীঃ।
অন্যথা বিগ্রহে ধাতু নষ্টো ভবতি যোগিনঃ॥

প্রাণায়াম সাধক যোগীর প্রথম অভ্যাসকালে শরীরে ঘর্ম্ম উদ্ভব হয়। যোগী সেই ঘর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিবেন, নতুবা তাঁহার সমস্ত শরীরস্থ ধাতু বিনষ্ট হইবে॥

শি-সং ৩।৪০।

দ্বিতীয়েহি ভবেৎ কম্পোদার্দ্দুরী মধ্যমে মতঃ।
ততোঽধিকতরাভ্যাসাদ্গগনেচরসাধকঃ॥

প্রাণায়াম সাধক যোগীর দ্বিতীয়-কল্পে শরীরে কম্প উপস্থিত হয়, তৃতীয়কল্পে সাধকের দর্দ্দুরগতি, অর্থাৎ ভেকের ন্যায় গতি হয়। তদনন্তর সাধক যদি অভ্যাস দ্বারা অধিকতর কাল বায়ু রোধ করিতে সমর্থ হয়, তবে তিনি ভূতল পরিত্যাগপূর্ব্বক গগণমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন॥

ঐ ৪১।

যোগী পদ্মাসনোস্থোঽপি ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে।
বায়ুসিদ্ধিস্তদাজ্ঞেয়া সংসারধ্বান্তনাশিনী॥

যখন যোগী পদ্মাসনস্থ হইয়াও ভূতল পরিত্যাগপূর্ব্বক শূন্যস্থানে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবেন, তখন জানিবে যে তাঁহার সংসাররূপ ঘোরান্ধকার বিনাশিনী বায়ুসিদ্ধি লাভ হইয়াছে॥ শি-সং ৩।৪২।

তাবৎকালং প্রকুর্ব্বীত যোগোক্ত নিয়মগ্রহঃ।
অল্পনিদ্রাপুরীষঞ্চ স্তোকং মূত্রঞ্চ জায়তে॥

যাবৎ পূর্ব্বোক্তরূপ বায়ুসিদ্ধি না হয়, তাবৎকাল যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়ম সকল পরিগ্রহ করিতে হইবে। প্রাণায়াম সিদ্ধির লক্ষণ এই যে, সাধকের অল্প নিদ্রা, অল্প মূত্র ও অল্প পুরীষ হয়॥ ঐ ৪৩।

অরোগিত্বমদীনত্বং যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
স্বেদোলালা কৃমিশ্চৈব সর্ব্বথৈব ন জায়তে॥

তত্ত্বদর্শী যোগীর সিদ্ধাবস্থায় শারীরিক বা মানসিক কোন পীড়া ও দুঃখ থাকে না, এবং সর্ব্বতঃ প্রকারে ঘর্ম্ম, কৃমি, কফ ও লালা প্রভৃতি সাধকের শরীরে জন্মে না॥

ঐ ৪৪।

কফপিত্তানিলাশ্চৈব সাধকস্য কলেবরে।
তস্মিন্‌কালে সাধকস্য ভোজ্যেষনিয়মগ্রহঃ॥

সিদ্ধাবস্থায় সাধকের শরীরে কফ, পিত্ত ও বায়ু সমতা প্রাপ্ত হয়। তৎকালে তাঁহার আর পথ্যাপথ্য বা ভোজনাদির নিয়ম পালনের আবশ্যকতা থাকে না॥ ঐ ৪৫।

অত্যল্পং বহুধাভুক্ত্বা যোগি ন ব্যথতে হি সঃ।
অথাভ্যাসবসাদ্যোগী ভূচরীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
যথা দর্দ্দুরজন্তুনাং গতি স্যাৎ পাণিতাড়নাৎ।

তৎকালে অল্পাহার বা অনাহার অথবা বহুবিধাহার প্রযুক্ত যোগীকে ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। এই যোগাভ্যাসবশতঃ যোগবলে সাধকের ভূচরীসিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ ভূতলে সকল স্থানেই গমনাগমনের শক্তি জন্মে। যেমন করতালীদ্বারা মণ্ডুককে তাড়না করিলে সে লম্ফে লম্ফে ভূতলে বিচরণ করে, সেইরূপ প্রথমাবস্থায় বায়ুর অবরোধ করিলে বায়ুবশে ভূতলে বসিয়া সাধকের সেই প্রকার গতি লাভ হয়॥

শি-সং ৩।৪৬।

নীহারধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥

যোগাভ্যাসশীল ব্যক্তিদিগের চিত্তবৃত্তি নীহারবৎ নির্ম্মল হয়, তদনন্তর ধূমবৎ আভা দৃষ্ট হইতে থাকে, অনন্তর সূর্য্য প্রতিবিম্বের ন্যায় তেজোরাশি দর্শন হয়। পরে অগ্নির ন্যায় অত্যুষ্ণ বায়ু যেন প্রবাহিত হইতেছে এমন বোধ হয়। কদাচিৎ অন্তরীক্ষ যেন খদ্যোত-খচিত বলিয়া লক্ষিত হয়। কখন কখন বিদ্যুতের ন্যায় আলোকমালা দৃষ্টিগোচর হয়। কখন বা শুদ্ধ স্ফটিকবৎ আভা দর্শন হয় এবং কোন সময়ে সম্মুখে পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই সকল চিহ্ন ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বরূপ এবং এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইলেই যোগাভ্যাসের সফলতা প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ শ্বে-উ ২।১১।

গত্বাত্র বহবো বিঘ্না দারুণা দুর্নিবারণাঃ।
তথাপি সাধয়েদ্যোগী প্রাণৈঃ কণ্ঠাগতৈরপি॥

যদিও যোগাভ্যাস কালে বহুবিধ দুর্নিবার ও দারুণ বিঘ্ন সকল উপস্থিত হয়, তথাপি প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও যোগী যোগসাধন করিবেন (১)॥ শি-সং ৩।৪৭।

(১) যোগবিৎ পণ্ডিতগণ এই যোগমার্গকে অতি দুর্গম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোন ব্যক্তিই অনায়াসে এই পথে গমন করিতে সমর্থ হয় না। যেমন পাথেয়পরিশূন্য ব্যক্তি পথিমধ্যে অতিকষ্টে ভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ প্রাক্তন পুণ্যবিহীন ব্যক্তি যোগমার্গ অবলম্বন করিলে, যোগ সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইতে হইতেই তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ লোকের প্রাক্তন পুণ্য সঞ্চয় না থাকিলে সে কোন ক্রমেই সম্যক্‌রূপে যোগের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। আর, যেমন দুই এক জন সুচতুর যুবা পুরুষ বিবিধ সর্প, কণ্টক, গর্ত্ত ও তস্করাদিতে সমাকীর্ণ দুর্গম অরণ্যপথ নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া গমন করিতে পারেন, তদ্রূপ দুই এক জন সুবুদ্ধিমান যোগশীল ব্রাহ্মণ অব্যাঘাতে যোগমার্গ অতিক্রম করিয়া পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। যোগপথে বহুবিধ বিঘ্ন আছে, এই নিমিত্ত সমুদায় যোগী উহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না। বরং সুশাণিত ক্ষুরধার অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করা যায়,

ততো রহস্থাপবিষ্টঃ সাধকঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥
প্রণবং প্রজপেদ্দীর্ঘং বিঘ্নানাং নাশহেতবে ॥

যোগী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে সংযম করতঃ নির্জ্জন স্থানে উপবিষ্ট হইয়া বিঘ্ন বিনাশার্থ (স্পষ্টাক্ষরযুক্ত) দীর্ঘমাত্রা প্রণব জপ করিবেন ॥

শি-সং ৩।৪৮ ।

পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মাণি প্রাণায়ামেণ নিশ্চিতং।
নাশয়েৎ সাধকো ধীমানিহ লোকোদ্ভবানি চ ॥

সুবুদ্ধিমান যোগী প্রাণায়াম সাধন দ্বারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ও ইহ জন্মকৃত কর্ম্ম সকল নিশ্চয়ই বিনাশ করেন ॥

ঐ ৪৯ ।

পূর্ব্বার্জ্জিতানি পাপানি পুণ্যানি বিবিধানিচ।
নাশয়েৎ ষোড়শপ্রাণায়ামেণ যোগপুঙ্গবাঃ ॥

যোগীবর ইহ জন্ম ও পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বিবিধ পাপ ও পুণ্যরাশি ষোড়শ প্রাণায়ামদ্বারা বিনাশ করিবেন ॥

ঐ ৫০ ।

পাপতুলচয়ানাহো প্রদহেৎ প্রলয়াগ্নিনা।
ততঃ পাপবিনির্ম্মুক্তা পশ্চাৎ পুণ্যানি নাশয়েৎ॥

যেমন প্রলয়াগ্নিদ্বারা তুলারাশি দগ্ধ হয়, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি প্রাণায়ামরূপ মহাগ্নিদ্বারা সর্ব্বপাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া, অনন্তর পুণ্যরাশিকেও বিনাশ করিবেন ॥

শিং-সং ৩।৫১ ।

প্রাণাযামেণ যোগীন্দ্রো লব্ধৈশ্বর্য্যাষ্টকানি বৈ।
পাপপুণ্যোদধিং তীর্ত্বা ত্রৈলোক্য চরতামিয়াৎ॥

যোগীন্দ্র ব্যক্তি প্রাণায়াম সিদ্ধিদ্বারা অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য (১) লাভ করিয়া পাপ পুণ্যরূপ সমুদ্রে হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিলোক মধ্যে বিচরণ করিতে থাকেন ॥

ঐ ৫২ ।

কিন্তু যোগধারণা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। কর্ণধারবিহীন অর্ণবপোত যেমন আরোহী পুরুষদিগকে অর্ণবমধ্যে বিপদ্গ্রস্ত করে, সেইরূপ অসাধু ব্যক্তির আচরিত যোগধারণা তাহাকে বিপৎসাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা বিধিপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনিই জন্মমৃত্যু ও সুখ দুঃখ পরিহার করিতে সমর্থ হন।

(১) অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা ॥ অর্থাৎ অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব ভেদে ঐশ্বর্য্য অষ্টবিধ। অণিমা, অর্থাৎ অণুত্ব বা অতিসূক্ষ্মতা; এই ঐশ্বর্য্য লাভ হইলে শিলামধ্যেও প্রবেশশক্তি জন্মে। লঘিমা, অর্থাৎ লঘুতা বা গুরুত্বগুণশূন্যতা; এই ঐশ্বর্য্য থাকিলে এমন লঘু হওয়া যায় যে, সূর্য্যকিরণকে অবলম্বন করিয়া সূর্য্যলোক পর্য্যন্তও গমন করিতে সমর্থ হওয়া যায়। মহিমা, অর্থাৎ মহত্ব বা অতিস্থূলতা; এই ঐশ্বর্য্যদ্বারা অতি ক্ষীণ ব্যক্তিও প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিতে সমর্থ হয়। প্রাপ্তিরূপ ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে চন্দ্রকেও অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা স্পর্শ করিতে পারা যায়। প্রাকাম্য, অর্থাৎ ইচ্ছার অনভিঘাত অথবা ইচ্ছার অপ্রতিরোধ; এই ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি যদি ইচ্ছা করে যে, "যেমন অন্যান্য জনগণ জলে উন্মজ্জন ও নিমজ্জন করে, আমি ভূমিতেই সেইরূপ করিব" তবে সে তাহাও করিতে পারে। বশিত্বরূপ ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সকলেই বশীভূত হয়। ঈশিত্ব নামক ঐশ্বর্য্যদ্বারা ভূত ভৌতিক পদার্থ সকলের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতে সক্ষম হওয়া যায়। সত্যসঙ্কল্পতার নাম কামাবসায়িত্ব; এই ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি যখন যাহা সংকল্প (নিশ্চয়) করেন, তখন তাহাই সিদ্ধ হয়।

ততোঽভ্যাসক্রমেণৈব ঘটিকাত্রিতয়ং ভবেৎ ।
যেন স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্যোগিনঃস্বেপ্সিতা ধ্রুবং ॥

তদনন্তর ক্রমশঃ অভ্যাসদ্বারা ঘটিকাত্রয় বায়ু ধারণ করিতে পারিলে যোগী ব্যক্তির নিশ্চিত সমুদায় সিদ্ধিলাভ হয় ॥ শি-সং ৩।৫৩ ।

বাক্যসিদ্ধিঃ কামাচারী দূরদৃষ্টিস্তথৈব চ ।
দূরশ্রুতিঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিঃ পরকায়প্রবেশনং ।
বিণ্মূত্রলেপনে স্বর্ণমদৃশ্যকরণন্তথা ।
ভবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি খেচরত্বঞ্চ যোগিনাং ॥

তখন যোগীর বাক্যসিদ্ধি, ইচ্ছাগমন, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, সূক্ষ্মদর্শন এবং পরশরীরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা জন্মে। তাঁহার বিষ্ঠা মূত্রলেপনে স্বর্ণ হয় এবং অন্তর্দ্ধান শক্তি জন্মে। যোগপ্রভাবে যোগীর অবিরোধে খেচরত্ব, অর্থাৎ শূন্যপথে গমনাগমন করিবার শক্তিও লাভ হয় (১) ॥ ঐ ৫৪ ।

যদা ভবেদ্‌ঘটাবস্থা পবনাভ্যাসিনঃ পরা ।
তদা সংসারচক্রেঽস্মিং স্তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ ॥

প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীর যখন ঘটাবস্থা হয়, তখন এই সংসারচক্রে এমন কোন বস্তুই নাই যাহা সেই ব্যক্তির দুষ্প্রাপ্য হয় ॥

শি-সং ৩।৫৫ ।

তাঁহার নিশ্চয় বাক্য কখনই ব্যর্থ হয় না; যদি তিনি বলেন যে, "এই আম্রবৃক্ষে নারিকেল ফল ফলিবে, এই অমাবস্যার দিবসে চন্দ্র উদিত হইবে এবং এই মৃত ব্যক্তি পুনরায় প্রত্যাগত হইবে," তবে তাহাই ঘটিয়া থাকে। বিদিতাত্মা ব্যক্তিগণ, অর্থাৎ যাঁহারা যোগপ্রভাবে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, সেই সকল মহাপুরুষেরা যাহা ভাবনা করেন, সেই দৃঢ়ভাবনাদ্বারা আশু তাহাই দর্শন করেন। এই দেহ সত্যভাবে দৃষ্ট হইলে সেইই হইয়া থাকে, আর অসত্যভাবে দৃষ্ট হইলে ব্রহ্মাকাশতা প্রাপ্ত হয়।"

(১) যোগবিশিষ্ঠে লিখিত আছে যে,—"পূরকের অভ্যাস নিবন্ধন কুণ্ডলিনীকে সম্যক্ প্রকারে পূর্ণ করিয়া সমভাবে অবস্থিতি করিতে পারিলে মেরুর ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে পারা যায় এবং তখন শরীরও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। যখন পূরকদ্বারা দেহ পরিপূর্ণ, প্রাণমারুৎ মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত দণ্ডের ন্যায় দীর্ঘাকারে সর্পিণীর ন্যায় ত্বরিতগতিদ্বারা উর্দ্ধে নীত হয়, তখন শারীরিক কষ্ট ও পূরকাদি অভ্যাস হইতে থাকে। তখন নাড়ীদ্বারা আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত বায়ু পূর্ণ হইয়া শরীর আকাশ গমনের উপযুক্ত লঘু হইয়া উঠে এবং চর্ম্মময় ভস্ত্রা সংযোগে কূপোদক যেরূপ উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় যোগীর শরীর উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। যোগীগণ এইরূপ যোগাভ্যাসদ্বারা দীন ব্যক্তির ইন্দ্রদশার ন্যায় উচ্চদশাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যখন রেচক প্রয়োগদ্বারা উর্দ্ধে আকৃষ্টা কুণ্ডলিনীশক্তি ব্রহ্মনাড়ীর (সুষুম্নার) অন্তর্গত প্রাণপ্রবাহদ্বারা শীর্ষ ও কপালদ্বয়ের সন্ধিরূপ কবাটের বাহ্যে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত মূর্দ্ধাপ্রদেশে ষোড়শান্ত নামক স্থানে মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থিতি করেন, তখনই ব্যোমগামী সিদ্ধগণের দর্শন লাভ হইয়া থাকে।" যদি বল, যখন আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকল অদিব্য, সুতরাং সন্নিকর্ষ হইলেও সিদ্ধগণের দর্শন নিতান্ত দুর্লভ, তখন চাক্ষুষ প্রত্যাসন্নিকর্ষ ব্যতিরেকে কেবল ষোড়শান্তে প্রাণধারণ মাত্রে কি প্রকারে সিদ্ধগণের দর্শন হইতে পারে? এবং সেই দর্শন কিরূপ? এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ কথিত হইতেছে যে, "অদিব্য কোন ভূচর ইন্দ্রিয়দ্বারা বায়ুভূত সিদ্ধগণকে দেখিতে পায় না ইহা যথার্থ। কিন্তু স্বপ্নকালে যেরূপ স্বার্থকারিণী ক্রিয়ার অনুভব হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় যোগাভ্যাস নিবন্ধন মন মার্জ্জিত হইলে, বুদ্ধিনেত্রের সাহায্যে ব্যোমবিহারী সিদ্ধদিগের দর্শন

প্রাণাপাননাদবিন্দুজীবাত্মপরমাত্মনঃ।
মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাদ্বৈ ঘট উচ্যতে ॥

যেহেতু প্রাণ, অপান, নাদবিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্র সংঘটন বা মিলন হয়, সেই হেতু এই অবস্থাকে ঘটাবস্থা কহে ॥

শি-সং ৩।৫৬।

ঘটিয়া থাকে। স্বপ্নদর্শন যেরূপ, সিদ্ধদর্শনও তদ্রূপ; তবে এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ এই যে, সিদ্ধদর্শনদ্বারা তাঁহাদিগের সহিত বরপ্রাপ্তিপ্রভৃতি নানাবিধ ব্যবহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে; স্বভাবই ইহার কারণ।"

"যেমন কাষ্ঠ ও করাত এ উভয়ের সংযোগ হইলে স্বভাবতই ছেদ প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্রূপ প্রাণ এবং অপানের পরস্পর সংঘর্ষণে স্বভাবতই জঠরাগ্নির উৎপত্তি হয়। সেই অগ্নিদ্বারা দেহ উষ্ণ হইয়া থাকে। সেই জঠরাগ্নি এই দেহের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে। যোগীগণ হৃৎপদ্মের হেমময় ভ্রমরস্বরূপ তারকাকার সেই অগ্নির উপাসনা করেন। সেই চিৎস্বরূপ অগ্নির চিন্তাদ্বারা লক্ষযোজন দূরস্থিত বস্তু সকল সতত তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে"। নির্ব্বাণপ্রঃ ৮১ অঃ।

"হে রামচন্দ্র। যোগিদিগের দেহ যে প্রকারে অণুতা ও স্থূলতা প্রাপ্ত হয়, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হৃৎপদ্মরূপ চক্রকোষের ঊর্দ্ধে মেঘমণ্ডলে বিদ্যুল্লতার ন্যায় জঠরাগ্নিকণা প্রস্ফুরিত হইতেছে; সেই অনলশিখামধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। সেই অনলকণা সংবিৎ (জ্ঞান) স্বরূপ, উহা সমুদায় দেহ ব্যাপিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, কিন্তু অগ্নির ন্যায় দেহ দাহ করে না, ঐ অনলকণা সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশাতিশয়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই অগ্নি প্রত্যুষকালীন সূর্য্যের ন্যায় আভাসম্পন্ন। অনল যেরূপ হেমকে গলিত করে, সেই অগ্নি তদ্রূপ ক্ষণকাল মধ্যে লিঙ্গ দেহকে গলিত করে। সেই অগ্নি পাদাগ্রভাগ পর্য্যন্ত দ্রবীভূত করে; উহা জলস্পর্শে একান্ত অসহিষ্ণু কিন্তু উহা জলকে শোষিত করে। যেরূপ প্রবল বায়ুপ্রবাহে দীপের নাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ঐ অগ্নি পার্থিব (ভৌতিক) ও আতিবাহিক (সূক্ষ্ম) এই দুই শরীরকে কম্পিত ও প্রাণকে বিক্ষোভিত করিয়া নাশ প্রাপ্ত হয়। তখন কুণ্ডলিনীশক্তি, মূলাধারস্থ সুষুম্না নাড়ী বিহীন হইয়া, বহ্নি হইতে ধূমলেখার ন্যায় আতিবাহিক দেহাকাশে অবস্থিতি করেন। তখন কুণ্ডলিনীশক্তি তথায় অবস্থিত হইয়া মনোবুদ্ধিময় জীবাদি ঘটিত লিঙ্গ শরীরে অহঙ্কারকে ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক অন্তরে চমৎকার চিৎশক্তিকে বিরাজিত করতঃ স্বেচ্ছাবিহারিণী শক্তিবিশিষ্ট হইয়া প্রস্ফুরিত হইতে থাকেন। অনন্তর সেই কুণ্ডলিনী (সূক্ষ্মতম) মৃণালে, (কঠিনতর) শৈলে, (সামান্য) তৃণে, ভিত্তিতে, উপলখণ্ডে, স্বর্গে, ভূমিখণ্ডে যে প্রকারে যাহাতে যুক্ত হন, তাহা হইতেই সেই প্রকারে নির্গত হন। চর্ম্মময় ভস্ত্রারূপ জলযন্ত্র যেরূপ কূপে নিক্ষিপ্ত হইলে, উহা জলভরে পূর্ণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ চৈতন্যময়ী সেই কুণ্ডলিনী-জীবশক্তি যে সময়ে পূর্ব্বসংস্কৃত জলভাগকে পরিত্যাগ করেন, সেই সময়ে সর্ব্বত্র জলে পরিপূর্ণ হয়। এইরূপে তিনি পার্থিবভাগ ভাবনা করিলে পার্থিবরূপ ধারণ করেন। এবং মাতৃগর্ভ কলনদ্বারা অস্থির প্রাপ্ত হন। এইরূপে তিনি মেরু প্রভৃতি তৃণ পর্য্যন্ত অভিমত আকার ধারণ করেন।"

"হে রাম! এক্ষণে পরকায় প্রবেশান্তর ভোগরূপ অন্য যুক্তি কী[illegible]তেছি, শ্রবণ কর। "যেমন বায়ু পবনসংক্রান্ত পুষ্পামোদ পবন কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে যুক্ত হয়, তদ্রূপ রেচকাভ্যাস যোগদ্বারা জীবকে কুণ্ডলিনী গৃহ হইতে বহির্নিঃসারিত করিয়া পরশরীরে প্রবেশ করাইলে এই দেহ কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ বিগতস্পন্দ ও পরিত্যক্ত হয়। যেমন আসেচনকারী পুরুষ যে যে তরুলতাকে ইচ্ছা করে, তাহাকেই সেচন করে, তদ্রূপ জীব পরকীয় দেহে অভিমতানুসারে সেই দেহসম্পদ ভোগার্থ তাহাতে বিনিবিষ্ট হয়। হে তাত! এই প্রকারে যোগিগণ পরশরীরে সিদ্ধি ভোগ করিয়া যদি তাঁহার স্বীয় পূর্ব্ব শরীর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহাতেই পুনরায় প্রবেশ করেন, অথবা অন্য যে যে শরীরে যাবৎকাল অবস্থিতি করিতে তাঁহার অভিরুচি হয়, তাবৎ সেই শরীরে প্রবেশ করেন।"

"হে রাম! চিৎপ্রকাশরূপ যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন জীব

যামমাত্রং যদা ধর্ত্তুং সমর্থঃ স্যাত্তদাদ্ভুতঃ ।
প্রত্যাহারস্তদৈবাস্যান্নান্তরো ভবতি ধ্রুবং ॥

যখন এক প্রহর কালমাত্র বায়ু ধারণের সামর্থ্য হয়, তখন অদ্ভুত প্রত্যাহারের ক্ষমতা জন্মে, অর্থাৎ তখন আর যোগীর সাধনার অন্তর হয় না ॥ শি-সং ৩।৫৭ ।

যং যং জানাতি যোগীন্দ্রস্তং তমাত্মেতি ভাবয়েৎ।
যৈরিন্দ্রিয়ৈর্যদ্বিধানস্তদিন্দ্রিয়জয়ো ভবেৎ ॥

তখন যোগী এই জগতস্থ যে যে পদার্থকে জানেন, সেই সেই পদার্থকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করেন, অর্থাৎ তিনি জগৎকে আত্মা ভিন্ন অন্য পদার্থ বলিয়া দর্শন করেন না। যে ইন্দ্রিয়ের যে বিধান তাহা জ্ঞাত হইলে, সেই ইন্দ্রিয়ও তদ্বিধানদ্বারা জয় হয় ॥ ঐ ৫৮ ।

যামমাত্রং যদা পূর্ণং ভবেদ[illegible]যোগতঃ ।
একবারং প্রকুর্ব্বীত যদা যোগী চ কুম্ভকং ।
দণ্ডাষ্টকং যদা বায়ুর্নিশ্চলো যোগিনো ভবেৎ ।
স্বসামর্থ্যাত্তদাঙ্গুষ্ঠে তিষ্ঠেদ্বাতুলবৎ সুধীঃ ॥

যৎকালে যোগী অভ্যাসযোগ-বশতঃ এক প্রহরকাল মাত্র একবার কুম্ভক করিতে সক্ষম হন, অর্থাৎ যখন অষ্ট দণ্ডকাল যোগীর শরীরে প্রাণবায়ু নিশ্চল থাকে, তখন তিনি স্বীয় সামর্থ্যে বাতুলের ন্যায় অঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন। (তাঁহাকে বাতুলের ন্যায় বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তখন তিনি নিজ ক্ষমতা গোপন রাখিবার নিমিত্ত জ্ঞানী হইয়াও অজ্ঞানীর ন্যায় পরিচিত হন) ॥ শি-সং ৩।৫৯ ।

ততঃ পরিচয়াবস্থা যোগিনোঽভ্যাসতো ভবেৎ ।
যদা বায়ুশ্চন্দ্রসূর্য্যং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠতি নিশ্চলং ।
বায়ুঃ পরিচিতো বায়ুঃ সুষুম্না ব্যোম্নি সঞ্চরেৎ ॥

এই অবস্থার পরে অভ্যাসযোগে যোগীর পরিচয়াবস্থা উপস্থিত হয়; তখন প্রাণবায়ু ইড়া ও পিঙ্গলাকে ত্যাগ করিয়া নিশ্চল হইয়া থাকে এবং ঐ পরিচিত প্রাণবায়ু কেবল সুষুম্নান্তর্গত ছিদ্র মধ্যে সঞ্চরিত হয় ॥ ঐ ৬০ ।

ক্রিয়াশক্তিং গৃহীত্বৈব চক্রান্ ভিত্ত্বা সুনিশ্চিতং ।
যদা পরিচয়াবস্থা ভবেদভ্যাসযোগতঃ ।
ত্রিকূটং কর্ম্মণাং যোগী তদা পশ্যতি নিশ্চিতং ॥

ঐ প্রাণবায়ু ক্রিয়াশক্তিকে গ্রহণ করতঃ সমুদায় চক্র ভেদ করিয়া যখন অভ্যাসযোগে সুনিশ্চিত পরিচয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সাধকের কর্ম্মের ত্রিকূট দর্শন হয়, অর্থাৎ কর্ম্মজন্য আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয় অনুভূত হয় ॥ ঐ ৬১ ।

সকল দোষ পরিহারপূর্ব্বক স্বতন্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়া যাহা করেন, অচিরকাল মধ্যে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি এইরূপে অনাবরণ (নির্ব্বাণানন্দ) পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

নির্ব্বাণ তঃ ৮২ অঃ ।

তত্তঙ্চ কর্ম্মকূটানি প্রণবেন বিনাশয়েৎ।
স যোগী কর্ম্মভোগায় কায়ব্যূহং সমাচরেৎ॥

তখন সেই যোগী প্রণবদ্বারা ঐ কর্ম্মকূটের বিনাশ করেন। যদি কর্ম্মজন্য বহু জন্মগ্রহণের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে তিনি কর্ম্ম-ভোগের নিমিত্ত স্বীয় ক্ষমতায় কায়ব্যূহ বিস্তার করিয়া এককালীন সমুদায় কর্ম্মফলের ভোগ সমাধা করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না॥

শি-সং ৩। ৬২।

অস্মিন্‌কালে মহাযোগী পঞ্চধা ধারণংচরেৎ।
যেন ভূরাদি সিদ্ধিস্যাত্তভূতভয়াপহা॥

ঐ সময়ে সেই মহাযোগী পঞ্চধা ধারণ করিবেন, অর্থাৎ এক এক চক্রে পঞ্চ পঞ্চ কুম্ভক করিবেন, যদ্দ্বারা পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত সিদ্ধি হয় এবং যৎপ্রভাবে কস্মিন্‌কালে পঞ্চভূত হইতে ভয় থাকে না॥

ঐ ৬৩।

(ধারণা)

মনঃ সঙ্কল্পকং ধ্যাত্বা সংক্ষিপ্যাত্মনি বুদ্ধিমান্।
ধারয়িত্বা তথাত্মানং ধারণা পরিকীর্ত্তিতা।

স্বীয় মনকে সঙ্কল্পের কর্ত্তা জ্ঞান করিয়া সেই মনকে প্রাণে নিক্ষেপ করিবে এবং মনঃ ও প্রাণকে ধারণ করিয়া থাকিবে, এইরূপ অবস্থাকে ধারণা বলে॥

অ-উ ১৫।

পৃথিব্যাপস্তথাতেজোবায়ুরাকাশমেব চ।
পঞ্চভূতাত্মকং সর্ব্বং যো জানাতি স পূজিতঃ॥

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূত হইতে সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে। যিনি এই পঞ্চ-তত্ত্ব জানেন, তিনিই জগতে পূজ্য॥

প স্ব ১০৮।

আকাশাজ্জায়তে বায়ুর্ব্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ।
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী॥

আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়॥

জ্ঞা-সং-ত ২৫।

মহী বিলীয়তে তোয়ে তোয়ং বিলীয়তে রবৌ
রবির্ব্বিলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্ব্বিলীয়তে তু খে।

পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে এবং বায়ু আকাশে লয়প্রাপ্ত হয়॥ ঐ ২৬।

পঞ্চতত্ত্বাদ্ ভবেৎ সৃষ্টিস্তত্ত্বাৎতত্ত্বং বিলীয়তে।
পঞ্চতত্ত্বাদ্ পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনম্॥

পঞ্চতত্ত্ব হইতে সৃষ্টি হয় এবং তত্ত্ব হইতে তত্ত্ব লয় প্রাপ্ত হয়। এই পঞ্চতত্ত্বের পরে যে তত্ত্ব, তিনি তত্ত্বের অতীত এবং নিরঞ্জন॥

ঐ ২৭।

যত্তত্বং হরিতালদেশরচিতং ভৌমং লকারান্বিতং
বেদাস্রং কমলাসনেন সহিতংকৃত্বা হৃদি স্থায়িনম্।
প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘটিকাংচিত্তান্বিতাংধারয়ে-
দেষা স্তম্ভকরী সদা ক্ষিতিজয়ং কুর্য্যাদধোধারণা॥

পৃথিবীতত্ত্বের বর্ণ হরিতালের ন্যায় পীত, ইহার বীজ লকার, আকার চতুষ্কোণ এবং দেবতা ব্রহ্মা। এই পৃথিবীতত্ত্বকে যোগবলে উদিত করিয়া হৃদয়স্থায়ী করতঃ একচিত্তে প্রাণবায়ুকে আকর্ষণপূর্ব্বক পঞ্চঘটিকাকাল কুম্ভকদ্বারা ধারণ করিবে। ইহাকে পার্থিবীধারণামুদ্রা বা অধোধারণামুদ্রা বলে। এই যোগাচরণ দ্বারা যোগী ব্যক্তি পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হয়েন, অর্থাৎ ভূমিসম্পর্কীয় কোন কারণ বশতঃ তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে না॥ ঘে-সং।

শঙ্খেন্দুপ্রতিমঞ্চ কুন্দধবলং তত্ত্বং কিলালংশুভম্
তৎ পীযূষবকারবীজসহিতং যুক্তংসদাবিষ্ণুনা।
প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘটিকাং চিত্তান্বিতাং
ধারয়েদেষা দুঃসহতাপহরণী স্যাদাম্ভসীধারণা॥

জলতত্ত্বের বর্ণ শঙ্খ,চন্দ্র বা কুন্দের ন্যায় শ্বেত, আকার অর্দ্ধচন্দ্র সদৃশ, বীজ বকার ও দেবতা বিষ্ণু। এই তত্ত্বকে যোগবলে উদিত করিয়া প্রাণবায়ুকে আকর্ষণপূর্ব্বক পঞ্চঘটিকাকাল কুম্ভক দ্বারা দৃঢ় অন্তঃকরণের সহিত ধারণ করিবে। ইহার নাম আম্ভসীধারণামুদ্রা। এই যোগাভ্যাসদ্বারা যোগী ব্যক্তির জলমৃত্যু হয় না এবং দুঃসহ সংসারতাপ বিনষ্ট হয়॥ ঐ

যন্নাভিস্থিতমিন্দ্রগোপসদৃশং বীজংত্রিকোণান্বিতং
তত্ত্বংতেজোময়ংপ্রদীপ্তমরুণংরুদ্রেণ যৎসিদ্ধিদম্॥
প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘটিকাং চিত্তান্বিতাং ধারয়ে
দেষা কালগভীরভীতিহরণী বৈশ্বানরীধারণা॥

অগ্নিতত্ত্বের স্থান নাভীদেশ, বর্ণ ইন্দ্রগোপকীটের ন্যায় লোহিত, বীজ রকার, আকার ত্রিকোণ এবং দেবতা রুদ্র। এই তত্ত্বকে যোগবলে উদিত করিয়া প্রাণবায়ুকে আকর্ষণপূর্ব্বক পঞ্চঘটিকাকাল কুম্ভক দ্বারা ঐকান্তিক চিত্তে ধারণ করিবে। ইহাকে আগ্নেয়ীধারণামুদ্রা বলে। ইহাদ্বারা অগ্নিতে মৃত্যুভয় থাকে না এবং ভবভয় বিনষ্ট হয়॥ ঘে-সং।

যদ্ভিন্নাঞ্জনপুঞ্জসন্নিভমিদং ধূম্রাবভাসং পরম্
তত্ত্বং সত্ত্বময়ং যকারসহিতং যত্রেশ্বরোদেবতা।
প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘটিকাং চিত্তান্বিতাংধারয়ে-
দেষা খে গমনং করোতি যমিনাংস্যাদ্বায়বীধারণা॥

বায়ুতত্ত্বের বর্ণ ধূম্র ও দলিত অঞ্জনপুঞ্জসন্নিভ কৃষ্ণ, ইহার বীজ যকার এবং দেবতা ঈশ্বর। এই তত্ত্ব সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট; ইহাকে যোগবলে উদিত করিয়া প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করতঃ চিত্তসংযমন পূর্ব্বক পঞ্চঘটিকাকাল কুম্ভক দ্বারা ধারণ করিবে। ইহাকে বায়বীধারণামুদ্রা কহে। ইহা দ্বারা আকাশে বিচরণ করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং বায়ু

হইতে কোন ক্রমে মৃত্যু সংঘটন হইতে পারে না। ঘে-সং।

যৎসিদ্ধৌ বরশুদ্ধবারিসদৃশং ব্যোমংপরং ভাসিতং তত্ত্বং দেবসদাশিবেন সহিতং বীজং হকারান্বিতং। প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘটিকাঃ চিত্তান্বিতাংধারয়েদেষা মোক্ষকবাটভেদনকরী কুর্য্যান্নভোধারণা॥

আকাশতত্ত্বের বর্ণ সমুদ্রের নির্ম্মল জলের ন্যায়, ইহার দেবতা সদাশিব এবং বীজ হকার। এই তত্ত্বকে যোগবলে উদিত করিয়া প্রাণবায়ুকে আকর্ষণপূর্ব্বক একচিত্তে পঞ্চঘটিকা-কাল কুম্ভক দ্বারা ধারণ করিবে। ইহাকে আকাশীধারণামুদ্রা বলা যায়। ইহার দ্বারা মোক্ষপদ লাভ হয়॥ ঐ।

আধারে ঘটিকা পঞ্চ লিঙ্গস্থানে তথৈব চ।
তদূৰ্দ্ধং ঘটিকা পঞ্চ নাভিহৃন্মধ্যকে তথা।
ভ্রূমধ্যোর্দ্ধ্বং তথা পঞ্চঘটিকা ধারয়েৎ সুধীঃ।
তথা ভূরাদিনানষ্টো যোগীন্দ্রো ন ভবেৎ খলু॥

মূলাধারচক্রে সচিত্ত জীবকে লইয়া পঞ্চঘটিকা, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান চক্রে পঞ্চঘটিকা, নাভিদেশে মণিপূরচক্রে পঞ্চঘটিকা, হৃদয়দেশে অনাহতচক্রে পঞ্চঘটিকা, কণ্ঠে বিশুদ্ধ চক্রে পঞ্চঘটিকা এবং উৰ্দ্ধে ভ্রূমধ্যদেশে আজ্ঞাপুরচক্রে পঞ্চঘটিকা কাল কুম্ভক দ্বারা বায়ুর ধারণা করিতে পারিলে, পৃথিব্যাদি কর্ত্তৃক যোগীর কখনও বিনাশ হয় না, ইহাকেই ভূচরীসিদ্ধি কহে॥

শি-সং ৩।৬৪।

মেধাবী পঞ্চভূতানাং ধারণাং যঃ সমভ্যসেৎ।
শতব্রহ্ম গতেনাপি মৃত্যুস্তস্য ন বিদ্যতে॥

যে বুদ্ধিমান যোগী পঞ্চভূতের ধারণা অভ্যাস করেন, এক শত ব্রহ্মার পতন হইলেও তাঁহার মৃত্যু হয় না॥ ঐ ৬৫।

পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্॥

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঞ্চভৌতিক যোগ জ্ঞান হইলে, অর্থাৎ পৃথিবীর গন্ধ, জলের রস, তেজের রূপ, বায়ুর স্পর্শ ও আকাশের শব্দ, এই পঞ্চভূতের পঞ্চগুণজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে যোগী ব্যক্তির শরীরের দোষ সকল যোগাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং সেই যোগী রোগ ও জরাদি দুঃখবিহীন হইয়া অনন্ত কাল নিত্য সুখের অধিকারী হয়॥ শ্বে-উ ২।১২।

(ধ্যানযোগ)

স্থূলং জ্যোতিস্তথা সূক্ষ্মং ধ্যানস্য ত্রিবিধং বিদুঃ।
স্থূলং মূর্ত্তিময়ং প্রোক্তং জ্যোতিস্তেজোময়স্তথা।
সূক্ষ্মং বিন্দুময়ং ব্রহ্ম কুণ্ডলী পরদেবতা॥

ধ্যান (১) তিন প্রকার, স্থূলধ্যান, জ্যোতির্ধ্যান ও সূক্ষ্মধ্যান। ইষ্টদেবতা বা পরমগুরুকে মূর্ত্তিমান-রূপে যে ভাবনা করা যায়, তাহাকে স্থূলধ্যান বলে ; ব্রহ্ম বা প্রকৃতিকে তেজোময় রূপে যে চিন্তা করা যায়, তাহাকে জ্যোতির্ধ্যান কহে এবং বিন্দুময় ব্রহ্ম ও কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে দর্শন করিবার যে ক্ষমতা জন্মে, তাহাকে সূক্ষ্মধ্যান বলা যায়॥ঘে-সং।

স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েৎ সুধাসাগরমুত্তমম্।
তন্মধ্যে রত্নদ্বীপন্তু সুরত্নবালুকাময়ম্।
চতুর্দ্দিক্ষু নীপতরুর্বহুপুষ্পসমন্বিতঃ।
নীপোপবনসংকুলে বেষ্টিতং পরিখা ইব।
মালতীমল্লিকাজাতীকেশরৈশ্চম্পকৈস্তথা।
পারিজাতৈঃ স্থলৈঃ পদ্মৈর্গন্ধামোদিতদিঙ্মুখৈঃ।
তন্মধ্যে সংস্মরেদ্‌যোগী কল্পবৃক্ষং মনোহরম্।
চতুঃশাখা চতুর্ব্বেদং নিত্যপুষ্পফলান্বিতম্।
ভ্রমরাঃ কোকিলাস্তত্র গুঞ্জন্তি নিগদন্তি চ।
ধ্যায়েত্তত্র স্থিরোভূত্বা মহামাণিক্যমণ্ডপম্।
তন্মধ্যে তু স্মরেদ্‌যোগী পর্য্যঙ্কং সুমনোহরম্।
তত্রেষ্টদেবতাং ধ্যায়েদ্‌যদ্ধ্যানং গুরুভাষিতম্।
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনম্।
তদ্রূপং ধ্যায়তে নিত্যং স্থূলধ্যানমিদং বিদুঃ॥

যোগী ব্যক্তি নয়ন নিমীলন করিয়া স্বকীয় হৃদয়ে এইরূপ ভাবনা করিবেন যে, সুন্দর সুধাপূর্ণ একটি মহা সাগর বিস্তৃত রহিয়াছে। তন্মধ্যে রত্নদ্বীপ বিরাজিত আছে, তাহাতে রত্নময় বালুকা সকল অপূর্ব্ব দ্যুতি বিস্তার করিতেছে। ঐ রত্নদ্বীপের চারিদিক অসংখ্য কদম্বতরুরাজি দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। পুঞ্জ পুঞ্জ কদম্বকুসুমসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া কদম্ববৃক্ষ সকলকে সালঙ্কৃত করিয়াছে। সেই কদম্বোদ্যানের চতুর্দ্দিকে মালতী, মল্লিকা, জাতী, নাগকেশর,চম্পক, পারিজাত ও স্থল-পদ্ম প্রভৃতি নানাবিধ কুসুমতরুরাজি পরিখাকারে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে এবং সেই সকল মালতী, মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পনিকরের গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইতেছে। এই উপবনের মধ্যস্থলে একটী মনোহর কল্পবৃক্ষ আছে ; তাহার চতুর্ব্বেদ-রূপ চারিটী শাখা। ঐ শাখাপল্লবে নিত্য অম্লান কুসুমরাশি ও সদ্যোজাত ফল সকল শোভমান রহিয়াছে এবং ভ্রমরগণ মধুর গুঞ্জন ও কোকিলবৃন্দ শ্রবণসুখকর কুহরব করিতেছে। এই কল্পবৃক্ষের মূলদেশে মহা-মাণিক্যনির্ম্মিত প্রদীপ্ত একটী মণ্ডপ শোভা পাইতেছে এবং তাহার উপ-রিভাগে সুমনোহর এক পর্য্যঙ্কোপরি নিজ ইষ্টদেবতা বিরাজমান

(১) অন্যান্য বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধ্যেয়বস্তুর চিন্তা প্রবাহকে ধ্যান কহে। ঐ ধ্যানই পরিপাকাবস্থায় সমাধিপদবাচ্য হয়।

রহিয়াছেন। সেই ইষ্টদেবতার ধ্যান, রূপ, ভূষণ বাহন প্রভৃতি যেরূপ গুরু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,সেইরূপই নিত্য ধ্যান করিবে। ইহাকে স্থূল ধ্যান কহে॥ ঘে-সং।

কথিতং স্থূলধ্যানন্তু তেজোধ্যানং শৃণুষ মে।
যদ্ধ্যানেন যোগসিদ্ধিরাত্মপ্রত্যক্ষমেব চ॥

এই স্থূলধ্যান কথিত হইল; এক্ষণে তেজোধ্যান শ্রবণ কর, যদ্দ্বারা যোগসিদ্ধি ও আত্মার প্রত্যক্ষতা লাভ হয়॥ ঐ।

মূলাধারে কুণ্ডলিনী ভুজগাকাররূপিণী।
জীবাত্মা তিষ্ঠতি তত্র প্রদীপকলিকাকৃতিঃ।
ধ্যায়েত্তেজোময়ং ব্রহ্ম তেজোধ্যানং পরাৎপরম্॥

গুহ্যদেশ ও লিঙ্গমূলের মধ্যবর্ত্তী মূলাধারপদ্মে সর্পিণীর আকারে কুণ্ডলিনী শক্তি আছেন, তথায় প্রদীপশিখার আকারে জীবাত্মা অবস্থিতি করেন। এইস্থলে তেজোময় ব্রহ্মের ধ্যান করিবে। ইহাকে তেজোধ্যান বলা যায়॥ ঐ।

ভ্রুবোর্মধ্যে মনোর্দ্ধে চ যত্তেজঃ প্রণবাত্মকম্।
ধ্যায়েজ্জ্বালাবলীযুক্তং তেজোধ্যানং তদেব হি॥

অথবা ভ্রুযুগলের মধ্যে এবং মনঃস্থানের ঊর্দ্ধে ওঙ্কার প্রণবাত্মক ও শিখাসমূহযুক্ত যে তেজঃ বিদ্যমান আছে, সেই তেজোরাশিকেই ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিবে। ইহাকেও তেজোধ্যান বলে॥ ঘে-সং।

তেজোধ্যানং শ্রুতং চণ্ড সূক্ষ্মধ্যানং বদাম্যহম্।
বহুভাগ্যবশাদ্ যস্য কুণ্ডলী জাগ্রতী ভবেৎ।
আত্মনঃ সহযোগেন নেত্ররন্ধ্রাদ্বিনির্গতা।
বিহরেদ্রাজমার্গে চ চঞ্চলত্বান্ন দৃশ্যতে।
শাম্ভবীমুদ্রয়া যোগী ধ্যানযোগেন সিধ্যতি।
সূক্ষ্মধ্যানমিদং গোপ্যং দেবানামপি দুর্লভম্॥

হে চণ্ড! তেজোধ্যান শ্রবণ করিলে, এক্ষণে সূক্ষ্মধ্যান বলি, শ্রবণ কর। যোগির বহু ভাগ্যফলে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রতা হইয়া আত্মার সহযোগে নেত্ররন্ধ্র পথে বিনির্গতা হইয়া ঊর্দ্ধস্থ রাজমার্গ নামক স্থলে বিচরণ করেন। বিচরণকালে সেই কুণ্ডলিনীশক্তিকে তাঁহার সূক্ষ্মত্ব ও চঞ্চলত্বহেতু ধ্যানযোগে দর্শন করা দুষ্কর হয়। অতএব যোগী শাম্ভবীমুদ্রা (১) অবলম্বন করিয়া কুণ্ডলিনীর ধ্যানপর হইবেন। ইহাকে সূক্ষ্মধ্যান বলে। ইহা অতি গোপনীয় এবং দেবগণেরও দুর্লভ॥ ঐ।

স্থূলধ্যানাচ্ছতগুণং তেজোধ্যানং প্রচক্ষতে।
তেজোধ্যানাল্লক্ষগুণং সূক্ষ্মধ্যানং বিশিষ্যতে॥

(১) ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া মনঃ সংযমপূর্ব্বক পরমাত্মাকে চিন্তাদ্বারা দর্শন করিবে। ইহাকে শাম্ভবীমুদ্রা কহে এবং ইহা সকল তন্ত্রেই গোপনীয় আছে। যথা—

নেত্রাঞ্জনং সমালোক্য আত্মারামং নিরীক্ষয়েৎ।
সা ভবেচ্ছাম্ভবীমুদ্রা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥
ঘে—সং।

স্থূলধ্যান হইতে তেজোধ্যান শতগুণে শ্রেষ্ঠ এবং তেজোধ্যান হইতে সূক্ষ্মধ্যান লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ ॥ যে-সং।

(সমাধিযোগ)

সমাধিঞ্চ পরং যোগং বহুভাগ্যেন লভ্যতে।
গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন প্রাপ্যতে গুরুভক্তিতঃ॥

গুরুর কৃপা ও প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইলে এবং গুরুর প্রতি দৃঢ়ভক্তি থাকিলে, সাধকের বহুভাগ্যফলে সমাধি নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোগসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে॥ ঐ।

বিদ্যাপ্রতীতিঃ স্বগুরুপ্রতীতি-
রাত্মপ্রতীতির্মনসঃ প্রবোধঃ।
দিনে দিনে যস্য ভবেৎ স যোগী
সুশোভনাভ্যাসমুপৈতি সদ্যঃ॥

যে যোগির বিদ্যা, গুরু ও আপনার প্রতি প্রত্যয় এবং মনের প্রবোধ দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাঁহারই সমাধিযোগের বিলক্ষণ অভ্যাসে শীঘ্র অধিকার হয়॥ ঐ

ঘটাদ্ভিন্নং মনঃ কৃত্বা ঐক্যং কুর্য্যাৎ পরাত্মনি।
সমাধিং তদ্বিজানীয়ান্মুক্তসংজ্ঞোদশাদিভিঃ॥

মনকে শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া পরমাত্মার সহিত সংমিলিত করিবে। এইরূপ ক্রিয়াকে সমাধি কহে। ইহাদ্বারা সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে॥ ঐ

অহংব্রহ্ম ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্॥

এই সমাধিযোগ সাধন দ্বারা যোগির এইরূপ নিত্যজ্ঞান জন্মিয়া থাকে যে, আমিই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আমি, আমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহি, আমি শোকতাপাদি রহিত ও নিত্যমুক্ত এবং আমিই সত্যময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময়॥ যে-সং।

ধ্যানং নাদং রসানন্দং লয়সিদ্ধিশ্চতুর্বিধা।
পঞ্চধা ভক্তিযোগেন মনোমূর্চ্ছা চ ষড়্বিধা।
ষড়্বিধোঽয়ং রাজযোগঃ প্রত্যেকমবধারয়েৎ॥

সমাধিযোগ ছয় প্রকার,-ধ্যানযোগ-সমাধি, নাদযোগ-সমাধি, রসানন্দ-যোগ-সমাধি, লয়সিদ্ধিযোগ-সমাধি, ভক্তিযোগ-সমাধি এবং রাজযোগ-সমাধি। ঐ

(ধ্যানযোগ সমাধি)

শাম্ভবীং মুদ্রিকাং কৃত্বা আত্মপ্রত্যক্ষমানয়েৎ।
বিন্দুব্রহ্ম সকৃদ্দৃষ্ট্বা মনস্তত্র নিযোজয়েৎ।
খমধ্যে কুরু চাত্মানং আত্মমধ্যে চ খং কুরু।
আত্মানং খময়ং দৃষ্ট্বা ন কিঞ্চিদপি বাধ্যতে।
সদানন্দময়ো ভূত্বা সমাধিস্থো ভবেন্নরঃ॥

প্রথমতঃ শাম্ভবীমুদ্রা অবলম্বন করিয়া আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবে। পরে বিন্দুময় ব্রহ্মকে দৃষ্টিপথে আনয়নপূর্ব্বক মনকে সেই বিন্দু-স্থানে সংযুক্ত করিবে। অনন্তর শিরঃস্থ ব্রহ্মলোকময় আকাশমধ্যে

জীবাত্মাকে আনীত ও জীবাত্মার মধ্যে ঐ শিরঃস্থ ব্রহ্মালোকময় শূন্য-স্থানকে আনীত করিবে। এইরূপে যোগী জীবাত্মাকে ব্রহ্মালোকময়রূপে দর্শন করিয়া, অর্থাৎ জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে লীন করিয়া সদানন্দ-ময় হইবে। ঘে-সং।

(নাদযোগ-সমাধি)

সাধনাৎখেচরীমুদ্রা রসনোর্দ্ধগতা যদা।
তদা সমাধিসিদ্ধিঃ স্যাদ্ধিত্বা সাধারণক্রিয়াম্॥

খেচরীমুদ্রা (১) সাধনপূর্ব্বক রসনাকে ঊর্দ্ধগত করিয়া রাখিবে। ইহাদ্বারা অন্যান্য সাধারণ ক্রিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাধিসিদ্ধি-শক্তি লাভ হইয়া থাকে॥ ঘে-সং।

(রসানন্দযোগ-সমাধি)

অনিলং মন্দবেগেন ভ্রামরীকুম্ভকং চরেৎ।
মন্দংমন্দং রেচয়েদ্বায়ুং ভৃঙ্গনাদংততোভবেৎ।
অন্তঃস্থং ভ্রমরীনাদং শ্রুত্বা তত্র মনোনয়েৎ।
সমাধির্জ্জায়তে তত্র আনন্দঃ সোঽহমিত্যতঃ॥

ভ্রামরীকুম্ভক অবলম্বনপূর্ব্বক শ্বাসবায়ু অল্পে অল্পে রেচন করিবে। এই যোগদ্বারা দেহান্তঃস্থ ভ্রমরগুঞ্জনবৎ মনোহর শব্দ শ্রবণ-গোচর হইতে থাকে। যে স্থান হইতে এরূপ শব্দ উত্থিত হইবে, সেই স্থানেই মনকে নিয়োজিত করিবে। ইহাকে রসানন্দযোগ-সমাধি বলা যায়। ইহাদ্বারা সোঽহম্, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই আমি, এইরূপ নিত্য পরমানন্দরস ভোগ হইয়া থাকে॥ ঐ।

(লয়সিদ্ধিযোগ-সমাধি)

যোনিমুদ্রাং সমাসাদ্য স্বয়ংশক্তিময়োভবেৎ।
সুশৃঙ্গাররসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি।
আনন্দময়ঃ সংভূত্বা ঐক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ।
অহংব্রহ্মেতি বাদ্বৈতং সমাধিস্তেন জায়তে॥

যোনিমুদ্রা (১) অবলম্বন করিয়া যোগী আপনাকে শক্তি, অর্থাৎ স্ত্রী

(১) জিহ্বার অধোভাগে জিহ্বামূলের সহিত ও জিহ্বার সহিত যে নাড়ী সংলগ্ন আছে, তাহা ছিন্ন করিয়া সর্ব্বদা ঐ জিহ্বার নিম্নভাগে জিহ্বার অগ্রভাগকে চালিত করিবে এবং নবনীতদ্বারা রসনাকে দোহন করিয়া লৌহনির্ম্মিত জিহ্বানির্লেখনীদ্বারা কর্ষণ করিবে। এইরূপ প্রত্যহ অভ্যাস দ্বারা রসনাকে এত দীর্ঘ করিতে হইবে যে, উহাকে অনায়াসেই ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে স্পর্শ করান যাইতে পারে। ইহাকে ক্রমে ক্রমে তালুমধ্যে লইয়া যাইবে এবং তালুদেশের মধ্যভাগে কপালকুহর নামক যে গহ্বর আছে, তন্মধ্যে রসনাকে ঊর্দ্ধদিকে উল্টাইয়া প্রবিষ্ট করাইবে ও ভ্রূদ্বয়ের মধ্য-স্থান নিরীক্ষণ করিবে। ইহার নাম খেচরীমুদ্রা, যথা,—

"জিহ্বাধোনাড়ীং সংছিন্নাং রসনাংচালয়েৎ সদা।
দোহয়েন্নবনীতেন লৌহযন্ত্রেণ কর্ষয়েৎ।
এবং নিত্যং সমাভ্যাসাল্লম্বিকা দীর্ঘতাংব্রজেৎ।
যাবদ্গচ্ছেদ্ভ্রুবোর্মধ্যে তথাগচ্ছতি খেচরী।
রসনাং তালুমধ্যে তু শনৈঃশনৈঃ প্রবেশয়েৎ।
কপালকুহরে জিহ্বাপ্রবিষ্টা বিপরীতগা।
ভ্রুবোর্মধ্যে গতা মুদ্রা ভবতি খেচরী॥"

ঘে—সং।

(১) পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে দুই কর্ণ, উভয় তর্জ্জনীতে চক্ষুর্দ্বয়,

এবং পরমাত্মাকে পুরুষ কল্পনা করিবে। স্ত্রীপুরুষবৎ আপনার সহিত পরমাত্মার শৃঙ্গাররসপূর্ণ বিহার হইতেছে, এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। এতাদৃশ সম্ভোগ হইতে উৎপন্ন পরমানন্দরসে মগ্ন হইয়া পরমব্রহ্মের সহিত অভেদরূপে পরম প্রণয়ে মিলিত হইয়াছি এরূপ বোধ করিবে। ইহা হইতে "আমিই ব্রহ্ম ও অদ্বিতীয়" এবম্বিধ নিত্যজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ইহার নাম লয়-সিদ্ধিযোগসমাধি। ঘে-সং।

(ভক্তিযোগ সমাধি)

স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েদিষ্টদেবস্বরূপকম্।
চিন্তয়েদ্ভক্তিযোগেন পরমাহ্লাদপূর্ব্বকম্।
আনন্দাশ্রুপুলকেন দশাভাবঃ প্রজায়তে।
সমাধিঃ সম্ভবেত্তেন সম্ভবেচ্চ মনোন্মনিঃ॥

পরম আনন্দ ও ভক্তিসহকারে স্বীয় হৃদয়মধ্যে ইষ্টদেবের স্বরূপ ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত, শরীর পুলকিত ও মনঃ নিত্যভাব প্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহার নাম ভক্তি-যোগ-সমাধি। ইহাদ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভরূপ মনের উন্মীলন হইয়া থাকে॥ ঐ

(রাজযোগ সমাধি)

মনোমূর্চ্ছাং সমাসাদ্য মন-আত্মনি যোজয়েৎ।
পরাত্মনঃ সমাযোগাৎ সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ॥

মনোমূর্চ্ছা নামক কুম্ভক অবলম্বন করিয়া মনকে পরমাত্মাতে সংযো-জিত করিবে। এইরূপ পরমাত্মার সংযোগ হইতে রাজযোগ সমাধি-সিদ্ধি হয়॥ ঐ

দুই মধ্যমাদ্বারা নাসিকাদ্বয় ও দুই অনামিকাদ্বারা মুখ রোধ করিবে, কাকীমুদ্রা দ্বারা, অর্থাৎ কাকচঞ্চুর ন্যায় মুখ করিয়া তদ্দ্বারা প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া অপান বায়ুর সহিত সংযোজিত করিবে, দেহস্থিত ছয়টী চক্র ক্রমান্বয়ে ধ্যান করিয়া হুঁ ও হংস এই দুই মন্ত্রদ্বারা নিদ্রিত কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে জাগ্রত করিবে এবং সেই জীবাত্মার সহিত যুক্ত কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে সহস্রদল কমলে উত্থাপিত করিয়া যোগী চিন্তা করিবে যে, যোগী স্বয়ং শক্তিময় হইয়া শিবের সহিত সঙ্গমে নিরত আছে, নানাবিধ পরম সুখভোগ ও বিহার করিতেছে এবং শিব ও শক্তির সংযোগে স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়া "আমিই ব্রহ্ম"—এইরূপে দৃঢ়চিত্তে চিন্তা করিবে। ইহার নাম যোনিমুদ্রা। ইহা দেবগণেরও দুর্লভ এবং ইহাদ্বারা সাধকের সিদ্ধি লাভ হয় ও সেই ব্যক্তি অনায়াসেই সমাধিস্থ হইতে পারে। যথা,—

সিদ্ধাসনং সমাসাদ্য কর্ণচক্ষুর্নসোমুখং।
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীমধ্যানামাদিভিশ্চ সাধয়েৎ।
কাকীভিঃপ্রাণসংকৃষ্য অপানে যোজয়েত্ততঃ।
ষট্চক্রাণি ক্রমাদ্ধ্যাত্বা হুঁ হংসমনুনা সুধীঃ।
চৈতন্যমানয়েদ্দেবীং নিদ্রিতা যা ভুজঙ্গিনী।
জীবেন সহিতাংশক্তিং সমুত্থাপ্য পরাম্বুজে।
শক্তিময়ঃস্বয়ংভূত্বা পরংশিবেন সঙ্গমং।
নানাসুখং বিহারঞ্চ চিন্তয়েৎ পরমংসুখং।
শিবশক্তিসমাযোগাদেকান্তংভুবি ভাবয়েৎ।
আনন্দস্বয়ংভূত্বা অহংব্রহ্মেতি সম্ভবেৎ।
যোনিমুদ্রা পরা গোপ্যা দেবানামপি দুর্লভা।
সকৃত্তু লাভসংসিদ্ধিঃসমাধিস্থ স এব হি॥

ঘে-সং।

রাজযোগঃ সমাধিঃ স্যাদেকাত্মন্তেব সাধনম্।
উন্মনী সহজাবস্থা সর্ব্বে চৈকাত্মবাচকাঃ॥

রাজযোগ-সমাধি উন্মনী সহজাবস্থা প্রভৃতি সমস্ত যোগ এক আত্মাতেই সাধিত হইয়া থাকে॥ যো-সং।

জলে বিষ্ণুঃস্থলেবিষ্ণুর্বিষ্ণুঃ পর্ব্বতমস্তকে।
জ্বালামালাকুলে বিষ্ণুঃসর্ব্বংবিষ্ণুময়ং জগৎ।
ভূচরাঃ খেচরাশ্চামী যাবন্তোজীবজন্তবঃ।
বৃক্ষগুল্মলতাবল্লীতৃণাদ্যাবারিপর্ব্বতাঃ।
সর্ব্বংব্রহ্ম বিজানীয়াৎ সর্ব্বং পশ্যতি চাত্মনি॥

জল, স্থল, পর্ব্বতচূড়া, শিখারাজীপূর্ণ অগ্নি প্রভৃতি সমুদায় পদার্থেই বিষ্ণু বিদ্যমান আছেন; নিখিল বিশ্বই বিষ্ণু কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ভূচর, খেচর প্রভৃতি যাবতীয় জীবজন্তু, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, তৃণ, জল ও পর্ব্বত সকলই ব্রহ্মময়। যোগী ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থই আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন॥ ঐ।

আত্মা ঘটস্থচৈতন্যমদ্বৈতং শাশ্বতং পরম্।
ঘটাদ্ভিন্নতো জ্ঞাতা বীতরাগোবিবাসনঃ।
এবংবিধঃ সমাধিঃ স্যাৎ সর্ব্বসঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ।
স্বদেহে ধনদারাদি বান্ধবেষু ধনাদিষু।
সর্ব্বেষু নির্ম্মমোভূত্বা সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ॥

জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতিবিম্বস্বরূপ। পরমাত্মা অদ্বিতীয়, নিত্য ও শ্রেষ্ঠ। মানব দেহে জীবাত্মারূপী পরমাত্মার অংশ আবদ্ধ হইয়া কেবল দেহস্থচৈতন্যরূপেই অবস্থান করেন, কিন্তু দেহবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলেই রাগ, দ্বেষ ও বাসনাদিশূন্য হইয়া পুনর্ব্বার সেই নিত্য সম্পূর্ণ ব্রহ্মে মিলিত হয়েন। সকল অভিলাষবিহীন হইয়া এইরূপে সমাধি করিতে হইবে। স্বীয় শরীর, পত্নী, বন্ধু, বান্ধব ও ধনাদি সকল বিষয়েই মমতাশূন্য হইয়া সমাধিযোগ সাধন করিতে হইবে॥ যো-সং।

ইতি তে কথিতশ্চণ্ড সমাধির্দুর্ল্লভঃ পরঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্জন্ম জায়তে ভূমিমণ্ডলে॥

হে চণ্ড! তোমাকে এই দুর্ল্লভ ও পরমোৎকৃষ্ট সমাধিযোগ বলিলাম। ইহা যোগী ব্যক্তি বিজ্ঞাত থাকিলে, পৃথিবীমণ্ডলে তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না॥ ঐ।

(যোগবিঘ্ন কথন)

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা বিঘ্নাঃ স্থিতাঃ সদা।
মুক্তিং প্রতিনরানাঞ্চ ভোগঃ পরমবন্ধনঃ॥

হে দেবি! যোগের প্রতিবন্ধকস্বরূপ বিঘ্ন সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মানবগণের মুক্তির প্রতি বিষয়ভোগই প্রথম পরম বন্ধন হয়॥ শি-সং ৫।২।

নারীশয্যাসনং বস্ত্রং ধনমস্ত বিড়ম্বনং।
তাম্বুলভক্ষযানানি রাজ্যৈশ্বর্য্যবিভূতয়ঃ।

হেমং রূপ্যং তথা তাম্ররত্নকাগুরুধেনবঃ।
পাণ্ডিত্যং বেদশাস্ত্রাণি নৃত্যং গীতং বিভূষণং।
বংশীবীণা মৃদঙ্গাশ্চ গজেন্দ্রশ্চাশ্ববাহনং।
দারাপত্যানি বিষয়া বিঘ্না এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ভোগরূপা ইমে বিঘ্না ধর্ম্মরূপানিমান্ শৃণু॥

স্ত্রীসম্ভোগ, উৎকৃষ্ট শয্যা, মনোরম বস্ত্র এবং ধনসম্পত্তি, মুক্তি বিষয়ে বিড়ম্বনার কারণ হয়। এতদ্ভিন্ন তাম্বুলাদি ভক্ষণ, রথ ও শকটাদি যানারোহন, রাজ্যৈশ্বর্য্য প্রভৃতি নানাবিধ বিভূতি মুক্তির প্রতিবন্ধক হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র এবং হীরকাদি রত্ন সকল; অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য; গোধনাদি পশু; বেদশাস্ত্রাদিতে পাণ্ডিত্য প্রকাশন; নৃত্য, গীত ও নানাবিধ ভূষণ সামগ্রী সেবন; বিণা, বেণু ও মৃদঙ্গাদি যন্ত্রবাদন ও তচ্ছ্রবণাদিতে আগ্রহতা; হস্ত্যশ্বাদি বাহন এবং স্ত্রী পুত্রাদি বিষয় সকল ভোগরূপ বিঘ্ন বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। অতঃপর ধর্ম্মরূপ বিঘ্ন সকল শ্রবণ কর॥

শি-সং ৫।৩।

স্নানং পূজা তিথির্হোমং তথামোক্ষময়ীস্থিতিঃ।
ব্রতোপবাসনিয়মা মৌনমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধ্যেয় ধ্যান তথা মন্ত্রদানং খ্যাতির্দ্দিশাসু চ।
বাপীকূপতড়াগাদি প্রাসাদারামকল্পনা।
যজ্ঞং চান্দ্রায়ণং কৃচ্ছ্রং তীর্থানি বিবিধানি চ।
দৃশ্যন্তে চ ইমা বিঘ্না ধর্ম্মরূপেণ সংস্থিতাঃ॥

স্নান, পূজা, হোম, অতিথিসেবা, ব্রত, নিয়ম, উপবাস, মৌনাবলম্বন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, আর ধ্যেয় ও কোন রূপের ধ্যান-মন্ত্রাদি জপ, দান, সর্ব্বত্র যশঃ প্রকাশ, বাপী, কূপ, তড়াগাদি ও উদ্যানাদি নির্ম্মাণ, অট্টালিকা ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পাপক্ষয়ার্থ কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত করণ, তীর্থপর্য্যটন, এবং বিষয়-কর্ম্মাদির রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কর্ম্ম সকল ধর্ম্মরূপ বিঘ্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই সকল কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির কারণ মাত্র, কিন্তু যোগীদিগের মোক্ষের কারণ নহে॥

শি-সং ৫।৪।

যত্তু বিঘ্নং ভবেজ্জ্ঞানং কথয়ামি বরাননে।
গোমুখোষাসনং কৃত্বা ধৌতী প্রক্ষালনং বসেৎ।
নাড়ীসঞ্চারবিজ্ঞানং প্রত্যাহারবিবোধনং।
কুক্ষিসঞ্চালনং ক্ষিপ্রং প্রবেশ ইন্দ্রিয়াধ্বনা।
নাড়ীকর্ম্মানি কল্যাণি ভোজনং শ্রূয়তাং মম॥

হে বরাননে! অতঃপর জ্ঞানরূপ বিঘ্ন সকল শ্রবণ কর। জপাবরক গোমুখের বিসর্জ্জন করতঃ ধৌতি-যোগে অন্তঃপ্রক্ষালনার্থ উপবিষ্ট হওন, নাড়ী সকলের সঞ্চরণ বিজ্ঞাপে হয় তাহার অনুসন্ধান করণ, নানা শাস্ত্র বিচার করণ, প্রত্যাহারের

উপায় করণ, চৈতন্যের উদ্দীপনার্থ কুণ্ডলীবোধন চেষ্টা করণ, উদর সঞ্চালন, শীঘ্র ইন্দ্রিয়পথে প্রবিষ্ট হইবার উপায় করণ এবং নাড়ী-শুদ্ধির নিমিত্ত পথ্যাপথ্য বিচার করণ, হে কল্যাণি! তন্নিমিত্ত যে সকল দ্রব্য ভোজন করিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ শি-সং ৫।৫।

নবং ধাতুরসং ছিন্দি শুণ্ঠিকা স্তাড়য়েৎ পুনঃ।
এককালং সমাধি স্যাল্লিঙ্গভূতমিদং শৃণু॥

নূতন সরস বস্তুর পরিগ্রহণ এবং শুণ্ঠীচর্ণ আহার করণ। যাহাতে এককালে সমাধি হয়, তাহার চিহ্ন শ্রবণ কর॥ ঐ ৬।

সঙ্গমং গচ্ছ সাধুনাং সঙ্কোচ ভজ দুর্জ্জনাৎ।
প্রবেশ নির্গমে বায়োর্গুরুলঘু বিলোকয়েৎ॥

সাধুদিগের সঙ্গ করণার্থ চেষ্টা করণ, দুর্জ্জনের সংসর্গ পরিত্যাগ করণ এবং নিশ্বাসের প্রবেশ ও বহির্নির্গম কালে গুরু লঘুর অবলোকনার্থ সংখ্যা করণ॥ শি-সং ৫।৭।

পিণ্ডস্থং রূপসংস্থঞ্চ রূপস্থঞ্চ রূপবর্জ্জিতম্।
ব্রহ্মৈতস্মিন্মতাবস্থা হৃদয়ঞ্চ প্রশাম্যতি।
ইত্যেতে কথিতা বিঘ্না জ্ঞানরূপে ব্যবস্থিতাঃ॥

দেহস্থ রূপসংস্কার কিম্বা রূপসত্ত্বে রূপবর্জ্জিতের ন্যায় ব্যবহার করণ এবং জগৎ ব্রহ্ম, এতন্মতাবলম্বনে চিত্তের একাগ্রতা সাধন, ইত্যাদি বিঘ্ন সকল যোগীর পক্ষে জ্ঞানরূপে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ যে যোগী স্বয়ংএ রূপ জ্ঞানচেষ্টা করে, তাহার কোন কালেই যোগাভ্যাস হইতে পারে না॥ ঐ ৮।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

বানপ্রস্থাশ্রম-ধর্ম্ম কথন।

গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥

গৃহস্থ যৎকালে আপনার গাত্র-চর্ম্মের শিথিলতা, কেশের পক্কতা ও পুত্রের পুত্র অবলোকন করিবে, তৎকালে সমস্ত বিষয় বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বানপ্রস্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য অরণ্যে গমন করিবে॥

মনুসং ৬।২।

সন্ত্যজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্ব্বঞ্চৈব পরিচ্ছদং।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা॥

ধান্য, যব ও গোধূমাদি গ্রাম্য আহার এবং গো,অশ্ব,শয্যা, আসন ও পরিচ্ছদ সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমনে অভিলাষুক পত্নীকে পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া, অথবা পত্নীর ইচ্ছা হইলে, তাহাকে সমভিব্যহারে লইয়া বনে গমন করিবে॥

ম-সং ৬।৩।

অগ্নিহোত্রং সমাদায় গৃহ্যঞ্চাগ্নিপরিচ্ছদং।
গ্রামাদরণ্যংনিঃসৃত্য নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥

শ্রৌতাগ্নি, আবসথ্যাগ্নি ও স্রুক্ স্রুবাদি অগ্নির উপকরণ সকল গ্রহণ পূর্ব্বক গ্রাম হইতে অরণ্যে গমন করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম করতঃ তথায় বাস করিবে॥ ঐ ৪।

মুন্যন্নৈর্বিবিধৈর্মেধ্যৈঃ শাকমূলফলেন বা।
এতানেব মহাযজ্ঞান্নির্ব্বপেদ্বিধিপূর্ব্বকং॥

অরণ্যজাত নীবার (উড়ীধান্য) প্রভৃতি নানা প্রকার অন্ন, শাক, ফল ও মূলাদি ভোজন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে॥ ঐ ৫।

বসীত চর্ম্মচীরং বা সায়ং স্নায়াৎ প্রগে তথা।
জটাশ্চ বিভৃয়ান্নিত্যং শ্মশ্রুলোমনখানি চ॥

মৃগাদিচর্ম্ম, কৌপীন বা বল্কল পরিধান করিবে, প্রাতঃ ও সায়াহ্নে স্নান করিবে এবং সর্ব্বদা জটা, শ্মশ্রু, নখ ও লোম ধারণ করিবে॥

ম-সং ৬।৬।

যদ্ভক্ষ্যং স্যাত্ততো দদ্যাদ্বলিং ভিক্ষাঞ্চ শক্তিতঃ।
অম্মূলফলভিক্ষাভিরর্চ্চয়েদাশ্রমাগতান্॥

যাহা ভোজন করিবে তাহা হইতে যথাশক্তি বৈশ্বদেববলি দিবে, নিত্য শ্রাদ্ধ করিবে, ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষা দিবে, এবং জল, ফল ও মূলাদি-দ্বারা আশ্রমে আগত অতিথিদিগের অর্চ্চনা করিবে॥ ঐ ৭।

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তোমৈত্রঃ সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ॥

সর্ব্বদা বেদাধ্যয়নে রত থাকিবে, শীতাতপাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইবে, সকলের উপকার করিবে, সংযতমনা হইবে, প্রত্যহ দান করিবে, কাহারও দান গ্রহণ করিবে না এবং সর্ব্ব প্রাণির প্রতি দয়া করিবে॥ঐ ৮।

সদ্যঃ প্রক্ষালকোবা স্যান্মাসসঞ্চয়িকোপি বা।
ষণ্মাসনিচয়োবা স্যাৎ সমানিচয় এব বা॥

একাহ মাত্র জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত, বা এক মাসের ব্যয়োপযুক্ত, কিংবা ছয় মাসের উপযুক্ত, অথবা এক বৎসরের উপযুক্ত নীবারাদি অন্ন সঞ্চয় করিবে, অর্থাৎ পর পর নিয়ম অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিয়ম প্রশস্ত জানিবে॥ ঐ ১৮।

নক্তঞ্চান্নং সমশ্নীয়াদ্দিবা বাহৃত্য শক্তিতঃ।
চতুর্থকালিকো বা স্যাৎ স্যাদ্বাপ্যষ্টমকালিকঃ॥

শক্তি অনুসারে অন্ন আহরণ করিয়া সায়াহ্নে কিম্বা দিবাতে ভোজন করিবে, অথবা এক দিন উপবাস করিয়া দ্বিতীয় দিনের রাত্রিতে ভোজন করিবে, অথবা তিন দিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিনের রাত্রিতে ভোজন করিবে॥

ম-সং ৬।১৯।

চান্দ্রায়ণবিধানৈর্বা শুক্লে কৃষ্ণে চ বর্ত্তয়েৎ।
পক্ষান্তয়োর্বাপ্যশ্নীয়াদ্‌যবাগূং ক্বথিতাং সকৃৎ॥

শুক্ল প্রতিপদে চতুর্দ্দশ গ্রাস ভোজন করিয়া দ্বিতীয়া অবধি প্রত্যহ পূর্ব্ব দিনের অপেক্ষা এক এক গ্রাস হ্রাস করিয়া ভোজন করিলে পৌর্ণমাসীতে উপবাস হইয়া উঠে; পুনর্ব্বার কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে প্রতিদিন এক এক গ্রাস আহার বৃদ্ধি করিলে ক্রমে অমাবস্যাতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন-রূপ চান্দ্রায়ণ ব্রত করা হয়, এই রূপে চান্দ্রায়ণ ব্রত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, অথবা পক্ষান্তে, অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যা দিনে সিদ্ধ যবাগূ ভোজন করিবে॥ ঐ ২০।

পুষ্পমূলফলৈর্বাপি কেবলৈর্বর্ত্তয়েৎ সদা।
কালপক্বৈঃ স্বয়ং শীর্ণৈর্বৈখানসমতে স্থিতঃ॥

অথবা কেবল মাত্র পুষ্প, মূল ও ফল দ্বারা, কিংবা যে ফল কাল সহকারে পরিপক্ব হইয়া বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত হয়, তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং বৈখানস (বানপ্রস্থ) শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে॥

ম-সং ৬।২১।

গ্রীষ্মে পঞ্চতপাস্তু স্যাদ্বর্ষাস্বভ্রাবকাশিকঃ।
আর্দ্রবাসাস্তু হেমন্তে ক্রমশো বর্দ্ধয়ংস্তপঃ॥

গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে অগ্নি এবং ঊর্দ্ধে সূর্য্য এই পঞ্চ তাপে আত্মাকে তাপিত করিবে, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থলে ছত্রাদি আবরণ রহিত হইয়া অনাবৃত গাত্রে অবস্থিতি করিয়া নিরন্তর বৃষ্টিধারা সহ্য করিবে এবং হেমন্তকালে আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিবে, এইরূপে ক্রমশ তপস্যার বৃদ্ধি করিবে॥ ঐ ২৩।

অপ্রযত্নঃ সুখার্থেষু ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ।
শরণেষ্বমমশ্চৈব বৃক্ষমূলনিকেতনঃ॥

ব্রহ্মচারী সুস্বাদু ফল মূলাদি ভোজন ও শীতাতপ নিবারণ প্রভৃতি শারীরিক সুখ সাধন বিষয়ে যত্নবান্ হইবে না, স্ত্রীসম্ভোগাদি করিবে না, ভূমিশয্যায় শয়ন করিবে, বাসস্থানে মমতাশূন্য হইবে এবং বৃক্ষমূলে বাস করিবে॥ ঐ ২৬।

এতাশ্চান্যাশ্চ সেবেত দীক্ষা বিপ্রো বনে বসন্।
বিবিধা শ্চৌপনিষদীরাত্মসংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ॥

বানপ্রস্থ ব্রাহ্মণ এই সমুদায় নিয়ম ও বানপ্রস্থ শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য নিয়ম সকল অভ্যাস করিবে এবং আত্ম-সংশোধনার্থ উপনিষদুক্ত (১) ব্রহ্মপ্রতিপাদক নানাবিধ শ্রুতি অভ্যাস করিবে॥ ম-সং ৬।২৯।

অপরাজিতাঞ্চাস্থায় ব্রজেদ্দিশমজিহ্মগঃ।
আনিপাতাচ্ছরীরস্য যুক্তো বার্য্যনিলাশনঃ॥

অচিকিৎসিত বিষম ব্যাধি কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইলে ঈশান দিক আশ্রয় করিয়া সরল গতিতে যোগে মনো-নিবেশ পূর্ব্বক যাবৎ দেহের পতন না হয়, তাবৎকাল জল বায়ু সেবন করিয়া দেহ পাত করিবে॥

ম-সং ৬।৩১।

আসাং মহর্ষিচর্য্যাণাং ত্যাক্ত্বান্যতময়া তনুং।
বীতশোকভয়ো বিপ্রো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

মহর্ষিদিগের এই সমুদায় ও অন্যান্য আচারের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া শোক ও ভয়শূন্য হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়েন, অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন॥ ঐ ৩২।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

সন্ন্যাসাশ্রম-ধর্ম্ম কথন।

আশ্রমাদাশ্রমং গত্বা হুতহোমো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভিক্ষাবলিপরিশ্রান্তঃ প্রব্রজন্ প্রেত্য বর্দ্ধতে॥

আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম [illegible], গৃহাশ্রম, তদনন্তর বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করতঃ ইন্দ্রিয় সংযমন পূর্ব্বক শক্ত্যনুসারে সেই সেই আশ্রম বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সকল সমাধান করিবে; ভিক্ষাদান ও বলিদানাদি দ্বারা পরিশ্রান্ত হইয়া পরিব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিলে পরলোকে মোক্ষরূপ পরম ঋদ্ধি লাভ হয়॥ ম-সং ৬।৩৪।

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥

বিধানানুসারে বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষি ঋণ, ধর্ম্মানুসারে সন্তান উৎপাদন দ্বারা পিতৃ ঋণ এবং শক্ত্যনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেব ঋণ পরিশোধ করিয়া মোক্ষ লাভার্থ প্রব্রজ্যায় মনোনিবেশ করিবে; কিন্তু

(১) এতদ্দেশীয় বেদের শেষ ভাগে যে ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য সমুদায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম উপনিষদ্। সেই উপনিষদই বেদান্ত, তাহার অনুকূলক বলিয়া শারীরকসূত্র প্রভৃতি অন্যান্য আধ্যাত্মশাস্ত্রও বেদান্ত।

উক্ত ঋণত্রয় পরিশোধ না করিয়া চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিলে নরক প্রাপ্তি হয়॥ ম-সং৬।৩৫।

বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভার্য্যাং পতিব্রতাং।
ত্যক্ত্বাসমর্থান্ বন্ধূংশ্চ প্রব্রজন্নারকী ভবেৎ॥

যিনি বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশু পুত্র, পতিব্রতা ভার্য্যা এবং অসমর্থ পোষ্যবর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা, অর্থাৎ সংন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন, তিনি নিরয়গামী হইবেন॥

ম-নি-ত ৮।২২৩।

মাতৃঘ্নঃ পিতৃঘ্নঃ স স্যাৎস্ত্রীঘ্নী ব্রহ্মঘাতকঃ।
অসন্তর্প্য স্বপিত্রাদীন্ যো গচ্ছেদ্ভিক্ষুকাশ্রমে॥

যে ব্যক্তি স্বীয় পিতামাতা প্রভৃতির সন্তোষ উৎপাদন না করিয়া ভিক্ষুকাশ্রমে গমন কবিবে, তাহাকে মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা ও স্ত্রীহত্যা জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে এবং সে ব্রহ্মঘাতকের পাপে কলুষিত হইবে॥ কা-ত ৯।৬

বিদ্যামুপার্জ্জয়েৎ বাল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্ম্যাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎসুধীঃ॥

বাল্যকালে বিদ্যোপার্জ্জন করিবে, যৌবনাবস্থায় ধনোপার্জ্জন ও দারপরিগ্রহ করিবে, প্রৌঢ় সময়ে ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইবে এবং বৃদ্ধাবস্থায় সংন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবে॥ ম-নি-ত ৮।৯৬

ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্বকর্ম্মণি।
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সংন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ॥

যৎকালে ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইবে এবং যৎকালে সমুদায় কাম্য কর্ম্মরহিত হইবে, তৎকালে অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি সংন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন। ম-নি-ত ৮।২২২।

নানুভূয় ন জানাতি পুমান্ বিষয়তীক্ষ্ণতাং।
নির্ব্বিদ্যেত স্বয়ং তস্মান্নতথাভিন্নধীঃ পরৈঃ॥

বিষয় দুঃখের হেতু; পুরুষ স্বয়ং অনুভব না করিয়া কখনই ইহা জানিতে পারে না। যখন অনুভব দ্বারা বিষয়কে দুঃখের হেতু বলিয়া জানিতে পারিবে, তখনই বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে; নতুবা পরের কথায় বুদ্ধিভ্রমে পতিত হইয়া বিরক্ত হওয়া উচিত নহে॥

ভা-পু ৬।৫।৩৮।

যো দত্ত্বা সর্ব্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ।
তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥

যে ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গম সমুদয় চরাচরকে অভয় দান করিয়া গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করেন এবং ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদে শ্রদ্ধাবান্ হয়েন, সেই পুরুষ আপনার তেজেই সূর্য্যাদির আলোক রহিত হিরণ্যগর্ভাদির তেজোময় লোক প্রাপ্ত হয়েন॥ ম-সং ৬।৩৯।

যস্মাদণ্বপি ভূতানাং দ্বিজান্নোৎপদ্যতে ভয়ং।
তস্য দেহাদ্বিমুক্তস্য ভয়ং নাস্তি কুতশ্চন॥

যে দ্বিজাতিগণ কোন প্রাণির অণুমাত্রও ভয় উৎপাদন না করেন, তাঁহাদিগের বর্ত্তমান দেহ নাশ হইলে কোন প্রাণী হইতেই ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না॥ ম সং ৬।৪০।

আগারাদভিনিষ্ক্রান্তঃ পবিত্রোপচিতো মুনিঃ।
সমুপোঢেষু কামেষু নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ॥

কোন ব্যক্তি ভোগ্যভোজ্যাদি সম্মুখে উপস্থিত করিলেও তাহাতে স্পৃহাশূন্য হইয়া পবিত্র দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি উপকরণ সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহ হইতে নির্গমন পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া প্রব্রজ্যা করিবেন॥ ঐ ৪১।

এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধ্যর্থমসহায়বান্।
সিদ্ধিমেকস্য সংপশ্যন্ন জহাতি ন হীয়তে॥

তিনি সর্ব্বদা সঙ্গবিহীন ও অসহায় হইয়া মোক্ষের নিমিত্ত একাকী বিচরণ করিবেন; কারণ যিনি নিরন্তর একাকী বিচরণ করেন, তিনি কাহারও জন্য দুঃখ ভোগ করেন না এবং তাঁহার দুঃখেও কাহাকে দুঃখিত হইতে হয় না, সুতরাং তিনি সর্ব্বদা মমতাশূন্য হইয়া অনায়াসে মুক্তি লাভ করেন॥ ঐ ৪২।

অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদ্গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ।
উপেক্ষকোঽসঙ্কুসুকো মুনির্ভাবসমাহিতঃ॥

লৌকিক ও শাস্ত্রীয় অগ্নিশূন্য, গৃহরহিত, শারীরিক ব্যাধি প্রভৃতির প্রতীকারবর্জ্জিত, স্থিরবুদ্ধি ও মৌনাবলম্বী ব্যক্তি ব্রহ্মে একান্ত মনঃসংযোগ করিয়া অরণ্যে বাস করিবেন, কেবল অন্ন ভিক্ষার নিমিত্ত এক এক বার গ্রামে প্রবেশ করিবেন॥ ম-সং ৬।৪৩।

কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলমসহায়তা।
সমতা চৈব সর্ব্বস্মিন্নেতন্মুক্তস্য লক্ষণং॥

মৃণ্ময় ভগ্ন ভিক্ষাপাত্র ধারণ, বৃক্ষমূলে বাস, জীর্ণ কৌপীন ও কন্থাদি কুৎসিত বসন, অসহায়তা এবং সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-বুদ্ধিদ্বারা শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমভাব, এই সকল মুক্তির সাধন হেতু মুক্ত পুরুষের লক্ষণ জানিবে॥ ঐ ৪৪।

অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ॥

মোক্ষসুখার্থী ব্যক্তি দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি সামগ্রীরও নিরপেক্ষ ও সমস্ত বিষয়ে অভিলাষশূন্য হইয়া যোগাসনে সমাসীন হওতঃ সর্ব্বদা পরব্রহ্মের ধ্যানে রত থাকিয়া কেবল আপন দেহমাত্র সহায়ে এই সংসারে জীবন যাপন করিবেন॥ ঐ ৪৯।

এককালকরেদ্ভৈক্ষ্যং ন প্রসজ্জেত বিস্তরে।
ভৈক্ষে প্রসক্তোহি যতির্বিষয়েষ্বপি সজ্জতি॥

প্রাণধারণের নিমিত্ত দিবসের শেষভাগে কেবল একবার মাত্র ভিক্ষা করিবেন, অধিক ভিক্ষা করিবেন না, যেহেতু আহারের আধিক্যে প্রধান ধাতুর বৃদ্ধি হইলে স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়সুখে যতির আসক্তি জন্মিতে পারে॥ ম-সং ৬।৫৫।

সন্ন্যাসী যাতি সায়াহ্নে ক্ষুধিতো গৃহিণাং গৃহং।
সদন্নং বা কদন্নং বা তদ্দত্তং নৈব বর্জ্জয়েৎ॥

ক্ষুধিত সন্ন্যাসী সায়ং সময়ে গৃহস্থগণের গৃহে গমন করিবেন। তৎকালে গৃহস্থের প্রদত্ত সদন্নই হউক বা কদন্নই হউক কখন তাহা পরিত্যাগ করিবেন না॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৩।৮৬।

ন যাচতে চ মিষ্টান্নং ন কুর্য্যাৎ কোপমেব চ।
ন ধনগ্রহণং কুর্য্যাৎ একবাসা নিরীহিতঃ॥

গৃহস্থের নিকট মিষ্টান্ন প্রার্থনা করা বা গৃহস্থের প্রতি ক্রোধ করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে। সন্ন্যাসী গৃহস্থের নিকট কখন ধন প্রার্থনা করিবেন না, সর্ব্বদা একবাসা হইয়া নিশ্চেষ্টিত ভাবে অবস্থান করিবেন॥ ঐ ৮৭।

শীতগ্রীষ্মে সমানশ্চ লোভমোহবিবর্জ্জিতঃ।
তদ্গৃহিণৈকরাত্রঞ্চ প্রাতরন্যস্থলং ব্রজেৎ॥

সন্ন্যাসী শীতগ্রীষ্মে সমভাবাপন্ন ও লোভ মোহবিবর্জ্জিত হইবেন; গৃহস্থের ভবনে এক রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে স্থানান্তরে গমন করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৩।৮৮।

যানমারোহণং কৃত্বা গৃহীত্বা গৃহিণো ধনং।
গৃহং কৃত্বা গৃহীব স্যাৎ স্বধর্ম্মাৎ পতিতো ভবেৎ॥

যে সন্ন্যাসী যানারোহণ এবং গৃহীর নিকট ধন গ্রহণ করে, অথবা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গৃহীর ন্যায় কাল যাপন করে, সে স্বধর্ম্ম হইতে পতিত হয়॥ ঐ ৮৯।

একোভিক্ষুর্যথোক্তস্তু দ্বৌ ভিক্ষু মিথুনং স্মৃতম্।
ত্রয়োগ্রামঃ সমাখ্যাতঊর্দ্ধন্তু নগরায়তে॥

এক সন্ন্যাসীই সন্ন্যাসী, দুই সন্ন্যাসী হইলে মিথুন বলা যায়, তিন সন্ন্যাসী হইলে গ্রাম এবং তাহার অধিক হইলে নগর বলা যায়॥ দ-সং ৭।৩৬।

নগরং হি ন কর্ত্তব্যং গ্রামো বা মিথুনং তথা।
এতত্রয়ন্তু কুর্ব্বাণঃ স্বধর্ম্মাচ্চ্যবতে যতিঃ॥

সন্ন্যাসীরা কোন প্রকারে নগর, গ্রাম বা মিথুন করিবেন না। এই তিনের অন্যতর করিয়াই তাঁহারা স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া থাকেন॥ ঐ ৩৭।

রাজবার্ত্তাদি তেষান্তু ভিক্ষাবার্ত্তা পরস্পরম্।
স্নেহপৈশুন্যমাৎসর্য্যং সন্নিকর্ষান্ন সংশয়ঃ॥
লাভপূজানিমিত্তং হি ব্যাখ্যানং শিষ্যসংগ্রহঃ॥

গ্রাম, নগর বা মিথুন হইলে পরস্পরে রাজার কথা ও ভিক্ষার কথা হইবে। সন্ন্যাসীদিগের একত্র বাসে পরস্পরের প্রতি স্নেহ, পৈশুন্য ও মাৎসর্য্য জন্মে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আর, লাভ ও সম্মানের নিমিত্ত শাস্ত্রব্যাখ্যা ও শিষ্য সংগ্রহেও প্রবৃত্তি জন্মে।

দ-সং ৭।৩৮-৩৯।

ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা।
ভিক্ষোশ্চত্বারি কর্ম্মাণি পঞ্চমং নোপপদ্যতে ॥

ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষা ও সর্ব্বদা নির্জ্জনবাস, সন্ন্যাসীদিগের এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম, পঞ্চম কর্ম্ম নাই।

ঐ ৪১।

যস্মিন্দেশে ভবেদ্যোগী ধ্যানযোগবিচক্ষণঃ।
সোঽপি দেশো ভবেৎপূতঃ কিংপুনস্তস্য বান্ধবাঃ॥

ধ্যানযোগে সুনিপুণ, যোগী যে দেশে অবস্থিতি করেন, সেই দেশ পবিত্র হয়, তাঁহার বান্ধবগণের পবিত্রতার কথা আর কি কহিব ?

ঐ ৪২।

ব্রহ্মচর্য্যাদ্বিনিভ্রষ্টঃ কুলং গোত্রঞ্চ নাশয়েৎ।
বহুকালান্তরে ভিক্ষুর্মৈথুনং যদি সেবতে।
তস্যাশ্রমস্থান্‌ গৃহস্থাপি নিকৃন্ততি ॥

যতি ব্রহ্মচর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইলে, তিনি আপনার গোত্র ও কুল বিনাশ করেন। যতি গৃহস্থ-গৃহে থাকিলে যদি তাঁহার মৈথুনাচরণ ঘটে, তাহা হইলে সেই গৃহস্থের গৃহ ও গৃহের মূল পর্য্যন্ত ধ্বংস হয় ॥ দ-সং ৭।৪৫।

আশ্রমে তু যতির্যস্য মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ।
কিংতস্যান্যেন ধর্ম্মেণ কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে ॥

প্রকৃত যতি যে গৃহস্থের আশ্রমে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করেন, তাঁহার আর অন্য ধর্ম্মকার্য্যে প্রয়োজন কি ? তিনি তাহাতেই কৃতকৃত্য হন ॥

ঐ ৪৬।

সঞ্চিতং যদ্‌গৃহস্থেন পাপমামরণান্তিকম্।
নির্দহিষ্যতি তৎসর্ব্বমেকরাত্রোষিতো যতিঃ ॥

গৃহস্থদিগের এক বৎসরে যে পাপ সঞ্চিত হয়, যতি এক রাত্রি বাস করিয়া তাহাদিগের সেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া গমন করেন ॥ ঐ ৪৭।

ধ্যানযোগ পরিশ্রান্তং যস্তু ভোজয়তে যতিম্।
অখিলং ভোজিতং তেন ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥

ধ্যানযোগে পরিশ্রান্ত যতিকে যে ব্যক্তি ভোজন করায়, তাহার অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভোজন করাইবার ফল লাভ হয় ॥ ঐ ৪৮।

অল্পাহারাভ্যবহারেণ বহুঃ স্থানাসনেন চ।
হ্রিয়মাণানি বিষয়ৈরিন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েৎ ॥

যতিরা লঘু আহার ও নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান দ্বারা রূপরসাদি বিষয়প্রিয় ইন্দ্রিয়গণকে ক্রমে ক্রমে নিবর্ত্ত করিবেন ॥ স্ক-সং ৩।২৮।

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণ চ।
অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।

ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ, রাগদ্বেষাদির বিনাশ ও প্রাণী মাত্রের অহিংসা দ্বারা মনুষ্য মুক্তি লাভের যোগ্য পাত্র হয়েন॥ ম-সং ৬।৬০।

সংরক্ষণার্থং জন্তূনাং রাত্রাবহনি বা সদা।
শরীরস্যাত্যয়ে চৈব সমীক্ষ্য বসুধাঞ্চরেৎ॥

আপন শরীরের কষ্ট স্বীকার করিয়াও পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র প্রাণীগণের প্রাণ রক্ষার্থ কি দিবা কি রাত্রি সর্ব্বদাই পথ নিরীক্ষণ করিয়া পর্য্যটন করিবেন॥ ঐ ৬৮।

অহ্না রাত্র্যা চ যান্ জন্তূন্ হিনস্ত্যজ্ঞানতো যতিঃ
তেষাং স্নাত্বা বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাণায়ামান্ ষড়াচরেৎ॥

যতিরা অজ্ঞান বশতঃ দিবা রাত্রির মধ্যে যে সকল প্রাণী বধ করেন, সেই সকল প্রাণীবধজনিত পাপক্ষয়ার্থ স্নান করিয়া ছয় বার প্রাণায়াম করিবেন॥ ঐ ৬৯।

দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥

যেরূপ স্বর্ণ রজতাদি ধাতু সকল অগ্নিদ্বারা দ্রাবিত করিলে তাহাদিগের মালিন্য দূর হয়, সেইরূপ পূরক কুম্ভকাদি বিধানানুসারে প্রাণবায়ুর নিগ্রহ করিলে ইন্দ্রিয়গণের সমুদায় দোষ দগ্ধ হইয়া যায়॥ ঐ ৭১।

প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষং।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্॥

এইরূপ প্রাণায়ামদ্বারা রাগ দ্বেষাদি দোষ সকল দগ্ধ করিবেন, পরব্রহ্মে ঐকান্তিক মনঃসমাধানরূপ ধারণাদ্বারা পাপ সকল নষ্ট করিবেন, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে আকর্ষণদ্বারা বিষয় সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন এবং পরব্রহ্মের সোহমস্মীতি ধ্যানদ্বারা ক্রোধ লোভাদি নিবারণ করিবেন॥

ম-সং ৬।৭২।

অনেন বিধিনা সর্ব্বাংস্ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ শনৈঃশনৈঃ।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে॥

যতি এইরূপ নিয়মানুসারে দারা পুত্রাদি সকল বিষয়ে ক্রমে ক্রমে মমতা পরিত্যাগ করিয়া ও মানাপমানাদি সর্ব্ব দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানকর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা পরব্রহ্মে অবস্থান করেন॥ ঐ ৮১।

ধ্যানিকং সর্ব্বমেবৈতৎ যদেতদভিশব্দিতং।
ন হ্যনধ্যাত্মবিৎ কশ্চিৎ ক্রিয়াফলমুপাশ্নুতে॥

দারা পুত্রাদিতে মমত্ব ত্যাগ ও মানাপমানাদি দ্বন্দ্ব পরিহার প্রভৃতির যে সকল ফল কথিত হইল, তৎসমুদায় আত্মাকে পরমাত্মবোধে ধ্যান করিলে সিদ্ধ হয়, কিন্তু

পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানশূন্য হইলে আত্মাতে উক্ত ফল সকল ফলিত হয় না॥

ম-সং ৬।৮২।

নাহমৈব চ সংবন্ধো ব্রহ্মভাবেন ভাবিতঃ।
ঈদৃশায়াং অবস্থায়ামবাপ্নুং পরমং পদম॥

যোগি অহং ও অহংমমত্বশূন্য, অর্থাৎ আমি ও আমার ইত্যাকার ভাবরহিত হইয়া অদ্বৈত ব্রহ্মভাবে পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই পরম পদ প্রাপ্ত হন॥ দ-সং ৭।৫০।

বোধস্বরূপমাত্মত্ত জ্ঞানালোকং নিরাময়ম।
আনন্দৈকরূপং নিত্যং ব্রহ্ম ধ্যায়েৎ সনাতনম॥

বোধস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, নিরঞ্জন, আনন্দময়, নিত্য ও সনাতন ব্রহ্মের ধ্যান, অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য সাধন করিবেন॥

ঐ ৫২।

অত্রাত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং যো বিপশ্যতি।
অতঃশাস্ত্রাণ্যধীয়ন্তে শ্রূয়ন্তে গ্রন্থবিস্তরাঃ॥

এই অবস্থাতে আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু অনুভব হয় না। এই অদ্বৈত অবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্তই অধ্যাত্ম-শাস্ত্রাধ্যায়ন ও বেদার্থ বিচার করিতে হয়॥ ঐ ৫৩।

অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যয়নৈঃ সদা তত্ত্ববিচারণৈঃ।
[illegible] ম্লেচ্ছাচারপরায়ণঃ॥

[illegible] ব্যক্তি ম্লেচ্ছাচার-পরায়ণ হইয়াও [illegible] প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ব বিচার করিয়া সময় অতিপাত করিবেন॥ ম-নি-ত ৮।২৮২।

এক এব চরেদ্ভিক্ষু রাত্মারামো নপাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বভূত সুহৃচ্ছান্তো নারায়ণ পরায়ণঃ॥

ভিক্ষুক হইয়া একাকীই বিচরণ করিবেন, কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না, সর্ব্বদা আত্মানন্দসম্ভোগে আনন্দিত থাকিবেন, সর্ব্বভূতের মিত্র হইবেন, শান্ত হইবেন এবং নারায়ণকেই পরমগতি জ্ঞান করিবেন॥ ভা-পু ৭।১৩।২।

পশ্যেদাত্মন্যদো বিশ্বং পারেসদসতোব্যয়ে।
আত্মানঞ্চ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সদসন্ময়ে॥

এই বিশ্বকে কার্য্যকারণভিন্ন অব্যয় ব্রহ্মে অবস্থিত স্বরূপ এবং কার্য্যকারণস্বরূপ সর্ব্বপদার্থে আপনাকে ও পরমব্রহ্মকে দর্শন করিবেন॥ ঐ ৩।

সুপ্তপ্রবোধযোঃ সন্ধাবাত্মনো গতিমাত্মদৃক্।
পশ্যন্ বন্ধঞ্চ মোক্ষঞ্চ মায়ামাত্রং ন বস্তুতঃ।
নাভিনন্দেদধ্রুবং মৃত্যুমধ্রুবং বাস্য জীবিতং।
কালং পরং প্রতীক্ষেত ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ং

নিদ্রা ও জাগরণের সন্ধিস্থলে আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত করত আপনার যথার্থ স্বরূপ দর্শন করিতে থাকিবেন; অতএব বন্ধ এবং মোক্ষ উভয়কেই মায়ামাত্র দেখিতে

পাইবেন; (সুতরাং আপনাকে ও পরব্রহ্মকে একাধিকরণে দর্শন করিতে সমর্থ হইবেন)। নিশ্চিত মৃত্যু, বা অনিশ্চিত জীবন, কোনটীকেই আহ্লাদের সহিত কামনা করিবেন না। যে কাল হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও ধ্বংস হয়, কেবল তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন। ভা-পু ৭।১৩।৪।

নাসচ্ছাস্ত্রেষু সজ্জেত নোপজীবেত জীবিকাং।
বাদবাদাংস্ত্যজেত্তর্কান্ পক্ষং কঞ্চন সংশ্রয়েৎ॥

ব্রহ্ম যে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহেন, সেই সকল অসৎশাস্ত্রে আসক্ত হইবেন না; নক্ষত্রবিদ্যাদিকে জীবিকা করিবেন না; বাগ্বিতণ্ডা-সংবলিত তর্ক পরিত্যাগ করিবেন; কোন পক্ষ আশ্রয় করিবেন না॥

ঐ ৫।

ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ॥

কাহাকেও প্রলোভন বা বলদ্বারা শিষ্য করিবেন না; অনেক গ্রন্থ অভ্যাস করিবেন না; শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবেন না; কোথাও মঠাদি স্থাপন করিবেন না॥ ঐ ৬।

ন যতেরাশ্রমঃ প্রায়ো ধর্ম্মহেতুর্মহাত্মনঃ।
শান্তস্য সমচিত্তস্য বিভৃয়াদুত বা ত্যজেৎ॥

যে ব্যক্তি শান্ত এবং যিনি সকল-কেই একরূপ দর্শন করেন, তিনি মহাত্মা (পরমহংস)। আশ্রম আর কোন প্রকারেই তাঁহার ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিতে পারে না। অতএব তিনি (ইচ্ছা হইলে) আশ্রম-চিহ্ন ধারণ, (ইচ্ছা হইলে) পরিত্যাগ করিতে পারিবেন॥ভা-পু ৭।১৩।৭।

অব্যক্তলিঙ্গো ব্যক্তার্থো মনীষ্যুন্মত্তবালবৎ।
কবির্মূকবদাত্মানং দৃষ্ট্যা প্রদর্শয়েন্নৃণাং॥

তাঁহার কোন চিহ্নই প্রকাশিত থাকিবে না। কেবল তাঁহার প্রয়োজন (আত্মানুসন্ধান) স্পষ্ট জানা যাইবে। তিনি বুদ্ধিমান্ হইয়াও মনুষ্যদিগের নিকট অপনাকে উন্মত্ত ও বালকের ন্যায় এবং পণ্ডিত হইয়াও মূকসদৃশ প্রদর্শন করিবেন॥

ঐ ৮।

অনেন ক্রমযোগেন পরিব্রজতি যো দ্বিজঃ।
স বিধূয়েহ পাপ্মানং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

যে ব্রাহ্মণ এইরূপ বিধানুসারে প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করেন, তিনি ইহলোকে পাপরাশি বিনাশ করিয়া পরব্রহ্মে বিলীন হয়েন, অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার দ্বারা ঔপাধিক লিঙ্গ-শরীর নাশ করিয়া মুক্তি লাভ করেন॥ ম-সং ৬।৮৫।

সংন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ।

সন্ন্যাসীদিগের মৃত দেহ কখনই দাহ করিবে না। ঐ দেহ গন্ধ-পুষ্পাদিদ্বারা অর্চ্চিত করিয়া নিখাত, অর্থাৎ ভূমিতে প্রোথিত করিবে, অথবা জলে নিমজ্জিত করিবে॥

ম-নি-ত ৮।২৮৩।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

নানাবিধ সদাচার বর্ণন।

সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে॥

সৎশব্দের অর্থ সাধু, যাঁহারা দোষপরিশূন্য তাঁহাদিগকেই সাধু বলা যায়। সাধুদিগের যে আচার তাহাকেই সদাচার বলে॥

বি-পু ৩।১১।২।

ধর্ম্মোঽস্য মূলংধনমেব শাখা
পুষ্পঞ্চ কামঃ ফলমস্য মোক্ষঃ।
অসৌ সদাচারতরু স্বকেশে
সংসেবিতো যেন স পুণ্যভোক্তা॥

সদাচাররূপ বৃক্ষের মূল ধর্ম্ম, শাখা অর্থ, পুষ্প অভিলাষ, এবং ফল মোক্ষ। হে সুকেশে! যে ব্যক্তি এই বৃক্ষ সেবা করেন, তিনিই পুণ্যভাগী॥ বা-পু ১৪।১৭।

যদ্যদাচরতি শ্রেয়ান্ ইতরস্তত্তদীহতে।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

মহৎ ব্যক্তি যে যে প্রকার আচরণ করেন, ইতর লোক সেই সেই প্রকারেরই অনুকরণ করে। মহৎ ব্যক্তি যে প্রমাণ প্রদর্শন করেন, মনুষ্য তদনুসারেই কার্য্য করে॥ ভা-পু ৬।২।৪।

আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তোনিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ॥

পরম্পরাগত আচার যে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই প্রতিপন্ন আছে, অতএব আত্ম-হিতাভিলাষী ব্রাহ্মণ শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত আচারের অনুষ্ঠানে সতত যত্নবান্ থাকিবেন॥ ম-সং ১।১০৮।

আচারাদ্বিচ্যুতোবিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ॥

আচারহীন ব্রাহ্মণ বেদের ফল লাভ করিতে পারেন না, কিন্তু যদি তিনি সদাচার সম্পন্ন হন, তাহা হইলে তিনি বেদের সম্পূর্ণ ফল-ভাগী হন॥ ঐ ১০৯।

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণং॥

সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তি বেদোক্ত পরমায়ু, পুত্র পৌত্রাদি প্রজা, ও অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হয়েন এবং

তাঁহার শরীরস্থ অশুভ ফলসূচক অলক্ষণ থাকিলেও তদ্দ্বারা তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় না (১)॥

ম-সং ৪।১৫৬।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে সুস্থে চ মানসে মতিমান্ নৃপ।
বিবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্মং অর্থঞ্চাস্যাবিরোধিনম্॥

হে রাজন্! ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, অর্থাৎ চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে, যৎকালে অন্তঃকরণ সুস্থাবস্থায় থাকে, সেই সময়ে বুদ্ধিমান্ লোক ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থচিন্তা করিবেন॥ বি-পু ৩।১১।৫।

অপীড়য়া তয়োঃ কামমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ।
দৃষ্টাদৃষ্টবিনাশায় ত্রিবর্গে সমদর্শিতা॥

ধর্ম্ম ও অর্থ, এই দুইটীর অবিরোধে কামচিন্তাও করিবেন; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি রাখিবেন, যেন কোনটীর প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ হানি না হয় (১)॥ বি-পু ৩।১১।৬।

পরিত্যজেদর্থকামৌ ধর্ম্মপীড়াকরৌ নৃপ।
ধর্ম্মমপ্যসুখোদর্কং লোকবিদ্বিষ্টমেব চ॥

হে ভূপতে! যে অর্থ ও কাম ধর্ম্মের হানিকারক হয়, তাহা পরিত্যাগ করিবেন এবং উত্তরকালে অসুখদায়ক ও সমাজবিরুদ্ধ যে ধর্ম্ম, তাহাও পরিত্যাগ করিবেন॥ ঐ ৭।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় বিষ্ণ্বাদীন্ দৈবতান্ স্মরেৎ।
উভে মূত্রপুরীষে তু দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ॥

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া

---

(১) মহাভারতে কথিত আছে যে, "মানবগণ কেবল সদাচারবলেই দীর্ঘায়ু, ধনবান্ ও উভয়লোকে যশস্বী হয়। দুরাচার ব্যক্তিরা কখনই দীর্ঘায়ু হইতে পারে না। স্বীয় মঙ্গলকামনা করিতে হইলে, সদাচারী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সদাচারবলে পাপাত্মা ব্যক্তির পাপও নিরাকৃত হয়। সদাচার ধর্ম্মের এবং সচ্চরিত্র সাধুর প্রধান লক্ষণ। সাধুদিগের আচারই সদাচার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, মানবগণ তাহাকে দর্শন না করিয়াও তাহার নামমাত্র শ্রবণেই তাহার হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাহারা নাস্তিক, ক্রিয়াবর্জ্জিত, বেদপরাঙ্মুখ, শাস্ত্র পরিত্যাগী, অধার্ম্মিক, দুরাচার ও নিয়ম পরিশূন্য এবং যাহারা অসবর্ণ পরস্ত্রীতে নিরত হয়, তাহারা ইহলোকে অল্পায়ু এবং পরলোকে নরকগামী হইয়া থাকে। মনুষ্য সুলক্ষণবিহীন হইয়াও কেবল সদাচারসম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল, ঈর্ষাপরিশূন্য, সত্যবাদী ক্রোধবিহীন ও সরল স্বভাব হইলেই শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে" (অনুশাসন পর্ব্ব ১০৪ অং)। "সূক্ষ্মধর্ম্ম নিতান্ত গূঢ় বলিয়া অনেকে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত কেহ কেহ সাধুদিগের আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া ঐ ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া থাকেন" (শান্তিপর্ব্ব ২৬২ অং)। "মূঢ়েরা সদাচারের কিয়দংশ বিরুদ্ধ দেখিয়া সমুদায় সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। কিন্তু বিদ্বান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা সদাচারের বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠানদ্বারা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন" (শান্তিপর্ব্ব ২৬২ অং)।

(১) ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের ত্রিবিধ পীড়া আছে। ধর্ম্মদ্বারা অর্থের, অর্থদ্বারা ধর্ম্মের এবং কামদ্বারা ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়েরই বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র লোকে ধর্ম্মের অর্থ, অর্থের কাম, ও কামের ইন্দ্রিয়প্রীতি এবং মহৎলোকে ধর্ম্মের চিত্তশুদ্ধি, অর্থের যজ্ঞানুষ্ঠান ও কামের জীবনধারণই মুখ্য ফল বিবেচনা করেন। অতএব যাহাতে ত্রিবর্গের কোন পীড়া না জন্মে, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকা এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত ফল সমুদায়ের বলাবল বিবেচনা করিয়া ত্রিবর্গের সেবা করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ মনুষ্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনের উপর পৃথক্ পৃথক্ রূপে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মপর বা কামপর হইবে না; সতত সমভাবে এই ত্রিবর্গের অনুশীলন করিবে।

বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার নাম স্মরণ করিবেন। দিবসে উত্তরাভিমুখী হইয়া মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করিবেন॥

অ-পু ১৫৫।১।

রাত্রৌ চ দক্ষিণে কুর্য্যাদুভে সন্ধ্যে যথা দিবা।
ন মার্গাদৌ জলে বীথ্যাং সতৃণায়াং সদাচরেৎ॥

রাত্রিতে ও সন্ধ্যার সময়ে দক্ষিণাভিমুখে মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করিবেন। পথিমধ্যে, জলে ও সতৃণ বাথিতে মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করিবেন না॥ ঐ ২।

গোময়াঙ্গারবল্মীকফালাকৃষ্টে জলে শুভৌ।
মার্গোপজীব্যচ্ছায়াসু ন মূত্রঞ্চ পুরীষকং॥

গোময়ে, অঙ্গারে, বল্মীকে, হলাকৃষ্ট ভূমিতে, জলে, শুচিস্থানে, পথে, উপজীবী অর্থাৎ আশ্রিতগণের ছায়াতে মূত্র পুরীষ ত্যাগ করিবেন না॥ গ-পু ১।২০৫।২৯।

অন্তর্জ্জলাদ্দেবগৃহাৎ বল্মীকাৎ মূষিকস্থলাৎ।
পরেষাং শৌচশিষ্টাঞ্চ শ্মশানাচ্চ মৃদংত্যজেৎ॥

মৃত্তিকাশৌচকালে জলের মধ্য, দেবগৃহ, বল্মীক, মূষিকস্থান এবং শ্মশান হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করিবেন না এবং অপরের শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকাও পরিত্যাগ করিবেন॥

ঐ ৩০।

একাংলিঙ্গে ত্রয়ংদত্ত্বাবামহস্তে মৃদংদ্বয়ং।
উভয়োর্দ্বে চ দাতব্যে মূত্রশৌচং প্রচক্ষতে॥

মূত্রত্যাগ করিয়া একবার লিঙ্গে, তুইবার বামহস্তে এবং উভয় হস্তে তুইবার মৃত্তিকা লেপন করিবেন, অনন্তর জলদ্বারা ধৌত করিয়া আচমন করিতে হইবে। মুনিগণ এইরূপে মূত্রশৌচ করিয়া থাকেন॥

গ-পু ১।২০৫।৩১।

একাং লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথা বামকরে দশ।
পঞ্চ পাদে দশৈকস্মিন্ করয়োঃ সপ্তমৃত্তিকাঃ॥

পুরীষশৌচকালে একবার লিঙ্গে, তিনবার গুহ্যে, দশবার বাম করে, পাঁচ পাঁচ বার এক এক পাদে এবং উভয় করে সপ্ত বার মৃত্তিকা লেপন করিবেন॥ ঐ ৩২।

অর্দ্ধপ্রসৃতিমাত্রা তু প্রথমা মৃত্তিকা স্মৃতা।
দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ তদর্দ্ধা পরিকীর্ত্তিতা॥

প্রথম বারে অর্দ্ধপ্রসৃতি (হস্তকোষ) পরিমিত মৃত্তিকা লইয়া শৌচকার্য্য করিবেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে তাহার অর্দ্ধ পরিমাণে মৃত্তিকা গ্রহণ করিবেন॥ ঐ ৩৩।

উপবিষ্টস্তু বিণ্মূত্রং কর্তুং যস্তু ন বিন্দতি।
স কুর্য্যাদর্দ্ধশৌচন্তু অস্য শৌচস্য সর্ব্বদা॥

কোন ব্যক্তি উপবেশন করিয়া আছে, সেই সময় অজ্ঞাতসারে মূত্র পুরীষ ত্যাগ হইয়াছে, এমত অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত শৌচের অর্দ্ধ শৌচ করিলেই শুচি হইতে পারে॥ ঐ ৩৪।

দিবা শৌচস্য ত্বাদ্রাত্রৌর্দ্ধং যথা পাদৌ বিধীয়তে।
সুস্থস্তু যথোদ্দিষ্টমার্ত্তঃ কুর্য্যাদ্যথাবলং॥

যেরূপ শৌচক্রিয়া উক্ত হইল, ইহা দিবাতে জানিবেন, রাত্রিকালে ইহার অর্দ্ধ অথবা পাদশৌচ করিবেন, সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেই উক্ত শৌচ-কার্য্যের ব্যবস্থা, পরন্তু রোগী ব্যক্তি যথাশক্তি শৌচক্রিয়া করিলেই শুদ্ধ হইবে॥ গ-পু ১।২০৫।৩৫।

যাবদশুদ্ধিমন্যেত তাবচ্ছৌচং সমাচরেৎ।
প্রমাণং শৌচসংখ্যায়া নাদিষ্টৈরবশিষ্যতে॥

যাবৎ অশুচি বোধ হয়, তাবৎই শৌচাচরণ আবশ্যক। শৌচসংখ্যার প্রমাণ সকলই উপদিষ্ট হইল, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই॥ ঐ ৩৭।

মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্যপ্রযতো নরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং॥

প্রাতঃকালে মুখধৌত না করিলে মনুষ্য সংযত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্নে দন্তধাবন করিবেন॥ ঐ ৪৮।

কটুতিক্তকষায়াশ্চ ধনারোগ্যসুখপ্রদাঃ।
প্রক্ষাল্য ভুক্ত্বা চ শুচৌ দেশে ত্যক্ত্বা তদাচমেৎ॥

কটু, তিক্ত,অথবা কষায় দ্রব্যদ্বারা দন্তধাবন করিলে ধন, আরোগ্য ও সুখপ্রদ হয়। দন্তধাবন করিয়া পবিত্র স্থানে দন্তকাষ্ঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুখ-প্রক্ষালন ও আচমন করিবেন॥ ঐ ৫১।

অমাবস্যাং তথা ষষ্ঠ্যাং নবম্যাং প্রতিপত্স্বপি।
বর্জ্জয়েদ্দন্তকাষ্ঠন্তু তথৈবার্কস্য বাসরে॥

অমাবস্যা, ষষ্ঠী, নবমী ও প্রতিপদ এই সকল তিথিতে এবং রবিবারে দন্তধাবন করিবেন না॥ গ-পু ১।২০৫।৫২।

অভাবে দন্তকাষ্ঠস্য নিষিদ্ধায়াস্তথা তিথৌ।
অপাং দ্বাদশগণ্ডুষৈঃ কুর্ব্বীত মুখশোধনং॥

দন্তকাষ্ঠের অভাবে এবং নিষিদ্ধ-দিনে দ্বাদশ গণ্ডূষ জলদ্বারা মুখ-শোধন করিবেন॥ ঐ ৫৩।

শরীরচিন্তাং নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধির্দ্বিজঃ।
প্রাতঃ সন্ধ্যামুপাসীত দন্তধাবনপূর্ব্বকম্।

দ্বিজ, মলমূত্র ত্যাগ ও দন্তধাব-নাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পা-দন করণান্তর যথাবিধি শুচি হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিবেন॥ যা-সং ১।৯৮।

অহোরাত্রস্য যঃ সন্ধিঃ সা সন্ধ্যা ভবতীতি হ।
দ্বিনাড়িকা ভবেৎ সন্ধ্যা যাবত্তবতি দর্শনং॥

দিবা ও রাত্রির যে সন্ধিস্থান, তাহাই সন্ধ্যা, এই সন্ধ্যা দুই দণ্ড-ব্যাপিনী, অর্থাৎ যাবৎ দর্শন হয়, তাবৎ কালই সন্ধ্যা জানিবেন॥ গ-পু ১।২০৫।৬৪।

সন্ধ্যাকর্ম্মাবসানে তু স্বয়ং হোমো বিধীয়তে।
স্বয়ং হোমফলং যত্তু তদন্যেন ন জায়তে॥

সন্ধ্যাকর্ম্মের অবসানে স্বয়ং হোম কার্য্য করিবেন। স্বয়ং হোম করিলে

যে রূপ ফল হয়, অন্য কর্ত্তৃক হোমে তত ফল হইতে পারে না ॥

গ-পু ১।২০৫।৬৫।

ঋত্বিক্ পুত্রো গুরুর্ভ্রাতা ভাগিনেয়োহথ বিট্‌পতিঃ।
এভিরেব হুতং যত্তু তদ্ধুতং স্বয়মেব হি ॥

পুরোহিত, পুত্র, গুরু, ভ্রাতা, ভাগিনেয় ও জামাতা, ইহারা হোম করিলেও স্বয়ং কৃত হোমের ন্যায় হইয়া থাকে ॥ ঐ ৬৬।

হুত্বাগ্নীন্ সূর্য্যদৈবত্যান্ জপেন্মন্ত্রান্ সমাহিতঃ।
বেদার্থানধিগচ্ছেচ্চ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥

অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে সূর্য্যমন্ত্র জপ করিবেন। তৎপরে বেদার্থ বিচার ও বিবিধ শাস্ত্রালোচনা করিবেন ॥

যা-সং ১।৯৯।

উপেয়াদীশ্বরঞ্চৈব যোগক্ষেমার্থসিদ্ধয়ে।
স্নাত্বা দেবান্ পিতৃংশ্চৈব তর্পযেদর্চ্চযেত্তথা ॥

অতঃপর যোগ (অলব্ধধন লাভ) ও ক্ষেম (লব্ধধনের রক্ষণাবেক্ষণ) ও অর্থোপার্জ্জনার্থ কোন গুণবান্ রাজার নিকট গমন করিবেন, পরে স্নান করিয়া পিতৃতর্পণ ও দেবার্চ্চনা করিবেন ॥ ঐ ১০০।

এবং স্নাত্বা পিতৃন্ দেবান্ মনুষ্যাং স্তর্পয়েন্নরঃ।
নাভিমাত্রে জলে স্থিত্বা চিন্তয়েদূর্দ্ধমানসঃ ॥

যথাবিধি স্নান করিয়া দেবতা, পিতৃ ও মনুষ্যাদিগের তর্পন করিবেন, অনন্তর নাভিমাত্র জলে অবস্থিত হইয়া ঊর্দ্ধমনে ইষ্টচিন্তা করিবেন ॥

গ-পু ১।২০৫।১২৬।

আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্ণন্ত্বপোঞ্জলিং।
ত্রীংস্ত্রীনঞ্জলীন্দদ্যাদাকাশে দক্ষিণে তথা।

"হে পিতৃগণ! তোমরা আগমন করিয়া আমার এই জলাঞ্জলি গ্রহণ কর"। এই বলিয়া ঊর্দ্ধমুখে দক্ষিণ ভাগে তিন তিন অঞ্জলি জল দিতে হইবে ॥ ঐ ১২৭।

বসিত্বা বসনং শুষ্কং স্থলস্থাস্তীর্ণ বর্হিষি।
বিধিজ্ঞাস্তর্পণং কুর্য্যান্ন পাত্রে তু কদাচন ॥

অনন্তর শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া স্থলে উত্তীর্ণ হইবেন এবং তৎপরে কুশাদি আসনে উপবেশন করিয়া তর্পণ করিবেন ॥ ঐ ১২৮।

যদপাং ক্রূরমাংসান্তু যদমেধ্যন্তু কিঞ্চন।
অশান্তং মলিনং যচ্চ তৎসর্ব্বমপগচ্ছতু ॥
গৃহীত্বানেন মন্ত্রেণ তোয়ং সব্যেন পাণিনা।
প্রক্ষিপেদ্দিশি নৈঋর্ত্যাং রক্ষোপহতয়ে তু তৎ ॥

"জলেতে যে ক্রূরমাংসাদি দোষ আছে, যাহা কিছু অপবিত্র দ্রব্য আছে এবং মালিন্যাদিদোষে যে জল দূষিত হইয়াছে, তৎসমস্তই বিদূরিত হউক," এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা নৈঋর্তদিকে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করিবেন; ইহাতে রাক্ষসাদি অপহৃত হয় ॥

ঐ ১২৯-১৩০।

নিষিদ্ধভক্ষণাদ্যস্তু পাপাদ্যচ্চ প্রতিগ্রহং।
দুষ্কৃতং যচ্চ মে কিঞ্চিদ্বাঙ্মনঃ কায়কর্ম্মভিঃ॥
পুনাতু মে তদিন্দ্রস্তু বরুণঃ সবৃহস্পতিঃ।
সবিতা চ ভগশ্চৈব মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যত্বিতি ব্রুবন্।
ক্ষিপেদপোহঞ্জলীংস্ত্রীংস্তু কুর্ব্বন্ সংক্ষেপতর্পণং॥

"নিষিদ্ধদ্রব্য ভক্ষণজন্য, অসৎ প্রতিগ্রহহেতু এবং বাঙ্মনঃ কায়-কর্ম্মজনিত যে কিছু দুষ্কৃত আমার শরীরে বিদ্যমান্ আছে, সেই সমুদায় পাপ হইতে ইন্দ্র, বরুণ, বৃহস্পতি, সবিতা, ভগ এবং সনকাদি মুনিগণ আমাকে পবিত্র করুণ এবং আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ পরিতৃপ্ত হউক," এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে তিন অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবেন। ইহাই সংক্ষেপতর্পণ জানিবেন॥

গ-পু ১।২০৫।১৩১-১৩৩।

দেবকার্য্যাণি পূর্ব্বাহ্নে মনুষ্যাণাঞ্চ মধ্যমে।
পিতৃণামপরাহ্নে চ কার্য্যাণ্যেতানি যত্নতঃ॥

যত্নসহকারে দেবকার্য্য সকল পূর্ব্বাহ্নে, মনুষ্যকার্য্য সকল মধ্যাহ্নে এবং পিতৃকার্য্য সকল অপরাহ্নে করিবেন॥ দ-সং ২।২৬।

দেবগোব্রাহ্মণান্ সিদ্ধবৃদ্ধাচার্য্যাং স্তথার্চ্চয়েৎ।
দ্বিকালঞ্চ নমেৎ সন্ধ্যামগ্নীনুপচরেৎ তথা॥

দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, সিদ্ধপুরুষ, বৃদ্ধ, আচার্য্য ও অগ্নির অর্চ্চনা করিবেন এবং দ্বৈকালিন সন্ধ্যা-দেবীর উপাসনা করিবেন॥

বি-পু ৩।১২।১।

সমাপ্যাহ্নিক কর্ম্মাণি স্বাধ্যায়ং গৃহকর্ম্ম বা।
গৃহস্থো নিয়তং কুর্য্যান্নৈব তিষ্ঠেন্নিরুদ্যমঃ॥

গৃহস্থ আহ্নিককার্য্য সমাপনান্তর সর্ব্বদা অধ্যয়ন কিম্বা গৃহকর্ম্ম করিবেন, ক্ষণকালের নিমিত্তও নিরুদ্যম হইয়া থাকিবেন না॥ ম-নি-ত ৮।৯১।

ব্রাহ্মণানাস্তু হৃদয়ং কোমলং নবনীতবৎ।
শুদ্ধং সুনির্ম্মলঞ্চৈব মার্জ্জিতং তপসা মুনে॥

হে মুনে! ব্রাহ্মণগণের হৃদয় নবনীতের ন্যায় কোমল, শুদ্ধ, সুনির্ম্মল ও নিরন্তর তপস্যাদ্বারা মার্জ্জিত হইয়া থাকে॥

ব্র-বৈ-পু ২।৫১।৫।

অদ্বেষ্টা নির্ম্মমঃ শান্তঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্ম্মৎসরো নিষ্কপটঃ স্ববৃত্তো ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥

ব্রাহ্মণদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা দ্বেষপরিশূন্য, মমতারহিত, শান্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মাৎসর্য্যরহিত, অকপট ও নিজবৃত্তাবলম্বী হইবেন॥

ম-নি-ত ৮।১১৩।

অধ্যাপয়েৎ পুত্রবুদ্ধ্যা শিষ্যান্ সম্মার্গবর্ত্তিনঃ।
সর্ব্বলোকহিতৈষী স্যাৎ পক্ষপাতবিনির্ম্মুখঃ॥

তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের হিতানুষ্ঠানে রত থাকিয়া ও পক্ষপাতশূন্য হইয়া শিষ্যদিগকে পুত্রবৎ জ্ঞান

কর্ত্তঃ অধ্যাপন করাইবেন এবং যাহাতে শিষ্যগণ সৎপথাবলম্বী হয়, তাহাই করিবেন ॥ ম-নি-ত ৮।১১৪।

মিথ্যালাপমসূয়াঞ্চ ব্যসনাপ্রিয়ভাষণং।
নিচৈঃ প্রসক্তিং দম্ভঞ্চ সর্ব্বথা ব্রাহ্মণস্ত্যজেৎ ॥

ব্রাহ্মণ মিথ্যাকথা, অসূয়া, ব্যসন, অপ্রিয় বাক্য, নীচলোকে ও নীচ বিষয়ে আসক্তি এবং দম্ভ এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন ॥ ঐ ১১৫।

সর্ব্বভূতহিতং কুর্য্যাৎ নাহিতং কস্যচিদ্দ্বিজঃ।
মৈত্রী সমস্তভূতেষু ব্রাহ্মণস্যোত্তমং ধনম্ ॥

ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিবেন, কখন কাহারও অনিষ্টাচরণ করিবেন না, যেহেতু সকল প্রাণীর প্রতি সদয় ব্যবহারই ব্রাহ্মণের পরম ধন।

বি-পু ৩।৮।২৪।

সম্মানাদ্ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা ॥

ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা সম্মানকে বিষতুল্য জ্ঞান করিবেন এবং তাহাতে সন্তোষ লাভ করিবেন না, আর অপমানকে অমৃততুল্য জ্ঞান করিয়া অবমাননারই আকাঙ্ক্ষা করিবেন ॥

ম-সং ২।১৬২।

লোকায়তং কুতর্কঞ্চ প্রাকৃতং ম্লেচ্ছভাষিতং।
ন শ্রোতব্যং দ্বিজেনৈতদধো নয়তি তদ্দ্বিজং ॥

ব্রাহ্মণগণ নাস্তিকতা, কুতর্ক, প্রাকৃত ও ম্লেচ্ছভাষা কদাচ শ্রবণ করিবেন না, এই সকল শ্রবণ করিলে ব্রাহ্মণের অধোগতি হয় ॥

গ-পু ১।৭৮।১৮।

ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলোঽনৃজুঃ।
ন স্যাদ্বাক্‌চপলশ্চৈব ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ ॥

পাণিচাপল্য (অনুপযুক্ত বস্তু দান বা গ্রহণ), পাদচাপল্য (নিষ্প্রয়োজন ভ্রমণ), নেত্রচাপল্য (পরস্ত্রী প্রভৃতি লোভনীয় বস্তু দর্শন), বাক্‌চাপল্য (গর্হিত বাক্য কথন), কুটিলতা, পরহিংসা ও হিংসাত্মক বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবেন ॥

ম-সং ৪।১৭৭।

যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্যকুর্ব্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্ ॥

সর্ব্বদা যমেরই সেবা করিবেন, কেবল নিয়মকে অবলম্বন করিয়া থাকিবেন না, যেহেতু যমের সেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল নিয়মের সেবা করিলে পতিত হইতে হয়, অতএব পণ্ডিতেরা যম ও নিয়ম (১) এই উভয়েরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ঐ ২০৪।

(১) অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য), অসঙ্গ, লজ্জা, অসঞ্চয়, আস্তিক্য (ঈশ্বর ও পরকাল এতদুভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার), ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য (নিশ্চিন্ত), ক্ষমা ও অভয়, এই দ্বাদশ প্রকার যম এবং শৌচ, জপ, তপঃ, হোম, শ্রদ্ধা, (গুরু ও শাস্ত্রে বিশ্বাস) আতিথ্য,

হরিং হরিতকীঞ্চৈব গায়ত্রীং জাহ্নবী জলং ।
অন্তর্মল বিনাশায় স্মরেদ্ভক্ষ্যেজ্জপেৎ পিবেৎ ॥

হরি, হরিতকী, গায়ত্রী ও জাহ্নবীর জল, ইহাঁদিগের সেবন করিলে অন্তর্মল বিনাশ হয়, অতএব ইহাঁদিগকে যথাক্রমে স্মরণ, ভক্ষণ, জপ ও পান করিবেন ॥ ক-বা ।

একো দেবঃ কেশবো বা শিবো বা
একো বাসঃ পত্তনে বা বনে বা ।
একং মিত্রং ভূপতির্বা যতির্বা
একা ভার্য্যা সুন্দরী বা দরী বা ॥

এক দেবতার উপাসনা করিবেন, তিনি কেশবই হউন বা শিবই হউন; এক স্থানে বাস করিবেন, তাহা পত্তনই হউক বা বনই হউক; এক মিত্র করিবেন, তিনি ভূপতিই হউন বা যতিই হউন এবং এক দার পরিগ্রহ করিবেন সে সুন্দরীই হউক বা দরীই হউক ॥

ভর্তৃহরৌ রাজনীতিশতকে ।

যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্ মিতমৈথুনঃ ।
স্বচ্ছো নম্রঃশুচির্দক্ষো যুক্তঃস্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥

পরিমিত আহার ও পরিমিত নিদ্রা সেবন করিবেন; পরিমিতভাষী ও পরিমিতমৈথুন হইবেন; কপটতা পরিত্যাগ করিবেন; সর্ব্বদা শুচি থাকিবেন এবং সর্ব্বকর্ম্মে নিরালস্য ও নম্র হইবেন ॥ কা-ত ৯।৩৯ ।

শূরঃ শত্রৌবিনীতঃস্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ ।
জুগুপ্সিতান্ ন গন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ ॥

শত্রুর নিকট শূরত্ব এবং বন্ধু-বান্ধব ও গুরু সমীপে বিনীতত্ব প্রদর্শন করিবেন। নিন্দিত জনগণের আদর করিবেন না। মানী জনগণের সম্মান রক্ষা করিবেন ॥ ঐ ৪০ ।

জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রসন্নাত্মা সুচিন্তাঃ স্যাদ্দৃঢ়ব্রতঃ ।
অপ্রমত্তো দীর্ঘদর্শী মাত্রাস্পর্শান্ বিচারয়েৎ ॥

গৃহস্থ জিতেন্দ্রিয়, প্রসন্নচিত্ত, সুচিন্ত্য, দৃঢ়ব্রত, অপ্রমত্ত ও দীর্ঘদর্শী হইবেন এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি-বিষয়ক-সম্বন্ধ বিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া কোন কর্ম্ম করিবেন না ॥

ঐ ৪৮ ।

গৃহেষবস্থিতো রাজন্ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্ গৃহোচিতাঃ ।
বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্ ।
শৃণ্বন্‌ভগবতো ভীক্ষ্ণ মবতার কথামৃতং ।
শ্রদ্দধানো যথাকালমুপশান্ত জনাবৃতঃ ॥

হে রাজন্! গৃহবাসী ব্যক্তি সাক্ষাৎ বাসুদেবে সমর্পণ পূর্ব্বক যথোচিত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন

স্মরার্চ্চন, তীর্থ পর্য্যটন, পরোপকারের ইচ্ছা, সন্তোষ ও আচার্য্যসেবা, এই দ্বাদশ প্রকার নিয়ম। যথা,—

অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ ।
আস্তিক্যংব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনংস্থৈর্য্যংক্ষমাভয়ম্ ॥
শৌচংজপস্তপো হোমঃশ্রদ্ধাতিথ্যং স্মরার্চ্চনম্ ।
তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্য্যসেবনম্ ।
এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়োর্দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥

অ-উ-৬ শ্লোকের টীকা ।

করত মহর্ষিদিগের পূজা করিবেন; শ্রদ্ধা সহকারে সর্ব্বদা সময়ানুসারে ভগবানের অবতারবিষয়িনী অমৃত কথা শ্রবণ করিবেন এবং যাঁহাদিগের চিত্ত প্রশান্ত, সেই সকল (সাধু) জনে বেষ্টিত হইয়া দিন যাপন করিবেন॥ ভা-পু ৭।১৪।২।

যাবদর্থ মুপাসীনো দেহে গেহে চ পণ্ডিতঃ।
বিরক্তোরক্তবত্তত্র নৃলোকে নরতাং ন্যসেৎ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি যাবন্মাত্রে প্রয়োজন, তাবন্মাত্র বিষয় ভোগ করিবেন এবং (মনে মনে) দেহে ও গৃহে বিরক্ত হইয়াও (বাহ্যে) আসক্তের ন্যায় আচরণ করত মনুষ্যলোকে পৌরুষ প্রকাশিত করিয়া রাখিবেন॥ ঐ ৪।

যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎসত্বং হি দেহিনাং।
অধিকং যোভিমন্যেত সস্তেনো দণ্ডমর্হতি॥

যাবন্মাত্রে উদর পূর্ণ হয়, দেহীর তাবন্মাত্রেই অধিকার। যে ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষা করে, সে চৌর, সুতরাং দণ্ডিত হইবার উপযুক্ত॥ ঐ ৭।

ত্রিবর্গং নাতিকৃচ্ছ্রেণ ভজেত গৃহমেধ্যপি।
যথাদেশং যথাকালং যাবদ্দৈবোপপাদিতং॥

গৃহস্থও অতিকষ্টে উপার্জ্জন করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ভোগ করিবেন না। দেশ কাল অনুসারে যাহা দৈবক্রমে উপস্থিত হইবে, তাহাই সম্ভোগ করিবেন॥ ভা-পু ৭।১৪।৯।

আশ্বাঘন্তেব সাথিভাঃ কামান্ সংবিভজেদ্‌যথা।
অপোকামাত্মনো দারাং নৃণাং সত্ব প্রহোষতঃ॥

যাহার যেরূপ প্রাপ্য, তদনুসারে কুক্কুর, পতিত ব্যক্তি এবং চণ্ডালাদি অসভ্য জাতিকে আপনার ভোগ্য বস্তু সকল বিভাগ করিয়া দিবেন। "স্ত্রী আমার, সুতরাং আমারই সেবা করিবে" লোকের এইরূপ বোধ আছে। গৃহস্থের যদি সেই স্ত্রী এক ভিন্ন দুই না থাকে, তাহা হইলেও তাহাকে অতিথি সেবায় নিযুক্ত করিয়া রাখিবেন। (ইহাতে আমার সেবার ত্রুটি হইবে, এরূপ মনে করিবেন না)॥ ঐ ১০।

সুধা নব গৃহস্থস্য ঈষদ্দানানি বৈ নব।
নব কর্ম্মাণি চ তথা বিকর্ম্মাণি নবৈব তু॥
প্রচ্ছন্নানি নবান্যানি প্রকাশ্যানি পুনর্নব।
সফলানি নবান্যানি নিষ্ফলানি তথা নব॥
অব্যয়ানি নবান্যানি বস্তুজাতানি সর্ব্বদা।
নবকা নবনির্দ্দিষ্টা গৃহস্থোন্নতিকারকাঃ॥

গৃহস্থের পক্ষে নয়টী সুধা, নয়টী ঈষদ্দান, নয়টী কর্ম্ম এবং নয়টী বিকর্ম্ম। গোপনীয় নয়টী, প্রকাশনীয় নয়টী, সফল নয়টী এবং নিষ্ফল নয়টী। অব্যয় নয়টী যাহা চিরকা-

লের জন্য। এই নয় নয়টী, অর্থাৎ একাশীতি বিষয় গৃহস্থের উন্নতিকারক বলিয়া জানিবেন॥ দ-সং৩।১-৩।

সুধাবস্তূনি বক্ষ্যামি বিশিষ্টে গৃহমাগতে।
মনশ্চক্ষুর্ম্মুখংবাচং সৌম্যংদত্ত্বা চতুষ্টয়ম্॥
অভ্যুত্থানংততোগচ্ছতপৃচ্ছালাপঃ প্রিয়ান্বিতঃ।
উপাসনমনুব্রজ্যা কার্য্যাণ্যেতানি নিত্যশঃ॥

নববিধ সুধার বিষয় কি? তাহা বলিতেছি। কোন বিশিষ্ট লোক গৃহে সমাগত হইলে মন, চক্ষু, মুখ ও বাক্য এই চারিটী সোম্য ভাবে প্রদান করতঃ অভ্যুত্থান (আহ্বান) করিয়া স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞসা করণান্তর মিষ্টালাপ করিবেন এবং যথোচিত উপাসনা করণান্তর গমন কালে তাঁহার অনুগমন করিবেন। গৃহস্থের পক্ষে এই নয়টী সুধা, অর্থাৎ অমৃত তুল্য কর্ম্ম হয়॥ ঐ ৪-৫।

ঈষদ্দানানি চাষ্টানি ভূমিরাপস্তৃণানি চ।
পাদ শৌচংতথাঽভ্যঙ্গ আশ্রয়ঃশয়নাদি চ॥
কিঞ্চিদ্দদ্যাৎ যথাশক্তি নাস্যাঽনশ্নন্ গৃহে বসেৎ।
মৃজ্জলং চার্থিনে দেয়মেতান্যপি সদা গৃহী॥

নববিধ ঈষৎ (অল্প) দান, যথা,— অভ্যাগত ব্যক্তিকে স্থান, জল, তৃণাসন, পাদশৌচ, স্নানার্থ তৈলাদি, আশ্রয় ও শয্যা, যথাশক্ত্যনুসারে গৃহস্থ দান করিবেন; গৃহাগত ব্যক্তিকে অভুক্ত রাখিবেন না এবং শৌচার্থ মৃত্তিকা ও জল প্রদান করিবেন॥ ঐ ৬-৭।

সন্ধ্যা স্নানং জপো হোমঃ স্বধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্।
বৈশ্বদেবং ক্ষমাতিথ্যমুদ্ধৃত্যাপি চ শক্তিতঃ॥

সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, দেবতার্চ্চন, বৈশ্বদেব-কর্ম্ম (১), ক্ষমা ও অতিথ্য, এই নয়টী কর্ম্ম যথাশক্তি অন্যের নিকট হইতে ঋণ করিয়াও করিবেন॥ দ-সং ৩।৮॥

এতানি নব কর্ম্মাণি বিকর্ম্মাণি তথা পুনঃ।
অনৃতং পারদার্য্যঞ্চ তথাঽভক্ষ্যস্য ভক্ষণম্॥
অগম্যাগমনাপেয়পানং স্তেয়ঞ্চ হিংসনম্।
অশ্রৌতকর্ম্মাচরণং মৈত্রধর্ম্মবহিষ্কৃতম্।
নবৈতানি বিকর্ম্মাণি তানি সর্ব্বাণি বর্জ্জয়েৎ॥

এই নববিধ কর্ম্ম কথিত হইল, এক্ষণে নববিধ বিকর্ম্ম কথিত হইতেছে। অনৃত (মিথ্যা) বাক্য, পারদার্য্য, অভক্ষ্যভক্ষণ, অগম্যাগমন, অপেয় পান, চৌর্য্য, হিংসা, অবৈধ কর্ম্মাচরণ ও মৈত্রকর্ম্ম বর্জ্জন (নিষ্ঠুরাচরণ), এই নয়টী বিকর্ম্ম বর্জ্জন করিবেন॥ ঐ ১০-১১।

আয়ুর্ব্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রো মৈথুনমৌষধম্।
তপোদানাবমানৌ চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ॥

আয়ু, ধন, গৃহকলঙ্ক, মন্ত্র বা মন্ত্রণা, মৈথুন, ঔষধ, অপমান, তপস্যা ও দান, এই নয়টী যত্ন পূর্ব্বক গোপন রাখিবেন॥ ঐ ১৩।

(১) সায়ং ও প্রাতঃকালে কুক্কুর, চণ্ডাল এবং পক্ষিগণের উদ্দেশে ভূমিতে অন্নবর্ণনরূপ বলি, প্রদানের নাম বৈশ্বদেব-কর্ম্ম।

অগোপ্যম্ঋণশুদ্ধী চ দায়োদানঞ্চ বিক্রয়াঃ।
কন্যাদানং বৃষোৎসর্গোরহঃপাপং জুগুপ্সিতম্॥

ঋণগ্রহণ,ঋণাপনয়ন, ধন বিভাগ, ঔপকারিক দান, বিক্রয়, কন্যাদান, বৃষোৎসর্গ, গুপ্ত পাপ ও জুগুপ্সা (নিন্দা), এই নয়টী গোপনে রাখিবেন না॥ দ-সং ৩।১৪।

মাতাপিত্রোর্গুরৌ মিত্রে বিনীতে চোপকারিণি
দীনানাথবিশিষ্টেষু দত্তঞ্চ সফলং ভবেৎ॥

মাতা, পিতা, গুরু, মিত্র, বিনীত ব্যক্তি, উপকারী, দীন, অনাথ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দান, এই নয়টী কর্ম্ম সফল॥ ঐ ১৫।

ধূর্ত্তে বন্দিনি মল্লে চ কুবৈদ্যে কিতবে শঠে।
চাটুচারণচৌরেভ্যো দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্॥

ধূর্ত্ত, স্তুতি পাঠক, মল্ল, কুবৈদ্য, কিতব (দ্যূতকারক), শঠ, চাটুকার, চারণ (নট) ও চৌর, এই নয় ব্যক্তিকে দান করা নিষ্ফল।

ঐ ১৬।

সামান্যং যাচিতন্ন্যাসমাধির্দ্দারাশ্চ তদ্ধনম্।
ভয়ার্দ্দিতঞ্চনিক্ষেপঃ সর্ব্বস্বঞ্চান্বয়ে সতি॥
আপৎস্বপি ন দেয়ানি নব বস্তূনি সর্ব্বদা।
যো দদাতি স মূঢ়াত্মা প্রায়শ্চিত্তেন যুজ্যতে॥

সাধারণের বস্তু, কোন ব্যক্তির যাচিত বস্তু, ন্যাস (গচ্ছিত) বস্তু, ধনাৎপীড়া, স্ত্রী, স্ত্রীধন, ভয়ার্দ্দিত, বন্ধকীবস্তু ও সন্তান সত্ত্বে সর্ব্বস্ব দান, এই নয়টী অদেয় বস্তু আপৎকালেও দাতব্য নহে, যে ব্যক্তি দেয়, সেই মূঢ়াত্মা প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ডের যোগ্য॥ দ-স ৩।১৭-১৮।

নব নবক বেত্তা চ মনুষ্যোঽধিপতি র্নৃণাম্।
ইহলোকে পরত্রাপি নীতিস্তং নৈব মুঞ্চতি॥

এই নবসংখ্যক নবগণবেত্তা লোক ইহলোকে নরগণের অধিপতি হয় এবং পরলোকেও ঐ সকল সুনীতি তাহাকে ত্যাগ করে না॥

ঐ ১৯।

বিদ্যয়া বপুসা বাচা বস্ত্রেণ বিভবেন চ।
এভিঃ পঞ্চ বকারৈশ্চ নরঃ প্রাপ্নোতি গৌরবং॥

বিদ্যা, বপু, বাক্‌পটুতা, বস্ত্র ও বিভব,এই পঞ্চ বকারবিশিষ্ট লোক গৌরব প্রাপ্ত হয়॥ ক-বা।

প্রস্নিগ্ধামলকেশশ্চ সুগন্ধিশ্চারুবেশধৃক্।
সিতাঃ সুমনসো হৃদ্যাবিভৃত্যাচ্চ নরঃ সদা॥

মনুষ্য সর্ব্বদা তৈলাদিদ্বারা কেশচয় চিক্কণ ও পরিষ্কার রাখিবে, এবং সুগন্ধিযুক্ত সুচারু বেশ ও মনোহর শুক্ল পুষ্প ধারণ করিবে॥

বি-পু ৩।১২।৩।

মাঙ্গল্যপুষ্পরত্নাজ্যপূজ্যাননভিবাদ্য চ।
ন নিষ্ক্রামেদ্গৃহাৎ প্রাজ্ঞঃ সদাচারপরো নরঃ॥

প্রাজ্ঞ ও সদাচারপরায়ণ লোক মাঙ্গলিক পুষ্প, রত্ন, ঘৃত ও পূজার্হ ব্যক্তি সকলকে অভিবাদন না

করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেন না ॥ বি-পু ৩।১২।৩১।

বিপ্রাহিক্ষত্রিয়াত্মানো নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মাকাঙ্ক্ষেৎ কঞ্চিন্ন মনি স্পৃশেৎ।

ব্রাহ্মণ, সর্প, ক্ষত্রিয় (রাজা) ও আত্মা, ইহাদিগকে কখনই অবজ্ঞা করিবেন না, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আপনার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিবেন এবং কাহাকেও মনঃ পীড়া দিবেন না ॥ যা-সং ১।১৫২।

ন গণস্যাগ্রতোগচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্য্যে সমংফলং।
যদি কার্য্যবিপত্তিঃ স্যান্মুখরস্তত্র হন্যতে ॥

সর্ব্বাগ্রে গমন করিবেন না, যেহেতু কার্য্য সিদ্ধি হইলে সকলেই সমান ফল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কার্য্যে বিপত্তি ঘটিলে অগ্রগামীই দোষভাগী হয় ॥ হি-উ।

নোদ্যানাদৌ বিকালেষু প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন।
নালপেজ্জনবিদ্বিষ্টং বিরহীনাং তথা স্ত্রিয়ং ॥

প্রাজ্ঞলোক অপরাহ্ণকালে উদ্যানে কখনই অবস্থিতি করিবেন না এবং নিন্দিত পুরুষ ও বিরহিনী স্ত্রীর সহিত আলাপ করিবেন না ॥ বা-পু ১৫।২১।

দ্বৌ বিপ্রৌ বিপ্রবহ্ন্যোশ্চ দম্পত্যো স্বামিনোস্তথা।
অন্তরেণ ন গন্তব্যং হয়স্য বৃষভস্য চ ॥

বিপ্রদ্বয়ের মধ্যে, বিপ্র ও অগ্নির মধ্যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এবং অশ্ব ও বৃষের মধ্যে কদাচ গমন করিবেন না ॥ গ-পু ১।১১৪।৪৬।

স্ত্রীষু রাজাগ্নি সর্পেষু স্বাধ্যায়ে শত্রুসেবনে।
ভোগাস্বাদেষু বিশ্বাসং কঃপ্রাজ্ঞঃ কর্ত্তুমর্হতি ॥

স্ত্রী, রাজা, অগ্নি, সর্প, অধ্যয়ন, শত্রুসেবা, ভোগ ও আস্বাদন, এই সকল বিষয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারেন না ॥ ঐ ৪৭।

চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ।
স্নাতকস্য চ রাজ্ঞশ্চ পন্থা দেয়ো বরস্য চ ॥

চক্রযুক্ত রথাদি যানারূঢ়, নবতি বর্ষের অধিক বয়স্ক, রোগগ্রস্ত, ভারবাহক, স্ত্রীলোক, স্নাতক (গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত ব্রাহ্মণ), রাজা ও বিবাহের নিমিত্ত প্রস্থিত বর, ইহাঁদিগকে পথ প্রদান করিবেন ॥ ম-সং ২।১৩৮।

নাবিনীতৈর্ব্রজেদ্ধুর্য্যৈর্ন চ ক্ষুধ্যাধিপীড়িতৈঃ।
ন ভিন্নশৃঙ্গাক্ষিখুরৈর্ন বালধিবিরূপীতৈঃ ॥

অশিক্ষিত, ক্ষুধা ও ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত, ভগ্নশৃঙ্গ, ব্যথিত-নয়ন, বিদীর্ণ-খুর ও ছিন্ন-লাঙ্গুল অশ্ব ও গজ প্রভৃতি বাহনে গমন করিবেন না ॥ ম-সং ৪।৬৭।

বিনীতৈস্তু ব্রজেন্নিত্যমাশুগৈর্লক্ষণান্বিতৈঃ।
বর্ণরূপোপসম্পন্নৈঃ প্রতোদেনাতুদন্ ভৃশং ॥

সুশিক্ষিত, দ্রুতগামী, সুলক্ষণা-

ক্রান্ত, সুশোভনবর্ণ ও সুন্দরমূর্ত্তি অশ্বাদি যানে সতত গমন করিবেন, কিন্তু তাহাদিগকে অত্যন্ত কশাঘাত দ্বারা পীড়িত করিবেন না ॥

ম-সং ৪।৬৮ ।

ন লঙ্ঘয়েদ্বৎসতন্ত্রীং ন প্রধাবেচ্চ বর্ষতি ।
নচোদকে নিরীক্ষেত স্বংরূপমিতি ধারণা ॥

বৎস বন্ধনের রজ্জু উল্লঙ্ঘন করিবেন না, মেঘ বারি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ধাবমান হইবেন না ও জলমধ্যে আপনার দেহের প্রতিবিম্ব দর্শন করিবেন না ॥ ঐ ৩৮ ।

বয়সঃ কর্ম্মণোঽর্থস্য শ্রুতস্যাভিজনস্য চ ।
বেশবাগ্‌বুদ্ধিসারূপ্যমাচরন্ বিচরেদিহ ॥

আপনার যাদৃশ বয়স, কর্ম্ম, ধন, শাস্ত্রজ্ঞান ও কুলাচার, তাদৃশ বেশভূষা, বাক্য ও বুদ্ধি অনুসারে ইহলোকে বিচরণ করিবেন ॥ ঐ ১৮ ।

পূজ্যদেবধ্বজজ্যোতিশ্ছায়াং নাতিক্রমেদ্বুধঃ ।
নৈকঃ শূন্যাটবীং গচ্ছেন্ন চ শূন্য গৃহে বসেৎ ॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কখনই গুরুপ্রভৃতি ও পূজনীয়ব্যক্তি, দেবধ্বজা ও জ্যোতিঃ পদার্থ, ইহাদিগের ছায়া অতিক্রম করিবেন না এবং একাকী অরণ্যে গমন বা শূন্য গৃহে বাস করিবেন না ॥ বি-পু ৩।১২।১৪ ।

কেশাস্থিকণ্টকামেধ্যবহ্নিভস্মতুষাং স্তথা ।
স্নানার্দ্রাং ধরণীঞ্চৈব দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

কেশ, অস্থি, কণ্টক, অপবিত্র বস্তু, অগ্নি, ভস্ম, তুষ, ও স্নানজলদ্বারা আর্দ্র ভূমি, ইহাদিগকে পদদ্বারা স্পর্শ করিবেন না ॥ বি-পু ৩।১২।১৫ ।

পরদারং পরার্থঞ্চ পরিহাসঞ্চ পরস্ত্রিয়া ।
পরবেশ্মনি বাসঞ্চ ন কুর্ব্বীত কদাচন ॥

পরদার গমন, পরদ্রব্য গ্রহণ, পরস্ত্রীর সহিত পরিহাস ও পরগৃহে বাস, এই সমুদায় কার্য্য কখনই করিবেন না ॥ গ-পু ১।১০৮।১৪ ।

নৈমিত্তিকানি কর্ম্মাণি নিপতন্তি যথা যথা ।
তথা তথাহৈব কার্য্যাণি ন কালস্তু বিধীয়তে ॥

যখন যখন যে যে নৈমিত্তিক কর্ম্ম উপস্থিত হইবে, গৃহাশ্রমে থাকিলে তাহা তখনই করিতে হইবে । নৈমিত্তিক কর্ম্ম পতিত হইলে তাহার আর কালান্তর বিধান নাই ॥

দ-সং ২।৬৯ ।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতংজলম্পিবেৎ ।
সত্যপূতং বদেদ্বাক্যং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥

দৃষ্টিপাত করিয়া পাদ নিক্ষেপ করিবেন, বস্ত্রে ছাঁকিয়া জলপান করিবেন, সত্যতা দ্বারা শুদ্ধ করিয়া বাক্য কহিবেন এবং মন যাহাতে শুদ্ধ হয় সেইরূপ আচার করিবেন ॥

ম-সং ৬।৪৬ ।

চত্বারি খলু কর্ম্মাণি সন্ধ্যাকালে বিবর্জ্জয়েৎ ।
আহারং মৈথুনং নিদ্রাং স্বাধ্যায়ঞ্চ চতুর্থকং ॥

আহারাজ্জায়তে ব্যাধিঃ ক্রূরগর্ভশ্চ মৈথুনে।
নিদ্রাশ্রিয়োনিবর্ত্তন্তেস্বাধ্যায়ে মরণং ধ্রুবং ॥

সন্ধ্যা অর্থাৎ দিবারাত্রির মিলন কালে, আহার, মৈথুন, নিদ্রা ও অধ্যয়ন, এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম কখনই করিবেন না, কেন না আহারে ব্যাধি জন্মায়, মৈথুনে ক্রূরগর্ভ হয়, নিদ্রাতে শ্রীহীন হইতে হয় এবং অধ্যয়নে আয়ুঃ শেষ হয় ॥

য-সং ৭৬-৭৭।

আসনং চালনং দৃষ্ট্বা পথে নারী বিবর্জ্জিতা।
জাগরণে ভয়ং নাস্তি অতিক্রোধঃ হি ধৈর্য্যতে ॥

আসনকে চালন ও দর্শন করিয়া বসিবেন, পথ পর্য্যটনকালে স্ত্রী-লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন, ভয় পরিহারার্থ জাগ্রত থাকিবেন, এবং অতিশয় ক্রোধোদ্রেক হইলে ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন ॥ ক-বা।

লেখনী পুস্তকী বামা বাহনংচন্দনং ধনং।
পরহস্তে ন দাতব্যং দৃষ্টেদৃষ্টে চ রক্ষতে।

লেখনী, পুস্তক, স্ত্রী, বাহন, চন্দন ও ধন, ইহাদিগকে পরহস্তে প্রদান করা উচিত নহে; ইহাদিগকে সর্ব্বদা আপনার দৃষ্টি-গোচরে রাখিবেন ॥ ক-বা।

শ্রদ্দধানঃশুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরংধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥

শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিকৃষ্ট (শূদ্র) জাতি হইতেও শুভকরী বিদ্যা ও (চণ্ডালাদি) অন্ত্যজ জাতি হইতেও মোক্ষধর্ম্ম এবং নিকৃষ্ট কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিবেন ॥

ম-সং ২।২৩৮।

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতং।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তমমেধ্যাদপি কাঞ্চনং ॥

বিষ হইতেও অমৃত,বালক হইতেও হিতবচন, শত্রুহইতেও সদ্বৃত্ত এবং অপবিত্র স্থান হইতেও কাঞ্চন গ্রহণ করিবেন ॥ ঐ ২৩৯।

আরোগ্যং পথ্যভুক্ ভুংক্তে নিয়মী কালজিৎ তথা।
আত্মজিল্লোকজিচ্চৈব সঞ্চয়ী সুখশাশ্বতঃ ॥

যদি নিরোগ হইবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে, সতত পথ্যাশী হও; যদি কালকে জয় করিবার ইচ্ছা থাকে, নিয়মী হও; যদি সকল লোককে বশীভূত করিবার কামনা থাকে, আপনাকে অগ্রে জয় কর এবং যদি নিয়ত সুখে ও নিরুদ্বেগে কালযাপন করিবার ইচ্ছা থাকে, সঞ্চয়ী হও ॥ র-মা ১২।

নিঃসপত্নো নাহংকৃতঃ সার্ব্বিকঃ সমদর্শনঃ।
স জীবতি যশো যস্য কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি ॥

যদি নিঃশত্রু হইবার অভিলাষ থাকে, অহঙ্কার পরিহার কর; যদি সকলের প্রিয় হইবার কামনা থাকে,

সর্ব্বত্র সমদর্শী হও; এবং যদি অমর হইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে যশ ও কীর্ত্তি সঞ্চয় কর॥

ব্র-মা ১৩।

স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ।
কৃতংযদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ॥

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয় যশ ও পৌরুষ এবং পরের গুপ্ত কথা কাহারও নিকট বলিবেন না এবং পরের উপকার করিয়া তাহা প্রকাশ করিবেন না॥ ম-শি-ত ৮।৫৬।

নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং নাদ্বারেণ বিশেৎ ক্বচিৎ।
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নীয়াল্লুব্ধস্যোচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনঃ॥

কোন গোবৎসকে তাহার জননীর দুগ্ধ পান করিতে দেখিলে গৃহস্থকে তাহা বলিবেন না,অথবা কোন রূপে বাধাও দিবেন না, অদ্বার অর্থাৎ কুপথ দিয়া নগর বা পুরী মধ্যে প্রবেশ করিবেন না এবং লুব্ধ ও শাস্ত্রাতিক্রমকারী রাজার দান গ্রহণ করিবেন না॥ যা-সং ১।১৩৯।

নানাশ্রিয়ং তথা বৈরং রোচয়েৎ পুরুষেশ্বর।
ন দুষ্টং যানমারোহেৎকূলচ্ছায়াং ন সংশ্রয়েৎ॥

অন্যের সৌভাগ্যেতে অভিলাষ করিবেন না, অন্যের সহিত বিবাদে প্রবর্ত্ত হইবেন না, দোষযুক্ত যানে আরোহণ করিবেন না ও নদীকূল-স্থিত বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেসন করিবেন না॥

বি-পু ৩।১২।৫।

নাবগাহেজ্জলৌঘস্য বেগমগ্রে নরেশ্বর।
প্রদীপ্তং বেশ্ম ন বিশেন্নারোহেচ্ছিখরং তরোঃ॥

নদীজলের বেগ মগ্ন হইলে (ভাঁটা পড়িলে) সেই জলে স্নান, বা প্রজ্বলিত গৃহে প্রবেশ, অথবা বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিবেন না॥ ঐ ৮।

ন কুর্য্যাদ্দন্তসংঘর্ষং ন কুষ্ণীয়াচ্চ নাসিকাং।
নাসংবৃতমুখো জৃম্ভেৎ শ্বাসকাশৌচ বর্জ্জয়েৎ॥

দন্তদ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিবেন না, মুখ অনাবৃত করিয়া জৃম্ভা ত্যাগ করিবেন না এবং উচ্চৈঃস্বরে নিশ্বাস ও কাশ ত্যাগ করিবেন না॥ ঐ ৯।

নোচ্চৈর্হসেৎ সশব্দঞ্চ ন মুঞ্চেৎ পবনং বুধঃ।
নখান্ন খাদয়েচ্ছিন্দ্যান্ন তৃণং ন মহীং লিখেৎ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি উচ্চ হাস্য বা শব্দপূর্ব্বক বায়ু ত্যাগ করিবেন না এবং নখরদ্বারা খাদ্য বা তৃণচ্ছেদ করিবেন না, অথবা ভূমিতে লিখিবেন না॥ ঐ ১০।

ন স্নায়ান্ন স্বপেন্নগ্নো নচৈবোপস্পৃশেদ্ বুধঃ।
মুক্তকচ্ছশ্চ নাচমেৎ দেবাভ্যর্চাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি নগ্ন হইয়া স্নান করিবেন না, নিদ্রা যাইবেন না ও আচমন করিবেন না এবং মুক্তকচ্ছ

হইয়া আচমন ও দেবার্চ্চনা করিবেন না॥ বি-পু ৩।১২।১৯।

হোমদেবার্চনাদ্যাসু ক্রিয়াস্বাচমনে তথা।
নৈকবস্ত্রঃপ্রবর্ত্তেত দ্বিজবাচনিকে জপে॥

হোম, দেবার্চ্চনা প্রভৃতি কার্য্যে, আচমনে ও জপাদি পুণ্যাহ কর্ম্মে এক বস্ত্র হইয়া প্রবৃত্ত হইবেন না॥ ঐ ২০।

অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ।
আহারে জপকালে চ পাদুকানাং বিসর্জ্জনং॥

অগ্নিগৃহে, গোগৃহে, দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিকটে এবং আহার ও জপ করিবার সময়ে পাদুকা ব্যবহার করিবেন না॥ অ সং ৬১।

পুরীষে মৈথুনে হোমে প্রস্রাবে দন্তধাবনে॥
স্নানভোজনজপ্যেষু সদামৌনং সমাচরেৎ॥

মলত্যাগ, মৈথুন, হোম, প্রস্রাব, দন্তধাবন, স্নান, ভোজন ও জপ, এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান কালে সর্ব্বদা মৌনাবলম্বন করিবেন॥ অত্রি-সং।

তিষ্ঠন্ন মূত্রয়েৎতদ্বৎ পন্থানং নাহবমূত্রয়েৎ।
শ্লেষ্মবিণ্মূত্ররক্তানি সর্ব্বদৈব ন লঙ্ঘয়েৎ॥

দণ্ডায়মান হইয়া মূত্রত্যাগ করিবেন না এবং পথেও প্রস্রাব করিবেন না। শ্লেষ্ম, মল, মূত্র ও রক্ত কখনই উল্লঙ্ঘন করিবেন না॥

বি-পু ৩।১২।২৮।

সোমাগ্ন্যর্কাম্বুবায়ূনাং পূজ্যানাঞ্চ ন সম্মুখং।
কুর্য্যাৎষ্ঠীবনবিণ্মূত্র সমুৎসর্গঞ্চ পণ্ডিতঃ॥

জ্ঞানীলোক, চন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, জল, বায়ু ও পূজনীয় ব্যক্তির অভিমুখে নিষ্ঠিবন (অর্থাৎ ক্ষেপ, কাস, থুথু ইত্যাদি), মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিবেন না॥

বি-পু ৩।১২।২৭।

বিষ্ঠা ন পশ্যেৎ প্রাজ্ঞশ্চ ব্যাধি বীজংস্বরূপিনী।
মূত্রঞ্চ ব্যাধি বীজঞ্চ পরংনরক কারণং॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ঘোর নরকের কারণ ব্যাধি-বীজ-স্বরূপিণী বিষ্ঠা ও ব্যাধি-স্বরূপ মূত্র দর্শন করিবেন না॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৭৫।১৮।

পাদেন নাক্রমেৎ পাদং ন পূজ্যাভিমুখংনয়েৎ।
বীরাসনং গুরোরগ্রে ত্যজেত বিনয়ান্বিতঃ॥

পাদদ্বারা পাদ আক্রমণ করিবেন না, পূজ্য ব্যক্তির অভিমুখে পদ-স্থাপন করিবেন না, গুরুলোকের সম্মুখে অতি বিনয়ান্বিত হইয়া অব-স্থিতি করিবেন, এবং উচ্চাসনে বসিবেন না॥ বি-পু ৩।১২।২৫।

অনাতুরঃ স্বানি খানি ন স্পৃশেদনিমিত্ততঃ।
রোমাণি চ রহস্যানি সর্ব্বাণ্যেব বিবর্জ্জয়েৎ॥

অতিশয় পীড়িত না হইলে অকা-রণে আপনার ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র ও গুপ্ত লোম সকল স্পর্শ করিবেন না॥

ম-সং ৪।১৪৪।

ইন্দ্রিয়াণাং নানুকূলী বেগরোধং ন কারয়েৎ।
নোপেক্ষিতব্যো ব্যাধিঃ স্যাদ্রিপুরল্পোঽপি ভার্গব॥

কদাচ ইন্দ্রিয়ের অনুকূল কার্য্য করিবেন না এবং মলমূত্রাদির বেগ-রোধ করিবেন না। ব্যাধি এবং শত্রু অল্প হইলেও তাহা উপেক্ষা করিবেন না॥ অ-পু ১৫৫।২৬।

ক্রীড়ায়াং শয়নীয়াদৌ নীলীবস্ত্রং ন দূষ্যতি।
নীলীবস্ত্রং ন স্পৃশেচ্চ নীলী চ নিরয়ং ব্রজেৎ॥

ক্রীড়াকালে ও শয়নীয় উপাধানাদিতে নীলবস্ত্র ব্যবহার দূষিত নহে, অন্যত্র নীলবস্ত্র স্পর্শ করিবেন না। যদি কেহ নীলবস্ত্র ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাকে নরকে গমন করিতে হয়॥ গ-পু ১।২১৪।৫১।

কৢপ্তকেশনখশ্মশ্রুর্দান্তঃ শুক্লাম্বরঃ শুচিঃ।
স্বাধ্যায়ে চৈব যুক্তঃ স্যান্নিত্যমাত্মহিতেষু চ॥

কেশ, নখ ও শ্মশ্রু ছেদন, ইন্দ্রিয় সংযমন ও পরিষ্কৃত শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিবেন, বাহ্যান্তরে শুচি হইবেন, এবং সতত বেদাভ্যাসে ও আত্মচিন্তায় যত্নবান্ থাকিবেন॥

ম-সং ৪।৩৫।

ন কুর্ব্বীত বৃথা চেষ্টাং ন বার্য্যঞ্জলিনা পিবেৎ।
নোৎসঙ্গে ভক্ষয়েদ্ভক্ষ্যান্ন জাতু স্যাৎ কুতূহলী॥

বৃথা কার্য্যের চেষ্টা, অঞ্জলীদ্বারা জলপান, ভক্ষ্যবস্তু উরুর উপরে রাখিয়া ভক্ষণ ও প্রয়োজন না থাকিলে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না॥

ম-সং ৪।৬৩।

ন নৃত্যেদথ বা গায়েন্ন বাদিত্রাণি বাদয়েৎ।
নাস্ফোটয়েন্ন চ ক্ষ্বেড়েন্ন চ রক্তো বিরাবয়েৎ॥

অশাস্ত্রীয় নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদির অনুষ্ঠান, পাণিদ্বারা বাহুতে অত্যন্ত আস্ফোটন, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ পূর্ব্বক শব্দ ও সানুরাগ হইয়া গর্দ্দভাদির ন্যায় শব্দ করিবেন না॥ ঐ ৬৪।

হীনাঙ্গানতিরিক্তাঙ্গান্ বিদ্যাহীনান্ বয়োধিকান্।
রূপদ্রব্যবিহীনাংশ্চ জাতিহীনাংশ্চ নাক্ষিপেৎ॥

হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, বিদ্যাহীন, বৃদ্ধ, কুরূপ, অর্থহীন ব্যক্তি ও কুৎসিত জাতি ইহাদিগকে কাণা বৃদ্ধ ইত্যাদি শব্দদ্বারা আহ্বান পূর্ব্বক নিন্দা করিবেন না॥ ঐ ১৪১।

সুরাপাঃ স্বাত্মঘাতিভ্যো ন শৌচেদেকভাজনাঃ।
ততো ন রোদিতব্যং হি ঘনিত্যা জীবসংস্থিতিঃ॥

মদ্যপায়ী ও আত্মঘাতীর জন্য শোক করিবেন না এবং উদক-ক্রিয়াও করিবেন না। তাহাদিগের নিমিত্ত রোদন করাও অবিধেয়॥

গ-পু ১।১০৬।৭।

ষ্ঠীবনাসৃক্শকৃন্মূত্ররেতাংস্যপ্সু ন নিক্ষিপেৎ।
পাদৌ প্রতাপয়েন্নাগ্নৌ নচৈনমভিলঙ্ঘয়েৎ॥

পুষ্করিণ্যাদির জলে নিষ্ঠীবন, রক্ত,

বিষ্ঠা, মূত্র, রেত, নখ ও লোম প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু সকল পরিত্যাগ করিবেন না। অগ্নিতে পূর্ব্বোক্ত নিষ্ঠীবনাদি নিক্ষেপ, পাদ প্রতপ্ত ও অগ্নিকে উল্লঙ্ঘন করিবেন না ॥ যা-সং ১।১৩৬।

জলং পিবেন্নাঞ্জলিনা শয়ানং ন প্রবোধয়েৎ।
নাক্ষৈঃ ক্রীড়েন্ন ধর্ম্মঘ্নৈর্ব্যাধিতৈর্বা ন সংবিশেৎ ॥

অঞ্জলি করিয়া জল পান করিবেন না, আপনার অপেক্ষা অধিক গুণবান্ বা বয়োধিক নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিবেন না, অক্ষ অর্থাৎ পাশা প্রভৃতি দ্বারা ক্রীড়া অথবা ধর্ম্মবিরোধী পশু ঘটিত ক্রীড়া করিবেন না এবং রোগীর সহিত একত্র শয়ন করিবেন না ॥ ঐ ১৩৭।

বিরুদ্ধং বর্জ্জয়েৎ কর্ম্ম প্রেতধূমংনদীতরং।
কেশভস্মতুষাঙ্গারকপালেষু চ সংস্থিতিং ॥

সমাজ ও কুলাচার বিরুদ্ধ কর্ম্ম, চিতাধূম ও বাহুদ্বারা নদী সন্তরণ পরিত্যাগ করিবেন এবং কেশ, ভস্ম, তুষ, অঙ্গার ও অস্থি প্রভৃতি অপবিত্র দ্রব্যাস্থিত বস্তু সকল পরিত্যাগ করিবেন ॥ ঐ ১৩৮।

দূরাদুচ্ছিষ্টবিণ্মূত্রপাদাম্ভাংসি সমুৎসৃজেৎ।
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যক্ নিত্যমাচারমাচরেৎ ॥

উচ্ছিষ্ট, বিষ্ঠা, মূত্র, ও পাদপ্রক্ষালন জল গৃহের বাহিরে পরিত্যাগ করিবেন এবং বেদ ও স্মৃত্যুক্ত সদাচার সকল প্রত্যহ সম্যক্‌রূপে পালন করিবেন ॥ যা-সং ১।১৫৩।

গোব্রাহ্মণানলান্নানি নোচ্ছিষ্টোনি পদা স্পৃশেৎ
ন নিন্দাতাড়নে কুর্য্যাৎ সুতং শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ।

গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, খাদ্য দ্রব্য, বিশেষতঃ পাককরা দ্রব্য, এসকল শুচি বা অশুচি অবস্থায় পাদ দ্বারা স্পর্শ করিবেন না, কাহাকেও নিন্দা ও তাড়না করিবেন না, পরন্তু পুত্র, শিষ্য ও ভৃত্য, ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাড়না করিবেন ॥

ঐ ১৫৪।

পরশয্যাসনোদ্যানগৃহযানানি বর্জ্জয়েৎ।
অদত্তান্যগ্নিহীনস্য নান্নমদ্যাদনাপদি ॥

পরের শয্যা, আসন, উদ্যান, গৃহ ও যান বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করিবেন না এবং আপৎকাল ব্যতীত অগ্নিহোত্র বর্জ্জিত হীনবর্ণের অন্ন গ্রহণ করিবেন না ॥ ঐ ১৫৯।

পুষ্পং পর্য্যুষিতং পূতিং শয়নং বহুভিঃসহ।
ভগ্নাসনং কুনারীঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

পর্য্যুষিত (বাসী) পুষ্প, পূতিগন্ধ, অনেকে মিলিয়া একত্র শয়ন, ভগ্ন আসন, এবং দুষ্টা নারী, এই সকলকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন ॥ কা-ত ১০।৪৫।

স্বয়ং দোহং স্বয়ং মাল্যং স্বয়ং স্বষ্টঞ্চ চন্দনং।
নাপিতস্য গৃহে ক্ষৌরং শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ং ॥

স্বয়ং দুগ্ধ দোহন, স্বয়ং মাল্যধারণ, স্বয়ং চন্দনচর্চ্চন এবং নাপিতের গৃহে যাইয়া ক্ষৌরকর্ম্মসম্পাদন, এই সকল কার্য্য সাক্ষাৎ ইন্দ্রেরও লক্ষ্মী হরণ করে ॥ কা-ত ১০।৫৬।

ন নিন্দাংগণকে বিপ্রে পাদয়োর্নর্ত্তনন্তথা।
প্রতিকূলঞ্চরেৎ স্ত্রীণাং ভুক্ত্বা চ দন্তধাবনং ॥

ব্রাহ্মণ ও গণকের নিন্দা, পাদনর্ত্তন, স্ত্রীগণের প্রতিকূলাচরণ এবং ভোজন করিয়া দন্তধাবন করিবেন না ॥
ঐ ৫৭।

অজরজঃ খররজস্তথা সম্মার্জ্জনীরজঃ।
স্ত্রীণাং পাদরজো রাজন্ শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ং ॥

অজরজ, খররজ, সম্মার্জ্জনীরজ ও স্ত্রীগণের পদরজ স্বয়ং ইন্দ্রেরও লক্ষ্মীহরণ করে ॥ ঐ ৬৫।

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।
বঞ্চনঞ্চাপমানঞ্চ মতিমান্ন প্রকাশয়েৎ ॥

নিজের ধননাশ, মনস্তাপ, গৃহের দুশ্চরিত্র, পরকর্ত্তৃক বঞ্চনা ও অপমান, এই সকল বুদ্ধিমান লোক প্রকাশ করিবেন না ॥
গ-পু ১।১০৯।১৬।

জননী যানি কুরুতে রহস্যং মদনাতুরা।
গুপ্তান্যপি বিভাব্যন্তে শীলবিপ্রতিপত্তিভিঃ ॥

মাতা যদি কামাতুরা হইয়া কোনরূপ রহস্য কার্য্য করেন, পুত্রগণ আপনাদিগের সুশীলতাদ্বারা মনে মনেই তৎপ্রতিকারের চিন্তা করিবেন, কিন্তু কদাচ জননীর রহস্য কার্য্য প্রকাশ করিবেন না ॥
গ-পু ১।১১৪।১২।

নাত্মছিদ্রং পরে দদ্যাৎ বিদ্যাচ্ছিদ্রং পরস্য চ।
গৃহে কূর্ম্ম ইবাঙ্গানি পরাভবঞ্চ লক্ষয়েৎ ॥

আত্মচ্ছিদ্র অপরের নিকট কখনই প্রকাশ করিবেন না, কিন্তু বিদ্যাচ্ছিদ্র অবশ্যই অপরকে জানাইবেন। কূর্ম্ম যেমন আপন শরীর গোপন করিয়া রাখে, সেইরূপ আত্মপরাভব গোপন করিয়া রাখিবেন ॥
ঐ ১৬।

আচার্য্যো ব্রাহ্মণোমূর্ত্তিঃ পিতামূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
ভ্রাতামরুৎপতের্মূর্ত্তির্মাতা সাক্ষাৎ ক্ষিতেস্তনুঃ ॥
দয়ায়া ভগিনীমূর্ত্তি ধর্ম্মস্যাত্মাতিথেঃ স্বয়ং।
অগ্নেরভ্যাগতোমূর্ত্তিঃ সর্ব্বভূতানি চাত্মনঃ ॥

আচার্য্য ব্রহ্মার, পিতা প্রজাপতির, ভ্রাতা মরুৎপতির, মাতা সাক্ষাৎ পৃথিবীর, ভগিনী দয়ার, অতিথি স্বয়ং ধর্ম্মের, অভ্যাগত ব্যক্তি অগ্নির এবং সর্ব্বপ্রাণী নিজের মূর্ত্তি বলিয়া জানিবেন ॥ ভা-পু ৬।৭।২৬-২৭।

গচ্ছংস্তিষ্ঠংস্তো বাপি জাগ্রৎস্বপন্তো নয়েৎ।
সর্ব্বদা হিতার্থায় পথ্যোৎপিব বিচেষ্টিতঃ ॥

গমনকালে, অবস্থিতি সময়ে,জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নকালে সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রাণীর হিতসাধনার্থ যত্ন করিবেন, অযথা পশুর ন্যায় কেবল স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে কার্য্য করিবেন না ॥

গ-পু ১।১১৫।৩১।

যস্মিন্ যথা বর্ত্ততে যো মনুষ্য
স্তস্মিংস্তথা বর্ত্তিতব্যং সধর্ম্মঃ।
মায়াচারো মায়য়া বাধিতব্যঃ
সাধ্বাচারঃ সাধুনা প্রত্যুপেয়ঃ ॥

যে যেরূপ ব্যবহার করিবে, তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি মায়াবী, তাহার সহিত শঠতাচরণ এবং যে ব্যক্তি সাধু, তাহার সহিত সরল ব্যবহার করাই যুক্তিসিদ্ধ ॥

ম-ভা শান্তিপর্ব্ব ১০৯।৩০।

কৃতে প্রতিকৃতং কুর্য্যাৎ হিংসিতে প্রতিহিংসিতং।
ন তত্র দোষং পশ্যামি দুষ্টে দোষং সমাচরেৎ ॥

উপকারীর প্রতি উপকার, হিংস্রকের প্রতি হিংসা এবং দুষ্টেরপ্রতি দুষ্টব্যবহার করিলে কোন দোষ হইতে পারে না ॥

গ-পু ১।১১৫।৪৮।

অকৃতজ্ঞমনার্য্যঞ্চ দীর্ঘরোষমনার্জ্জবং।
চতুরো বিদ্ধি চাণ্ডালান্ জাত্যা জায়েত পঞ্চমঃ ॥

যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, যিনি সর্ব্বদা কুৎসিত কার্য্য করেন, যিনি নিতান্ত রোষপরবশ এবং যাহার অন্তঃকরণ সরল নহে, এই চতুর্ব্বিধ মনুষ্যকে চণ্ডাল বলিয়া জানিবেন এবং যে ব্যক্তি জাতিতে চণ্ডাল, তাহাকে পঞ্চম চণ্ডাল বলিয়া গণ্য করিবেন ॥

গ-পু ১।১১৪।৭২।

বর্জ্জয়েৎ ক্ষুদ্রসম্বাদমত্যন্তদুষ্টস্য তু দর্শনং।
বিরোধং সহ মিত্রেণ সংপ্রীতিং শত্রুসেবিনা ॥

ক্ষুদ্রলোকের সহিত কথোপকথন এবং অত্যন্ত দুষ্ট ব্যক্তির মুখদর্শন করিবেন না। যে ব্যক্তি শত্রুপক্ষের আশ্রিত, তাহার সহিত প্রণয় এবং মিত্রের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিবেন ॥ গ-পু ১।১০৮।৪।

লোভপ্রমাদবিশ্বাসৈঃ পুরুষো নশ্যতি ত্রিভিঃ।
তস্মাল্লোভো ন কর্ত্তব্যঃ প্রমাদোনো ন বিশ্বসেৎ ॥

লোভ, প্রমাদও বিশ্বাসদ্বারা লোক বিনষ্ট হয়। অতএব লোভ পরিত্যাগ করিবেন, সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবেন এবং সাধারণের প্রতি বিশ্বাস করিবেন না ॥

গ-পু ১।১১৫।৪৫।

অনুচিতকার্য্যারম্ভ স্বজনবিরোধো বলীয়সা স্পর্দ্ধা।
প্রমদাজনবিশ্বাসো মৃত্যোর্দ্বারাণি চত্বারি ॥

অনুপযুক্ত কার্য্যারম্ভ, আত্মজনের সহিত বিরোধ, বলবানের সহিত

আস্পর্দ্ধা এবং স্ত্রীলোকের প্রতি বিশ্বাস, এই চারিটী মৃত্যুর দ্বার বলিয়া জানিবেন॥ হি-উ।

ঋণশেষোঽগ্নি শেষশ্চ ব্যাধিশেষস্তথৈব চ।
পুনশ্চ বর্দ্ধতে যস্মাত্তস্মাৎ শেষঞ্চ কারয়েৎ॥

ঋণের শেষ, অগ্নির শেষ এবং ব্যাধির শেষ রাখিলে তাহারা পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য তাহাদিগকে একেবারে নিঃশেষ করিবেন॥ ঐ।

আশ্রিতানাংভৃতৌ স্বামি সেবায়াংধর্ম্মসেবনে।
পুত্রস্যোৎপাদনে চৈব ন সন্তি প্রতিহস্তকাঃ॥

আশ্রিতগণের পোষণ, পতিসেবা, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সন্তানোৎপাদন, এই চতুর্ব্বিধ কার্য্যে প্রতিনিধি নাই, অতএব এই সকল কর্ম্ম স্বয়ংই করিবেন॥ ঐ।

পল্লবগ্রাহিপাণ্ডিত্যং ক্রয়ক্রীতঞ্চ মৈথুনং।
ভোজনঞ্চ পরাধীনং তিস্রঃ পুংসাং বিড়ম্বনাঃ॥

পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্য, ক্রয়ক্রীত মৈথুন এবং পরাধীন ভোজন, এই তিনটী পুরুষের বিড়ম্বনা, অতএব এই তিন বিষয় পরিত্যাগ করিবেন॥ ঐ।

অনাহুতোবিশেদ্যস্ত অপৃষ্টো বহুভাষতে।
আত্মানং মন্যতে প্রীতং ভূপালস্য স দুর্ম্মতিঃ॥

যে আহুত না হইলেও নিকটে যায়, জিজ্ঞাসিত না হইলেও অনেক কথা কয় এবং আপনাকে রাজার প্রিয় বলিয়া মনে করে, সেই দুর্ম্মতি, অতএব এরূপ কার্য্য কখন করিবেন না॥ হি-উ।

ন শরন্মেঘবৎ কার্য্যং বৃথৈব ঘনগর্জ্জিতং।
পরস্যার্থে মনর্থম্বা প্রকাশয়তি ন মহান্॥

শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নিরর্থক গর্জ্জন করা উচিত নহে, যেহেতু মহৎ লোক পরের সুকার্য্য বা অকার্য্য কিছুই প্রকাশ করেন না॥ ঐ।

ব্রাহ্মণং বালিশং ক্ষত্র মযোদ্ধারং বিশংজড়ং।
শূদ্রমক্ষরসংযুক্তং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

ব্রাহ্মণ যদি মূর্খ হয়, ক্ষত্রিয় যদি যুদ্ধপরাঙ্মুখ হয়, বৈশ্য যদি জড় হয় এবং শূদ্র যদি বেদাক্ষর উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন॥ গ-পু ১।১০৮।৬।

আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি॥

আপদের নিমিত্ত ধন রক্ষা করিবেন, ধন ব্যয় করিয়াও স্ত্রীরক্ষণ করিবেন, ধনদ্বারাই হউক বা স্ত্রীরদ্বারাই হউক আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবেন, অর্থাৎ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও আত্মরক্ষা করিবেন॥ গ-পু ১।১০৯।২

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

কুলরক্ষার নিমিত্ত এক ব্যক্তিকে ত্যাগ করিবেন, গ্রামরক্ষার নিমিত্ত কুলও ত্যাগ করিতে পারিবেন, জনপদ (দেশ) রক্ষার নিমিত্ত গ্রাম ত্যাগ করিতে পরিবেন এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত সমুদায় পৃথিবীও ত্যাগ করিতে পারিবেন।। গ-পু ১।১০৯।৩।

একার্থে যদি শৈলেন্দ্র সর্ব্ব সম্পদ্বিনশ্যতি।
সর্ব্বান্ রক্ষতি তদ্দত্বা বিনা চ শরণাগতং॥

হে শৈলেন্দ্র! যদি একের রক্ষার জন্য সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হয়, সে স্থলে যাহাতে সর্ব্ব সম্পত্তি রক্ষা হয় তাহাই করিবেন। কেবল শরণাগত ব্যক্তিকে কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না।। ব্র-বৈ-পু ৪।৪১।৯৩।

শরণাগত রক্ষার্থং প্রাণাংশ্চ দাতু মর্হতি।
পুত্র দার ধনং সর্ব্বানিতি নীতি বিদো বিদুঃ।।

নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, পুরুষ শরণাগত রক্ষার্থ স্ত্রী, পুত্র, ধন ও আত্মপ্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন।। ঐ ৯৪।

নদীনাঞ্চ নখীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।।

নদী, নখায়ুধ, শৃঙ্গীজন্তু, অস্ত্রধারী, স্ত্রী এবং রাজকুল, ইত্যাদিগকে কদাচ বিশ্বাস করিবেন না।। গ-পু ১।১০৯।১৫।

ধনপ্রয়োগকার্য্যে চ তথা বিদ্যাগমেষু চ।
আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃ সদৈবহি॥

ধনপ্রয়োগ সময়ে, বিদ্যাগমকালে আহার সময়ে ও ব্যবহারকালে সর্ব্বথা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করিবেন॥ গ-পু ১।১১০।২৬।

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

প্রাজ্ঞলোক আপনাকে অজর ও অমর তুল্য জ্ঞান করিয়া বিদ্যা ও অর্থচিন্তা করিবেন, কিন্তু আপনি যেন মৃত্যু কর্ত্তৃক কেশাকর্ষিত হইয়া রহিয়াছি এইরূপ বোধ করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণ করিবেন॥ হি-উ।

মৃষাবাদং পরিহরেৎ কুর্য্যাৎ প্রিয়মযাচিতঃ।
ন চ কামান্ন সংরম্ভান্ন দ্বেষাদ্ধর্ম্মমুৎসৃজেৎ॥

মিথ্যাবাক্য একেবারে পরিত্যাগ করিবেন, অযাচিত হইয়াও অন্যের প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিবেন; কাম, ক্রোধ বা দ্বেষের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ২০৭।৪২।

প্রিয়ে নাতিভৃশং হৃষ্যেদপ্রিয়ে ন চ সংজ্বরেৎ।
ন মুহ্যেদর্থকৃচ্ছ্রেষু ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ॥

প্রিয় ঘটনায় অতিমাত্র হৃষ্ট হইবেন

না, অপ্রিয় ঘটিলেও একান্ত ম্রিয়মান হইবেন না, অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে মুহ্যমান হইবেন না এবং ধর্ম্মও পরিত্যাগ করিবেন না ॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ২০৭।৪৩ ।

কর্ম্মচেৎ কিঞ্চিদন্তৎ স্যাদিতরং ন তদাচরেৎ ।
যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েত্তত্রাত্মানং নিযোজয়েৎ ॥

যদি কিঞ্চিৎ অপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে পুনরায় আর সে কর্ম্ম করিবেন না ; যাহা কল্যাণকর বোধ করিবেন, তাহাতেই সতত অনুরক্ত থাকিবেন ॥ ঐ৪৪ ।

অবস্থানুগতাশ্চেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ ।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥

চেষ্টা অবস্থার অনুগত এবং ক্রিয়া সময়ের অনুগত, অতএব অবস্থা ও সময় অনুসারেই কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন ॥ ম-নি-ত ৮।৫৯ ।

দেশভঙ্গে প্রবাসে বা ব্যধিষু ব্যসনেষপি ।
রক্ষেদেব স্বদেহাদি পশ্চাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥

দেশবিপ্লব হইলে, বা দুর্ভিক্ষ ঘটিলে, প্রবাসে গমন করিলে, পীড়াদি হইলে, অথবা বিপদ উপস্থিত হইলে যে কোন উপায় দ্বারা আপনার দেহাদি রক্ষা করিবেন। পশ্চাৎ সুস্থ ও নিরুদ্বেগ হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন ও শাস্ত্রের বিধি অনুসারে চলিবেন ॥ প-সং ৭।৪১ ।

যদ্যৎ পরবশং কর্ম্ম তত্তদ্যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ।
যদ্যদাত্মবশন্তু স্যাত্তত্তৎ সেবেত যত্নতঃ ॥

যে সকল কর্ম্ম পরাধীন তাহা যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন এবং যাহা স্বাধীন তাহা যত্ন পূর্ব্বক সেবা করিবেন ॥ ম-সং ৪।১৫৯ ।

যৎকর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ ॥

যে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ত্তার অন্তরাত্মার তুষ্টি জন্মে, যত্ন পূর্ব্বক তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন, এবং যাহাতে অন্তরাত্মার তুষ্টি না জন্মে তাহা পরিত্যাগ করিবেন ॥ ঐ ১৬১ ।

পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্ম্মবর্জ্জিতৌ ।
ধর্ম্মঞ্চাপ্যসুখোদর্কং লোকবিক্রুষ্টমেব চ ॥

যাহা ধর্ম্মের বিরোধি এরূপ অর্থ ও কামনা পরিত্যাগ করিবেন (১), যেরূপ ধর্ম্ম করিলে উত্তর কালে অসুখ হইতে পারে এরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন না (২) এবং যে ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে লোকনিন্দা হয়, তাহাও করিবেন না (৩) ॥ ঐ ১৭৬ ।

(১) যেমন চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারা অর্থোপার্জ্জন, দীক্ষাদিনে যজমান পত্নীতে উপগমন ইত্যাদি ।

(২) যেমন পুত্রাদি বহু পোষ্যযুক্ত ব্যক্তির সর্ব্বস্ব দান, ইত্যাদি ।

(৩) যেমন কলিতে অশ্বমেধ, গোমেধ, সন্ন্যাস ও পলপৈতৃক, অর্থাৎ পিতৃলোকের উদ্দেশে মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধ ও দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন । যথা,—অশ্বমেধং গবাং লম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং । দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ব্র-বৈ-পু ৩।১১৫।১০৩ ।

কর্ম্মণা মনসা বাচা যত্নাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ।
অস্বর্গ্যংলোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্ন তু॥

কায়মনোবাক্য দ্বারা যথাশক্তি যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিবেন, যে ধর্ম্ম সমাজ বিরুদ্ধ ও যাহা স্বর্গসাধক নহে, শাস্ত্রোক্ত হইলেও তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না॥

যা-সং ১।১৫৫।

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥

যে কর্ম্ম করিলে ইহলোকে ও পর-লোকে সর্ব্বপ্রাণির উপকার হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি কায়মনোবাক্যদ্বারা সেই কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন॥

বি-পু ৩।১২।৪৫।

যচ্চাপি কুর্ব্বতো নাস্য জুগুপ্সামেতি রাক্ষস।
তৎকর্ত্তব্যমশঙ্কেন যন্ন গোপ্যং মহাজনৈঃ॥

যে কার্য্য করিলে নিন্দিত হইতে হয়, তাহা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। এবং সাধুগণ যে কার্য্য গোপন করেন না, সেই কার্য্য নিঃশঙ্কচিত্তে করিলে দোষ হয় না॥

বা-পু ১৫।৪৯।

এবমাচরতো লোকে পুরুষস্য গৃহে সতঃ।
ধর্ম্মার্থকামসংপ্রাপ্তিঃ পরত্রেহ চ শোভনা॥

এবম্বিধ সদাচার সাধুগণের গৃহে সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। এই আচারদ্বারা পরকালে এবং ইহকালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লাভ হয়॥ ঐ ৫০।

নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনম্।
দ্বেষং দম্ভঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্ণ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

নাস্তিকতা (পরলোক ও ঈশ্বর নাই এরূপ কল্পনা) বেদ ও দেবতা-দিগের নিন্দা, পরদ্বেষ, দাম্ভিকতা, আত্মাভিমান, ক্রোধ ও ক্রুরতা, এই সকল পরিত্যাগ করিবেন॥

ম-সং ৪।১৬৩।

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশংভৃতকো যথা॥

মরণেরও অভিলাষ করিবেন না এবং জীবনেরও অভিলাষ করিবেন না, কিন্তু ভৃত্য যেমন প্রভুর আদে-শের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ কালের প্রতীক্ষা করিবেন॥ ম-সং ৬।৪৫।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদযৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

গৃহস্থগণ সর্ব্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করিবেন। তাঁহারা যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তৎসমুদায়ই ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন॥ ম-নি-ত ৮।২৩।

নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশবিন্যাসমেব চ।
আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তংসমাচরেৎ॥

নিদ্রা, আলস্য, দেহেযত্ন, কেশ-বিন্যাস, অশন ও বসনে আসক্তি এই সকল কার্য্য আত্যন্তিকরূপে করিবেন না॥ ম-নি-ত ৮।৫১।

কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি কুটুম্বগণে আসক্ত হইবেন না, কুটুম্বী হইয়াও ঈশ্বর-নিষ্ঠা ভুলিবেন না এবং দৃষ্ট পদার্থের ন্যায় অদৃষ্টকেও নশ্বর দেখিবেন॥ ভা-পু ১১।১৭।৪৫।

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহংবিয়ন্ত্যেব স্বপ্নোনিদ্রানুগো যথা॥

পুত্র, জায়া, স্বজন ও বন্ধুগণের মেলন, পান্থদিগের মেলনের ন্যায় জানিবেন, কারণ ইহারা নিদ্রা-নুগামী স্বপ্নের ন্যায় দেহের পরেই নাশ পায়॥ ঐ ৪৬।

ত্যজ দুর্জ্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমং।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাং॥

দুর্জ্জনসংসর্গ পরিত্যাগ কর, সর্ব্বদা সাধুসমাগমে প্রবৃত্ত হও, দিবারাত্রি পুণ্যসঞ্চয় কর এবং সর্ব্বদা এই জগতের অনিত্যতা স্মরণ করিয়া রাখ॥

গ-পু ১।১০৮।২৭।

গৃহস্থোঽপি ক্রিয়াযুক্তো ন গৃহেন গৃহী ভবেৎ।
ন চৈব পুত্রদারেণ স্বকর্ম্মপরিবর্জ্জিতঃ॥

সৎক্রিয়াযুক্ত গৃহস্থকেই গৃহী বলা যায়, নতুবা গৃহ মধ্যে বাস করিলেই গৃহী হয় না এবং স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিবর্জ্জিত ব্যক্তি স্ত্রী পুত্রযুক্ত হইলেও গৃহী হয় না॥

দ-স ২।৫৭।

গুরুভক্তো ভৃত্যপোষী দয়াবাননসূয়কঃ।
নিত্যজাপীচ হোমী চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্বদারে যস্য সন্তোষঃ পরদারনিবর্ত্তনং।
অপবাদোঽপি নো যস্য তস্য তীর্থফলংগৃহে॥

যিনি গুরুভক্ত, ভৃত্যপোষক, দয়াবান্, পরদ্বেষবর্জ্জিত, প্রত্যহ জপ ও হোম কার্য্যে অনুরক্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, স্বদারে সন্তুষ্ট, পরদারে অনাসক্ত, ও অপবাদবিহীন, সেই ব্যক্তি গৃহাশ্রমে বাস করিয়াও সর্ব্বতীর্থের ফল প্রাপ্ত হন॥

ব্যা-সং ৪।৩-৪।

গৃহাশ্রমাৎ পরোধর্ম্মো নাস্তি নাস্তি পুনঃ পুনঃ।
সর্ব্বতীর্থ ফলংতস্য যথোক্তংযস্ত পালয়েৎ॥

গৃহাশ্রম-ধর্ম্ম যদি বিধি পূর্ব্বক প্রতিপালন করা হয়, তবে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই, এই কথা পুনঃপুনঃ বলা হয়, কেন না এই গৃহাশ্রমে সমুদায় তীর্থের ফল লাভ হয়॥ ঐ ২।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

---oo---

স্বধর্ম্ম পরিপালনের ফল কথন।

সুখংহি বাঞ্ছতে সর্ব্বঃ তচ্চ ধর্ম্মসমুদ্ভবং।
তস্মাদ্ধর্ম্মঃ সদাকার্য্যঃ সর্ব্ববর্ণৈঃ প্রযত্নতঃ॥

সকল লোকই সুখানুরক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই সুখ ধর্ম্ম হইতে উদ্ভব হয়, এহেতু সকল বর্ণ সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্য করিবে॥

দ-সং ৩।২৩।

গার্হস্থ্যংব্রহ্মচর্য্যঞ্চবাণপ্রস্থংত্রেযোশ্রমাঃ।
ক্ষত্রিযস্যাপি গদিতো য আচারোদ্বিজস্যহি।

গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য ও বাণপ্রস্থ এই ত্রিবিধরূপ আশ্রম ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য এবং ব্রাহ্মণগণের যাহা কথিত হইল ক্ষত্রিয়গণেরও ঐ ত্রিবিধ আশ্রম বিহীত॥ বা-পু ১৫।৫৮।

বৈখানসত্বংগার্হস্থমাশ্রম দ্বিতীযংবিশঃ।
গার্হস্থ্যংচরিতং ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণদাচর।
স্বানি বর্ণাশ্রমোক্তানি ধর্ম্মানীহ নহাপযেৎ॥

বাণপ্রস্থ ও গার্হস্থ্য এই দ্বিবিধ আশ্রম বৈশ্যের কর্ত্তব্য। হে নিশাচর! গার্হস্থ্য এই একটী আশ্রম মাত্র শূদ্রের বিহীত। স্বীয় জাত্যুক্ত আশ্রম-ধর্ম্ম কদাচ পরিত্যাগ করিবে না॥ ঐ ৫৯।

যোহাপয়তি তস্যাসৌ পরিকুপ্যতি ভাস্করঃ।
কুপিতঃকুলনাশায় দেহরোগ বিবৃদ্ধয়ে।
ভাস্করৈ যতেত তস্য নরস্য ক্ষণদাচর॥

যে ব্যক্তি স্বজাতীয় আশ্রম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহার প্রতি ভাস্কর ক্রুদ্ধ হন। দিবাকর ক্রুদ্ধ হইলে তাহার বংশ বিনাশ এবং রোগাভিভূত দেহ হয়॥ বা-পু ১৫।৬০।

সর্ব্বেষা মাশ্রমাণাঞ্চ স্বধর্ম্মশ্চ যশঃ পরং।
স্বধর্ম্মহীনা নরকে পতন্তি মূঢ়চেতসঃ॥

স্বধর্ম্ম পালন ও যশোলাভই সমুদায় আশ্রমের সার; মূঢ়বুদ্ধি জনগণই স্বধর্ম্মবিহীন হইয়া নরকে পতিত হইয়া থাকে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৫৯।৭২।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনংশ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

সংপূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা যথা কথঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ, কেননা স্বধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়স্কর (যে হেতু তাহা স্বর্গাদি প্রাপ্তির কারণ), কিন্তু পরধর্ম্ম অতি ভয়াবহ (যেহেতু তাহা নিষিদ্ধ প্রযুক্ত নরক প্রাপ্তির কারণ)॥

ভ-গী ৩।৩৫।

আত্মীযে সংস্থিতোধর্ম্মে শূদ্রোহপি স্বর্গমশ্নুতে।
পরধর্ম্মোভবেত্যাজ্যঃসুরূপ পরদারবৎ॥

স্বধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রেও স্বর্গ লাভ করিতে পারে, কিন্তু সুরূপা পরদারে আসক্ত ব্যক্তির ন্যায়

পরধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি পতিত হয়(১)॥ অত্রি-সং।

স্বধর্ম্মে রক্ষিতে তাত শশ্বৎ সর্ব্বত্রমঙ্গলং।
যশশ্চ সুপ্রতিষ্ঠা চ প্রত্যাপঃপূজনং পরং॥

হে তাত! স্বধর্ম্ম রক্ষিত হইলে মনুষ্য সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে মঙ্গল, যশ ও সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে,

(১) ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণই পঞ্চভূতময় দেহ ধারণ করে বটে, কিন্তু শাস্ত্রে উঁহাদিগের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহারা সেই সেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রতি পালন করিলেই সকলে একভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। কোন সময়ে ভগবান্ শিব ভগবতী পার্ব্বতীকে কহিয়াছিলেন, "দেবি! ব্রাহ্মণ্য লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণই প্রকৃতিসিদ্ধ, ব্রাহ্মণ কেবল স্বীয় দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন, অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া তাহার রক্ষার নিমিত্ত সাবধান হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রাহ্মণধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ্যের অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে তাহাদিগের পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, অথবা লোভমোহ বশত বৈশ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ লোভমোহ প্রভাবে, স্বধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেহান্তে অশেষ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হন। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহারা পরজন্মে স্বজাতিপরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রত্ব লাভ করে। হে দেবি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের এইরূপে শূদ্রত্ব লাভ হয়। যে বিজ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হন, তাঁহার অবশ্যই অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, ধর্ম্মপ্রার্থী সাধুদিগের ব্রাহ্মণত্ব অন্বেষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উগ্রজাতির অন্ন, বহু জনের আহারার্থ পাকশালার অন্ন, আদ্যশ্রাদ্ধীয় অন্ন, অশৌচান্ন, সূতিকান্ন ও শূদ্রান্ন ভোজন করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। যদি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া ঐ অন্ন পরিপাক না হইতে হইতেই কালকবলে নিপতিত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাকে শূদ্র যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে ব্রাহ্মণ যে যে নিকৃষ্ট বর্ণের অন্ন ভক্ষণ করিয়া সেই অন্ন উদরে থাকিতে থাকিতে মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন, তাঁহার সেই সেই যোনিতে জন্ম গ্রহণ হয়। যে ব্যক্তি সুদুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া মোহবশত তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক অভোজ্য অন্ন ভোজন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন। ব্রাহ্মণ সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘ্ন, ক্ষুদ্রাশয়, তস্কর, ভগ্নব্রত, অপবিত্র, বেদবিবর্জ্জিত, পাপাত্মা, লুব্ধ শঠ, শূদ্রাপতি, কুণ্ডাশী (কোটনা), সোমবিক্রয়ী, নীচসেবানিরত, গুরুদ্বেষী ও গুরুদারাপহারী হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার ব্রাহ্মণ্য বিনষ্ট হয়। বৈশ্য সদাচারনিরত হইলে পরজন্মে ক্ষত্রিয়ত্ব এবং শূদ্র সদাচারনিরত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। সতত সৎপথে অবস্থান করিয়া অবিচলিতচিত্তে ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করা শূদ্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্র যদি দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা, অতিথির প্রতি সমাদর, ঋতুস্নানের পর পত্নীর সহবাস, নিয়মিত ভোজন, শৌচাবলম্বন, শুচি ব্যক্তির অন্বেষণ, পরিবার বর্গের আহারান্তে ভোজন ও বৃথা মাংস পরিত্যাগ করে, তাহা হইলেই তাহার পরজন্মে বৈশ্যত্ব লাভ হয়। বৈশ্য যদি সত্যবাদী, অহংকারপরিশূন্য, সুখদুঃখাদিবিহীন, শান্তিগুণাবলম্বী যজ্ঞপরায়ণ বেদাধ্যয়নশীল পবিত্র ব্রাহ্মণের সৎকর্ত্তা ও সমুদায় বর্ণের পুষ্টিসাধক হয় এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্ট দুই সময়ে সকলের ভোজনের পর স্বয়ং ভোজন, কামনা পরিত্যাগ, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, অতিথিসৎকার ও গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের উপাসনা করে, তাহা হইলেই সে অতি পবিত্র ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ বৈশ্য ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি জন্মাবধি সমুদায় সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ব্রত ও দীক্ষিতদিগের রক্ষার অনুষ্ঠান, দান, অধ্যয়ন, স্বর্গার্থী হইয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান, প্রজাপালন, আর্ত্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য দান, প্রজাদিগকে

এবং সর্ব্বত্র নিরন্তর প্রতাপবান্ ও পূজনীয় হয়, সন্দেহ নাই ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৬২।২৩।

সমুৎপত্তির্বিনাশশ্চ জায়তে তার্ক্ষ্য দেহিনাং।
ঊর্দ্ধাগতিস্তু ধর্ম্মেণ অধর্ম্মেণ হ্যধোগতিঃ॥

হে তার্ক্ষ্য ! দেহীমাত্রেরই উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে বিশেষ এই যে, যাহারা ধার্ম্মিক, তাহাদিগের ঊর্দ্ধগতি এবং যাহারা অধার্ম্মিক, তাহাদিগের অধোগতি হয় ॥ গ-পু ২।৩৪।৩৩।

জায়তে সর্ব্ববর্ণানাং স্বকর্ম্মাচরণ'ৎখগ।
দেবত্বে মানুষত্বে চ দানভোগ ক্রিয়াঃ দিয়ঃ॥

হে খগবর ! এইরূপে সকল বর্ণেরই স্বকর্ম্মাচারণবশত গতি লাভ হইয়া থাকে এবং দেবত্ব ও মনুষ্য প্রভৃতি সকল জন্মেই দানভোগাদি ক্রিয়া হইয়া থাকে॥ গ-পু ২।৩৪।৩৫।

যদ্যৎ দৃষ্টং বৈনতেয় তৎসর্ব্বং কর্ম্মজংফলং।
কুকর্ম্মবিহিতো ঘোরে কামক্রিয়ার্জ্জিতে গুহে।
নরকে পতিতো ভূয়ো যস্তোত্তারে ন বিদ্যতে॥

ইহলোকে যাহা যাহা দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই কর্ম্মজন্য ফল জানিবে। যাহারা নিয়ত কুকর্ম্মে রত থাকে, তাহারা ঘোর নরকে পতিত হয় ; কিন্তু ইহাদিগের উদ্ধার হইতে পারে না , কারণ পুনঃ পুনঃ কুকর্ম্ম জন্য তাহারা বারম্বার কেবল নরক ভোগই করিয়া থাকে॥ ঐ ৩৬।

এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা প্রেত্য কর্ম্মফলোদয়ং।
মনোবাঙ্মূর্ত্তিভির্নিত্যং শুভংকর্ম্ম সমাচরেৎ।

শুভাশুভ কর্ম্মদ্বারা পরলোকে ইষ্টানিষ্ট ফলোদয় হয়, মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় অবধারণ করিয়া কায়মনোবাক্য দ্বারা সর্ব্বদা কেবল শুভ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। ম-সং ১১।২৩২।

শ্রদ্ধাবিহীনো ধর্ম্মস্তু নেহামুত্র চ বৃদ্ধিভাক্।
ধর্ম্মাৎসঞ্জায়তে হ্যর্থো ধর্ম্মাৎ কামোহভিজায়তে॥

শ্রদ্ধাবিহীন ধর্ম্ম ইহলোকে বৃদ্ধি পাইতে সমর্থ হয় না, যেহেতু ধর্ম্ম হইতে অর্থ ও অর্থ হইতে কাম লাভ হয়॥ গ-পু ২।২।৩০।

প্রজাপালন, সত্য বাক্য প্রয়োগ, সত্যকার্য্যের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান, ধর্ম্মকার্য্যের উপদেশ প্রদান, বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, প্রজাদিগের শস্যের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ, পরস্ত্রীগমনবাসনা পরিত্যাগ, ঋতুকালে পত্নীতে গমন, দিবসে একবার ও রজনীতে একবার মাত্র আহার, বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র গৃহে কুশোপরি শয়ন, সমাহিতচিত্তে ত্রিবর্গ সেবা, শূদ্রমাত্রকে অন্নদান, পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথির তৃপ্তিসাধন স্বগৃহে অতিথির ন্যায় বাস, ত্রিকালে আহুতি প্রদান এবং গো ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষার্থ সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সে স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে পরজন্মে অনায়াসে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান ও বেদশাস্ত্রে পারদর্শী হয়। হে দেবি। এইরূপে অতি হীন বর্ণোত্তম শূদ্রও স্বীয় সৎকর্ম্ম প্রভাবে অনায়াসে বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে এবং ব্রাহ্মণ নীচ বর্ণের অন্ন ভক্ষণ প্রভৃতি অসৎ কর্ম্ম প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রকুলে জন্মপরিগ্রহ করে"। ম ভা অনুশাসন পর্ব্ব ১৪৩ অধ্যায়।

ধর্ম্মঃ শ্রীমাপবর্গায় তস্মাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ । *
শ্রদ্ধয়া ধার্য্যতে ধর্ম্মো বহুভির্নার্থরাশিভিঃ ॥

ধর্ম্মই অপবর্গের কারণ হয়, অতএব নিয়তই ধর্ম্মাচরণ করিবে। বহুতর অর্থরাশিদ্বারাও ধর্ম্ম হইতে পারে না, কেবল একমাত্র শ্রদ্ধাদ্বারাই ধর্ম্ম অবিচলিত থাকে (১) ॥

গ-পু ২।২।৩১ ।

অকিঞ্চনা হি মুনয়ঃশ্রদ্ধাবন্তো দিবঙ্গতাঃ ।
অশ্রদ্ধয়াহুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥

দেখ, অকিঞ্চন মুনিগণ শ্রদ্ধাবান্

(১) মনুষ্য কেবল ঐশ্বর্য্য প্রভাবে পুণ্যলাভ করিতে পারে না। সাধুব্যক্তিরা ন্যায়োপার্জ্জিত গন্ধ দ্বারা যেরূপ ফল লাভ করিতে পারেন, ভূপতিগণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও তদনুরূপ ফল লাভে সমর্থ হন না। পণ্ডিতগণ ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অর্থকে মধ্যম ও কামকে নিকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ। ধর্ম্মপ্রভাবে ঋষিগণ সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সমুদায় লোক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মনুষ্য ধর্ম্মানুসারে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে উপযুক্ত সময়ে সৎপাত্রে উহা দান করিলে মহাফল লাভ করিতে পারে। দেখ, শ্রদ্ধা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। মহাভারতে কথিত আছে যে, "ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তির যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকার নাই ও তাহার অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অশ্রদ্ধা অপেক্ষা গুরুতর পাপ ও শ্রদ্ধা অপেক্ষা পাপনাশের প্রধান উপায় আর কিছুই নাই। সর্প যেমন স্বীয় জীর্ণ নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি শ্রদ্ধাবলে পাপকে দূরীকৃত করিয়া থাকেন। যিনি অজ্ঞানগত দোষ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ পবিত্র। তাঁহার তপস্যা, আচারব্যবহার ও অন্যান্য প্রযত্নে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। জগতের সমুদায় জীব শ্রদ্ধাময়। সকল লোকেরই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের অন্যতমে শ্রদ্ধা থাকে। তন্মধ্যে যাহার সত্ত্বগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে সাত্ত্বিক, যাহার রজোগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে রাজস এবং যাহার তমোগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে তামস বলিয়া বিখ্যাত হয়"। * * *

"ব্রহ্মনিবন্ধিনী শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ শ্রদ্ধা সকলকে প্রতিপালন ও বিশুদ্ধ জন্ম প্রদান করিয়া থাকে। উহা ধ্যান ও জপ হইতে শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্ম মন্ত্রবিহীন বা ব্যত্যস্তাভিধান অঙ্গহীন হইলেও একমাত্র শ্রদ্ধা প্রভাবে অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু উহা শ্রদ্ধাবিহীন হইলে, কি মন্ত্র, কি অনুষ্ঠান, কি যজ্ঞ, কিছুতেই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ধর্ম্মার্থদর্শী সাধু ব্যক্তিরা এইরূপে ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন'। (শান্তি পর্ব্ব ২৬৪ অঃ) অপিচ স্বর্গদ্বার অতি দুর্গম স্থান লোভ উহার অর্গলস্বরূপ, মোহান্ধ ব্যক্তিরা উহাতে গমন করিবার কথা দূরে থাকুক, উহা দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। তপোনুষ্ঠাননিরত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ যথাশক্তি দান করিয়া অনায়াসে উহা দর্শন ও উহাতে গমন করিতে পারেন। যাহার সহস্র সুবর্ণ সঞ্চিত থাকে সে শত সুবর্ণ প্রদান করিয়া যে ফল লাভ করে, যাহার শত সুবর্ণ সঞ্চিত থাকে, সে দশ সুবর্ণ প্রদান করিয়াও সেই ফল লাভ করিতে পারে। আর, যাহার কিছুমাত্র ধন সঞ্চিত নাই, সে উপযুক্ত পাত্রে এক অঞ্জলি জল দান করিলেও উহাদের তুল্য ফললাভে সমর্থ হয়। পূর্ব্বে মহারাজ রন্তিদেব নিতান্ত নির্দ্ধন হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে জলদান করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পুণ্যবলে তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। অতএব ন্যায়লব্ধ শ্রদ্ধাপূত অল্পমাত্র বস্তু দান করিয়া ধর্ম্মের যেরূপ প্রীতিসাধন করা যায়, অন্যায়লব্ধ মহামূল্য প্রভূত বস্তু দান করিয়াও তাঁহার তদনুরূপ প্রীতিসাধন করা যায় না। মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য গো দান করিয়া প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু একটী পরকীয় গো দানে করাতে তাঁহাকে নরক ভোগ করিতে হইয়াছে। আর, মহারাজ শিবি আত্মমাংস প্রদান করিয়া পবিত্রলোকে গমন পূর্ব্বক সর্ব্বসুখ অনুভব করিতেছেন। অতএব ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া সংযতচিত্তে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।" (আশ্বমেধিক পর্ব্ব ৯০ অঃ।)

বলিয়া স্বর্গগামী হইয়া থাকেন। অশ্রদ্ধায় যে আহুতি প্রদান করা যায়, যে দান করা যায় ও যে তপস্যা করা যায়, তৎসমস্তই অসৎ জানিবে, ইহ লোকে ও পরলোকে তাহার ফল লাভ হয় না ॥ গ-পু ২।২।৩২।

তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যংসঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং ॥

"যেহেতু মনুষ্যগণ ধর্ম্মের সহায়তায় দুস্তর নরকাদি দুঃখ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, অতএব তাহারা ঐ ধর্ম্মের সহার্য্য লাভার্থ প্রত্যহ অল্পে অল্পে তাহাই সঞ্চয় করিবে ॥ ম-সং ৪।২৪২।

অশাশ্বতানি গাত্রাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃকর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ ॥

শরীর মাত্রই বিনশ্বর এবং এমন কোন বিভব বা ধন সম্পত্তি নাই যাহা বিনশ্বর নহে, অতএব মৃত্যুকে সর্ব্বদা সন্নিহিত বিবেচনা করিয়া কেবল ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে ॥

ব্যা-সং ৪।১৯।

মৃতংশরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমংক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥

বান্ধবেরা মৃত ব্যক্তির শরীরকে কাষ্ঠখণ্ড বা মৃৎপিণ্ডের ন্যায় ভূতলে পরিত্যাগ করতঃ বিমুখ হইয়া গমন করে, কেবল ধর্ম্মই তাহার অনুগমন করে (১) ॥ ম-সং ৪।২৪১।

পশ্যন্নিবাগ্রতো মৃত্যুং যো ধর্ম্মংনাচরেন্নরঃ।
অজাগলস্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকং ॥

মৃত্যু সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে, এইরূপ জ্ঞান করিয়া যে মনুষ্য ধর্ম্মাচরণ না করে, অজাগলস্থিত স্তনের ন্যায় তাহার জন্মই বিফল জানিবেন ॥ গ-পু ১।২১৩।১৭।

ধর্ম্মমেবচিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞঃস্বাহারং নৈব চিন্তয়েৎ।
আহারোহপি মনুষ্যাণাং জন্মনাসহ জায়তে ॥

প্রাজ্ঞ লোক ধর্ম্মচিন্তাই করিবেন কিন্তু আপনার আহারের চিন্তা করিবেন না, যেহেতু মনুষ্যের জন্মের সহিত আহারের শক্তি হইয়াছে ॥

হি-উ।

যত্র ধর্ম্মোদ্যুতিঃকান্তির্যত্র হ্রীঃশ্রীস্তথা মতিঃ।
যতোধর্ম্ম স্ততঃকৃষ্ণো যতঃকৃষ্ণ স্ততোজয়ঃ ॥

(১) মনুষ্য একাকীই জন্মমরণের বশীভূত হয় এবং একাকীই স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া থাকে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, গুরু, জাতি, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের মধ্যে কেহই মৃত ব্যক্তির সহিত সুখদুঃখ ভোগ করে না। মৃতব্যক্তির পরিবারগণ কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় মৃতদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল রোদন করিয়া আবাসে প্রত্যাগমন করে। জীব ত্বক্, অস্থি, মাংস, শুক্র ও শোণিতনির্ম্মিত দেহকে পরিত্যাগ করিলে উহারাও উহাকে পরিত্যাগ করে। তখন একমাত্র ধর্ম্মই অলক্ষিতভাবে জীবের অনুগমন করে। ধর্ম্মই পরলোকে জীবের একমাত্র সহায় হইয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ হইলে স্বর্গ ও অধর্ম্মাক্রান্ত হইলে নরক ভোগ করিতে হয়। অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে স্থানে ধর্ম্ম থাকেন, সেই স্থানেই কান্তি, লজ্জা, লক্ষ্মী ও বুদ্ধি থাকে, যে স্থানে ধর্ম্ম থাকেন, সেই স্থানেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ থাকেন এবং যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ থাকেন, সেই স্থানেই জয় নিশ্চিত আছে॥ ম-ভা ভীষ্মপর্ব্ব।

দুঃখিতোপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্র কুত্রাশ্রমেরতঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণং॥

সর্ব্বপ্রাণীতে সমদর্শী ব্যক্তি যে কোন আশ্রমে থাকিয়া দুঃখিত হইয়াও ধর্ম্মাচরণ করিবেন, যেহেতু (ব্রহ্মচর্য্যাদি ধারণরূপ) আশ্রম-চিহ্ন ধর্ম্মের কারণ নহে॥ হি-উ।

ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্ম্মিকাণাং পাপ নামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ং॥

শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে (ধনাদির অভাব প্রযুক্ত) অবসন্ন হইলেও কদাপি অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবেন না, যেহেতু দৃষ্ট হইতেছে যে, অধর্ম্মাচরণ দ্বারা ধনোপার্জ্জনকারী পাপীরা অতি শীঘ্রই বিপর্য্যয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়॥ ম-সং ৪।১৭১।

নাধর্ম্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্ত্তমানস্তু কর্ত্তুর্মূলানি কৃন্ততি।

যেমন পালনের আশু ফলপ্রাপ্তির ন্যায় অধর্ম্মাচরণের ফল ইহলোকে সদ্য ফলিত হয় না, কিন্তু ভূমিকাতে প্রোথিত বীজের ন্যায় তাহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া অধর্ম্মকারীর মূলোচ্ছেদ করে॥ ম-সং ৪।১৭২।

যদি নাত্মনি পুত্রেষু নচেৎ পুত্রেষু নপ্তৃষু।
নত্বেব তু কৃতোঽধর্ম্মঃকর্ত্তুর্ভবতি নিষ্ফলঃ॥

অধর্ম্মের ফল যদি অধর্ম্মকর্ত্তাতে না ফলে, তথাপি তাহা তাহার পুত্রে বা পৌত্রে ফলিত হয়; বস্তুতঃ অধর্ম্ম কখনই নিষ্ফল হইয়া যায় না॥ ঐ ১৭৩।

অধর্ম্মেণৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃসপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

মনুষ্য অধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রথমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার পরে প্রচুর ধন সম্পত্ত্যাদি লাভ করে, তদনন্তর শত্রুগনকেও জয় করে, কিন্তু অবশেষে স্বয়ং সমূলে বিনষ্ট হয়॥ ঐ ১৭৪।

দেবতা মুনযো নাগা গন্ধর্ব্বা গুহ্যকা হর।
ধার্ম্মিকংপূজয়ন্তীহ ন ধনাঢ্যং ন কামিনং॥

মহেশ্বর, দেবগণ, মুনিগণ, নাগ, গন্ধর্ব্ব ও গুহ্যকগণ, ইহাঁরা সকলে ধার্ম্মিকেরই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, কখন ধনাঢ্য অথবা কামীর অর্চ্চনা করেন না॥ গ-পু ১।২১৩।১৪।

বিধর্ম্মঃপরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ।
অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবত্ত্যজেৎ।

বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, আভাস, উপমা ও ছল, এই পাঁচটী অধর্ম্মের শাখা,

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি অধর্ম্মের ন্যায় এই অধর্ম্মশাখা সকলকে পরিত্যাগ করিবেন॥ ভা-পু ৭।১৫।১১।

ধর্ম্মবাধো বিধর্ম্মঃ স্যাৎ পরধর্ম্মোহন্যচোদিতঃ।
উপধর্ম্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ॥
যস্ত্বিচ্ছয়াকৃতঃপুংভি রাভাসোহ্যাশ্রমাৎপৃথক্।
স্বভা। বিহিতোধর্ম্মঃকস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে॥

ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে স্বধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মে, তাহার নাম বিধর্ম্ম, অন্যের অনুমত বা স্বীকৃত ধর্ম্মের নাম পরধর্ম্ম, পাষণ্ড বা দম্ভের নাম উপমা বা উপধর্ম্ম; যে ধর্ম্মে শব্দ সকলের প্রসিদ্ধ অর্থ বর্জ্জন করিয়া অন্য প্রকার অর্থ করা হয়, তাহার নাম ছল; আর মনুষ্যেরা ইচ্ছানুসারে যে আশ্রমধর্ম্ম হইতে ভিন্ন প্রকার ধর্ম্মের আচরণ করে, তাহার নাম ধর্ম্মাভাস। যাহার যেরূপ স্বভাব তদনুরূপ ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে; সেই ধর্ম্ম আচরণ করিলে কাহার মনস্তুষ্টি সাধন না হয়?॥

ঐ ১২-১৩।

স্বধর্ম্মাচরণংশুদ্ধং বিধর্ম্মাচ্চ নিবর্ত্তনং।
বেদোক্তাচরণংবিপ্র পরং নির্ব্বাণকারণং॥

অতএব হে দ্বিজ! বিশুদ্ধ স্বধর্ম্মের আচরণ, বিধর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তন এবং বেদবিহিত আচরণ, এই তিনটী মোক্ষের কারণ বলিয়া জানিবেন॥ না-প ২।৭।৪০।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

রাজধর্ম্ম *।

(রাজাসৃষ্টির আবশ্যকতা কথন)

অরাজকে হি লোকেহস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥

এই জগৎ অরাজক হইলে ভয় প্রযুক্ত লোক সকল ব্যাকুলিত হইবে, এই হেতু পরমেশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করণার্থ রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন॥ ম-সং ৭।৩।

নরেশে জীবলোকোঽয়ং নিমীলতি নিমীলতি।
উদেত্যুদীয়মানে চ রবাবিব সরোরুহং॥

যেমন রবির উদয় ও অস্তোদয়ে সরোরুহ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত

---

* এই "রাজধর্ম্ম" নামক অধ্যায়ে যে সকল উপদেশজনক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদায় কি রাজা কি প্রজা উভয়েরই সমানরূপে দ্রষ্টব্য। কারণ, রাজাদিগের ন্যায় প্রজামাত্রেরই পুত্র, কলত্র, মিত্র, ভৃত্য ও

হয়, তদ্রূপ নরপতির আবির্ভাব ও তিরোভাবে জীব-লোকের সৌভাগ্য আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে॥ হি-উ।

পর্য্যণ্যইব ভূতানামাধারঃ পৃথিবীপতিঃ।
বিকলেঽপি হি পর্য্যণ্যে জীব্যতে ন তু ভূপতৌ॥

মেঘ ও রাজা উভয়ই সমস্ত জীবের জীবনাধার হয়; বরং মেঘাভাবে প্রাণীগণ বিকল হইয়াও জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু রাজাভাবে পারে না॥ হি-উ।

নিয়ত বিষয়বর্ত্তী প্রায়শো দণ্ডযোগা-
জ্জগতি পরবশেঽস্মিন্ দুর্ল্লভঃ সাধুবৃত্তঃ।
কৃশমপি বিকলংবা ব্যাধিতং বাধনং বা
পতিমপি কুলনারীদণ্ডভীত্যাভুপৈতি॥

প্রায় দণ্ডানুরোধেই লোক সকল নিয়তস্বস্ব কার্য্যানুবর্ত্তী হইয়া থাকে, কারণ এই পরাধীন জগতে সচ্চরিত্র লোক অতি বিরল। দেখ, পতিকৃশই হউক বা বিকলেন্দ্রিয়ই হউক, অথবা ব্যাধিতই হউক, কিম্বা দুঃখিতই হউক, তাহাতে যে কুলনারী উপগতা হয়, সে কেবল দণ্ডভয়েই হইয়া থাকে (১)॥ ঐ।

রাজানাং প্রথমং বিন্দেত্ততোভার্য্যাংততোধনং।
রাজন্যসতি লোকেঽস্মিন্ কুতোভার্য্যা কুতোধনং॥

প্রথমে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, পশ্চাৎ দার পরিগ্রহ করিবে, তদনন্তর ধনোপার্জ্জন করিবে, কেন না এই জগতে রাজা না থাকিলে ভার্য্যাই বা কোথা, আর ধনই বা কোথা॥ ম-ভা-শান্তিপর্ব্ব।

প্রজাঃসংরক্ষিত নৃপঃ সা বর্দ্ধয়তি পার্থিবং।
বর্দ্ধনাদ্রক্ষণং শ্রেয়স্তদভাবে সদপ্যসৎ॥

রাজাপ্রজাকে রক্ষা করেন এবং প্রজা রাজাকে বর্দ্ধিত করেন, কিন্তু বর্দ্ধন অপেক্ষা রক্ষণ শ্রেয়স্কর হয়, যেহেতু রক্ষা না করিলে বিদ্যমানও অবিদ্যমান হয়॥ হি-উ।

(রাজা শ্রেষ্ঠ দেবতার ন্যায় মাননীয়)

যস্যপ্রসাদে পদ্মাস্তে বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ॥

যাঁহার প্রসাদে অতুল ঐশ্বর্য্য

অর্থাদি সংগ্রহ থাকে এবং তাহাদিগকে স্ব স্ব গুরুমাধ্য আধিপত্য বিস্তারপূর্ব্বক যথোচিত নিয়মে উহাদিগের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিধান করিতে হয়। বিশেষতঃ এই গ্রন্থের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে যে বিষয় অনুক্ত আছে, সেই সেই বিষয় এই অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

(১) রাজার দুর্ব্বিনীত বাহুবলে প্রজা সকল প্রতিপা-লিত হইয়াই অকুতোভয়ে সুখভোগ করিয়া থাকে। পৃথিবীতে রাজা না থাকিলে লোকে চৌর্য্য অধিক হইয়া উঠে, সুতরাং রক্ষকাভাবে তাহারা মেঘরাজির ন্যায় ক্ষণ পরেই নাশ পায়। তখন লোকে পরস্পর পর-স্পরকে হত্যা করে, এক জন অন্যের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করে এবং পরস্পর পরস্পরের পশু, স্ত্রী ও অর্থ অপহরণ করিতে থাকে। দস্যুদিগের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যদিগের সদাচার এবং বেদোক্ত বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম সমুদায়ই বিনষ্ট হয়। তাহারা কুক্কুর ও বানরের ন্যায় কেবল অর্থ ও কামেরই বশবর্ত্তী হইয়া নিরন্তর অসৎ কার্য্য করিতে থাকে, ফলতঃ কেবল বর্ণ-সঙ্করই হইতে থাকে।

লাভ হয়, যাঁহার পরাক্রমে বিজয় লাভ হয় এবং যাঁহার ক্রোধে মৃত্যু হয়, তিনি সর্ব্বতেজোময় হন॥

হি-উ।

বালোপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥

ভূপতি বালক হইলেও তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করিবে না, কারণ তিনি নররূপে শ্রেষ্ঠ দেবতার ন্যায় অবস্থিতি করেন॥ ঐ।

(রাজপদের উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন)

মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষ্যঃ কৃতজ্ঞো বৃদ্ধসেবকঃ।
বিনীতঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্ শুচিঃ॥
অদীর্ঘসূত্রঃ স্মৃতিমানক্ষুদ্রোঽপরুষস্তথা।
ধার্ম্মিকোঽব্যসনশ্চৈব প্রাজ্ঞঃ শূরোরহস্যবিৎ॥
স্বরন্ধ্রগোপ্তান্বীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যাং তথৈব চ।
বিনীতস্ত্বথ বার্ত্তায়াং ত্রয্যাঞ্চৈব নরাধিপঃ॥

মহা উৎসাহশালী, বহুবেদার্থদর্শী, কৃতজ্ঞ, জ্ঞানবৃদ্ধগণের সেবক, বিনীত, সত্ত্বসম্পন্ন (সম্পদাপদে হর্ষবিষাদরহিত),সৎকুলোদ্ভব,সত্যবাদী, শুচি, অদীর্ঘসূত্রী,স্মরণ-শক্তিসম্পন্ন, অক্ষুদ্র (নীচাশয়রহিত), অপরুষ পরদোষাবক্তা) ধার্ম্মিক, অব্যসনী, প্রাজ্ঞ, শূর (নির্ভয়), রহস্যবিৎ (গোপনীয়ার্থগোপনক্ষম), আত্মচ্ছিদ্র গোপনে সুচতুর, ন্যায় ও দণ্ডনীতি বিদ্যায় পারদর্শী, কৃষি ও বাণিজ্যাদি বার্ত্তা শাস্ত্রে সুনিপুণ ও বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এতাদৃশ ব্যক্তিই রাজ্যাভিষিক্ত হওনের উপযুক্ত পাত্র॥

যা-সং ১।৩০৮-৩১০।

(রাজার বাসস্থান নিরূপণ)

রম্যং পশব্যমাজীব্যং জাঙ্গলং দেশমাবসেৎ।
তত্র দুর্গাণি কুর্ব্বীত জনকোষাত্মগুপ্তয়ে॥

রাজা অতি মনোহর, পশুবৃদ্ধিকর, প্রচুর খাদ্য দ্রব্যাদি সুলভ ও বৃক্ষ পর্ব্বতাদিবিশিষ্ট সজল প্রদেশে বাস করিবেন, এবং বাসস্থানের সন্নিকটে আত্মরক্ষা ও ধন জনাদি রক্ষার নিমিত্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন॥ ঐ ৩২০।

ধন্বদুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরং॥

ধন্বদুর্গ (যাহার চতুর্দ্দিকে পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ জনশূন্য মরুভূমি থাকে), মহীদুর্গ (যাহা প্রস্তর বা ইষ্টকাদি দ্বারা নির্ম্মিত), জলদুর্গ (যাহার চতুর্দ্দিক অগাধ জলাশয় দ্বারা পরিবৃত), বার্ক্ষদুর্গ (যাহার চতুর্দ্দিক বৃক্ষ, গুল্ম ও কণ্টকাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত), নৃদুর্গ (যাহার চতুর্দ্দিক হস্তি, অশ্ব, রথাদি যুক্ত বহুসংখ্যক সেনা দ্বারা পরিরক্ষিত) ও গিরিদুর্গ (মনুষ্যাদির দুরারোহণীয় পর্ব্বতের উপরিভাগ যাহা প্রস্রবণাদির

জলযুক্ত বহু শস্যোৎপাদক ক্ষেত্র ও বৃক্ষাদিতে অন্বিত), এই ষড়্বিধ দুর্গের মধ্যে কোন একটী দুর্গকে সমাশ্রয় করিয়া রাজা বাস করিবেন ॥ ম-সং ৭।৭০।

সর্ব্বেণ তু প্রযত্নেন গিরিদুর্গং সমাশ্রয়েৎ।
এষাং হি বহুগুণ্যেন গিরিদুর্গং বিশিষ্যতে ॥

রাজা উক্ত ষড়্বিধ দুর্গের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার যত্ন সহকারে গিরিদুর্গ আশ্রয় করিবেন, যেহেতু অন্যান্য দুর্গ অপেক্ষা গিরিদুর্গই বহুগুণে বিশিষ্ট হয় ॥ ঐ ৭১।

একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ্দুর্গং বিধীয়তে ॥

যেহেতু প্রাকারস্থ এক জন ধনুর্দ্ধর এক শত লোকের সহিত যুদ্ধ করে এবং এক শত ধনুর্দ্ধর দশ সহস্র লোকের সহিত যুদ্ধ করে, এই কারণে দুর্গ অতি প্রশস্ত হয় ॥ ঐ ৭৪।

সুসন্ধানানি চার্থানি শস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
দুর্গে প্রবেশিতব্যানি নিত্যং শত্রুংনিপাতয়েৎ ॥

রাজা আপন দুর্গমধ্যে সুসন্ধানে অর্থ ও অস্ত্র সকল নিবেশিত করিয়া রাখিবেন, তাহা হইলেই তিনি সতত শত্রুনিপাত করিতে পারিবেন ॥ গা-পু ১।১১২।২২।

(রাজা স্বরাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে এক একটী প্রধানস্থল, অর্থাৎ নগর স্থাপন করিবেন)

দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যেগুল্মমধিষ্ঠিতং।
তথাগ্রামশতানাঞ্চ কুর্য্যাদ্রাষ্ট্রস্য সংগ্রহং ॥

রাজা স্বরাজ্য রক্ষার নিমিত্ত দুই, তিন, পাঁচ বা শত গ্রামের মধ্যে এক একটী গুল্ম, অর্থাৎ সেনা সমভিব্যাহারে এক এক জন প্রধান পুরুষাধিষ্ঠিত স্থান নিরূপণ করিবেন, অর্থাৎ স্থানে স্থানে এক একটী নগর স্থাপন করিবেন ॥ ম-সং ৭।১১৪।

নগরে নগরে চৈকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থচিন্তকং।
উচ্চৈঃ স্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহং ॥

নক্ষত্রগণের মধ্যে ভয়ানক ভার্গব গ্রহের ন্যায় এক এক নগরে অতি ঘোরতর আড়ম্বরশালী সর্ব্বার্থচিন্তক একএক জন অধিপতি নিযুক্ত করিবেন ॥ ঐ ১২১।

স তানমু পরিক্রামেৎ সর্ব্বানেব সদা স্বয়ং।
তেষাংবৃত্তং পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্ট্রেষু তচ্চরৈঃ ॥

উক্ত নগরাধিপতিগণ নিজ নিজ অধিকার মধ্যে গ্রামাধিপতিগণের কার্য্য সকল দর্শনার্থ স্বয়ং সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিবেন এবং তাহাদিগের আচরণ সকল চর দ্বারা সম্যক্ রূপে অবগত হইবেন ॥ ঐ ১২২।

(রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ রাজা সর্ব্বাগ্রে উপযুক্ত মন্ত্রীগণকে নিযুক্ত করিবেন)

স্বাম্যমাত্য পুরং কোষো রাষ্ট্রদুর্গবলানি চ।
পরস্পরোপকারীণি চ রাজ্যং সপ্তাঙ্গমুচ্যতে।

স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, ও বল, ইহারা পরস্পর উপকারক সপ্তাঙ্গ রাজ্য হয়।

হি-উ।

অপি যৎ সুকরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুষ্করং।
বিশেষতোঽসহায়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়ং॥

দেখ, যে কর্ম্ম অনায়াসসাধ্য হয়, তাহাও কখন কখন এক জনের দ্বারা সম্পাদ্ত হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে, বিশেষতঃ মহাফলপ্রদ রাজকার্য্য অসহায়ে কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইতে পারে?॥ ম-সং ৭।৫৫।

মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্॥

রাজা এবম্প্রকার সাত আটটী সচিব রাখিবেন, যাহারা বংশানুক্রমে রাজকর্ম্মে সুদক্ষ, সর্ব্বশাস্ত্রবিসারদ, শৌর্য্যশালী, আয়ুধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত, সৎকুলোদ্ভব ও সুপরীক্ষিত হয়েন॥ ঐ ৫৪।

অদ্ভ্যাংসি জল জন্তূনাং দুর্গং দুর্গনিবাসিনাং।
স্বভূমিঃ শ্বাপদাদীনাং রাজ্ঞাং মন্ত্রী পরংবলং॥

জলজন্তুদিগের জল, দুর্গবাসীদিগের দুর্গ, শ্বাপদদিগের স্বস্থান, এবং রাজাদিগের মন্ত্রীই পরম বল॥ হি-উ।

রাজৈবাদৌ বিবেকেন যোজনীয়ঃ সুমন্ত্রিণা।
তেনার্য্যতামুপায়াতি যথা রাজা তথা প্রজাঃ॥

রাজার অগ্রে বিবেকসম্পন্ন সমন্ত্রীর সহিত মিলিত হওয়া উচিত; কারণ, তাহা হইলে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন এবং প্রজাগণও রাজার ন্যায় আর্য্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা উৎপত্তি প্রং৭৮অঃ।

প্রভুত্বং সমদৃষ্টিত্বং রাজ্ঞঃ স্যাদ্রাজবিদ্যয়া।
তামেব যো ন জানাতি নাসৌ মন্ত্রী ন বা নৃপঃ

রাজবিদ্যা, অর্থাৎ অধ্যাত্মবিদ্যার প্রভাবে রাজার প্রভুত্ব ও সমদর্শীত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে; যিনি রাজবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তিনি (মন্ত্রী হইলে) মন্ত্রী এবং (রাজা হইলেও যথার্থ) রাজা হইতে পারেন না॥

ঐ।

পরস্য বীর্য্যং স্ববলঞ্চ বুদ্ধ্বা
স্থানং ক্ষয়ঞ্চৈব তথৈব বৃদ্ধিম্।
তথা স্বপক্ষেঽপ্যনুযুক্ত বুদ্ধ্যা
বদেৎক্ষমং স্বামিহিতং স মন্ত্রী॥

যিনি স্বপক্ষ ও পরপক্ষের বলবীর্য্য ও ক্ষতিলাভ বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার করিয়া প্রভুকে হিতোপদেশ প্রদান করিতে সক্ষম হন, তিনিই যথার্থ মন্ত্রী॥ বা-রা ৬।১৪।২২।

মন্ত্রিণাং ভিন্নসন্ধানে ভিষজাং সন্নিপাতকে ।
কর্ম্মণি প্রেক্ষ্যতে প্রজ্ঞা স্বস্থে কো বা ন পণ্ডিতঃ ॥

মন্ত্রীদিগের ভিন্ন সন্ধানে ও ভিষক দিগের সন্নিপাতে কার্য্যদর্শনে বুদ্ধি জানা যায়; যেহেতু সুস্থাবস্থায় কোন্ ব্যক্তি পণ্ডিত না হয়? ॥ হি-উ ।

ধূর্ত্তঃ স্ত্রী বা শিশুর্যস্য মন্ত্রিণঃ স্যুর্মহীপতেঃ ।
অনীতিপবনাক্ষিপ্তঃ কার্য্যাব্ধৌ স নিমজ্জতি ॥

ধূর্ত্তলোক, স্ত্রীলোক, অথবা বালক যে মহীপতির মন্ত্রী হয়, তিনি অনীতিরূপ বায়ুতে নিক্ষিপ্ত হইয়া কার্য্যরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হন ॥ ঐ ।

নির্ব্বর্ত্তেতাস্য যাবদ্ভিরিতি কর্ত্তব্যতা নৃভিঃ ।
তাবতোঽতন্দ্রিতান্ দক্ষান্ প্রকুর্ব্বীতবিচক্ষণান্ ॥

রাজা আপনার রাজ্য সম্বন্ধীয় কর্ম্ম সকল সম্পাদনার্থ যত সংখ্যক কর্ম্মচারীর আবশ্যক হয়, তত সংখ্যক অনলস, দক্ষ ও বিচক্ষণ লোককে নিযুক্ত করিবেন ॥ ম-সং ৭।৬১ ।

(রাজা গুণবান্ ব্যক্তিদিগকেই কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন)

গুণবন্তং নিযুঞ্জীত গুণহীনং বিবর্জ্জয়েৎ ।
পণ্ডিতস্য গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাশ্চ কেবলাঃ ॥

রাজা গুণবান্ ব্যক্তিকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন এবং গুণহীন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবেন, যেহেতু পণ্ডিতে সকল প্রকার গুণ এবং মূর্খেতে সকল প্রকার দোষ দেখা যায় ॥ গ-পু ১।১১৩।২ ।

প্রাজ্ঞে নিযোজ্যমানে তু সন্তি রাজ্ঞস্ত্রয়োগুণাঃ ।
যশঃ স্বর্গনিবাসশ্চ বিপুলশ্চ ধনাগমঃ ॥

বিজ্ঞ লোককে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলে, রাজার যশ, স্বর্গ ও বিপুল ধন এই তিনটী লাভ হয় ॥ চাণক্য ।

মূর্খে নিযোজ্যমানে তু ত্রয়ো দোষা মহীপতেঃ ।
অযশশ্চার্থনাশশ্চ নরকে গমনং তথা ॥

মূর্খ লোক রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইলে রাজার অযশ, অর্থনাশ ও নরকপাত, এই তিনটী লাভ হয় ॥ ঐ ।

বহুভির্মূর্খসংঘাতৈরন্যোন্য পশুবৃত্তিভিঃ ।
প্রচ্ছাদ্যন্তে গুণাঃসর্ব্বে মেঘৈরিব দিবাকরঃ ॥

বহু সংখ্যক মূর্খ লোক একত্রিত হইয়া পশুর ন্যায় ব্যবহার করে, এবং তাহারা মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্য-কিরণের ন্যায় রাজার সকল গুণ ঢাকিয়া রাখে ॥ ঐ ।

(যে ব্যক্তি যেরূপ গুণবিশিষ্ট, তাহাকে তদনুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন)

ভৃত্যা বহুবিধা জ্ঞেয়া উত্তমাধমমধ্যমাঃ ।
নিয়োক্তব্যা যথার্থেষু ত্রিবিধেষেব কর্ম্মসু ॥

উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে নানা প্রকার ভৃত্য আছে, তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্যের

উপযুক্ত, তাহাকে সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ॥ গ-পু ১।১১২।২।

যো যত্র কুশলঃ কার্য্যে তন্তত্র বিনিযোজয়েৎ।
কর্ম্মস্বদৃষ্টকর্ম্মা যঃ শাস্ত্রজ্ঞোঽপি বিমুহ্যতি ॥

যে ব্যক্তি যে কার্য্যে দক্ষ হয়, তাহাকে সেই কার্য্যে নিয়োগ করিবেন, কেন না অদৃষ্টকর্ম্মা লোক শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও কার্য্যকালে মুগ্ধ হইয়া থাকে ॥ হি-উ।

মন্ত্রয়েৎ সহবিদ্বদ্ভিঃশক্তৈঃ কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
স্নিগ্ধৈশ্চ নীতিবিন্যাসান্ মূর্খান্ সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ ॥

বিদ্বানের সহিত মন্ত্রণা, সমর্থ ব্যক্তি দ্বারা কর্ম্মসাধন এবং হিতেচ্ছু ব্যক্তির সহিত নীতিবিন্যাস আলোচনা করিবেন। কিন্তু মূর্খগণকে সকল বিষয়েই পরিত্যাগ করিবেন ॥ ম-ভা বনপর্ব্ব ১৫০।৪৫।

ধার্ম্মিকান্ ধর্ম্মকার্য্যেষু অর্থকার্য্যেষু পণ্ডিতান্।
স্ত্রীষু ক্লীবান্ নিযুঞ্জীত ক্রূরান্ ক্রূরেষু কর্ম্মসু।

ধর্ম্মকার্য্যে ধার্ম্মিক, অর্থকার্য্যে পণ্ডিত, স্ত্রীলোকের রক্ষাকার্য্যে ক্লীব এবং ক্রূরকর্ম্মে ক্রূরগণকে নিয়োগ করিবেন ॥ ঐ ৪৬।

স্থান এব নিযোজ্যন্তে ভৃত্যাশ্চাভরণানি চ।
নহি চূড়ামণিঃ পাদে নূপুরং শিরসাকৃতং ॥

ভৃত্য ও আভরণ যথোপযুক্ত স্থানে নিয়োজিত হওয়াই কর্ত্তব্য, কেন-না পাদদেশে চূড়ামণি ও শিরোপরি নূপুর পরিধেয় হয় না ॥ হি-উ।

কনকভূষণ সংগ্রহণোচিতো যদি মণি-
স্ত্রপুণি প্রণিধীয়তে।
ন স বিরৌতি ন চাপি শোভতে ভবতি
যোজয়ীতুর্বচনীয়তা ॥

কনক ভূষণে খচিত হইবার উপযুক্ত মণি যদি সীসাতে যোজিত হয়, তাহা হইলে সে মণি রোদন করে না, কিন্তু তাহার শোভা না হওয়াতে যোজন কর্ত্তারই নিন্দা হয় ॥ ঐ।

মণির্লুঠতি পাদেন কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে।
যথৈবাস্তু তথৈবাস্তু কাচঃ কাচো মণির্মণি ॥

যদি পদতলে মণি লুণ্ঠিত হয় ও মস্তকে কাচ ধৃত হয়, তথাপি যে যেখানেই থাকুক, যে কাচ সে কাচই থাকে এবং যে মণি সে মণিই থাকে ॥ ঐ।

অবংশপতিতো রাজা মূর্খস্য পুত্রপণ্ডিতঃ।
অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ ॥

নীচ বংশোদ্ভব লোক যদি রাজা হয়, মূর্খের পুত্র যদি পণ্ডিত হয়, এবং নির্ধন ব্যক্তি যদি ধন প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা জগৎকে তৃণবৎ জ্ঞান করে ॥ চাণক্য।

নীচঃ শ্লাঘ্যপদংপ্রাপ্য স্বামিনং হন্তুমিচ্ছতি।
মূষিকো ব্যাঘ্রতাংপ্রাপ্য মুনিং হন্তুং গতো যথা॥

নীচ লোক প্রশংসনীয় (উচ্চ) পদ প্রাপ্ত হইলে, স্বামীকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করে, যেমন এক মূষিক এক মুনি কর্তৃক ব্যাঘ্রত্ব লাভ করিয়া পরিশেষে সেই মুনিকেই হত্যা করিতে গিয়াছিল (১)॥ হি-উ।

ভৃত্যে পরীক্ষণং বক্ষ্যে যস্য যস্য হি যে গুণাঃ।
তমিমং সংপ্রবক্ষ্যামি যদ্‌যদা কথিতানি চ॥

অতএব বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ভৃত্য নিযুক্ত করিবেন। যে যে ভৃত্যের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে, তাহা এইক্ষণ বলিব॥ গ-পু ১।১১২।৩।

---

(১) মহর্ষি গৌতমের তপোবনে মহাতপ নামা একজন তপোনিষ্ঠ মহাতেজস্বী মুনি বাস করিতেন। একদা একটী কাক কোন স্থানান্তর হইতে এক মূষিক-শিশুকে চঞ্চুদ্বারা ধৃত করিয়া সেই মুনির আশ্রমাভিমুখে উড়িয়া গিয়া তাহাকে তাঁহার কুটিরের সম্মুখে নিঃক্ষেপ করিল। পরম কারুণিক মুনিবর ঐ মূষিক শিশুকে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাকে আপনার আবাসের মধ্যে স্থান দান করিয়া তাহার ভক্ষণার্থ প্রত্যহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তণ্ডুল কণা প্রদান করিতেন। এইরূপে মূষিক সেই মুনির আশ্রমে থাকিয়া দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে একটী বিড়াল তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ মূষিককে দেখিয়া তাহাকে আহার করিবার নিমিত্ত তাহার পশ্চাৎপশ্চাৎ ধাবমান হইল। ইন্দুর বিড়ালকে দর্শন করিবামাত্র অতিশয় ভয়ার্ত্ত হইয়া দ্রুত বেগেদৌড়িয়া গিয়া একেবারে মুনির ক্রোড়দেশে লুকাইত হইল। তদ্দর্শনে মুনিবর কহিলেন "মূষিক! ত্বং মার্জ্জারোভব," অর্থাৎ তুমি মার্জ্জার হও। ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ঋষির এই অমোঘ বাক্যে মূষিক তৎক্ষণাৎ বিড়ালরূপ ধারণ করিয়া নির্ভয়ে ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে দৈবাৎ তথায় একটা কুক্কুর আসিয়া ঐ বিড়ালরূপী মূষিককে তাড়না করাতে, তাহার ভয়ে বিড়ালকে পলায়নপর দেখিয়া মুনি বলিলেন "হে বিড়াল! তুমি কুক্কুর কর্ত্তৃক ভীত হইয়াছ, অতএব তুমিও কুক্কুর হও"। এই কথা বলিবা মাত্র বিড়াল কুক্কুররূপ প্রাপ্ত হইয়া সেখানে নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল। পরে এক দিবস এক ব্যাঘ্র আসিয়া ঐ কুক্কুরকে আক্রমণ করিল, তাহাতে কুক্কুর ত্রাশযুক্ত হইয়া মুনির শরণাপন্ন হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকেও ব্যাঘ্র করিলেন। এই প্রকারে সেই মূষিক ক্রমে ক্রমে ব্যাঘ্রত্ব লাভ করিয়া মুনির আশ্রমে কিছুকাল নিরুদ্বেগে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল। তদনন্তর ঐ আশ্রমের নিকট দিয়া যে সকল লোক সর্ব্বদা গমনাগমন করিত, তাহারা ঐ মুনি ও ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়া যাইত যে, "দেখ দেখ, ঐ ব্যাঘ্র পূর্ব্বে মূষিক ছিল, এক্ষণে ঐ মুনি কর্ত্তৃক ব্যাঘ্রত্ব লাভ করিয়াছে"। এক দিন ঐ কথা ব্যাঘ্রের কর্ণগোচর হওয়াতে, সে অতিশয় ক্ষোভযুক্ত হইয়া অধোবদনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল "আমি পূর্ব্বে মূষিক ছিলাম, এক্ষণে ব্যাঘ্র হইয়াছি, ইহা অত্যন্ত ঘৃণার কথা, এত অপযশ আমার প্রাণে কোন ক্রমেই সহ্য হইতে পারে না। কিন্তু এই মুনি যত কাল জীবিত থাকিবে ততকালই আমার এই পূর্ব্ব কলঙ্ক কোনমতে ঘুচিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব শীঘ্র শীঘ্র এই মুনির প্রাণ বধ করাই নিতান্ত শ্রেয়স্কর বিবেচনা হইতেছে"। ব্যাঘ্র মনে মনে এই যুক্তি স্থির করিয়া একদিন হঠাৎ মুনির নিকট আগমনপূর্ব্বক ঘোরতর গর্জ্জন করতঃ তাঁহার প্রাণ সংহারের উপক্রম করিল। মুনি তাহার এই দারুণ দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "অরে দুর্ব্বিত্ত! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে ত্বং পুনর্মূষিকোভব"। মুনিবর এই কথা বলিবামাত্র সেই ব্যাঘ্র পুনরায় তাহার স্বাভাবিক মূষিক রূপ প্রাপ্ত হইল। অতএব নীচ লোককে শ্লাঘ্য পদপ্রদান করিলে অবশ্যই বিপদগ্রস্ত হইতে হয়॥

কুলশীলগুণোপেতঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
রূপবান্ সুপ্রসন্নশ্চ রাজাধ্যক্ষো বিধীয়তে॥

যে ব্যক্তি সৎকুলজাত, সৎস্বভাবান্বিত গুণবান্, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ, রূপবান্ ও প্রসন্নাত্মা, তাঁহাকে রাজা অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিবেন॥ গ-পু ১।১১২।৫।

মূল্যরূপপরীক্ষাকৃদ্ভবেদ্রত্ন পরীক্ষকঃ।
বলাবলপরিজ্ঞাতা সেনাধ্যক্ষো বিধীয়তে॥

যিনি সকল দ্রব্যের মূল্য পরীক্ষা করিতে সমর্থ, তিনিই রত্নপরীক্ষক হইতে পারেন এবং যিনি সকল লোকের বলাবল পরীক্ষায় পারদর্শী, তিনিই সেনাধ্যক্ষ পদের উপযুক্ত॥ ঐ ৬।

ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
অপ্রমাদী প্রমাথী চ প্রতীহারঃ স উচ্যতে॥

যে ব্যক্তি ইঙ্গিতজ্ঞ, বলবান্, সুন্দরাঙ্গ, সাবধান ও প্রমাথী, অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ,তাহাকে দ্বারবানের উপযুক্ত বলা যায়॥ ঐ ৭।

মেধাবী বাক্‌পটুঃপ্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকীহ্যেষ সাধুঃ স লেখকঃ॥

যিনি মেধাবী, বাক্যরচনাচতুর, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্ব শাস্ত্রে অধিকারী, সেই সাধু ব্যক্তি লেখকতা কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র॥ ঐ ৮।

বুদ্ধিমান্ মতিমাংশ্চৈব পরচিত্তোপলক্ষকঃ।
ক্রূরো যথোক্তবাদী চ এষ দূতো বিধীয়তে॥

যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ, পরচিত্তপরিজ্ঞাতা, ক্রূর ও উচিতবক্তা, তিনি দৌত্যকর্ম্মের উচিত পাত্র॥ গ-পু ১।১১২।৯।

সমস্ত কৃতশাস্ত্রজ্ঞঃপণ্ডিতোঽথ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শৌর্য্যবীর্য্যগুণোপেতো ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিধীয়তে॥

যিনি সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত আছেন, যিনি পণ্ডিত, জিতেন্দ্রিয় ও শৌর্য্য বীর্য্যাদি গুণসম্পন্ন, তাঁহাকে ধর্ম্মাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিবেন॥ ঐ ১০।

পিতৃপৈতামহোদক্ষঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সত্যবাচকঃ।
শুচিশ্চ কঠিনশ্চৈব সূপকারঃ স উচ্যতে॥

যিনি পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষদিগের ইতিবৃত্ত অবগত আছেন, অথচ শাস্ত্রজ্ঞ, সত্যবাদী, শুচি ও কঠিনহৃদয়, সেই ব্যক্তি পাচকতা কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র॥ ঐ ১১।

আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসঃ সর্ব্বেষাং প্রিয়দর্শনঃ।
আয়ুঃশীলগুণোপেতো বৈদ্য এব বিধীয়তে॥

যিনি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সকলের সমক্ষে প্রিয়দর্শন এবং আয়ুঃ ও স্বভাব পরিজ্ঞাত আছেন, তিনিই বৈদ্যকার্য্যের যোগ্য পাত্র॥ ঐ ১২।

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো জপহোমপরায়ণঃ।
আশীর্ব্বাদপরো নিত্যমেব রাজপুরোহিতঃ॥

যিনি বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, জপহোমপরায়ণ এবং আশীর্ব্বাদ-তৎপর, অর্থাৎ সর্ব্বদা রাজার শুভাকাঙ্ক্ষী, তিনিই রাজপুরোহিতত্ব পদের যোগ্য পাত্র॥

গ-পু ১।১১২।১৩।

(রাজা ভৃত্যগণের স্বভাব পরীক্ষা করিয়া তাহা-দিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন)

যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে
নির্ঘর্ষণচ্ছেদনতাপতাড়নৈঃ।
তথা চতুর্ভির্ভৃতকং পরীক্ষয়েৎ
ব্রতেন শীলেন কুলেন কর্ম্মণা॥

যেমন ঘর্ষণ, ছেদন, তাপন ও তাড়ন দ্বারা সুবর্ণের পরীক্ষা করা হয়, সেইরূপ ব্যবহার, স্বভাব, কুল ও কর্ম্মদ্বারা ভৃত্যের পরীক্ষা করিবেন॥ গ-পু ১।১১২।১৪।

আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন চ।
নেত্রবক্ত্রবিকারাভ্যাং লক্ষ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ॥

আকার, ইঙ্গিত, গমন, চেষ্টা, বাক্য ও মুখনেত্রাদির ভঙ্গী, এই সকলের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনুষ্যের মনোগত ভাব জানা যাইতে পারে॥

গ-পু ১।১০৯।৫৩।

অনুক্তমপ্যূহতি পণ্ডিতোজনঃ
পরাঙ্গিতজ্ঞানফলাহি বুদ্ধয়ঃ।
উদীরিতার্থঃ পশুনাপি গৃহ্যতে
হয়াশ্চ নাগাশ্চ বহন্তি দেশিতং॥

মনোগত ভাব বাক্য দ্বারা প্রকাশ না করিলেও পণ্ডিতগণ আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা তাহা বুঝিতে পারেন, যেহেতু পরের ইঙ্গিত পরিজ্ঞানই বুদ্ধির কার্য্য এবং বুদ্ধিদ্বারা অনুক্ত বিষয়ও জানা যায়। যাহা সর্ব্বত্র প্রকাশিত আছে, পশুগণও তাহা বুঝিয়া থাকে। হস্তী ও ঘোটকাদি পশুরাও প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া কার্য্য করে॥

গ-পু ১।১০৯।৫৪।

কেচিন্মৃগমুখা ব্যাঘ্রাঃ কেচিদ্ব্যাঘ্রমুখা মৃগাঃ।
তৎস্বরূপবিপর্য্যাসে বিশ্বাসস্ত পদে পদে॥

কখন হরিণাকার ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রা-কার হরিণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাদি-গের মধ্যে কে কোন্ পদার্থ, তাহা ইহাদিগের স্বভাব পরিজ্ঞানেই নির্ণয় করা যায়, অর্থাৎ কেবল আকার দ্বারা কোন বিষয় নিরূপণ করা যায় না (১)॥ গ-পু ১।১১৪।৬২

আচারঃ কুলমাখ্যাতি দেশমাখ্যাতি ভাষিতং।
সম্ভ্রমঃ স্নেহমাখ্যাতি বপুরাখ্যাতি ভোজনং॥

আচার কুলপ্রকাশ করে, অর্থাৎ লোকের আচার ব্যবহার দেখিলেই

(১) এই জগতে অনেকানেক অসভ্য লোক সভ্যের ন্যায় এবং অনেকানেক সভ্য লোক অসভ্যের ন্যায় নিরীক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহাদের স্বভাবের সবিশেষ পরীক্ষা করিবেন। নক্ষত্র-মণ্ডলকে কটাহের ন্যায় এবং খদ্যোতকে হুতাশনের

সেই ব্যক্তি সৎ কি অসৎ বংশোদ্ভব, তাহা জানা যায়; ভাষা দেশ ব্যক্ত করে, অর্থাৎ ভাষা শুনিলেই সেই ব্যক্তির কোন্ দেশে জন্ম, তাহা বুঝিতে পারা যায়; সম্ভ্রম স্নেহ প্রকাশ করে, অর্থাৎ সম্ভ্রম দেখিলেই স্নেহ প্রকাশ পায়, এবং শরীর ভোজন বিজ্ঞাপন করে, অর্থাৎ শরীর দর্শন করিলেই সেই ব্যক্তি কিরূপ ভোজন করে, তাহা বোধগম্য হয়॥

গ-পু ১।১১৫।৭৫।

সর্ব্বস্য হি পরীক্ষন্তে স্বভাবো নেতরেগুণাঃ।
অতিতা হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে॥

লোকের অন্যান্য গুণের পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে স্বভাবের পরীক্ষা করা উচিত, যেহেতু একমাত্র স্বভাবই সমুদায় গুণকে অতিক্রম করিয়া মস্তকে অবস্থিতি করে॥ হি-উ।

যঃ স্বভাবো হি যস্যাস্তি স নিত্যং দূরতিক্রমঃ।
শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা তৎকিং নাশ্নাত্যুপানহং॥

যাহার যে স্বভাব তাহা চিরকালই অপরিহার্য্য, কারণ কুক্কুরকে যদি রাজা করা যায়, তাহা হইলে সে কি চর্ম্মপাদুকা আহার করে না?॥

হি-উ।

দুর্জ্জনো নার্জ্জবং যাতি সেব্যমানোঽপি নিত্যশঃ।
স্বেদনাভ্যঞ্জনোপায়ৈঃ শ্বপুচ্ছমিব নামিতং॥

প্রত্যহ সেব্যমান হইলেও দুর্জ্জন লোক সরল হয় না, যেমন অঞ্জন দ্বারা স্বেদিত হইলেও কুক্কুরপুচ্ছ নমিত হয় না॥ ঐ।

স্বেদিতো মর্দ্দিতশ্চৈব রজ্জুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
মুক্তো দ্বাদশভির্বর্ষৈঃ শ্বপুচ্ছং প্রকৃতিং গতঃ॥

কুক্কুরপুচ্ছ স্বেদিত, মর্দ্দিত ও রজ্জুদ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া দ্বাদশ বৎসরের পরে মুক্ত করিলেও তাহা পুনর্ব্বার তাহার প্রকৃত অবস্থাই প্রাপ্ত হয়॥ ঐ।

কাকস্য চঞ্চু যদি স্বর্ণযুক্তা
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ॥

দেখ, যদি কাকের চঞ্চু স্বর্ণযুক্ত হয়, চরণদ্বয় মাণিক্যে মণ্ডিত হয় এবং এক এক পক্ষ গজমুক্তা দ্বারা খচিত হয়, তথাপি কাক কখন রাজহংস হয় না॥ ক-বা।

ভিনত্তি সিংহ করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥

ন্যায় দীপ্তিশীল দেখা যায়; কিন্তু বস্তুত আকাশে কটাহ ও খদ্যোতে হুতাশন নাই। অতএব প্রত্যক্ষ বস্তুরও সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা করিয়া সে বস্তুর যথার্থ্য অবগত হওয়া যায়, তন্নিমিত্ত আর অনুতাপ করিতে হয় না॥

আরও দেখ, সিংহ যদিও করিকুম্ভ ভেদ করিতে ক্ষমতাবান্ হয়, পবনের অপেক্ষা বেগবান্ হয় এবং গিরিরাজ শৃঙ্গোপরি বাস করে, তথাপি সেই সিংহ পশু ভিন্ন অন্য নহে ॥

ক-বা।

(রাজাদিগের নিত্যকর্ম্ম নিরূপণ)

কৃতরক্ষঃ সমুত্থায় পশ্যেদায়ব্যয়ৌ স্বয়ং।
ব্যবহারাং স্ততোদৃষ্ট্বা স্নাত্বা ভুঞ্জীত কামতঃ ॥

রাজা প্রত্যহ পুর ও আত্মা রক্ষার বিধান করিয়া প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বয়ং আয় ব্যয়ের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। অতঃপর ব্যবহার, অর্থাৎ অর্থী প্রত্যর্থীর বিবাদ শ্রবণ ও নিষ্পত্তির বিষয় পরিদর্শন করতঃ মধ্যাহ্নে স্নানাদি করিয়া ইচ্ছানুসারে ভোজন করিবেন ॥

যা-সং ১।৩২৬।

হিরণ্যং ব্যাপৃতানীতং ভাণ্ডাগারেষু নিক্ষিপেৎ।
পশ্যেচ্চারাং স্ততোদূতান্ প্রেষয়েন্মন্ত্রিসংযুতঃ ॥

অনন্তর করাদি আহরণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ হিরণ্যাদি আনয়ন করিলে, তাহা স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া ভাণ্ডাগারে নিক্ষেপ করিবেন। চর ও দূতগণ (১) সমাগত হইলে, তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিবেন এবং তাহাদিগের কথিত সংবাদ সকল মন্ত্রীর সহিত একত্রে শ্রবণ করতঃ তাহাদিগকে পুনর্ব্বার প্রেরণ করিবেন ॥

যা-সং ১।৩২৭।

ততঃ স্বৈরবিহারী স্যান্মন্ত্রিভির্ব্বা সমাগতঃ।
বলানাং দর্শনং কৃত্বা সেনান্যা সহ চিন্তয়েৎ ॥

তদনন্তর অপরাহ্নে একাকী অন্তঃপুরে গমন, অথবা মন্ত্রীগণের সহিত উদ্যানাদিতে কিংবা যথোপযুক্ত প্রদেশে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিবেন। তৎপরে হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া সেনাপতিগণের সহিত সেনাদিগের দেশ কালোচিত রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য বিষয় চিন্তা করিবেন ॥ ঐ ৩২৮।

সন্ধ্যামুপাস্য শৃণুয়াচ্চারাণাং গূঢ়ভাষিতং।
গীতনৃত্যৈশ্চ ভুঞ্জীত পঠেৎ স্বাধ্যায়মেব চ ॥

সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, সন্ধ্যা উপাসনা করণান্তর চার পুরুষদিগের নিকট গূঢ় বৃত্তান্ত সকল অবগত হইবেন। পরে নৃত্য গীতাদি দর্শন ও শ্রবণে ক্ষণকাল যাপন করিয়া ভোজন করিবেন এবং অবিস্মরণার্থ যথাশক্তি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অধ্যয়নও করিবেন ॥ ঐ ৩২৯।

---

(১) পর রাজ্যের গূঢ় বৃত্তান্ত অবগত হওনার্থ যাহাদিগকে ছদ্মবেশে গোপনভাবে প্রেরণ করা যায়, তাহাদিগকে চর বলে; আর যাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে প্রেরণ করা যায়, তাহাদিগকে দূত বলে ॥

সংবিশেত্তূর্য্যঘোষেণ প্রতিবুধ্যেত্তথৈব চ।
শাস্ত্রাণি চিন্তয়েদ্‌বুদ্ধা সর্ব্বকর্ত্তব্যতাস্তথা॥

তূর্য্যাদি বিবিধ বাদ্য নিনাদ শ্রবণ করিতে করিতে নিদ্রিত হইবেন ও সেই প্রকারে জাগরিত হইবেন এবং জাগ্রত হইয়া শাস্ত্র ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের চিন্তা করিবেন॥

যা-সং ১।৩৩০।

(রাজা মন্ত্রীগণের পরামর্শক্রমেই সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন)

ন্যায়ং যুদ্ধং তথা সন্ধিং কর্ম্মাণ্যন্যানি যানি চ।
মন্ত্রিভিঃ সহ কুর্ব্বীত বিচার্য্য সর্ব্বথা নৃপঃ॥

রাজা মন্ত্রীবর্গের সহিত উত্তম বিবেচনা করিয়া বিচারকার্য্য,যুদ্ধকার্য্য, সন্ধিকার্য্য এবং অন্যান্য সমুদায় রাজকার্য্য সম্পাদন করিবেন॥

ম-নি-ত ৮।১১৮।

দুর্গাধ্যক্ষো বলাধ্যক্ষো ধনাধ্যক্ষশ্চ ভূপতিঃ।
দূতঃ পুরোধা দৈবজ্ঞো ভিষজো মন্ত্রিণোমতাঃ॥

দুর্গাধ্যক্ষ, বলাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ, ভূপতি, দূত, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ ও ভিষক,এই কএক ব্যক্তি মন্ত্রণাকারী হয়॥ হি-উ।

তৈঃসার্দ্ধংচিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যংসন্ধিবিগ্রহং।
স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লব্ধপ্রশমনানি চ॥

রাজা সচিবগণের সহিত সর্ব্বদা সন্ধি বিগ্রহাদি সাধারণ বিষয়; নগর, দেশ, কোষ, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি বিষয় ; ধান্য হিরণ্যাদি উৎপত্তি বিষয়, আত্ম ও রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয় এবং লব্ধ ধনাদি দাতব্য বিষয়ের চিন্তা করিবেন॥

ম-সং ৭।৫৬।

তেষাংস্বং স্বমভিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক্ পৃথক্।
সমস্তানাঞ্চ কার্য্যেষু বিদধ্যাদ্ধিতমাত্মনঃ॥

রাজা সচিবগণের মধ্যে প্রত্যেকের অভিপ্রায় পৃথক্ পৃথক্ রূপে, অথবা একেবারে সকলের অভিপ্রায় অবগত হইয়া আপনার বিবেচনায় যাহা হিতজনক বোধ করিবেন, তাহাই আচরণ করিবেন॥ ঐ ৫৭।

ন্যায়েন রাজকার্য্যাণি যঃ করোতি দশানন।
ন স সন্তপ্যতে পশ্চান্নিশ্চিতার্থমতির্নৃপঃ॥

যে রাজা মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ন্যায়সঙ্গত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অনুতাপ তাঁহাকে কদাচই স্পর্শ করিতে পারে না॥

বা-রা ৬।১২।৩০।

অনুপায়েন কর্ম্মাণি বিপরীতানি যানি চ।
ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংষ্যপ্রযতেষ্বিব॥

পরামর্শ ব্যতীত যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, উহা আভিচারিক যাগে আহুত ঘৃতের ন্যায় পরিণামে নিতান্ত দোষাবহ হইয়া উঠে॥

ঐ ৩১।

যঃ পশ্চাৎ পূর্ব্বকার্য্যাণি কর্ম্মাণ্যভি চিকীর্ষতি।
পূর্ব্বাপরকার্য্যাণি স ন বেদ নয়ানয়ৌ॥

যে মহীপাল পৌর্ব্বাপৌর্য্য বুঝেন না; অর্থাৎ যিনি পূর্ব্ব কর্ত্তব্য কার্য্য পরে করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বে পশ্চাৎ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার নয়ানয় কিছুই বোধ নাই॥

বা-রা ৬ ১২।৩২।

চপলস্য তু কৃত্যেষু প্রসমীক্ষ্যাধিকং বলম্।
ছিদ্রমন্যে প্রপদ্যন্তে ক্রৌঞ্চস্য খমিব দ্বিজাঃ॥

ফলতঃ যেমন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত অলঙ্ঘ্য হইলেও হংসেরা আকাশ মার্গ আশ্রয় করিয়া উহা উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে, সেইরূপ ক্ষিপ্রকারী চপল লোকের সমধিক বল থাকিলেও শত্রুগণ ছিদ্রানুসারে অনায়াসে তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে॥

ঐ ৩৩।

(মন্ত্রণা সর্ব্বদা গোপনে রাখা কর্ত্তব্য)

ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রশ্চতুঃ কর্ণশ্চ ধার্য্যতে।
দ্বিকর্ণস্য তু মন্ত্রস্য ব্রহ্মাপ্যেকো ন বুধ্যতে॥

কোন গুপ্ত মন্ত্রণা ষট্‌কর্ণগত হইলে তাহা প্রকাশিত হয়, চারিকর্ণগত মন্ত্রণা স্থির থাকে এবং দ্বিকর্ণগত মন্ত্রণা ব্রহ্মাও জানিতে পারেন না॥ গ-পু ১।১১৪।৫৫।

মন্ত্রবীজমিদং গুপ্তং রক্ষণীয়ং যথা তথা।
মনাগপি ন ভিদ্যেত তদ্ভিন্নং ন প্ররোহতি॥

মন্ত্ররূপ বীজকে সর্ব্বদা এমন গোপন ভাবে রক্ষা করিবেন যে তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও যেন ভেদ না হয়, যেহেতু বীজ ভেদিত হইলে অঙ্কুরিত হয় না॥ হি-উ।

ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রস্তথা প্রাপ্তশ্চ বার্ত্তয়া।
ইতি মন্ত্র দ্বিতীয়েন মন্ত্রঃ কার্য্যো মহীভুজা॥

মন্ত্র ষট্‌কর্ণ গোচর হইলে ও বার্ত্তা প্রাপ্ত হইলে ভেদ হয়, এই কারণে মহীপাল কেবল দ্বিতীয় মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিবেন॥ ঐ।

মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।
অন্যলক্ষিতকার্য্যস্য যতঃ সিদ্ধির্ন জায়তে॥

কর্ত্তব্য কর্ম্মের চিন্তা মনেতেই করিবেন, বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিবেন না, যেহেতু সেই কার্য্য অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে সিদ্ধ হয় না॥

চাণক্য।

(রাজা নিয়মানুসারে করাদি গ্রহণপূর্ব্বক ধন সঞ্চয় ও ব্যয় করিবেন।)

সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিং।
স্যাচ্চাম্নায়পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু॥

রাজা প্রজাগণের নিকট হইতে রাজ্যের সাম্বৎসরিক কর গ্রহণ করিবেন এবং তাহা শাস্ত্রানুসারে

গ্রহণ করিবেন এবং প্রজাগণের সহিত পিতৃবৎ ব্যবহার করিবেন ॥

ম-সং ৭।৮০।

ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ং।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজো দাপয়েৎ করান্॥

বাণিজ্য দ্রব্য কত মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে ও কত মূল্যে বিক্রেয় হইবে ও তাহা কত দূর হইতে আনয়নার্থ পাথেয় কত ব্যয় হয় ও রক্ষণাবেক্ষণার্থ কত ব্যয় হয়, এই সমস্ত ব্যয়ের অতিরিক্ত যে নিশ্চয় লভ্য থাকিবে, তদনুসারে বণিক্‌গণের নিকট হইতে রাজা কর গ্রহণ করিবেন ॥

ঐ ১২৭।

যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্য্যোকোবৎসষট্‌পদাঃ।
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ॥

যেমন অল্পে অল্পে দন্তহীন জলৌকা রুধির পান করে, বৎস দুগ্ধপান করে ও ষট্‌পদ মধুপান করে, সেইরূপে রাজা অল্পে অল্পে স্বীয় রাজ্যের কর গ্রহণ করিবেন ॥

ঐ ১২৯।

বল্মীকং মধুজালঞ্চ শুক্লপক্ষে তু চন্দ্রমাঃ।
রাজদ্রব্যঞ্চ ভৈক্ষঞ্চ স্তোকস্তোকেন বর্দ্ধতে॥

যেমন বল্মীক, মধুচক্র ও শুক্লপক্ষের শশী প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ রাজ্য ও ভোজ্য ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত করিলেই রাজকোষ পরিপূর্ণ হয় ॥

গ-পু ১।১১৩।৮

ব্রহ্মস্বে মা মতিং কুর্য্যাৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
অগ্নিদগ্ধাঃ প্ররোহন্তি ব্রহ্মদগ্ধো ন রোহতি॥

প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও কদাপি ব্রহ্মস্বে (ব্রাহ্মণের ধনে) স্পৃহা করিবেন না, কারণ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলেও পুনরায় অঙ্কুরিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মকোপানলে দগ্ধ হইলে পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হয় না ॥

বৃ-সং ২৮।

ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে।
বিষমেকাকিনং হন্তি ব্রহ্মস্বং পুত্রপৌত্রকং॥

বিষকে বিষ বলা যায় না, কিন্তু ব্রহ্মস্বকেই বিষ বলা যায়, যেহেতু বিষ কেবল এক ব্যক্তিকেই নষ্ট করে, কিন্তু ব্রহ্মস্ব রূপ বিষ পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে বিনাশ করে ॥

ঐ ২৯।

ব্রহ্মস্বং ত্বননুজ্ঞাতং ভুক্তং হন্তি ত্রিপুরুষং।
প্রসহ্যতু বলাদ্ভুক্তং দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্॥

যদি রীতিমত অনুমতি না পাইয়া ব্রহ্মস্ব ভোগ করা যায়, তাহা হইলে উহা আপনা হইতে পৌত্রপর্য্যন্ত তিন পুরুষ নাশ করে। আর হঠাৎ বলপূর্ব্বক ভুক্ত হইলে,

পূর্ব্বের দশ ও পরের দশ পুরুষ ক্ষয় করে॥ ভা-পু ১০।৬৪।২২।

রাজানো রাজলক্ষ্ম্যাশ্চ নাত্মপাতং বিচক্ষতে।
নিরয়ং যেঽভিমন্যন্তে ব্রহ্মস্বং সাধুবালিশাঃ॥

যাহারা ব্রহ্মস্বে স্পৃহা করে,তাহারা নরকে গমনের অভিলাষী হয়,(অতএব) অজ্ঞ রাজা সকল রাজলক্ষ্মীর সহিত যে পতিত হইতেছে, তাহা তাহারা উত্তমরূপে দেখিতে পায় না॥

ঐ ২৩।

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেত যঃ।
ষষ্টিংবর্ষ সহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥

যিনি, তাঁহার নিজের দত্তই হউক, আর অন্যের দত্তই হউক, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করেন, তিনি ষষ্টি সহস্র বৎসর বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকেন॥

ঐ ২৪।

অনাদেয়ংনাদদীত পরিক্ষীণোঽপি পার্থিবঃ।
ন চাদেয়ং সমৃদ্ধোঽপি সূক্ষ্মমপ্যর্থমুৎসৃজেৎ॥

রাজা ধনক্ষীণ হইলেও যাহা গ্রহণ করিবার নহে, তাহা গ্রহণ করিবেন না এবং সমৃদ্ধিশালী হইলেও গ্রাহ্য অত্যল্পধনও পরিত্যাগ করিবেন না॥ ম-সং ৮।১৭০।

ধান্যানাং সংগ্রহো রাজন্নুত্তমঃ সর্ব্বসংগ্রহাৎ।
নিঃক্ষিপ্তরত্নোঽপি মুখে ন কুর্য্যাৎ প্রাণধারণং॥

হে রাজন্! অন্যান্য সকল দ্রব্য সংগ্রহাপেক্ষা ধান্য সংগ্রহই উত্তম সংগ্রহ, যেহেতু মুখে রত্ন নিঃক্ষেপ করিলে প্রাণ ধারণ করা যায় না, অর্থাৎ যাবতীয় দ্রব্যের মধ্যে ধান্য সংগ্রহ করা নিতান্ত আবশ্যক॥

হি-উ।

খ্যাতঃসর্ব্বরসানাং হি লবণো রস উত্তমঃ।
গৃহীতঞ্চ বিনা তেন ব্যঞ্জনং গোময়ায়তে॥

আর, সকল রসের মধ্যে লবণ রস উত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কারণ তদ্ব্যতিরেকে সমুদায় ব্যঞ্জনই গোময়ের তুল্য, অর্থাৎ বিস্বাদু বোধ হয়, অতএব লবণ সংগ্রহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ঐ।

কমণ্ডলূপমোঽমাত্য স্তনুত্যাগো বহুগ্রহঃ।
নৃপতে কিংক্ষণো মূর্খো দরিদ্র কিংবরাটকঃ॥

মন্ত্রী কমণ্ডলু (গাড়ু র) ন্যায় বহু সঞ্চয় করিবেন এবং অল্প ব্যয় করিবেন। হে মহারাজ! ক্ষণকাল না পড়িলে কি হইবে, এরূপ যিনি মনে করেন, তিনি মূর্খ হন এবং এক বরাটক সঞ্চয় না করিলে কি হইবে, এরূপ যিনি ভাবেন, তিনি দরিদ্র হন (১)॥ ঐ।

(১) বুদ্ধিমান পুরুষ ধনোপার্জ্জন ও বিদ্যোপার্জ্জনে সর্ব্বদাই যত্নপরায়ণ হইবেন। যে ব্যক্তি সময়ের অন্যথা ব্যবহার করে, সে মূর্খ হয় এবং যে ব্যক্তি হস্তগত বরাটকে অশ্রদ্ধা করে, সে দরিদ্র হয়। ধনসঞ্চয়ে যাহার অভিলাষ আছে, এক কড়া কড়িও তুচ্ছবোধে পরিত্যাগ করা তাহার কর্ত্তব্য নহে।

সহমাত্যঃ সদা শ্রেয়ান্ কাকিনীঃযঃপ্রবর্দ্ধয়েৎ।
কোষঃকোষবতঃ প্রাণাঃপ্রাণাঃপ্রাণা ন ভূপতেঃ॥

যে মন্ত্রী এক কাকিনী, অর্থাৎ পাঁচ গণ্ডা কৌড়িকে বর্দ্ধিত করেন, তিনিই উত্তম মন্ত্রী, যেহেতু কোষাধিকারীর কোষই প্রাণ, রাজার প্রাণ প্রাণ নহে॥ হি-উ।

অতিব্যয়োঽনবেক্ষা চ তথার্জ্জনমধর্ম্মতঃ।
পোষণং দূরসংস্থানং কোষব্যসন মুচ্যতে॥

ধনের অতিরিক্ত ব্যয় ও অনবেক্ষণ, অধর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জন এবং দূরস্থ (অসম্বন্ধীয়) লোকের পোষণ, এই সকল কোষের ব্যসন বলিয়া উক্ত হয়॥ ঐ।

ক্ষিপ্রমায়মনালোচ্য ব্যয়মানঃ স্ববাঞ্ছয়া।
পরিক্ষীয়ত এবাসৌ ধনী বৈশ্রবণোপমঃ॥

কারণ, ধনের শীঘ্র আয় না দেখিয়া আপন ইচ্ছামতে ব্যয় করিলে কুবেরের তুল্য ধনবান্ ব্যক্তিও দরিদ্র হয়॥ ঐ।

(রাজা ভৃত্যাদিগের বৃত্তি অবধারিত করিবেন।)

রাজকর্ম্মসু যুক্তানাং স্ত্রীণাং প্রেষ্যজনস্য চ।
প্রত্যহং কল্পয়েদ্বৃত্তিং স্থানকর্ম্মানুরূপতঃ॥

রাজা, উপযুক্ত কর্ম্মকর ভৃত্যবর্গ ও সামান্য দাস দাসীগণের দৈনন্দিন বৃত্তি, তাহাদিগের স্থান ও কর্ম্ম অনুসারে অবধারিত করিবেন॥ ম-সং ৭।১২৫।

(রাজভৃত্যগণের কর্ত্তব্যাচরণ কথন।)

দক্ষঃশুচিঃ সত্যভাষী জিতনিদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অপ্রমত্তো নিরালস্যঃ সেবাবৃত্তো ভবেন্নরঃ॥

সেবা বৃত্ত্যবলম্বী ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাহারা কার্য্যদক্ষ, বিশুদ্ধ আচারপরায়ণ, সত্যবাদী, নিদ্রার অবশীভূত, ভ্রমরহিত ও আলস্যশূন্য হইবে॥ ম-নি-ত ৮।১৪২

প্রভুর্বিষ্ণুসমো মান্যস্তজ্জায়া জননীসমা।
মান্যাস্তদ্বান্ধবা ভৃত্যৈরিহামুত্র সুখেপ্সুভিঃ॥

যে সকল ভৃত্য ইহলোকে ও পরলোকে সুখ কামনা করে,তাহারা প্রভুকে বিষ্ণু সদৃশ জ্ঞান করিয়া সম্মান করিবে, তাঁহার পত্নীকে জননীতুল্য জ্ঞান করিবে এবং তাঁহার বান্ধবগণের সম্মান রক্ষা করিবে॥ ঐ ১৪৩।

ভর্ত্তুর্মিত্রাণি মিত্রাণি জানিয়াত্তদরীনরীন্।
সভীতিঃসর্ব্বদা তিষ্ঠেৎ প্রভোরাজ্ঞাংপ্রতীক্ষয়ন্॥

প্রভুর মিত্রদিগকে মিত্র ও শত্রুদিগকে শত্রু জ্ঞান করিবে এবং সর্ব্বদাই প্রভুর আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়া সভয়চিত্তে অবস্থান করিবে॥ ঐ ১৪৪।

অপমানং গৃহচ্ছিদ্রং গুপ্তার্থং কথিতঞ্চ যৎ।
ভর্ত্তুর্ন্যাণিকরঃ যচ্চ গোপয়েদ্বত্তিবন্নতঃ॥

প্রভুর অপমান, গৃহচ্ছিদ্র, গোপনীয় কথা, এবং যাহাতে প্রভুর

গ্লানি হয় তাদৃশ বিষয় অতি যত্ন পূর্ব্বক গোপন করিবে ॥

ম-নি-ত ৮।১৪৫।

অলোভঃস্যাৎ স্বামিধনে সদা স্বামিহিতে রতঃ।
তৎ সন্নিধাবসদ্বাবং ক্রীড়াং হাস্যং পরিত্যজেৎ ॥

স্বামীর ধনে সর্ব্বদা লোভশূন্য হইবে, স্বামীর হিতসাধনে সতত অনুরক্ত থাকিবে এবং স্বামীর সন্নিধানে অসদ্বাক্য প্রয়োগ, ক্রীড়া ও হাস্য, এই সমুদায় পরিত্যাগ করিবে ॥ ঐ ১৪৬।

ন পাপমনসা পশ্যেদপি তদ্গৃহকিঙ্করী।
বিবিক্তশয্যাং হাস্যকৃতাভিঃসহ বিবর্জ্জয়েৎ ॥

স্বামীর গৃহকিঙ্করীদিগকে পাপনয়নে দর্শন করিবে না এবং তাহাদিগের সহিত নির্জ্জনে এক শয্যায় শয়ন করিবে না ও হাস্য পরিহাস করিবে না ॥ ঐ ১৪৭।

প্রভোঃ শয্যাসনংযানং বসনং ভাজনানি চ।
উপানদ্ভূষণংশস্ত্রংনাত্মার্থংবিনিযোজয়েৎ ॥

প্রভুর শয্যা, আসন, যান, বসন, ভাজন, পাদুকা, ভূষণ, শস্ত্র, এ সমুদায় স্বয়ং ব্যবহার করিবে না ॥

ঐ ১৪৮।

ক্ষমাঙ্কৃতাপরাধশ্চেৎ প্রার্থয়েদপ্রভুঃ প্রভোঃ।
প্রাগল্ভ্যং প্রৌঢ়বাদঞ্চ সাম্যাচারং বিবর্জ্জয়েৎ ॥

ভৃত্য কোন অপরাধ করিলে প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং ভৃত্য প্রভুর সমীপে ধৃষ্টতা, প্রৌঢ়তা ও প্রভুত্ব প্রকাশ করিবে না ॥ ম-নি-ত ৮।১৪৯।

নানিবেদ্য প্রকুর্ব্বীত ভর্ত্তুঃ কিঞ্চিদপি স্বয়ং।
কার্য্যমাপৎ প্রতীকারাদন্যত্র জগতীপতেঃ ॥

আপদের প্রতীকার ভিন্ন প্রভুকে নিবেদন না করিয়া ভৃত্য স্বয়ং কোন কার্য্য করিবে না ॥ হি-উ।

ন চানু শিষ্যাদ্রাজান মপৃচ্ছন্তং কদাচন।
তুষ্ণীন্ত্বেনমুপাসীত কালে সমভিপূজয়ন্ ॥

রাজা জিজ্ঞাসা না করিলে তাঁহাকে কোন বিষয়ে অনুশাসন করা অকর্ত্তব্য এবং মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা ও অবসর ক্রমে সমুচিত সৎকার করা বিধেয়॥

ম-ভা বিরাটপর্ব্ব ৪।১৬।

বিদিতেচাস্য কুর্ব্বীত কার্য্যাণি স্তলঘূন্যপি।
এবং বিরচিতো রাজ্ঞো নক্ষতিৰ্জ্জায়তে ক্বচিৎ।

রাজার সমক্ষে সামান্য কার্য্যও আগ্রহপূর্ব্বক সম্পাদন করিবে। এইরূপে রাজার পরিচর্য্যা করিলে কদাচ বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না ॥

ঐ ১৯।

গচ্ছন্নপি পরাংভূমিমপৃষ্টোপ্যনিয়োজিতঃ।
আত্মন্ত্বৰ ইব মন্যেত মর্য্যাদামনুচিন্তয়ন্ ॥

উন্নত পদ প্রাপ্ত ব্যক্তিও জিজ্ঞাসিত বা নিয়োজিত না হইলে স্বীয়

মর্য্যাদানুরোধে জাত্যন্ধের ন্যায় ব্যবহার করিবেন ॥

ম-ভা বিরাটপর্ব্ব ৪।২০।

সমর্থনাসু সর্ব্বাসু হিতঞ্চ প্রিয়মেব চ।
সম্বর্ত্তয়েত্তদেবাস্য প্রিয়াদপি হিতং বদেৎ ॥

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্ণয়স্থলে যাহা স্বামীর হিত ও প্রিয়কর হয় তাহাই বর্ণন করিবে। যে স্থলে হিতকর প্রিয়বাক্য নিতান্ত দুর্লভ,সে স্থলে প্রভুর প্রিয়বাক্যে উপেক্ষা করিয়া হিতবাক্য বলাই কর্ত্তব্য ॥ ঐ ২৪ ॥

অনুকূলোভবেচ্চাস্য সর্ব্বার্থেষু কথাসু চ।
অপ্রিয়ং চাহিতং যৎস্যাত্তদস্মৈনানুবর্ণয়েৎ ॥

কদাচ স্বামী-বাক্যের প্রতিকূলাচরণ করিবে না এবং অপ্রিয় ও অহিত কথা তাঁহার নিকট বর্ণন করিবে না ॥

ঐ ২৫।

নাস্যানিষ্টানি সেবেত নাহিতৈঃসহসংবসেৎ।
স্বস্থানান্ন বিকম্পেত স রাজবসতিং বসেৎ ॥

যে ব্যক্তি প্রভুর অনিষ্ট চেষ্টা, তাঁহার অহিতাচারীদিগের সহবাস ও অনধিকার চর্চ্চায় পরাঙ্মুখ হন, তিনি রাজকুলে বাস করিবার উপযুক্ত পাত্র ॥ ঐ ২৭।

দক্ষিণম্বাথ বামম্বা পার্শ্বমাসীত পণ্ডিতঃ।
রক্ষিণাং হ্যাত্তশস্ত্রাণাং স্থানং পশ্চাদ্বিধীয়তে।
নিত্যং হি প্রতিবিদ্ধন্তু পুরস্তাদাসনং মহৎ ॥

পণ্ডিতেরা রাজার দক্ষিণ অথবা বামপার্শ্বে উপবেশন করিবেন; অস্ত্রধারী রক্ষকগণ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে থাকিবে এবং সম্মুখে বিস্তীর্ণ আসন বিন্যস্ত থাকিবে; তথায় উপবেসন করা নিষিদ্ধ ॥

ম-ভা বিরাটপর্ব্ব ৪। ২৮।

ন চৌষ্ঠৌ ন ভুজৌ জানু ন চ বাচং সমাক্ষিপেৎ।
সদা বাতঞ্চ বাতঞ্চষ্ঠীবনঞ্চাচরেচ্ছনৈঃ ॥

রাজসভায় স্থিরভাবে সমাসীন থাকিবে; হস্ত, পাদ ও ওষ্ঠ প্রভৃতি সতত সঞ্চালন করিবে না; উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না এবং অতি গোপনে নিষ্ঠীবন ও বাতাদি পরিত্যাগ করিবে ॥ ঐ ৩৫।

হাস্যবস্তুষু চাপস্যবর্ত্তমানেষু কেষুচিৎ।
নাতিগাঢ়ং প্রহৃষ্যেত ন চাপ্যুন্মত্তবদ্ধসেৎ ॥
নচাতিধৈর্য্যেণ চরেদ্গুরুতাং হি তথা ব্রজেৎ।
স্মিতন্তু মৃদুপূর্ব্বেণ দর্শয়েদপ্রমাদজং ॥

কোন প্রকার হাস্যের বিষয় উপস্থিত হইলে, হৃষ্ট হইয়া অতিহাস্য ও ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক হাস্য সম্বরণ, এই উভয়ই বিরুদ্ধ। অতি হাস্যে উন্মত্ততা ও হাস্য সম্বরণে গাম্ভির্য্য প্রকাশ করা হয়, এই নিমিত্ত তৎকালে মৃদু মৃদু হাস্য করা কর্ত্তব্য ॥

ঐ ৩৬-৩৭।

লাভেন হর্ষয়েদ্যস্তু ন ব্যথেদ্ যোঽবমানিতঃ।
অসংমূঢ়শ্চ যো নিত্যং স রাজবসতিং বসেৎ ॥

যিনি লাভে হৃষ্ট ও অপমানে দুঃখিত হন না এবং সর্ব্বদাই অপ্রমত্ত থাকেন, তিনিই রাজভবনের উপযুক্ত পাত্র ॥

ম-ভা বিরাটপর্ব্ব ৪।৩৮।

রাজানং রাজপুত্রং বা সম্বর্ণয়তি যঃসদা।
অমাত্য পণ্ডিতো ভূত্বা স চিরং তিষ্ঠতি প্রিয়ঃ ॥

যে পণ্ডিত অমাত্য সর্ব্বদা রাজা ও রাজপুত্রের স্তব স্তুতি করেন, তিনি চিরকাল প্রিয়পাত্র হইয়া থাকেন ॥ ঐ ৩৯।

প্রগৃহীতশ্চ যোঽমাত্যো নিগৃহীতশ্চ কারণৈঃ।
ন নির্ব্বদতি রাজানং লভতে সম্পদং পুনঃ ॥

যে অনুগৃহীত অমাত্য কোন কারণ বশতঃ নিগৃহীত হইয়াও রাজার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ না করেন, তিনি পুনরায় সম্পদ লাভ করিতে পারেন ॥ ঐ ৪০।

প্রত্যক্ষঞ্চ পরোক্ষঞ্চ গুণবাদী বিচক্ষণঃ।
উপজীবি ভবেদ্রাজ্ঞো বিষয়ে চাপি বা ভবেৎ।

যিনি রাজার নিকট উপজীবিকা লাভ ও তাঁহার বিষয়ে বাস করেন, তিনি সতত ভূপতির সমক্ষে ও পরোক্ষে তদীয় গুণানুবাদ করিবেন ॥

ঐ ৪১।

অমাত্যো হি বলাদ্ভোক্তুং রাজানংপ্রার্থয়েত্তু যঃ।
ন স তিষ্ঠেচ্চিরং স্থানে গচ্ছেচ্চ প্রাণসংশয়ম্ ॥

যে অমাত্য বলপূর্ব্বক বিষয় ভোগ করিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করেন, তিনি অচির কাল মধ্যে পদচ্যুত হন এবং তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হয় ॥

ম-ভা-বিরাটপর্ব্ব ৪।৪২।

শ্রেয়ঃসদাত্মনো দৃষ্ট্বা পরংরাজ্ঞা ন সংবদেৎ।
বিশেষয়েন্নরাজানং যোগ্য ভূমিষু সর্ব্বদা ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজকৃত উপকার সতত বিপক্ষের নিকট প্রকাশ করিবে না এবং রাজাকে সর্ব্বদা শিক্ষা প্রদানে সমুদ্যত হইবে না ॥

ঐ ৪৩।

অম্লানোবলবাঞ্ছূরশ্ছায়েবানুগতঃসদা।
সত্যবাদীমৃদুর্দান্তঃ স রাজবসতিং বসেৎ ॥

যে ব্যক্তি বলবান্, অম্লান, সত্যবাদী, মৃদু ও দান্ত হইয়া সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় ভূপতির অনুগত হইতে পারেন, তিনিই রাজাকুলের উপযুক্ত ॥ ঐ ৪৪।

অন্যস্মিন্ প্রেষ্যমাণে তু পুরস্তাদ্যঃ সমুৎপতেৎ।
অহং কিং করবাণীতি স রাজবসতিং বসেৎ ॥

প্রভু অন্য ব্যক্তিকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিলে, যিনি কি করিব বলিয়া সেই কর্ম্মে অগ্রসর হন, তিনিই রাজভবনে বাস করিবার যোগ্য পাত্র ॥

ঐ ৪৫।

আস্তরে চৈব বাহ্যে চ রাজ্ঞা যশ্চৈব সর্ব্বদা।
আদিষ্টো নৈব কম্পেত স রাজবসতিং বসেৎ॥

যিনি ভূপতি কর্ত্তৃক গূঢ় বা প্রকাশ্য কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া তৎসাধনে পরাঙ্মুখ না হন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিবেন॥ ম-ভা বিরাটপর্ব্ব ৪।৪৬।

যোবৈ গৃহেভ্যঃ প্রবসন্ প্রিয়াণাং নানুসংস্মরেৎ।
দুঃখেন সুখমন্বিচ্ছেৎ স রাজবসতিং বসেৎ॥

যিনি প্রবাসিত হইয়া পরম প্রণয়াস্পদ পুত্র কলত্র প্রভৃতিকে স্মরণ না করেন এবং সুখের নিমিত্ত দুঃখ সহ্য করিতে থাকেন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিবার উপযুক্ত॥

ঐ ৪৭।

সমবেশং ন কুর্ব্বীত নোচ্চৈঃ সন্নিহিতো হসেৎ।
মন্ত্রং ন বহুধা কুর্য্যাদেবং রাজ্ঞঃ প্রিয়ো ভবেৎ॥

কদাচ রাজার সদৃশ বেশ ভূষা করিবে না, তাঁহার সমীপে অতিহাস্য করিবে না এবং মন্ত্রনা বহু ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করিবে না॥

ঐ ৪৮।

ন কর্ম্মণি নিযুক্তঃসন্ ধনং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ।
প্রাপ্নোতি হি হরন্ দ্রব্যং বন্ধনং যদি বা বধং॥

অর্থস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক কার্য্য করিবে; কারণ কোন দ্রব্য অপহরণ করিলে বন্ধন অথবা প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা॥ ঐ ৪৯।

যানং বস্ত্রমলঙ্কারং যচ্চান্যৎ সংপ্রযচ্ছতি।
তদেব ধারয়েন্নিত্যমেবং প্রিয়তরো ভবেৎ॥

প্রভু যান, বস্ত্র, অলঙ্কার অথবা অন্য যে কোন বস্তু প্রসাদস্বরূপ প্রদান করিবেন, তাহাই সতত ধারণ করিবে। এইরূপে সাবধানে কালাতিপাত করিতে পারিলে রাজার প্রিয়পাত্র হওয়া যায়॥

ম-ভা বিরাটপর্ব্ব ৪।৫০।

যো হি ভৃত্যো নিযুক্তঃসন্ ভর্ত্তাকর্ম্মণি দুষ্করে।
কুর্য্যাত্তদনুরাগেণ তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্॥

যিনি কষ্টসাধ্য ভর্ত্তৃনিয়োগ পালন করিয়া, অনুরাগের সহিত অবান্তর কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করেন, তিনি উত্তম পুরুষ॥ বা-রা ৬।১।৭।

যো নিযুক্তঃ পরং কার্য্যং ন কুর্য্যাৎনৃপতেঃ প্রিয়ম্।
ভৃত্যো যুক্তঃসমর্থশ্চ তমাহুর্মধ্যমং নরম্॥

যিনি ভর্ত্তৃনিযোগ পালনপূর্ব্বক সাধ্যপক্ষেও প্রীতিকর অবান্তর কোন কার্য্য করেন না, তিনি মধ্যম পুরুষ॥ ঐ ৮।

নিযুক্তো নৃপতেঃ কার্য্যং ন কুর্য্যাদ্যঃ সমাহিতঃ।
ভৃত্যো যুক্তঃসমর্থশ্চ তমাহুঃ পুরুষাধমম্॥

আর, যিনি ক্ষমতা সত্ত্বেও নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন, তিনি অধম পুরুষ বলিয়া জানিবেন॥

ঐ ৯।

চক্রংসেব্যংনৃপঃ সেব্যো ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ।
অহো চক্রস্য মাহাত্ম্যাৎ ভগবান্ ভূততাং গতঃ॥

কেবল রাজারই সেবা করিতে হয় এমত নহে, কিন্তু চক্র ও রাজা উভয়েরই সেবা করা কর্ত্তব্য, যে হেতু চক্রের মাহাত্ম্যে ভগবান্ ভূত হইয়াছিলেন (১)॥ ক-বা।

(রাজা ভৃত্যবর্গের কার্য্যসকল স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবেন)

আসন্নমেব নৃপতির্ভজতে মনুষ্যং
বিদ্যাবিহীনমকুলীনমসঙ্গতং বা।
প্রায়েণ ভূমিপতয়ঃ প্রমদালতাশ্চ
যঃপার্শ্বতো বসতি তং পরিবেষ্টয়ন্তি॥

বিদ্যাবিহীন হউক বা অকুলীন হউক অথবা অশিষ্টই হউক, যে

(১) ভগবান্ নামক এক ব্রাহ্মণ এক রাজার সভা-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা রাজার নিকটে ছায়ার ন্যায় থাকিয়া রাজার আজ্ঞা পালনে তৎপর থাকিতেন, তাহাতে তিনি ক্রমে ক্রমে সেই রাজার অতিশয় প্রিয়-পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। এই কারণে তিনি সাতিশয় স্পর্দ্ধাযুক্ত হইয়া রাজার অমাত্যবর্গ ও রাজকীয় কর্ম্মসম্পাদকদিগকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সেই রাজসভাসদেরা সকলে মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিলেন যে, ঐ ব্রাহ্মণকে কোন মতে রাজসভায় আসিতে দেওয়া হইবে না। পরে তাঁহারা এই পরামর্শ স্থির করিয়া একদিবস রাজার দৌবারিকদিগকে বলিলেন যে, অদ্য তোমাদিগের প্রতি রাজার এই আজ্ঞা হইয়াছে যে, তোমরা ভগবান্ নামক ব্রাহ্মণকে রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে দিবে না। তদনুসারে তাহারা সেই ভগ-বান্ ব্রাহ্মণকে আর রাজভবনে আসিতে দিল না এবং ভগবান্‌ও হঠাৎ এই দুর্ঘটনার কারণ বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতে ভাবিতে বিষন্ন বদনে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর একদিন রাজা সভামধ্যে সেই ব্রাহ্মণকে দেখিতে না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া সভাসদ্-গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কএক দিন পর্য্যন্ত ভগবান্ পণ্ডিতকে দেখিতে পাই না কেন, তাঁহার কি হইয়াছে? তাহাতে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বিনীতভাবে ধীরে ধীরে কহিলেন, "মহারাজ! বলিব কি, মহাশয়ের সেই প্রিয়তম ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইয়াছে, ইহা অতি দুঃখের বিষয় বলিয়া আমরা মহাশয়ের কর্ণগোচর করিতে সমর্থ হই নাই"। তখন রাজবৈদ্যও তদুপোষকতায় কহিলেন যে, "আমিও তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়া-ছিলাম, কিন্তু নিতান্ত তাঁহার পরমায়ু নাই বলিয়া আমার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। তখন রাজা সেই প্রধান কর্ম্মচারীদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অতিশয় বিমর্ষ হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবান্ পণ্ডিতের জন্য নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে রাজা এক দিবস নগর ভ্রমণার্থ সভাসদ্বর্গ ও সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া মহাসমারোহে রাজবাটী হইতে বাহির হইলেন। তৎকালে সেই হতভাগ্য ভগবান্ পণ্ডিত রাজার সহিত সাক্ষাৎ করণের এই উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া সৈন্যগণকে অতিক্রম করিয়া রাজসন্নিধানে গমনার্থ বিশেষ যত্নবান্ হইলেন, কিন্তু তাঁহার সকল যত্নই নিষ্ফল হইল। পরি-শেষে তিনি এক উচ্চ বৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহা-রাজ! আমি আপনার সেই ভগবান্ পণ্ডিত"। তখন রাজার সভাসদ্গণ ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! দেখুন, সেই ভগবান্ মরিয়া ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এক্ষণে সে ঐ বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে, অতএব এই পথ দিয়া গমন করিলে আপনার অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে"। বস্তুতঃ ভগবান্ পণ্ডিত অকস্মাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হওয়া অবধি বিষম চিন্তায় অভিভূত হইয়া কতিপয় দিনের মধ্যেই এমন শীর্ণ, বিবর্ণ ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহাকে হঠাৎ চিনিতে পারা অতি দুঃসাধ্য। এমতাবস্থায় রাজা তাঁহাকে দূর হইতে বিকৃত আকারবিশিষ্ট দেখিয়া অমাত্য-গণের কথায় বিশ্বাস করিলেন এবং সে দিকে আর দৃষ্টি-

লোক রাজার নিকটে থাকে, সেই রাজার প্রিয় হয়, কেন না রাজা, স্ত্রীলোক ও লতা, ইহারা প্রায়ই পার্শ্ববর্ত্তীকে পরিবেষ্টন করে॥

হি-উ।

জনংজনপদা নিত্যমর্চ্চয়ন্তি নৃপার্চ্চিতং।
নৃপেণাবমতোযস্ত স সর্ব্বৈরবমন্যতে॥

আর, নৃপার্চ্চিত ব্যক্তি জনপদস্থ সমস্ত লোক কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অর্চ্চিত হয় এবং রাজার অনাদৃত ব্যক্তি সমস্তলোক কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হয়॥

ঐ।

অম্ভসঃ পরিমাণেন উন্নতং কমলং ভবেৎ।
স্বস্বামিনা বলবতা ভৃত্যো ভবতি গর্ব্বিতঃ॥

যেমন জলের পরিমাণানুসারে কমলনাল উন্নত হয়, সেইরূপ আপন প্রভুর বলানুসারে ভৃত্যবর্গও গর্ব্বিত হইয়া থাকে॥

গ-পু ১।১১৫।৭১।

রাজ্ঞোহি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যা ভবন্তিপ্রায়েণ তেভ্যোরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ॥

যেহেতু প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণকারী ভৃত্যবর্গ প্রায়ই পরধনগ্রাহক ও শঠ হইয়া থাকে, এজন্য রাজা তাহাদিগের হস্ত হইতে প্রজাগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন॥

ম-সং ৭।১২৩।

যস্য পুত্রাশ্চ ভৃত্যাশ্চ মন্ত্রিণশ্চ পুরোহিতাঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রসুপ্তানি তস্য রাজ্যং চিরং নহি॥

যে রাজার পুত্র, ভৃত্য, মন্ত্রী ও পুরোহিত প্রসুপ্ত, অর্থাৎ সর্ব্বদা সতর্ক নহে এবং যাহার ইন্দ্রিয়গণও সক্ষম নহে, সেই রাজার রাজ্য চিরস্থায়ী নহে॥ গ-পু ১।১১১।২১।

নিরালস্যাঃ সুসন্তুষ্টাঃ সুস্বপ্নাঃ প্রতিবোধকাঃ।
সুখদুঃখসমাধীরা ভৃত্যা লোকেষু দুর্লভাঃ॥

আলস্যবিহীন, সন্তুষ্টচিত্ত, সুনিদ্র, শীঘ্রচেতন, সুখদুঃখে অচঞ্চল এবং ধীর, এইরূপ ভৃত্য ইহলোকে অতি দুর্লভ॥ গ-পু ১।১১২।২০।

ক্ষান্তিসত্যবিহীনশ্চ ক্রূরবুদ্ধিশ্চ নিন্দকঃ।
দাম্ভিকঃ পেটুকশ্চৈব শঠশ্চ স্পৃহয়ান্বিতঃ।
অশক্তো ভয়ভীতশ্চ রাজ্ঞা ত্যক্তব্য এব সঃ॥

যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণবর্জ্জিত, সত্যধর্ম্মবিহীন, ক্রূরবুদ্ধি, নিন্দক, দাম্ভিক, পেটুক, শঠ, লোভী, কার্য্যকরণে অশক্ত ও ভয়কাতর, এবম্প্রকার ব্যক্তিকে রাজা পরিত্যাগ করিবেন॥

ঐ ২১।

চাটতস্করদুর্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চবিশেষতঃ॥

পাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্য পথ দিয়া নগর ভ্রমণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ভগবানও একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভগ্নান্তঃকরণে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। অতএব বুদ্ধিমান লোক চক্র এবং রাজা উভয়েরই সেবা করিবেন, কেবল রাজারই সেবা করিবেন এমন নহে, যেহেতু চক্রের মাহাত্ম্যে ভগবান্ রাজাগণের ন্যায় বিপদগ্রস্ত হইতে হয়।

চাট (অর্থাৎ প্রতারক বা বাক্‌কৌশলদ্বারা যে ব্যক্তি পরধন অপহরণ করে), তস্কর (চৌর), ধূর্ত্ত (ঐন্দ্রজালিক বাজীকর প্রভৃতি), মহাসাহসিক (দস্যু), ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকার লোক, বিশেষতঃ কায়স্থ (সংখ্যা নির্ণয়কারী করণ জাতি) ও লিখকদিগের পীড়ন হইতে প্রজাগণকে রাজা সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন॥

যা-সং ১।৩৩৫।

যে কার্য্যিকেভ্যোঽর্থমেব গৃহ্নীয়ুঃ পাপচেতসঃ।
তেষাংসর্ব্বস্বমাদায় রাজা কুর্য্যাৎ প্রবাসনং॥

যে সকল পাপান্তঃকরণ কর্ম্মকারকগণ অন্যায়রূপে অর্থ গ্রহণ করে, রাজা তাহাদিগের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া বাসোচ্ছেদ করিয়া দিবেন॥ ম-সং ৭।১২৪।

যে নিযুক্তাস্ত কার্য্যেষু হন্যুঃ কার্য্যাণি কার্য্যিণাং।
ধনোষ্মণা পচ্যমানাস্তান্নিস্বান্ কারয়েন্নৃপঃ॥

যাহারা রাজনিযুক্ত হইয়া উৎকোচ গ্রহণ করতঃ অর্থীপ্রত্যর্থীগণের কার্য্য নষ্ট করে, তাহাদিগকে নিঃস্ব ও নির্ব্বাসিত করিবেন॥

ম-সং ৯।২৩১।

মুহুর্নিয়োগিনো বোধ্যা বসুধারা মহীপতে।
সকৃৎকিং পীড়িতং স্নানবস্ত্রং মুঞ্চেদ্‌ঘৃতং পয়ঃ॥

হে মহারাজ! নিয়োজিত লোকের কার্য্যসকল বারম্বার বুঝিয়া দেখিবেন, কারণ একবার পীড়ন করিলে কি স্নান-বস্ত্র শীঘ্র জল ত্যাগ করে?

হি-উ।

শৌবীর্য্যযুক্তা মৃদুমন্দবাক্যা
জিতেন্দ্রিয়াঃসত্যপরাক্রমাশ্চ।
প্রাগেব পশ্চাদ্বিপরীতরূপা
যে তে তু ভৃত্যা ন হিতা ভবন্তি॥

যাহারা বীর্য্যযুক্ত, মৃদুমন্দবাক্য, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপরাক্রম, কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, পরে সেই স্বভাবের বৈপরীত্য হইয়াছে, সেই সকল ভৃত্য রাজার হিতকারী হয় না॥ গ-পু ১।১১২।১৯।

তুল্যার্থং তুল্যসামর্থ্যং মর্ম্মজ্ঞং ব্যসনান্বিনং।
অর্দ্ধরাজ্যহরং ভৃত্যং যো হন্যাৎ স ন হন্যতে॥

যে সকল ভৃত্য রাজার সমান ধনশালী,তুল্য সামর্থ্যবান্, মর্ম্মজ্ঞ, ব্যসনী ও রাজার রাজ্যহরণকারী, তাহাদিগকে রাজা বিনাশ করিবেন। তাহা হইলে রাজা কখনও বিনষ্ট হয়েন না॥ ঐ ১৮।

যাবৎ স্বশক্তিং শক্তোপি ন দর্শয়তি কর্হিচিৎ।
তাবৎ সলজ্ঞ্যঃ সর্ব্বেষাং জ্বলনো দারুগো যথা॥

শক্তিমান্ পুরুষ যাবৎ স্বীয় শক্তি প্রদর্শন না করেন, তাবৎ লোকে তাঁহাকে কাষ্ঠনিহিত অগ্নির ন্যায় লঙ্ঘন করিয়া থাকে॥কা-খ ১।৮৮।

বরংপ্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনং।
ন তু স্বামিপদংপ্রাপ্তি পাতকেচ্ছোরুপেক্ষণং॥

বরং প্রাণ পরিত্যাগ করাও ভাল, অথবা শিরকর্ত্তন করাও ভাল, তথাপি স্বামীর পদপ্রাপ্তিরূপ পাতকাকাঙ্ক্ষীকে উপেক্ষা করা ভাল নয়॥

হি-উ।

বিষদিগ্ধস্য ভক্তস্য দন্তস্য চলিতস্য চ।
অমাত্যস্য চ দুষ্টস্য মূলাদুদ্ধরণং সুখং॥

বিষাক্ত অন্ন, চলিত দন্ত ও দুষ্ট অমাত্য, ইহাদিগের মূলোৎপাটন করাই সুখ॥ ঐ

তস্করেভ্যো নিযুক্তেভ্যঃ শত্রুভ্যো নৃপবল্লভাৎ।
নৃপতির্নিজলোভাচ্চ প্রজারক্ষেৎ পিতেব হি॥

তস্কর, নিযুক্ত-ব্যক্তি, শত্রু, রাজপ্রিয়-ব্যক্তি ও নিজের লোভ, এই সকল হইতে প্রজাগণকে রাজা পিতার ন্যায় রক্ষা করিবেন॥ ঐ

(রাজা উপযুক্ত পাত্রকে বিচারকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন)

অমাত্যমুখ্যং ধর্ম্মজ্ঞং প্রাজ্ঞংদান্তং কুলোদ্গতং।
স্থাপয়েদাসনে তস্মিন্ খিন্নঃ কার্য্যেক্ষণে নৃণাং॥

যখন রাজা স্বয়ং বিচার কার্য্য সম্পাদন করিতে অবকাশ না পাইবেন, তখন তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, দান্ত ও কুলবান্ প্রধান অমাত্যকে বিচারাসনে স্থাপন করিবেন॥

ম-সং ৭।১৪১।

(অমাত্যাদি বিচারকগণের কার্য্যের ত্রুটি হইলে রাজা তাহা স্বয়ং নিষ্পন্ন করিবেন)

অমাত্যাঃপ্রাড্ বিবাকোবাযৎকুর্য্যুঃকার্য্যমন্যথা।
তৎ স্বয়ং নৃপতিঃকুর্য্যাত্তান্ সহস্রঞ্চ দণ্ডয়েৎ॥

যদি অমাত্য বা বিচারকগণ স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য (বিচারাদি) কার্য্যের অন্যথাচরণ করেন,তাহা হইলে সেই কার্য্য রাজা স্বয়ং নিষ্পন্ন করিবেন এবং ঐ কর্ম্মচারীদিগের সহস্র পণ দণ্ড করিবেন॥ ম-সং ৯।২৩৪।

(রাজা সুবিচার দ্বারা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবেন)

পুণ্যাৎষড়্ভাগমাদত্তে ন্যায়েন পরিপালয়ন্।
সর্ব্বদানাধিকংযস্মাৎ প্রজানাং পরিপালনং।

রাজারা ন্যায়তঃ (শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে) প্রজাপালন করেন, এই জন্য তাঁহারা প্রজাগণের উপার্জ্জিত পুণ্যের ষষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং সকল প্রকার দান অপেক্ষা ন্যায়পূর্ব্বক প্রজাপালনের ফল অধিক॥ যা-সং ১।৩৩৪।

দুষ্টস্য দণ্ডঃ সুজনস্য পূজা
ন্যায়েন কোষস্য চ সংপ্রবৃদ্ধিঃ।
অপক্ষপাতোঽর্থিষু রাষ্ট্ররক্ষাঃ
পঞ্চৈব যজ্ঞাঃ কথিতানৃপাণাং॥

দুর্জ্জনের দণ্ড, সজ্জনের পুরস্কার, ন্যায়ানুসারে ধন সঞ্চয়দ্বারা কোষবর্দ্ধন, অর্থীপ্রত্যর্থীগণের প্রতি

অপক্ষপাত বিচার এবং শত্রুহস্ত হইতে রাষ্ট্ররক্ষা, রাজাদিগের পক্ষে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ ॥ অত্রি-সং।

রক্ষণাদার্য্যবৃত্তানাং কণ্টকানাঞ্চ শোধনাৎ।
নরেন্দ্রাস্ত্রিদিবং যান্তি প্রজাপালনতৎপরাঃ ॥

যে নরেন্দ্র সজ্জনের রক্ষণ ও দুর্জ্জনের শাসন করিয়া প্রজাপালনে তৎপর হন, তিনি পরলোকে স্বর্গে গমন করেন ॥ ম-সং ৯।২৫৩।

ন কোঽপি রক্ষিতা যস্য দীনস্যাপদ্গতস্য চ।
তস্যৈব নৃপতিঃ পাতা যতো ভূপঃপ্রজাপ্রভুঃ ॥

যে ব্যক্তির রক্ষক কেহই নাই, যে ব্যক্তি দীন, অথবা যে ব্যক্তি বিপদ্গ্রস্ত, তাহাকে রাজাই রক্ষা করিবেন, যেহেতু রাজাই প্রজাগণের প্রভু হয়েন ॥

ম-নি-ত ১২।৮৬।

ন্যাদানাদ্বর্ণসংসর্গাত্ত্ববলানাঞ্চ রক্ষণাৎ।
বলং সংজায়তে রাজ্ঞঃ স প্রেত্যেহ চ বর্দ্ধতে ॥

ন্যায্য ধন গ্রহণ, সঙ্কর জাতি হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ রক্ষণ এবং বলবান্ হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষণ জন্য রাজা ইহলোকে ও পরলোকে বর্দ্ধিত হয়েন ॥ ম-সং ৮।১৭২।

তস্মাদ্যমইব স্বামী স্বয়ং হিত্বা প্রিয়াপ্রিয়ে।
বর্ত্তেত যাম্যয়া বৃত্ত্যাজিতক্রোধোজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

এই কারণে রাজা যমের ন্যায় জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রিয় ও অপ্রিয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যমের বৃত্তি অবলম্বন করিবেন ॥

ম-সং ৮।১৭৩।

যস্ত্বধর্ম্মেণ কার্য্যাণি মোহাৎ কুর্য্যান্নরাধিপঃ।
অচিরাত্তং দুরাত্মানং বশে কুর্ব্বন্তি শত্রবঃ ॥

যে নরপতি মোহবশতঃ অধর্ম্মানুসারে কার্য্য সকল সম্পাদন করে, সেই দুরাত্মাকে শত্রু রাজারা অচিরাৎ বশীকৃত করে ॥ ঐ ১৭৪।

প্রজাপীড়নসন্তাপাৎসমুদ্ভূতোহুতাশনঃ।
রাজ্ঞঃকুলং শ্রিয়ং প্রাণান্ নাদগ্ধ্বা বিনিবর্ত্ততে ॥

প্রজাপীড়নরূপ সন্তাপ হইতে যে হুতাশন সমুদ্ভূত হয়, তাহা রাজার কুল, শ্রী, ও প্রাণ দগ্ধ না করিয়া নির্ব্বাপিত হয় না ॥

যা-সং ১।৩৪০।

পাদোঽধর্ম্মস্য কর্ত্তারংপাদঃ সাক্ষিণমৃচ্ছতি।
পাদঃ সভাসদঃ সর্ব্বান্ পাদোরাজানমৃচ্ছতি ॥

অধর্ম্মানুসারে বিচারজনিত পাপের এক পাদ মিথ্যাভিযোগী, এক পাদ মিথ্যাসাক্ষী, এক পদ সভাসদ্গণ এবং এক পাদ রাজা প্রাপ্ত হন ॥

ম-সং ৮।১৮।

তদবাপ্য নৃপো দণ্ডং দুর্বৃত্তেষু নিপাতয়েৎ।
ধর্ম্মোহি দণ্ডরূপেণ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃপুরা ॥

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ধর্ম্মকেই দণ্ডরূপে সৃজন করিয়াছেন, এই কারণে রাজারা এবম্বিধ দণ্ডকে ধারণ করিয়া

তাহা কেবল দুর্বৃত্ত (বঞ্চক, শঠ, ধূর্ত্ত, পরদারী, পরদ্রব্যাপহারী, হিংসক প্রভৃতি) লোকদিগের উপরেই পাতিত করিবেন॥ যা-সং ১।৩৫৩।

যথাশাস্ত্রং প্রযুক্তঃসন্ সদেবাসুরমানবং।
জগদানন্দয়েৎ সর্ব্বমন্যথা তৎ প্রকোপয়েৎ॥

ঐ দণ্ড যদি শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে প্রযোজ্য হয়, তবেই তদ্দ্বারা দেবতা, অসুর ও মানব পরিপূর্ণ সমুদায় জগতের আনন্দ সমুদ্ভূত হয়, কিন্তু ইহার অন্যথা হইলে সমুদায় জগতের প্রকোপ জন্মে॥ ঐ ৩৫৫।

দশস্থানানি দণ্ডস্য মনুঃ স্বায়ংভুবোঽব্রবীৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু যানি স্যুরক্ষতো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ॥

মহতাপরাধে শারীরিক দণ্ড বিধানার্থ স্বায়ম্ভুব মনু দশটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের উপর শারীরিক দণ্ড প্রয়োগ করিবেন, পরন্তু ব্রাহ্মণকে অক্ষত শরীরে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন॥ ম-সং ৮।১২৪।

উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমং।
চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তথৈব চ॥

উপস্থ, উদর, জিহ্বা, হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, ধন, ও দেহ, এই দশটী দণ্ডের স্থান(১)॥ ঐ ১২৫।

অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
সারাপরাধৌ চালোক্য দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ॥

অপরাধের অবস্থা ও তারতম্যতা এবং অপরাধ ঘটনের দেশ কালাদি পর্য্যালোচনা করিয়া অপরাধী ব্যক্তির সামর্থ্যাদি, অর্থাৎ বলাবল, বয়স, বিত্ত প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত দণ্ড প্রয়োগ করিবেন॥ ম-সং ৮।১২৬।

বাগ্‌দণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাদ্ধিগ্‌দণ্ডং তদনন্তরং।
তৃতীয়ং ধন দণ্ডন্তু বধদণ্ডমতঃ পরং॥

কোন সম্ভ্রান্ত লোক প্রথম বার অপরাধ করিলে তৎপ্রতি বাগ্‌দণ্ড, দ্বিতীয় বারে ধিগ্‌দণ্ড, তৃতীয় বারে ধন দণ্ড এবং চতুর্থ বারে বধদণ্ড প্রয়োগ করিবেন (১)॥ ঐ ১২৯।

---

(১) ইহার মধ্যে যে যে অঙ্গে অপরাধ করে, সেই সেই অঙ্গে দণ্ডবিধান করিবেন; মহাপাতকে দেহদণ্ড, অল্পাপরাধে ধনদণ্ড করিবেন।

(১) মহাভারতে কথিত আছে যে, "প্রজাগণকে সৎপথে আনয়ন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি প্রজারা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক সৎপথে সমাগত হইতে বাসনা না করে, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগকে যে কোন প্রকারে হউক সন্মার্গগামী করিতে চেষ্টা করিবেন। দস্যুগণ ধর্ম্মলঙ্ঘন করিলেও যদি তাহাদিগকে নিপাতিত না করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের কর্ত্তৃক সমুদায় লোকই পরাভূত হইবে। পূর্ব্বকালে মানবগণ মৃদুস্বভাব, সত্যপরায়ণ, অল্পদ্রোহনিরত ও ক্রোধবিহীন ছিল; সুতরাং তৎকালে ধিক্কাররূপ দণ্ডপ্রদান করিলেই যথেষ্ট হইত। তৎপরে মনুষ্যগণের দোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে বাগ্‌দণ্ড ও ধনদণ্ড প্রচলিত হয়। এক্ষণে কলিযুগে মানবগণ নিতান্ত পাপপরায়ণ হওয়াতে বধদণ্ড প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন দস্যুদিগকে বধ করিয়াও অন্যান্য ব্যক্তিকে শাসন করা যায় না। এই ভূমণ্ডল-

অধর্ম্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনং।
অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যিনি অধর্ম্ম দণ্ড করেন, তাঁহার ইহলোকে যশোনাশ ও (মরণোত্তর) কীর্ত্তি লোপ হয় এবং পরলোকেও ঐ অধর্ম্ম তাঁহার স্বর্গের প্রতিবন্ধক হয়, অতএব রাজা ঈদৃশ কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন॥ ম-সং ৮।১২৭।

অরক্ষমাণাঃ কুর্ব্বন্তি যৎ কিঞ্চিৎ কিল্বিষংপ্রজাঃ।
তস্মাত্তু নৃপতেরর্দ্ধং যস্মাদ্গৃহ্ণাত্যসৌ করান্॥

রাজা যদি যথানিয়মে প্রজারক্ষা না করেন, তাহা হইলে প্রজাবর্গ অরক্ষ্যমান্ হইয়া যে সকল পাপ সঞ্চয় করে, রাজা সেই পাপরাশির অৰ্দ্ধাংশভাগী হয়েন, কেন না তিনি প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন বলিয়াই তাহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন॥ যা-সং ১।৩৩৬।

অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশোমহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥

যে রাজা অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড করেন এবং দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড না করেন, তাঁহার অত্যন্ত অযশ হয় এবং তিনি পরলোকে নরকে গমন করেন॥ ম-সং ৮।১২৮।

(রাজা স্বরাজ্য মধ্যে নানা প্রকার ছদ্মিয়াকারী লোকদিগকে বিধিমতে নিগ্রহ করিবেন)

অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ॥

অক্ষশলাকাদি অপ্রাণী দ্বারা ক্রীড়াকে দ্যূত বলে এবং মেষ মহিষ কুক্কুট ও পারাবত প্রভৃতি প্রাণী দ্বারা ক্রীড়াকে সমাহ্বয় বলে॥ ম-সং ৯।২২৩।

দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব যঃকুর্য্যাৎ কারয়েত্বা।
তান্ সর্ব্বান্ ঘাতয়েদ্রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ॥

উক্ত দ্যূত ও সমাহ্বয় ক্রীড়া যাহারা স্বয়ং করে কিংবা অন্য দ্বারা করায়, তাহাদিগকে ও তাহাদিগের মধ্যে দ্বিজ-চিহ্নধারী শূদ্রকেও রাজা বধ করিবেন॥ ঐ ২২৪।

দ্যূতমেতৎ পুরাকল্পে দৃষ্টংবৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্॥

দ্যূতক্রীড়া যে কেবল এই কল্পেই নিন্দনীয় এমত নহে, পূর্ব্ব কল্পেও ইহা অতি বৈরকর বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরিহাসার্থও দ্যূতক্রীড়া করিবেন না॥ ঐ ২২৭।

প্রচ্ছন্নং বা প্রকাশংবা তন্নিষেবেত যো নরঃ।
তস্য দণ্ডবিকল্পঃ স্যাদ্ যথেষ্টং নৃপতেস্তথা॥

মধ্যে কেহই কাহার নহে; বিশেষতঃ দস্যুদিগের সহিত মনুষ্য, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণের কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই; অতএব তাহাদিগকে বধ করিলে তাহাদিগের পরিজনগণের বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা কি? বিশেষতঃ যাহারা শ্মশান হইতে শবাভরণ ও ভূতাবিষ্ট অজ্ঞান ব্যক্তির নিকট হইতে বস্ত্রাদি গ্রহণ করে, শপথাদি দ্বারা তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করা কাহার সাধ্য?"। শান্তিপর্ব্ব ২৬৭ অঃ।

যে ব্যক্তি প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যভাবে দ্যূতক্রীড়া করে, তৎপ্রতি রাজা যে কোন দণ্ডবিধান করিতে ইচ্ছা করেন তাহাই করিবেন।। ম-সং ৯।২২৮।

পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ স্তেনানাং নিগ্রহে নৃপঃ।
স্তেনানাং নিগ্রহাদস্য যশোরাষ্ট্রঞ্চ বর্দ্ধতে॥

রাজা চৌরদিগের নিগ্রহ বিষয়ে অতিশয় যত্নবান্ হইবেন। চৌরদিগের নিগ্রহ করিলে রাজার যশ ও রাজ্য বৃদ্ধি হয়।। ম-সং ৮।৩০২।

অধার্ম্মিকং ত্রিভির্ন্যায়ৈর্নিগৃহ্নীয়াৎ প্রযত্নতঃ।
নিরোধনেন বন্ধেন বিবিধেন বধেন চ॥

চৌরাদি অধার্ম্মিক লোকদিগকে তাহাদিগের কৃতাপরাধের তারতম্য বিবেচনা করিয়া কারাবাস, বন্ধন ও হস্তপদাদি ছেদন বা বধ, এই তিন প্রকার শাস্তি প্রদান করিয়া নিগ্রহ করিবেন॥ ঐ ৩১০।

অন্নাদেভ্রূণহা মার্ষ্টি পত্যৌ ভার্য্যাপচারিণী।
গুরৌশিষ্যশ্চ যাজ্যশ্চ স্তেনোরাজনি কিল্বিষং॥

যাদৃশ ভ্রূণহত্যাকারীর অন্ন যে ব্যক্তি ভক্ষণ করে, তাহাতে ঐ ভ্রূণহত্যাকারীর পাপ সংক্রামিত হয়; ব্যভিচারিণী ভার্য্যার ব্যভিচার জন্য পাপ পতি ক্ষমা করিলে, সেই পাপ পতিতে সংশ্লিষ্ট হয়; শিষ্যের সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য অকরণ জন্য পাপ গুরু সহ্য করিলে, সেই পাপ গুরুতে সঞ্চরিত হয়; যাজ্যের যথাবিহিত নিয়ম অতিক্রম করণ জন্য পাপ যাজক সহ্য করিলে, সেই পাপ যাজকে সমাক্রান্ত হয়, তাদৃশ চৌরের চৌর্য্যজন্য পাপ রাজা উপেক্ষা করিলে, সেই চৌরের পাপ রাজাতে সংক্রামিত হয়॥

ম-সং ৮।৩১৭।

রাজনির্দ্ধূতদণ্ডাস্তু কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্ম্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনোযথা॥

যে ব্যক্তি সুবর্ণস্তেয়াদি পাতক করিয়া রাজাকর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়, সে নিষ্পাপ হইয়া পুণ্যশীল ব্যক্তিদিগের ন্যায় পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য বলে স্বর্গে গমন করে, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় রাজদণ্ডেও পাপক্ষয় হয়॥

ঐ ৩১৮।

অষ্টাপাদ্যন্তু শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষং।
ষোড়শৈব তু বৈশ্যস্য দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য চ॥
ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টিঃ পূর্ণংবাপিশতং ভবেৎ।
দ্বিগুণা বা চতুঃষষ্টিস্তদ্দোষ গুণবিদ্ধি সঃ॥

চৌর্য্যের গুণদোষজ্ঞ শূদ্র যদি চৌর্য্য কর্ম্ম করে, তবে চৌর্য্যাপরাধের যে দণ্ড শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহার আট গুণ ঐ শূদ্রের দণ্ড হইবে, এইরূপে বৈশ্যের ষোল গুণ, ক্ষত্রিয়ের বত্রিশ গুণ, ব্রাহ্মণের চৌষট্টি গুণ, অথবা গুণবান্ ব্রাহ্মণের শত গুণ এবং তদপেক্ষা অধিক গুণবান্

ব্রাহ্মণের একশত আটাইস গুণ দণ্ড হইবে ॥ ম-সং ৮।৩৩৭-৩৩৮।

ঐন্দ্রংস্থানমভিপ্রেপ্সুর্যশশ্চাক্ষয়মব্যয়ং।
নোপেক্ষেত ক্ষণমপি রাজা সাহসিকং নরং ॥

সর্ব্বাধিপত্য পদ ও অক্ষয় যশাকাঙ্ক্ষী রাজা ক্ষণ কালের নিমিত্তও সাহসিক (১) ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিবেন না ॥ ম-সং ৮।৩৪৪।

বাগ্দুষ্টাত্তস্করাচ্চৈব দণ্ডেনৈব চ হিংসতঃ।
সাহসস্য নরঃকর্ত্তা বিজ্ঞেয়ঃ পাপকৃত্তমঃ ॥

বাক্পারুষ্যকারী, অর্থাৎ অন্যের প্রতি কটুবাক্যাদি প্রয়োগ পূর্ব্বক আক্রোশকারী,তস্কর ও দণ্ডপারুষ্যকারী, অর্থাৎ অন্যকে দণ্ডাদি দ্বারা প্রহারকারী, এই সমুদায় পাপিষ্ঠ হইতে সাহসিককে অতিশয় পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিবেন ॥ ঐ ৩৪৫।

সাহসে বর্ত্তমানন্তু যোমর্ষয়তি পার্থিবঃ।
স বিনাশং ব্রজত্যাশু বিদ্বেষঞ্চাধিগচ্ছতি ॥

যে রাজা সাহসকারী ব্যক্তিকে দণ্ড না করিয়া উপেক্ষা করেন, তিনি অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন এবং প্রজাগণের বিদ্বেষভাজনও হয়েন ॥ ঐ ৩৪৬।

ন মিত্রকারণাদ্রাজা বিপুলাদ্বা ধনগমাৎ।
সমুৎসৃজেৎ সাহসিকান্ সর্ব্বভূতভয়াবহান্ ॥

রাজা মৈত্রতা কারণবশতঃ অথবা বিপুল ধন প্রাপ্তির আশা প্রযুক্ত সর্ব্ব প্রাণির অহিতকারী সাহসিক ব্যক্তিকে কদাচ ত্যাগ করিবেন না ॥ ম-সং৮।৩৪৭।

পরদারাভিমর্ষেষু প্রবৃত্তান্নৄন্ মহীপতিঃ।
উদ্বেজনকরৈর্দণ্ডৈশ্চিহ্নয়িত্বা প্রবাসয়েৎ ॥

রাজা পরদার সম্ভোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগকে নাসা ওষ্ঠ কর্ত্তনাদিরূপ নানাপ্রকার উদ্বেগজনক দণ্ডদ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন ॥ ঐ ৩৫২।

তৎসমুত্থোহি লোকস্য জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
যেন মূলহরোঽধর্ম্মঃ সর্ব্বনাশায় কল্পতে ॥

যেহেতু পরদার হইতে সম্ভূত মনুষ্য বর্ণসঙ্কর হয় এবং বর্ণসঙ্করের যাগযজ্ঞাদিতে অধিকার না থাকায় সূর্য্যদেবের উপাসনার অভাবে বৃষ্টি না হইলে এই জগৎ উন্মূলিত হইবার সম্ভাবনা, অতএব বর্ণসঙ্কর সর্ব্বনাশের মূল হয় ॥ ঐ ৩৫৩।

ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা।
তাংশ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে ॥

যে স্ত্রী আপনাকে ধনিকন্যা বা রূপবতী মনে করিয়া নিজ পতিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরপুরুষ ভজনা করে, রাজা উহাকে বহুজনসমাজে আনয়ন পূর্ব্বক কুক্কুর দিয়া খাওয়াইবেন ॥ ঐ ৩৭১।

(১) বলপূর্ব্বক কৃত দুষ্কর্ম্মকে সাহস বলে। সাহস পাঁচ প্রকার; (১) মনুষ্যমারণ; (২) পরদারবলাৎকার; (৩) চৌর্য্য; (৪) পরুষ ব্যবহার; (৫) মিথ্যা। এস্থলে টীকাকার কেবল গৃহদাহক ও ধনহারক ব্যক্তিদিগকেই সাহসিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যস্য স্তেনঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্।
ন সাহসীকদণ্ডঘ্নৌ স রাজা শক্রলোকভাক্ ॥

যে রাজার রাজ্যে চৌর,পরদারগামী, বাক্পারুষ্যকারী, সাহসিক ও দণ্ডপারুষ্যকারী, এই পঞ্চবিধ ব্যক্তি না থাকে, সে রাজা ঐ পুণ্য বলে মরণোত্তর ইন্দ্রপুরে বাস করেন ॥ ম-সং ৮।৩৮৬।

ন মাতা ন পিতা ন স্ত্রী ন পুত্রস্ত্যাগমর্হতি।
ত্যজন্নপতিতানেতান্‌রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্ ॥

মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র ও অপতিত, ইহারা পোষণ ও শুশ্রূষাদি অকরণরূপ ত্যাগযোগ্য হইবে না; যদি কেহ ইহাদিগের মধ্যে কোন এক জনকে ত্যাগ করে,তাহা হইলে রাজা তাহার ছয় শত পণ দণ্ড করিবেন ॥ ঐ ৮।৩৮৯।

বাণিজ্যং কারয়েদ্বৈশ্যং কুশীদং কৃষিমেব চ।
পশূনাং রক্ষণঞ্চৈব দাস্যং শূদ্রং দ্বিজন্মনাং ॥

রাজা বৈশ্যদিগকে বাণিজ্য ও ধনাদির বৃদ্ধি এবং কৃষি ও গবাদি পশুরক্ষণ কার্য্য করাইবেন এবং শূদ্রদিগকে দ্বিজাতিগণের দাস্য কর্ম্ম করাইবেন, অর্থাৎ বৈশ্য ও শূদ্রগণ স্ব স্ব কার্য্য না করিলে রাজা উঁহাদিগকে দণ্ড করিবেন ॥

ঐ ৪১০।

বৈশ্যশূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
তৌ হি চ্যুতৌ স্বকর্ম্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদংজগৎ ॥

রাজা প্রযত্নসহকারে বৈশ্য ও শূদ্রকে স্ব স্ব কার্য্য করাইবেন, যেহেতু উক্ত উভয় জাতি স্বকর্ম্মচ্যুত হইয়া অশাস্ত্রীয় ধনোপার্জ্জনে মত্ততাদ্বারা জগৎকে ব্যাকুল করিতে পারে ॥ ম-সং ৮।৪১৮।

যে ত্যক্তারঃস্বধর্ম্মস্য পরধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ।
তেষাংশাস্তিকরো রাজা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥

স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরকীয় ধর্ম্মে অনুরক্ত ব্যক্তিকে যে রাজা শাস্তি প্রদান করেন, তিনি স্বর্গগামী হয়েন ॥ অত্রি-সং।

পিতাচার্য্যঃ সুহৃন্মাতা ভার্য্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যোনাম রাজ্ঞোঽস্তি যঃ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি ॥

পিতা, আচার্য্য, সুহৃৎ, মাতা, ভার্য্যা, পুত্র ও পুরোহিত, ইহারা স্বধর্ম্মে না থাকিলে, রাজা ইহাদিগেরও দণ্ড বিধান করিতে ত্রুটি করিবেন না ॥ ম-সং ৮।৩৩৫।

কার্ষাপণং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতোজনঃ।
তত্র রাজা ভবেদ্দণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা ॥

যে অপরাধে অপর সাধারণ লোকের এক পণ দণ্ড হইতে পারে, রাজা স্বয়ং সেই অপরাধ করিলে তাঁহার সহস্র পণ দণ্ড হইবে;

রাজার দণ্ড জলে নিক্ষেপ অথবা ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে ॥

ম-সং ৮।৩৩৬ ।

বধার্হং মন্তমানঃ সংকৃতপাপো নরাধিপঃ।
ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনং প্রাপ্য তপসাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥

রাজা যদি এরূপ পাপ করেন যে তজ্জন্য আপনাকে আপনি বধার্হ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তিনি রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া তপস্যা দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিবেন ॥

ম-ণি-ত ১১।২১ ।

(রাজাদিগের ক্ষমাগুণ অত্যন্ত দোষাবহ)

ধর্ম্মার্থকামতত্ত্বজ্ঞো নৈকান্তকরুণে ভবেৎ।
নহি হস্তস্থমপ্যন্নং ক্ষমাবান্ ভক্ষিতুংক্ষমঃ ॥

ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ লোক নিতান্ত দয়ালু হইবেন না, কেন না ক্ষমাবান্ লোক হস্তস্থিত অন্নও ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না ॥

হি-উ ।

ক্ষমা শত্রৌ চ মিত্রে চ যতীনামেব ভূষণং।
অপরাধিষু সত্ত্বেষু নৃপাণাং সৈব দূষণং ॥

শত্রু ও মিত্রের প্রতি ক্ষমাগুণ যতীগণেরই ভূষণ, কিন্তু অপরাধ সত্ত্বে রাজাগণের পক্ষে তাহা দোষাবহ ॥ ঐ

আজ্ঞাভঙ্গকরান্রাজা ন ক্ষমেৎ স্বসুতানপি।
বিশেষঃ কোঽনুরাগস্য রাজচিত্তগতস্য চ ॥

আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে রাজা আপনার পুত্রকেও ক্ষমা করেন না, অতএব রাজার মনোগত অনুরাগের বিশেষ আর কি আছে ? হি-উ ।

তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চ স্যাৎ কার্য্যং বীক্ষ্য মহীপতিঃ ॥
তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চৈব রাজা ভবতি সম্মতঃ ॥

রাজা কার্য্য বিশেষে কোথাও তীক্ষ্ণভাবে কোথাও বা মৃদুভাবে কার্য্য সকল দর্শন করিবেন, কেন না তীক্ষ্ণ অথচ মৃদুভাবাপন্ন রাজাই সকলের প্রিয় হয় ॥

ম-সং ৭।১৪০ ।

নাত্যন্তং মৃদুনা ভাব্যং নাত্যন্তং ক্রূরকর্ম্মণা।
মৃদুনৈব মৃদুং হন্তি দারুণেনৈব দারুণং ॥

অত্যন্ত মৃদু হইবেন না এবং অত্যন্ত ক্রূরকর্ম্মাও হইবেন না, কিন্তু মৃদু উপায়দ্বারা মৃদু ব্যক্তিকে এবং দারুণ উপায় দ্বারা দারুণ ব্যক্তিকে নির্যাতন করিবেন (১) ॥

গ-পু ১।১১৪।৫০ ।

(১) কোন সময়ে মহাত্মা প্রহ্লাদ দানবরাজ বলিকে কহিয়াছিলেন, "হে বৎস ! নিরবচ্ছিন্ন তেজ আশ্রয় করিলে কদাচ শ্রেয়ো লাভ হইতে পারে না, এবং একমাত্র ক্ষমা অবলম্বনেও শুভ লাভের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত কেবল ক্ষমা আশ্রয় করিয়া কালযাপন করে, সে বহুবিধ দোষের আকর হইয়া উঠে। ভৃত্য, উদাসীন ও শত্রুগণ তাহাকে অনায়াসেই পরাভব করিয়া থাকে; কোন ব্যক্তিই তাহার বশীভূত হয় না; এই নিমিত্ত সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিরন্তর ক্ষমা অবলম্বন করা অতি বিগর্হিত

নাত্যন্তং সকলৈর্ভাব্যং নাত্যন্তং মৃদুনা তথা।
সরলাস্তত্র ছিদ্যন্তে কুব্জাস্তিষ্ঠন্তি পাদপাঃ ॥

কোন ব্যক্তি অতিশয় সরল কিম্বা অতিশয় মৃদু হইবে না, কেন না সরল বৃক্ষকেই সকলে ছেদন করে, কিন্তু বক্রবৃক্ষ বিদ্যমান থাকে ॥

গ-পু ১।১১৪।৫১।

(রাজা যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া কাহারও প্রতি কোপ প্রকাশ করিবেন না)

কারণেন বিনা ভৃত্যে যস্তু কুপ্যতি পার্থিবঃ।
সগৃহ্নাতি বিষোন্মাদং কৃষ্ণসর্পো যদর্পিতঃ ॥

যে রাজা অকারণে ভৃত্যবর্গের প্রতি কোপ প্রকাশ করেন, তিনি কৃষ্ণসর্পের বিষ প্রয়োগাদি দ্বারা বিপন্ন হইয়া থাকেন ॥

গ-পু ১।১১১।২৮।

যোঽযথার্থতত্ত্বমবিজ্ঞায় ক্রোধস্যৈব বশং গতঃ।
স তথা তপ্যতে মূঢ়ো ব্রাহ্মণো নকুলাদ্‌যথা ॥

যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া যে ব্যক্তি ক্রোধের বশীভূত হয়,

---

কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভৃত্যেরা ক্ষমাশীল প্রভুকে অনাদর করিয়া বহুবিধ দোষজনক কর্ম্ম করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রাশয় লোকেরা সতত তাঁহার অর্থ অপহরণ করিবার অভিলাষ করে। হীনমতি অধিকৃত পুরুষেরা ক্ষমাপর প্রভুর যান, বস্ত্র, অলঙ্কার, শয়ন, আসন, ভোজন, পান ও অন্যান্য উপকরণ দ্রব্য স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করে। তাহারা স্বামীর আদেশ লাভ করিয়াও আদিষ্ট দেয় দ্রব্যজাত অন্যকে প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয়। তাহারা তাঁহাকে সমুচিত উপচারদ্বারা কদাচ অর্চ্চনা করে না। হে বৎস! লোকে যে অবজ্ঞাকে মরণ অপেক্ষাও গর্হিত বিবেচনা করিয়া থাকে, ক্ষমাপর প্রভুকে সেই অবজ্ঞার ভাজন হইতে হয়। প্রেষ্য, পুত্র, ভৃত্য ও উদাসীন, সকলেই ঈদৃশ ক্ষমাশীল স্বামীকে কটু বাক্য প্রয়োগ করে। তাঁহাকে পরাভব করিয়া সকলেই তদীয় ভার্য্যাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে এবং তাঁহার ভার্য্যাও স্বেচ্ছাচারিণী হয়। যদি ক্ষমাপর প্রভু দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে অল্প দণ্ডও না করেন, তাহা হইলে সে ক্রমশঃ অভ্যুদয় লাভ করিয়া বহুবিধ দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারই অপকার করিতে চেষ্টা করে। অতএব হে বৈরোচনে! ক্ষমাশীল ব্যক্তির এই সকল ও অন্যান্য বহুবিধ দোষ দৃষ্ট হইতেছে।

"এক্ষণে ক্ষমাহীন ব্যক্তিদিগের দোষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। রজোগুণ পরিবৃত ক্রোধী যদি নিরবচ্ছিন্ন স্বীয় তেজদ্বারা দণ্ডার্হ বা দণ্ডানর্হ উভয়বিধ ব্যক্তির প্রতি নানাপ্রকার দণ্ড বিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহার বান্ধববর্গের সহিত বিরোধ হইয়া উঠে। তিনি ক্রমশঃ আত্মীয় ও অন্যান্য লোক হইতে বিরাগ সংগ্রহ করিতে থাকেন ও অনেকেরই অবমাননা করেন, সুতরাং তাঁহাকে অর্থহীন, ও তিরস্কার, অনাদর, সন্তাপ, দ্বেষ এবং মোহের বিষয়ীভূত হইতে হয় ও অনেকেই তাঁহার শত্রুশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া উঠে। যিনি ক্রোধভরে অন্যায়পূর্ব্বক মনুষ্যকে বহুবিধ দণ্ড প্রদান করেন, তিনি অচিরাৎ স্বজন, ধন ও প্রাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন, সন্দেহ নাই। যিনি উপকর্ত্তা ও হন্তা উভয়ের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন তেজই প্রকাশ করিয়া থাকেন, গৃহান্তর্গত ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই ভীত হয়। যাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া সকলেরই শঙ্কা উপস্থিত হয়, তাঁহার আর ঐশ্বর্য্য লাভের প্রত্যাশা করা কিরূপে সম্ভবে? সুযোগ পাইলেই লোকে তাঁহার অপকার করিতে কোন ক্রমে ত্রুটি করে না। অতএব একবারে তেজ প্রদর্শন করা অথবা একবারে মৃদুস্বভাব অবলম্বন করা উভয়ই একান্ত বিরুদ্ধ। হে বৎস! সময়ানুসারে তেজস্বিতা বা মৃদুভাব আশ্রয় করিবে। যিনি যথাযোগ্যকালে মৃদুভাবাবলম্বী বা রোষপরবশ হয়েন, তিনিই ইহকাল ও পরকালে অশেষ সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন"।

ম-ভা বনপর্ব্ব-২৮ অঃ

তাহাকে পশ্চাতে অনুতাপগ্রস্ত হইতে হয়, যেমন এক মূর্খ ব্রাহ্মণ নকুলের জন্য হইয়াছিল (১)॥ হি-উ।

গুণ দোষাবনিশ্চিত্য বিধির্নগ্রহনিগ্রহে।
স্ব নাশায় যথা ন্যস্তো দর্পাৎ সর্পমুখে করঃ॥

গুণ বা দোষ নির্ণয় না করিয়া অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করা সদর্পে সর্পমুখে কর প্রদানের ন্যায় আপনার নাশের কারণ হয়॥ ঐ

হুঁকারং ভ্রুকুটীং নৈব সদা কুর্ব্বীত পার্থিবঃ।
বিনা দোষেণ যো ভৃত্যান্রাজা ধর্ম্মেণ পালয়েৎ॥

রাজা সর্ব্বদা হুঙ্কার ও ভ্রূকুটী প্রকাশ করিবেন না, পরন্তু তিনি নিরপরাধী ভৃত্যদিগকে রাজধর্ম্মানুসারে পালন করিবেন॥

গ-পু ১।১১১।৩১।

(রাজা সর্ব্বতোভাবে ব্যসন পরিত্যাগ করিবেন)

পানংস্ত্রীমৃগয়াদ্যূতমর্থদূষণমেব চ।
বাগ্‌দণ্ডঞ্চ পারুষ্যংব্যসনানি মহীভুজাং॥

মাদকদ্রব্য পান, স্ত্রী, মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, অন্যায়রূপে ধনসঞ্চয়, বাকপারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য এই সকল রাজাদিগের ব্যসন॥ হি-উ।

দশ কামসমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানিপ্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥

---

(১) উজ্জয়িনী নগরীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার একটী শিশু সন্তান ছিল। এক দিবস তাঁহার ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকট সেই সন্তানকে রাখিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। সেই দিনে তথাকার রাজার পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে রাজবাটীতে ঐ ব্রাহ্মণের ভোজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। যথাকালে রাজবাটী হইতে তাঁহার ভোজনার্থ আহ্বান উপস্থিত হইলে, তিনি দারিদ্র্য স্বভাবনিবন্ধন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যদি শীঘ্র না যাই, তাহা হইলে অন্য কেহ আসিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যাদি লইয়া যাইবে; এক্ষণে কি করি, ব্রাহ্মণী অনেকক্ষণ স্নানার্থ গমন করিয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসিতেছেন না, এই বালককে কাহার নিকট রাখিয়া যাই, কেহই বা ইহাকে রক্ষা করিবে। তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পালিত একটী নকুল (বেঁজী) তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। তখন তিনি স্থির করিলেন যে, আমি ঐ নকুলকে বহুকাল পুত্রবৎ লালনপালন করিয়াছি, অতএব উহাকেই এই বালকের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া গমন করি। পরে তিনি ঐ নকুলের পার্শ্বে সন্তানকে বসাইয়া ভোজনার্থ রাজভবনে গমন করিলেন। ইত্যবসরে একটী কৃষ্ণসর্প দ্রুতবেগে ঐ বালকের অভিমুখে আগমন করিতেছে দেখিয়া সেই নকুল তৎক্ষণাৎ আপনার বিক্রম প্রকাশ করিয়া ঐ সর্পের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্ষণকাল মধ্যে তাহাকে সংহার করিল। তদনন্তর নকুল দূর হইতে ব্রাহ্মণকে গৃহে আসিতে দেখিবামাত্র সেই রক্তাক্ত কলেবরে তাঁহার সমীপে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার পাদযুগলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত দেখিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিলেন যে, এই নকুল আমার বালককে ভক্ষণ করিয়াছে, নতুবা ইহার গাত্রে এত রক্ত কোথা হইতে আসিল? তিনি মনোমধ্যে এইরূপ ধারণা করিয়া বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার হস্তস্থিত যষ্টিপ্রহার দ্বারা নকুলের প্রাণবধ করিলেন। পরে তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুত্র সুস্থ শরীরে আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে এবং তাহার নিকটে একটী সর্প খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূমিতে পতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় উদ্বিগ্ন চিত্তে বাটীর বাহিরে আসিয়া উপকারক নকুলের মৃত দেহ অবলোকন করতঃ শোকে অভিভূত হইয়া বিষণ্ণ বদনে ঘোরতর অনুতাপগ্রস্ত হইলেন।

কামজ দশ প্রকার ও ক্রোধজ অষ্ট প্রকার দুরন্ত ব্যসনকে রাজা যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন ॥ ম-সং ৭।৪৫।

কামজেষু প্রসক্তোহি ব্যসনেষু মহীপতিঃ।
বিযুজ্যতেঽর্থ ধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষাত্মনৈব তু ॥

মহীপাল কামজ ব্যসনাসক্ত হইলে ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে বিযুক্ত হন এবং ক্রোধজ ব্যসনাসক্ত হইলে স্বয়ং বিনষ্ট হন ॥ ঐ ৪৬।

মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃস্ত্রিয়োমদঃ।
তৌর্য্যত্রিকংবৃথাট্যা চ কামজো দশকোগণঃ ॥

মৃগয়া (পশুবধ), অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, স্ত্রীসম্ভোগ, মাদকদ্রব্য পান, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও বৃথা পর্য্যটন, এই দশটী কামজগণ, অর্থাৎ কামের অনুচর হয় ॥

ঐ ৪৬।

পৈশুন্যংসাহসং দ্রোহ ঈর্ষাসূয়ার্থদূষণং।
বাগ্দণ্ডজঞ্চপারুষ্যং ক্রোধজোঽপিগণোঽষ্টকঃ ॥

পিশুনতা (পরাপবাদ), সাহস (নিরপরাধীর দণ্ড), দ্রোহ (পরানিষ্টাচরণ), ঈর্ষা (পরশ্রীকাতরতা), অসূয়া (পরগুণে দোষারোপণ), অর্থদূষণ (পরধনাপহরণ বা অবশ্য দেয় ধন না দেওন), বাক্‌পারুষ্য (কটু বাক্য প্রয়োগ), ও দণ্ডপারুষ্য (প্রহার), এই আটটী ক্রোধজগণ, অর্থাৎ ক্রোধের অনুচর হয় ॥ ঐ ৪৮।

দ্বয়োরপ্যেতয়োর্মূলং যংসর্ব্বে কবয়ো বিদুঃ।
তংযত্নেন জয়েল্লোভং তজ্জাবেতাবুভৌ গণৌ ॥

পণ্ডিতগণ লোভকে উক্ত ব্যসনদ্বয়ের মূলাধার বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন, অতএব লোভকে জয় করিতে পারিলেই উভয়বিধ ব্যসনকে জয় করা হয় ॥ ম-সং ৭।৪৯।

ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনংকষ্টমুচ্যতে।
ব্যসন্যধোঽধোব্রজতি স্বর্য্যাত্যব্যসনী মৃতঃ ॥

ব্যসন এবং মৃত্যু, এতদুভয়ের মধ্যে ব্যসন অধিক কষ্টদায়ক, যেহেতু ব্যসনী লোক মরিয়া নিরয়-গামী হয় এবং অব্যসনী লোক মরিয়া স্বর্গগামী হয় ॥ ঐ ৫৩।

কামঃক্রোধস্তথা মোহোলোভোমানোমদস্তথা।
ষড়্‌বর্গমুৎসৃজেদেনমস্মিংস্ত্যক্তে সুখী নৃপঃ ॥

রাজা কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ, মান ও মদ, এই ষড়্‌বর্গকে ত্যাগ করিবেন, তাহা হইলেই তিনি সুখী হইতে পারিবেন ॥ হি-উ।

লীলাং করোতি যো রাজা ভৃত্যস্বজনগর্ব্বিতঃ।
সম্বাদে বিহগে ক্ষিপ্রং রিপুভিঃপরিভূয়তে ॥

যে রাজা ভৃত্যবর্গ ও স্বজনগণ দ্বারা গর্ব্বিত হইয়া আমোদে মত্ত হইয়া থাকেন, তিনি অবিলম্বেই শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরিভূত হয়েন ॥

গ-পু ১।১১১।৩০।

লীলাসুখানি ভোগানি ত্যজেদিহ মহীপতিঃ।
সুখপ্রবৃত্তাঃ সাধ্যন্তে শত্রুভো বিগ্রহে স্থিতৈঃ॥

মহীপাল কদাচ লীলাসুখভোগে আসক্ত হইবেন না, যেহেতু সুখপ্রবৃত্ত রাজাকে শত্রুগণ অনায়াসেই যুদ্ধে পরাভূত করিয়া থাকে॥

গ-পু ১।১১১।৩২।

ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশং।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ॥

রাজা সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে যত্নবান্ হইবেন, যেহেতু জিতেন্দ্রিয় রাজাই প্রজাগণকে বশীভূত রাখিতে সক্ষম হয়েন (১)॥

ম-সং ৭।৪৪।

(রাজা বিবিধ উপায়দ্বারা সকল লোককে বশীভূত রাখিবেন।)

যেনার্জ্জিতাস্ত্রয়োপ্যেতে পুত্রাভৃত্যাশ্চ বান্ধবাঃ।
জিতাস্তেন সমং ভূপৈশ্চতুরব্ধির্বসুন্ধরা॥

যে রাজার পুত্র, ভৃত্য ও বন্ধুবান্ধবগণ বশীভূত থাকে, সেই রাজা সসাগরা পৃথিবী জয় করিতে পারেন॥ গ-পু ১।১১১।২২।

লুব্ধমর্থপ্রদানেন শ্লাঘ্যমঞ্জলিকর্ম্মণা।
মূর্খংছন্দানুবৃত্ত্যা চ যথাতথ্যেন পণ্ডিতং॥

লুব্ধ ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ অর্থপ্রদান দ্বারা বশীভূত করা যায়, গর্ব্বিত ব্যক্তিকে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক প্রণিপাত করিলে বশীভূত করা যায়, মূর্খলোককে তাহার অভিমত কার্য্যদ্বারা এবং পণ্ডিত ব্যক্তিকে সত্যব্যবহারদ্বারা বাধ্য করা যাইতে পারে॥

গ-পু ১।১০৯।১১।

সদ্ভাবেন হি তুষ্যন্তি দেবাঃসৎপুরুষদ্বিজাঃ।
ইতরে খাদ্যপানেন বাক্প্রদানেন পণ্ডিতাঃ॥

দেবতা, সৎপুরুষ ও ব্রাহ্মণগণের নিকট সদ্ভাব প্রকাশ করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হয়েন, সাধারণ লোকেরা খাদ্য ও পানীয়দ্বারা এবং পণ্ডিতগণ সদ্বাক্য দ্বারা সন্তোষ লাভ করেন॥ ঐ ১২।

উত্তমংপ্রণিপাতেন শঠংভেদেন যোজয়েৎ।
নীচং স্বল্পপ্রদানেন সমংতুল্যপরাক্রমৈঃ॥

উত্তম ব্যক্তিকে প্রণিপাত করিলে এবং শঠের সহিত শঠতাচরণ করিলে, তাহারা বশীভূত হয়। নীচাশয় লোককে অল্প ধন দান করিলে এবং সমকক্ষ ব্যক্তিকে

(১) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যে রূপ ব্যবহার করেন, ইতর ব্যক্তিরাও ক্রমশ সেইরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। যে রাজা স্বীয় চরিত্র সংশোধন না করিয়া প্রজার চরিত্রশোধনে যত্নবান্ হন, সেই ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বিষয়াসক্ত ভূপতিকে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইতে হয়। যে রাজ্যে পাপনিরত নীচ ব্যক্তিরা রাজদণ্ডদ্বারা বিষম দুঃখ ভোগ না করে, সেই রাজ্যে নিশ্চয়ই পাপের বৃদ্ধি ও ধর্ম্মের হ্রাস হইয়া থাকে। অতএব যে রাজা কুকর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্ব্বাগ্রে আপনার চিত্তবিশুদ্ধ করা আবশ্যক।

তুল্যরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিলে তাহারা বাধ্য হয় ॥ গ-পু ১।১০৯।১৩ ।

যস্য যস্য হি যো ভাবস্তস্য তস্য হি তং বদন্।
অনুপ্রবিশ্য মেধাবী ক্ষিপ্রমাত্মবশং নয়েৎ ॥

যে ব্যক্তি যে ভাবের ভাবী হয়, তাহার সেই ভাবে বুদ্ধিমান লোক প্রবেশ করিয়া তাহাকে শীঘ্র স্ববশে আনয়ন করিবেন ॥

গ-পু ১।১০৯।১৪ ।

(রাজা সর্ব্বদা স্বস্থানে ও স্বপদে অবস্থিতি করিবেন)

স্থানস্থিতানি পূজ্যন্তে পূজ্যন্তে চ পদে স্থিতাঃ।
স্থানভ্রষ্টা ন পূজ্যন্তে কেশাদন্তা নখা নরাঃ ॥

আপন স্থানে ও আপন পদে অবস্থিত হইলেই তাহাকে লোকে পূজা করিয়া থাকে, যেহেতু কেশ, দন্ত, নখ ও নর ইহারা স্থানচ্যুত হইলে কেহ তাহাদিগকে আদর করে না ॥ গ-পু ১।১১৫।৭৪ ।

রাজাকুলবধূর্বিপ্রা মন্ত্রিণশ্চ পয়োধরাঃ।
স্থানভ্রষ্টা ন শোভন্তে দন্তাঃকেশা নরা নখাঃ ॥

বিশেষতঃ রাজা, কুলবধূ, বিপ্র, মন্ত্রী, পয়োধর, দন্ত, কেশ, নর এবং নখ, ইহারা স্থানভ্রষ্ট হইলে শোভা পায় না ॥ হি-উ ।

নিজমোহি যথা নক্রঃসলিলান্নির্গতোঽবশঃ।
স্থানান্নির্গতঃশূরঃসিংহোঽপি শৃগালবৎ ॥

যেমন দুরন্ত কুম্ভীর সলিল হইতে বিনির্গত হইলে অবসন্ন হয়, তদ্রূপ মহাবিক্রমশালী সিংহও বন হইতে বিনির্গত হইলে শৃগাল সদৃশ হয় ॥

হি-উ ।

(রাজা ঐশ্বর্য্য প্রভাবে গর্ব্বিত হইয়া কাহাকেও অবজ্ঞা বা কাহারও সহিত অপ্রণয় করিবেন না)

ঐশ্বর্য্যমধ্রুবং প্রাপ্য রাজা ধর্ম্মে মতিঞ্চরেৎ।
ক্ষণেন বিভবো নশ্যেন্নাত্মায়ত্তং ধনাদিকং ॥

রাজা অস্থির ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে মত্ত হইবেন না, পরন্তু ধর্ম্মাচরণ করিবেন। যেহেতু বিভব ক্ষণভঙ্গুর এবং ধনাদি আপনার আয়ত্ত নহে ॥ গ-পু ১।১১৩।৯ ।

যৌবনংধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ং ॥

যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকতা, এই চতুষ্টয়ের প্রত্যেকই অনর্থমূলক হয়, কিন্তু যে স্থলে এই চারিটীই একাধারে বর্ত্তমান থাকে, সেস্থলে কি হয় তাহা বলা দুঃসাধ্য ॥ হি-উ ।

ন রাজ্যংপ্রাপ্তমিত্যেবংবর্ত্তিতব্যমসাম্প্রতং।
শ্রিয়ংহ্যবিনয়োহন্তি জরারূপমিবোত্তমং ॥

রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি মনে করিয়া রাজা কাহারও সহিত অপ্রণয় করিবেন না, কেন না জরা যেমন মনুষ্যের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে, অবিনয়ও তদ্রূপ সৌভাগ্য নষ্ট করে ॥ ঐ ।

ব্রাহ্মণেষু ক্ষমী স্নিগ্ধেষ্বজিহ্মঃ ক্রোধনোঽরিষু।
স্যাদ্রাজা ভৃত্যবর্গেষু প্রজাসু চ যথা পিতা॥

রাজা ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষমাবান্, মিত্রাদি স্নেহযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি সরল, শত্রুর নিকট ক্রোধী এবং ভৃত্যবর্গ ও প্রজাবর্গের প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবেন॥

যা-সং ১।৩৩৩।

জ্ঞানশ্রেষ্ঠো দ্বিজঃ পূজ্যঃ ক্ষত্রিয়ো বলবানপি।
ধনধান্যাধিকো বৈশ্যঃ শূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া॥

জ্ঞানশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পূজনীয়, বলবান্ ক্ষত্রিয় পূজনীয়, ধনধান্যসম্পন্ন বৈশ্য পূজনীয় এবং দ্বিজসেবায় তৎপর শূদ্রও পূজনীয় হন॥ হি-উ।

চাপল্যাৎ পরিহরেৎ বৃত্তিং মিথ্যাবাক্যং ন চাব্রবীৎ।
মানবে শ্রোত্রিয়ে চৈব ভৃত্যবর্গে সুখায়তে॥

রাজা চাপল্য পরিত্যাগ করিবেন, কদাচ মিথ্যা বাক্য বলিবেন না। সর্ব্বদা প্রজা, ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যবর্গের প্রতি সুপ্রসন্ন থাকিবেন॥

গ-পু ১।১১১।২৯।

(রাজা বালকেরও যুক্তিযুক্ত বাক্য গ্রহণ করিবেন)

বালাদপি গ্রহীতব্যং যুক্তমুক্তং মনীষিভিঃ।
রবেরবিষয়ে কিংন প্রদীপস্য প্রকাশনং॥

বুদ্ধিমান্ লোক বালকেরও ন্যায়-সঙ্গত বাক্য গ্রহণ করিবেন, কেন না রবির অদৃশ্যস্থিতে প্রদীপ কি প্রকাশমান্ হয় না? ॥ হি-উ।

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥

বালক যদ্যপি যুক্তিযুক্ত বাক্য কহে, তাহাও আদর সহকারে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি অযুক্তিকর কথা কহেন, তাহা হইলে তাহাকে তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন॥ যো-বা-রা মুমুক্ষু প্রঃ।

(রাজাদিগের অন্যান্য শত্রু অপেক্ষা জ্ঞাতিরূপ শত্রু অতিশয় ভয়ানক)

অমিত্রাস্তৎ কুলীনাশ্চ প্রাতিদেশ্যাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ॥

রাজাদিগের শত্রু দুই প্রকার; আপন জ্ঞাতি ও নিকটবর্ত্তী অপর নরপতি॥ বা-রা ৬।১৮।১০।

অপাপাস্তৎ কুলীনাশ্চ মানয়ন্তি স্বকান্ হিতান্॥
এষ প্রায়ো নরেন্দ্রাণাং শঙ্কনীয়স্তু শোভনঃ॥

জ্ঞাতি হইলেই যে শত্রু হইবে তাহা নহে, পরস্পর অনিষ্ট সাধনে বিরত এবং পরস্পর হিতকামনা করিয়া থাকে, এরূপ জ্ঞাতিও অনেক আছে, কিন্তু রাজাগণ হিতাকাঙ্ক্ষী জ্ঞাতিকেও শঙ্কা করিয়া থাকেন॥

ঐ ১১।

অবাপ্তাশ্চ প্রহৃষ্টাশ্চ তে ভবিষ্যন্তি সঙ্ঘশঃ।
প্রণাদশ্চ মহানেষোঽন্যোন্যস্য ভয়মাগতম্॥

প্রথমতঃ ভ্রাতৃগণ নিরাকুল, সন্তুষ্ট ও একমতাবলম্বী হইয়া থাকে, কিন্তু রাজ্যাদি লোভে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন

হইয়া পড়ে। ইহাদিগের সৌভ্রাত্রের অবসান হইলেই যুদ্ধ-কোলাহল এবং পরস্পর হইতে পরস্পরের শঙ্কা উপস্থিত হয় ॥

বা-রা ৬।১৮।১৪।

জানামি শীলং জ্ঞাতীনাং সর্ব্বলোকেষু রাক্ষস।
হৃষ্যন্তি ব্যসনেষ্বেতে জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃসদা॥

(রাক্ষসরাজ রাবণ কহিয়াছিলেন)- দেখ, জ্ঞাতিস্বভাব আমার অবিদিত নাই, এবং সর্ব্বকালে ও সর্ব্বলোকেই ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, একটী জ্ঞাতি আর একটী জ্ঞাতির বিপদে সততই হৃষ্ট হইয়া থাকে ॥

বা-রা ৬।১৬।৩।

প্রধানং সাধকং বৈদ্যং ধর্ম্মশীলঞ্চ রাক্ষস।
জ্ঞাতয়োপ্যবমন্যন্তে শূরং পরিভবন্তি চ॥

জ্ঞাতির মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রধান, বিষয়রক্ষক, বিদ্বান্, অথবা ধর্ম্মশীল হয়, জ্ঞাতিরা তাহার অবমাননা করে এবং সে যদি এক জন বীর পুরুষও হয়, তাহা হইলে তাহারা সুযোগ পাইয়া তাহাকে পরাভব করে ॥ ঐ ৪।

নিত্যমন্যোন্যসংহৃষ্টা ব্যসনেষ্বাততায়িনঃ।
প্রচ্ছন্নহৃদয়া ঘোরা জ্ঞাতয়স্তু ভয়াবহাঃ॥

জ্ঞাতিগণ প্রাণান্তকর অতি ভয়ানক লোক, উঁহাদের হৃদয় নিতান্ত দুজ্ঞেয়; উঁহারা পরস্পর পরস্পরের বিপদে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে ॥

বা-রা ৬।১৬।৫।

শ্রূয়ন্তে হস্তিভির্গীতাঃ শ্লোকাঃ পদ্মবনে পুরা।
পাশহস্তান্নরান্ দৃষ্ট্বা শৃণু তান্ গদতো মম॥

পূর্ব্বে পদ্মবনে কতকগুলি হস্তী কয়েক জন মনুষ্যকে পাশহস্তে আসিতে দেখিয়া যাহা কহিয়াছিল, এস্থলে আমি সেই কথার উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ঐ ৬।

নাগ্নির্নান্যানি শস্ত্রাণি ন নঃ পাশা ভয়াবহাঃ।
ঘোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাস্তু জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহাঃ॥

হস্তীরা কহিল দেখ, আমরা অস্ত্র, অগ্নি ও পাশকেও তাদৃশ ভয় করি না, স্বার্থান্ধ জ্ঞাতিবর্গই আমাদের একমাত্র ভয়ের কারণ ॥ ঐ ৮।

উপায়মেতে বক্ষ্যন্তি গ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ।
কৃৎস্নাদ্ভয়াজ্জ্ঞাতিভয়ং সুকষ্টং বিদিতঞ্চ নঃ॥

জ্ঞাতিগণই আমাদের গ্রহণকৌশল অন্যের নিকট উদ্ভাবন করিয়া দেয়, সন্দেহ নাই। অতএব সমস্ত ভয় অপেক্ষা জ্ঞাতিভয়ই নিতান্ত কষ্টদায়ক ॥ ঐ ৯।

বিদ্যতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যতে জ্ঞাতিতো ভয়ম্।
বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে তপঃ॥

ধেনুতে দুগ্ধ, স্ত্রীজাতিতে চাপল্য, ব্রাহ্মণে তপস্যা এবং জ্ঞাতিতে ভয় অবশ্যই বিদ্যমান থাকে ॥ ঐ ১০।

যো হি শত্রুমবজ্ঞায় আত্মানং নাভিরক্ষতি।
অবাপ্নোতি হি সোহনর্থান্ স্থানাচ্চ ব্যবরোপ্যতে॥

যিনি শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া স্বয়ং আত্মরক্ষায় অসাবধান হন, তাঁহার ভাগ্যেই বিপদ এবং তিনি অচিরাৎ পদভ্রষ্ট হইয়া থাকেন ॥

বা-রা ৬।৬৩।২০।

বহূনামপ্যসারাণাং সমুদায়ো হি দারুণঃ।
তৃণৈরাবেষ্টিতা রজ্জুস্তয়া নাগোপি বধ্যতে॥

দেখ, অনেক অসার বস্তুও যদি একত্র মিলিত হয়, তাহা হইলে সেই অসার বস্তুরাশিও দারুণ হইয়া থাকে। তৃণদ্বারা রজ্জু নির্ম্মাণ করিলে সেই রজ্জুও হস্তীকে বন্ধন করিয়া রাখিতে পারে ॥

গ-পু ১।১১৪।৬৭।

সর্ব্বথা সংহতৈরেব দুর্ব্বলৈর্ব্বলবানপি।
অমিত্রঃ শক্যতে হন্তুং মধুহা ভ্রমরৈরিব॥

'যেমন বহুসংখ্যক মধুমক্ষিকা একত্র হইয়া মধুগ্রাহীর প্রাণসংহার করে, তদ্রূপ অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তি সমবেত হইলে বলবান্ শত্রুকে শমন সদনে গমন করিতে হয় ।।

ম-ভা বনপর্ব্ব ৩৩।৭০।

পৃথক্‌চ্ছেদ্যো হি ভবতি সর্ব্বজ্ঞাতি বহিষ্কৃতঃ।
তে জ্ঞাতয়ো বিনিঘ্নন্তি জ্ঞাতয়স্ত্বথ সংকৃতাঃ॥

মনুষ্য জাতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ব্যক্তি পৃথক্‌চ্ছেদ্য হয়, কারণ জ্ঞাতিগণ সকলে মিলিত হইয়া তাহাকে অনায়াসেই নষ্ট করে ।। হি-উ।

সংহতিঃ শ্রেয়সী পুংসাং স্বকুলৈরল্পকৈরপি।
তুষেণাপি পরিত্যক্তা ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ॥

(পক্ষান্তরে) জ্ঞাতিগণ সামান্য লোক হইয়াও যদি সকলে সংমিলিত হয়, তাহা হইলে তাহারা পুরুষের কল্যাণ-দায়ক হইয়া থাকে, তদ্দৃষ্টান্তস্থল এই যে, তণ্ডুল তুষবিহীন হইলে তাহাতে কখন অঙ্কুর হয় না (১)॥ ঐ

(১) মহাত্মা ভীষ্মদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন, "মহারাজ! জ্ঞাতিদিগকে মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। উপরাজা যেমন রাজার সম্পদ্ দর্শনে কাতর হয়, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গও জ্ঞাতির সম্পত্তি দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে। জ্ঞাতি ভিন্ন আর কেহই সরলস্বভাব, বদান্য, সত্যবাদী ও লজ্জাশীল ব্যক্তির বিনাশে সন্তুষ্ট হয় না। আবার জ্ঞাতি না থাকাও নিতান্ত অসুখের বিষয়। জ্ঞাতি বিহীন মনুষ্যের মত অবজ্ঞেয় আর কেহই নাই। শত্রুগণ জ্ঞাতি হীন ব্যক্তিকে অনায়াসে পরাভব করিতে পারে। লোকে যখন অন্যান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তখন জ্ঞাতিই তাহার একমাত্র অবলম্বন হইয়া থাকে। অন্য ব্যক্তি জ্ঞাতির অপমান করিলে জ্ঞাতিরা কদাচ তাহা সহ্য করিতে পারে না। তাহারা সেই জ্ঞাতির অপমান আপনাদের অপমান বলিয়া বোধ করে। জ্ঞাতিগণের গুণ-দোষ উভয়ই লক্ষিত হয়, অতএব মানবগণ বাক্য ও কার্য্যদ্বারা সতত জ্ঞাতিবর্গের সম্মান ও প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। উহাদিগের অপ্রিয় চেষ্টা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। উহাদিগের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস না করিয়া উহাদের সহিত বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তাহার শত্রুগণও সুপ্রসন্ন ও মিত্রস্বরূপ হইয়া উঠে এবং তিনি চিরকাল বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিতে সমর্থ হন" ॥ ম-ভা শান্তিপর্ব্ব ৮০-অ।

বহুশ্রুতঃ স্বল্পভাষী জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানবানপি।
বহুমানোঽপি নির্দম্ভো ধীরো দণ্ডপ্রসাদয়োঃ ॥
স্বয়ং বা চরদৃষ্ট্যা বা প্রজাভাবান্ বিলোকয়েৎ।
এবং স্বজনভৃত্যানাং ভাবান্ পশ্যেন্নরাধিপঃ ॥

রাজা বহুশ্রুত হইয়াও স্বল্পভাষী, জ্ঞানবান্ হইয়াও জিজ্ঞাসু, এবং বহু সম্মানভাজন হইয়াও দম্ভরহিত হইবেন। তিনি দণ্ডপ্রদান কালে বা প্রসন্নতার সময় অধীর হইবেন না। তিনি স্বয়ং বা চারচক্ষুদ্বারা প্রজাবর্গের ভাব অবলোকন করিবেন এবং ভৃত্য ও স্বজনগণের ভাবও প্রত্যক্ষ করিবেন ॥

ম-নি-ত ৮।১২৭-১২৮।

(রাজা আপনার সৈন্যগণকে বিলক্ষণরূপে রণ-কৌশল শিক্ষা করাইবেন)

স্থানীচসঙ্গাদ্বিরতঃ সদা বিদ্বজ্জনপ্রিয়ঃ।
ধীরো বিপত্তৌ দক্ষশ্চ শীলবান্ সম্মিতব্যয়ী ॥
নিপুণো দুর্গসংস্কারে শস্ত্রশিক্ষাবিচক্ষণঃ।
স্বসৈন্যভাবান্বেষী স্যাৎশিক্ষয়েদ্রণকৌশলম্ ॥

রাজাগণ কদাপি নীচ সংসর্গে রত হইবেন না, পরন্তু সর্ব্বদা পণ্ডিত-গণের প্রিয় হইবেন। তাঁহারা বিপৎকালে ধীরপ্রকৃতি, সুশীল, দক্ষ, পরিমিতব্যয়ী এবং দুর্গসং-স্কারে নিপুণ হইবেন। শস্ত্রশিক্ষায় তাঁহাদের বিলক্ষণ বিচক্ষণতা থাকিবে। তাঁহারা নিজ সৈন্যগণের মনের ভাব অনুসন্ধান করিবেন এবং সৈন্যগণকে রণ কৌশল শিক্ষা করা-ইবেন ॥ ম-নি-ত ৮।১২১-১২২।

সুপ্রণীতো বলৌঘো হি কুরুতে কার্য্যমুত্তমম্।
অদক্ষংবলং জড়ং প্রাহুঃ প্রণেতব্যং বিচক্ষণৈঃ ॥

সৈন্যগণ সুশিক্ষিত হইলে উত্তম-রূপে যুদ্ধকার্য্য সমাধা করে, অশি-ক্ষিত সৈন্যেরা অকর্ম্মণ্য হয়, তন্নি-মিত্ত উহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য ॥ ম-ভা সভাপর্ব্ব ২০।১৬।

শৌর্য্যং বৃত্তঞ্চ যোদ্ধৄণাং জ্ঞেয়ংরাজ্ঞা পৃথক্ পৃথক্।
বহুসৈন্যাধিপং নৈকং কুর্য্যাদাত্মহিতে রতঃ ॥

রাজা যোদ্ধাদিগের শূরত্ব ও চরিত্র পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবগত হইবেন। যে রাজা আপনার মঙ্গল কামনা করেন, তিনি কখনই এক ব্যক্তিকে বহু সৈন্যের অধিপতি করিবেন না ॥

ম-নি-ত ৮।১২৫।

(রাজা কোনরূপ বিপদাপন্ন হইলে ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন।)

মনস্তাপং ন কুর্ব্বীত আপদং প্রাপ্য পার্থিবঃ।
সমবুদ্ধিঃ প্রসন্নাত্মা সুখদুঃখে সমোভবেৎ ॥

রাজা কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হইলে কদাচ মনস্তাপ করিবেন না, পরন্তু তিনি সুখদুঃখকে সমান জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্তে থাকি-বেন, ইহাই রাজার উচিত কার্য্য ॥

গ-পু ১।১১১।২৪।

ধীরাঃকষ্টমনুপ্রাপ্য ন ভবন্তি বিষাদিনঃ।
প্রবিশ্য বদনং রাহোঃ কিং নোদেতি পুনঃশশী।

পণ্ডিতগণের ক্লেশ উপস্থিত হইলে তাহাতে তাঁহারা বিষণ্ণ হইবেন না, যেহেতু চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করে বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার কি সেই চন্দ্রের উদয় হয় না? অর্থাৎ সময়ে অবশ্যই সেই বিপদের অবসান হয়॥ গ-পু ১।১১১।২৫।

(বিপদ উপস্থিত হইলে নির্ভয়ে তৎপ্রতীকারার্থ যত্নবান্ হইবেন)

উত্থায়োত্থায় বোদ্ধব্যং মহদ্ভয়মুপস্থিতং।
মরণব্যাধিশোকানাং কিমদ্য নিপতিষ্যতি॥

পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইয়া, অর্থাৎ সতত সাবধানে থাকিয়া উপস্থিত মহাভয় সকলের অনুধাবন করিবেন, যেহেতু মৃত্যু, রোগ ও শোক, ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌টী অদ্য নিপতিত হইবে তাহা জানিতে পারা যায় না॥ হি-উ।

ভীতবৎ সংবিধাতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্।
আগতন্তু ভয়ং দৃষ্ট্বা প্রহর্ত্তব্যমভীতবৎ॥

যদবধি ভয় উপস্থিত না হয়, তদবধি ভয়কে ভয় করিবেন; কিন্তু ভয় আগত হইলে নির্ভয়বৎ প্রহার করিবেন॥ ম-ভা আদিপর্ব্ব ১৪২।৮০।

পরিচ্ছেদোহি পাণ্ডিত্যং যদাপন্না বিপত্তয়ঃ।
অপরিচ্ছেদকর্ত্তৃণাং বিপদঃস্যুঃ পদে পদে॥

বিপদাবস্থায় যে সদসৎ বিবেচনা তাহাই পাণ্ডিত্য, আর অবিবেচক ব্যক্তির পদে পদেই বিপদ॥ হি-উ।

পরাভবং পরিচ্ছেত্তুং যোগ্যাযোগ্যং ন বেত্তি যঃ।
অস্তীহ যস্য বিজ্ঞানং কৃচ্ছ্রেণাপি ন সীদতি॥

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি নাই, সে দুঃখের পরিচ্ছেদ করিতে পারে না; আর যাহার বুদ্ধি আছে, সে অত্যন্ত বিপদে পতিত হইলেও অবসন্ন হয় না॥ ঐ।

(রাজা শত্রুকর্ত্তৃক যুদ্ধে আহূত হইলে সংগ্রামে নিজ রাজ্যের রক্ষা বিধান করিবেন এবং শত্রুরাজার সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে চেষ্টা করিবেন)

সমোত্তমাধমৈ র্রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥

রাজা আপনার সমতুল্য অথবা আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিংবা হীনবল অন্য কোন রাজাকর্ত্তৃক যুদ্ধে আহূত হইলে, তিনি নিজ রাজ্যের প্রজাগণের রক্ষা বিধান করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম (১) স্মরণ করতঃ সংগ্রামে নিবৃত্ত হইবেন না॥ ম-সং ৭।৮৭।

সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিত্বং প্রজানাঞ্চৈব পালনং।
শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞাং শ্রেয়স্করং পরং॥

সংগ্রামে নিবৃত্ত না হওয়া,

(১) শত্রু কর্ত্তৃক সংগ্রামে আহূত হইলেই ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে হইবে। ইহাই ক্ষত্রিয়দিগের সনাতন ধর্ম্ম। যুদ্ধ দ্বারাই ক্ষত্রিয়গণের যশ, ধর্ম্ম ও স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে।

সুচারুরূপে প্রজাপালন করা এবং ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষা করা রাজাদিগের পরম কল্যাণদায়ক হয়॥

ম-সং ৭।৮৮।

যথোদ্ধরতি নির্দাতা কক্ষং ধান্যঞ্চ রক্ষতি।
তথা রক্ষেন্নৃপো রাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপন্থিনঃ॥

যেমন শস্যচ্ছেদক ধান্য রক্ষা করিয়া তৃণকে ছেদন করে, তদ্রূপ রাজা নিজ রাজ্য রক্ষা করিয়া শত্রুকে বিনাশ করিবেন॥ ঐ ১১০।

বলিনা সহ যোদ্ধব্যমিতি নাস্তি নিদর্শনং।
তদ্‌যুদ্ধং হস্তিনা সার্দ্ধং নরাণাং মৃত্যুমাবহেৎ॥

(কিন্তু) বলবানের সহিত দুর্ব্বলের যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য বলিয়া কোন ব্যবস্থাই নাই, অর্থাৎ বলবানের সহিত দুর্ব্বলের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে; কারণ, হস্তীর সহিত মনুষ্যগণের যে যুদ্ধ, তাহা কেবল তাহাদিগের মৃত্যুকেই আবাহন করে॥ হি-উ।

দ্বয়োরেব সমং বিত্তং দ্বয়োরেব সমং বলম্।
তয়োর্ব্বিবাদো মৈত্রী চ ন তু পুষ্টবিপুষ্টয়োঃ॥

যদি উভয়ের ধনসাম্য থাকে, এবং যদি উভয়েই তুল্যবল হয়, তাহা হইলে উভয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া বা মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু প্রবলে ও দুর্ব্বলে বিবাদ বা বন্ধুতা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।১১৫।২১।

সর্ব্ব এব জনঃ শূরো হ্যনাসাদিতবিগ্রহঃ।
অদৃষ্টপরসামর্থ্যঃ সদর্পঃ কো ভবেন্নহি॥

অনুপস্থিত যুদ্ধে সকল লোকই আপনাকে বীর বলিয়া মনে করে, কারণ, পরের শক্তি না দেখিয়া কে গর্ব্বিত না হয়?॥ হি-উ।

সন্ধিমিচ্ছেৎসমেনাপি সন্দিগ্ধো বিজয়ো যুধি।
সুন্দোপসুন্দাবন্যোন্যং নষ্টৌ তুল্যবলৌ ন কিং॥

রাজা আপনার সমতুল্য লোকেরও সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছা করিবেন, কারণ যুদ্ধে বিজয় লাভ সন্দিগ্ধজনক হয়; দেখ, তুল্যবল সুন্দ ও উপসুন্দ পরস্পর বিবাদ করিয়া কি উভয়েই নষ্ট হয় নাই? (১)॥

হি-উ।

(রাজা সামাদি বিবিধ উপায় দ্বারা শত্রুগণকে বশীভূত করিবেন।)

উপায়াঃ সাম দানঞ্চ ভেদোদণ্ডস্তথৈব চ।
সম্যক্ প্রযুক্তাঃ সিদ্ধ্যেয়ুর্দণ্ডস্ত্বগতিকাগতিঃ॥

সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, (২) এই চতুর্ব্বিধ উপায় সম্যক্‌রূপে প্রয়ো-

(১) পূর্ব্বকালে লোকত্রয়বিক্রান্ত সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ভ্রাতা ছিল। তাহারা ব্রহ্মার বর প্রভাবে অন্যের অবধ্য ছিল। ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পর এরূপ সৌহার্দ্দ ছিল, যে তাহারা একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন ও একরাজ্য শাসন করিত। কেবল তিলোত্তমা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কামিনীর নিমিত্ত তাহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল॥

(২) সাম অর্থাৎ শত্রুকে শান্ত করণ, দান অর্থাৎ শত্রুকে ধনাদি দান করণ, ভেদ অর্থাৎ শত্রুর গৃহবিচ্ছেদ করণ এবং দণ্ড অর্থাৎ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করণ॥

জিত হইলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়। কিন্তু উক্ত উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে দণ্ডটী গত্যন্তর অভাব স্থলেই প্রয়োগ করা বিধেয় হয়॥ যা-সং ১।৩৪৫।

সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরথবা পৃথক্।
সাধিতুঃপ্রযতেতারীন্ন যুদ্ধেন কদাচন॥

সাম, দান ও ভেদ, এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা, কিম্বা ইহার প্রত্যেকের দ্বারা শত্রুকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিবেন, কদাচ যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইবেন না॥ হি-উ।

সন্ধিঞ্চ বিগ্রহং যানমাসনং সংশ্রয়ং তথা।
দ্বৈধীভাবং গুণানেতান্ যথাবৎ পরিকল্পয়েৎ॥

রাজা, সন্ধি (ব্যবস্থা করণ), বিগ্রহ (অপকার করণ), যান (শত্রুর প্রতি যুদ্ধ-যাত্রা), আসন (উপেক্ষা করণ), সংশ্রয় (বলবানের আশ্রয় গ্রহণ) ও দ্বৈধীভাব (নিজ বলকে দুই ভাগ করিয়া রাখন), এই সকল গুণ যথোপযুক্ত দেশ ও কালানুসারে কল্পনা করিবেন॥ যা-সং ১।৩৪৬।

উপায়ৈঃ সাধয়েৎ কার্য্যং যুদ্ধং সন্ধিঞ্চ শত্রুভিঃ।
উপায়ানুগতাঃ সর্ব্বা জয়ক্ষেমবিভূতয়ঃ॥

রাজা উপায় অর্থাৎ কৌশল দ্বারা কার্য্য সাধন করিবেন এবং উপায় দ্বারা শত্রুগণের সহিত সন্ধি ও বিগ্রহ করিবেন। উপায়দ্বারা যে সকল কার্য্য করা হয়, তাহাতেই জয়, ঐশ্বর্য্য ও মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে॥ ম-নি-ত ৮।১২০।

উপায়েন হি যচ্ছক্যং ন তচ্ছক্যং পরাক্রমৈঃ।
শৃগালেন হতো হস্তী গচ্ছতা পঙ্কবর্ত্মনা॥

উপায়ের দ্বারা যে কার্য্য সাধন হইতে পারে, তাহা পরাক্রমের দ্বারা হইতে পারে না, যেমন শৃগাল কর্ত্তৃক হস্তী পঙ্কপূর্ণ পথে আনিত হইয়া হত হইয়াছিল (১)॥ হি-উ।

---

(১) পূর্ব্বকালে এক অরণ্য মধ্যে এক মহাবল শালী প্রকাণ্ড হস্তী বাস করিত। এক দিবস সেই অরণ্যবাসী শৃগালগণ তাহাকে দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, যদি কোন উপায়ে আমরা এই হস্তীকে বিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলে ইহার গাত্রমাংসে আমাদিগের চারি মাসের আহারের সংস্থান হইতে পারে। তাহাতে একটী বৃদ্ধ জম্বুক প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিল যে, আমি বুদ্ধি প্রভাবে ইহার মরণ সাধন করিব। পরে ঐ শৃগাল ধীরে ধীরে সেই হস্তীর নিকট গমন করিয়া কপট ভক্তি পূর্ব্বক তাহার সমীপে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "মহারাজ! সুপ্রসন্ন হউন," হস্তী কহিল "তুমি কে, কোথা হইতে আসিতেছ"? শৃগাল বলিল, "সমস্ত বনবাসী পশুগণ মিলিত হইয়া যুক্তি পূর্ব্বক আমাকে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন যে, যেহেতু রাজা অভাবে এই ভীষণ বন মধ্যে নিরুদ্বেগে আমাদিগের বাস করা অতি সুকঠিন হইয়াছে, এবং যেহেতু আপনাতেই সমুদায় রাজলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে, এই নিমিত্ত তাঁহারা আপনাকেই এই বনরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত হওনের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। অতএব মহারাজ! শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন, কাল বিলম্ব করিবেন না; এই শুভলগ্নে আপনি আমার সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করুন"। তখন সেই হস্তী হঠাৎ রাজা হওনের আশা প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি

উপায়েন হি যচ্ছক্যং ন তচ্ছক্যং পরাক্রমৈঃ।
কাক্যা কনকসূত্রেণ কৃষ্ণসর্পো নিপাতিতঃ॥

অপিচ, উপায়ের দ্বারা যাহা করা যায়,তাহা পরাক্রমের দ্বারা হয় না, যেমন এক কাকী কনকসূত্রের দ্বারা কৃষ্ণসর্পকে নিপাতিত করিয়াছিল (১)॥ হি-উ।

স্বল্পেনাপি বলেন শত্রুন্ কার্য্যমায়াতি বুদ্ধিমান্।
যথা বৃদ্ধেন সর্পেণ মণ্ডুকা বিনিপাতিতাঃ॥

বুদ্ধিমান্ লোক স্বকার্য্য সাধনার্থ

আহ্লাদিত হইল এবং শৃগালের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া তাহার কথায় বিশ্বাস করতঃঅষ্টান্তঃকরণে তাহার প্রদর্শিত এক পঙ্কপূর্ণ পথ দিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। সে কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই ক্রমে ক্রমে বৃহৎ পঙ্কে পতিত হইল এবং তাহা হইতে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া ছটফট্ করিয়া কাতর স্বরে চিৎকার করিতে করিতে সেই স্থানেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অতএব কৌশলের দ্বারা যেমন কার্য্যসিদ্ধি হয়, পরাক্রমের দ্বারা তেমন হয় না॥

(১) কোন সরোবরের তীরস্থিত এক বৃক্ষের উপরে একটা কাক ও একটা কাকী বাস করিত। তাহাদিগের যে সকল সন্তান জন্মিয়াছিল,সেই বৃক্ষের কোটরস্থিত এক কৃষ্ণসর্প ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায়কেই আহার করিল। কাকী পুনর্ব্বার গর্ভিনী হইলে পরে, এক দিবস সে তাহার পূর্ব্ব সন্তানগুলিকে স্মরণ করিয়া তাহাদিগের জন্য বিলাপ করিতে করিতে কাককে কহিল,হে স্বামিন্! এই বৃক্ষকোটরস্থিত কৃষ্ণসর্প আমাদিগের সন্তানগুলিকে ভক্ষণ করিয়াছে; যত দিন সেই সর্প এই বৃক্ষকোটরে অবস্থিতি করিবে, তত দিন আমাদিগের কোন মঙ্গল নাই। অতএব চল আমরা এই বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করি। কাক বলিল, হে প্রিয়ে! তুমি ভয় করিও না, আমি উহার অনেক অপরাধ সহ্য করিয়াছি, আর উহাকে ক্ষমা করা উচিত নহে। কাকী কহিল, তুমি নিজে দুর্ব্বল হইয়া কি প্রকারে ঐ বলবান্ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে? কাক হাস্য করিয়া কহিল, প্রিয়ে! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্ব্বুদ্ধেস্তু কুতো বলং। পশ্য সিংহো মদোন্মত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ"। অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি আছে সেই বলবান্, অবোধের বল কোথা? দেখ, শশক কর্ত্তৃক মদোন্মত্ত সিংহ বিনষ্ট হইয়াছিল। কাকী জিজ্ঞাসা করিল, সে কি প্রকার? কাক কহিল, তবে শ্রবণ কর। কোন বনমধ্যে এক মহা বলবান্ সিংহ বাস করিত। সে প্রত্যহ অজস্র অসংখ্য পশুগণকে নিরর্থক বধ করিত। তদ্দর্শনে বনবাসী পশুরা এক দিন সকলে মিলিত হইয়া সিংহের নিকট গমন পূর্ব্বক অতি নম্রতা সহকারে তাহাকে নিবেদন করিল, হে পশুরাজ! আপনি কি কারণে এই অরণ্যবাসী সমস্ত পশুকে এককালেই সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন? যদি আমাদিগের প্রতি আপনার অনুগ্রহ হয়, তাহা হইলে আমরাই আপনার আহারের নিমিত্ত প্রত্যহ এক একটী পশু উপহার দেই। সিংহ বলিল, যদি তোমাদিগের ইহা শ্রেয়স্কর বিবেচনা হয়, তবে তাহাই হউক। অনন্তর সেই দিন অবধি ঐ সিংহ আহারার্থ প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে এক একটী পশু উপঢৌকন স্বরূপ প্রাপ্ত হইত। কিছু দিন পরে এক বৃদ্ধ শশকের পালা উপস্থিত হইল। শশক আপনার জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃদুমন্দ গতিতে সিংহ সমীপে সমাগত হইতে নিয়মিত কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। তাহাতে সিংহ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শশককে দেখিবামাত্র প্রজ্বলিত ক্রোধ ভরে তাহাকে কহিল, অরে শশক! তুই কি নিমিত্ত এত বিলম্ব করিয়া আসিতেছিস্? শশক উত্তর করিল, মহারাজ! আমার কোন অপরাধ নাই, আমার এখানে আগমনকালে পথমধ্যে আমি অন্য এক সিংহ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলাম। আমি তাহার নিকট পুনরাগমনের প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রভুকে নিবেদন করিবার নিমিত্ত এখানে আসিলাম। তখন সেই সিংহ ঐ বন মধ্যে অপর এক সিংহের আগমনের কথা শ্রবণমাত্র ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া শশককে কহিল,সে দুরাত্মা কোথায় থাকে? আমাকে শীঘ্র তাহার নিকট লইয়া চল, আমি এখনই তাহার প্রাণ সংহার করিব; অথবা তাহাকে বধ না

শত্রুকে স্কন্ধে করিয়া বহন করে, যেমন এক বৃদ্ধ সর্প মণ্ডূকদিগকে নিপাত করিয়াছিল (১) ॥

হি-উ।

করিয়া জলগ্রহণ করিব না। শশক এই কথা শুনিয়া অবিলম্বে তাহাকে আপনার সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া এক গভীর জলপূর্ণ কূপ দেখাইয়া কহিল, প্রভু দেখুন! সেই পাপাত্মা এই কূপের ভিতরে অবস্থিতি করিতেছে। তখন সিংহ ঐ কূপমধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে কূপজলে পতিত নিজ প্রতিবিম্বকেই অপর সিংহ জ্ঞান করিয়া তাহাকে ঝটিতি ধৃত করণার্থ ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবরে ঘোরতর গর্জন করিতে করিতে কূপমধ্যে ঝম্প প্রদান করিল এবং তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অতএব হে প্রিয়ে! যাহার বুদ্ধি তাহারই বল, নির্ব্বুদ্ধির বল কোথা? তখন কাকী এই কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, নাথ! এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি তাহা বল। কাক কহিল, দেখ এক রাজপুত্র প্রত্যহ এই নিকটবর্ত্তী সরোবরে স্নানার্থ আগমন করিয়া থাকেন। তিনি যখন আপনার গাত্র হইতে স্বর্ণসূত্র উন্মোচন করতঃ তীরস্থিত এক প্রস্তরোপরি স্থাপন করিয়া জলে নামিয়া অবগাহন করিতে থাকিবেন, তুমি সেই সুযোগে তাঁহার স্বর্ণসূত্র চঞ্চুদ্বারা অপহরণ করিয়া এই বৃক্ষ কোটরে রাখিয়া আসিবে। তদনন্তর একদিন সেই রাজকুমার স্নান করিবার নিমিত্ত স্বর্ণসূত্র তীরে রাখিয়া জলে নামিতেছেন, ইত্যবসরে কাকী সেই স্বর্ণসূত্রটী পূর্ব্বোক্তরূপে অপহরণ পূর্ব্বক বৃক্ষ কোটরে নিক্ষেপ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। পরে রাজপুরুষেরা স্বর্ণসূত্রের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই বৃক্ষ কোটরে কালসর্পের সম্মুখে স্বর্ণসূত্রটী পতিত রহিয়াছে দেখিয়া অবিলম্বে অস্ত্রাঘাতে সর্পকে বিনাশ করিয়া স্বর্ণসূত্র উদ্ধার করতঃ রাজপুত্রের হস্তে পুনরর্পণ করিল। অতএব উপায়ের দ্বারা যাহা করা যায়, তাহা পরাক্রমের দ্বারা হয় না।

(১) এক অরণ্যমধ্যে এক সর্প বাস করিত। সে অত্যন্ত বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত আপনার আহার অন্বেষণ করিতেও অসমর্থ বিধায় ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়া এক পুষ্করিণীর তীরে পড়িয়া থাকিত। এক দিবস কোন মণ্ডূক অনতিদূর হইতে তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওহে সর্প! তুমি কেন আহার অন্বেষণ কর না? সর্প কহিল, হে ভদ্র! আমার কথা জিজ্ঞাসা করিও না, আমি অতি অধম, আমার তুল্য মন্দভাগ্য কেহই নাই। ভেক বলিল, হে মিত্র। তোমার দুঃখের বিষয় কি, তাহা শুনিতে আমি বড় উৎসুক হইয়াছি, অতএব তুমি তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। ভুজঙ্গ কহিল, হে ভদ্র! আমি এক দিন স্বজাতীয় খলস্বভাবহেতু দুর্দ্দৈব বশতঃ এক ব্রাহ্মণের বিংশতি বর্ষ বয়স্ক অশেষ গুণালঙ্কৃত পুত্রকে দংশন করিয়াছিলাম। তাহাতে সেই পুত্রের মৃত্যু হইলে, সেই ব্রাহ্মণ পুত্রশোকে সাতিশয় কাতর হইয়া ক্রোধভরে আমাকে এই বলিয়া অভিশপ্ত করিলেন যে, আজি অবধি তুমি ভেকদিগের বাহন হইবে। অতএব ব্রাহ্মণের অভিশাপ প্রযুক্ত মণ্ডূকদিগকে বহন করণার্থ আমি এইস্থানে অবস্থিতি করিতেছি। তখন সেই ভেক মণ্ডূকরাজের নিকট ত্বরায় গমন করিয়া সর্পের বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। মণ্ডূকনাথ ইহা শ্রবণ মাত্র অতীব হর্ষযুক্ত হইয়া লম্ফপ্রদান করিতে করিতে সেই সর্পের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিল। তখন ঐ সর্প ভেকরাজকে পৃষ্ঠে করিয়া বিচিত্র গতিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। পর দিবস সর্পকে চলিতে অশক্ত দেখিয়া মণ্ডূকস্বামী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে সর্প! অদ্য কেন তুমি গমনে অসমর্থ হইয়াছ? সর্প বলিল, মহারাজ! আমি অনাহারপ্রযুক্ত চলিতে অসমর্থ হইয়াছি। ভেকরাজ কহি-

একদা ন বিগৃহ্নীয়াৎ বহূন্ রাজাভিঘাতিনঃ।
সদর্পোঽপ্যুরগঃ কীটৈর্বহুভির্নশ্যতি ধ্রুবং ॥

রাজা এককালে অনেক শত্রুর সহিত সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হইবেন না, কেন না বলবান্ সর্পও বহুসংখ্যক কীট কর্ত্তৃক অবশ্যই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥

হি-উ।

উপকারগৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্ধরেৎ।
পাদলগ্নংকরস্থেন কণ্টকেনৈব কণ্টকং॥

আপনার উপকারার্থ একজন শত্রুকে হস্তগত করিয়া তাহার সাহায্যে অন্য শত্রু হইতে উদ্ধার হইবেন, যেমন কর দ্বারা কণ্টক ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা পাদবিদ্ধ কণ্টককে উদ্ধার করা যায়॥

গ-পু ১।১১০।২২।

(রাজা শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়াও নিশ্চিন্তভাবে থাকিবেন না)

বৈরিণা সহ সন্ধায় বিশ্বস্তো যদি তিষ্ঠতি।
সবৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্তোহি পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে॥

যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া বিশ্বস্ত ভাবে থাকে, সেই-ব্যক্তি বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্ত হইয়া পতনের পর প্রবোধিত হয় (১)॥

গ-পু ১।১১১।৪১।

নোপেক্ষিতব্যো দুর্বুদ্ধিঃ শত্রুরল্পোপ্যবজ্ঞয়া।
বহ্নিরল্পোপ্যসংপ্রাপ্তঃ কুরুতে ভস্মসাজ্জগৎ॥

দুষ্টাশয় অল্প শত্রুকেও বিশ্বাস করিবেন না, যেহেতু অল্পমাত্র অগ্নিও জগৎ ভস্মীভূত করিতে পারে॥

ঐ ৭৩।

শত্রোরপত্যানি প্রিয়ম্বদানি
নাপেক্ষিতব্যানি বুধৈর্মনুষ্যৈঃ।
তান্যেব কালেষু বিপৎকরাণি
বিষস্য পাত্রাণ্যপি দারুণানি॥

শত্রুব্যক্তির সন্তানগণ প্রিয়বাক্য বলিলেও তাহাদিগের সেই প্রিয়বাক্য পরিত্যাগ করিবেন এবং তাহাদিগকে কখন বিশ্বাস করিবেন না। কারণ তাহারা সময় পাইলে অবশ্যই বিপৎপাতের চেষ্টা করে। যেমন বিষের পাত্রও অনিষ্টকর হয়, সেইরূপ শত্রুর

লেন, আবার আজ্ঞায় তুমি মণ্ডূক ভোজন কর। রাজাব এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্র ভুজঙ্গ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া তথাকার মণ্ডূকদিগকে আহার করিতে লাগিল। তদনন্তর সেই জলাশয় নির্মণ্ডূক হইয়াছে দেখিয়া অবশেষে মণ্ডূক রাজকেও আহার করিল। অতএব বুদ্ধিমান লোক স্বকার্য্য সাধনার্থ শত্রুকেও স্কন্ধে করিয়া বহন করে। ফলতঃ একমাত্র বুদ্ধিই জয়লাভের মূল কারণ। কার্য্যসাধন বিষয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বাহু মধ্যম ও পাদচার প্রভৃতি অধম উপায় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। জিতেন্দ্রিয় কার্য্যদক্ষ পুরুষেরাই রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন। মহাত্মা মনুর মতে গূঢ় মন্ত্রণা শ্রবণনিরত সহায়সম্পন্ন ব্যক্তিরা বুদ্ধিবলেই জয়লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, ইহলোকে তাঁহাদিগেরই কার্য্য লাভ হয়। যাহাদিগের বুদ্ধিবল থাকে, তাহাদিগকেই যথার্থ বলবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কেবল শারীরিক বলসম্পন্ন ব্যক্তিরা কখন বলবান্ বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না।

(১) শত্রুকে কোন কালেই বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে থাকা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। স্নেহ, প্রসাদ, ধন ও ভোজন দানদ্বারা প্রতিদিন পরিপালন করিলেও শত্রু কখন বশীভূত হয় না; প্রত্যুত, সময় পাইলেই, দয়া মমতা পরিহার পূর্ব্বক আপনার ধর্ম্ম অবলম্বন করে। বিপৎকাল উপস্থিত হইলে, খল যে হস্তে স্বামীর পদধূলি অপসারণ করে, সম্পদ প্রাপ্ত হইলে সেই হস্তেই তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া থাকে। ফলতঃ বৈরী বশীভূত হইলেও, তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিবে না।

সন্তানও অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে ॥ গ-পু ১।১১০।২১।

(প্রবল শত্রু বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে দমন করিতে চেষ্টা করিবেন)

যথাময়োঙ্গে সমুপেক্ষিতো নৃভি-
নশক্যতে রূঢ়পদশ্চিকিৎসিতুং।
যথেন্দ্রিয়গ্রাম উপেক্ষিতস্তথা
রিপুর্মহান্ বদ্ধবলো ন চাল্যতে ॥

যেরূপ দেহজাত রোগ রোগী কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া বদ্ধমূল হইলে তাহার চিকিৎসা করা যায় না এবং যেরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ উপেক্ষিত হইলে আর তাহাদিগকে চালন করা যায় না, সেইরূপ প্রবল শত্রু বদ্ধমূল হইলে তাহাকে সমুলোৎপাটন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে ॥

ভা-পু ১০।৪।২৪।

(রাজা উপযুক্ত কাল ও ফলাফল বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন)

মিত্রামাত্যসুহৃদ্বর্গা যদা স্যুর্দৃঢ়ভক্তয়ঃ।
শত্রূণাং বিপরীতাশ্চ কর্ত্তব্যা বিগ্রহস্তদা ॥

যখন মিত্র, অমাত্য ও সুহৃদ্বর্গ অত্যন্ত অনুরক্ত থাকে এবং শত্রু পক্ষে তদ্বিপরীত ভাব প্রকাশ হয়, সেই কালেই যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হওয়া কর্ত্তব্য ॥ হি-উ।

স মূর্খঃ কালমপ্রাপ্য যোঽপকর্ত্তরি বর্ত্ততে।
কলির্বলবতা সার্দ্ধং কীটপক্ষোদ্গমো যথা ॥

উপযুক্ত কাল প্রাপ্ত না হইয়া যে ব্যক্তি বলবান্ অপকারকের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হয়, সে নিতান্ত মুর্খ; যেহেতু বলবানের সহিত দুর্ব্বলের কলহ পিপীলিকাদি কীটের পক্ষোদ্গমের ন্যায় কেবল তাহার মরণান্তকর হয় ॥ হি-উ।

দেশকালেন সংযুক্তং যুদ্ধং বিজয়দং ভবেৎ।
হীনকালং তদেবেহ ফলদং ন ভবত্যুত ॥

উপযুক্ত দেশ কাল পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ করিলে জয় লাভ হয়; কিন্তু অযোগ্য দেশে বা অকালে সংগ্রাম করিলে কখন ফল লাভ হয় না ॥ ম-ভা বিরাট পর্ব্ব ৪৮।৩।

কালে সিংহঃ শৃগালঞ্চ শৃগালঃ সিংহ মেবচ।
কালে ব্যাঘ্রং হন্তি মৃগো গজেন্দ্রং হরিণ স্তথা।
মহিষং মক্ষিকা কালে গরুড়ঞ্চ তথোরগঃ ॥

সময়ে সিংহ শৃগালকে এবং শৃগাল সিংহকে নিহত করে। কাল উপস্থিত হইলে মৃগ ব্যাঘ্র ও গজেন্দ্রকে, মক্ষিকা মহিষকে এবং সর্প গরুড়কে বিনাশ করে ॥

ব্র-বৈ-পু ৩।৪০।৪৩।

কৌর্ম্মং সঙ্কোচমাস্থায় প্রহারমপি মর্ষয়েৎ।
প্রাপ্তকালে তু নীতিজ্ঞ উত্তিষ্ঠেৎ ক্রূর সর্পবৎ ॥

নীতিজ্ঞ লোক কচ্ছপের ন্যায় আপনার শরীরকে সঙ্কুচিত করিয়া প্রহারও সহ্য করিবেন, পরে কাল প্রাপ্ত হইলে ক্রূর সর্পের ন্যায় উত্থিত হইবেন ॥ হি-উ।

অযুদ্ধে হি যদা পশ্যেন্নকিঞ্চিদ্ধিতমাত্মনঃ।
যুধ্যমান স্তদা প্রাজ্ঞো ম্রিয়তে রিপুণা সহ॥

যৎকালে যুদ্ধ না করিলে আপনার মঙ্গল দেখিতে না পাওয়া যায়, সেই কালেই জ্ঞানীলোক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন॥ হি-উ।

যত্রাযুদ্ধে ধ্রুবোমৃত্যু র্যুদ্ধে জীবিতসংশয়ঃ।
তৎকালমেকং যুদ্ধস্য প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

যৎকালে যুদ্ধ না করিলে মৃত্যু নিশ্চয় ও যুদ্ধ করিলে জীবন সংশয় বিবেচনা হয়, পণ্ডিতেরা সেই কালকেই যুদ্ধের কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥ ঐ।

ভূমির্মিত্রং হিরণ্যঞ্চ বিগ্রহস্য ফলং ত্রয়ং।
যদৈতন্নিশ্চিতং ভাবি কর্ত্তব্যো বিগ্রহস্তদা॥

ভূমি, মিত্র ও হিরণ্য এই তিনটী বিগ্রহের ফল, যখন তাহা নিশ্চিত হয়, তখনই বিগ্রহে প্রবর্ত্ত হওয়া কর্ত্তব্য॥ ঐ।

(যুদ্ধকালে রাজা আপনার সেনাগণকে অগ্রতঃ করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন)

পুরস্কৃত্য বলং রাজা যোধয়েদবলোকয়ন্।
স্বামিনাধিষ্ঠিতঃ শ্বাপি কিংন সিংহায়তেধ্রুবং॥

রাজা আপনার সৈন্যগণকে পুরস্কৃত করিয়া যুদ্ধ করিবেন, যেহেতু স্বাম্যাধিষ্ঠিত কুক্কুরও কি সিংহ তুল্য স্থিরতা প্রকাশ করে না?॥ ঐ।

কর্ষিতং ব্যাধিতং ক্লিন্নমপানীয়মঘাসকম্।
পরিবিশ্বস্তমন্দঞ্চ প্রহর্ত্তব্যমরেবলম্॥

শত্রুসৈন্য কর্ষিত, ব্যাধিত, ক্লিন্ন, অন্নপানবিবর্জ্জিত, বিশ্বস্ত ও মন্দ হইলেও তাহাদিগকে প্রহার করিবেন॥ ম-ভা আদিপর্ব্ব ১৪২।৭৬।

(রণস্থলে যোদ্ধাদিগের মৃত্যুভয় পরিহার করা বিধেয়)

আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তোমহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গংযান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥

রাজারা যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া পরস্পরের হননেচ্ছায় যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলে রাজ্যাদি দৃষ্ট ফল লাভ করেন, আর মৃত হইলে স্বর্গে গমন করেন॥ ম-সং ৭।৮৯।

যত্র যত্র হতঃ শূরঃ শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ যদি ক্লীবং ন ভাষতে॥

বীরপুরুষ যদি শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এবং যদি সে সময় কাতরোক্তি প্রয়োগ না করেন, তাহা হইলে তিনি অক্ষয় পুণ্যলোকে গমন করেন॥ প-সং ৩।৩৮।

জীবতো রাজ্যভোগঃ স্যাৎমৃতঃ স্বর্গে প্রমোদতে।
যুদ্ধে জয়ো বা মৃত্যুর্ব্বা ক্ষত্রিয়াণাং সুখাবহঃ॥

জীবিত থাকিয়া রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিলে অখণ্ড রাজ্যভোগ লাভ হয় এবং যুদ্ধে মৃত্যু

হইলে স্বর্গে আনন্দ সন্দোহ সম্ভোগ করিতে পারা যায়, অতএব ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে যুদ্ধে জয়ই হউক্ বা মৃত্যুই হউক উভয়ই পরম সুখাবহ॥

কল্কী-পু ৩।৮।৭।

জিতেন লভতে লক্ষ্মীং মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাং।
ক্ষণবিধ্বংসিকেহস্মিন্ কা চিন্তা মরণে রণে॥

জয় হইলে লক্ষ্মী লাভ হয় এবং মৃত্যু হইলে সুরাঙ্গনা লাভ হয়; কিন্তু দেহ ক্ষণবিধ্বংসী, অতএব মরণে ও রণে চিন্তা কি?॥

প-সং ৩।৩৯।

ন সমুদ্রে চ ম্রিয়তে নাগ্নিরাশৌ বিষানলে।
ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেণ আয়ুর্মর্ম্মাণি রক্ষতি॥

সমুদ্রে, অগ্নিরাশিতে, বিষাগ্নিতে, অস্ত্রে ও শস্ত্রেও কাহার মৃত্যু হয় না, যেহেতু আয়ুঃই মর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকে॥ না-প ১।৩।১৯।

নাপ্রাপ্তকালো ম্রিয়তে বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
তৃণাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥

সময় না হইলে সহস্র শরে বিদ্ধ হইলেও কাহারও মৃত্যু ঘটে না; কিন্তু কাল উপস্থিত হইলে তৃণাগ্রভাগেও স্পৃষ্ট হইয়া মানব লীলা সংবরণ করে॥ ঐ ২০।

যস্মাচ্চ যস্য নির্ব্বাণং বিধাত্রা লিখিতং পুরা।
তস্যৈব নিকটং গত্বা ম্রিয়েতঃ কেন বার্য্যতে॥

বিধাতা যাহার হস্তে যাহার মৃত্যু লিখিয়াছেন, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইবার নহে, সে ঘটনা অবশ্যই হইবে, কেহ তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না॥

ব্র-বৈ-পু ৪।১১৫।৩৬।

সংগ্রামে কাতরো যো হি নিষ্ফলং তস্য জীবনং
জয়াজয়ৌ চ সমরে মৃতঃ স্বর্গঞ্চ গচ্ছতি॥

যে ব্যক্তি সংগ্রামের নাম শ্রবণে শঙ্কিত হয়, তাহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। জয় ও পরাজয় সমরের নির্দ্দিষ্ট ফল। বিশেষতঃ রণমৃত্যু স্বর্গের সোপান॥ ঐ ৩৭।

জাতস্য মৃত্যু ধ্রুব এব সর্ব্বতঃ
প্রতিক্রিয়া যস্য ন চেহক্লৃপ্তা।
লোকো যশশ্চাথ ততো যদিহ্যমুং
কো নামমৃত্যুং ন বৃণীতযুক্তং॥

যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, যে স্থানেই হউক, মৃত্যু তাহার নিশ্চিতই আছে। এই সংসারে মৃত্যুর কোন প্রতিক্রিয়াও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। মৃত্যু দ্বারা যদি স্বর্গ ও যশ লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি "আমার মৃত্যু উপযুক্তই হইল" এই বলিয়া ঐ মৃত্যুকে আলিঙ্গন না করেন?॥

ভা-পু ৬।১০।২৫।

দ্বৌ সম্মতাবিহমৃত্যু দুরাপৌ
যদ্ ব্রহ্ম সন্ধারণ যাজিতাসুঃ।

কলেবরং যোগরতো বিজহ্যাদ্
যদগ্রণীর্বীরশয়েঽনিবৃত্তঃ॥

এই সংসারে দুই প্রকার মৃত্যু শাস্ত্রসম্মত ও দুর্লভ। সে দুই প্রকার মৃত্যু এই,-ব্রহ্মচিন্তা করিয়া প্রাণ জয় করতঃ যোগে রত হইয়া দেহ ত্যাগ করা এক প্রকার, আর রণভূমি হইতে নিবৃত্ত না হইয়া সেনানায়কের কলেবর বিসর্জ্জন করা দ্বিতীয় প্রকার॥

ভা-পু ৬।১০।২৬।

ন বিভেতি রণাদ্যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥

(অতএব) যে ব্যক্তি রণে ভীত হয় না ও সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হয় না এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মযুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তিই পুণ্যফলে ত্রিভুবন জয় করে॥ কা-ত ৯।৫৪।

যস্য চ্ছেদক্ষতং গাত্রং শরশক্ত্যৃষ্টিমুদ্গরৈঃ।
দেবকন্যাস্তু তং বীরং গায়ন্তি রময়ন্তি চ॥

সংগ্রামে যাঁহার শরীর শর, শক্তি, ঋষ্টি ও মুদ্গরাদি দ্বারা ছেদিত ও ক্ষতবিক্ষত হয়, দেবকন্যারা তাঁহাতে রত হন এবং তাঁহার যশোগান করিতে থাকেন॥

প-সং ৩।৪১।

বরাঙ্গনাসহস্রাণি শূরমায়োধনে হতং।
নাগকন্যাশ্চ ধাবন্তি মম ভর্ত্তা ভবেদিতি॥

যে বীর সংগ্রাম স্থলে নিহত হন, তাঁহার অনুসরণার্থ সহস্র সহস্র দেবকন্যা ও নাগকন্যা ধাবমান হয় এবং সকলেই প্রার্থনা করে যে, ইনি আমার স্বামী হউন॥

প-সং ৩।৪২।

ললাটদেশাদ্রুধিরং হি যস্য
তপ্তস্য জন্তোঃ প্রবিশেচ্চ বক্ত্রে।
তৎ সোমপানেন হি তস্য তুল্যং
সংগ্রামযজ্ঞে বিধিবচ্চ দৃষ্টম্॥

যে বীরপুরুষ শত্রুবাণে পরিতপ্ত হইবেন এবং যাঁহার ললাটনিঃসৃত রুধিরধারা মুখবিবরে প্রবেশ করিবে, সংগ্রাম যজ্ঞে যথাবিধানে তাঁহার সোমরস পানের তুল্য ফল দৃষ্ট হইবে॥ ঐ ৪৩।

(ন্যায়যুদ্ধে নিহত বীর পুরুষেরাই স্বর্গে গমন করেন)

যং যজ্ঞসংঘৈস্তপসা চ বিদ্যয়া
স্বর্গৈষিণো যান্ত্রি যথৈব বিপ্রাঃ।
তথৈব যান্ত্যেব হি তত্র বীরাঃ
প্রাণান্ সুযুদ্ধেন পরিত্যজন্তঃ॥

স্বর্গপ্রার্থী ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞসমূহ দ্বারা, তপস্যা দ্বারা ও বিদ্যা দ্বারা যে সকল লোকে গমন করেন, ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত বীর পুরুষেরাও সেই সকল লোকে গমন করিয়া থাকেন(১)॥ ঐ ৪৫।

(১) যোদ্ধগণ রণস্থলে নিহত হইলেই যে স্বর্গপ্রাপ্ত হয়, ইহা কেবল প্রবাদমাত্র। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে কথিত আছে যে,—"যে সকল ভটগণ শৌর্য্য-এশ্বর্য্য-সিক্ত স্বজনবধকারী অমাত্যুদ্ধীন

মায়া হি বহবঃ সন্তি শাস্ত্রমাশ্রিত্য চিন্তিতাঃ।
তেষাং যুদ্ধস্তু পাপিষ্ঠং বেদয়ন্তি পুরাবিদঃ॥

শাস্ত্রে বহুবিধ মায়াযুদ্ধ উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পণ্ডিতগণ ঐ সমুদায় সংগ্রামকে পাপযুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন॥

ম-ভা বিরাট পর্ব্ব ৪৮।২।

য আহবেষু বধ্যন্তে ভূম্যর্থমপরাঙ্মুখাঃ।
অকূটৈরায়ুধৈর্যান্তি তে স্বর্গং যোগিনো যথা॥

যাঁহারা ভূমির জন্য যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা যদি কূটযুদ্ধ বা কূটাস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা যুদ্ধ না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যোগীগণের তুল্য স্বর্গে গমন করেন॥ যা-সং ১।৩২৩।

তবাহং বাদিনং ক্লীবং নিহেতিং পরসঙ্গতং।
ন হন্যাদ্বিনিবৃত্তঞ্চ যুদ্ধপ্রেক্ষণকাদিকং॥

"আমি তোমার" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শরণাগত, ক্লীব, নিরস্ত্র, অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, যুদ্ধ দর্শক, অশ্ব, সারথি প্রভৃতিকে কদাচ বধ করিবেন না(১)॥ যা-সং ১।৩২৫।

নহি ভীতবধঃ শ্লাঘ্যো ন স্বর্গঃ শূরমানিনাং।

যাঁহারা আপনাদিগকে বীর বলিয়া অভিমান করেন, ভীত ব্যক্তিকে সংহার করিয়া তাঁহারা প্রশংসা বা স্বর্গ উপার্জ্জন করিতে পারেন না॥

ভা-পু ৬।১১।৪ শ্লোকার্দ্ধ।

পদানি ক্রতুতুল্যানি ভগ্নেষবিনিবর্ত্তিনাং।
রাজ্ঞা সুকৃতমাদত্তে হতানাং বিপলায়িনাং॥

স্ববল ভগ্ন ও পলায়নপর হই-

প্রভুকে রক্ষা করণার্থ যুদ্ধে মৃত বা জয়ী হয়, তাহারাই শূর ও সুরলোকের উপযুক্ত; আর যাহারা শাস্ত্রবিরুদ্ধাচারী প্রভুর রক্ষণার্থ স্বদেহ পণ করিয়া যুদ্ধ করতঃ রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহারা স্বর্গের অনুপযুক্ত ও অক্ষয় নিরয় প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করেন, তাঁহাদিগকে ভক্তশূর কহে। যাঁহারা গো, ব্রাহ্মণ, মিত্র, সাধু ও শরণাগতগণের রক্ষার্থ যত্নসহকারে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারাই স্বর্গের ভূষণস্বরূপ। যাঁহারা স্বদেশ পরিপালনে নিরত হন এবং প্রভুর বা রাজার রক্ষণার্থ যুদ্ধ করেন, তাঁহারাই বীর ও বীরলোকের উপযুক্ত। যাহারা প্রজার উপদ্রবকারী প্রভু বা রাজার নিমিত্ত যুদ্ধ করে, তাহারা নরকগামী হয়। ফলতঃ যোধগণ ধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট হইলেই স্বর্গে গমন করে, আর অধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগী যোধগণের পরলোক ভয়াবহ হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই স্বর্গের ভূষণস্বরূপ শূরপদে অভিহিত হন এবং ইহাই শাস্ত্রসম্মত। যাঁহারা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের রক্ষার্থ খড়্গধারা সহ্য করেন, তাঁহারাই প্রকৃত শূর এবং তাঁহারাই স্বর্গের উপযুক্ত পাত্র, সময় সময়ে তাঁহাদিগের নিমিত্তই সুরাঙ্গনাগণ "আমি এই মহাবল শূরগণের দয়িতা হইব" এই প্রকার আশয়ে উৎকণ্ঠিতচিত্তে শূন্যে অবস্থান করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের নিমিত্তই বিদ্যাধরীগণ সুমধুর মন্থর সঙ্গীত এবং তাঁহাদিগের নিমিত্তই কুলকামিনীগণ ব্যগ্রতাসহকারে স্ব স্ব কবরীতে সুন্দর মন্দরমাল্য বেষ্টন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নিমিত্তই শূর ও সিদ্ধগণের সুন্দর বিমানরাজি বিভ্রান্ত এবং তাঁহাদিগের নিমিত্তই স্বর্গের উৎসব শোভা অধিকতর বিকশিত হইয়া থাকে"। উৎপত্তি প্রঃ ৩১ অঃ।

(১) মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বে ন্যায়যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম লিখিত আছে,—"উভয় পক্ষ যুদ্ধের সময়ও স্থান নির্দ্ধারিত করিবেন; আরব্ধ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার পরস্পরের প্রীতি সংস্থাপিত হইবে; তুল্যযোগ অতিক্রম, অন্যায়াচরণ ও প্রতারণা করা হইবে না;

লেও যে রাজা যুদ্ধে প্রতিনিবর্ত্ত না হইয়া পরবলাভিমুখে অগ্রসর হন, তিনি যত পদ অগ্রবর্ত্তী হন, তত সংখ্যক যজ্ঞফল প্রাপ্ত হন এবং হত ও পলায়িত যোদ্ধাদিগের সুকৃত বা পুণ্য ফল লাভ করেন॥

যা-সং ১।৩২৪।

য এব ধর্ম্মো নৃপতেঃ স্বরাষ্ট্রপরিপালনে।
তমেব কৃৎস্নমাপ্নোতি পররাষ্ট্রং বশং নয়ন্॥

রাজা ন্যায়তঃ স্বরাষ্ট্র পরিপালন দ্বারা যে সকল ধর্ম্ম সঞ্চয় করেন, ন্যায়ানুসারে পররাষ্ট্র আত্মসাৎ করিলেও সেই সমস্ত ধর্ম্ম লাভ করেন॥ ঐ ৩৪১।

(রাজা পরদেশ জয় করিয়া তথাকার আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মাদি পূর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করিবেন)

যস্মিন্ দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ।
তথৈব পরিপাল্যোঽসৌ যদা বশমুপাগতঃ॥

রাজা পরদেশ আত্মসাৎ করিয়া সে দেশের যেরূপ আচার, ব্যবহার ও কুলধর্ম্ম প্রচলিত থাকে, সে সমুদায়ই রক্ষা করিবেন, কোন মতে তাহার অন্যথা করিবেন না॥

যা-সং ১।৩৪২।

(রাজা জয়লব্ধধন সংরক্ষা যোগ্য সৎপাত্রে অর্পণ করিবেন)

অলব্ধঞ্চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিঃক্ষিপেৎ॥

এইরূপে রাজা (অর্জিত ভূমি ও হিরণ্যাদি) অলব্ধ ধন লাভ করিবেন, জয়লব্ধ ধন যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন, রক্ষিত ধন (কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা) বর্দ্ধন করিবেন এবং বর্দ্ধিত ধন সৎপাত্রে নিঃক্ষেপ করিবেন॥ ম-সং ৭।৯৯।

এবং সর্ব্বানিমান্ রাজা ব্যবহারান্ সমাপয়ন্।
ব্যপোহ্য কিল্বিষং সর্ব্বং প্রাপ্নোতি পরমাংগতিং॥

এইরূপে রাজা সকল ব্যবহার সমাপন করতঃ সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মরণান্তে স্বর্গাদি পরম গতি লাভ করেন॥ ম-সং ৮।৪২০।

বাক্‌যুদ্ধ আরব্ধ হইলে বাক্য দ্বারাই যুদ্ধ হইবে; সেনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তাহাকে প্রহার করিবে না; রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বারূঢ় অশ্বারূঢ়ের সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, উৎসাহ, বল ও অভিলাষানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, অগ্রে সতর্ক করিয়া পশ্চাৎ প্রহার করিবে; বিশ্বস্ত ও ভয়বিহ্বল ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না। যে এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষীণশস্ত্র, বর্ম্মরহিত ও সমরপরাঙ্মুখ হইবে, কদাচ তাহাকে প্রহার করিবে না; সারথি, ভারবাহক, শস্ত্রোপজীবী, ভেরী ও শঙ্খবাদককে কদাচ আঘাত করিবে না।"

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

পাপানুসারে যমলোকে জীবের গতি বর্ণন।

(পাপের বিশেষ কথন)

অনুষ্ঠানং নিষিদ্ধস্য ত্যাগো বিহিতকর্ম্মণঃ।
নৃণামজনয়ত্তঃ পাপং ক্লেশশোকাময়প্রদং॥

নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও বৈধ-কর্ম্মের অননুষ্ঠান, এতদুভয় দ্বারা মনুষ্যগণের পাপ হইয়া থাকে। পাপ হইতে ক্লেশ, শোক ও রোগ উপস্থিত হয় (১)॥ ম-নি-ত ১১।১৪।

স্বানিষ্টমাত্রজননাৎ পরানিষ্টোপপাদনাৎ।
তদেব পাপং দ্বিবিধং জানীহি কুলনায়িকে॥

হে কুলনায়িকে! উক্ত পাপ দুই

(১) মন্বাদি মহর্ষিগণের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে মনুষ্যগণের পাপ নবপ্রকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—প্রথম। অতিপাতক; ইহা তিন প্রকার, যথা—পুরুষের পক্ষে মাতৃ,দুহিতৃ ও স্নুষা (পুত্রবধূ) গমন। স্ত্রীলোকের পক্ষে পুত্র, পিতৃ ও শ্বশুর গমন। প্রায়শ্চিত্তবিবেক। দ্বিতীয়। মহাপাতক; ইহা পঞ্চপ্রকার, যথা—(১) ব্রহ্ম-হত্যা, (২) সুরাপান, (৩) ব্রাহ্মণের অশীতি রক্তিকা পরিমিত সুবর্ণহরণ, (৪) বিমাতৃগমন এবং (৫) ঐ চতুর্ব্বিধ পাপীর সহিত ক্রমিক এক বৎসর পর্য্যন্ত সংস্পর্শ। ম-সং।

তৃতীয়। অনুপাতক—মহাপাতক সদৃশ পাপবিশেষ; ইহা পঞ্চত্রিংশৎ প্রকার, যথা;—(১) সমুৎকর্ষে মিথ্যাবচন, অর্থাৎ স্বকীয় উৎকৃষ্টতার জন্য মিথ্যাভাষণ; ইহা বিবিধ, আত্মশ্লাঘা ও অসূয়াপূর্ব্বক পরনিন্দা; (২) রাজগামি পৈশুন্য, অর্থাৎ রাজসমীপে চৌরাদির এমন দোষ কথন যে দোষে রাজকর্ত্তৃক মরণ দণ্ডের সম্ভাবনা; (৩) পিতা বা গুরুর সম্বন্ধে মিথ্যা দোষ কথন—এই তিনটী ব্রহ্মহত্যার সমান পাতক। (১) বেদত্যাগ বা অধীত বেদ বিস্মরণ, (২) বেদনিন্দা, (৩) কৌটসাক্ষ্য প্রদান, (৪) ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত মিত্রবধ, (৫) জ্ঞানপূর্ব্বক লশুনাদি নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, (৬) জ্ঞান পূর্ব্বক অন্না-ন্নাদি বা অভক্ষ্য ও বিষ্ঠামূত্রাদি অখাদ্য বস্তু ভোজন,—এই ছয়টী সুরাপানের তুল্য পাতক। (১) নিক্ষেপ (গচ্ছিত) বস্তুহরণ, (২) নরহরণ,(৩) অশ্বহরণ,(৪) রজত-হরণ, (৫) ভূমিহরণ, (৬) হীরকহরণ, (৭) মণিহরণ—এই সাতটী সুবর্ণহরণের তুল্য পাতক। (১) সপিণ্ড-স্ত্রীগমন, (২) কুমারীগমন, (৩) অন্ত্যজাগমন, (৪) সখাপুত্রভার্য্যাগমন, (৫) ঔরসেতর পুত্রস্ত্রীগমন, (৬) পুত্রের অসবর্ণাস্ত্রীগমন—এই ছয়টী বিমাতৃগমনের সমতুল্য পাতক। (১) মাতৃস্বসৃগমন, (২) পিতৃস্বসৃগমন, (৩) শ্বশ্রূগমন, (৪) মাতুলানীগমন, (৫) শিষ্যস্ত্রীগমন, (৬) ভগিনীগমন, (৭) আচার্য্যভার্য্যাগমন, (৮ শরণাগতাগমন (৯) রাজ্ঞীগমন, (১০) প্রব্রজিতাগমন, (১১)ধাত্রীগমন,(১২) সাধ্বীগমন,(১৩) বর্ণোত্তমাগমন—এই ত্রয়োদশ গুর্ব্বাঙ্গনা গমনের সমান পাতক। ব্রহ্ম-হত্যাদির সমান বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অনুপাতকে মহাপাতকের ন্যূন প্রায়শ্চিত্ত হইবে। প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক।

চতুর্থ। উপপাতক, ইহা ঊনপঞ্চাশদ্বিধ, যথা—(১) গো-বধ, (২) অযাজ্যযাজন, (৩) পরদারগমন, (৪) আত্ম-বিক্রয়, (৫) গুরুত্যাগ, (৬) মাতৃত্যাগ, (৭) পিতৃত্যাগ ও শেষোক্ত ব্যক্তিত্রয়ের শুশ্রূষাদি না করণ,(৮) স্বাধ্যায়-ত্যাগ, অর্থাৎ পাঠ হোম প্রভৃতি ব্রহ্মযজ্ঞানুষ্ঠান পরি-ত্যাগ,(৯) স্মার্ত্তাগ্নিহোত্রত্যাগ, (১০) সুতের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার না করণ, (১১) পরিবিত্তিতা, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ অকৃতদার থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ জন্য জ্যেষ্ঠের পাপ, (১২) পরিবেদন, অর্থাৎ অকৃতদার জ্যেষ্ঠসত্বে বিবাহ-কর্ত্তা কনিষ্ঠের পাপ, (১৩) এমত জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠকে কন্যাদান, (১৪) ঐ বিবাহের পৌরহিত্য, (১৫) অ-রক্ষিতা কন্যার অঙ্গুলি দ্বারা দূষণ, (১৬) বার্দ্ধুষ্য অর্থাৎ

প্রকার, এক প্রকার পাপ দ্বারা কেবল নিজের অনিষ্ট হয় এবং অন্য প্রকার পাপ দ্বারা অন্যের অনিষ্ট হয় ॥ ম-নিত ১১।১৫।

বৃদ্ধি (টাকার সুদ) দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, (১৭) ব্রত-লোপ, অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসম্ভোগ দ্বারা ব্রতলোপ, (১৮) তড়াগ বিক্রয়, (১৯) আরাম বিক্রয়, (২০) দারা বিক্রয়, (২১) অপত্যবিক্রয়, (২২) ব্রাত্যতা, অর্থাৎ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম অতীত হইলেও উপনয়নের অনুষ্ঠান, (২৩) বান্ধবত্যাগ, অর্থাৎ পিতৃব্যাদি মান্য ব্যক্তির অসেবা, (২৪) প্রতিনিয়ত বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অধ্যাপন, (২৫) প্রতিনিয়ত বেতন প্রদান পূর্ব্বক অধ্যয়ন, (২৬) ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তিল, লাক্ষা, গোরসাদি বিক্রয়, (২৭) সুবর্ণাদির উৎপত্তি স্থানে রাজার আজ্ঞায় অধি-কার, (২৮) মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তন, অর্থাৎ মহৎ জলপ্রবাহের প্রতিবন্ধ হেতু সেতুবন্ধনাদির প্রবর্ত্তন, (২৯) ওষধি-হিংসন, অর্থাৎ ধান্যাদি পরিপক্ক হওন কালে বৃক্ষাদির হিংসাকরণ, (৩০) ভার্য্যাদির বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা, (৩১) অভিচার কর্ম্ম, অর্থাৎ শ্যেনাদি যাগ দ্বারা অনপরাধির হিংসা, (৩২) মূলকর্ম্ম, অর্থাৎ মন্ত্রৌষধি দ্বারা বশীকরণ, (৩৩) পাকাদির নিমিত্ত অশুষ্ক বৃক্ষচ্ছেদন, (৩৪) আত্মার্থ ক্রিয়ারম্ভ, অর্থাৎ অনাতুরের দেব পিতৃ প্রভৃতির উদ্দেশ ভিন্ন পাকাদি যজ্ঞানুষ্ঠান, (৩৫) নিন্দিতান্ন ভক্ষণ, অর্থাৎ সকৃৎ অনিচ্ছায় লশুনাদি অথবা গণক, দেবল, ও তস্ক-রাদির অন্ন ভক্ষণ, (৩৬) অনাহিতাগ্নিতা, অর্থাৎ সমর্থ থাকিতে অগ্ন্যাধানের অকরণ, (৩৭) স্তেয় অর্থাৎ সুবর্ণ ব্যতিরেকে অন্য সার দ্রব্যের অপহরণ, (৩৮) পুত্রোৎ-পাদনাদি দ্বারা দেব, ঋষি ও পিতৃঋণ পরিশোধ না করণ, (৩৯) অসৎ শাস্ত্রাভিগমন, অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ শাস্ত্র অথবা পাষণ্ড শাস্ত্রাধ্যয়ন, (৪০) কৌশীলব্য-ক্রিয়া, অর্থাৎ নৃত্য গীত ও বাদ্যের সতত অনুষ্ঠান বা তদ্দ্বারা জীবিকা করণ, (৪১) ধান্যস্তেয়, (৪২) পশুস্তেয়, (৪৩) কুপ্যস্তেয়, অর্থাৎ তাম্রলৌহাদির চৌর্য্য, (৪৪) মদ্যপানকারিণী স্ত্রীতে গমন, (৪৫) স্ত্রীবধ, (৪৬) শূদ্রবধ,

পরানিষ্টকরাৎ পাপাৎমুচ্যতে রাজশাসনাৎ।
অন্যস্মান্মুচ্যতে মর্ত্ত্যঃ প্রায়শ্চিত্তাৎ সমাধিনা ॥

যে পাপ দ্বারা পরের অনিষ্ট হয়, তাহা রাজদণ্ড দ্বারা মোচন হয় এবং অন্যবিধ পাপ প্রায়শ্চিত্ত ও চিত্তনিরোধ দ্বারা মোচন হয় ॥
ম-নি-ত ১১।১৬।

প্রায়শ্চিত্ত্যাথবা দণ্ডৈর্ন পূতা যে কৃতাংহসঃ।
নরকায় নিবর্ত্তন্তে ইহামুত্র বিগর্হিতাঃ ॥

রাজদণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যে সকল পাপাত্মা পবিত্র হয় নাই,

(৪৭) বৈশ্যবধ, (৪৮) ক্ষত্রিয়বধ, (৪৯) নাস্তিকতা, অর্থাৎ অদৃষ্টার্থকর্ম্মাভাব বুদ্ধি অথবা পরলোক নাস্তি।
মনু ও শূলপাণী।

পঞ্চম। জাতিভ্রংশকর পাতক, ইহা চতুর্ব্বিধ, যথা—(১) হস্ত বা দণ্ড দ্বারা ব্রাহ্মণের পীড়ন, (২) লশুনাদি, বিষ্ঠামূত্রাদি ও মদ্যের আঘ্রাণ, (৩) কৌটিল্য বা কাপট্য, (৪) পুরুষে মৈথুন। ম-সং।

ষষ্ঠ। সঙ্করীকরণ পাতক, যথা—গর্দ্দভ, অশ্ব, উষ্ট্র, মৃগ, হস্তী, ছাগ, মেষ, মহিষ, সর্প, মৎস্য প্রভৃতি বন্য ও গ্রাম্য পশু বধ; অর্থাৎ ইহা দ্বারা সঙ্করজাতিত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। ম-সং।

সপ্তম। অপাত্রীকরণ পাতক, ইহা চতুর্ব্বিধ, যথা—(১) নিন্দিত হইতে প্রতিগ্রহ, (২) অসৎ বাণিজ্য, (৩) শূদ্রসেবন, ৪ অসত্য বা মিথ্যাভাষণ। ইহা দ্বারা অপাংক্তেয় হইতে হয়। ম-সং।

অষ্টম, মলাবহ, ইহা চতুর্ব্বিধ, যথা—(১) কৃমি, কীট ও পক্ষীবধ, (২) মদ্যানুগত ভোজন, অর্থাৎ মদ্যসংস্পৃষ্ট পাত্রস্থিত দ্রব্য ভক্ষণ, (৩) ফল, কাষ্ঠ ও পুষ্প চৌর্য্য, (৪) অধৈর্য্য, অর্থাৎ অল্পক্ষতিতে অধিক মনের উদ্বেগ; অর্থাৎ এতদ্দ্বারা চিত্তের মালিন্য জন্মে। ম-সং।

নবম। প্রকীর্ণপাতক—"যদনুক্তং তৎ প্রকীর্ণকং" অর্থাৎ যে পাপ উক্ত হয় নাই, তাহাই প্রকীর্ণপাতক।
বি-সং।

তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে নিন্দনীয় হয় এবং তাহারা নরকে গমন করে॥ ম-নি-ত ১১।১৭।

বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধঞ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা নিরয়েষু পতন্তি তে॥

যে সকল লোক কার্য্য, মন ও বাক্য দ্বারা বর্ণ ও আশ্রম বিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিরয়গামী হইতে হয়॥

বি-পু ২।৬।২৮।

(জীবগণ মরনান্তে যমদূতগণ কর্ত্তৃক যমালয়ে নীত হয়)

গুরুরাত্মবতাং শাস্তা রাজা শাস্তা দুরাত্মনাং।
ইহ প্রচ্ছন্নপাপানাং শাস্তা বৈবস্বতো যমঃ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গরুড় মহাশয়কে কহিয়াছিলেন,—যাঁহারা আত্মবান্ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সু, গুরু তাঁহাদিগের শাসন করেন, রাজা দুরাত্মা ব্যক্তিদিগের শাসনকর্ত্তা, আর যাহারা গুপ্তভাবে পাপাচরণ করে, সূর্য্যতনয় যম তাহাদিগের পাপকর্ম্মের শাস্তি দিয়া থাকেন॥

গ-পু ২।৩৪।৮।

বিকলেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতে চৈতন্যে জড়তাঙ্গতে।
প্রচলন্তি ততঃপ্রাণাঃ যমৈর্নিকটবর্ত্তিভিঃ॥

যখন যম নিকটবর্ত্তী হন, অর্থাৎ যখন জীবের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন তাহার ইন্দ্রিয়গণ বিকল হইয়া চৈতন্য জড়ীভূত হইলে প্রাণ সকল চলিত হয়॥ গ-পু ২।৫।১৫।

বিভৎসং দারুণং রূপং প্রাণৈঃ কণ্ঠসমাশ্রিতৈঃ।
ফেণমুদ্গিরতে সোপি মুখং লালাকুলং ভবেৎ॥

প্রাণ কণ্ঠাগত হইলে,সেই ব্যক্তি ফেণ উদ্গিরণ করিতে থাকে এবং তাহার মুখ লালাকুল, বিভৎস ও বিকৃতরূপ হয়॥ ঐ ১৬।

সূক্ষ্মীভূত্বা স্বসৌ বায়ুর্নির্গচ্ছত্যঙ্গ তুন্দালাৎ।
নবদ্বারৈরোমভিশ্চ জাতানাং তালুরন্ধ্রকাৎ॥

প্রাণির মৃত্যুকালে প্রাণবায়ু সূক্ষ্মীভূত হইয়া তাহার গলদেশ হইতে নির্গত হয় এবং দেহের কর্ণ ও নাসা প্রভৃতি নবদ্বার, রোমকূপ ও তালুরন্ধ্র দ্বারাও বায়ু বাহগত হইয়া থাকে॥ গ-পু ২।২১।২৪।

পাপিষ্ঠানামপানেন জীবো নিষ্ক্রামতি ধ্রুবং।
কুণপঃ পততে পশ্চান্নির্গতে মরুদীশ্বরে।
কালাহতঃপতত্যেব নিরাধারো যথা দ্রুমঃ॥

বায়ুর সহিতই জীব দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। যাহারা পাপী, তাহাদিগের অপান বায়ুর সহিত জীব নির্গত হইয়া যায়। দেহ হইতে জীব বহির্গত হইলেই,সেই কালাহত দেহ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পতিত হয়॥ ঐ ২৫।

দুরাত্মানস্ত তাড্যন্তে কিঙ্করৈঃ পাশবেষ্টিতাঃ।
ক্ষুধেন কৃতিনস্তত্র নীয়ন্তে মাকন্দায়কৈঃ॥

যাহারা অতি দুষ্কর্ম্মান্বিত, তাহারা যমদূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত ও পাশবেষ্টিত হইয়া অতি ক্লেশে যমপুরে নীত হয় এবং সুকৃতীগণ সুখে যমালয়ে গমন করিয়া থাকেন ॥

গ-পু ২।৫।১৭।

যদৈব নীয়তে দূতৈর্যাম্যৈর্বীক্ষন্ স্বকং গৃহং।
নির্ব্বিচেষ্টং শরীরন্তু প্রাণৈর্ম্মুক্তৈর্জ্জুগুপ্সিতং ॥

যখন যমদূতগণ মনুষ্যদিগকে লইয়া যায়, তখন তাহারা স্বীয় স্বীয় গৃহ দর্শন করিয়া দুঃখিত হয় এবং তাহাদিগের শরীর নিশ্চেষ্ট, প্রাণবিহীন ও নিন্দিত হইয়া থাকে ॥ ঐ ২৩।

অস্পৃশ্যং জায়তে তূর্ণং দুর্গন্ধং সর্ব্বনিন্দিতং।
ত্রিধাবস্থাহস্ত দেহস্ত ক্রিমিবিট্ভস্মরূপতঃ ॥

জীবের দেহ প্রাণবিহীন হইলে তৎক্ষণাৎ দুর্গন্ধপূর্ণ ও সকলের নিন্দিত হইয়া থাকে এবং ক্রমত উহাদিগের ক্কমি, বিষ্ঠা ও ভস্ম এই ত্রিবিধ রূপ উপস্থিত হয় ॥

গ-পু ২।৫।২৪।

কো গর্ব্বঃ ক্রিয়তে তার্ক্ষ্য ক্ষণবিধ্বংসিভির্নরৈঃ।
দানম্বিত্তাৎ যো ন কুর্য্যাৎকীর্ত্তিধর্ম্মৌ তথায়ুষঃ ॥
পরোপকরণং কায়াদসারাৎ সারমুদ্ধরেৎ।
ভর্ৎস্যেবং নীয়মানস্তু দূতাঃ সন্তর্জ্জয়ন্তি হি ॥

ক্ষণবিধ্বংসী নর কেন নিরর্থক গর্ব্ব করিয়া থাকে? যাহারা বিত্ত হইতে দান করে নাই, আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ও ধর্ম্ম করে নাই, শরীর দ্বারা পরের উপকার করে নাই এবং অসার হইতে সারোদ্ধার করে নাই, যমদূতগণ তাহাদিগকে যমপুরে আনয়ন কালে তর্জ্জন করিতে থাকে ॥

গ-পু-২।৫।২৫-২৬।

দর্শয়ন্তি ভয়ং তীব্রং নরকাণাং পুনঃ পুনঃ।
শীঘ্রং প্রচল দুষ্টাত্মন্ ত্বং যাস্যসি যমালয়ং ॥
কুম্ভীপাকাদি নরকান্ ত্বাং নয়িষ্যামি মাচিরং।
এবম্বাচস্তদা শৃণ্বন্ বন্ধূনাং রুদিতং তথা ॥
উচ্চৈর্হাহেতি বিলপন্ নীয়তে যমকিঙ্করৈঃ ॥

যমদূতেরা তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নরকের ভয়প্রদর্শন করিয়া এই কথা বলিতে থাকে যে, "অরে পাপিষ্ঠ! শীঘ্র গমন কর্, তুই শীঘ্রই যমালয়ে গমন কর; তোরে অবিলম্বেই কুম্ভীপাকাদি নরকে নিপাতিত করিব"। পাপীরা যমদূতদিগের এইরূপ বাক্য ও বন্ধুগণের রোদনধ্বনী শ্রবণ করিতে করিতে এবং উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া বিলাপ করিতে করিতে যমদুতগণ কর্ত্তৃক যমপুরে নীয়মান হয়।

ঐ ২৭-২৯।

(যমলোকে গমনের মহাপথ বর্ণন)

ষড়শীতিসহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ।
যমলোকস্য চাধ্বা বৈ অন্তরো মানুষস্য চ ॥

মনুষ্যলোক ও যমলোক এই উভয়ের মধ্যগত পথের পরিমাণ ষড়শীতিসহস্র যোজন ॥ গ-পু ২।৫।৩।

ধ্মাতভাম্রমিবাতপ্তো জ্বলন্ দুর্গো মহাপথঃ।
তত্র গচ্ছন্তি পাপিষ্ঠা মানবা মূঢ়চেতসঃ ॥

যমলোকের মহাপথ প্রজ্বলিত তাম্রের ন্যায় প্রতপ্ত এবং সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে, সুতরাং এই মহাপথ অতি দুর্গম। যে সকল মানব পাপিষ্ঠ ও মূঢ়চিত্ত, তাহারাই এই পথে গমন করে ॥

গ-পু ২।২৩।৪।

কণ্টকাস্তীক্ষ্ণকাশ্চৈব বিবিধা ঘোরদারুণাঃ।
তত্ত্ব বত্ম ক্ষিতির্ব্ব্যাপ্তং হুতাশশ্চ তথোত্থনঃ ॥

পরলোকে গমনের পথ তীক্ষ্ণ কণ্টকাকীর্ণ, ভয়ঙ্করদর্শন ও অতি দারুণ; সেই পথ সকল পৃথিবীব্যাপ্ত এবং সেই পথে সর্ব্বদা হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে ॥ ঐ ৫।

বৃক্ষচ্ছায়া ন তত্রাস্তি যত্র বিশ্রামতে নরঃ।
গৃহীতকালপাশৈস্তু কৃতৈঃ কর্ম্মভিরুদ্ঘৈঃ ॥

সেই পথে নরগণ বিশ্রাম করিতে পারে,এমন বৃক্ষচ্ছায়াও নাই। মনুষ্যগণকে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মবশত যমদূতগণ কালপাশে গ্রহণ করিয়া এই পথে লইয়া যায় ॥ ঐ ৬।

তস্মিন্মার্গে ন চান্নান্তং যেন প্রাণান্ প্রপোষয়েৎ।
জলং ন দৃশ্যতে তত্র তৃষা যেন বিনীয়তে ॥

সেই মহামার্গে এমন অন্ন নাই যে, তাহা আহার করিয়া কেহ প্রাণ পোষণ করিতে পারে, আর তাহাতে বিন্দুমাত্র জলও নাই যে,তাহার দ্বারা পথিকের পিপাসার শান্তি হয় ॥

গ-পু ২।২৩।৭।

ক্ষুধয়া পীড়িতো যাতি তৃষয়া চ মহাপথি।
শীতেন কম্পিতঃ ক্বাপি যমমার্গেতিদুর্গমে ॥

জন্তু সকল ক্ষুধা ও পিপাসায় পরিপীড়িত হইয়াই এই মহাপথে গমন করে। আর, মানবগণ সেই মহাদুর্গম পথে গমনকালে কখন কখন শীতাধিক্য প্রযুক্ত কম্পিত হইতে থাকে ॥ ঐ ৮।

যদ্যস্ত যাদৃশং পাপং স পন্থাস্তস্য তাদৃশঃ।
সুদীনাঃ কৃপণা মূঢ়া দুঃখৈর্ব্ব্যাপ্তাস্তরন্তি বৈ ॥

যে ব্যক্তির যাদৃশ পাপ, তাহার পক্ষে যমলোকে গমনের পথ তাদৃশ হয়। যাহারা মূঢ়াত্মা, তাহারা অতি দীন ও কৃপণবেশে অতিদুঃখে সেই পথ অতিক্রম করে ॥ ঐ ৯।

রুদন্তি করুণং কেচিৎ কেচিদ্রৌদ্রং বদন্তি বৈ।
আত্মকর্ম্মকৃতৈর্দোষৈস্তপ্যমানা মুহুর্মুহুঃ ॥

যাহারা সেই পথে গমন করে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ করুণস্বরে রোদন করে, কেহ কেহ বা ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে থাকে। যমলোকগামী জন্তুগণ আত্মকৃত কর্ম্ম-

দোষে মুহুর্মুহু পরিতপ্ত হইয়া থাকে ॥ গ-পু ২।২৩।১০।

ঈদৃক্‌বিধঃ স বৈ পন্থা বিজ্ঞেয়ো দারুণঃ খগ।
বিতৃষ্ণা যে নরা লোকে সুখং তস্মিন্ ব্রজন্তি তে॥

হে খগ! যমলোকে গমনের পন্থা এইরূপ দারুণ জানিবে। কিন্তু যাহারা সংসারতৃষ্ণাবিহীন, তাহারা এই পথে মহাসুখে গমন করে॥ ঐ ১১।

যানি যানি চ দানানি দত্তানি ভুবি মানবৈঃ।
তানি তান্যুপতিষ্ঠন্তি যমলোকে পুরঃসরং॥

মানবগণ ইহ লোকে যে যে বস্তু প্রদান করে, যমলোকে গমন করিয়া অগ্রেই সেই সেই দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ঐ ১২।

যো দদাতি মৃতস্যেহ জীবন্নেবাত্মহেতবে।
তদাশ্রিতো মহামার্গে বৈনতেয় স গচ্ছতি॥

হে বিনতানন্দন! ইহলোকে জীবিত থাকিয়া প্রেতের উদ্দেশে এবং আত্মার নিমিত্ত যে ব্যক্তি যে দ্রব্য দান করে,সে ব্যক্তি সেই দ্রব্য আশ্রয় করিয়া মহামার্গে গমন করিয়া থাকে॥ গ-পু ২।৮।১১।

এক এবাস্তি সর্ব্বত্র ব্যবহারঃখগেশ্বর।
উত্তমাধমমধ্যানাং তত্তদা বর্জ্জনম্ভবেৎ॥

হে খগেশ্বর! এই এক ব্যবহার সর্ব্বত্রেই প্রসিদ্ধ আছে যে,যে ব্যক্তি উত্তম, মধ্যম ও অধম দ্রব্য প্রদান করে, সে ব্যক্তি সেই সেই দ্রব্য প্রাপ্ত হয়॥ গ-পু ২।৮।১২।

যাবদ্ভাগ্যং ভবেদ্‌যস্য তাবন্মার্গঃ প্রকীর্ত্ত্যতে।
স্বয়ং স্বস্থেন যদ্দত্তং তত্রাধিক্যং করোতি তৎ॥

যাহার যেরূপ ভাগ্য,তাহার সেইরূপ মার্গ হয়। ইহলোকে আপনি স্বস্থ থাকিয়া যাহা দান করে,প্রেতলোকে গিয়া তদাপেক্ষা অধিক ফল প্রাপ্ত হয় (১)॥ ঐ ১৩।

---

(১) রাজা যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা মতে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কহিয়াছিলেন,—"মহারাজ! যমলোকের পথ কেবল শূন্যময় ও কান্তারের (মহাবনের) ন্যায় অতি ভীমদর্শন। তথায় মনুষ্যেরা নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ক্লান্তি দূর করিতে পারে, এরূপ বৃক্ষচ্ছায়া বা গৃহ ও সলিলের সম্পর্কও নাই। সেই পথ দিয়া যমদূতেরা বলপূর্ব্বক পৃথিবীস্থ জীবজন্তুদিগকে লইয়া যায়। যাহারা ব্রাহ্মণগণকে উৎকৃষ্ট অশ্বাদি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাই সেই সমস্ত যানে আরোহণ করিয়া ঐ দুর্গম বর্ত্ম অতিক্রম করিয়া থাকেন। ছত্রদাতা ছত্র দ্বারা আতপ নিবারণ করিয়া গমন করে। অন্নদাতা পরিতৃপ্ত ও অন্নদান-বিমুখ-ব্যক্তি অপরিতৃপ্ত হইয়া সেই পথে গমন করিতে থাকে। বস্ত্রদাতা সবস্ত্র ও বস্ত্রদানপরাঙ্মুখ ব্যক্তি বিবস্ত্র হইয়া গমন করে। হিরণ্যদাতা বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও ভূমিদাতা পূর্ণমনোরথ হইয়া প্রস্থান করে। শস্যপ্রদ ব্যক্তি অপরিক্লিষ্ট ভাবে এবং গৃহদাতা বিমানে আরোহণ করিয়া পরম সুখে গমন করে। পানীয়দাতা পিপাসাক্লেশশূন্য হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে গমন করে। দীপপ্রদ ব্যক্তি গমনপথ সমুজ্জ্বল করিয়া গমন করে এবং গোপ্রদাতা সর্ব্বপাপবিনির্মুক্ত হইয়া পরমসুখে সঞ্চরণ করিতে থাকে। মাসোপবাসী হংসসংযুক্ত ও ষষ্ঠরাত্রোপবাসী ময়ূরবর-যোজিত বিমানে আরোহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করে। যে ব্যক্তি একাহারী হইয়া রজনীত্রয় যাপন করে, তাহার পক্ষে প্রেতলোক সকল অনাময় হয়। যথা—অকালং তদপানীয়ং ঘোরকান্তারবর্জ্জিতম্।
ন তত্র বৃক্ষচ্ছায়া বা পানীয়ং কেতনানি চ॥

ঔর্দ্ধদৈহিকদানানি যৈর্ন দত্তানি কাশ্যপ।
মহাকষ্টেন তে যান্তি তস্মাদ্দেয়ানি শক্তিতঃ॥

হে কশ্যপাত্মজ! যাহারা পরলোকের উদ্দেশে ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া না করে, তাহারা যমালয়ে অতি কষ্টে গমন করে, অতএব নিজ শক্তি অনুসারে দানাদি ক্রিয়া করা অবশ্য কর্ত্তব্য॥ গ-পু ২।৯।১৪।

অদত্বা পশুবদ্যাতি গৃহীতো বধবন্ধনৈঃ।
এবংকৃতে চ সম্পশ্যেৎ স নরঃ কৃতকর্ম্মণঃ॥

মনুষ্য দানাদি না করিলে বধবন্ধনে পরিগৃহীত হইয়া পশুর ন্যায় গমন করে। এইরূপ করিলে সেই নর নিজকৃত কর্ম্মফল দেখিতে পায়॥ গ-পু ২।৯।১৫।

গরুড়-উবাচ। মৃতোদ্দেশেন যৎ কিঞ্চিদ্দীয়তে স্ব গৃহে বিভো।
সগচ্ছতি মহামার্গে তদ্ভুক্তং কেন গৃহ্যতে॥

গরুড় কহিলেন, হে বিভো! মৃতের উদ্দেশে লোকে যাহা কিছু দান করিয়া থাকে, ঐ সকল দানাদি নিজগৃহে সম্পন্ন হয়, এবং প্রেত মহামার্গে গমন করে. সুতরাং কিরূপে ঐ প্রেত নিজগৃহে প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করিতে পারে?॥ গ-পু ২।৮।২৬।

শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। গৃহ্নাতি বরুণো দানং মম হস্তে প্রযচ্ছতি।
অহঞ্চ ভাস্করে দেবে ভাস্করাৎ সোঽশ্নুতে ফলং॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, বন্ধুগণ প্রেতের উদ্দেশে যাহা কিছু দান করে, বরুণ ঐ দানফল গ্রহণ করিয়া আমার হস্তে প্রদান করেন, আমি ভাস্করকে অর্পণ করি, প্রেত ভাস্কর হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করে॥ ঐ ২৭।

পিণ্ডজং দেহমাশ্রিত্য দিবারাত্রৌ ক্ষুধান্বিতঃ।
মার্গে গচ্ছতি স প্রেতো হরিপত্রবনান্বিতে॥

প্রেত পিণ্ডজন্য দেহ লাভ করতঃ রাত্রিদিন ক্ষুধান্বিত হইয়া দিবা-

---

যদ্যমেদ্যত্র বৈপ্রাপ্তঃ পুরুষোঽধ্বনি কর্ষিতঃ।
নীয়ন্তে যমদূতৈস্তু যমস্যাজ্ঞাকরৈর্বলাৎ॥
নরাঃ স্রিয়ন্তে যথৈবান্যে পৃথিব্যাং জীবসংজ্ঞিতাঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদানানি নানারূপাণি পার্থিব॥
হয়াদীনাং প্রকৃষ্টানি তেঽশ্বযানং যান্তি বৈ নরাঃ।
সন্নিবার্য্যাতপং যান্তি ছত্রেণৈব হি ছত্রদাঃ॥
তৃপ্তাশ্চৈবান্নদাতারো অতৃপ্তাশ্চাপ্যনন্নদাঃ।
বস্ত্রিণো বস্ত্রদা যান্তি চাবস্ত্রা যান্ত্যবস্ত্রদাঃ॥
হিরণ্যদা সুখং যান্তি পুরুষাস্ত্বলঙ্কৃতাঃ।
ভূমিদাস্তু সুখং যান্তি সর্ব্বকামৈঃ সুতর্পিতাঃ॥
যান্তি চৈবাপরিক্লিষ্টা নরাঃ শস্যপ্রদায়কাঃ।
নরাঃ সুখতরং যান্তি বিমানেষু গৃহপ্রদাঃ॥
পানীয়দা হ্যতৃষিতাঃ প্রহৃষ্টমনসো নরাঃ।
পন্থানং জ্যোতিমন্তঞ্চ যান্তি দীপপ্রদাঃ সুখম্॥
গোপ্রদাস্তু সুখং যান্তি নির্মুক্তাঃ সর্ব্বপাতকৈঃ।
বিমানৈর্হংসসংযুক্তৈর্মাসোপবাসিনঃ॥
তথা বর্হিপ্রযুক্তৈশ্চ ষষ্ঠরাত্রোপবাসিনঃ।
ত্রিরাত্রং [illegible] একভক্তেন পাণ্ডব॥
[illegible] তেন আপ্নোতি [illegible] লোকা [illegible]ঃ।
পানীয়স্য [illegible] প্রেতলোকসুখাবহাঃ॥
মহাভা। বনপর্ব্ব ২০০।৩৭—৪৭।

রাত্রিতে অসিপত্র নামক বনপথে গমন করিতে থাকে ॥ গ-পু ২।৫।৭৬।

ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতো নিত্যং যমদূতৈঃ প্রপীড়িতঃ।
অহন্যহনি স প্রেতো যোজনানাং শতদ্বয়ং ॥

প্রেত ক্ষুৎপিপাসান্বিত ও যমদূত কর্ত্তৃক পরিপীড়িত হইয়া প্রতিদিন দুই শত যোজন পথ গমন করে ॥

ঐ ৭৭।

এবং প্রচলতে প্রেতস্তত্র মার্গে খগেশ্বর।
ক্রন্দিতশ্চৈব দুঃখার্ত্তঃ শ্রান্তশ্চাকুললোচনঃ ॥

হে খগরাজ! প্রেতগণ এইরূপে সেই পথে বহুদুঃখার্ত্ত, পথশ্রান্ত ও আকুললোচন হইয়া কান্দিতে কান্দিতে গমন করে ॥

গ-পু ২।৬।১।

সপ্তদশদিনান্তেকো বায়ুমার্গেণ গচ্ছতি।
অষ্টাদশে অহোরাত্রে পূর্ব্বং যাম্যপুরং ব্রজেৎ ॥

প্রেত সপ্তদশ দিন একাকী বায়ুমার্গে গমন করিয়া অষ্টাদশ দিনে যমের পূর্ব্বপুরে উপস্থিত হয় ॥

ঐ ২।

তস্মিন্ পুরবরে রম্যো প্রেতানাঞ্চ গণো মহান্।
পুষ্পভদ্রা নদী তত্র ন্যগ্রোধঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥

প্রেত সেইপুরে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পায়, প্রেতগণের মহাকোলাহল হইতেছে এবং সেই স্থানে পুষ্পভদ্রা নামে নদী প্রবাহিত হইতেছে ও একটী প্রিয়দর্শন বটবৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ঐ ৩।

পুরে তত্র স বিশ্রামং প্রাপ্যতে যমকিঙ্করৈঃ।
জায়াপুত্রাদিকং সৌখ্যং স্মরতে তত্র দুঃখিতঃ ॥

প্রেত সেই পুরে উপস্থিত হইলে, যমকিঙ্করেরা তাহাকে বিশ্রাম করিতে দেয় এবং প্রেতগণ এই সময়ে দুঃখিত হইয়া স্ত্রী, পুত্র ও সুখাদি স্মরণ করিতে থাকে ॥

গ-পু ২।৬।৪।

ভৃত্যমিত্রাণি ধান্যঞ্চ সর্ব্বং শোচতি বৈ তদা।
ক্ষুধার্ত্তশ্চ পুরে তস্মিন্ কিঙ্করৈস্তঞ্চ চোচ্যতে ॥

প্রেতগণ এই পুরে থাকিয়া করুণ বাক্যে ক্রন্দন করে এবং তৃষ্ণার্ত্ত ও শ্রমপীড়িত হইয়া আপন গৃহ, পুত্র, মিত্র, ধন ও ধান্যাদির নিমিত্ত শোক করিতে থাকে এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তথায় অবস্থিতি করে; তখন যমকিঙ্করেরা তাহাদিগকে এইরূপ বলিতে থাকে ॥ ঐ ৬।

ক ধনং ক সুতা জায়া ক সুহৃৎ ক স্বমীদৃশঃ।
স্বকর্ম্মণার্জ্জিতং ভুঙ্ক্ষ্ব মূঢ়চেতশ্চিরন্নথি ॥

অরে মূঢ়! তোমার ধন কোথায়? তোমার পুত্র কোথায়? তোমার জায়া কোথায়? তোমার বন্ধু কোথায়? আর তুমিই বা কোথায়? এক্ষণে ধন পুত্রাদির দ্বারা তোমার কোন উপকার সাধিত হইবে না। আপনার কর্ম্মার্জ্জিত ফল ভোগ কর ॥ ঐ ৭।

জানাসি সম্বলবশম্বলমধ্বগানাং
নো সম্বলায় পতিতং পরলোকপান্থ।
গন্তব্যমস্তি তব নিশ্চিতমেবমস্মিন্
মার্গে কি চাস্য ভবতঃ ক্রয়বিক্রয়ৌ ন॥

তুমি জান, যাহারা পথে গমন করে, তাহাদিগের সম্বল আবশ্যক, তোমাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র সম্বল নাই এবং এই দুর্গম বর্ত্মে গমন করিতে হইবে, বিশেষতঃ এই পথে ক্রয়-বিক্রয় স্থানও নাই; যাহাতে পাথেয় সম্বল সংগ্রহ করা যায়, এমন উপায়ান্তর নাই। অর্থাৎ পুণ্য সঞ্চয়ই পরলোকে গমনের একমাত্র সম্বল, তাহা না থাকিলে এক্ষণে অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে হইবে॥

গ-পু ২।৬।৮।

অত্র দত্তং সুতৈঃ পৌত্রৈঃ স্নেহাদ্বা কৃপয়াথবা।
মাসিকং পিণ্ডমশ্নাতি ততঃ সৌরিপুরং ব্রজেৎ॥

প্রেতগণ যমপুরী গমন করিলে, তাহাদের পুত্র, পৌত্র ও বান্ধবেরা স্নেহবশতঃ অথবা অনুগ্রহপূর্ব্বক মাসে মাসে যে পিণ্ড প্রদান করে, তাহা ভক্ষণ করিয়া প্রেত যমলোকে গমন করিতে থাকে॥ ঐ ১০।

উদকান্নসংযুক্তং ভুঙ্‌ক্তে তস্মিন্ পুরে গতঃ।
ত্রিভিঃ পক্ষৈস্তথা পিণ্ডৈস্তৎপুরং স ব্যতিক্রমেৎ॥

প্রেতগণ যমের পূর্ব্বপুরে গমন করিয়া পুত্রপ্রদত্ত অন্নসংযুক্ত উদক পান করে। তিন পক্ষ পর্য্যন্ত এইরূপে পুত্রাদিপ্রদত্ত পিণ্ডদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া সেই পুর অতিক্রম করিয়া থাকে॥ গ-পু ২।৬।১২।

সুরেন্দ্রনগরে রম্যে প্রেতো যাতি দিবানিশং।
ততো বনানি রৌদ্রাণি দৃষ্ট্বা ক্রন্দতি তত্র সঃ॥

অনন্তর প্রেত দিবারাত্রিতে সুরেন্দ্রনগরে গমন করে। সেই স্থানে ভয়ঙ্কর বন সকল দর্শন করিয়া রোদন করিতে থাকে॥

ঐ ১৩।

ভীষণৈঃ ক্লিশ্যমানশ্চ ক্রন্দতোব পুনঃ পুনঃ।
মাসদ্বয়াবসানে তু তৎপুরং স ব্যতিক্রমেৎ॥

অনন্তর প্রেত ভীষণাকার দূতাদি-কর্ত্তৃক ক্লিশ্যমান হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করে। এইরূপে মাসদ্বয় অতীত হইলে সেই পুর অতিক্রম করে॥ ঐ ১৪।

তৃতীয়ে মাসি সম্প্রাপ্তে গন্ধর্ব্বনগরে শুভে।
তৃতীয়মাসিকং পিণ্ডং তত্র ভুঙ্‌ক্তে স গচ্ছতি॥

পরে তৃতীয় মাস উপস্থিত হইলে, প্রেত সুশোভন গন্ধর্ব্বনগরে উপস্থিত হয় এবং পুত্রাদিরা তৃতীয়মাসে যে পিণ্ড প্রদান করে, সে তাহাই ভোজন করিয়া থাকে॥ ঐ ১৫।

শৈলাগমে চতুর্থে চ মাসি যাতি খগেশ্বর।
পতন্তি তত্র পাষাণাঃ প্রেতস্যোপরিপৃষ্ঠতঃ॥

হে খগেশ্বর! চতুর্থমাস সমাগত

হইলে,প্রেত শৈলাগম নামক পুরে উপস্থিত হয়, তথায় প্রেতের মস্তকোপরি ও পৃষ্ঠদেশে পাষাণ সকল পতিত হইতে থাকে॥ গ-পু২।৬।১৬।

চতুর্থমাসিকং শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা তত্র সুখী ভবেৎ।
স গচ্ছতি ততঃ প্রেতঃ ক্রূরং মাসে তু পঞ্চমে॥

চতুর্থমাসে পুত্রাদিরা যে শ্রাদ্ধ করে, তাহা ভোজন করিয়া প্রেত কথঞ্চিৎ সুখলাভ করে। অনন্তর পঞ্চমমাস উপস্থিত হইলে, প্রেত ক্রূরপুরে গমন করে॥ ঐ ১৭।

পঞ্চমমাসিকং পিণ্ডং ভুঙ্‌ক্তে তত্র পুরে স্থিতঃ।
ঊনষাণ্মাসিকঃ ক্রৌঞ্চৈঃ পঞ্চভিঃ সার্দ্ধমাসিকৈঃ॥

প্রেত উক্ত ক্রূরপুরে অবস্থিত হইয়া পঞ্চমমাসিক পিণ্ড ভোজন করে। আর ঊনষাণ্মাসিক সার্দ্ধ-পঞ্চমাসিক প্রদত্ত পিণ্ডও ঐ লোকেই প্রেতের ভোগ্য হয়॥ ঐ ১৮।

তত্র দত্তেন পিণ্ডেন শ্রাদ্ধেনাপ্যায়িতস্ততঃ।
মুহূর্ত্তার্দ্ধন্তু বিশ্রাম্য কম্পমানঃ সুদুঃখিতঃ॥

এই লোকে উক্তরূপে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদ্বারা প্রেত আপ্যায়িত হইয়া থাকে, এবং অর্দ্ধমুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার দুঃখিত ও কম্পমান হইতে থাকে॥ ঐ ১৯।

তৎপুরন্তু পরিত্যজ্য তর্জ্জিতো যমকিঙ্করৈঃ।
প্রয়াতি চিত্রনগরং বিচিত্রো নাম পার্থিবঃ॥

অনন্তর প্রেত উক্ত পুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক যমকিঙ্করকর্ত্তৃক তর্জ্জিত হইয়া চিত্রনগরে গমন করে। বিচিত্র নামে কোন রাজা ঐ নগরের অধি-পতি॥ গ-পু ২।৬।২০।

যমস্যৈবানুজঃ সৌরির্যত্র রাজ্যং প্রশাস্তি হি।
তত্র ষণ্মাসপিণ্ডেন তৃপ্তঃ সন্ ক্রুধ্যতে নরঃ॥

উক্ত বিচিত্ররাজ যমের অনুজ হয়েন; ইনিই এই স্থানে রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। মনুষ্য ষাণ্মাসিক প্রদত্ত পিণ্ডদ্বারা এই নগরে তৃপ্তিলাভ করে॥ ঐ ২১।

মার্গে পুনঃ পুনস্তস্য বুভুক্ষা জায়তে ভৃশং।
মদীয়পুত্রঃ পৌত্রো বা বান্ধবঃ কোপি তিষ্ঠতি॥
দদাতি কশ্চিন্মাং সৌখ্যং পতিতঃ শোকসাগরে।
এবং বিলপতো মার্গে বার্য্যমাণস্য কিঙ্করৈঃ॥

এই মার্গে প্রেতের পুনঃ পুনঃ সাতিশয় ক্ষুধা উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন প্রেত এইরূপ বলিতে থাকে যে, আমার পুত্র, পৌত্র কিম্বা এমন কোন বান্ধব আছে যে, আমাকে সুখপ্রদান করিতে পারে? এক্ষণে আমি শোকসাগরে পতিত হইয়াছি। প্রেত এইরূপ বিলাপ করিতে থাকে, যমকিঙ্করগণ তাহাকে নিবারণ করে॥ ঐ ২২-২৩।

আয়ান্তি সম্মুখাস্তত্র কৈবর্ত্তাস্তু সহস্রশঃ।
যদন্তু তারয়িষ্যামো মহাবৈতরণীং নদীং॥

অনন্তর প্রেতের সম্মুখে সহস্র

সহস্র কৈবর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা তাহাকে বলিতে থাকে যে, আমরা তোমাকে এই মহাবৈতরণী নদী পার করিব॥ গ-পু ২।৬।২৪।

যা সা বৈতরণী নাম্নী যমদ্বারে মহাসরিৎ।
বৎপ্রমাণা চ সা দেবী শৃণু তাং মে ভয়াবহাং॥

হে গরুড়! যমালয়ের দ্বারে যে বৈতরণী নামে ভয়সংকুলা মহানদী আছে, তাহার যেরূপ পরিমাণ, তাহা আমি তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর॥ গ-পু ২।৩৫।২।

শতযোজনবিস্তীর্ণা পৃথুত্বে সা মহানদী।
দুর্গন্ধা দুস্তরা পাপৈর্দৃষ্টমাত্রভয়াবহা॥

এই বৈতরণী নাম্নী মহানদী শতযোজনবিস্তীর্ণা, পাপীগণ এই নদী দর্শনমাত্র ভয়ে অভিভূত হয়, তাহারা ইহাতে অতিশয় দুর্গন্ধি অনুভব করিয়া থাকে এবং কোনরূপে এই মহানদী পার হইতে পারে না॥ ঐ ৩।

পূয়শোণিততোয়াঢ্যা মাংসকর্দ্দমসংকুলা।
পাপিনং আগতং দৃষ্ট্বা নানাভয়াঃসমাগতাঃ॥

এই মহাস্রোতস্বতী পূয়রক্তরূপ জলে পরিপূর্ণ, জীবগণের মাংস এই নদীতে কর্দ্দমরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। পাপী ব্যক্তি ইহার তীরবর্ত্তী হইয়া তাহাকে দর্শন করিলে নানাপ্রকার ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়॥ গ-পু ২।৩৫।৪।

দৃশ্যতে সত্বরন্তোয়ং পাত্রমধ্যে যথা ঘৃতং।
কৃমিভিঃ সঙ্কুলং পূয়ং বজ্রতুণ্ডৈঃ সমাবৃতং॥
শিশুমারৈশ্চ মৎস্যাদ্যৈর্ব্বজ্রকর্ত্তরিসংযুতৈঃ।
অন্যৈশ্চ জলজীবৈশ্চ হিংসকৈর্ম্মাংসভেদিভিঃ॥

সেই বৈতরণীতীরে হঠাৎ উপস্থিত হইলে, তাহার জল পাত্রমধ্যগত ঘৃতের ন্যায় দৃষ্ট হয়, বাস্তবিক ঐ জল কৃমিপরিপূর্ণ ও পূয়বৎ এবং ঐ নদী শিশুমার ও মৎস্যাদি হিংস্রক জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে; ঐ মৎস্যাদিরা সর্ব্বদা বজ্রময় কর্ত্তরিকা ধারণ করিয়া আছে, তাহারা ঐ কর্ত্তরিকাদ্বারা পাপিষ্ঠ প্রাণীর মাংসভেদ করিয়া থাকে॥ ঐ ৫-৬।

তপন্তে দ্বাদশাদিত্যাঃ প্রলয়ান্তে যথা হি তে॥
পতন্তি তত্র বৈ মর্ত্ত্যা ক্রন্দমানাস্তু পাপিনঃ॥

যেমন প্রলয়াবসানে দ্বাদশাদিত্য উদিত হইয়া জগৎ বিনাশার্থ প্রখর কিরণজাল বিস্তার করেন, সেইরূপ এই নদীতেও দ্বাদশাদিত্য নিরন্তর সাতিশয় তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। পাপীগণ এই মহানদীর তীরে আগমন করিয়া রোদন করিতে করিতে তাহাতে পতিত হয়॥ ঐ ৭।

চতুর্ব্বিধৈঃ প্রাণিগণৈস্ত্রৈব্যা সা মহানদী।
তরন্তি তত্র দানেন চান্যথা তে পতন্তি বৈ॥

চতুর্ব্বিধ প্রাণীগণই এই মহানদী দর্শন করে, তন্মধ্যে কেবল দানশীল ব্যক্তিরাই ইহার পারে গমন করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু যাহারা দানবিমুখ, তাহারা ইহাতে পতিত হয় ॥

গ-পু ২।৩৫।৯।

যেন তত্র প্রদত্তা গৌর্বিষ্ণুলোকঞ্চ সা নয়েৎ।
ন দত্তা চেৎ খগশ্রেষ্ঠ বৈতরণ্যাং স মজ্জতি ॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বে গোপ্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে সেই গো বিষ্ণুলোকে লইয়া যায়। আর যিনি গো দান করেন নাই, তিনি এই বৈতরণী নদীতে নিমগ্ন হইয়া থাকেন ॥

গ-পু ২।৬।২৬।

সপ্তমে মাসি সম্প্রাপ্তে পুরং বহ্বা পদং ব্রজেৎ।
তত্র ভুক্ত্বা প্রদত্তং যৎ সপ্তমাসিকসম্ভবং ॥

অনন্তর সপ্তম মাস উপস্থিত হইলে প্রেত সেই পুর পরিত্যাগ করিয়া পুরান্তরে গমন করে। তথায় সে সপ্তমমাসিক প্রদত্ত পিণ্ডাদি ভক্ষণ করে ॥ ঐ ৩২।

তৎপুরং স ব্যতিক্রম্য দুঃখদং পুরমাশ্রয়েৎ।
মহদ্দুঃখমনুপ্রাপ্য স্বমার্গে যাতি বৈ পুনঃ ॥

তদনন্তর প্রেত সেই পুর পরিত্যাগ করিয়া অতি দুঃখপ্রদ অন্য পুর আশ্রয় করে। তথায় সে মহাদুঃখ অনুভব করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় মার্গে গমন করে ॥ ঐ ৩৩।

মাসষ্টমেপ্রদত্তং যৎ তত্র ভুক্ত্বা স গচ্ছতি।
নবমমাসিকং ভুঙ্ক্তে নানাক্রন্দপুরেস্থিতঃ ॥

এই স্থানে প্রেত অষ্টমমাসিক প্রদত্ত পিণ্ড ভক্ষণ করিয়া গমন করিতে থাকে। অনন্তর নানাক্রন্দপুরে উপস্থিত হইয়া নবমমাসিক প্রদত্ত পিণ্ডাদি ভক্ষণ করে ॥

গ-পু ২।৬।৩৪।

নানাক্রন্দগণান্ দৃষ্ট্বা ক্রন্দমানান্ সুদারুণান্।
স্বয়ঞ্চ শূন্যহৃদয়ঃ সমাক্রন্দতি দুঃখিতঃ ॥

প্রেত তৎকালে নানাক্রন্দপুরবাসীগণকে অতি দুর্দ্দশাপন্ন ও রোরুদ্যমান্ দেখিয়া আপনিও বহুদুঃখে দুঃখিত ও হতাশ হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে ॥ ঐ ৩৫।

বিহায় তৎপুরং প্রেতো যাতি তপ্তপুরংপ্রতি।
সুতপ্তনগরংপ্রাপ্তো দশমে মাসি সোহশ্নুতে ॥

অনন্তর প্রেত সেই পুর পরিত্যাগপূর্ব্বক তপ্তপুরে গমন করে। দশমমাসেও সুতপ্তনগর প্রাপ্ত হইয়া দশম মাসিক প্রদত্ত পিণ্ডাদি ভক্ষণ করে ॥ ঐ ৩৬।

ভোজনৈঃ পিণ্ডদানৈস্তু দত্তৈস্তত্র সুখীভবেৎ।
মাসি চৈকাদশে পূর্ণে রৌদ্রং স্থানং স গচ্ছতি।

এই স্থানে প্রেত পিণ্ডদানাদি ভোজনদ্বারা সুখী হয়। অনন্তর একাদশ মাস পূর্ণ হইলে রুদ্র স্থানে গমন করে ॥ ঐ ৩৭।

দশৈকমাসিকং ভুক্ত্বা পয়োবর্ষণমিচ্ছতি।
মেঘাস্তত্র প্রবর্ষন্তি প্রেতানাং দুঃখদায়কাঃ॥

এই স্থানে প্রেত একাদশমাসিক প্রদত্ত দ্রব্য ভোজন করিয়া বারিবর্ষণ ইচ্ছা করে। তখন প্রেতের সমীপে অতি দুঃখপ্রদ মেঘ সকল বর্ষণ করিতে থাকে॥

গ-পু ২।৬।৩৮।

ন্যূনাব্দিকন্তু যচ্ছ্রাদ্ধং তত্র ভুঙ্ক্তে সুদুঃখিতঃ।
সম্পূর্ণে চ ততো বর্ষে প্রেতঃ শীতপুরং ব্রজেৎ॥

আব্দিকশ্রাদ্ধের পূর্ব্বশ্রাদ্ধপ্রদত্ত পিণ্ডাদি ভোজন করিয়া প্রেত অতিশয় দুঃখিত থাকে। অতঃপর বর্ষপূর্ণ হইলে প্রেত শীতপুরে গমন করে॥ ঐ ৩৯।

শীতাঢ্য নগরন্তত্র মহাশীতঃপ্রবর্ত্ততে।
শীতার্ত্তঃ ক্ষুধিতঃ সোঽপি বীক্ষতে হি দিশোদশ॥

এই পুর অতিশয় শীতপ্রধান এবং এখানে সর্ব্বদাই শীত প্রবৃত্ত আছে। প্রেত এই স্থানে আগমন করিয়া শীতার্ত্ত ও ক্ষুধিত হয় এবং ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে থাকে॥

ঐ ৪০।

ঈদৃশং বর্ত্ম বৈ রৌদ্রং কথিতং তব সুব্রত।
পুনশ্চ কথয়িষ্যামি যমলোকস্য যা গতিঃ॥

হে সুব্রত! আমি এইরূপ রৌদ্র বর্ত্মবর্ত্ম বলিলাম; পুনর্ব্বার যমলোকে প্রেতগণের যে গতি তাহা বলিতেছি॥ গ-পু ২।২৩।১৪।

(যমপুর বর্ণন।)

যাম্যনৈঋতয়োর্ম্মধ্যে পুরং বৈবস্বতস্য চ।
সর্ব্বং বজ্রময়ং দিব্যমভেদ্যং যৎ সুরাসুরৈঃ॥

দক্ষিণ ও নৈঋত এই উভয় দিকের মধ্যে যমপুর বিদ্যমান আছে, এই যমপুর সমস্তই বজ্রময় এবং সুরাসুরগণের অভেদ্য॥ ঐ ১৫।

চতুরস্রং চতুর্দ্বারং সপ্তপ্রাকারতোরণং।
স্বয়ং তিষ্ঠতি তস্যান্তর্যমো দূতৈঃসমন্বিতঃ॥

যমপুর চতুষ্কোণ ও চতুর্দ্বারবিশিষ্ট, ইহার সপ্তপ্রাকার ও সপ্ত তোরণ আছে। স্বয়ং যম দূতগণে পরিবৃত হইয়া এই পুরে অবস্থিতি করেন॥ ঐ ১৬।

যোজনানাং সহস্রং হি প্রমাণেন তু দৃশ্যতে।
সর্ব্বং রত্নময়ং দিব্যং বিদ্যুজ্জ্বালার্কবর্চ্চসং॥

এই যমপুর সহস্র যোজন ব্যাপ্ত দৃষ্ট হয়, এই সমস্ত পুরই দিব্য রত্নময় এবং সূর্য্যকিরণের ন্যায় সাতিশয় সমুজ্জ্বল॥ ঐ ১৭।

তদ্গৃহং ধর্ম্মরাজস্য বিস্তীর্ণং কাঞ্চনপ্রভং।
পঞ্চবিংশ প্রমাণেন যোজনানি সমুচ্ছ্রিতং॥

যে গৃহে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ বাস করেন, তাহা অতি বিস্তীর্ণ ও কাঞ্চনপ্রভ এবং তাহা পঞ্চবিংশতি যোজন উচ্চ॥ ঐ ১৮।

পুরমধ্যে প্রবেশে তু চিত্রগুপ্তস্য বৈ গৃহং।
পঞ্চবিংশতিসংখ্যানাং যোজনানাং প্রমাণতঃ॥

এই পুরমধ্যে প্রবেশস্থানে চিত্রগুপ্তের গৃহ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই চিত্রগুপ্তপুর পঞ্চবিংশতি যোজন বিস্তীর্ণ॥ গ-পু ২।২৩।২৪।

দশোচ্ছ্রিতং মহাদিব্যং লোহপ্রাকারবেষ্টিতং।
প্রতোলীশতসঞ্চারং পতাকাশতশোভিতং॥

এই চিত্রগুপ্তের গৃহ দশযোজন উচ্চ এবং ইহা লৌহ প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই পুরে সঞ্চরণ করণার্থ শতসংখ্যক পথ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উহা সর্ব্বদা শত শত পতাকা দ্বারা শোভিত হইতেছে॥ ঐ ২৫।

দীপিকা শতসংকীর্ণং গীতধ্বনিসমাকুলং।
চিত্রিতং চিত্রকুশলৈশ্চিত্রগুপ্তস্য বৈ গৃহং॥

ঐ গৃহে শত শত প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং উহা গীতবাদ্যাদি ধ্বনিতে সর্ব্বদা সমাকুল রহিয়াছে। ঐ চিত্রগুপ্তের গৃহ বিচিত্র কৌশলে চিত্রিত হইয়াছে॥ ঐ ২৬।

মণিমুক্তাময়ে দিব্যে আসনে পরমাদ্ভুতে।
তত্রস্থো গণয়ত্যায়ুর্ম্মানুষেষিতরেষু চ॥

ঐ গৃহে মণি মুক্তা দ্বারা বিনির্ম্মিত পরমাশ্চর্য্য আসন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে; চিত্রগুপ্ত সেই আসনে অবস্থিত হইয়া মনুষ্য এবং অন্যান্য জীবের আয়ুগণনা করেন (১)॥ গ-পু ২।২৩।২৭।

ন মুহ্যতি কথঞ্চিৎ সঃ সুকৃতে দুষ্কৃতেপি চ।
জন্মনোপার্জ্জিতং যাবৎসদসদ্বেত্তি তস্য তৎ॥
দশাষ্টদোষরহিতং কৃতং কর্ম্ম লিখিত্যসৌ।
চিত্রগুপ্তগৃহাৎ প্রাচ্যাং জ্বরস্যাস্তি মহাগৃহং॥

চিত্রগুপ্ত জীবের সুকৃত বা দুষ্কৃত কর্ম্মে মোহিত হয়েন না। তিনি জীবের আজন্মোপার্জ্জিত সৎ ও অসৎ সমুদায় কর্ম্ম নিরূপণ করেন এবং অষ্টাদশদোষ রহিত কর্ম্মসকল লিখিয়া রাখেন। চিত্রগুপ্তগৃহের পূর্ব্বদিকে জ্বরের মহাগৃহ বিদ্যমান রহিয়াছে॥ ঐ ২৮-২৯।

দক্ষিণে চাপি শূলস্য লূতাবিস্ফোটকস্য চ।
পশ্চিমে কালপাশস্য অজীর্ণ স্যারুচেস্তথা॥

চিত্রগুপ্তগৃহের দক্ষিণ দিকে শূল, লূতা ও বিস্ফোটকাদির গৃহ, এবং পশ্চিম দিকে কালপাশ, অজীর্ণ, ও অরুচি প্রভৃতির বাসগৃহ বিদ্যমান আছে॥ ঐ ৩০।

মধ্যপীঠোত্তরে জ্ঞেয়া তথা চান্যা বিষূচিকা।
ঐশান্যাং বৈশিরোর্ত্তিঃ স্যাদাগ্নেয্যাং চৈব মূর্চ্ছনা॥

---

(১) এই চিত্রগুপ্তের বিচারে যে জীবের যেরূপ উচিত ফল দৃষ্ট হয়, সূর্য্যতনয় যম তদনুসারে তাহাদিগের শুভাশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। যথা—

চিত্রগুপ্ত বিচারেণ যেষাং যদুচিতং ফলং।
শুভাশুভঞ্চ কুরুতে তমেব রবিনন্দনঃ॥
ব্র-বৈ-পু ২।৩৬।১৩০।

অতিসারস্ত নৈঋত্যাং বায়ব্যাং দাহসংজ্ঞকঃ।
এভিঃপরিবৃতো নিত্যং চিত্রগুপ্তঃ স তিষ্ঠতি।
যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে যৈশ্চ তৎসর্ব্বংতু লিখত্যসৌ॥

মধ্যপীঠের উত্তরভাগে বিসূচিকার বাস এবং ঈশানকোণে শিরোরোগ, অগ্নিকোণে মূর্চ্ছা, নৈঋতকোণে অতিসার এবং বায়ুকোণে দাহ অবস্থিতি করে। এই সকল রোগে পরিবৃত হইয়া চিত্রগুপ্ত অবস্থান করিতেছেন। যে মানব যেরূপ কর্ম্ম করে, চিত্রগুপ্ত তাহা লিখিয়া রাখেন॥ গ-পু ২।২৩।৩১-৩২।

ধর্ম্মরাজগৃহদ্বারি দূতাস্তাক্ষ্য তথা দিশি।
তিষ্ঠন্তি পাপকর্ম্মাণঃ পীড়য়ন্তো নরাধমান্॥

ধর্ম্মরাজের গৃহদ্বারে ও দিক্‌সমূহে তাঁহার দূতগণ বাস করে। ইহারা পাপকর্ম্মা নরাধম লোকদিগকে সর্ব্বদা পীড়ন করিয়া থাকে॥

ঐ ৩৩।

তত্রস্থো ভগবান্ ধর্ম্মো আসনে নিয়মে শুভে।
দশযোজনবিস্তীর্ণে নীলজীমূতসন্নিভে॥

ঐ গৃহে ভগবান্ ধর্ম্মরাজ (১) দশযোজন বিস্তীর্ণ নীল জলধর-প্রভ শুভ্র আসনে উপবিষ্ট আছেন॥

ঐ ২১।

(১) ব্রহ্মা প্রথমতঃ সর্ব্বব্যাপী বায়ু সৃষ্টি করিয়া অনন্তর তেজোময় সূর্য্যের সৃষ্টি করেন। তৎপরে চিত্রগুপ্তের সহিত ধর্ম্মরাজকে সৃষ্টি করিয়াছেন।
যথা—বায়ুঃ সর্ব্বগতঃসৃষ্টঃ সূর্য্যস্তেজো বিবৃদ্ধিমান্।
ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্টশ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ॥
গ-পু ২।৭৮।

(যমরাজের রূপ ও গুণ বর্ণন)

ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মশীলশ্চ ধর্ম্মযুক্তহিতো যমঃ।
ভয়দঃ পাপযুক্তানাং ধর্ম্মিণাঞ্চ সুখপ্রদঃ॥

যমরাজ ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মশীল ও সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মে নিরত। তিনি পাপিষ্ঠ মানবের পক্ষে ভয়প্রদ এবং পুণ্যশীল ব্যক্তির পক্ষে সুখপ্রদ॥

গ-পু ২।২৩।২২।

দুঃখেন পাপিনো যান্তি যমমার্গে সুদুর্গমং।
যমশ্চতুর্ভুজো ভূত্বা শঙ্খচক্রগদাদিভৃৎ॥
পুণ্যকর্ম্মরতান্ সম্যক্ স্নেহান্মিত্রবদাচরেৎ।
আহূয় পাপিনঃ সর্ব্বান্ যমোদণ্ডেন তর্জ্জয়েৎ॥

পাপীরা অতি দুঃখে দুর্গম মার্গে গমন করে। যম স্বয়ং শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিদিগকে স্নেহ সম্ভাষণে মিত্রের ন্যায় আহ্বান করেন। কিন্তু পাপীগণ সর্ব্বদা যমদণ্ডে তাড়িত হইয়া থাকে॥

গ-পু ২।৫।১৮-১৯।

প্রলয়াম্বুদনির্ঘোষো অঞ্জনাদ্রিসমপ্রভঃ।
মহিষস্থো দুরারাধ্যো বিদ্যুত্তেজঃ সমদ্যুতিঃ॥

যমরাজ প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় ধ্বনি করেন; তিনি অঞ্জনাদ্রির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, মহিষারূঢ় ও দুরারাধ্য। তাঁহার দেহ হইতে সর্ব্বদা বিদ্যুতের ন্যায় তেজঃ বহির্গত হইতেছে॥ ঐ ২০।

যোজনত্রয়বিস্তারদেহো রুদ্রোঽতিভীষণঃ।
লোহদণ্ডধরো ভীমঃ পাশপাণির্দুরাকৃতিঃ॥

যমরাজের শরীর যোজনত্রয় বিস্তীর্ণ, রুদ্ররূপ ও অতি ভয়ঙ্কর। ইনি ভীমরূপী, লৌহদণ্ডধারী এবং পাশহস্ত। ইহাঁর আকৃতি অতি দুর্দ্দর্শনীয়॥ গ-পু ২।৮।২১।

রক্তনেত্রোঽতিভয়দো দর্শনং যাতি পাপিনাং।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো হাহা কুর্ব্বন্ কলেবরাৎ॥

শমনদেব রক্তনেত্র ও ভয়প্রদ। পাপীগণ তাঁহাকে এইরূপেই দর্শন করিয়া থাকে। যমপুরে সর্ব্বদা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষগণ হাহাকার করিতেছে॥ ঐ ২২।

ধর্ম্মরাজস্য যদ্রূপং সন্তঃসুকৃতিনো জনাঃ।
পশ্যন্তি চ দুরাত্মানো যমরূপং দুরাসদং॥

সুকৃতী ও সজ্জনগণ, ধর্ম্মরাজের শোভনরূপ এবং দুরাত্মাগণ যমের ভয়ঙ্কররূপ দর্শন করিয়া থাকে॥ গ-পু ২।৯।৭।

তং দৃষ্ট্বা ভয়ভীতস্তু হাহেতি বদতে জনঃ।
কৃতং দানন্তু যৈর্ম্মর্ত্যৈর্ন ভয়ং বিদ্যতে কচিৎ॥

দুষ্কৃতকারীগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভয়ে ভীত হইয়া হাহাকারে রোদন করিতে থাকে। কিন্তু যাহারা দানাদি সৎক্রিয়া করিয়াছে, তাহাদের কোথাও ভয় নাই॥ ঐ ৮।

প্রাপ্তং সুকৃতিনং দৃষ্ট্বা স্থানাচ্চলতি সূর্য্যজঃ।
এষ মে মণ্ডলং ভিত্ত্বা ব্রহ্মলোকং হি গচ্ছতি॥

সূর্য্যতনয় যম সুকৃতীগণকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া স্বস্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বলিতে থাকেন "দেখ, এ ব্যক্তি আমার মণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছে"॥ গ পু ২।৯।৯।

দ্বাদশৈব প্রতীহারা ধর্ম্মরাজপুরে স্থিতাঃ।
শুভাশুভন্তু যৎ কর্ম্ম তে বিচার্য্য পুনঃ পুনঃ॥

এই ধর্ম্মরাজপুরে দ্বাদশ প্রতীহার অবস্থিতি করে। ইহারাই জীবের শুভাশুভ কর্ম্ম সকল বিচার করিয়া থাকে॥ গ-পু ২।৬।৪৫।

শ্রবণা ব্রহ্মণঃ পুত্রা মনুষ্যাণাঞ্চ চেষ্টিতং।
কথয়ন্তি তদা কালে পুজিতাঽপুজিতা স্বয়ং॥

এই সময়ে ব্রহ্মতনয় শ্রবণগণ মনুষ্যের সদসৎ কর্ম্ম বলে। এই কর্ম্মানুসারে তাহার শুভাশুভ ফলভোগ হইয়া থাকে॥ ঐ ৪৬।

নরৈস্তুষ্টৈশ্চ রুষ্টৈশ্চ যৎ প্রোক্তঞ্চ কৃতঞ্চ যৎ।
সর্ব্বমাবেদয়ন্তি স্ম চিত্রগুপ্তে যমে তথা॥

মনুষ্যগণ তুষ্ট অথবা রুষ্ট হইয়া যাহা কিছু বলে এবং করে, শ্রবণগণ সেই সমুদায় চিত্রগুপ্ত ও যমের নিকট আবেদন করে॥ ঐ ৪৭।

তেষাং যন্নাস্তথৈবোগ্রাঃ শ্রবণাঃ সূর্য্যসম্ভবাঃ।
এবম্বেবাংশক্তিয়ন্তি মর্ত্ত্যেমর্ত্ত্যোপকারিকা॥

ঐ শ্রবণগণ অতি উগ্রপ্রযত্ন এবং তাহাদিগের নামও পৃথক্ পৃথক্। তাহারা মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যগণের উপকার সাধন করে, ইহাই তাহাদিগের শক্তি॥ গ-পু ২।৬।৪৯।

দূরাচ্চ্ বর্ণবিজ্ঞানঃ দূরাদ্দর্শনগোচরঃ।
সর্ব্বে শৃণ্বন্তি যৎ পক্ষিংস্তেনৈব শ্রবণা মতাঃ॥

এই ব্রহ্মতনয়গণ দূর হইতে শ্রবণ করিতে পারে এবং দূরস্থিত পদার্থ দর্শন করিয়া থাকে। হে পক্ষিবর! ইহারা সকলেই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে পারে, এই নিমিত্ত শ্রবণগণ নামে অভিহিত হয়॥ গ-পু ২।৭।১৫।

স্থিত্বা চৈব তথাকাশে জন্তূনাঞ্চেষ্টিতন্তু যৎ।
তজ্জ্ঞাত্বা ধর্ম্মরাজাগ্রে মৃত্যুকালে বদন্তি চ।
ধর্ম্মঞ্চার্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ কথয়ন্তি তে॥

শ্রবণগণ আকাশে থাকিয়া জন্তুগণের চরিত্র দর্শন করে। অনন্তর তাহারা সেই সকল জানিয়া জন্তুগণের মৃত্যুকালে তাহাদিগের আচরিত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই সকল বিষয় ধর্ম্মরাজের গোচর করিয়া দেয়॥ ঐ ১৬।

একো হি ধর্ম্মমার্গশ্চ দ্বিতীয়শ্চার্থমার্গকঃ।
অপরঃ কামমার্গশ্চ মোক্ষমার্গশ্চতুর্থকঃ॥

উক্ত মার্গাদির মধ্যে প্রথম ধর্ম্মমার্গ, দ্বিতীয় অর্থমার্গ, তৃতীয় কামমার্গ এবং চতুর্থ মোক্ষমার্গ বলিয়া জানিবে॥ ঐ ১৭।

উত্তমাধমমার্গেণ বৈনতেয় প্রয়ান্তি হি।
অর্থদাতা বিমানৈস্তু অশ্বৈঃ কামপ্রদায়কঃ॥

হে বৈনতেয়! সকল জন্তুই উত্তমাধমমার্গে গমন করিয়া থাকে। যাহারা অর্থদাতা, তাহারা বিমানে এবং যাহারা কামপ্রদায়ক, তাহারা অশ্বে গমন করে॥ গ-পু ২।৭।১৮।

হংসযুক্তবিমানৈশ্চ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী প্রসর্পতি।
ইতরঃ পাদচারেণ হ্যসিপত্রবনানি চ।
পাষাণৈঃ কণ্টকৈঃ ক্লিষ্টঃ পাসবদ্ধোথ যাতি বৈ॥

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি হংসযুক্ত বিমানে এবং ইতর ব্যক্তিরা পাদচারে অসিপত্রবনে গমন করিয়া থাকে। যাহারা পাদচারে গমন করে, তাহারা পাষাণ ও কণ্টকদ্বারা ক্লিষ্ট ও পাশবদ্ধ হইয়া থাকে॥ ঐ ১৯।

দৈবিকীঃ পৈতৃকীঃ যোনিং মানুষীমথ নারকীঃ।
ধর্ম্মরাজস্য বচনান্মুক্তির্ভবতি বা ততঃ॥

ঐ সকল জীব ধর্ম্মরাজের বচনে দৈবী বা পৈতৃকী বা মানুষী কিম্বা নারকী (১) যোনি লাভ করে, অথবা তাহা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়॥ গ-পু ২।৯।১৬।

---

(১) মহর্ষি মনুও কহিয়াছেন যে, দুষ্কৃতকারী মনুষ্যের পরলোকে যমযাতনা অনুভবার্থ পঞ্চভূতের অংশ হইতে দুঃখসহিষ্ণু একটী স্বতন্ত্র দেহ জন্মে, যাহাকে লিঙ্গশরীর বলা যায়। ঐ জীব যদি মানব শরীরে অধিক পরিমাণে ধর্ম্মানুষ্ঠান আর অল্পপরিমাণে অধর্ম্মানুষ্ঠান

(নরক বর্ণন।)

চতুরশীতিলক্ষাণাং নরকানাং সঈশ্বরঃ।
তেষাংমধ্যেশ্রেষ্ঠতমান্ ধৌরেয়াস্ত্বেকবিংশতিঃ॥

ধর্ম্মরাজ চতুরশীতি লক্ষ নরকের ঈশ্বর। তাহার মধ্যে একবিংশতি প্রকার ধৌরেয় নামক নরক শ্রেষ্ঠতম॥ গ-পু ২।৮।৩০।

তামিস্রং লোহশঙ্কুঞ্চ মহারৌরবশাল্মলী।
রৌরবং কুণ্ডলম্পূতিমূর্ত্তিকং কালসূত্রকং॥
সন্ততো লোহতোদঞ্চ শবিষং সপ্রতাপনং।
মহানরককোকোলং সঞ্জীবঞ্চ মহাপথং॥
অবীচিমন্ধতামিস্রং কুম্ভীপাকং তথৈব চ।
অসীপত্রবনঞ্চৈব পতনঞ্চৈকবিংশকং॥

তামিস্র, লৌহশঙ্কু, মহারৌরব, শাল্মলী, রৌরব, কুণ্ডল, পূতিমূর্ত্তিক, কালসূত্রক, সন্তত, লৌহতোদ, সবিষ, সপ্রতাপন, মহানরক, কোকোল, সঞ্জীব, মহাপথ, অবীচি, অন্ধতামিস্র, কুম্ভীপাক, অসিপত্রবন এবং পতন, ইহারাই একবিংশতি প্রকার নরক॥

ঐ ৩১-৩৩।

নরকানাঞ্চ কুণ্ডানি সন্তি নানাবিধানি চ।
নানা পুরাণ ভেদেন নাম ভেদানি তানি চ॥

নরককুণ্ড অসংখ্য। কেবল পুরাণ ভেদে তৎ সমুদায়ের নাম ভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ব্র-বৈ-পু ২।২৯।৪।

পূর্ণেন্দু মণ্ডলাকারং সর্ব্বকুণ্ডঞ্চ বর্ত্তুলং।
অতীব নিম্নং পাষাণ ভেদৈশ্চ খচিতংসতি॥

সমস্ত নরককুণ্ড পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় মণ্ডলাকার, বর্ত্তুল ও অতীব নিম্ন। পাষাণবিশেষ দ্বারা সেই সকল কুণ্ড বিরচিত হইয়াছে॥

ব্র-বৈ-পু ২।৩৩।১।

ন নশ্বরঞ্চাপ্রলয়ং নির্ম্মিতঞ্চেশ্বরেচ্ছয়া।
ক্লেশদং পাতকীনাঞ্চ নানারূপ তদালয়ং॥

সেই সকল নরককুণ্ড অবিনশ্বর, কথনই লয়প্রাপ্ত হয় না; ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে তাহারা নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই নরককুণ্ড সকল নানারূপ আলয়ে পরিপূর্ণ ও পাপীগণের ক্লেশপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ঐ ২।

করে, তাহা হইলে সে পরলোকে পঞ্চভূতঘটিত একটী স্থূল শরীর প্রাপ্ত হইয়া তদ্দারা স্বর্গসুখ অনুভব করে। ঐজীব যদি মানবদেহে অধিক অধর্ম্ম ও অত্যল্প ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সে মৃত হইয়া পাঞ্চভৌতিক স্থূলশরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ পঞ্চভূতের অংশ হইতে দুঃখসহিষ্ণু বিলক্ষণ একটী কঠিন দেহ প্রাপ্ত হইয়া যমযাতনা ভোগ করে। জীব উক্ত শরীর দ্বারা যমযাতনা ভোগানন্তর নিষ্পাপ হইয়া আপনার কর্ম্মানুসারে পুনরায় পঞ্চভূতাত্মক মানবাদি দেহ ধারণ করে। যথা—

পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাং।
শরীরং যাতনার্থীয়মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবং॥

ম-সং ১২।১৬।

যদ্যাচরতি ধর্ম্মং স প্রায়শোঽধর্ম্মমল্পশঃ।
তৈরেব চাবৃতো ভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে॥
যদি তু প্রায়সোঽধর্ম্মং সেবতে ধর্ম্মমল্পশঃ।
তৈর্ভূতৈঃ স পরিত্যক্তো যামীঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ॥
যামীস্তা যাতনাঃ প্রাপ্য স জীবো বীতকল্মষঃ।
তান্যেব পঞ্চভূতানি পুনরপ্যেতি ভাগশঃ॥

ম-সং ১২।[illegible]

কুণ্ডান্যেতানি সাবিত্রি পাপিনাং ক্লেশদানি চ।
নিযুক্তৈঃ কিঙ্করগণৈ রক্ষিতানি চ সন্ততং॥
দণ্ডহস্তৈঃ শূলহস্তৈঃ পাশহস্তৈ র্ভয়ঙ্করৈঃ।
শক্তিহস্তৈর্গদাহস্তৈর্মদমত্তৈশ্চ দারুণৈঃ॥

এই সমুদায় নরককুণ্ডই পাপীগণের ক্লেশদায়ক। অতিশয় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি মদমত্ত সুদারুণ কিঙ্করগণ (যমরাজকর্ত্তৃক) নিযুক্ত হইয়া দণ্ড, শূল, পাশ, শক্তি ও গদা হস্তে নিরন্তর ঐ সমস্ত নরককুণ্ড রক্ষা করিতেছে॥ ব্র-বৈ পু ২।২৯।২১-২২।

তমোযুক্তৈ র্দয়াহীনৈর্দুর্নিবার্য্যৈশ্চ সর্ব্বতঃ।
তেজস্বিভিশ্চ নিঃশঙ্কৈস্তাম্রপিঙ্গল লোচনৈঃ॥

সেই যমকিঙ্করগণ তমোগুণান্বিত, দয়াহীন, সর্ব্বতোভাবে দুর্নিবার, তেজস্বী, নিঃশঙ্কচিত্ত ও তাম্রের ন্যায় লোচন হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা তথায় অবস্থান করিতেছে॥ ঐ ২৩।

যোগযুক্তৈঃ সিদ্ধযোগৈর্নানা রূপ ধরৈর্ব্বরৈঃ।
আসন্নমৃত্যুভির্দৃষ্টৈঃ পাপিভিঃ সর্ব্বজীবিভিঃ॥

সেই সকল পুরুষ যোগযুক্ত, সিদ্ধিসম্পন্ন ও নানারূপধারী। আসন্নমৃত্যু পাপাত্মা জীবগণই উহাদিগকে দর্শন করিয়া থাকে, অর্থাৎ পাপাত্মা ভিন্ন পুণ্যাত্মাদিগকে আসন্নকালে কখনই ঐ সমুদায় পুরুষকে দর্শন করিতে হয় না॥ ঐ ২৪।

নানা প্রকারং স্বর্গঞ্চ যাতি জীবঃ স্বকর্ম্মণা।
কুকর্ম্মণাচ নরকং যাতি নানাবিধং নরঃ॥

যেমন শুভকর্ম্মবলে জীবের নানাপ্রকার স্বর্গলাভ হয়, সেইরূপ অশুভ কর্ম্মবলে জীবগণ নানাবিধ নরকে গমন করে॥ ব্র-বৈ-পু ২।২৯।৩।

(পাপীগণের নরকযন্ত্রণা বর্ণন)

যমদূতৈঃ পুরুষৈর্ঘোরৈঃ কৃষ্যমাণা যতস্ততঃ।
স্বকুচ্ছেণাঙ্গুকাবেণ নীয়মানাশ্চ তে যথা॥

মহাভয়ঙ্কর যম-কিঙ্করগণ পাপীদিগকে আকর্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তি প্রদান করিতে করিতে নরকে লইয়া যায়॥ বি-সং ৪৩।২।

শ্বভিঃ শৃগালৈঃ ক্রব্যাদৈঃ কাককঙ্কবকাদিভিঃ।
অগ্নিতুণ্ডৈর্ভক্ষ্যমাণা ভুজঙ্গৈর্বৃশ্চিকৈস্তথা॥

পাপাচারী জীবগণ ঐ সকল নরকে পতিত হইয়া ভীষণাকার কুক্কুর, শৃগাল, রাক্ষস, কাক, বক, ভুজঙ্গ, বৃশ্চিক প্রভৃতির অগ্নিতুল্য তুণ্ডদ্বারা নিরন্তর ভক্ষ্যমান হইতে থাকে॥ ঐ ৩।

অগ্নিনা দহ্যমানাশ্চ তুদ্যমানাশ্চ কণ্টকৈঃ।
ক্রকচৈঃ পাট্যমানাশ্চ পীড্যমানাশ্চ তৃষ্ণয়া॥

তথায় তাহারা সর্ব্বদাই অগ্নিদ্বারা দাহ্যমান, কণ্টক দ্বারা ভিদ্যমান, ক্রকচদ্বারা পিষ্যমান ও তৃষ্ণাদ্বারা পীড্যমান হইতে থাকে॥ ঐ ৪।

ক্ষুধয়া ব্যথমানাশ্চ ঘোরৈর্ব্যাঘ্রগণৈস্তথা।
পূয়শোণিতগন্ধেন মূর্চ্ছমানাঃ পদে পদে॥

তথায় তাহারা দারুণ ক্ষুধাতে অত্যন্ত ব্যথিত, ঘোরতর ব্যাঘ্রগণ কর্ত্তৃক ভীত ও পূয় শোণিতাদির দুর্গন্ধে পদে পদে মূর্চ্ছিত হইতে থাকে ॥ বি-সং ৪৩।৫।

পরান্নপানং লিপ্সন্তস্তাড্যমানাশ্চ কিঙ্করৈঃ।
কাককঙ্কবকাদীনাং ভীমানাং সদৃশাননৈঃ ॥

তথায় তাহারা আহার এবং জলপানার্থ সাতিশয় লিপ্সিত এবং ভয়ঙ্কর যম-কিঙ্করগণ ও ভীমদর্শন কাক, কঙ্ক, বকাদি দ্বারা তাড্যমান হইতে থাকে ॥ ঐ ৬।

ক্বচিৎ ক্বাথ্যন্তি তৈলেন তাডান্তে মুষলৈঃ ক্বচিৎ।
আয়সীষু চ বিধ্যন্তে শিলাসু চ তথা ক্বচিৎ ॥

পাপীগণ কোথাও উত্তপ্ত তৈলদ্বারা ক্বাথিত, কোথাও মুষল দ্বারা তাড়িত, কোথাও বা লৌহ শলাকা ও শিলাঘাতে বিদ্ধ হইতে থাকে ॥ ঐ ৭।

ক্বচিদ্বান্তমথাশ্নন্তি ক্বচিৎ পূয়মসৃক্ ক্বচিৎ।
ক্বচিদ্বিষ্ঠাং ক্বচিন্মাংসং পূয়গন্ধি সুদারুণং ॥

তাহারা কোথাও পূয়, কোথাও রক্ত, কোথাও বিষ্ঠা, কোথাও মাংস প্রভৃতি নানাবিধ দারুণ দুর্গন্ধময় বস্তু সকল আহার করিতেছে ॥ ঐ ৮।

অন্ধকারেষু তিষ্ঠন্তি দারুণেষু তথা ক্বচিৎ।
কৃমিভির্ভক্ষ্যমাণাশ্চ বহ্নিতুণ্ডৈশ্চ দারুণৈঃ ॥

তাহারা কোথাও ঘোরতর অন্ধকারে অবস্থিতি করিতেছে, কোথাও বা অগ্নি সদৃশ ভয়ঙ্কর মুখবিশিষ্ট কৃমিদিগের দ্বারা নিরন্তর ভক্ষ্যমান হইতেছে ॥ বি-সং ৪৩।৯।

ক্বচিচ্ছীতেন বাধ্যন্তে ক্বচিদ্বামেধ্যমধ্যগাঃ।
পরস্পরমথাশ্নন্তি ক্বচিৎ প্রেতাঃ সুদারুণাঃ ॥

পাপীরা কোথাও দারুণ শীতে প্রপীড়িত, কোথাও অমেধ্য মধ্যে নিপতিত, কোথাও পরস্পর পরস্পরকর্ত্তৃক ভক্ষিত, কোথাওবা প্রেতগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছে ॥ ঐ ১০।

ক্বচিদ্ভূতেন তাড্যন্তে লম্বমানাস্তথা ক্বচিৎ।
ক্বচিৎক্ষিপ্যন্তি বাণৌঘৈরুৎকৃত্যন্তে তথা ক্বচিৎ ॥

তাহারা কোথাও ভূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইতেছে, কোথাও বা লম্বমান হইয়া রহিয়াছে, কোথাও বা দারুণ শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও জর্জ্জরিত হইতেছে ॥ ঐ ১১।

কণ্ঠেষু দত্তপাদাশ্চ ভুজঙ্গাভোগবেষ্টিতাঃ।
পীড্যমানাস্তথা যন্ত্রৈঃ কৃষ্যমাণাশ্চ জানুভিঃ ॥

কোথাও কণ্ঠদেশে পাদদ্বারা বিদলিত, কোথাও ভুজঙ্গদ্বারা পরিবেষ্টিত, কোথাও যন্ত্রদ্বারা প্রপীড়িত, কোথাও বা জানুদেশে আকৃষ্ট হইতেছে ॥ ঐ ১২।

নরকে যানি দুঃখানি পাপহেতূদ্ভবানি বৈ।
প্রাপ্যন্তে নারকৈর্ব্বিপ্র তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥

হে বিপ্র! পাপীগণ পাপের জন্ত

নরকে যে সকল দুঃখ ভোগ করে, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য ॥

বি-পু ৬।৫।৪৯।

(পাপানুরূপ নরক-কুণ্ডের নাম কথন)

যথৈব পাপান্যেতানি তথান্যানি সহস্রশঃ।
ভুজ্যন্তে যানি পুরুষৈর্নরকান্তরগোচরৈঃ ॥

এই সংসারে যেমন অসংখ্য পাপকার্য্য আছে, সেইরূপ অশেষবিধ নরকও রহিয়াছে। যাহারা যেরূপ পাপাচরণ করে, তাহারা তদনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন নরক ভোগ করিয়া থাকে(১) ॥ বি-পু ২।৬।২৭।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

জীবের প্রেতত্ব প্রাপ্তির কারণ কথন।

শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ।

যে কেচিৎ পাপকর্ম্মাণঃ পূর্ব্বকর্ম্মবশানুগাঃ।
জায়ন্তে তে মৃতাঃ প্রেতাঃ শৃণুষ্ব ত্বংবদাম্যহং ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে গরুড় ! শ্রবণ কর। যাহারা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত থাকে, তাহারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া প্রেতরূপে উৎপন্ন হয় ॥ গ-পু ২।১২।৩।

বাপীকূপতড়াগানি আরামশ্চ সুরালয়ং।
প্রপাং সত্রঃ সুবৃক্ষাংশ্চ তথা ভোজনশালিকাঃ ॥
পিতৃপৈতামহং ধর্ম্মং বিক্রীণাতি স পাপকৃৎ।
মৃতঃ প্রেতত্বমাপ্নোতি যাবদাভূতসংপ্লবং ॥

যাহারা পুষ্করিণী, কূপ, দীর্ঘিকা, উপবন, দেবালয়, পানীয়শালা, সুবৃক্ষ, ভোজনশালা ও পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম বিক্রয় করে, সেই পাপীষ্ঠেরা মরণান্তে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত প্রেত যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ঐ ৪-৫।

চাণ্ডালাদুদকাৎ সর্পাৎ ব্রাহ্মণাদ্বৈদ্যুতাত্তথা।
দংষ্ট্রিভ্যশ্চ পশুভ্যশ্চ মরণং পাপকর্ম্মণাং ॥
উদ্বন্ধনমৃতা যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে।
আত্মোপঘাতিনো যে চ বিসূচাগ্নিহতাশ্চ যে ॥
মহারোগৈর্মৃতা যে চ পাপরোগৈশ্চ দস্যুভিঃ।
অসংস্কৃত প্রমৃতাশ্চ বিহিতাচারবর্জ্জিতাঃ ॥
বৃষোৎসর্গাদিসংস্কারৈর্লুপ্তৈঃ পিণ্ডৈশ্চ মাসিকৈঃ।
যস্তানয়তি শূদ্রোগ্নিংতৃণং কাষ্ঠং হবীংষি চ ॥
পতনং পর্ব্বতাদিভ্যো ভিত্তিপাতেন যে মৃতাঃ।
রজস্বলাদিদোষৈস্তু ন ভূমৌ ম্রিয়তে যদি ॥
অন্তরীক্ষে মৃতা যে চ বিষ্ণুস্মরণবর্জ্জিতাঃ।
সূতকাদিষু সম্পর্কা দুষ্টশল্যাম্বুজাস্তথা ॥
এবমাদিভিরন্যৈশ্চ কুমৃত্যুবশগাস্তু যে।
তে সর্ব্বে প্রেতযোনিস্থা বিচরন্তি মহীস্থলীং ॥

চণ্ডালের আঘাতে, জলমগ্নে, সর্পা-

(১) পাপাচারী লোকেরা যে যে পাপানুসারে যে যে নরককুণ্ডে গমন করে, তাহার কথঞ্চিৎ বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণান্তর্গত প্রকৃতি খণ্ডের ৩০।৩১ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

নরককুণ্ডের নাম।	পাপানুসারে কুণ্ডবিশেষগামী।
১ বহ্নিকুণ্ড ...	কটুবাক্যানলে বান্ধবদগ্ধকারী।

ঘাতে, ব্রাহ্মণ হইতে, বিদ্যুৎপাতে, দংশকজন্তু হইতে ও পশুগণের আঘাতে যে সকল পাপকর্ম্মা ব্যক্তি-দিগের মৃত্যু হয়, যাহারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে, যাহারা বিষ ও

২ তপ্তকুণ্ড ... ব্রাহ্মণাতিথি ভোজনাপ্রদ।
৩ ক্ষারকুণ্ড ... নিষিদ্ধ দিনে বস্ত্রে ক্ষারসংযোজক।
৪ বিট্‌কুণ্ড ... ব্রহ্মবৃত্ত্যাপহারক।
৫ মূত্রকুণ্ড ... পরকীয় তড়াগোৎসর্গকারী।
৬ শ্লেষ্মকুণ্ড ... একাকী মিষ্টভোজী।
৭ গরকুণ্ড ... পিতৃ,মাতৃ,গুরুও ভার্য্যাদির অপোষক
৮ দূষিকাকুণ্ড ... অতিথিদর্শনে বক্রচক্ষুঃকারী।
৯ বসাকুণ্ড ... ব্রাহ্মণকে দান করণানন্তর তদ্দ্রব্য অন্যকে দানকর্ত্তা।
১০ শুক্রকুণ্ড ... পরস্ত্রীগামী ও পরপুরুষগামিনী।
১১ অসৃক্‌কুণ্ড ... গুরু ও বিপ্রতাড়ক ও তদ্রক্তপাতকারক।
১২ অশ্রুকুণ্ড ... হরিসঙ্গীতে গঙ্গাদচিত্তে রোরুদ্যমান ভক্তের প্রতি উপহাসকারী।
১৩ গাত্রমলকুণ্ড ... সর্ব্বদা অশুদ্ধচিত্ত ও খলতাকারী।
১৪ কর্ণবিট্‌কুণ্ড ... বধিরের প্রতি উপহাসকারী।
১৫ মজ্জাকুণ্ড ... লোভপ্রযুক্ত স্বভোজনার্থ জীবহন্তা।
১৬ মাংসকুণ্ড ... অর্থলোভে কন্যাবিক্রয়কারী।
১৭ নখকুণ্ড, ১৮ লোমকুণ্ড ... শ্রাদ্ধোপবাসাদিতে সংযমত্যাগী।
১৯ কেশকুণ্ড ... সকেশ পার্থিব শিবলিঙ্গার্চ্চক।
২০ অস্থিকুণ্ড ... বিষ্ণুপদে পিতৃপিণ্ডাদাতা।
২১ তাম্রকুণ্ড ... গুর্ব্বিণীগামী।
২২ লৌহকুণ্ড ... ঋতুস্নাতা অবীরান্নভুক্।
২৩ তীক্ষ্ণকণ্টক কুণ্ড কটুবাক্য দ্বারা স্বামিতাড়িকা।
২৪ বিষকুণ্ড ... বিষ প্রয়োগ দ্বারা জীবনহন্তা।
২৫ ঘর্ম্মকুণ্ড ... ঘর্ম্মাক্ত হস্তে দেবদ্রব্য স্পর্শকারী।
২৬ তপ্তসুরাকুণ্ড ... শূদ্রাজ্ঞায় শূদ্রান্নভোজী।
২৭ প্রতপ্ত তৈলকুণ্ড দণ্ডাঘাত দ্বারা বৃষতাড়ক।
২৮ কুন্তকুণ্ড ... কুন্তলৌহবড়িশ দ্বারা জীবহন্তা।
২৯ কৃমিকুণ্ড ... মৎস্যভুক্ বিপ্র, বৃথামাংসাহারী ও বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্নাদি ভোজনকারী।
৩০ পূয়কুণ্ড ... শূদ্রযাজী, শূদ্রের শ্রাদ্ধান্নভোজী ও শূদ্রশবদাহী ব্রাহ্মণ।
৩১ সর্পকুণ্ড ... মস্তকে শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নবিশিষ্ট সর্পহন্তা।
৩২ মশকুণ্ড ... বিধিদত্ত ক্ষুদ্র জন্তু হন্তা।
৩৩ দংশকুণ্ড ... বিধিদত্ত ক্ষুদ্র জীবহন্তা।
৩৪ গরলকুণ্ড ... মক্ষিকা বিনাশ পূর্ব্বক মধুগ্রাহী।
৩৫ বজ্রদংষ্ট্র কুণ্ড ... অদণ্ডনীয় ব্রাহ্মণের দণ্ডকারী।
৩৬ বৃশ্চিককুণ্ড ... অর্থলোভে প্রজাদণ্ডকারী।
৩৭ শরকুণ্ড, ৩৮ শূলকুণ্ড, ৩৯ খড়্গকুণ্ড ... শস্ত্রধারী, ধাবক, সন্ধ্যাহীন ও হরিভক্তিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ।
৪০ গোলকুণ্ড ... অন্নদোষে প্রজাকে কারাবদ্ধকারী।
৪১ নক্রকুণ্ড ... জল হইতে উত্থিত নক্রাদি হন্তা।
৪২ কাককুণ্ড ... কামবশতঃ পরস্ত্রীর বক্ষ, শ্রোণী প্রভৃতি দর্শনকারী।
৪৩ সন্ধানকুণ্ড ... স্বর্ণচোর।
৪৪ বাজকুণ্ড ... তাম্র ও লৌহচোর।
৪৫ বজ্রকুণ্ড ... দেবদ্রব্যচোর।
৪৬ তপ্ত পাষাণকুণ্ড-দেবতা ও ব্রাহ্মণের রৌপ্য, গো ও বস্ত্রচোর।
৪৭ তীক্ষ্ণ পাষাণকুণ্ড-দেবতা ও ব্রাহ্মণের পিত্তল ও কাংস্যপাত্র চোর।
৪৮ লালাকুণ্ড ... বেশ্যান্নভুক্ ও তদবৃত্তিজীবী।
৪৯ মসীকুণ্ড ... ম্লেচ্ছসেবী ও মসীজীবী ব্রাহ্মণ।
৫০ চূর্ণকুণ্ড ... দেবতা ও ব্রাহ্মণের শস্য, তাম্বুল ও আসন চোর।
৫১ চক্রকুণ্ড ... ছলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের দ্রব্য অপহরণার্থ চক্রকারী।
৫২ বক্রকুণ্ড ... ব্রাহ্মণ ও বান্ধবকে বক্রতাকারী।
৫৩ কূর্ম্মকুণ্ড ... হরিশয়নে কূর্ম্মমাংসভুক্ ব্রাহ্মণ।
৫৪ জ্বালাকুণ্ড, ৫৫ ভস্মকুণ্ড ... দেবতা ও ব্রাহ্মণের ঘৃত তৈলাদি হরণকারী।
৫৬ দুর্গন্ধকুণ্ড ... দেবতা ও ব্রাহ্মণের সুগন্ধ তৈলাদি দ্রব্যাপহারক।
৫৭ তপ্তশূর্ম্মীকুণ্ড ... বলও ছল দ্বারা পরভূমি হরণকারী।
৫৮ অসিপত্রকুণ্ড ... অর্থলোভে খড়্গ দ্বারা জীবহন্তা ও নরঘাতী।

শস্ত্রাদি দ্বারা আহত, যাহারা আত্মোপঘাতী, যাহারা বিসূচিকা রোগে মৃত, যাহারা অগ্নিদাহে আহত, যাহারা মহারোগে ও পাপ-রোগে মৃত, যাহারা দস্যুগণকর্ত্তৃক আহত, যাহারা অসংস্কারাবস্থায় প্রাণত্যাগ করে, যাহারা বিহিতা-চারবর্জ্জিত, যাহাদিগের বৃষোৎ-সর্গাদি সংস্কার ও মাসিকপিণ্ডাদি লুপ্ত হইয়াছে, শূদ্রগণ যে মৃতব্যক্তির অগ্নি, তৃণ, কাষ্ঠ ও ঘৃতাদি আহরণ করে, পর্ব্বতাদি হইতে পতন হইয়া যাহার মৃত্যু হয়, যাহারা ভিত্তিপাতে মৃত, যাহারা রজস্বলাদি-স্পৃষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করে, যাহার ভূমিতে মরণ হয় না, যাহার আকাশে মৃত্যু ঘটে, যাহারা বিষ্ণুর নাম স্মরণে

---

৫৯ ক্ষুরধার কুণ্ড ·· গ্রাম নগরাদি দাহকারী।

৬০ সূচীমুখকুণ্ড ··· পরনিন্দক, পরদোষে স্রাবী এবং বেদ ও ব্রাহ্মণনিন্দক।

৬১ গোধামুখকুণ্ড···গৃহভেদ করতঃ গৃহস্থের গো, ছাগ, মেষ ও দ্রব্যাদি হরণকারী।

৬২ নক্রমুখকুণ্ড ··· সামান্য দ্রব্যাদি চৌর।

৬৩ গজদংশকুণ্ড ··· অশ্ব, গজ ও নর চৌর।

৬৪ গোমুখকুণ্ড ··· গোশুশ্রূষাহীন ও গো জলপানে নিবারণকারী।

৬৫ কুম্ভীপাককুণ্ড · গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ভিক্ষুহত্যা, ভ্রূণহত্যা, ব্রহ্মহত্যাকারী, অগম্যা গামী, দীক্ষা ও সন্ধ্যাহীন, তীর্থ-প্রতিগ্রাহী, গ্রামযাজী, দেবল, প্রমত্ত, শূদ্র-সূপকার ও বৃষলীপতি।

৬৬ কালসূত্রকুণ্ড ··বেশ্যান্নভুক ও তৎসংসর্গী।

৬৭ অবটোদ কুণ্ড ··কুলটাদি ষড়্‌বিধ বেশ্যাগামী দ্বিজ।

৬৮ অরুন্তুদ কুণ্ড ··· চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণাদি নিষিদ্ধ কালে ···ভোজনকারী।

৬৯ পাংশুভোজকুণ্ড .বাক্‌প্রদত্ত কন্যাকে অন্যে সম্প্রদান-কারী।

৭০ পাশবেষ্টনকুণ্ড ··· দত্তাপহারী।

৭১ শূলপোতকুণ্ড ··· অভক্তিপূর্ব্বক শিবলিঙ্গপূজক।

৭২ প্রকম্পনকুণ্ড ··· ভয়ে প্রকম্পিত ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ডকারী।

৭৩ উল্কামুখকুণ্ড ··· স্ব স্বামী প্রতি সকোপবদনা ও কটুভাষিণী।

৭৪ অন্ধকূপকুণ্ড ··· শূদ্রভোগ্যা ব্রাহ্মণী।

৭৫ বেধনকুণ্ড ··· বেশ্যা অর্থাৎ পঞ্চ বা ষট্‌ পুরুষ-গামিনী।

৭৬ দণ্ডতাড়নকুণ্ড·যুঙ্গী, অর্থাৎ সপ্ত বা অষ্ট পুরুষগামিনী।

৭৭ জালবন্ধকুণ্ড ··মহাবেশ্যা, অর্থাৎ অষ্টাধিক পুরুষ-গামিনী।

৭৮ দেহচূর্ণকুণ্ড ·· কুলটা, অর্থাৎ পুরুষদ্বয়গামিনী।

৭৯ দলনকুণ্ড ·· স্বৈরিণী, বৃষলী, অর্থাৎ পুরুষচতুষ্টয় গামিনী।

৮০ শোষণকুণ্ড ··· ধৃষ্টা, পুংশ্চলী, অর্থাৎ পুরুষত্রয়-গামিনী।

৮১ কষকুণ্ড ··· সবর্ণ পরদারী।

৮২ শূলকুণ্ড ··· ব্রাহ্মণীগামী ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য।

৮৩ জ্বালামুখকুণ্ড.. তুলসী, গঙ্গাজল, দেবশিলাদি হস্তে ধারণপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করত তদ-পালক, মিথ্যাশপথী, মিত্রদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতী ও মিথ্যাসাক্ষী।

৮৪ জিহ্মকুণ্ড ··· নিত্যক্রিয়াহীন, বেদবাক্যে অবিশ্বাস-কারী, হিতবাক্যে নিন্দা ও উপ-হাসকারী।

৮৫ ধূম্রান্ধকুণ্ড ... দেবতা ও ব্রাহ্মণের ধনহারী।

৮৬ নাগবেষ্টনকুণ্ড...বৈদ্য ও দৈবজ্ঞ বৃত্তিকারী, লাক্ষা ও লৌহব্যাপারী ও রসাদিবিক্রয়ী ব্রাহ্মণ।

পরাঙ্মুখ, যাহারা সূতকাদিসম্পর্ক-বিশিষ্ট, যাহাদিগের দুষ্ট শল্যাদিতে মৃত্যু ঘটে, এবং যাহারা অন্যান্য কুমৃত্যুর বশতাপন্ন হয়, তাহারা চির-কাল প্রেত যোনিতে অবস্থিত হইয়া ভ্রমণ করে॥ গ-পু ২।১২।৭—১৩।

ভ্রাতৃধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গোঘ্নঃ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
কুলমার্গং পরিত্যজ্য হ্যনৃতেষু সদা রতঃ।
হর্ত্তা হেম্নশ্চ ভূমেশ্চ স প্রেতো জায়তে নরঃ॥

যে ব্যক্তি ভ্রাতৃদ্রোহকারী, ব্রহ্মঘ্ন, গোহন্তা, মদ্যপায়ী, গুরুপত্নীগামী এবং যে ব্যক্তি কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অসত্য আচরণে সর্ব্বদা রত থাকে এবং যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও ভূমি হরণ করে, তাহারা নিশ্চয় প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়॥ গ-পু ২।১২।৬৯।

বিকর্ম্মণা ভবেৎ প্রেতো বিধিহীনক্রিয়স্তথা।
তৎকালে দুষ্টসংসর্গাৎ বৃষোৎসর্গাদৃতে তথা॥
দুষ্টমৃত্যুবশাচ্চাপি হ্যদগ্ধবপুষস্তথা।
প্রেতত্বং জায়তে তার্ক্ষ্য পীড্যন্তে যেন জন্তবঃ॥

নিন্দিত কর্ম্ম ও বিধিহীন কর্ম্মা-নুষ্ঠান, জীবদবস্থায় দুষ্টসংসর্গ ও মরণান্তে বৃষোৎসর্গাভাব, দুষ্টমৃত্যু এবং মৃতদেহের অদাহন, এই সকল কারণেও মনুষ্য প্রেত হইয়া জন্তু-গণের পীড়া উৎপাদন করে॥
গ-পু ২।১০।৩৯-৪০।

দাহক্রিয়াদিলোপশ্চ খট্বাদিমৃতিদোষতঃ।
প্রেতত্বং সুস্থিরং তস্য বাক্চেষ্টাদিবিবর্জ্জিতং॥

দাহক্রিয়াদির লোপ ও খট্বাদির উপর মরণ, এই সকল কারণে নিশ্চয়ই প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। ঐ প্রেতগণের বাক্য ও চেষ্টা-দিও থাকে না॥ গ-পু ২।১০।৪১।

পক্ষিরাজ শৃণুষ্বং যথা প্রেতাশ্চরন্তি বৈ।
পরস্বহরণার্থী যে পত্ন্যন্বেষণতৎপরাঃ॥
তথৈব সর্ব্বপাপিষ্ঠা আত্মজান্বেষণে রতাঃ।
বিচরন্ত্যশরীরাস্তে ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা ভৃশং॥

প্রেতগণ যেরূপে বিচরণ করে তাহা শ্রবণ কর। যাহারা পরস্ব অপহরণে এবং পত্নী ও আত্মজগণের অন্বেষণে তৎপর, সেই সকল অশ-রীর পাপিষ্ঠ প্রেতগণ অতিশয় ক্ষুৎ-পিপাসায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে॥ ৪-৫।

যে কেচিৎ প্রেতরূপাবিকৃতমুখদৃশো রৌদ্রদংষ্ট্রাঃ করালা,
মন্যন্তে নৈব গোত্রং সুতদুহিতৃপিতৄন্ ভ্রাতৃজায়াশ্চ বন্ধূন্।
কৃত্বা কাম্যঞ্চ রূপং সুখগতিরহিতা ভাবমানা যথেষ্টং,
হাকষ্টং ভোক্তুকামাবিধিবশপতিতাঃ সং স্মরন্তি স্বপাকং॥

বিকৃত বদন, বিকৃত নয়ন ও ভীষণ দংষ্ট্রাসমন্বিত মহাভয়ঙ্কর যে প্রেত আপনার গোত্র, সুত, দুহিতা, পিতা, ভ্রাতা, জায়া ও বন্ধুগণকে মনে করে না, সে কামরূপ ধারণপূর্ব্বক সুখ ও সদ্গতি বিরহিত ও বিধিবশে

নিপতিত এবং ভোজনেচ্ছুক হইয়া যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্বদা আপনার কর্ম্মবিপাক স্মরণ করিতে থাকে ॥ গ-পু ২।১০।৪৫।

ধৃত্বা মায়াময়ং রূপং বিক্রুতা নরকার্ণবাৎ।
সর্ব্বে চ বিকৃতাকারা লম্বোষ্ঠা বিকৃতাননাঃ ॥

প্রেতগণ মায়াময় রূপ ধারণ করিয়া নরকার্ণব হইতে পলায়ন করে; ইহারা সকলেই বিকৃতাকার ও বিকৃতানন, ইহাদিগের ওষ্ঠগুলি লম্বমান রহিয়াছে ॥

গ-পু-২।১২।৪৫।

বৃহচ্ছরীরদশনা বক্রাস্যাঃ স্বেন কর্ম্মণা।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং প্রেতত্বে কারণং ময়া ॥

প্রেতগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বৃহৎ শরীর, বৃহদ্দন্ত ও বক্রাস্য হয়। প্রেতত্ব প্রাপ্তির এই সকল কারণ আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ঐ ৪৬।

শ্লেষ্মমূত্রপুরীষৈশ্চ রৈচকৈঃ সমলৈঃ সহ।
উচ্ছিষ্টৈশ্চৈব পক্কান্নৈঃ প্রেতানাং ভোজনংভবেৎ॥

শ্লেষ্মা, মূত্র, পুরীষ, রেচক, মল ও উচ্ছিষ্ট পক্কান্নদ্বারা প্রেতগণের ভোজন হইয়া থাকে ॥ ঐ ৫২।

গৃহাণি ত্যক্তশৌচানি প্রকীর্ণোপস্করাণি চ।
মলিনান্যপি ভূতানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥

যে সকল গৃহ শৌচবর্জ্জিত ও সর্ব্বপ্রকার উপকরণ রহিত অথচ মলিন, সেই সকল স্থানেই প্রেতগণের ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হয় ॥

গ-পু ২।১২।৫৩।

নাস্তি শৌচং গৃহে যস্য ন সত্যং ন চ সংযমঃ।
পতিতৈর্দস্যুভির্ভুক্তে প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ॥

যাহার গৃহে শৌচ, সত্য ও সংযম নাই, এবং যে গৃহে পতিত দস্যুগণ ভোজন করে, তাহার গৃহেই প্রেতগণের ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হয় ॥

ঐ ৫৪।

বলিমন্ত্রবিহীনানি হোমহীনানি যানি চ।
স্বাধ্যায়ব্রতহীনানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥

যে গৃহে বলি, হোম, স্বাধ্যায় ও ব্রতাদি কিছুই হয় না, সেই গৃহেই প্রেতগণ ভোজন করিয়া থাকে ॥

ঐ ৫৫।

ন লজ্জা ন চ মর্য্যাদা যত্র বৈ কুৎসিতো গৃহী।
সুরাশ্চৈব ন পূজ্যন্তে প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥

যে গৃহী ব্যক্তি অতি কুৎসিত আচার পরায়ণ এবং যাহার লজ্জা মর্য্যাদা কিছুই নাই এবং যাহার গৃহে দেবার্চ্চনাদি সৎকার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হয় না, সেই গৃহে প্রেতগণ ভোজন করিয়া থাকে ॥ঐ ৫৬।

যত্র লোভো হ্যতিক্রোধো নিদ্রা শোকো ভয়ংমদঃ
আলস্যং কলহো মায়া প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥

যে গৃহে লোভ, ক্রোধ, নিদ্রা, শোক, ভয়, মত্ততা, আলস্য, কলহ

ও মায়া সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, সেই গৃহে প্রেতগণ ভোজন করিয়া থাকে ॥ গ- পু২।১২।৫৭।

ভর্ত্তৃহীনা চ যা নারী পরবীর্য্যংনিষেবতে।
বীর্য্যমূত্রসমাযুক্তং প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥

যে নারী ভর্ত্তৃহীনা হইয়া পরপুরুষের সেবা করে, সেই নারীর গৃহে প্রেতগণ বীর্য্যমূত্রসমাযুক্ত অন্ন ভোজন করে ॥ ঐ ৫৮।

পিতৃদ্বারাণি রুন্ধন্তি তন্মার্গচ্ছেদকাস্তথা।
পিতৃভাগাংশ্চ গৃহ্ণন্তি পথিকান্ তস্করা ইব ॥

প্রেতগণ পিতৃদ্বার সকলের রোধক ও উচ্ছেদক হয়। তস্কর যেমন পথিকের সর্ব্বস্ব হরণ করে, প্রেতগণও সেইরূপ পিতৃভাগ গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ গ-পু ২।১০।৭।

স্ববেশ্ম পুনরাগত্য মূত্রোৎসর্গং বিশন্তি তে।
তত্র স্থিতা নিরীক্ষন্তে রোগশোকাদিনা জনং ॥

প্রেত সকল পুনর্ব্বার নিজ গৃহে আগমন করিয়া মূত্রোৎসর্গাদির স্থানে অবস্থিত হয় এবং তথায় থাকিয়া রোগ শোকাদি দ্বারা পরিপীড়িত জনগণকে নিরীক্ষণ করে ॥ ঐ ৮।

জ্বররূপেণ পীড্যন্তে হ্যেকান্তরামিষেণ তু।
চিন্তয়ন্তি সদা তেষামুচ্ছিষ্টাদিস্থলস্থিতাঃ ॥

অনন্তর একান্তরিত জ্বররূপে তাহাদিগকে পীড়া প্রদান করে এবং তাহাদের উচ্ছিষ্টাদিস্থলে অবস্থিত হইয়া নিয়তই চিন্তা করে ॥ ঐ ৯।

আত্মজানাং ছলং লোকে ভূতজাতৈশ্চ রক্ষিতাঃ।
পিবন্তি তত্র পানীয়ং ভোজনোচ্ছিষ্টযোজিতং ॥

তথায় তাহারা ভূতগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আত্মজগণের ছলান্বেষণপূর্ব্বক উচ্ছিষ্টভোজনযুক্ত পানীয় পান করে ॥ গ-পু ২।১০।১০।

স্বকুলং পীড়য়েৎ প্রেতঃ পরং ছিদ্রেণ পীড়য়েৎ।
জীবংশ্চ কুরুতে স্নেহং মৃতোদ্দৃষ্টত্বমাপ্নুয়াৎ।

প্রেতগণ (ছলান্বেষণ পূর্ব্বক) নিজকুলের পীড়া উৎপাদন করে এবং ছিদ্র পাইলে অপরেরও পীড়ন করিয়া থাকে। যাহারা জীবদ্দশায় অধিক স্নেহ করে, তাহারাই মরণান্তে অতিশয় দুষ্ট হয় ॥ ঐ ১৩।

সর্ব্বক্রিয়াপরিভ্রষ্টো নাস্তিকো দেবনিন্দকঃ।
অসত্যবাদনিরতো নরঃপ্রেতৈঃ প্রপীড্যতে ॥

সর্ব্বক্রিয়া হইতে ভ্রষ্ট, নাস্তিক, দেবনিন্দক ও মিথ্যাবাদী নরগণকে প্রেতগণ অধিকতর পীড়া দান করিয়া থাকে ॥ ঐ ১৬।

কলৌ প্রেতত্বমাপ্নোতি তার্ক্ষ্যাশুদ্ধক্রিয়াপরঃ।
কৃতাদৌ দ্বাপরং যাবন্ন প্রেতোনৈব পীড়নং ॥

কলিকালেই অশুদ্ধ ক্রিয়াচারী মানবগণ প্রেতত্ব লাভ করে। কিন্তু সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে প্রেতত্ব অথবা পীড়ন কিছুই ছিল না ॥ ঐ ১৭।

সর্ব্বং কুর্ব্বন্তি তে প্রেতাঃ পুনর্ধাম্যং সমাশ্রিতাঃ।
তত্র স্থানাৎ ভবেন্মুক্তিঃ স্বকালে কর্ম্মসংক্ষয়ে ॥

প্রেতগণ পুত্রাদির প্রতি অধিষ্ঠিত হইয়াও যদি মুক্তিলাভ করিতে না পারে,তাহা হইলে তাহারা পুনর্ব্বার যমলোক আশ্রয় করিয়া থাকে, যেহেতু তত্রস্থ প্রাণীদিগের কালসহকারে কর্ম্মক্ষয় হইলেই মুক্তি হইতে পারে ॥ গ-পু ২।১১।২৩।

অধঃশিরোভির্দৃশ্যন্তে নারকৈর্দিবি দেবতাঃ।
দেবাশ্চাধোমুখান্ সর্ব্বান্ অধঃপশ্যন্তি নারকান্॥

নরকবাসী লোকেরা অধঃশিরা হইয়া স্বর্গস্থ দেবগণকে ও দেবগণ অধঃশিরা হইয়া নারকীদিগকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ বি-পু ২।৬।২৯।

স্থাবরাঃ কৃময়োঽব্জাশ্চ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ।
ধার্ম্মিকাস্ত্রিদশাস্তদ্বন্মোক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্॥

পাপীলোকেরা নরক ভোগান্তে ক্রমান্বয়ে স্থাবর, কৃমি, জলচর, পক্ষী, পশু, মনুষ্য, ধার্ম্মিক মনুষ্য, দেবতা ও মোক্ষার্থি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ॥ বি-পু ২।৬।৩০।

সহস্রভাগাঃ প্রথমা দ্বিতীয়ানুক্রমাৎ তথা।
সর্ব্বেহ্যেতে মহাভাগ যাবন্মুক্তিসমাশ্রয়াঃ॥

হে মহাভাগ! যাবৎ মুমুক্ষু, অর্থাৎ মুক্তীচ্ছুক হইয়া জন্ম গ্রহণ না হয়, তাবৎ উহাদিগকে পর্য্যায়ক্রমে সহস্র গুণে ভাগ্যবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় (১) ॥ ঐ ৩১।

যাবন্তো জন্তবঃ স্বর্গে তাবন্তো নরকৌকসঃ।
পাপকৃদ্ যাতি নরকং প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ॥

স্বর্গে যতসঙ্খ্য প্রাণী বাস করে, নরকেও ততসঙ্খ্য প্রাণী বাস করে। যাহারা পাপ করিয়া (বিধিমতে) প্রায়শ্চিত্ত করণে পরাঙ্মুখ হয়,তাহারা নিশ্চয়ই নরকগামী হয় ॥ ঐ ৩২।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পাপানুরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান কথন।

(পাপানুরূপ প্রায়শ্চিত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য)

চরিতব্যমতোনিত্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে।
নিন্দ্যৈর্হি লক্ষণৈর্যুক্তা জায়ন্তেঽনিষ্কৃতৈনসঃ॥

মনুষ্য পাপাচরণ করিয়া পাপক্ষয়ার্থ শাস্ত্রানুসারে অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত (অর্থাৎ চান্দ্রায়ণাদি বিহিত কর্ম্ম) করিবে, নতুবা সেই সকল পাপজন্য নানাবিধ নরক ভোগান্তর নিন্দিত লক্ষণযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় ॥ ম-সং ১১।৫৪।

ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্ব্বকৃতৈস্তথা।
প্রাপ্নুবন্তি দুরাত্মানো নরা রূপবিপর্য্যয়ং॥

(১) যথাক্রমে স্থাবর হইতে কৃমি, কৃমি হইতে জলচর, জলচর হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে পশু, পশু হইতে মনুষ্য, মনুষ্য হইতে ধার্ম্মিক পুরুষ, ধার্ম্মিক পুরুষ হইতে দেবতা ও দেবতা হইতে মুক্ত পুরুষের জন্ম অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হয়॥

দুষ্কর্ম্মজন্য কোন কোন দুরাত্মা ইহজন্মেই রূপের বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হয়, কেহ কেহ বা পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ভোগাবসানে নানাবিধ রোগদ্বারা বিকৃতাকারবিশিষ্ট হয়॥

ম-সং ১১।৪৮।

এবং কর্ম্মবিশেষেণ জায়ন্তে লক্ষণান্বিতাঃ।
রোগান্বিতাস্তথান্ধাশ্চ কুব্জখঞ্জৈকলোচনাঃ॥
বামনাবধিরামূকাদুর্ব্বলাশ্চ তথাপরে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ॥

পাপাচারী জীবগণ নরক ভোগান্তে তির্য্যকাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে মানব জন্মে পূর্ব্বকৃত পাপকর্ম্মানুসারে কেহ কেহ কুষ্ঠাদি রোগযুক্ত, কেহ কেহ বা অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ, একলোচন, বামন, বধির, মূক ও দুর্ব্বল প্রভৃতি নানাবিধ লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব অতি যত্নপূর্ব্বক পাপানুরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে॥ বি-সং ৪৫।১-২।

সুবর্ণচৌরঃ কৌনখ্যং সুরাপঃ শ্যাবদন্ততাং।
ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগিত্বং দৌশ্চর্ম্মং গুরুতল্পগঃ॥
পিশুনঃ পৌতিনাসিক্যং সূচকঃ পূতিবক্ত্রতাং।
ধান্যচৌরোঽঙ্গহীনত্বমাতিরৈক্যন্তু মিশ্রকঃ॥
অন্নহর্ত্তামযাবিত্বং মৌক্যং বাগপহারকঃ।
বস্ত্রাপহারকঃ শৈত্র্যং পঙ্গু তামশ্বহারকঃ॥
দীপহর্ত্তা ভবেদন্ধঃ কাণো নির্ব্বাপকো ভবেৎ।
হিংসয়া ব্যাধিভূয়স্ত্বং স্ফীতোঽন্যস্ত্র্যভিমর্ষকঃ॥
এবং কর্ম্মবিশেষেণ জায়ন্তে সদ্বিগর্হিতাঃ।
জড়মূকান্ধবধিরা বিকৃতাকৃতয়স্তথা॥

ব্রাহ্মণের অশীতিরক্তিকা সুবর্ণ-চৌর কুৎসিত নখ প্রাপ্ত হয়; সুরাপায়ী কৃষ্ণবর্ণ দন্তবিশিষ্ট হয়; গুরু-ভার্য্যাগামী দুশ্চর্ম্মা হয়; পিশুন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যের বিদ্যমান দোষ প্রচার করে, সে পিনাসরোগ-গ্রস্ত হয়; সূচক, অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যের মিথ্যা দোষ প্রচার করে, সে দুর্গন্ধমুখত্ব প্রাপ্ত হয়; ধান্যচৌর অঙ্গহীন হয়; মিশ্রক, অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক ধান্যাদির সহিত অপর দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে, সে অধিকাঙ্গ হয়; অন্নচৌর মন্দানল রোগী হয়; গুরুর অননুমতিতে অধ্যয়নকারী মূক হয়; বস্ত্রাপহারী শ্বেতকুষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়; অশ্বচৌর খঞ্জ হয়; দীপচৌর অন্ধ হয়; দীপনির্ব্বাণকারী কাণ হয়; ব্রাহ্মণ ও গবাদি ব্যতিরিক্ত প্রাণী-হিংসাকারীর রোগবাহুল্য হয় এবং পরস্ত্রীর অভিমর্ষণকারী পুরুষ বাত-ব্যাধিতে স্থূলদেহ হয়। এইরূপে মনুষ্যগণ পূর্ব্বজন্মকৃত পাপানুসারে নরকভোগানন্তর শেষ পাপেতে বুদ্ধি, বাক্য, নেত্র ও কর্ণবিহীন ও বিকৃত আকারবিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে॥

ম-সং ১১।৪৯-৫৩।

প্রায়শ্চিত্তীয়তাং প্রাপ্য দৈবাৎ পূর্ব্বকৃতেন বা।
ন সংসর্গং ব্রজেৎ সদ্ভিঃ প্রায়শ্চিত্তেঽকৃতে দ্বিজঃ॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় প্রমাদবশতঃ ইহজন্ম বা পূর্ব্বজন্মকৃত কোন পাপ জন্য ক্ষয়রোগাদিগ্রস্ত হইলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়েন; যাবৎ প্রায়শ্চিত্ত না করেন তাবৎ সাধুলোকেরা তাঁহার সহিত যাজনাদি সংসর্গ করিবেন না॥ ম-সং ১১।৪৭।

পাপানামনুরূপাণি প্রায়শ্চিত্তানি যদ্ যথা।
তথা তথৈব সংস্মৃত্য প্রোক্তানি পরমর্ষিভিঃ॥

যে পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত অনুরূপ হইতে পারে, মহর্ষিগণ বিবেচনা করিয়া সেই সকল প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন॥

বি-পু ২।৬।৩৩।

পাপে গুরূণি গুরুণি স্বল্পান্যল্পে চ তদ্বিদঃ।
প্রায়শ্চিত্তানি মৈত্রেয় জগুঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ॥

হে মৈত্রেয়! স্বায়ম্ভুব মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ গুরুতর পাপে গুরুতর ও স্বল্প পাপে স্বল্প প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন॥ ৩৪।

(দেশ, কাল ও পাত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য)

দেশং কালং বয়ঃ শক্তিং পাপঞ্চাবেক্ষ্য যত্নতঃ।
প্রায়শ্চিত্তপ্রকল্প্যং স্যাদ্যত্র চোক্তা ন নিষ্কৃতিঃ॥

দেশ, কাল, বয়স, শক্তি ও পাপ, এই সকল বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নির্ণয় করিবে, তাহা হইলেই পাপের নিষ্কৃতি হয়॥

গ-পু ১।১০৫।৪৭।

বিখ্যাতদোষঃ কুর্ব্বীত গুরোরনুমতং ব্রতং।
অসংবিখ্যাতদোষস্তু রহস্যং ব্রতমাচরেৎ॥

বিখ্যাত পাপী ব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিবে এবং অপ্রকাশ্য পাপে গুপ্তভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে॥ ঐ ৪৯।

ঊনদ্বাদশবর্ষস্য চতুর্ব্বর্ষাধিকস্য চ।
প্রায়শ্চিত্তঞ্চরেদ্ভ্রাতা তথান্যোপি চ বান্ধবঃ॥

চতুর্ব্বর্ষ বয়সের পর এবং দ্বাদশবর্ষ বয়সের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি পাপাচরণ করে, তাহা হইলে তাহার মাতা অথবা অন্য কোন বান্ধব সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে॥

গ-পু ১।৩২।২।

অতো বালতরস্যাস্তি নাপরাধো ন পাতকং।
রাজদণ্ডো ন তস্যাস্তি প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥

চতুর্ব্বর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালকদিগের কোন অপরাধ অথবা পাতক নাই এবং তাহাদিগের রাজদণ্ড কিম্বা কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত-বিধি নাই॥

ঐ ৩।

(সকল প্রকার প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে একমাত্র হরিস্মরণই পরম প্রায়শ্চিত্ত)

প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃ কর্ম্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্॥

তপস্যা প্রভৃতি অশেষবিধ

প্রায়শ্চিত্তদ্বারা অশেষ পাপের ধ্বংস হয় বটে, কিন্তু সনাতন বিষ্ণুস্মরণের তুল্য প্রায়শ্চিত্ত আর কিছুই নাই ॥ বি-পু ২।৬।৩৫।

কৃতেপাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং হরিসংস্মরণং পরম্ ॥

যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া পরিশেষে অনুতাপ করে, তাহার পক্ষে ভক্তিপূর্ব্বক হরিস্মরণই একমাত্র পরম প্রায়শ্চিত্ত (১) ॥ ঐ ৩৬।

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো নহ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্ষণং ॥

পাপাচরণও কর্ম্ম, আর চান্দ্রায়নাদি প্রায়শ্চিত্তও কর্ম্ম। অতএব কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের যে উচ্ছেদ হয়, তাহা সমূলে উচ্ছেদ, এরূপ সম্ভাবনা করা যায় না ; কারণ কর্ত্তা অবিদ্যাদোষে দূষিত। একমাত্র অনুতাপই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত ॥ ভা-পু ৬।১।১০।

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে ॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতা মিদমেব সুনিষ্কৃতং।
নামব্যাহরণং বিষ্ণো র্যতস্তদ্বিষয়ামতিঃ ॥

স্বর্ণচৌর মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মহা, গুর্ব্বঙ্গনাগামী, স্ত্রীহন্তা, গোহন্তা, রাজহন্তা, পিতৃহন্তা এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে কোন প্রকার পাপী হউক না কেন, শ্রীবিষ্ণুর নামোচ্চারণ সে সকলেরই পক্ষে অতিশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কারণ, যে ব্যক্তি হরির নাম করেন, হরি তাঁহাকে "আমার" বলিয়া স্নেহ করেন ॥ ভা-পু ৬।২।৯-১০।

ন নিষ্কৃতৈ রুদিতৈ র্ব্রহ্মবাদিভি
স্তথা বিশুদ্ধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈ রুদাহৃতৈ
স্তদুত্তমশ্লোক গুণোপলম্ভকং ॥

পাপী হরির নামমাত্র লইয়া যেরূপ শুদ্ধ হইতে পারে, মনু প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী মুনিগণ যে সকল প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সেরূপ শুদ্ধ হইতে পারে না। আর, হরির নাম পবিত্রস্বরূপ হরির গুণ জানাইয়া দেয় ॥ ঐ ১১।

---

(১) নিজ ভক্তজনকে পাপাসক্ত দেখিলে ভগবান্ হরি তাহাকে এরূপ সদ্বুদ্ধি প্রদান করেন, যে সে তদ্দ্বারা পাপকার্য্য হইতে বিরত হয় এবং যে ব্যক্তি পাপ করিয়া পরে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় এবং পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য মনে মনে ভগবানের নিকট নিরন্তর অনুতাপগ্রস্ত হয়, সে অনায়াসেই ভগবানের কৃপায় সদ্গতি লাভ করিতে পারে। মহর্ষি মনুও কহিয়াছেন যে, যদি কেহ পাপ করিয়া অনুতাপ করে ও পুনর্ব্বার পাপ করিব না, এমন মনস্থ করিয়া নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। যথা,—"কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। নৈবং কুর্য্যাৎ পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ ॥ ম-সং ১১।২৩১।

নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতে
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে।
তৎকর্ম্মনির্হার মভীপ্সিতাং হরে-
র্গুণানুবাদঃ খলুসত্ত্বভাবনঃ॥

যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও মন পুনর্ব্বার অসৎপথে ধাবিত হয়, সে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপের সমূলে উচ্ছেদ হয় না। অতএব যাঁহারা পাপের সমূলে উচ্ছেদ কামনা করেন, হরির গুণানুবাদই তাঁহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত॥ ভা-পু ৬।২।১২।

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলন মেব বা
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণ মশেষাঘহরং বিদুঃ॥

পণ্ডিতেরা কহেন, পুত্রাদির নামচ্ছলেই হউক, পরিহাসক্রমেই হউক, গীত বা আলাপ পূরণার্থই হউক, অবহেলায় হউক, হরিনাম উচ্চারণ করিলেই অশেষ পাপ নষ্ট হয়॥ ঐ ১৪।

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্ট স্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্য বশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ॥

প্রাসাদাদি হইতে পতিত, মার্গাদিতে স্খলিত, সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট, লগুড়াদি দ্বারা আহত, কিংবা জ্বরাদিদ্বারা সন্তপ্ত, সুতরাং ব্যাকুল হইয়া মনুষ্য যদি "হরি" এই নামটী উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহাকে আর নরক যাতনা ভোগ করিতে হয় না॥ ঐ ১৫।

গুরূণাঞ্চ লঘূনাঞ্চ গুরূণি চ লঘূনি চ।
প্রায়শ্চিত্তানি পাপানাং জ্ঞাত্বোক্তানি মহর্ষিভিঃ॥

মন্বাদি মহর্ষিগণ বিশেষ জানিয়াই গুরু পাপের গুরু এবং লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন॥ ভা-পু ৬।২।১৬।

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদান জপাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া॥

তাঁহারা যে তপস্যা, দান ও ব্রতাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পাপেরই শান্তি হয়; কিন্তু পাপ করিয়া পাপীর যে হৃদয় মলিন হইয়াছে, তাহা শুদ্ধ হয় না। হরিপাদ সেবা সেই মলিন হৃদয়কেও শুদ্ধ করিতে পারে॥ ঐ ১৭।

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমশ্লোক নাম যৎ।
সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥

জ্ঞানতঃই হউক, আর অজ্ঞানতঃই হউক, কাষ্ঠে অগ্নি নিক্ষেপ করিলেই কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ জ্ঞানতঃই হউক বা অজ্ঞানতঃই হউক, পবিত্র কীর্ত্তি হরির নাম উচ্চারিত হইলেই পুরুষের পাপ নাশ করে॥ ঐ ১৮।

যথাগদং বীর্য্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোপ্যুদাহৃতঃ॥

রোগী না জানিয়া যদি অশ্রদ্ধাপূর্ব্বকও সেই রোগের উপযোগী

কোন সাতিশয় বীর্য্যসম্পন্ন ঔষধ সেবন করে, তাহা হইলে সেই ঔষধ অবশ্যই আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করে। এইরূপ পাপী না জানিয়া যদি অবহেলাক্রমেও হরি-নাম-মন্ত্র উচ্চারণ করে, তাহা হইলে ঐ মন্ত্র নিশ্চিতই আপন সামর্থ্য প্রকাশ করে ॥ ভা-পু ৬।২।১৯।

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতঃ পুমান্।
ভক্ত্যা চ যঃ স্মরেদ্বিষ্ণুং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥

জীব সকল অপবিত্রই থাকুক বা পবিত্রই থাকুক, সকল অবস্থাতেই যদি তাহারা ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুকে স্মরণ করে,তাহা হইলে তাহাদিগের বাহ্য ও অভ্যন্তর উভয় স্থানই শুচি হয় ॥ ব্র-বৈ-পু ১।১৭।১৭।

কর্ম্মারম্ভে চ মধ্যে বা শেষে বিষ্ণুঞ্চ যঃ স্মরেৎ।
পরিপূর্ণং তস্য কর্ম্ম বৈদিকঞ্চ ভবেৎ দ্বিজ ॥

হে ব্রহ্মন্! কোন কর্ম্মের আরম্ভে, মধ্যে ও শেষে যাঁহারা বিষ্ণুকে স্মরণ করেন, তাঁহাদিগের বৈদিক কার্য্যাদি অবশ্যই সম্পূর্ণ হয় ॥ ঐ ১৮।

প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যা মধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্।
নারায়ণমবাপ্নোতি সদ্যঃ পাপক্ষয়ং নরঃ ॥

যে মনুষ্য প্রাতঃ, রাত্রি, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নাদি কালে নারায়ণকে স্মরণ করে, তাহার সদ্য পাপক্ষয় হয় ॥ বি-পু ২।৬।৩৭।

বিষ্ণুসংস্মরণাৎক্ষীণ সমস্তক্লেশসঞ্চয়ঃ।
মুক্তিং প্রয়াতি স্বর্গাপ্তি স্তস্য বিঘ্নোঽনুমীয়তে ॥

বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে সমস্ত সঞ্চিত পাপের ধ্বংস হয় ও মোক্ষ লাভে সমর্থ হওয়া যায়। অধিক কি, যে ব্যক্তি বিষ্ণুস্মরণ করে, তাহার পক্ষে স্বর্গ লাভও বিড়ম্বনা বলিয়া অনুমিত হয় ॥ বি-পু ২।৬।৩৮।

বাসুদেবে মনো যস্য জপহোমার্চ্চনাদিষু।
তস্যান্তরায়ো মৈত্রেয় দেবেন্দ্রত্বাদিকং ফলম্ ॥

যে ব্যক্তি জপ, হোম ও পূজাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান কালে সনাতন বাসুদেবের প্রতি চিত্তসমর্পণ করেন, তাঁহার পক্ষে ইন্দ্রত্বাদি পদপ্রাপ্তিরূপ ফলও পরম পুরুষার্থের প্রতিবন্ধক বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ॥ ঐ ৩৯।

ক নাকপৃষ্ঠগমনং পুনরাবৃত্তিলক্ষণম্।
ক জপো বাসুদেবেতি মুক্তিবীজমনুত্তমম্ ॥

যে স্বর্গলোক হইতে পুনর্ব্বার পতন হয়, ঈদৃশ স্থানে গমন, আর মুক্তি ফলোৎপাদক বাসুদেব নাম জপ, এতদুভয়ের অনেক অন্তর ॥ ঐ ৪০।

তস্মাদহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরন্ পুরুষো মুনে।
ন যাতি নরকং মর্ত্ত্যঃ সংক্ষীণাখিলপাতকঃ ॥

অতএব, হে মুনে! মনুষ্য দিবা-রাত্রি বিষ্ণু স্মরণ করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, সুতরাং সে ব্যক্তিকে কখনই নরকে গমন করিতে হয় না ॥ ঐ ৪১।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

——oo——

স্বর্গ বর্ণন।

উপরিষ্টাদসৌ লোকো যোহয়ং স্বরিতিসংজ্ঞিতঃ।
ঊর্দ্ধগঃ সৎপথঃ শশ্বদ্দেবযানচরো মুনে॥

(মুদ্গলনামা ঋষিকে দেবদূত কহিয়াছিলেন)—হে মুনে! স্বর্গলোক উপরিভাগে অবস্থিত; তথায় নিরন্তর দেবযান সকল গমনাগমন করিতেছে॥ ম-ভা বন পর্ব্ব ২৬১।২।

নাতপ্ততপসঃ পুংসো নামহাযজ্ঞযাজিনঃ।
নানৃতা নাস্তিকাশ্চৈব তত্র গচ্ছন্তি মুদ্গল॥

সেই স্থানে তপোবলবিহীন, যজ্ঞানুষ্ঠান বিবর্জ্জিত, মিথ্যাভিরত নাস্তিকেরা গমন করিতে সমর্থ হয় না॥ ঐ ৩।

ধর্ম্মাত্মানো জিতাত্মানঃ শান্তা দান্তা বিমৎসরাঃ।
দানধর্ম্মরতা মর্ত্যাঃ শূরাশ্চাহবলক্ষণাঃ॥
তত্র গচ্ছন্তিধর্ম্মাগ্র্যং কৃত্বা সমদমাত্মকম্।
লোকান্ পুণ্যকৃতান্ ব্রহ্মন্ সদ্ভিরাচরিতান্ নৃভিঃ॥

যাঁহারা ধার্ম্মিক, জিতাত্মা, শান্ত, দান্ত, নির্ম্মৎসর, দাতা, একান্ত ধর্ম্মানুরক্ত এবং সমরপ্রিয় মহাবীর; তাঁহারাই শম দমমূলক অত্যুত্তম ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক সেই সৎপুরুষগণ-নিষেবিত পবিত্রলোক প্রাপ্ত হন॥ ঐ ৪-৫।

দেবাঃ সাধ্যাস্তথাবিশ্বে তথৈব চ মহর্ষয়ঃ।
যামা ধামাশ্চ মৌদ্গল্য গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা॥
এষাং দেবনিকায়ানাং পৃথক্ পৃথগনেকশঃ।
ভাস্বন্তঃ কামসম্পন্না লোকাস্তেজোময়াঃ শুভাঃ

দেবতা, সাধ্য, বিশ্ব, মহর্ষি, যাম, ধাম, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ ইহাদিগের কামফলপ্রদ অনেকানেক তেজোময় লোক দেদীপ্যমান রহিয়াছে॥ ম-ভা বনপর্ব্ব ২৬১।৬-৭।

ত্রয়স্ত্রিংশৎসহস্রাণি যোজনানি হিরন্ময়ঃ।
মেরুঃ পর্ব্বতরাড্ যত্র দেবোদ্যানানি মুদ্গল॥
নন্দনাদীনি পুণ্যানি বিহারাঃ পুণ্যকর্ম্মণাম্।
ন ক্ষুৎপিপাসে ন গ্লানির্নশীতোষ্ণে ভয়ং তথা॥
বীভৎসমশুভং বাপি তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে॥
মনোজ্ঞাঃ সর্ব্বতো গন্ধাঃ সুখস্পর্শাশ্চ সর্ব্বশঃ॥

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র যোজন বিস্তৃত হিরন্ময় অদ্রিরাজ মেরুতে নন্দন প্রভৃতি অনেকানেক পবিত্র পরম রমণীয় দেবোদ্যান শোভা পাইতেছে, সেই স্থান পুণ্যবান্ লোকদিগের বিহারভূমি; তথায় ক্ষুধা, পিপাসা, গ্লানি, ভয়, বীভৎস বা অন্য কোন প্রকার অশুভ অনুভূত হয় না, সর্ব্বদাই পরম রমণীয় সুখস্পর্শ সুগন্ধ গন্ধবহ

মন্দ মন্দ বেগে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হই-তেছে ॥ ম-ভা বনপর্ব্ব ২৬১।৮—১০।

শব্দাঃ শ্রুতিমনোগ্রাহ্যাঃ সর্ব্বতস্তত্র বৈ মুনে।
ন শোকো ন জরা তত্র নায়াসপরিদেবনে॥

তথায় নিরন্তর শ্রুতিসুখাবহ শব্দ শ্রবণ ও মন মোহিত করিতেছে এবং শোক,তাপ, জরা ও আয়াসের লেশমাত্র নাই ॥

ঐ ১১।

ঈদৃশঃ স মুনে লোকঃ স্বকর্ম্মফলহেতুকঃ।
সুকৃতৈস্তত্র পুরুষাঃ সংভবন্ত্যাত্মকর্ম্মভিঃ॥

হে মুনে! লোক সকল আপন আপন উপার্জ্জিত সুকৃতফলে সেই সর্ব্বসুখাস্পদ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ঐ ১২।

তৈজসানি শরীরাণি ভবন্ত্যত্রোপপদ্যতাম্।
কর্ম্মজান্যেব মৌদ্গল্য ন মাতৃপিতৃজান্যুত॥

তথায় গমন করিলে কর্ম্মজ তৈজস শরীর সমুদ্ভূত হয়; পিতৃমাতৃজ শরীর পরিগ্রহ করিতে হয় না ॥

ঐ ১৩।

ন সংস্বেদো ন দৌর্গন্ধ্যং পুরীষং মূত্রমেব বা।
তেষাংন চ রজোবস্ত্রং বাধতে তত্র বৈ মুনে॥

তথায় স্বেদ, পুরীষ, মূত্র, দুর্গন্ধ ও রজ প্রভৃতি বস্তুদ্বারা বস্ত্র অপবিত্র বা মলিন হয় না ॥ ঐ ১৪।

ন ম্লায়ন্তি স্রজস্তেষাং দিব্যগন্ধা মনোরমাঃ।
সংযুজ্যন্তে বিমানৈশ্চ ব্রহ্মন্নেবং বিধৈশ্চ তে॥

তত্রত্য লোকদিগের দিব্য গন্ধ-যুক্ত মনোরম মাল্যদাম ম্লান হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদা বিমানদ্বারা গমনাগমন করেন ॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ২৬১।১৫।

ঈর্ষ্যাশোকক্লমাপেতা মোহমাৎসর্য্যবর্জ্জিতাঃ।
সুখংস্বর্গজিতস্তত্র বর্ত্তয়ন্তে মহামুনে॥
তেষাং তথাবিধানান্তু লোকানাং মুনিপুঙ্গব।
উপর্য্যুপরি লোকস্য লোকা দিব্যগুণান্বিতাঃ॥

তথায় তাঁহারা ঈর্ষা, শোক ও শ্রমজনিত ক্লেশের লেশও অনুভব করেন না এবং নির্ম্মৎসর ও মোহ-বিবর্জ্জিত হইয়া পরমসুখে কাল-যাপন করিতেছেন। হে মুনিপুঙ্গব! ঈদৃশ লোক অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট লোক আছে; এইরূপে অশেষ গুণসম্পন্ন অনেকানেক দিব্যলোক উপর্য্যপরি অবস্থিতি করিতেছে ॥

ঐ ১৬—১৭।

পুরস্তাদ্ব্রহ্মণাস্তত্র লোকাস্তেজোময়াঃ শুভাঃ।
যত্র যান্ত্যৃষয়ো ব্রহ্মন্ পূতাঃ স্বৈঃ কর্ম্মভিঃ শুভৈঃ।

হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বোক্ত লোক সকলের অগ্রভাগে শুভাস্পদ তেজোময় ব্রহ্মলোক অবস্থিতি করে; তথায় পবিত্রস্বভাব ঋষিগণ স্ব স্ব শুভ কর্ম্মফলে গমন করেন ॥

ঐ ১৮।

ঋভবো নাম তত্রান্যে দেবানামপি দেবতাঃ।
তেষাং লোকাঃ পরতরে তান্ যজন্তীহ দেবতাঃ।

ঋভু নামে দেবগণ তথায় বাস করেন, তাঁহাদিগের লোক সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; দেবতারাও তাঁহাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকেন ॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ২৬১।১৯।

স্বয়ংপ্রভাস্তে ভাস্বন্তো লোকাঃ কামদুঘাঃপরে।
ন তেষাং স্ত্রীকৃতস্তাপো ন লোকৈশ্বর্য্যমৎসরঃ ॥

তাঁহারা স্বয়ং প্রভাসম্পন্ন এবং সকলের অভীষ্ট ফলপ্রদ। তাঁহাদিগের স্ত্রীকৃত তাপ নাই আর ঐশ্বর্য্যজনিত মাৎসর্য্যও নাই ॥

ঐ ২০।

ন বর্ত্তয়ন্ত্যাহুতিভিস্তে নাপ্যমৃতভোজনাঃ।
তথা দিব্যশরীরাস্তে ন চ বিগ্রহমূর্ত্তয়ঃ ॥

তাঁহারা আহুতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও অমৃত ভোজন করেন না। তাঁহাদিগের শরীর দিব্য ও অনির্ব্বচনীয় ; কোন প্রকার আকৃতি বা মূর্ত্তি নাই ॥ ঐ ২১।

ন সুখে সুখকামাস্তে দেবদেবাঃসনাতনাঃ।
ন কল্পপরিবর্ত্তেষু পরিবর্ত্তন্তি তে তথা ॥

তাঁহারা দেবদেব ও সনাতন ; তাঁহাদিগের সুখকামনা নাই। কল্প পরিবর্ত্তিত হইলেও তাঁহারা পরিবর্ত্তিত হন না ; নিরন্তর এক ভাবেই থাকেন ॥ ঐ ২২।

জরা মৃত্যুঃ কুতস্তেষাং হর্ষঃ প্রীতিঃ শোকং ন চ।
ন দুঃখং ন সুখং চাপি রাগদ্বেষৌ কুতো মুনে ॥

তাঁহাদিগের জরা, মৃত্যু, হর্ষ, শোক, সুখ, দুঃখ, রাগ ও দ্বেষ নাই ॥ ম-ভা বনপর্ব্ব ২৬১।২৩।

দেবতানাঞ্চ মৌদ্গল্য কাঙ্ক্ষিতা সা গতিঃপরা।
দুষ্প্রাপা পরমা সিদ্ধিরগম্যা কামগোচরৈঃ ॥

এই দুষ্প্রাপ্য পরমা গতি দেবতাদিগেরও অভিলষনীয় ; তাহা বিষয়-বাসনানিরত জনগণের অগম্য ॥

ঐ ২৪।

ত্রয়স্ত্রিংশদিমে দেবা যেষাং লোকা মনীষিভিঃ।
গম্যন্তে নিয়মৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্দানৈর্ব্বা বিধিপূর্ব্বকৈঃ ॥

মনীষিগণ বিবিধ নিয়মানুষ্ঠান ও বিধিপূর্ব্বক দানাদি কর্ম্মদ্বারা এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবলোক প্রাপ্ত হন ॥

ঐ ২৫।

(পুণ্যকর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গীয় সুখভোগের নশ্বরত্ব কথন।)

স্বর্গেপুণ্যস্যসামগ্র্যা ভুজ্যতে পরমং সুখং।
উত্তমেন চ পুণ্যেন প্রাপ্নোতি স্বর্গমুত্তমং ॥
মধ্যমেন তথামধ্যঃ স্বর্গোভবতি নান্যথা।
কনিষ্ঠেন তু পুণ্যেন স্বর্গোভবতি তাদৃশঃ ॥

পুণ্যসঞ্চয় থাকিলেই স্বর্গে পরম সুখ ভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার মধ্যে বিশেষ এই যে, উত্তম পুণ্য থাকিলে উত্তম সুখ, মধ্যম পুণ্য থাকিলে মধ্যম সুখ এবং অল্প পুণ্য থাকিলে অল্প সুখ ভোগ হয় ॥ যো-বা-রা ১।১।৩৬-৩৭।

পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুত্বং স্পর্দ্ধাচৈব সমৈশ্চতৈঃ।
কনিষ্ঠেষু চ সন্তোষো যাবৎ পুণ্যক্ষয়ো ভবেৎ।

যাহারা যখন পরোৎকর্ষ সহ্য করিতে না পারে, অর্থাৎ যখন অন্যের উৎকৃষ্ট সুখভোগ দৃষ্টে মনোমধ্যে দুঃখিত হয়, আর সমতুল্য ব্যক্তির প্রতি আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পূর্ব্বক স্পর্দ্ধান্বিত হয় এবং আপন অপেক্ষা হীন ব্যক্তির হীনতা দর্শন করিয়া সন্তোষ লাভ করে, তখনি তাহাদিগের পুণ্য ক্ষয় হয় ॥

যো-বা-রা ১।১।৩৮।

ক্ষীণেপুণ্যেবিশন্ত্যেতং মর্ত্তালোকঞ্চ মানবাঃ।
ইত্যাদি গুণদোষাশ্চ স্বর্গে রাজন্নবস্থিতঃ ॥

তাহারা ক্ষীণপুণ্য হইবামাত্র পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া মাতৃ-গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করে। হে রাজন্! স্বর্গে এই সকল দোষ গুণ বিদ্যমান আছে ॥ ঐ ৩৯।

তত্রৈশ্বর্য্যং সাতিশয়ং দেবানাং বশবর্ত্তিতা।
পতনং চ তথা স্বর্গে হ্যচিকিৎস্যা ত্রিদোষতা ॥

স্বর্গলোকে পুণ্যের অল্পতা বা আধিক্য বশতঃ ঐশ্বর্য্য ভোগেরও অল্পাধিক্য দর্শনে স্বর্গীয় পুরুষেরও ঈর্ষা জন্মে, এই কারণে স্বর্গে ঈর্ষা, দেবগণের অধীনতাপ্রযুক্ত ভয় এবং পুণ্যভোগান্তে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে পতন জন্য শোক, এই ত্রিবিধ দোষ স্বর্গলোকে অপ্রতিকার্য্য ॥

আত্ম-পু ১।৭০।

কৃতস্য কর্ম্মণস্তত্র ভুজ্যতে যৎ ফলং দিবি।
ন চান্যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম মূলচ্ছেদেন ভুজ্যতে ॥

লোকে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে; কিন্তু অন্য কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, সুতরাং পুণ্যপাদপ ক্রমে ক্রমে সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায় ॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ২৬১।২৮।

সোঽত্র দোষো মম মতস্তস্যান্তে পতনঞ্চ যৎ।
সুখব্যাপ্ত মনস্কানাং পতনং যচ্চ মুদ্গল ॥

পুণ্যের ক্ষয় হইলে সুখানুলিপ্ত লোকদিগের পুনরায় যে অধঃপতন হয়, ইহা আমার মতে অতীব দোষা-বহ; কারণ বহু দিবস সুখে কালাতি-পাত করিয়া পরিশেষে দুর্গতি লাভ করিলে, তাহা সাতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠে ॥

ঐ ২৯।

অসন্তোষঃ পরিতাপো দৃষ্ট্বা দীপ্ততরাঃ শ্রিয়ঃ।
যদ্ভবত্যবরে স্থানে স্থিতানাং তৎ সুদুষ্করম্ ॥

অন্যের অতুল ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিয়া অমর লোকস্থ জনগণের যে অসন্তোষ ও পরিতাপ জন্মে, ইহা অপেক্ষা ক্লেশজনক আর কিছুই নাই ॥ ঐ ৩০।

সংজ্ঞা মোহশ্চ পততাং রজসা চ প্রধর্ষণম্।
প্রম্লানেষু চ মাল্যেষু ততঃ পিপতিষোর্ভয়ম্ ॥

কণ্ঠবিলম্বিত মাল্য ম্লান হইলে পতনোন্মুখ ব্যক্তির অন্তঃকরণে

ভয়ের সঞ্চার হয় এবং পতনকালে তিনি রজোগুণাক্রান্ত ও তাঁহার বুদ্ধি বিমোহিত হইয়া যায়॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ২৬১।৩১।

আব্রহ্মভবনাদেতে দোষা সৌদ্গল্য দারুণাঃ।
নাকলোকে সুকৃতিনাং গুণাস্ত্বশুভশো নৃণাম্॥

ব্রহ্মভবন পর্য্যন্ত এই সমস্ত দারুণ দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুরলোকবাসে লক্ষ লক্ষবিধ গুণ সমূহও লক্ষিত হয়॥ ঐ ৩২।

অয়ন্ত্বন্যো গুণশ্রেষ্ঠ শ্চ্যুতানাং স্বর্গতো মুনে।
শুভানুশয়যোগ্যেন মনুষ্যেষুপজায়তে॥

কিন্তু স্বর্গভ্রষ্ট মনুষ্যদিগের এই একমাত্র গুণ দৃষ্ট হয় যে, তাঁহারা অন্য কোন অধম গতি প্রাপ্ত না হইয়া অতীত শুভাদৃষ্ট স্মরণ ও অনুতাপ করতঃ কেবল মনুষ্যলোকেই জন্মগ্রহণ করেন॥ ঐ ৩৩।

তত্রাপি স মহাভাগঃ সুখভাগভিজায়তে।
ন চেৎসংবুদ্ধতে তত্র গচ্ছত্যধমতাং ততঃ॥

সেই মহাভাগ সে স্থানেও সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন; কিন্তু যদি সম্যক্ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য না করেন, তাহা হইলে পরিশেষে তিনি নীচতা প্রাপ্ত হন॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ২৬১।৩৪।

ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎ পরত্রোপভুজ্যতে।
কর্ম্মভূমিরিয়ং ব্রহ্মন্ ফলভূমিরসৌ মতা॥

কারণ পৃথিবী কর্ম্মভূমি; ইহলোকে কর্ম্ম করিলে পরলোকে তাহার ফল ভোগ হয়॥ ঐ ৩৫।

স্বর্গেঽপি দুঃখসম্ভোগঃ পরস্ত্রীদর্শনাদিষু।
ততো দুঃখমিদং সর্ব্বং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

পরস্ত্রী দর্শনাদি জন্য স্বর্গেও নানাবিধ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, অতএব এই জগৎ সমস্তই দুঃখাত্মক, ইহাতে কোন সংশয় নাই, অর্থাৎ কেবল নরকেই যে দুঃখ ভোগ হয় এমত নহে, স্বর্গেও অনেক দুঃখ ভোগ হয়॥ শি-সং ১।২৯।

সংসার-তত্ত্ব সমাপ্ত।
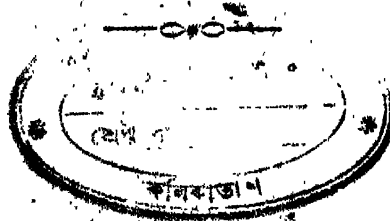
সংসার-তত্ত্বের শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	২	২১	স্থূলভুত	স্থূলভূত
১০	২	১২	বিকৃতি	বিকৃত
১৬	১	২৫	সপ্ততি যোজন	সপ্ততি সহস্র যোজন
২১	১	১৫	সকলের	সকল
৩১	১	৫	ব্রহ্মানিষ্ঠ	ব্রহ্মনিষ্ঠ
৩১	১	২৬	শুদ্র	শূদ্র
৪৩	১	১৩	আভ্যন্তরিক	আত্যন্তিক
৪৬	২	৩৫	বক্ষ্যমান	বক্ষ্যমাণ
৫৩	২	৭	অনাদ	অনাদি
১৪৫	১	২৮	এ	এই
১৪৬	১	৪	কলহন্বিতা	কলহান্বিতা
১৪৯	১	১	মুল্লজ্জ্য	মুল্লজ্জ্য
১৫০	১	২৭	যার	জার
১৫০	২	১৮	বিষ্টা	বিষ্ঠা
১৫১	২	৯	দৈবে	দৈব
১৫৮	১	১২	প্রাপ্ত	প্রাপ্ত হয
১৫৯	২	৪	নাহদৃষ্টমুপদাতে	নাহদৃষ্টমুপপদ্যতে
১৫৯	২	২০	অনুসলা	অনুকূলা
১৫৯	২	২১	অন্য বিবাহ	অন্য স্ত্রী বিবাহ
১৬০	১	১২	স্বশ্রাশ্চ	শ্বশ্রাশ্চ
১৭৪	২	১২	প্রাতঃস্নায়ী	প্রাতঃস্নায়ী
১৭৬	২	২২	গজা	গঙ্গা
১৮২	২	৭	যা	বা
১৯৯	২	৩	ব্যাথা	ব্যথা
২০০	১	১৫	হস্তি	হস্তি
২০১	১	৩২	অভিহিত	অভিভূত
২০৬	২	২৫	বুদ্ধ্যা	বুদ্ধ্যা
২০৮	১	১১	পরিদম্নন্যাং	পরিষদ্মন্যাং
২১৬	২	২১	সাহুসঙ্গ	সাধুসঙ্গ
২২১	২	৪	চতুর্ব্বিং	চতুর্ব্বিংশং